পাতঞ্জলদর্শনম্

সভাষ্য-বাচস্পতিমিশ্রকৃতটীকা-পদবোধিনী টিপ্পনী
বঙ্গানুবাদ-যোগপরিশিষ্ট-
বিষয়সূচী-সমেতম্।

কালীবর বেদান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ
সঙ্কলিতমনূদিতঞ্চ।

দ্বিতীয়ায়—
...ক দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-
সম্পাদিতম্।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দে ষষ্ঠ সংস্করণম্।

মূল্যম্—সার্দ্ধ রৌপ্যকদ্বয়ম্।

প্রকাশক,
শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য।
"বেদান্তবাগীশ নিকেতন"
চড়কডাঙ্গা ষ্ট্রীট্, পোঃ উত্তরপাড়া,
জেলা—হুগলী।

প্রিণ্টার,
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ,
প্রকাশ প্রেস
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

[মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণসাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের অভিমত।]

স্বনামধন্য দর্শনাচার্য্য স্বর্গীয় কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পাতঞ্জল-দর্শনের আর একটী সংস্করণ প্রকাশিত হইল। যে সময়ে ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎকালে সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ বিষয়ী লোকের মধ্যে যোগশাস্ত্রের মর্ম্ম বোধগম্য করাইবার পক্ষে এই গ্রন্থখানিই যে, একমাত্র সহায় ছিল, তাহা সুধীসমাজে অবিদিত নহে। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের দার্শনিক চিন্তায় যে, একটা অসামান্য নৈপুণ্য ছিল, তাহা তৎকৃত গ্রন্থ ও অনুবাদ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। অসামান্য প্রতিভাপ্রসূত বলিয়াই, তাঁহার গ্রন্থনিচয়ের বিশেষত্ব অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

আমার পরম প্রীতিভাজন অনুজকল্প শ্রীমান্ হরিপদ ভট্টাচার্য্য, তাহার পিতৃকীর্ত্তিসংরক্ষণে যত্নবান্ হইয়া বর্ত্তমান-সময়োপযোগী সৌষ্ঠব সম্পাদনের জন্য আমাকে অনুরোধ করায়, আমি তাঁহার বেদান্তদর্শন ও সাংখ্যদর্শনের সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই 'পাতঞ্জলদর্শন' খানিরও পূর্ব্বসংস্করণে ছাত্রগণের পাঠযোগ্য করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাস-ভাষ্য ও বাচস্পতিমিশ্রের টীকা সংযোজন করিয়া সাধ্যমত তাহার সংশোধনাদি মাত্র করিয়া দিয়াছিলাম। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি;—জন-সাধারণের মধ্যে দর্শন-শাস্ত্রের জ্ঞান বা রহস্য-প্রচার উদ্দেশ্যেই তাঁর এই অনুবাদ কৃত হইয়াছিল; কাজেই ইহা যে ভাবপ্রধান অনুবাদ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলেও ভাষ্য ও টীকার সঙ্গে এই অনুবাদটীর যথেষ্ট সম্বন্ধ রক্ষিত হওয়ায়, গ্রন্থখানি ছাত্র ও বিষয়ী, উভয় সম্প্রদায়েরই উপযোগী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই পুস্তকে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কৃত অনুবাদ ব্যতীত তাঁহার নিজস্ব আরও দুইটী উৎকৃষ্ট বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে, যদ্দ্বারা পাঠকবর্গ যোগশাস্ত্র সম্পর্কিত বহু জ্ঞাতব্য-তত্ত্ব অবগত হইবার সুযোগ পাইবেন। তন্মধ্যে প্রথমটী—গ্রন্থপ্রারম্ভে প্রাঞ্জল বাঙ্গালা ভাষায় বহু উদাহরণ ও যুক্তিপূর্ণ অবতরণিকা। দ্বিতীয়টি—গ্রন্থান্তে সংযোজিত বৃহৎ পরিশিষ্ট। 'পাতঞ্জলসূত্রবৃত্তি' নামে, তাঁহার রচিত সংস্কৃত টীকাও প্রতি সূত্রের নিম্নে টিপ্পনীরূপে প্রদত্ত থাকায়, সহজে সূত্রার্থ বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণের প্রুফ্ সংশোধনের ভার আমার সুযোগ্য ছাত্র শ্রীমান্ নিশিকান্ত সাংখ্যতীর্থ গ্রহণকরায়, আশাকরি গ্রন্থখানি যতদূর সম্ভব, নির্দ্দোষ হইবে। ইতি—

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ভাগবত-চতুষ্পাঠী।
ভবানীপুর, কলিকাতা।

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী সমাপ্ত

অবতরণিকা।

একজন প্রসিদ্ধ কবি একদা সাশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া ছিলেন, আমি চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত নিরন্তর গদ্যে কথা কহিয়াছি; কিন্তু তখন গদ্য কি, তাহা জানিতাম না। এইরূপ, প্রত্যেক মনুষ্যই প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন যোগের কার্য্য করিতেছেন, অথচ তাঁহারা জিজ্ঞাসিত হইলে বলেন, আমরা যোগী নহি—যোগ কি তাহা জানি না। কি প্রকার কার্য্যের উপর বা কিরূপ মনোবৃত্তির উপর যোগ-শব্দের সঙ্কেত, তাহা জানা না থাকাতেই তাঁহারা উক্তবিধ প্রত্যুত্তর দিয়া থাকেন। স্বর্ণকার, শরনির্ম্মাতা, যন্ত্রনির্ম্মাতা, চিত্রকর ও জ্যোতির্ব্বিদগণ সময়ে সময়ে এরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও তন্মনা হইয়া থাকেন যে, পার্শ্ব দিয়া হাতী চলিয়া গেলেও তাঁহারা দেখিতে পান না। তদ্রূপ তন্মনস্ক হইয়াও, তদ্রূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াও তাঁহারাও উল্লেখ করিতে পারেন না যে, আমরা ক্ষণকালের নিমিত্ত যোগী হইয়া ছিলাম। ডাক্তারেরা মিস্-মেরাইজ্ (Mesmerise) করিয়া, অর্থাৎ কৌশলে অথবা ক্লোরোফরম (Chloroform) আঘ্রাণ করাইয়া ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির অঙ্গকর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন; পরন্তু তাঁহারাও জানেন না যে, আমরা রোগীকে যোগীর তুল্য করিয়া এই কার্য্য সমাধা করিতেছি। এইরূপ, অনেকানেক লৌকিক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সর্ব্বদাই যোগের বিবিধ প্রতিচ্ছায়া অনুষ্ঠিত হইতেছে, তথাপি লোক তাহার মূল অনুসন্ধান করিতেছে না, এবং মূল যোগ কি, তাহার জানিবার ইচ্ছাও করিতেছে না।

"যোগ" কথাটী এ দেশের কত পুরাতন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যোগ-শব্দটী যে, প্রথমে কোন্ প্রক্রিয়ার উপর উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহাও এক্ষণে দুর্জ্ঞেয়। কেন না, এখন আমরা নানা অর্থে যোগ-শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। যে যে অর্থে, বা যে যে প্রক্রিয়ার উপর যোগ শব্দের সঙ্কেত বাঁধা আছে, তত্তাবতের একটী ক্ষুদ্র তালিকা প্রদত্ত হইতেছে।

১। কোন এক বাহ্যবস্তুতে অন্য এক বাহ্যবস্তু সংলগ্ন করার নাম যোগ।

২। এক বস্তুতে অন্য বস্তু মিশ্রিত করার নাম যোগ।

৩। কার্য্যের কারণসমূহ একত্র করণের নাম যোগ।

৪। যোদ্ধৃগণের অস্ত্রাদি বিধারণের (বিধানানুসারে ধারণ করার) নাম যোগ

৫। বস্তুতত্ত্বনিশ্চায়ক যুক্তিবাক্যের নাম যোগ।

৬। ছল বা প্রকৃত তত্ত্ব গোপনপূর্ব্বক কার্য্য প্রদর্শনের নাম যোগ।

৭। দেহকে দৃঢ় ও সুস্থির করণের উপায়ের নাম যোগ।

৮। শব্দবিন্যাসের সুশৃঙ্খলার নাম যোগ।

৯। শব্দের অর্থবোধিকা-শক্তিবিশেষের নাম যোগ।

১০। কৌশলে কার্য্য নির্ব্বাহ করার নাম যোগ।

১১। লব্ধ বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের নাম যোগ।

১২। চিন্তার দ্বারা দুর্লভ্য লাভের উপায় পরিজ্ঞানের নাম যোগ।

১৩। বস্তুকে অন্য এক নূতন আকারে পরিণত করার নাম যোগ।

১৪। আত্মায় আত্মায় সংযোগ করার নাম যোগ।

১৫। বস্তুবিষয়ক চিন্তাপ্রবাহ উত্থাপিত করার নাম যোগ।

১৬। সমস্ত মনোবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ।

১৭। চিত্তকে একতান বা একাগ্র করণের নাম যোগ।

এই সপ্তদশপ্রকার যোগের মধ্যে, শেষোক্ত চারিপ্রকার যোগ যত দুর্ব্বোধ্য ও দুঃসাধ্য,—অন্যগুলি তত দুর্ব্বোধ্য ও দুঃসাধ্য নহে। অসুরাচার্য্য উশনা, সুর-গুরু বৃহস্পতি, দেবরাজ ইন্দ্র, ঋষিশ্রেষ্ঠ পুনর্ব্বসু ও অগ্নিবেশ্য প্রভৃতি মহাত্মগণ প্রথমোক্ত ত্রয়োদশবিধ যোগের আদি-উপদেষ্টা; এবং হিরণ্যগর্ভ, মহেশ্বর, শিবানী, মহর্ষি কপিল, তৎশিষ্য পঞ্চশিখ মুনি, রাজর্ষি জনক, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, যোগিবর দত্তাত্রেয়, জৈগীষব্য, যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ও পতঞ্জলি প্রভৃতি মুনিগণ শেষোক্ত যোগচতুষ্টয়ের পরম গুরু *। প্রথমোক্ত

* "ব্রহ্মা মহেশ্বরঃ স্কন্দশ্চেন্দ্রঃ প্রাচেতসোমনুঃ।
বৃহস্পতিশ্চ শুক্রশ্চ ভারদ্বাজোমহাতপাঃ॥
বেদব্যাসশ্চ ভগবান্‌ তথা গৌরশিরা মুনিঃ।
এতে হি নীতিযোগানাং প্রণেতারঃ পরন্তপাঃ॥"—বৈশম্পায়ন।
"হিরণ্যগর্ভোযোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতন।"—যাজ্ঞবল্ক্য।

ত্রয়োদশপ্রকার যোগভিত্তির উপর নীতি, শিল্প, ও চিকিৎসা প্রভৃতি বহুতর শাস্ত্র গ্রথিত হইয়াছে, এবং শেষোক্ত চতুর্ব্বিধ যোগ অবলম্বন করিয়া বিবিধ অধ্যাত্মশাস্ত্র রচিত হইয়াছে।

শেষোক্ত যোগ-চতুষ্টয়ের উদ্দেশ্য বা অধিগম্য বস্তু এক; পরন্তু তাহার প্রাপক পথ অনেক বা ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন যোগপথের পথিকেরা সকলেই স্ব স্ব পথে গমনকালে অনেক অদ্ভুত বস্তু লাভ করেন ও দেখিতে পান। পথিদৃষ্ট সেই সকল অদ্ভুত কুহকে যাঁহারা মুগ্ধ না হন, তাঁহারা সকলেই সেই এক অদ্বিতীয় অধিগন্তব্য প্রদেশে যাইয়া সকলেই সমান ফল লাভ করিতে পারেন। অন্যথা কে কোথায় গিয়া পড়েন, তাহার স্থিরতা নাই। সেই জন্যই যোগীরা যোগপথকে চতুষ্পথাকার কল্পনা করিয়া তাহার প্রত্যেক পথের ভুগনতা বর্ণনা করিয়া থাকেন।

ভিন্ন ভিন্ন আকারের চারিটি পথ থাকায় যোগকে চতুষ্পথ বলা হইল। সেই চতুষ্পথ বা চতুষ্প্রকারের বিভক্ত যোগপথ কি কি? তাহা শুনুন।

"মন্ত্রযোগোলয়শ্চৈব রাজযোগোহঠস্তথা।
যোগশ্চতুর্ব্বিধঃ প্রোক্তো-যোগিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, রাজযোগ ও হঠযোগ। তত্ত্বদর্শী যোগীরা এই চারিপ্রকার যোগপথ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই চতুষ্পথাকার যোগের ভিন্ন ভিন্ন পথগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মহাযোগীর দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এক সময়ে একের দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই। যদি কাহারও জানিতে ইচ্ছা হয় যে, কোন্ সময়ে কোন্ পথ কোন্ মহাযোগীর দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল? কোন্ পথের কিরূপ প্রণালী? এবং কোন্ পথের জন্যই বা কিরূপ সম্বল সংগ্রহ করিতে হয়? তাঁহাদের এ সকল প্রশ্নের প্রত্যুত্তর আমরা পরিশিষ্টে প্রদান করিব। তজ্জন্য তাঁহারা যেন উদ্বিগ্ন না হন। ফল কথা এই যে, প্রত্যেক যোগেই লয় সম্বন্ধ আছে। লয় ছাড়া যোগ হয় না। লয় কি? কাহার লয়? চিত্তের লয়। চিত্ত কোন এক অনির্দ্দেশ্য আকারে লয় প্রাপ্ত হইলেই তদ্দশায় তাহাকে লয়-যোগ বলা যায়। এই লয়-যোগ, ইংরাজ পাঠককে সংক্ষেপে বুঝাইতে হইলে (Self mesmerism)

সেল্‌ফ মেস্‌মেরিজম্‌, আর সাধারণ বঙ্গীয় পাঠককে বুঝাইতে হইলে, কৌশলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হওয়া বা ইচ্ছাপূর্ব্বক চিত্তলয়ের কৌশল অবলম্বন করা ভিন্ন অন্য শব্দে সঙ্কেত করা চলে না। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে, ইংরাজদিগের উদ্ভাবিত পরাধীন চৈতন্যহরণের ছেদ ভেদ (কাটা ছেঁড়া) ভিন্ন অন্য কোন সুফল নাই, কিন্তু আমাদের যোগিগণের উদ্ভাবিত লয়-যোগের অনেকানেক সুফল আছে; পরন্তু সে সমস্ত ফল লোকাতীত।

যোগের সুফল ও অলৌকিক ক্ষমতা আছে শুনিয়া হয়ত অনেকেই হাসিবেন। অনেকেই হয় ত বুদ্ধিমোহবশতঃ যোগের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। না পারেন, না পারিবেন; তজ্জন্য আমরা ব্যথিত ও ঈর্ষান্বিত নহি। জিগীষাপরবশ হইয়া বাগ্‌জাল বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত আমরা বাগ্‌যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা জানি, বাক্যের দ্বারা ইহার সাফল্য সপ্রমাণ করা যায় না। উৎকট শ্রদ্ধা সহকারে যথোক্তনিয়মে অনুষ্ঠান করিয়া না দেখিলে, ইহার ফলাফল সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা কিছুই বলা যায় না। যদি বল, যুক্তির দ্বারা, তর্কের দ্বারা, বিজ্ঞানের দ্বারা জানিবে? আমরা বলি, তাহা ভ্রম। যুক্তিতর্ক বিজ্ঞান, রসায়ন,—এ সকল লৌকিক-বুদ্ধি-প্রসূত। সুতরাং তাহারা লৌকিক জগতেই সঞ্চরণ করে। সেই জন্যই তাহারা অলৌকিক অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতে পারে না। যে কখন অলৌকিক দৃশ্য দেখে নাই, কি প্রকারে সে অলৌকিক অস্তিত্বে বিশ্বাস উৎপাদন করিবে? যাহা হউক, ফল কথা এই যে, আমরা যখন যোগী নহি—যোগ করি নাই—যোগী দেখিও নাই, তখন হঠকারিতামাত্র অবলম্বন করিয়া যোগফলকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিবার চেষ্টা করিলে আমাদের উডুম্বর-মশকের ন্যায় হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। যোগফলের প্রতি মিথ্যা-দৃষ্টি প্রয়োগ না করিয়া বরং তাহার অবশ্য কোন সত্য ফল আছে, এরূপ অবধারণ করিয়া তদ্বোধার্থ যত্নবান্‌ হওয়াই আমাদের অতীব কর্ত্তব্য। *

* এস্থলে আমরা পাঠকগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন মনোযোগপূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রবাদবাক্যগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখেন। একটী প্রবাদ এই আছে যে, রাত্রিকালে গৃহমধ্যে গুবরে পোকা-নামক পতঙ্গ আসিয়া প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিবার উপক্রম করিলে, যিনি যিনি সেই গৃহে থাকিবেন, তাঁহারা সকলেই সজোরে আপন আপন হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিবেন। ২।৩ মিনিট পরেই দেখিবেন, সেই পতঙ্গের উড়িবার শক্তি স্তম্ভিত হইয়াছে এবং সে চুপ

যোগীরা সর্ব্বজ্ঞ হন, দীর্ঘজীবী হন, অনাহারে জীবন ধারণ করিতে পারেন, শ্বাসরোধেও তাঁহাদের জীবন রক্ষা হয়,—এ সকল কথা নিতান্ত অবিশ্বাস্য নহে। প্রকৃতি-শরীরে বা জীব-জগতে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যাহা দেখিয়া, যোগিগণের উল্লিখিত সামর্থ্য থাকার প্রতি অন্ততঃ আংশিক বিশ্বাস উৎপাদন করা যাইতে পারে। বুদ্ধিমান্ মনুষ্য যদি তন্মনা হইয়া কিছুকাল প্রকৃতি পুস্তক পাঠ করে, স্বভাবতত্ত্ব অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে শীঘ্রই যোগফলের প্রতি বিশ্বস্ত হইতে পারে। মনুষ্য এ যাবৎ যে কিছু শিখিয়াছে, আমাদের বিশ্বাস এই যে, তাহার একটীও মনুষ্য-গুরুর নিকট শিখে নাই। সমস্তই প্রকৃতি-গুরুর নিকট শিখিয়াছে। আমরা অলসস্বভাব ও স্থূলবুদ্ধি লোক,—তাই আমরা বেদ, কোরাণ, কম্‌ট ও মিল পড়ি। কিন্তু যাঁহারা অনলস, অধ্যবসায়ী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি,—তাঁহারা কোন মানুষের পুস্তক পড়েন না। সদাসর্ব্বদা প্রকৃতি-পুস্তকই পাঠ করেন। প্রকৃতি-পুস্তক পড়েন বলিয়াই তাঁহারা নূতন নূতন আবিষ্কার করিতে পারেন। মানুষের পুস্তকে কোন নূতনত্ব নাই, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। যোগীরাও প্রকৃতি-পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া তাহা হইতে যোগবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন,—ইহা তাঁহাদের গ্রন্থ দেখিলেই জানা যায়। বস্তুতঃ প্রকৃতিই যোগীদিগের আদি গুরু। প্রকৃতিতত্ত্ব বা স্বভাব-তত্ত্ব পর্য্যালোচনা না করিলে তাঁহারা কোনক্রমেই যোগী হইতে পারিতেন না। স্বভাবের অনুকরণ বা স্বভাবকে স্বায়ত্ত করিতে পারিলেই যোগী হওয়া যায়। স্বভাবতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেই যোগীদিগের যোগ-কৌশল জানা যায় এবং যোগের যে সকল অলৌকিক ফল বর্ণিত আছে, সে সমুদায়েও অবিশ্বাস থাকে না।

প্রকৃতিই যোগীদিগের গুরু এবং প্রকৃতিই যোগীদিগের বর্ণিত যোগফল বুঝিবার দৃষ্টান্ত স্থল,—এই দুই কথা এক্ষণে বিশদ করিয়া বুঝান আবশ্যক

করিয়া পড়িয়া গিয়াছে। ২য় প্রবাদ এই যে, যদি কখন তৃণময় স্থানে বসিবার আবশ্যক হয়, এবং সে স্থানে যদি অনেক ছিনে জোঁক থাকে, তবে সজোরে বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা তর্জ্জনী অথবা কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ টিপিয়া রাখিবেন। দেখিবেন, জলৌকা সকল নিকটে আসিয়াই স্তম্ভিত আছে। জগতে এইরূপ অনেক কাণ্ড আছে, যাহাদের কারণ অথবা কোন পুষ্কল যুক্তি অদ্যাপি অজ্ঞাত রহিয়াছে।

হইতেছে। প্রথম যোগী কোন্ স্বভাবের নিকট বা কোন্ প্রকৃতির নিকট, কি কি শিক্ষা করিয়াছিলেন? তাহা অনুসন্ধান কর। অনুসন্ধান দ্বারা যখন জানিতে পারিবে যে, যোগীরা অমুক স্বভাবের নিকট অমুক বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন, তখন অনায়াসেই তাহার তথ্য বুঝিতে পারিবে। তাহার ফলাফল সত্য কি মিথ্যা, তাহাও বুঝিতে পারিবে। যোগফলের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার জন্য এতদ্বিধ উপায় ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। এ সম্বন্ধে আমরা এ স্থানে দিগ্দর্শনের নিমিত্ত, যোগলিপ্সু ব্যক্তিদিগের যোগমন্দির প্রবেশের দ্বারস্বরূপ দুই একটী সহজ নিদর্শন উদ্ধৃত করিলাম। এতদ্দৃষ্টে পাঠকগণ বোধ হয় অল্পক্লেশে যোগফলের সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন।

প্রথম সার্ব্বজ্ঞ্য-শিক্ষা :—মানুষ যে সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে, এই জ্ঞান তাঁহারা প্রথমে সূর্য্যকান্তমণির নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা—

"যথাঽর্করশ্মিসংযোগাদর্ককান্তোহুতাশনম্।
আবিষ্করোতি তূলেষু দৃষ্টান্তঃ স তু যোগিনঃ॥"

সূর্য্যরশ্মিসংযোগে সূর্য্যকান্তমণি বহ্নি আবিষ্কার করে, ইহা দেখিয়া যোগিগণ সার্ব্বজ্ঞ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কি আশ্চর্য্য উপদেশ! এ উপদেশের মর্ম্ম কি গভীর নহে? ঐ অত্যল্প কথার ভিতর কি শত সহস্র বিজ্ঞান লুক্কায়িত নাই? চিন্তা করিয়া দেখিলেই কি অঙ্গে পুলকোদ্গম হয় না? মস্তক কি বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয় না? ঘুড়ীর লকে বিদ্যুতের আবেশ দেখিয়া তাড়িত বিজ্ঞান (Telegraph) শিক্ষা অপেক্ষা, বাষ্পবলে রন্ধন-স্থালীর মুখশরাব উৎপতিত হইতে দেখিয়া ষ্টিম্ওয়ার্কের সৃষ্টি করা অপেক্ষা, ফল-পতন-দৃষ্টে পার্থিব আকর্ষণ (Gravitation) জ্ঞান হওয়া অপেক্ষা,—আতস্ পাথরের দ্বারা সূর্য্যকিরণ কেন্দ্রীকৃত বা পুঞ্জীকৃত করিয়া তদ্দ্বারা তৃণপুঞ্জ দগ্ধ করিতে দেখিয়া, ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত বা সহস্রমুখী বুদ্ধি-বৃত্তিকে এককেন্দ্রক করিয়া তদ্দ্বারা সূক্ষ্মবিজ্ঞান, ব্যবহিতবিজ্ঞান ও অতীতা-নাগতবিজ্ঞান আবিষ্কার করা কি অত্যধিক ক্ষমতার বিষয় নহে? সমধিক বিস্ময়াবহ নহে? সম্পূর্ণ নূতন নহে? বিস্তৃত, তরল বা বিরলাবয়ব সূর্য্য-কিরণ,—যাহাকে আমারা প্রভা বা আলোক বলি,—সে কাহাকেও দগ্ধ করে না। প্রত্যুত তাহাতে উত্তাপ নাই বলিয়াই প্রতীতি হয়। কিন্তু

কৌশলক্রমে বা উপায়ের বলে, সেই তরলায়িত আলোকরাশিকে যদি কেন্দ্রীকৃত করা যায়, ঘন বা পুঞ্জীকৃত করা যায়, তাহা হইলে দেখিবে যে, সেই সূর্য্যালোকসমূহের পুঞ্জন-স্থানে অর্থাৎ কেন্দ্রভবনে প্রলয়াগ্নির ন্যায় দাহিকা-শক্তি আবির্ভূত হইয়াছে। আতস পাথরের দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের অত্যল্প মাত্র উদাহরণ দেখান যায়। সূর্য্যকিরণে একখানি অর্ককান্তমণি বা আতস্ পাথর ধর। তন্নিম্নে কতকগুলি তুলা কি শুষ্ক তৃণ রাখ। তুলায় অথবা তৃণে যদি অগ্নি জন্মিতে বিলম্ব দেখ,—তবে পাথরখানিকে অল্পে অল্পে, হয় উপরে, না হয় কিছু নীচে আন। যে স্থানে আসিলে পাথরের রশ্মিকেন্দ্র (Focus) ঠিক হইবে,—পাথর সেই স্থানে আসিবামাত্র দেখিবে, নিম্নস্থ তুলা অথবা তৃণ পুড়িয়া যাইতেছে। উহা পোড়ে কেন? না—ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত সহস্রমুখ বিরলাবয়ব সূর্য্যকিরণ আতস্ পাথরের শক্তিতে এককেন্দ্রক হওয়ায় তাহার কেন্দ্রস্থানটী অগ্নিরূপে পরিণত হয়; সুতরাং কেন্দ্রস্থান-স্থিত দাহ্য বস্তু মাত্রেই দগ্ধ হইয়া যায়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, ইন্দ্রিয়পথে বহির্গত, ভিন্ন ভিন্ন, বিষয়ে বিক্ষিপ্ত ও বহু স্থানে ব্যাপ্ত বুদ্ধিবস্তুকে যদি প্রযত্নের দ্বারা, পথরোধের দ্বারা, একত্র করা যায়, ক্রমসঙ্কোচ-প্রণালীতে পুঞ্জীকৃত বা কেন্দ্রীকৃত করা যায়, তাহা হইলে সেই পুঞ্জীকৃত বা কেন্দ্রীকৃত বুদ্ধিতত্ত্বের অগ্রস্থিত যে কোন বস্তু,—সমস্তই তাহার বিষয় গোচর বা প্রকাশ্য হইবে। যে যে বিষয় আমরা সহজে বুঝিতে পারি না, সে সকল বিষয় বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য আমরা একাগ্রচিত্ত বা তন্মনা হই। বহুক্ষণ একাগ্র হইয়া চিন্তা করিলেই তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কেন পারি? দিগন্তপ্রসারিণী বুদ্ধিবৃত্তি তখন একাগ্রতার দ্বারা, প্রযত্ন-বিশেষের দ্বারা পুঞ্জীকৃত হয়, পুঞ্জীকৃত হইলে তাহার ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, তাই আমরা বুঝিতে পারি। যেমন স্বল্পবিষয় জানিবার জন্য স্বল্প একাগ্রতা অবলম্বন করি, যোগীরা তেমনি, বস্তুর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অবস্থা জানিবার জন্য সমস্ত মনোবৃত্তি রুদ্ধ করত একমাত্র জ্ঞাতব্যবিষয়িণী বৃত্তিকে প্রবাহিতা করেন। অন্যান্য মনোবৃত্তি রুদ্ধ হইলে, বুদ্ধিতত্ত্বটী পুঞ্জীকৃত হইলে, তাহার অন্যান্য মুখ বন্ধ হইয়া গিয়া একটী মাত্র মুখ প্রবল হইলে, কোন বস্তুই তাহার অগোচর থাকে না। সহস্রমুখী বুদ্ধির অন্যান্য মুখ রুদ্ধ

করিয়া দিয়া একটী মাত্র মুখ খুলিয়া রাখিলে তাহার বেগ, প্রভাব, বল এত অধিক হয় যে, তাহা বর্ণনাতীত। সহস্রমুখী বুদ্ধি একমুখী হইলে তাহার বেগ অত্যধিক প্রবল হয়,—ইহা তাঁহারা কেবল আতস্ পাথরের নিকট শিক্ষা করেন নাই,—নদীর নিকটেও শিখিয়াছিলেন। নদীর সর্ব্বাঙ্গ রুদ্ধ করিয়া এক স্থানে একটী ছিদ্র করিয়া দিলে, সেই ছিদ্র-স্থানটীতে তাহার সমস্ত বেগ একত্র হইয়া এক মহান্ বেগ উপস্থিত করে। সে বেগের তুলনা নাই। তাহা দেখিয়া তাহারা শিক্ষা পাইলেন যে, বুদ্ধির সমস্ত মুখ বাঁধিয়া দিয়া একটী মাত্র মুখ খুলিয়া রাখিলে তাহারও অসাধারণ বেগ বা ক্ষমতা জন্মিবে।

বর্ণিত হইল, প্রকৃতিই মনুষ্যের সকল অভিজ্ঞতার ও সকল উন্নতির মূল। প্রকৃতিই সকল শিক্ষার আদর্শ বা পাঠ্যপুস্তক। প্রকৃতিই বিজ্ঞান গৃহের প্রবেশ-দ্বার। বুদ্ধিমান মনুষ্য প্রকৃতি-পুস্তকের এক একটী অক্ষর পাঠ করেন, আর বুদ্ধিসহকারে তাহারই অনুরূপ এক একটী দৃশ্য আবিষ্কার করেন। প্রকৃতির অনুকরণ করা ভিন্ন মনুষ্যের সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য নাই। আমরা যে বাষ্পীয়যান, ব্যোমযান ও তাড়িত-যন্ত্র প্রভৃতি দেখিয়া সাশ্চর্য্য হই, নূতন সৃষ্টি মনে করিয়া হর্ষে উৎফুল্ল হই, বস্তুতঃ উহার কিছুই নূতন নহে। সমস্তই স্বভাবের বা প্রকৃতির অনুকরণ। স্বভাবের অনুকরণ করিয়াই যোগীরা দীর্ঘজীবনাদি লাভ করেন।

দীর্ঘজীবন, অনাহার ও কুম্ভক শিক্ষা।—যোগিগণ প্রকৃতি-পুস্তক পাঠ করিতে করিতে আরও দেখিলেন, যদি আমরা উপায়ক্রমে, ভেক, কচ্ছপ ও সর্পাদি জাতির স্বভাব অনুকরণ করিতে পারি ত দীর্ঘজীবী হইতে পারিব, এবং দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিলেও আমাদের প্রাণবিয়োগ হইবে না।

"নাশ্নতি দর্দ্দুরাঃ শীতে ফণিনঃ পবনাশনাঃ।
কূর্ম্মাশ্চৈবাঙ্গগোপ্তারো দৃষ্টান্তা যোগিনোমতাঃ॥"

ঐ সকল জীব শীতকালে মৃত্তিকাবিবর ও গিরিগহ্বরাদি আশ্রয় করিয়া অনাহারে জড়বৎ কালযাপন করে। বিশেষতঃ শীতকালে ভেকজাতির দেহ প্রায় মৃত্তিকাতুল্য হইয়া যায়। তৎকালে তাহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কি অন্য

কোন চেতনকার্য্য, কিছুই থাকে না। কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভ হইলে পুনশ্চ তাহারা নবজীবন প্রাপ্ত হয়। তখন তাহারা আহার বিহারাদি জৈবিক কার্য্য করিতে থাকে। যে যোগী কৌশলক্রমে ঐ সকল জীবের স্বভাব অনুকরণ বা অভ্যাস করিতে পারেন; তিনি সহজেই সমাহিত হইতে পারেন; এবং অনাহারেও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারেন। তৎকালের অনাহার তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি করিতে পারে না। কেন-না যোগীর সমাধি আর উল্লিখিত প্রাণিনিচয়ের শীতনিদ্রা প্রায় সমান।

যোগীরা যে প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করেন, তাহা তাঁহারা উল্লিখিত প্রাণি-সমূহের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে সকল প্রাণীর শ্বাস-সংখ্যা অল্প ও অল্পায়ত,—সেই সকল প্রাণীরাই দীর্ঘজীবী। আর যাহাদের শ্বাসসংখ্যা কিছু অধিক ও দীর্ঘ,—তাহারা অল্পায়ু অর্থাৎ তাহারা অল্পকাল জীবিত থাকে। ইহা দেখিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন, মনুষ্য যদি আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস অল্পায়ত ও অল্পসংখ্যক করিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট জীবনকাল অপেক্ষা অধিককাল জীবিত থাকিতে পারে। জীব, শ্বাস-সংখ্যার ও শ্বাস-আয়তনের অল্পতা প্রযুক্তই যে দীর্ঘজীবী হয়,—স্বরোদয়যোগে তাহার কার্য্যকারণভাব বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। সে বিচার উঠাইয়া এস্থানে ভূমিকার অবয়ব-বৃদ্ধি করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। তথাপি এস্থলে একটি তদনুযায়ী ক্ষুদ্র তালিকা প্রদান করিলাম।

কয়েকটী প্রাণীর প্রতিমিনিটে প্রায়িক-শ্বাস-সংখ্যা ও প্রায়িক-পরমায়ু।

প্রাণী	শ্বাস	আয়ুষ্কাল		প্রাণী	শ্বাস	আয়ুষ্কাল	
শশ	৩৮। ৩৯	৮	বৎসর	ঘোড়া	১৮। ১৯	৪৮। ৫০	বৎসর
কপোত	৩৬। ৩৭	৮। ৯	"	মনুষ্য *	১২। ১৩	১০০	"
বানর	৩১। ৩২	২০। ২১	"	হস্তী	১১। ১২	ঐ	"
কুক্কুর	২৮। ২৯	১৩। ১৪	"	সর্প	৭। ৮	১২০। ১২২	"
ছাগল	২৩। ২৪	১২। ১৩	"	কচ্ছপ	৪। ৫	১৫০। ১৫৫	"
বিড়াল	২৪। ২৫	১২। ১৩	"				

* পূর্ব্বে যখন লোক সকল সবলকায়, অরোগী ও শতাধিক বৎসর জীবিত থাকিত, তখনকার শ্বাস-সংখ্যার সহিত এখনকার মনুষ্যের শ্বাস-সংখ্যার ঐক্য হয় না। তখনকার

এই সম্বন্ধে কয়েকটি খনার বচন আছে। তাহার একটি এই—

"নরা গজা বিশে শয়, তার অর্দ্ধেক ঘোড়া বয়।

বাইশ বলদা তের ছাগলা, উন পড়ে বরা পাগলা।"

কবিতাটীর শেষ চরণের 'উন' শব্দের অর্থ কম, 'বরা' অর্থে—বরাহ। উহার তাৎপর্য্য এই যে, বরাহ সকল ছাগল অপেক্ষাও অল্পজীবী। বস্তুতঃ যে সকল বৃহৎকায় পশু সর্ব্বদাই ধুঁকিতে থাকে। ও তন্নিবন্ধন তাহাদের রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়ার আধিক্যহেতু দৈহিক-গঠন দৃঢ় ও বলাধিক্যযুক্ত থাকিলেও তাহাদের আয়ুষ্কাল অতি সংক্ষিপ্ত। ছাগ, গো, মেষ ও মহিষ প্রভৃতি পশুর রোমন্থকালে শ্বাস-প্রশ্বাসের আধিক্য ও আয়তন-বৃদ্ধি হয়। সেই জন্যই তাহারা দীর্ঘকাল জীবিত থাকে না। আয়ুঃক্ষয়কারী ও আয়ুর্বৃদ্ধিকারী কারণান্তর বর্ত্তমান থাকিলে উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াও থাকে। যোগিগণ সেই জন্যই উল্লিখিত জীবনিবহের শ্বাস-প্রশ্বাস আদর্শ করিয়া প্রথমতঃ প্রাণায়াম অভ্যাস করেন। প্রাণবায়ুর সংযম প্রক্রিয়া বিশেষকেই প্রাণায়াম কহে; আয়ুর্বৃদ্ধি ব্যতীত, চিত্তসংযমাদিরূপ প্রাণায়ামের অন্যান্য মুখ্য সুফল ও আছে। পরন্তু সেই প্রাণায়াম-কার্য্যটি নিতান্ত বিঘ্নপরিশূন্য নহে। উহা যদি সুনিয়মে শিক্ষা করা না হয়, তাহা হইলে বিবিধ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। ফুসফুসের স্বাভাবিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন-নিবন্ধন শ্বাস, কাস, মূত্রকৃচ্ছ্র, মস্তিষ্কবিকার ও বিবিধ বায়ুরোগ জন্মিতে পারে। ক্ষুধামান্দ্য, আহারে অরুচি, কোষ্ঠবদ্ধতা ও কায়িক পরিশ্রমে উদ্যমহীনতা প্রভৃতি দোষ প্রায়শঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মনুষ্যের শ্বাস-সংখ্যা প্রায় ১১, ১২ই ছিল, কিন্তু এখনকার মনুষ্যের আয়ুর অল্পতা প্রভৃতির দোষে তাহাদের শ্বাস-সংখ্যা এক্ষণে প্রায় প্রতিমিনিটে ১৫।১৬ সংখ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রকারেরা কলির মনুষ্যের শ্বাসসংখ্যা গণনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,—"ষষ্টি-শ্বাসৈর্ভবেৎ প্রাণঃ ষটপ্রাণা নাড়িকা মতা। ষষ্টিনাড্যা অহোরাত্রং জপসংখ্যাক্রমো মতঃ॥ একবিংশতিসাহস্রং ষট্‌শতাধিকমীশ্বরি। জপতে প্রত্যহং প্রাণী"—ইত্যাদি। ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, মনুষ্যজীব এক অহোরাত্র একুশ হাজার ছয় শ বার হংসমন্ত্র জপ করে অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ব্বাহ করে। সুতরাং জানা গেল, কলির মনুষ্যেরা প্রতি মিনিটে ১৫ বার মাত্র শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পন্ন করে। এই ব্যবস্থা প্রায়িক অর্থাৎ অধিকাংশ মনুষ্যের পক্ষে।

সাধনের ব্যতিক্রম হইলেই রোগ জন্মিবে,—ইহা শুনিয়া ভয় পাওয়া উচিত নহে। কেন-না, ভোগজ উপসর্গের ন্যায় যোগজ উপসর্গ শান্তিরও উপায় আছে। "ভোগে রোগভয়ম্" ভোগে রোগভয় আছে। এই নীতির অনুসরণ করিয়া বা ইহা ভাবিয়া কবে কোন্ কামুক ভোগ-বিমুখ হইয়াছে? তদ্রূপ, যোগীরাও যোগানুষ্ঠানের ব্যতিক্রম হইলে রোগ হইবে, ইহা ভাবিয়া যোগ-বিমুখ হন না। তাঁহাদের মনোভাব এই— রোগ হয় চিকিৎসা করিব, যে হেতু, এপর্যান্ত কেহ বিঘ্ন-পরিশূন্য হইয়া সিদ্ধি-মন্দিরে পৌছিতে সক্ষম হন নাই। আমাদের ভোগজ ব্যাধি-নিচয় বৈদ্যের নিকট যত দুরপনেয় বা দুঃসাধ্য— যোগীর নিকট যোগজ ব্যাধি তত দুরপনেয় বা তত দুঃসাধ্য নহে। যোগীর নিকট যোগজ উপসর্গ সকল (রোগ) অতি যৎসামান্য ও তুচ্ছ বটে, পরন্তু তাহা বৈদ্যের নিকট তুচ্ছ নহে। বৈদ্যেরা কেবল ভোগীদিগের ভোগজ ব্যাধি শান্তি-বিধান করিতে পারেন, যোগীদিগের যোগজ উপসর্গের কিছুমাত্র করিতে পারেন না। যোগীদিগের চিকিৎসা এক স্বতন্ত্র কাণ্ড। আমরা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের কুতূহল চরিতার্থ করিব। এক্ষণে প্রসঙ্গাগত কথা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাউক।

প্রাণায়াম সাধন করিতে করিতে যোগী যখন তাহার উচ্চ-প্রান্তে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার এক কিংবা দুই প্রসৃতি নির্জ্জল দুগ্ধ হইলেই যথেষ্ট হয়। তখন তিনি উক্ত পরিমাণের অধিক আহার করিতে পারেন না। করিলেও তাহা পরিপাক প্রাপ্ত হয় না। তৎকালের উপযুক্ত দ্রব্য ব্যতীত, অনুপযুক্ত দ্রব্য ভোজন করিলেও তাহা তাঁহাদের পীড়াজনক হয়। তৎকালের অর্থাৎ যোগ-সাধন-কালের উপযুক্ত আহারীয় দ্রব্য কি? তাহা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে বলিব। কোন্ দ্রব্য কিরূপ করিয়া কি পরিমাণে ভোজন করিলে তৎকালের উপযুক্ত হইবে, অর্থাৎ পীড়াকর হইবে না, সে সমস্তই যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে এবং সে সকলের অধিকাংশই পরিশিষ্টে দেখিতে পাইবেন। এক্ষণে যাহা চলিতেছে, তাহাই চলুক।

আহারের পরিমাণ সঙ্কুচিত হইলে দেহ প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ক্লিষ্ট ও ক্ষীণ হয় বটে; কিন্তু তৎসঙ্গে ইন্দ্রিয়সংযম থাকায়, পরিণামে সেই ক্ষীণদেহে এক আশ্চর্য্য কান্তি প্রাদুর্ভূত হয়। তাঁহার শরীর তখন রুগ্ন নহে অথচ অধিক বলশালীও

নহে, এরূপ মধ্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যদিও কাহারও কাহারও অধঃকায় কিছু কৃশ, কান্তিহীন ও শিরাব্যাপ্ত হয় বটে, পরন্তু তাঁহার মুখমণ্ডলে এমন এক অনির্বাচ্য শ্রী ও জ্যোতিঃ আবির্ভূত হয় যে, সে জ্যোতির ও সে শ্রীর সাদৃশ্য অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ তদীয় দৃষ্টি বা নেত্র-জ্যোতিঃ অতীব মহিমান্বিত হয়।

"যোগীকো ভোগীকো রোগীকো জান্,
আঁক্‌সে নিশান্ ঔর্ আঁক্‌সে পছান্।"

[জান্—হৃদয় বা অন্তঃকরণ। নিশান্—চিহ্ন। পছান্—পরিচয় পাওয়া]

বস্তুতঃ অপরিচিত লোকের চোক্-মুখের ভাবভঙ্গী দেখিয়া তিনি যোগী, কি ভোগী, কি রোগী, তাহা বিলক্ষণ অনুমান করা যায়।

পূর্ব্বকালে এক ঋষি একদা এক শিষ্যের প্রতি অগ্নিসেবার ভার অর্পণ করিয়া প্রবাসগমন করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে অগ্নিদেবতা সেই শিষ্যের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিলেন। ঋষি গৃহাগত হইয়া দেখিলেন, শিষ্যের মুখকান্তিতে ও নেত্রজ্যোতিতে আর পূর্ব্বের ন্যায় অজ্ঞানভাব নাই। তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথং সৌম্য! ব্রহ্মবিদিব ভাসতে তে মুখম্!" বৎস! তোমার মুখ যে আজ্ ব্রহ্মজ্ঞদিগের মুখের ন্যায় উদ্ভাসিত দেখিতেছি কেন?

ঋষি যেমন শিষ্যের মুখ দেখিবামাত্র তাহার ব্রহ্মজ্ঞতা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, সেইরূপ, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই নৈপুণ্যসহকারে চোক্ মুখ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, সে ব্যক্তি যোগী, কি ভোগী, কি রোগী, তাহা বুঝিতে পারেন। উপর্য্যুক্ত হিন্দুস্থানী পণ্ডিতের দোহার ন্যায় ইংরেজ পণ্ডিতও বলিয়াছেন, **"A face is an index of a man's character."** বস্তুতঃ মুখই পর-মনোবৃত্তি বুঝিবার আদর্শস্বরূপ। কারণ এই যে, মনুষ্যের অন্তঃকরণ বা অন্তঃকরণের বৃত্তি, চিৎপ্রতিবিম্বিত হইয়া সদাসর্ব্বদা নেত্রপথে বহিরাগত হয় *। লোকের মনোভাব চৈতন্যের আলোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া নেত্ররশ্মির যোগে বহিরাগত হয়

---

* "চক্ষুর্জন্যমনোবৃত্তি-শ্চিদ্‌যুক্তা রূপভাসিকা।
দৃষ্টিরিত্যুচ্যতে তজ্ জ্ঞৈঃ সৈব লিঙ্গং তদাত্মনঃ।"
—তদাত্মনঃ তস্য জনস্য আত্মনঃ স্বভাবস্য অন্তঃকরণস্য বা লিঙ্গং গমকম্।

বলিয়াই মুখমণ্ডলে বিবিধ বিকার প্রাদুর্ভূত হয়। সেই জন্যই অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা লোকের চোক্-মুখ দেখিয়া তাহাদের মনোভাব প্রায়ই বুঝিতে পারেন, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহা পারে না। যিনি অভিজ্ঞ অথবা যে মহাত্মা নিসর্গের উক্ত অদ্ভুত প্রভাব বুঝিতে পারেন, অবশ্যই তিনি তদ্বিষয়ক নূতন শিল্পও উদ্ভাবন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। সেই নূতন শিল্পের দ্বারা তিনি অনেক অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন করিতে পারেন। তিনি সেই দৃষ্টিবিজ্ঞান বা চাক্ষুষী বিদ্যার দ্বারা + মনুষ্যকে পাগল করিয়া তুলিতে পারেন, মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন, ইন্দ্রজাল বা বিবিধ ভোজ-বাজী (ভেল্কী) দেখাইতে পারেন, অন্যের আত্মায় ও অন্যের অন্তঃকরণে আপনার আত্মাকে ও আপনার ইচ্ছাশক্তিকে আবিষ্ট করিতে পারেন, অনন্তর তাহাকে আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও অভিভূতীকরণ প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। পূর্ব্বে অজ্ঞ লোকেরা এই চাক্ষুষী-বিদ্যাকে ছিটা মন্ত্র, ডাইনের মন্ত্র ও কামরূপ কামাখ্যার আজ্ঞা বলিয়া জানিত। পূর্ব্বকালে কামরূপবাসিনী রমণীরা নাকি এই চাক্ষুষী বিদ্যার যৎকিঞ্চিৎ মহিমা জ্ঞাত থাকিয়া, তদ্বলে তাহারা পুরুষ-দিগকে ভেড়া বানাইয়া রাখিত। এখনকার বারাঙ্গনারা ত উক্ত বিদ্যাই জানেন না, তথাপি, তাঁহারা সম্মুখে আদর্শ রাখিয়া যে সকল মনোমুগ্ধকরী দৃষ্টি (চাহনী) হাসি ও ভ্রূভঙ্গী প্রভৃতি শিক্ষা করেন তাহাতেই উক্ত চাক্ষুষী বিদ্যার অনেক আভাষ পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে অনেক ফকীর, দরবেশ, অনেক বাউল বা নেড়া বৈষ্ণব, অনেক নানক পন্থী ও অনেক সন্ন্যাসী, চাক্ষুষী-বিদ্যা বা দৃষ্টিবিজ্ঞান কি? তাহা জানেন না, তথাপি লোকমুগ্ধকরণ উদ্দেশ্যে উহার যৎকিঞ্চিৎ প্রতিচ্ছায়া শিক্ষা করিতে ত্রুটী করেন না। ফল, মনের ভাব বা ইচ্ছা, মনের নেশা বা মনের আসক্তি চক্ষে আনিতে না পারিলে, লোককে আত্মমতে আকর্ষণ ও বশ্য করা যায় না, লোক সংগ্রহ করাও যায় না, এ কথা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যে সাধক বা ধর্ম্মাচার্য্য আপনার অন্তরের ইচ্ছাকে, ধর্ম্মের নেশাকে চক্ষে আনিতে পারেন, সেই সাধকই লোককে আত্মমতে আকর্ষণ করিতে পারেন; অন্যে পারেন না। প্রাকৃত মনুষ্যেরা অতি তুচ্ছ বা জঘন্য অভিলাষ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত

+ "চাক্ষুষী নাম বিদ্যেয়ং যাং সোমায় দদৌ মনুঃ।
দদৌ স বিশ্বাবসবে মম বিশ্বাবসুর্দদৌ॥"—মহাভারত।

যৎসামান্যাকারের চাক্ষুষী-বিদ্যা বা তাহার আভাসমাত্র অভ্যাস করিয়া থাকে। কিন্তু যোগীরা অতি উচ্চতম ক্ষমতালাভের নিমিত্ত, যাহা উচ্চতম দৃষ্টিবিজ্ঞান বা চাক্ষুষী-বিদ্যা, তাহারই অনুশীলন শিক্ষা করেন। তাঁহাদের যোগশাস্ত্রে যে "ত্রাটক" নামক যোগের উল্লেখ আছে, তাহা সেই অদ্ভুত দৃষ্টিবিজ্ঞানের বা চাক্ষুষী-বিদ্যার ক্ষুদ্রতম শাখা। দৃকশক্তি বাড়াইবার জন্য, সূক্ষ্ম ও ব্যবহিত বস্তু দেখিবার জন্য, সিদ্ধগন্ধর্ব্বাদি অমানবপ্রাণী সন্দর্শনের জন্য, চাক্ষুষ জ্যোতিকে স্বাধীন করিবার জন্য, নিদ্রাতন্দ্রাদি অশেষবিধ চাক্ষুষ-দোষ বিনাশের জন্য, প্রথমতঃ তাঁহারা ত্রাটক-বিদ্যা বা ত্রাটক-যোগ শিক্ষা করেন। ত্রাটক-বিদ্যা শিখিবার প্রথম সোপান এই—

"নিরীক্ষেন্নিশ্চলদৃশা সূক্ষ্মলক্ষ্যং সমাহিতঃ।
অশ্রুপ্রপাতপর্য্যন্ত-মাচার্য্যৈস্তৎ ত্রাটকং স্মৃতম্॥
মোচনং নেত্ররোগাণাং তন্দ্রাদীনাং কবাটকম্।
এতচ্চ ত্রাটকং গোপ্যং যথা হাটকপেটকম্"

কোন এক সজ্যোতিঃ বস্তুর (ধাতুর) অথবা প্রস্তরের দ্বারা প্রস্তুত সুন্দর সুদৃশ্য বা নেত্রপ্রীতিকর একটী সূক্ষ্ম লক্ষ্য সম্মুখে রাখিবে। অনন্তর যোগাসনে উপবিষ্ট ও তন্মনা হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে কেবল তাহাই দেখিতে থাকিবে। যতক্ষণ চক্ষে জল না আইসে, ততক্ষণ দেখিবে। শরীর না নড়ে, পলক না পড়ে, মন বিচলিত না হয়, এরূপ নিয়মে, চক্ষে জল আসা পর্য্যন্ত সেই দৃশ্যের প্রতি চক্ষুকে বা দৃষ্টিকে আবদ্ধ রাখিবে। চক্ষে জল আসিলেই তাহা আর দেখিবে না। কিছুকাল এইরূপ করিলেই দৃকশক্তি বাড়িয়া যাইবে। চক্ষুর দোষ সকল নষ্ট হইবে। নিদ্রাতন্দ্রাদি স্বাধীন হইবে এবং চক্ষুর রশ্মিনির্গমপ্রণালী বিশুদ্ধ হইয়া আসিবে। *

* আমাদের দেশে যে শালগ্রাম শিলা, ধাতুনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি ও ত্রিকোণাকার স্বস্তিক যন্ত্র প্রভৃতি সম্মুখে রাখিয়া পূজা করিবার পদ্ধতি প্রচারিত আছে, এই ত্রাটক যোগই তাহার মূল। ত্রাটকযোগে অধিকারিতা লাভের জন্যই উক্ত প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তাহা এক্ষণে উদ্দেশ্যহীনে পরিণত হইয়াছে। স্বর্ণরৌপ্যরেখাদিসমন্বিত শালগ্রাম শিলা, বাণলিঙ্গ শিব, অষ্টধাতুনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি, স্ফটিকনির্ম্মিত ও স্বর্ণরৌপ্যাদিনির্ম্মিত ত্রিকোণ যন্ত্র, চতুষ্কোণ ও ষট্‌কোণ যন্ত্র প্রভৃতি সম্মুখে রাখিয়া আমরা প্রত্যহই পূজা করি, পরন্তু উদ্দেশ্যজ্ঞানের অভাবেই তাহার ফলভোগী হই না।

"গাঢ়াতপে স্বপ্রতিবিম্বমীশ্বরম্,
নিরীক্ষ্য বিস্ফারিতলোচনদ্বয়ম্।
যদাহঙ্গনে পশ্যতি স্বপ্রতীকম্,
নভোহঙ্গনে তৎক্ষণমেব পশ্যতি॥"

* * * *

প্রখর রৌদ্রের সময় আত্মপ্রতিবিম্ব (ছায়া) নিরীক্ষণ পূর্ব্বক আকাশে নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিবেক। অনন্তর, ক্রমে যখন চত্বরে আত্মপ্রতীক দৃষ্ট হইবে, তখন তাহা আকাশেও দৃষ্ট হইবে। এই প্রক্রিয়ায় সিদ্ধ হইলে যোগী গগনচর সিদ্ধপুরুষদিগকেও দেখিতে পান।

চাক্ষুষী-বিদ্যা লাভের জন্য এইরূপ অনেক সুপন্থা আছে। পরন্তু সে সকল পন্থা অত্যন্ত দুজ্ঞেয় ও দুষ্প্রচার আছে। এই বিদ্যার অধিকারী হইবার জন্য, সদাসর্ব্বদা অভ্যাসের জন্য, অপর কতকগুলি এরূপ সুগম প্রক্রিয়ার উপদেশ আছে—যাহা সকল লোকেই সহজে (অক্লেশে) আয়ত্ত করিতে পারে। পরন্তু সে সকল প্রক্রিয়া কেবল ত্রাটক-বিদ্যালাভের উপায় নহে, মনঃস্থৈর্য্যেরও উপায় বটে। প্রক্রিয়াগুলি এই :—সদাসর্ব্বদা নাসাগ্রদর্শন ও দেবচক্ষু করিয়া ললাট-বিন্দুদর্শন প্রভৃতি। যথা—

"নাসাগ্রং দৃশ্যতে যেন পদ্মাসনগতেন বৈ।
মনসোমরণং তস্য খেচরত্বং প্রসিধ্যতি॥"
"ভ্রুবোরন্তর্গতা দৃষ্টিঃ * * * *॥" ইত্যাদি।

যোগী পদ্মাসনে উপবিষ্ট ও তন্মনা হইয়া নাসাগ্রমাত্র দর্শন করিবেন। করিতে করিতে ক্রমেই তাঁহার মনের মরণ অর্থাৎ মনোবৃত্তির লয় বা অভ্যুত্থান হইবে এবং খেচরী-বিদ্যায় পটুতা জন্মিবে *।

দৃষ্টি যদি ভ্রূদ্বয়ের অন্তরস্থ বিন্দুকেন্দ্রে আবদ্ধ হয় ত শীঘ্রই ত্রাটক-সিদ্ধি ও সমাধি জন্মে।

* ত্রাটক যোগে অধিকারী হইবার জন্যই সদাসর্ব্বদা নাসাগ্র, ভ্রূমধ্য ও ললাটবিন্দু দর্শন করিতে হইবে। এই মহতী সাধনাকে সুগম করিবার জন্যই ঋষিরা কেহ ভ্রূমধ্যে কেহবা ললাটমধ্যে তিলক ধারণ করিতেন। অভিপ্রায় এই যে, সেই স্থানে কোন একটা চিহ্ন বিন্যাস করিলে দৃষ্টি তাহাতে সহজে আবদ্ধ করা যায়। এতদ্বিধ অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যই

এই ভারতবর্ষে একসময়ে এই উচ্চতম যোগবিদ্যার এমন প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে, গৃহে গৃহে স্ত্রীলোকেরাও এই বিদ্যায় পারদর্শিনী হইত। মহাভারতে একটী আখ্যায়িকা আছে; তাহাতে লিখিত আছে, সুলভা নাম্নী জনৈক রমণী যোগবিদ্যায় এরূপ অভিজ্ঞা ছিলেন যে, তৎকালের প্রধান যোগী জনক রাজাকেও তিনি যোগবলে অভিভূত করিয়াছিলেন। যথা—

"সুলভা ত্বস্য ধর্ম্মেষু মুক্তোনেতি সসংশয়া।
সত্বং সত্বেন যোগজ্ঞা প্রবিবেশ মহীপতেঃ॥
নেত্রাভ্যাং নেত্রয়োরস্য রশ্মীন্ সংযম্য রশ্মিভিঃ।
সা চ সঞ্চোদয়িষ্যন্তী যোগবন্ধৈর্ববন্ধ হ॥" ইত্যাদি।

যোগিনী সুলভা শুনিলেন যে, রাজর্ষি জনক মুক্তপুরুষ ও পরমযোগী। অনন্তর তিনি তাঁহার মুক্ততা পরীক্ষা করিবার জন্য মিথিলা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে তিনি আপনার বুদ্ধিসত্বের দ্বারা রাজার বুদ্ধিসত্বে (অন্তঃকরণমধ্যে) প্রবেশ করিলেন। কিরূপে তিনি আপনার আত্মাকে রাজার অন্তরে প্রবিষ্ট করাইলেন? ইহা ঐ শ্লোকের পরশ্লোকে ব্যক্ত আছে। অর্থাৎ তিনি আপনার চক্ষুর্দ্বয়কে রাজার চক্ষুর্দ্বয়ের অভিমুখে ঠিক সমসূত্রপাতক্রমে স্থাপিত করিয়া এবং আপনার নেত্ররশ্মির দ্বারা রাজার নেত্ররশ্মি সংযত করিয়া, তাঁহার আত্মাকে যোগরূপ বন্ধনে বদ্ধ করিলেন। রাজাও সেই সুলভার অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া, ইনি আমাকে কিজন্য বাঁধিতেছেন? ইহা জানিতে ইচ্ছা করিলেন।

যোগীনী সুলভা রাজর্ষি জনককে যাহা করিতেছিলেন, তথায় কোন ইংরাজ দর্শক থাকিলে বলিতেন, সুলভা রাজাকে Mesmerise মেস্‌মেরাইজ করিতেছে। যাহাই হউক, এখনকার মেস্‌মেরিজম্ সুলভার সেই কার্য্যের ছায়ার স্বরূপ হইলেও হইতে পারে।

ঋষিরা তিলক ধারণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণকার ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা সে উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া "স্নানের সাক্ষী ফোঁটা" করিয়া তুলিয়াছেন। বৈষ্ণবী রমণীরা যে নাসাগ্রে রসকলি তিলক পরেন, ভাবিয়া দেখিলে ইহাই নাসাগ্র-দর্শন-সাধনার উত্তম অবলম্বন বা অত্যন্ত সুগম উপায়। পরন্তু তাহা এক্ষণে বৈরাগী ভুলাইবার প্রধান বা উচ্চতম উপায় বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

দেখিতেছি প্রসঙ্গাগত কথায় প্রস্তাবিত কথা ভুলিয়া গেলাম। সে আসল কথা কোথায় বা কোন্ প্রান্তে পড়িয়া আছে তাহার ঠিকানা নাই। এ সকল অবান্তর কথা থাকুক, পুনর্ব্বার প্রস্তাবিত বিষয় উত্থাপিত করা যাউক।

"সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-
বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন চ চক্ষুঃপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ॥"

সমাধিলিপ্সু যোগী—জনশূন্য, বায়ুশূন্য, ও উপদ্রবশূন্য মনোরম প্রদেশে বাস করত স্বীয় অভীষ্ট সাধনে নিবিষ্ট থাকিবেন। যে স্থানে কোন অপ্রীতি-কর বা মনশ্চাঞ্চল্যজনক উপদ্রব বিদ্যমান থাকে—অথবা কোন উৎকট শব্দাদি শুনিবার সম্ভাবনা থাকে—যোগী তাদৃশ স্থলে বাস করিবেন না। অপক্কনিদ্রা-বস্থায় হঠাৎ কোন উৎকট ধ্বনি কর্ণপ্রবিষ্ট হইলে, কি শরীরে কোন বেদনাদায়ক বস্তু স্পৃষ্ট হইলে, সহসা নিদ্রাচ্ছেদ হওয়ায় যেমন মনের স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়, সেইরূপ অপক্ক সমাধি অবস্থাতেও হঠাৎ কোন উৎপাত ঘটনা হইলেও মনের একাগ্রতা ভাঙ্গিয়া যায়, এবং তজ্জনিত মনের চমক ও তাহা হইতে বিবিধ মানস ব্যাধি উৎপন্ন হয়। সেই কারণে যোগসাধন-কালে নির্জ্জন গিরিগুহা ও উপদ্রবশূন্য নিবিড় অরণ্য আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। গিরিগহ্বরে ও ভূ-বিবরে বাস করিলে প্রকারান্তরে সর্পাদি জাতির বিবর-বাসের অনুকরণ করাও হয়। ঐ সকল প্রাণী যেমন শীতসময়ে গর্ত্তপ্রবেশপূর্ব্বক অনাহারে কাল যাপন করে, যোগীরাও তদ্রূপ গিরিগহ্বরে ও নিবিড় নিকুঞ্জোদরে প্রবেশপূর্ব্বক সমাহিত হইয়া থাকেন। এরূপ শুনা গিয়াছে যে, অনেক বুজরুক্ ফকীর ও ভাণকারী সাধু গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে যৎসামান্য আহার অবলম্বন করিয়া মাসাধিক কাল বাস করিয়াছেন। বিবর-বাসের অন্যবিধ উদ্দেশ্যও আছে। তাঁহাদের মনো-ভাব এই যে, বাহিরের বায়ু সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। তন্নিবন্ধন তাহার উষ্ণতাদিও ন্যূনধিক হয়। বায়ুর পরিবর্ত্তন ও তাহার সেই ন্যূনাধিক-গুরুত্বাদির দ্বারা শরীরেরও পরিবর্ত্তন বা অবস্থান্তর হয়। সেইজন্য, শরীরকে অপেক্ষাকৃত স্থিরতর রাখিবার জন্য, যে স্থানে বায়ুর পরিবর্ত্তন বা তাহার

রূপান্তর অতি অল্প পরিমাণে হয়, যোগীদিগের তাদৃশ স্থান আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। তাদৃশ স্থানই জড় অবস্থায় বাস করিবার বিশেষ উপযোগী। গর্ত্তে বা গিরিগহ্বরে বাস করিলে যদিও শরীরের ত্বক্ কিছু বিকৃত হইবার সম্ভাবনা,—নির্ম্মল ও বহমান বায়ু সেবন না করিলে যদিও পীড়া হইবার সম্ভাবনা আছে,—কিন্তু সে সম্ভাবনা কুম্ভক অর্থাৎ দৈহিক বায়ুর বেগধারণপূর্ব্বক সমাহিত বা বাহ্যজ্ঞানবর্জ্জিত অবস্থায় আছে কি না সন্দেহ। চিকিৎসকদিগের নির্ণীত উক্ত নিয়ম বোধ হয় সমাধি অবস্থায় খাটে না। চিত্তের দৃঢ় একাগ্রতাই তাঁহাদের শরীরকে তখন অবিকৃত রাখে।

বায়ুর বেগধাবণ যে সমাধির বা বাহ্য-সংজ্ঞা-বিলোপের প্রধান কারণ, তাহা আধুনিক ডাক্তারগণের মত অবলম্বন করিলেও সপ্রমাণ করা যায়। ডাক্তারেরা বলেন, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বারংবার নিশ্বসিত বায়ু সেবন করিলে লোকের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। ডাক্তারদিগের এই মতের উপর ভিত্তি স্থাপন করিলেও যোগীদিগের "বার বার কুম্ভক করিলে ও সমাধি জন্মে" এ মত সত্য প্রমাণিত হইতে পারে। ইংরাজ ডাক্তারেরা বলেন, বায়ু যতই ফুস্‌ফুস্ হইতে বহির্গত হয়, ততই তাহাতে (Nitrogen) ক্ষারজানের আধিক্য হয়। এবং তাঁহারা নাকি দেখিয়াছেন, উপর্য্যুপবি বাব বার ও ঘনঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে, প্রতিবারেব নিশ্বসিত বায়ুতে শতকবা এক ভাগ করিয়া ক্ষারযানের বৃদ্ধি হয় এবং প্রতিনিশ্বাস যোগেই তাহা বহিরাগত হয়। এ হেতু যে সকল প্রাণীর দেহে উষ্ণশোণিত প্রবাহিত হয়, তাহাদিগকে যদি অধিক সময় গবাক্ষবর্জ্জিত প্রকোষ্ঠমধ্যে আবদ্ধ রাখা যায়,—তাহা হইলে যখন তত্রস্থ বায়ুতে শতকরা ১০ কি ১১ ভাগ ক্ষারযান জন্মিবে,—তখন আর তাহাদের চৈতন্য থাকিবে না। নিশ্চয়ই তাহারা তখন অচৈতন্য হইয়া পড়িবে। ইংরাজদিগের বর্ণিত নিশ্বসিত বায়ুর পুনঃপুনঃ সেবন যদি চৈতন্য-হরণের বা বাহ্যজ্ঞান বিলাপের কারণ হয়, ত যোগীদিগের বর্ণিত রেচক পূরক ও কুম্ভক-নামক প্রাণায়াম ক্রিয়াটী সমাধিলাভের কারণ হওয়ার অসম্ভবনা কি?

আরও দেখা যায়, যে সকল জীবের শ্বাসক্রিয়া ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয়,—তাহাদের দৈহিক সন্তাপ অতি অল্প। যাহারা ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়ে,—তাহাদের দৈহিক উষ্ণতা কিছু অধিক। জীবগণ আত্ম-শরীরের তাপ-পরিমাণের

অল্লাধিক্য অনুসারে ক্ষুৎপিপাসাকুল হইয়া থাকে। শিশুগণ ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে বলিয়া তাহাদের দেহের তাপ পরিমাণ কিছু অধিক। তজ্জন্যই তাহারা ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করিতে অক্ষম। যুবকদিগের শ্বাসসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প, তন্নিবন্ধন তাঁহাদের দৈহিক্ তাপও অল্প, সেইজন্য তাঁহারা কিছু অধিক সহিষ্ণু। পক্ষিজাতির দৈহিক সন্তাপ প্রায় ১০৬ হইতে ১০৯, সেই জন্য তাহারা দুই তিন দিনের অধিক ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না। সর্পজাতির দেহ পক্ষিজাতির দেহের ন্যায় সন্তপ্ত নহে; তৎকারণে তাহাদের নিকট অল্পপরিমিত (Oxygen) অম্লযান বায়ুই যথেষ্ট এবং সেই কারণেই তাহারা তিন চারি মাস আহার না করিয়াও থাকিতে পারে; * প্রাণায়াম্‌পরায়ণ যোগীদিগেরও দৈহিক সন্তাপ অল্প,—সুতরাং তাঁহারাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহিষ্ণু। এমন কি, তাঁহারা সর্পজাতির ন্যায় দীর্ঘকাল পান ভোজন ও নির্ম্মল বায়ু সেবন না করিয়া জীবিত ও বিনা উদ্বেগে গিরিবিবরে ধ্যাননিমীলিতনেত্রে থাকিতে পারেন।

ব্রাহ্মণেরা যে আয়তস্বরে প্রণবোচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের প্রাণায়াম শিক্ষার বিশেষ উপযোগী। প্রণব যদি বিহিতনিয়মে বার বার উচ্চারিত হয়, ত তৎসঙ্গে কিছু না কিছু প্রাণসংযম হইবেই হইবে। অর্থাৎ যে সময়ের মধ্যে তাঁহাদের অন্যূন তিন বার নিশ্বাস হইত, বিহিতক্রমে প্রণবোচ্চারণ করিলে সেই সময়ের মধ্যে তাঁহাদের একটীর অধিক নিশ্বাস হইতে পারে না। মনঃসংযোগপূর্ব্বক প্রণবোচ্চারণ করিলে তাহা যেমন প্রাণায়ামের সাহায্যকারী হয়, তেমনি, অন্যান্য উপকারও সাধিত হয়। কি উপকার হয়? অনুসন্ধান করিলেই কিছু আভাষ পাওয়া যায়। সংযত-মনা হইয়া দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট প্রণবাদি অল্লাক্ষর-শব্দের বিহিত উচ্চারণ যে শরীরের উপর কিরূপ কার্য্য করে? কিরূপ শক্তি বা ক্ষমতা বিস্তার করে? তাহা দুর্বোধ্য হইলেও, অনুসন্ধান-পরায়ণ হইলে তাহার যৎকিঞ্চিন্মাত্র ও লৌকিক ফল দেখা যায়। সে ফলটীও প্রায় সমাধির তুল্য অর্থাৎ সুষুপ্তি বা নিস্বপ্ন নিদ্রার তুল্য। মানসিক উদ্বিগ্নতাহেতু রাত্রে যাঁহাদের নিদ্রাকর্ষণ হইবে না

---

* "ফণিনঃ পবনাশনাঃ।" প্রসিদ্ধি আছে যে, সর্পেরা বায়ু মাত্র ভোজন করিয়া অনেক দিন জীবিত থাকিতে পারে।

তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, একমনে দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট ওম্ অথবা হ্রীঁ প্রভৃতির কোন এক শব্দ অন্যূন ৫০০ বার স্মরণ করিলে অত্যুত্তম তৃপ্তিজনক নিদ্রার অবির্ভাব হয় কি না। স্মরণকালে চিত্তকে প্রশান্ত ভাবে নিমগ্ন রাখিবে অথবা কোন এক তৃপ্তিকর বিষয়ে নিবিষ্ট রাখিবে। কদাচ চঞ্চল হইতে দিবে না। তাহা হইলে ক্রমে উত্তম নিদ্রার আবির্ভাব হইবে * উত্তম নিদ্রা হইবার কারণ এই যে, স্নায়বিক উত্তেজনায় শরীর ও মন ম্লান হইলে উক্তবিধ শব্দের অনুধ্যানে স্নায়বিক উগ্রতার শান্তি হয়। এই সকল নিগূঢতত্ত্ব অনুসন্ধান দ্বারা স্থিরীকৃত হয় যে, একমনে প্রণব কি অন্য কোন মন্ত্র উচ্চারণ কবিতে করিতে ক্রমে স্নায়বিক উগ্রতা শান্ত হইয়া অবশেষে উৎকৃষ্ট নিদ্রাব অনুরূপ অত্যুত্তম সমাধিও আবির্ভূত হইতে পারে। ওঁ প্রভৃতি ঈশ্বর বোধক শব্দ ভিন্ন অন্য কোন নিরর্থক শব্দের উক্তবিধ শক্তি আছে কি না, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি; পরন্তু আমরা দেখিতে পাই, যোগীগণ যোগ সাধনকালে অনির্ব্বচনীয়শক্তিপূর্ণ ঈশ্বর বোধক শব্দ ভিন্ন অন্য কোন নিরর্থক শব্দ অবলম্বন বা উচ্চারণ করেন না। মন্ত্র জপের চরমে অত্যুত্তম সমাধি জন্মে, ইহা দেখিয়া যোগীরা মন্ত্র জপকে যোগের অন্যতম পথ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এই মন্ত্রযোগেব কিয়দংশ পরিশিষ্টে বর্ণন করিব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আদিম মনুষ্যেরা নিসর্গের বা প্রকৃতির অনুকরণ করিয়াই যোগী† হইতেন। সর্পাদিজাতির হৈমন্তিক জড়তা ও অনশন প্রভৃতি অনেকানেক দুষ্কর কার্য্য সকল কখন কখন মানবদিগের ঘটিয়া থাকে। পরন্তু অজ্ঞ লোকেরা অনবধানবশতঃ তাহার কারণ অনুধাবন করিতে পারে না। অনেক মানব কিছুমাত্র প্রকৃতিতত্ত্ব জানে না—অথচ তাহারা এরূপ অনেক কার্য্য করে—যাহার সঙ্গে যোগের কোন কোন অঙ্গের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে।

---

* "নমস্কৃত্যাহব্যয়ং বিষ্ণুং সমাধিস্থঃ স্বপেন্নিশি।
জপন্নিষ্টমন্ত্রং শান্তঃ সুখস্বপ্নো শতাধিকম্॥"—গর্গ।

† পূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণেরা রোগ শোক নিবারণের জন্য যে বিবিধ শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি (মন্ত্র-জপ ও চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি) করিতেন, ভাবিয়া দেখিলে, সে সকল কার্য্য নিরর্থক বা অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। পরন্তু সে সমুদায়ই এতন্মূলক বলিয়াই প্রতীত হইবে। একমনে মন্ত্রোচ্চারণ ও মন্ত্রার্থ স্মরণ করিতে যদি স্নায়বিক উগ্রতার শান্তি হয়, ত তৎক্রমে স্নায়বিক পরিবর্ত্তন ও তদ্‌ঘটিত রোগাদি প্রশমিত না হইবে কেন?

ভানুমতীর বাজী তাহার অন্যতম নিদর্শন। ভানুমতীর বাজীকে আমরা সমাধির অনুকরণ বলিলেও বলিতে পারি। কেননা, সেই কার্য্য দেখাইবার পূর্ব্বে তাহাকে কুম্ভক করিতে হয় ও তদ্দ্বারা আপনার বাহ্যচৈতন্য বিলুপ্ত করিতে হয়। শরীরের মধ্যে বায়ুপুঞ্জ আবদ্ধ থাকাতে তাহার শরীর যখন নিতান্ত লঘু হইয়া পড়ে, তখন সে এক গাছী যষ্টিমাত্র অবলম্বন করিয়া শূন্যোপরি যোগাসনে উপবিষ্ট থাকিতে পারে। ক্রমে তাহার অবলম্বিত যষ্টিগাছিকে ধীরে ধীরে সরাইয়া লইলেও, সে সাগরবক্ষে ভাসমান তরণির ও তূলারাশির ন্যায় শূন্যোপরি বায়ুসমুদ্রে ভাসিতে পারে। এই কার্য্যে পটুতা লাভ করিতে হইলে, শৈশব কালেই উহার শিক্ষারম্ভ করিতে হয়। বয়স অধিক হইলে এই কার্য্য অতি দুষ্কর হইয়া দাঁড়ায়। সেই জন্যই ভোজবাজী ব্যবসায়ীরা আপন আপন কন্যাদিগকে উক্তবিদ্যা শিখাইবার নিমিত্ত অতি শৈশবকালেই তাহাদিগকে প্রথমতঃ জলমগ্ন হইতে শিখায়। শিক্ষার সময় দুগ্ধ, ঘৃত, মাংসের যূস ও কোমল অন্নমণ্ড প্রভৃতি সুপথ্য প্রদান করে। ক্রমে যখন জলমগ্ন থাকা অভ্যস্ত হয়, তখন তাহারা অন্যূন অর্দ্ধদণ্ডকাল জলমগ্ন থাকিতে কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করে না। পরে তাহাদিগকে স্থলে বালুকারাশির উপর বদ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট করাইয়া কুম্ভক করিতে শিখায়। কুম্ভকাভ্যাস সুদৃঢ় হইলে ক্রমে তাহার নিম্নস্থ বালুকারাশি অল্পে অল্পে (নিঃসাড়ে) সরাইয়া লয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা ক্রমে তাহাদের নিরবলম্ব হইয়া শূন্যোপরি যোগাসনে বসিবার শক্তি জন্মে। বাজীকরদিগের এই যৎসামান্য কুম্ভকাভ্যাস অপেক্ষা যোগীদিগের কুম্ভকাভ্যাস অতীব গুরুতর ও অসাধারণ ফলপ্রদ জানিবেন।

কুম্ভকাভ্যাস সুগম ও তাহার স্থিতিকাল দীর্ঘ করিবার জন্য যোগীরা জিহ্বার নিম্নত্বক্ ছিন্ন করিয়া দেন। দুই চারিদিন নবনীত মর্দ্দন করিলেই ছিন্নস্থান শুকাইয়া যায়। অনন্তর সেই ছিন্নমূল জিহ্বায় নবনীত মাখাইয়া তাহা লৌহ-আকোড়নীর দ্বারা আকর্ষণ করেন। কিছুদিন এই প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেই তাঁহাদের জিহ্বা পূর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও পাতলা হইয়া পড়ে। এতদ্দ্বারা তাঁহারা সহজেই সর্পাদিজাতির স্বভাব অনুকরণ করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের প্রত্যাশা এই যে, জিহ্বাকে উক্ত প্রকারে বড় ও পাতলা করিতে পারিলে আমরাও ভেকাদির ন্যায় দীর্ঘকাল অনাহার ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিব। বস্তুতঃ ভেক ও সর্পাদিজাতির জিহ্বা স্বভাবতঃই দীর্ঘ, পাতলা ও সমধিক স্থিতিস্থাপকগুণ-

বিশিষ্ট। শীতনিদ্রার সময় তাহা তাহারা উৎকর্ষণ পূর্ব্বক কণ্ঠকূপে প্রবিষ্ট করত সুখে ও নিরশনে কাল যাপন করে। ইহা দেখিয়া যোগীরাও আপনাদের লম্বিত জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা উপজিহ্বাকে চাপিয়া শ্বাসচ্ছিদ্রের অপ্রশস্তপথ রুদ্ধ করত কুম্ভকাবিষ্ট হন। পরন্তু যাঁহাদের জিহ্বা স্বভাবতঃই কিছু লম্বা ও পাতলা,— তাঁহাদের জিহ্বার মূল-ত্বক্ ছিন্ন করিতে হয় না। কিছুদিন চেষ্টা করিলেই তাঁহারা জিহ্বাকে সহজে অন্ননালীপ্রদেশে বা কণ্ঠকূপে প্রবিষ্ট করিতে পারেন। যোগিগণ বলেন, এতদ্বিধ উপায় অবলম্বন করিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত বায়ুর বেগধারণ করিয়া থাকা যায়। ইহাই কুম্ভকস্থায়িত্বের বিশেষ সহায় এবং যোগশাস্ত্রে ইহারই অন্য নাম খেচরী মুদ্রা। *

যোগীরা আরও বলেন যে, চতুর্বিংশতি বৎসর এতদ্রূপ কুম্ভকাভ্যাস করিতে পারিলেই শরীরের সমস্ত শোণিত পয়োবৎ শুভ্ররসে পরিণত হয়। তখন আর তাহার দেহে মানবীয় উপাদান থাকে না। তৎপরিবর্ত্তে তখন এক অনির্ব্বচনীয় অভিনব উপাদান আবির্ভূত হয়। সেই জন্যই তাঁহাদের মানবোচিত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, সুখ, দুঃখ, কিছুরই অনুভব থাকে না। এ সম্বন্ধে মহাভারতে একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা আছে। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, মঙ্কনক-নামা জনৈক ঋষি যোগচর্য্যায় রত ছিলেন। এক দিন কুশধারে তাঁহাব অঙ্গুলি কর্ত্তিত হওয়ার পর, কর্ত্তিত স্থান হইতে শাক-রস নিঃসৃত হইল। তদ্দর্শনে তিনি হর্ষে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। তাহার বিস্ময়ভঙ্গের জন্য পরমযোগী সদাশিব তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং তিনি আপনার অঙ্গুলি ছিন্ন করিয়া ছিন্নস্থান হইতে ভস্মাকার শুভ্র রস নির্গত করিয়া দেখাইলেন। শরীরের শোণিত দুগ্ধবর্ণ হইয়া গেলেও মানুষ বাঁচে, এ কথা আজ কাল বলিবাব যোগ্য না হইলেও বলিলাম। যোগীদিগের লেখা দেখিয়াই বলিলাম। আরও দুই চারিটী অবসরোচিত কথা বলিব, বিরক্ত হইবেন না।

শ্বাসপ্রশ্বাসের অল্পাধিক্য শরীরের উপর যে কত কার্য্য করে, কত ক্ষমতা বিস্তার করে, একজন বিলাতী ডাক্তারের চিকিৎসাবৃত্তান্ত শুনিলে তাহার যৎকিঞ্চিৎ মর্ম্ম বোধগম্য হইতে পারে। ইয়ুরোপবাসী জনৈক খ্যাতনামা ডাক্তার

"* ছেদন-চালন-দোহৈর্জিহ্বাং সংবর্দ্ধয়েত্তাবৎ।
যাবদিয়ং ক্রমধ্যং স্পৃশতি তদা খেচরী সিদ্ধিঃ॥"

শস্ত্রচিকিৎসাকালে রোগীকে ক্লোরোফরম প্রভৃতি চৈতন্যহারক ঔষধ ব্যবহার না করাইয়া অন্য একটী নূতন উপায় অবলম্বন করিতে বলেন—অর্থাৎ রোগীকে তিনি ঘন ঘন নিশ্বাস তুলিতে ও ফেলিতে বলেন। আরও বলেন যে, প্রতি মিনিটে শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা যেন এক শতের (১০০) ন্যূন না হয়। রোগী দক্ষিণপার্শ্বে শয়িত হইলে চিকিৎসক তাহার মুখ বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া দেন, এবং নিকটে কোনপ্রকার বিকট শব্দ কি অন্য কোন উপদ্রব হইতে দেন না। ৭।৮ মিনিট অতীত হইতে না হইতেই ঐ প্রক্রিয়ার প্রভাবে তাহার স্নায়বিক উত্তেজনা উপশান্ত ও চৈতন্যলোপ হয়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা দিবা অপেক্ষা রাত্রিকালে ও পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের চৈতন্যহরণ করা কিছু সুসাধ্য। রোগী অচৈতন্য হইবার পূর্ব্বে আপনার মস্তক কিছু ভার বোধ করে এবং তাহার মুখশ্রী কিছু রক্তিম হয়। ইহার অল্পকাল পরেই তাহার মুখ মলিন, বিবর্ণ ও তাহার হৃৎস্পন্দন মৃদু হইয়া আইসে। ডাক্তার হিউসন্ বলেন, এই প্রক্রিয়ার দ্বারা চৈতন্য হরণ করিলে কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা নাই।

মনুষ্য উক্ত প্রক্রিয়ায় হতচেতন হয় কেন? তাহা বুঝিবার জন্য অনেক সুযুক্তি আছে; তাহার স্থূল স্থূল দুই একটী যুক্তির উল্লেখ করিলেই বোধ হয় পাঠকবর্গের কৌতূহল নির্ব্বাপিত হইবে। প্রথম যুক্তি এই যে, উপর্য্যুপরি ঘন ঘন শ্বাস টানিতে থাকিলে, রক্তের অম্লযান স্বল্প হইয়া পড়ে; সুতরাং ক্ষারযানের আধিক্য হইয়া তাহার স্নায়ুমণ্ডলকে বিষাক্ত করিয়া তুলে। সুতরাং তাঁহার মস্তিষ্কও বিষক্রিয়ায় অভিভূত হইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। এই যুক্তিটী ডাক্তার হিউসনের মতসম্মত। ডাক্তার বন্ উইল্ও "ক্ষারযানের আধিক্যই চৈতন্যলোপের কারণ" বলিয়া উক্ত মতের পোষকতা করেন। কিন্তু এতদপেক্ষা—ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ব্বাহ হওয়ায় তাহার মস্তিষ্কগত কৈশিকশিরাসমূহ রুধিরস্রোতে পরিপ্লুত হইয়া উঠে, তন্নিবন্ধনই তাহার চৈতন্যলোপ হয়, এই মতটি বোধ হয় অধিক সঙ্গত। ইচ্ছাপূর্ব্বক বা যত্নসহকারে শ্বাসপ্রশ্বাস উত্থাপিত করিতে চিত্তের যে একাগ্রতা লাগে, সেই একাগ্রতা যে নিদ্রাতুল্য সমাধির বা সংজ্ঞাবিষ্টত্বের কারণ নহে, এরূপ বলাও যায় না। যাহা হউক, শ্বাসরোধের সহায়তায় যে কত শত অলৌকিক অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। শ্বাসরোধের সহায়তায় বাজীকরেরা অন্য যে একটী অদ্ভুত কার্য্য করিয়া থাকে; এস্থলে তাহাও

উল্লেখ করা যাইতে পারে। একখানি চতুষ্কোণ ও দীর্ঘ বস্ত্রের চারিটী কোণ চারিদিক্ হইতে চারিজনে ধরিয়া রাখে। বাজীকর শ্বাসরোধপূর্ব্বক অনায়াসেই তাহার উপর দিয়া দ্রুতপদসঞ্চারে দৌড়িয়া যায়। বস্ত্রে কিছুমাত্র ভার লাগে না। এমন কি, বস্ত্রে তাহার পদস্পর্শ হইল কি না, তাহাও বোধগম্য করা যায় না। অনেকেই গল্প করেন, অমুকস্থানে এক যোগী আসিয়াছিল, সে খড়ম ও জুতা পায়ে দিয়া জলের উপর দিয়া গিয়াছিল। যাহারা বাজীকর-দিগের বস্ত্র পার হওয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত জনরবকে কদাচ গল্প বা মিথ্যা বলিয়া মনে করেন না। কারণ, যে কৌশলে বস্ত্রের উপরে দৌড়িতে পারা যায় সেই কৌশলেই জলের উপর দৌড়িতে পারা যায়।

প্রাণায়ামপ্রসঙ্গে এ পর্য্যন্ত অনেক কথাই বলা হইল। তাহাতে স্থির হইল, অভ্যাসই বলবৎ বস্তু। অভ্যাস করিলে সিদ্ধ না হয় এমন কার্য্যই নাই। অভ্যাস করিলে স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা অত্যধিককাল রুদ্ধশ্বাসে থাকা যায় ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াও থাকা যায়। তাহার দেহ তৎকালে এত লঘু হয় যে, নিক্ষিপ্ত-তূলা-রাশির ন্যায় শূন্যোপরি ভাসমান হইতে পারে। এ কথায় হয় ত অনেকেই জিজ্ঞাসা করিবেন যে, বায়ুই জীবন,— যাহা ছাড়া হইয়া জীব ক্ষণার্দ্ধও জীবিত থাকিতে পারে না,—প্রাণধারণের প্রধান উপকরণ তাদৃশ বায়ু অবরুদ্ধ থাকিবে, অথচ সে মরিবে না, ইহা কিরূপ কথা? এ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া আমাদের সাধ্য নহে। রাশি রাশি শারীরশাস্ত্র সংগ্রহ করিলেও উক্ত প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারা যায় কি না সন্দেহ। যাহাই হউক, এ সম্বন্ধে অন্ততঃ দুই একটী কথা বলা আবশ্যক হইতেছে।

শ্বাসরোধপূর্ব্বক বহুদিন অনশনে থাকিলেও যোগীর যে প্রাণক্ষয় হয় না, এতদ্বিষয়ে অনেক কারণ আছে। সে সকল কারণ আমরা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতে অক্ষম। বিবেচনা হয়, এ বিষয়ের দুই একটী নিদর্শন পাইলে বুদ্ধিমান্ পাঠক উহার তথ্য অনুমান করিতে সক্ষম হইবেন। দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিলেও যে শরীর বিনাশ হয় না, তাহা দীর্ঘনিদ্রা, স্বল্পাহার ও প্রগাঢ় চিন্তা,—এই তিনটী বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গীন তথ্য অনুসন্ধান করিলে কিছু না কিছু বুঝা যাইতে পারে।' ঐ তিন ব্যাপার যে শরীরের উপর কি কি অদ্ভুত কার্য্য করে, তাহা বুঝিতে পারিলেই পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের সদুত্তর পাইবেন।

দীর্ঘনিদ্রা। এরূপ শুনা গিয়াছে, কোন কোন সময়ে কোন কোন মানুষ হঠাৎ এরূপ নিদ্রালুতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে,তাহাদের কেহ এক মাস, কেহ বা ততোধিক কাল নিদ্রাভিভূত থাকিত। তাহাদের সেই দীর্ঘনিদ্রারূপ রোগের কারণ নির্ণয় ও জাগ্রদবস্থা আনয়নের নিমিত্ত অনেক সুবিজ্ঞ ডাক্তারের মস্তিষ্ক স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। তাদৃশ নিদ্রারোগের স্থল নির্দ্দেশার্থ রামায়ণ-বিখ্যাত কুম্ভকর্ণের উল্লেখ না করিয়া, কালের ঔচিত্য অনুসারে আমরা একজন ইয়ুরোপীয় লোকের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। এরূপ জনশ্রুতি আছে, "টিম্বর্বরি" নামক স্থানে "বিণ্টন্" নামক জনৈক শ্রমজীবী মনুষ্য অবিচ্ছেদে মাসাধিক কাল নিদ্রাভিভূত থাকিত। তাহার এরূপ অভ্যাস হইয়াছিল যে, সে আপনার তাদৃশ দীর্ঘনিদ্রার মধ্যে জলবিন্দুও পান করিত না। অথচ তাহার শরীরের স্থূলতা ও লাবণ্যাদি সমস্তই যথাযথ ও অব্যাহত ছিল। ইংরাজদিগের লেখনীমুখে আমরা এরূপ অনেক দীর্ঘনিদ্রার বা নিদ্রারোগের সংবাদ পাইয়াছি, কিন্তু কোন নিদ্রিতকে কখন অনাহারে কৃশ হইতে শুনি নাই। বস্তুতঃ প্রগাঢ়-নিদ্রার প্রভাব অর্থাৎ অজ্ঞাত শক্তি যে, শরীরেব উপর কি কি কার্য্য করে ও কি কি কার্য্য করে না,—তাহা কে বলিতে পারে? স্থূলত আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, যে কারণে দীর্ঘনিদ্রাকালে ক্ষুদ্বোধ থাকে না, যোগীর সমাধি-কালেও হয়ত ঠিক তদনুরূপ কারণেই ক্ষুধা বিনিবৃত্ত থাকে। অতএব, যোগীর সমাধি আর নিদ্রারোগীর নিদ্রা প্রায় তুল্যকার্য্যকারী।

প্রগাঢ় চিন্তা।—ইনি ক্ষুধামান্দ্যের এক মহাগুরু। যাঁহারা সদা সর্ব্বদা চিন্তারত থাকেন, তাঁহারা অধিক ভোজন করিতে পারেন না। করিলেও তাহা তাঁহাদের সুপরিপাক হয় না। দেহকে কৃশ ও নিস্তেজ করিতে এমন আর কেহই নাই। সত্য বটে, "চিন্তা জরোমনুষ্যাণাম্"—চিন্তার দ্বারাই মনুষ্য জীর্ণ, শীর্ণ ও রুগ্ন হইয়া পড়ে; সত্য বটে, চিন্তার প্রভাবেই মনুষ্য ক্ষুদ্বোধে বঞ্চিত থাকে, তজ্জন্য তাহারা রুগ্ন ভুগ্ন ও কৃশ হয়; পরন্তু এতৎসম্বন্ধে কিছু বিশেষ বিচার্য্য আছে। সকল চিন্তা ও সকল চিন্তার ফলাফল সমান নহে। উৎকণ্ঠা-পূর্ব্বক চিন্তা হইলে তাহাই শরীরের নাশক হয়, সরস চিন্তায় শরীরের নাশ হয় না; অথচ তাহা ক্ষুদ্বোধের নিবারক হয়। একজন বৃদ্ধ বৈদ্য (চরক) শরীর-পুষ্টি সম্বন্ধে বলিয়াছেন;—

"অচিন্তনাচ্চ কার্য্যাণাং ধ্রুবং সন্তর্পণেন চ।
স্বপ্নপ্রসঙ্গাচ্চ নরো বরাহ ইব পুষ্যতি ॥"

মনুষ্যের যদি কর্ত্তব্যচিন্তা (কার্য্যোৎকণ্ঠা) না থাকে ও সমস্ত ইন্দ্রিয় যদি পরিতৃপ্ত থাকে, তৎসঙ্গে যদি সুনিদ্রা থাকে,—তাহা হইলে তাদৃশ মনুষ্য বরাহের ন্যায় স্থূল বা পরিপুষ্ট হয়। অতএব, কার্য্যোৎকণ্ঠাই শরীরের নাশক। অকর্ম্ম-পুরুষের যে স্বাত্মচিন্তা অথবা সুখবিশেষের অনুধ্যান, তাহা তাহার শরীরের পোষক বৈ নাশক নহে। কেননা, কার্য্যচিন্তাই চিন্তা, আত্মচিন্তা চিন্তা নহে। যেমন "অকামো-বিষ্ণুকামোবা"—ঈশ্বর-প্রীতি প্রার্থনা, প্রার্থনা মধ্যে গণ্য নহে, তদ্রূপ, আত্মধ্যানরূপ চিন্তাও চিন্তা বলিয়া গণ্য নহে। সেই জন্যই লোক কার্য্যচিন্তাবর্জ্জিত ব্যক্তি দেখিলে তাহাকে নিশ্চিন্তপুরুষ বলিয়া উল্লেখ করে। এ সম্বন্ধে অন্য এক সিদ্ধান্ত কথা এই যে, কার্য্যচিন্তাই হউক, আর ঈশ্বরচিন্তাই হউক, আর সুখবিশেষের ধ্যানই হউক, ধ্যান বা চিন্তা নিশ্চিত ক্ষুধানাশক। মনুষ্য যখন কার্য্যচিন্তায় রত থাকে, অথবা কোন অনির্ব্বচনীয় সুখে নিমগ্ন থাকে, তখন তাহাদের যে ক্ষুদ্বোধ থাকে না, ইহা অনুভবসিদ্ধ কথা। পরন্তু তন্মধ্যে প্রভেদ এই যে, কার্য্যচিন্তায় চিত্তের ও দৈহিক উপাদানের ক্ষয় হয়, কিন্তু পরমাত্ম-চিন্তায় ও সুখবিশেষের চিন্তায় তাহা হয় না। চিত্ত যদি তৃপ্তিরসে পরিপূর্ণ থাকে ত তদবস্থায় শরীরও ক্ষয়োদয়রহিত থাকে। এ কথা মনে হয় কোনও ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যোগীর সমাধিতেও বোধ হয় চিত্তে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রস প্রবাহিত থাকে, সেই জন্যই তাঁহারা অনাহার করিয়াও কৃশ হন না অথচ জীবিত থাকেন।

দীর্ঘচিন্তার দ্বারা ক্ষুদ্বাধা নিবৃত্ত হয়,—এতৎপ্রসঙ্গে এস্থলে আরও একটী গুরুতর কথা বলিতে হইল। দেখিতে পাওয়া যায়, অতি যৎসামান্য চিন্তা (ধ্যান) উপস্থিত হইয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে তৎসঙ্গে তাহার শরীরও পরিবর্ত্তিত হয়। অঙ্গচেষ্টা সকল শিথিল, অবয়ব কৃশ ও বিবর্ণ, দৃষ্টি বিকৃত ও বৈলক্ষণ্যযুক্ত হয় এবং চিত্তও তখন অপেক্ষাকৃত তন্ময় হইয়া পড়ে। শরীর যখন সামান্য চিন্তার বলে উক্তবিধ পরিণামের অধীন হইয়া পড়ে, তখন যে, সে উৎকট চিন্তার বলে কোনরূপ উৎকট পরিণামের অধীন হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। উৎকট

চিন্তা বা প্রগাঢ় ধ্যান সমভাবে ও সমবলে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে যে শরীরের কি কি পরিবর্ত্তন হয় ও হয় না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা দুঃসাধ্য। ঈদৃশ স্থলে মনস্তত্ত্ববিৎ বা প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ যোগীরা বলেন, ধ্যান যদি অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অনন্তরিতরূপে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়—চিত্ত যদি ধ্যেয়-সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থিত থাকে—তাহা হইলে তাহাব শবীবও ক্রমে হয় তদাকাব (ধ্যেয়বস্তুর আকার) প্রাপ্ত হইবে, না হয় অন্য কোন আকাবে পরিণত হইবে। এই সিদ্ধান্তটী উত্তম রূপে হৃদ্গত কবাইবাব নিমিত্ত তাঁহারা তৈলপায়িকা নামক পতঙ্গেব ভযজনিত ধ্যানেব প্রভাব বর্ণন কবিয়া থাকেন। তৈলপায়িকা (আর্শুল্লা বা তেলাপোকা) কাঁচ পোকাকে (বা কুমরুকে পোকাকে) অত্যন্ত ভয় কবে। কাঁচ পোকা যদি তেলাপোকাকে একবাব স্পর্শ কবে, তাহা হইলে আব তাহাব অব্যাহতি নাই। সে ভয়ে এমন অভিভূত হয় যে, সে মবিয়াছে কি জীবন্ত আছে, তাহা জানা যায় না। ক্রমে তাহাব শবীবেব গঠন পবিবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং ৮।১০ দিনেব মধ্যে সে কাঁচপোকাব আকাব ধাবণ কবে। কাঁচপোকাব আকাব হয কেন? না—কাঁচপোকাব স্পর্শাবধি তাহাব চিত্ত ভযে ছিন্নভিন্ন জডীভূত হইয়া পবিবর্ত্তিত হইতে থাকে, ক্রমে সেই ভয়জনিত ধ্যানেব প্রভাবেই তাহাব চিত্ত তন্ময় হইযা যাওয়ায়, তৎপ্রভাবে তাহাব শরীবও কাচ পোকাব আকাবে পবিণত হইয়া যায়। *

* তেলাপোকা কাঁচপোকা হয়, এ কথা শুনিয়া হয ত যাঁহারা এই তথ্যেব অনুসন্ধান বাখেন না, বা যাঁহাবা প্রজাপতি-পতঙ্গের জন্মলাভ প্রত্যক্ষ কবেন নাই তাঁহাবা হাসিবেন। তাঁহাদের সেই চাপল্যপ্রভব হাস্য নিবারণ করাইবার জন্য আমরা একটী পাশ্চাত্য দেশীয় ইতিবৃত্ত উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম। ইতিহাসটী ১২৯০ সালের বৈশাখ মাসের প্রবাহপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঠকগণের গোচরার্থ তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"জীবন্ত পাথরের মানুষ।—প্রাণিগণের অস্থি কালে প্রস্তরীভূত হয়, ভূগর্ভে ইহার যথেষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সজীব মনুষ্যের অস্থিসমূহ প্রস্তরীভূত হয়, এ কথা অতি বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই। ডবলিন নগরের কৌতুকাগারে (মিউজিয়মে) এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারের প্রমাণ আছে। কর্ক নামক নগরবাসী, ক্লার্ক নামক এক ব্যক্তি সজীব অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছিল এবং সেই অবস্থায় সে বহুদিন জীবিত ছিল। যাঁহারা ক্লার্ককে জানিতেন, তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন, এই অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিবার পূর্ব্বে ক্লার্ককে সকলে ক্ষিপ্রকারী ও বলশালী ব্যক্তি বলিয়া জানিতেন। একরাত্রে

ভয়জনিত-ধ্যানের ন্যায় কামজনিত, দ্বেষজনিত, স্নেহজনিত ও প্রীতিজনিত ধ্যানও হইয়া, সেই সেই চিত্তও তন্ময় হয়; তন্ময়তানিবন্ধন তাহাদের দেহাদিও অন্যথাপ্রাপ্ত হয়। ভয়, কাম, দ্বেষ ও স্নেহ প্রভৃতি যদি ঈশ্বরের প্রতি উৎকট বা প্রগাঢ় হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে মোক্ষপদ পাইতে পারে। এই অভিপ্রায়েই ভাগবত-পুরাণে কামভাবে গোপীগণের, ভয়ে কংসের, দ্বেষ হেতুক শিশুপাল প্রভৃতির মোক্ষ হওয়া বর্ণিত হইয়াছে। *

যোগীরা আরও এক অদ্ভুত কথা বলিয়া থাকেন, তাহাও এস্থলে ব্যক্ত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। তাঁহারা বলেন, প্রত্যেক মনুষ্যের দৃশ্যমান ভৌতিক চক্ষু ছাড়া অন্য একটী তৃতীয় চক্ষু আছে। যাবৎ না সেই তৃতীয় চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, তাবৎ তাহা থাকা না থাকার তুল্য। সেই জন্যই যোগীরা তাহাকে যোগানুষ্ঠান দ্বারা উন্মীলিত করিবার চেষ্টা করেন। দৃশ্যচক্ষুর দ্বারা কেবল কতকগুলি স্থবিষ্ঠ বাহ্যবস্তু মাত্র দেখা যায়, সূক্ষ্ম বা কোন

ঘোরতর সুরাপানাদি অত্যাচারের পর ক্লাক মাঠে পড়িয়াছিল। উত্থানকালে ক্লার্ক বুঝিতে পারিল, তাহার শরীর কেমন অবশ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর, ক্রমে ক্লার্কের চক্ষু চর্ম্ম ও অন্ত্রাদি ব্যতীত অন্য সকল অবয়ব প্রস্তরভাবাপন্ন হইয়া গেল। তখন সে সাহায্য বিনা বসিতে ও উঠিতে পারিত না এবং পরিশেষে সে নিজদেহ কোন দিকে নত করিতে পারিত না। দাঁড় করাইয়া দিলে ক্লার্ক দাঁড়াইতে পারিত, কিন্তু নড়িবার চেষ্টা করা তাহার সাধ্যাতীত হইয়াছিল। তাহার দুইপাটী দাঁত জোড়া লাগিয়া একখান হইয়া গিয়াছিল। তরল খাদ্য তাহার উদরে চালাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে দাঁত ভাঙ্গিয়া ফাঁক করা হইয়াছিল। তাহার রসনা স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম হইয়াছিল এবং মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে সে আর চক্ষেও দেখিতে পাইত না। ডবলিনের কৌতুকাগারে ক্লার্কের প্রস্তরীভূত দেহ সযত্নে রক্ষিত আছে।

প্রাচীন গ্রীসের দেবতত্ত্বমধ্যে এতাদৃশ কাহিনী এক আধটা শুনা যায়। আমাদের দেশে গৌতমপত্নী অহল্যা বহুকাল পাষাণী হইয়াছিল। (পাষাণভাব) প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে অবশ্যই ইহার কোন উৎকট মনোবিকার বা চিন্তাবেগ উপস্থিত হইয়াছিল; তাহারই প্রভাবে অস্থ্যার মানবীয় উপাদান নষ্ট (ডিকম্পোজ) হইয়া গিয়া নূতন এক-প্রকার গঠন উপস্থাপিত করিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

* "কামাদ্‌গোপ্যো ভয়াৎ কংসো-দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়োনৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো।"—ভাগবত।

আভ্যন্তরীণ বস্তু দেখা যায় না। কিন্তু প্রজ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষুর দ্বারা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট ও আভ্যন্তরীণ, সমস্ত বস্তুই দেখা যায় বা জ্ঞাত হওয়া যায়। সেই তৃতীয় চক্ষুর অন্য নাম দিব্য চক্ষু, আর্ষবিজ্ঞান, জ্ঞানচক্ষু ইত্যাদি। সেই চিত্তময় বা জ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষুর গোলক (আশ্রয়) ভ্রূসন্ধির উপরিস্থ ললাটভাগের অভ্যন্তর। ললাটাভ্যন্তরে তদ্বিধ তৃতীয় চক্ষু আছে, ইহা জানাইবার জন্যই আমাদের পরমযোগী সদাশিব ত্রিনেত্র এবং শিবানীও ত্রিনেত্রা। যোগী হইলেই সেই তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হইবে, নচেৎ হইবে না, ইহা জানাইবার জন্যই আমরা মহাযোগী শিবের ললাটে অন্য একটী জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু অঙ্কিত করি। তাঁহার বাহ্যচক্ষু দ্বয় অর্থাৎ নীচের দুই চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত কেন? তাহাও বলিতেছি। তাঁহার আঁখি ধুস্তুর পানে ঢুলু ঢুলু নহে। তৃতীয় চক্ষু সর্ব্বক্ষণ বিকসিত থাকায় তাঁহার দিদৃক্ষাবৃত্তি (দর্শনেচ্ছা) আর নিম্নচক্ষুতে আইসে না। প্রত্যুত নিম্নচক্ষের সমুদায় শক্তি তাঁহার সেই উর্দ্ধচক্ষেই যাইতেছে। সেই জন্যই তাঁহার নিম্নচক্ষু নিষ্ক্রিয়ের ন্যায় ও অর্দ্ধনিমীলিত ঢুলু ঢুলু দেখা যায়। তুমিও যদি ধ্যানী হও, জ্ঞানী হও, যোগী হও, তোমারও যদি তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাহা হইলে তোমারও দৃশ্য চক্ষুর্দ্বয় ক্রমে অর্দ্ধনিমীলিত ও ঢুলু ঢুলু হইয়া আসিবে।

দৃশ্যমান স্থূল চক্ষুর দ্বারা দেখা, আর অদৃশ্য তৃতীয় চক্ষুর দ্বারা দেখা, তুল্যপ্রণালীক নহে। অত্যন্ত প্রভেদ আছে। যেরূপ ক্রমে বা যেরূপ প্রণালীতে তাঁহারা তৃতীয় চক্ষুর দ্বারা বস্তু দর্শন করেন, তাহা তাঁহাদের মৌখিক সংবাদে জানা যায়। সেই সংবাদটী কিরূপ? তাহা শুন।

যোগীরা বলেন, আমরা যখন তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত করিবার ইচ্ছা করি, চর্ম্মচক্ষুর অগ্রাহ্য বস্তু গ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করি—অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু জানিতে ইচ্ছা করি, তখন আমরা প্রথমতঃ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করত সমুদায় দিদৃক্ষাবৃত্তি পুঞ্জীকৃত করিয়া ললাটাভ্যন্তরস্থ চিত্তের উপর অর্পণ করি। তদ্বলে চিত্ত তখন একতান হয় এবং ভৌতিক-চক্ষুর সমুদায় শক্তি সেই একাগ্রীকৃত, চিত্তে গিয়া আবিষ্ট হয়। আমরা তখন প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ভৌতিক-চক্ষুর ও অন্যান্য ভৌতিক-ইন্দ্রিয়ের শক্তিসমূহ আকর্ষণ করিয়া তৎসমুদায়কে পুঞ্জীকৃত, কেন্দ্রীকৃত,

বা একমুখ করিয়া তাহা চিত্তের উপর প্রয়োগ করি। এই কার্য্য করিবা-মাত্র আমাদের চিত্তস্থান (ললাটাভ্যন্তর) যেন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে—অর্থাৎ তথায় একপ্রকার আশ্চর্য্য আলোক প্রাদুর্ভূত হয়। সেই আলোকে আমরা পূর্ব্বসঙ্কল্পিত বা দিদৃক্ষিত বস্তু অবাধে দেখিতে পাই। পৃথিবীর প্রান্তস্থিত বস্তু দেখিবার ইচ্ছা হইলে আমাদের সেই প্রান্তস্থানে যাইতে হয় না। তাহা আমরা এই ললাটমধ্যেই দেখিতে পাই। ঈপ্সিত বস্তু দেখিবার জন্য আমাদের কোন ভৌতিক আলোকের প্রয়োজন হয় না। সেই জ্যোতির্ম্ময়, আলোকময় বা প্রজ্ঞানময় তৃতীয়-চক্ষুর দ্বারা আমরা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত (যাহার মধ্যে ব্যবধান আছে), বিপ্রকৃষ্ট (বহুদূরস্থ), সমস্ত বস্তুই দেখিতে পাই।

এতাদৃশ তৃতীয় চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বে—অর্থাৎ যোগসিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বিবিধ অলৌকিক, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ঘটনা অনুভূত হইতে থাকে। বিবিধ অমানুষ-দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আকাশে কখন দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি, কখন দেবানুচরদিগের ছায়া, কখন ইষ্টদেবতার প্রতিমূর্ত্তি; কখন দিব্যগন্ধ, কখন বা দিব্যবাণী (দৈববাণী), কখন বা দিব্য-নিনাদ জ্ঞানস্থ হয়। দেহাভ্যন্তরে কখন ঘণ্টানিনাদ, কখন বেণুবীণাদির শব্দ, হৃদয়ে কখন ইষ্টদেবতার বা উপাস্য দেবতার উদয়, ইত্যাদি বহু অলৌকিক আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুভূত হইতে থাকে। সেই সকল ব্যাপার সত্য, কি বিশ্বাসের ছলনা? তাহা আমরা জানি না। এ সম্বন্ধে সার উপ-দেশ এই যে, যখন দেখিবে, উক্তপ্রকার অলৌকিক বা অমানুষ কাণ্ড সকল প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখনই জানিবে, তোমার সিদ্ধি অদূরে। সুতরাং সেই সকল অমানুষ বা অলৌকিক আশ্চর্য্য দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া ভীত হইও না, মুগ্ধও হইও না। সে সকল ঘটনাকে জাগ্রৎস্বপ্ন বা জাগ্রদ্ভ্রম মনে করিও না। বায়ুরোগ বা মস্তিষ্কবিকার বিবেচনা করিও না। বরং দৃঢ়তা সহকারে সমধিক উৎসাহী; সমধিক আনন্দিত ও যোগবলের প্রতি সমধিক বিশ্বস্ত হইও। তাহা হইলে শীঘ্রই তোমার তৃতীয় চক্ষু বিকসিত হইবে, শীঘ্রই তোমার অষ্টমহাসিদ্ধি লাভ হইবে।

যোগীদিগের এই কথা, এই উপদেশ, কতদূর সত্য, তাহা জানি না। যাঁহারা কোন সূক্ষ্ম বস্তুর ধ্যান করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, যাঁহারা কোন দুরূহ সাধনার্থ

সদাসর্ব্বদা ধ্যানরত থাকেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন পরীক্ষা বা অনুভব করিয়া দেখেন—তাঁহাদের সেই সেই চিন্তার ফললাভকালে কোনরূপ আলোকোদয় অনুভূত হয় কি না। আমাদের বিবেচনা হয়, তাঁহাদেরও ললাটাভ্যন্তরে যৎকিঞ্চিৎ আলোক প্রাদুর্ভূত হয়। অযোগী পুরুষের লৌকিকবস্তুধ্যানের ফললাভ কালেও ললাটাভ্যন্তর যে কিছু না কিছু প্রদীপ্ত হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই অনুভব করিয়া থাকিবেন।

প্রসঙ্গাগত কথায় উন্মত্ত হইয়া আমরা অনেক দূর আসিয়াছি সত্য; পরন্তু উদ্দেশ্য-হারা হই নাই। অতএব, এক্ষণে স্বল্পাহার সম্বন্ধে আরও দুই চারিটী কথা বলিব, অবশেষে পূর্ব্বগৃহীত পথে গমন করিব।

স্বল্পাহার।—মনুষ্যের দৈনন্দিন শ্রমাদির দ্বারা যে দৈহিক উপাদানের ক্ষয় হয়, দৈনন্দিন আহারাদির দ্বারা তাহা আবার পরিপূরিত হয়। যাহাদের শ্রমাদি অল্প, তাহারা অল্পভোজী। আর যাহারা অধিকপরিশ্রমী, তাহারা অধিক ভোজী; ইহা এক জন কৃষকের সহিত এক জন শ্রমবিমুখ ভদ্রলোকের আহার তুলিত করিয়া দেখিলেই প্রোক্ত সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ হইবে। অতএব শ্রমাদির অল্পতাই যখন স্বল্পক্ষয় ও স্বল্পাহারের কারণ, তখন ভাবিয়া দেখ, যোগীর দৈহিক ক্ষয়ের ও তৎপূরণার্থ আহারের কি পরিমাণ কারণ সন্নিহিত আছে। প্রায় সর্ব্বক্ষণই তাঁহারা নিশ্চলভাবে নিদ্রাভিভূতের ন্যায় উপবিষ্ট থাকেন। সর্ব্বদাই তাঁহাদের অভ্যন্তর সাত্ত্বিক আনন্দে পূর্ণ থাকে। সুতরাং তাঁহাদের দৈহিক ক্রিয়াও উপশান্ত বা স্তম্ভিত থাকে। এরূপ স্থলে তাঁহাদের অনাহারজনিত দৈহিক ক্ষয়ের সম্ভাবনা কি? প্রথম প্রথম তাঁহাদের অল্পমাত্র ভোজনের আবশ্যক থাকে বটে, কিন্তু যখন তাঁহাদের সমস্ত দৈহিক ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে শান্ত বা স্তম্ভিত হয়, তখন আর তাঁহাদের আহারের প্রয়োজন থাকে না। শরীর নিশ্চল, চিত্ত আনন্দপূর্ণ ও রসবাহী থাকায় তাঁহাদের দৈহিক ক্ষয় হয় না, সুতরাং তৎপূরণার্থ আহারেরও প্রয়োজন হয় না। এমন কি, সে অবস্থায় তাঁহাদের শ্বাসরোধজনিত মৃত্যুও হয় না।

শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা দেহের অশেষ উপকার সাধিত হয় বটে; শ্বাসপ্রশ্বাস এই মলময় দেহের মার্জ্জনীস্বরূপ বটে: দেহের যে কিছু মালিন্য, যে কিছু বিকৃতি, যে-কিছু দূষিত পদার্থ, সমস্তই শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা নিরাকৃত ও শোধিত হয়

ঘটে; কিন্তু যে স্থলে শ্রমাদির অল্পতাহেতু আহারাদির স্বল্পতা থাকে, সে স্থলে সেরূপ দেহে অধিক পরিমাণে দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হয় না। যে যৎকিঞ্চিৎ হয়, তাহার সংশোধন জন্য অল্পমাত্র উপকরণ থাকিলেই যথেষ্ট হয়—অর্থাৎ দিনান্তে দুই একবার মাত্র শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পন্ন হইলেই তাহার সংশোধন হইতে পারে। শারীরিক ক্রিয়ার বিরাম জন্য সমাহিত যোগীর দেহে যে যৎকিঞ্চিৎ দুষ্ট পদার্থ জন্মে, শ্বাসরোধহেতু তাহা তাঁহার দেহেই থাকিয়া যায়। সেই আবদ্ধ ও ক্রমসঞ্চিত দূষিত বস্তুর এমন এক অজ্ঞাত শক্তি থাকিতে পারে, যদ্দ্বারা তাঁহার চৈতন্যহরণ অথচ জীবিত থাকা অসম্ভব হয় না। শরীরের দূষিত পদার্থ শরীর হইতে বহির্গত হইয়া না গেলে, শরীরে ও তৎসংসৃষ্ট চিত্তে যে বিবিধ বিষক্রিয়া উপস্থিত হয়, বোধ হয় তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে ক্ষুধা কি? তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। কেননা, ক্ষুধার প্রকৃত তথ্য ও যথোচিত স্বভাব পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, বোধ হয় যোগিগণের অনশন-জীবনের প্রতি বিশ্বাস হইলেও হইতে পারে। ক্ষুধা কি? উহা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? ক্ষুধার উপাদান কি? এ সকল প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর দেওয়া সুকঠিন। তথাপি আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলেন, ক্ষুধা একপ্রকার স্পৃহা বা ইচ্ছোদ্রেক মাত্র। সেই উদ্রেকের দ্বারা আমরা শরীরের ক্ষতিপূরক খাদ্যের প্রয়োজন বুঝিতে পারি। শ্বাস প্রশ্বাস ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চলনাদি-জনিত দৈহিক উপাদানের ক্ষয় হইলে তাহা আমরা ক্ষুধার দ্বারা জানিতে পারি। সেই সময় যদি আমরা শরীরে খাদ্য প্রয়োগ না করি, সেই উদ্রিক্ত স্পৃহাকে অর্থাৎ বুভুক্ষাকে যদি আমরা খাদ্যপ্রয়োগ দ্বারা বিনিবৃত্ত না করি, তাহা হইলে সেই ক্ষুধা ক্রমে বৰ্দ্ধিত হইয়া আমাদিগকে যাতনা প্রদান করে, অবশেষে প্রাণবায়ুকেও দেহ হইতে বিযুক্ত করিয়া দেয়।

এই সিদ্ধান্ত যে কত দূর সঙ্গত, কত দূর যুক্তিযুক্ত, তাহা আমরা উত্তমরূপ বুঝিতে পারি না। কেননা, তামাক, অহিফেন ও মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্য—যাহাতে কিছুমাত্র শরীরপোষক বস্তু নাই,—সেই সকল দ্রব্যের দ্বারাও আমরা অনেক সময়ে ক্ষুধাবাধা নিবারিত হইতে দেখিয়াছি।

খাদ্যের অভাব হইলেই ক্ষুধা জন্মে, ইহা দেখিয়া অনেকেই অনুমান করেন, খাদ্যের অভাবই ক্ষুধার উপাদান কারণ। এ সম্বন্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতেরা বলেন, ক্ষুধার সময় জঠর শূন্য ও তাহার উভয় পার্শ্বের ত্বক্ আকুঞ্চিত ও পরস্পর ঘর্ষিত হইয়া থাকে। সেই ঘর্ষণেই ক্ষুদ্-যাতনা উপস্থিত হয়। এই মত কতদূর সত্য, তাহা দুই চারিটি প্রমাণের দ্বারাই জানা যায়। ১ম,—ক্ষুধা অনুভব হইবার অনেক পূর্ব্বে জঠর শূন্য হয় অথচ ক্ষুদ্-যাতনা অনুভূত হয় না। ২য়,—অনেক রোগীকে অনেক সময়ে মাসাধিক কাল শূন্য-জঠরে থাকিতে দেখা গিয়াছে অথচ তাহারা কিছুমাত্র ক্ষুদ্বাধা অনুভব করে নাই। অনেক উন্মাদ দীর্ঘকাল অনাহারে থাকে অথচ তাহারা কিছুমাত্র কাতর হয় না। ৩য়,—অনেক শোকাভিভূত লোকের ক্ষুধা থাকে না, প্রত্যুত তাহারা ভোজনকে অতি দুষ্কর জ্ঞান করে।

ক্ষুধা সম্বন্ধে অন্য এক প্রবাদও আছে। যে সকল ঔদর্য্য-রসে ভুক্ত-দ্রব্যের পরিপাক হয়—বৈদ্যেরা যাহাকে জঠরাগ্নি বলেন, সেই রস খাদ্যের অভাবে জঠরত্বক্ জীর্ণ করিতে থাকে। তদ্রূপ প্রকারে জঠরত্বক্ জীর্ণ হওয়া আর ক্ষুদ্-যাতনা অনুভূত হওয়া তুল্য কথা। এ প্রবাদ সুসঙ্গত হইত—জঠরে যদি ঐ রস সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা নির্ণীত হইত। ডাক্তারেরা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ রস জঠরে প্রস্তুত থাকে না। খাদ্য নিক্ষিপ্ত হইলে পর তাহারই উত্তেজনায় উৎপাদিত ও নিঃসারিত হয়। কেহ বা ইহাও বলেন, ঐ রস আদৌ নিঃসৃত হয় না। স্তনে দুগ্ধসঞ্চয় হইলে তাহার বিস্তারস্থলে যেমন প্রথমতঃ হর্ষজনক চেতনা, পরে তাহাতে বেদনাবিশেষ অনুভূত হয়, সেইরূপ পাচক-রস জঠরকোষে উৎপন্ন হইয়া প্রথমে কিঞ্চিৎ সুখদায়ক হয়, পশ্চাৎ তাহা আবদ্ধ হওয়ায় বেদনাদায়ক হয়। এ কথা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য, তাহা বুঝা যায় না। পাচক-রস যে স্তন্যপদার্থের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া আপন আপন কোষে আবদ্ধ হয়, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, অত্যন্ত ক্ষুধার সময় খাদ্যদ্রব্য পিচকারীর দ্বারা নাড়ীমধ্যে প্রপূরিত করিয়া দিলেও ক্ষুধার শান্তি হয়। ক্ষুধাসম্বন্ধে অপর এক মত আছে, তাহার বিন্দুবিসর্গও আমরা বুঝি না। ক্ষুধা একপ্রকার চেতনা। উহা সর্ব্বশরীরব্যাপিনী হইলেও তাহার গোলক অর্থাৎ প্রকাশস্থান

জঠর। শ্রান্তির দ্বারা সমস্ত শরীর অলস হইলে যেমন চক্ষুতে নিদ্রার আবেশ হয়,—শ্রান্তিসম্ভূত সর্ব্বশরীরব্যাপিনী উক্ত চেতনাও তেমনি জঠর প্রদেশে আবির্ভূত বা প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুধা নাম ধারণ করে।

এই সকল মতের মধ্যে কোন্ মত সত্য, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বস্তুতঃ, ক্ষুধার স্বরূপ নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য। দুর্ব্বোধ্য বলিয়াই বহুজনে বহুপ্রকার বলেন। যিনি যতই বলুন, কেহই যখন ক্ষুধাশান্তির প্রকৃত কারণ বা নির্দ্দিষ্ট কারণ নির্ণয় করিতে পারেন না, তখন অবশ্যই তাঁহাদিগকে যোগ বিশেষকে ক্ষুধাশান্তির কারণতাপক্ষে বিশ্বাস করিতে হইবে। উন্মত্তেরা জ্বরিতেরা ও শোকাতুরেরা যখন দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিতে পারে, তখন, ধ্যান-যোগীরা যে তাহা পারেন না, এ কথার কোন অর্থ নাই। নাভির মধ্যে খাদ্যদ্রব্য প্রবেশ করাইলে যদি ক্ষুধার শান্তি হয় ত তালুমধ্যে জিহ্বাগ্র প্রবিষ্ট রাখিলে তাহার শান্তি না হইবে কেন? ফলতঃ, ক্ষুধা ও তন্নিবৃত্তির মধ্যে যে কি এক অদ্ভুত ও নিগূঢ় কার্য্যকারণভাব আছে, তাহা অস্মদাদির অবোধ্য। যোগীরা বলেন যে, "কণ্ঠকূপে সংযমাৎ ক্ষুৎপিপাসাজয়ঃ।"—আমরা যখন চিত্তকে কণ্ঠকূপে নিমগ্ন রাখিয়া সমাহিত হই, তখন আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকে না। যাহাই হউক, প্রোক্ত উদাহরণ-নিচয় পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা কোন ক্রমেই যোগীগণের অনাহার-জীবনে অবিশ্বাস করিতে পারি না। মনের যে কি অসীম ক্ষমতা আছে, এবং মন যে কখন কিরূপ কারণ অবলম্বন করিয়া শরীরকে কখন কিরূপ করিয়া তুলে, তাহা কে বলিতে পারে? যাহাই হউক, অতঃপর আর আমরা মুখ-দোষী হইতে ইচ্ছা করি না। ভূমিকা উপলক্ষে আমরা অনেক কথাই বলিলাম এবং অনেক চাপল্য প্রকাশ করিলাম। আমরা যখন যোগী নহি, কখনও কোনরূপ যোগযাগ করি নাই, তখন যোগের রহস্যকথা বলায়, আমাদের অবশ্যই চাপল্য প্রকাশ পাইতেছে সন্দেহ নাই। পরন্তু ইহাও বলিতেছি, এ সকল কথার একটীও আমরা উৎপ্রেক্ষা করিয়া বলি নাই। এ সমস্তই যোগীর কথা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যোগীরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার অনুবাদ মাত্র আপনাদিগের সমক্ষে অর্পণ করিলাম। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে দোষ গুণের দায়ী নহি।

পাতঞ্জলদর্শনম্।

সমাধি-পাদঃ। *

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

যাহার যেরূপ ভাবনা, সে তদনুরূপ সিদ্ধিই লাভ করে। অথবা যে যাহা ভাবে—সে তাহাই পায়। এই চিরন্তনী কথাটী প্রথমতঃ যোগীদিগের মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল। কথাটীর অর্থ কতদূর সত্য, তাহা পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে, ঘটনাবলির সহিত মিলাইয়া না দেখিলে, অনুষ্ঠান করিয়া না দেখিলে, বুঝা যাইতে পারে না।

ভাবনার মূলকারণ ইচ্ছা। ইচ্ছোদ্রেক না হইলে যখন ভাবনাপ্রবাহ উৎপন্ন হয় না,—তখন অবশ্যই তাহার মূলকারণ ইচ্ছা। ভাবনাস্রোতের উত্থাপক ইচ্ছার যে কত বল··ভাবনার যে কি অসাধারণ মহিমা—মানব-মনের যে কত ক্ষমতা, সকল মানব তাহা জানে না। বহির্জগতের যে কিছু শিল্প, সে সমস্তই মনঃপ্রসূত,—এ কথা বোধ হয় অসত্য নহে। আর্য্য ঋষিরা যাহাকে "যোগ" বলেন, তাহাও মনঃপ্রসূত শিল্পবিশেষ। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।"—ক্রিয়ার কৌশলের নাম যোগ। বহির্জগতের কার্য্য-কৌশল যেমন যোগ, তেমনি, অন্তর্জগতের কার্য্যকৌশলও যোগ। এই যোগই এতদ্গ্রন্থের প্রতিপাদ্য এবং ইহাকে মানস-ক্রিয়ার কৌশল অথবা মানস-শক্তির শিল্প ব্যতীত অন্য কিছু বলা যায় না। এ সম্বন্ধে যোগীরা বলেন, যোগ-নামক মানস-শিল্পের ক্ষমতা বা প্রভাব এত অধিক যে তাহা যোগাবস্থা ব্যতীত বোধগম্য হইবার নহে। ফলতঃ, লৌকিক জগতে যোগ-নামক মানস-শিল্পের অসাধ্য কিছুই নাই বলিলেও বলা যায়। তাদৃশ অসাধ্যসাধক অদ্ভুত মানস-শিল্পের (যোগের) আদিবক্তা হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা)। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ও পতঞ্জলি প্রভৃতি যোগিগণ তাঁহারই উপদিষ্ট পথে বিচরণ

* চারি ভাগের এক ভাগকে পাদ বলে। এই গ্রন্থ চারি ভাগে বিভক্ত। সেই জন্য ইহার ভাগগুলিকে পরিচ্ছেদ না বলিয়া "পাদ" শব্দে উল্লেখ করা হয়। অন্যান্য গ্রন্থে এরূপ বিভাগকে পরিচ্ছেদ বলে।

করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারই উপদেশসমূহ বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্য বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থের মধ্যে পতঞ্জলি-প্রোক্ত গ্রন্থটী অতি উত্তম, তজ্জন্যই আমরা তাহার তাৎপর্য্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। পতঞ্জলিকৃত যোগশাস্ত্রের প্রথম সূত্র এই—

অথ যোগানুশাসনম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যম্—যস্ত্যক্ত্বা রূপমাদ্যং প্রভবতি জগতোঽনেকধানুগ্রহায
প্রক্ষীণক্লেশরাশির্বিষমবিষধরোঽনেকবক্ত্রঃ সুভোগী।
সর্ব্বজ্ঞানপ্রসূতির্ভুজগপরিকরঃ প্রীতয়ে যস্য নিত্যং
দেবোঽহীশঃ স বোঽব্যাৎ সিতবিমলতনুর্যোগদো যোগযুক্তঃ ॥

অথেত্যয়মধিকারার্থঃ; যোগানুশাসনং নাম শাস্ত্রমধিকৃতং বেদিতব্যম্। যোগঃ সমাধিঃ। স চ সার্ব্বভৌমশ্চিত্তস্য ধর্ম্মঃ।

টীকা—নমামি জগদুৎপত্তিহেতবে বৃষকেতবে।
ক্লেশকর্ম্মবিপাকাদিরহিতায় হিতায় চ ॥
নত্বা পতঞ্জলিমৃষিং বেদব্যাসেন ভাষিতে।
সংক্ষিপ্তস্পষ্টবহ্বর্থা ভাষ্যে ব্যাখ্যা বিধাস্যতে ॥

ইহ হি ভগবান্ পতঞ্জলিঃ প্রারিপ্সিতস্য শাস্ত্রস্য সংক্ষেপতস্তাৎপর্য্যার্থং প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্ত্যঙ্গং শ্রোতুশ্চ সুখাববোধার্থমাচিখ্যাসুরিদং সূত্রং রচয়াঞ্চকার। "অথ যোগানুশাসনম্। ১। তত্র প্রথমাবয়বম্ অথশব্দং ব্যাচষ্টে "অথেত্যয়মধিকারার্থঃ ইতি, অথৈষ জ্যোতিরিতিবৎ, নত্বানন্তর্য্যার্থঃ। অনুশাসনমিতি হি শাস্ত্রমাহ অনুশিষ্যতেঽনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা, ন চাস্য শমাদ্যানন্তর্য্যপ্রবৃত্তিঃ, অপি তু তত্ত্বজ্ঞান-চিখ্যাপয়িষানন্তরং, জিজ্ঞাসাজ্ঞানয়োস্তু স্যাদ্, যথাম্নায়তে "তস্মাচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেদ্,' ইত্যাদি। শিষ্যপ্রশ্নতপশ্চরণরসায়নাদ্যুপযোগানন্তর্য্যস্য চ সত্ত্বেঽপি নাভিধানং, শিষ্যপ্রতীতিপ্রবৃত্ত্যোরনুপযোগাৎ, প্রামাণিকত্বে যোগানুশাসনস্য তদভাবেঽপ্যুপেয়ত্বাদ্, অপ্রামাণিকত্বে চ তদ্ভাবেঽপি হেয়ত্বাৎ।

(১) অথ আরম্ভে। যোগঃ সমাধিঃ যুজ্ সমাধৌ ধাতুঃ। তস্য অনুশাসনম্ উপদিষ্টস্য অন্য পুনরুপদেশঃ। হিরণ্যগর্ভাদিভিরুপদিষ্টং যোগশাস্ত্রমারভ্যতে ইতি সূত্রার্থঃ।

এতেন তত্ত্বজ্ঞানচিখ্যাপয়িষয়োরানন্তর্য্যাভিধানং পরাস্তম্। অধিকারার্থত্বে তু শাস্ত্রেণাধিক্রিয়মাণস্য যোগস্যাভিধানাৎ সকলশাস্ত্রতাৎপর্য্যার্থব্যাখ্যানেন শিষ্যঃ সুখেনৈব বোধিতশ্চ প্রবর্ত্তিতশ্চ ভবতীতি, নিঃশ্রেয়সস্য হেতুঃ সমাধিরিতি হি শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণেষু প্রসিদ্ধম্। ননু কিং সর্ব্বসন্দর্ভগতোঽথশব্দোঽধিকারার্থঃ, তথা সতি "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদাবপি প্রসঙ্গ ইত্যত আহ "অয়ম্" ইতি। ননু "হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ" ইতি যোগিযাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতেঃ কথং পতঞ্জলের্যোগশাস্ত্রবক্তৃত্বম্? ইত্যাশঙ্ক্য সূত্রকারেণোক্তম্ "অনুশাসনম্" ইতি! শিষ্টস্য শাসনমনুশাসনমিত্যর্থঃ। যদায়মথশব্দোঽধিকারার্থস্তদৈষ বাক্যার্থঃ সম্পদ্যত ইত্যাহ—"যোগানুশাসনং শাস্ত্রমধিকৃতম্" ইতি। ননু ব্যুৎপাদ্যমানতয়া যোগোঽত্রাধিকৃতো ন তু শাস্ত্রমিত্যত আহ "বেদিতব্যম্" ইতি। সত্যং ব্যুৎপাদ্যমানতয়া যোগঃ প্রস্তুতঃ, স তু তদ্বিষয়েণ শাস্ত্রেণ করণেন ব্যুৎপাদ্যঃ, করণগোচরশ্চ ব্যুৎপাদকস্য ব্যাপারো ন কর্ম্মগোচর ইতি কর্ত্তৃব্যাপারবিবক্ষয়া যোগবিষয়স্য শাস্ত্রস্যাধিকৃতত্বং বেদিতব্যম্, শাস্ত্রব্যাপারগোচরতয়া তু যোগ এবাধিকৃত ইতি ভাবঃ। অধিকারার্থস্য চাথশব্দস্যান্যার্থং নীয়মানোদকুম্ভদর্শনমিব শ্রবণং মঙ্গলায়োপকল্পত ইতি মন্তব্যম্। শব্দসন্দেহনিমিত্তমর্থসন্দেহমপনয়তি "যোগঃ সমাধিঃ" ইতি, "যুজ্ সমাধৌ" ইত্যস্মাদ্ ব্যুৎপন্নঃ সমাধ্যর্থো, ন তু "যুজির্ যোগে" ইত্যস্মাৎ সংযোগার্থ ইত্যর্থঃ॥

ননু সমাধিরপি বক্ষ্যমাণস্যাঙ্গিনো যোগস্যাঙ্গং, ন চাঙ্গমেবাঙ্গীত্যত আহ—"স চ" ইতি। চস্বর্থোঽঙ্গাদঙ্গিনং ভিনত্তি। সার্বভৌমঃ—ভূময়োঽবস্থা বক্ষ্যমাণা মধুমতী-মধুপ্রতীকা-বিশোকা-সংস্কারশেষা-স্তাশ্চিত্তস্য,তাসু সর্বাসু বিদিতঃ সার্বভৌমশ্চিত্তনিরোধলক্ষণো যোগঃ, তদঙ্গস্তু সমাধির্নৈবস্তুতঃ, ব্যুৎপত্তিনিমিত্তমাত্রাভিধানং চৈতদ্, "যোগঃ সমাধিঃ" ইতি অঙ্গাঙ্গিনোরভেদবিবক্ষামাত্রেণ, প্রবৃত্তিনিমিত্তং তু যোগশব্দস্য চিত্তবৃত্তিনিরোধ এবেতি পরমার্থঃ। বৃত্তয়ো জ্ঞানান্যাত্মাশ্রয়াণ্যতস্তন্নিরোধোঽপ্যাত্মাশ্রয় এবেতি যে পশ্যন্তি, তন্নিরাসায়াহ—"চিত্তস্য ধর্ম্মঃ" ইতি। চিত্তশব্দেনান্তঃকরণং বুদ্ধিমুপলক্ষয়তি। নহি কূটস্থনিত্যা চিতিশক্তিরপরিণামিনী জ্ঞানধর্ম্মা ভবিতুমর্হতি, বুদ্ধিস্তু ভবেদিতি ভাবঃ। স্যাদেতৎ, সার্ব্বভৌমশ্চেদ্ যোগঃ, হন্ত ভোঃ ক্ষিপ্তমূঢ়বিক্ষিপ্তা অপি চিত্তভূময়ঃ,অস্তি চ পরস্পরাপেক্ষয়া বৃত্তিনিরোধোঽপ্যাস্বিতি তত্রাপি যোগপ্রসঙ্গ ইত্যাশঙ্ক্য হেয়োপাদেয়ভূমীরূপক্ষস্যতি—"ক্ষিপ্তম্" ইত্যাদি।

ক্ষিপ্তং, মূঢ়ং, বিক্ষিপ্তং, একাগ্রং, নিরুদ্ধমিতি চিত্তভূময়ঃ। তত্র বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোপসর্জ্জনীভূতঃ সমাধির্ন যোগপক্ষে বর্ত্ততে। যস্ত্বেকাগ্রে চেতসি সদ্ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি, ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্ কর্ম্মবন্ধনানি শ্লথয়তি, নিরোধমভিমুখং করোতি স সম্প্রজ্ঞাতো যোগ ইত্যাখ্যায়তে।

ক্ষিপ্তম্=সদৈব রজসা তেষু তেষু বিষয়েষু ক্ষিপ্যমাণমত্যন্তমস্থিরং, মূঢ়ং তু তমঃসমুদ্রেকান্নিদ্রাবৃত্তিমৎ, বিক্ষিপ্তং ক্ষিপ্তাদ্বিশিষ্টং,বিশেষোঽস্থেমবহুলস্য কাদাচিৎকঃ স্থেমা, সা চাস্যাস্থেমবহুলতা সাংসিদ্ধিকী বা বক্ষ্যমাণব্যাধিস্ত্যানাদ্যন্তরায়জনিতা বা। একাগ্রম্=একতানং। নিরুদ্ধসকলবৃত্তিকং সংস্কারমাত্রশেষং চিত্তং নিরুদ্ধং। তত্র ক্ষিপ্তমূঢ়য়োঃ সত্যপি পরম্পরাপেক্ষয়া বৃত্তিনিরোধে পারম্পর্য্যেণাপি নিঃশ্রেয়সহেতুভাবাভাবাৎ তদুপঘাতকত্বাচ্চ যোগপক্ষাদ্ দূরোৎসারিতত্বমিতি ন তয়োর্যোগত্বং নিষিদ্ধং,বিক্ষিপ্তস্য তু কাদাচিৎকসদ্ভূতবিষয়স্থেমশালিনঃ সংভাব্যেত যোগত্বমিতি নিষেধতি। "তত্র" ইতি। বিক্ষিপ্তে চেতসি সমাধিঃ—কাদাচিৎকঃ সদ্ভূতবিষয়স্য চিত্তস্য স্থেমা ন যোগপক্ষে বর্ত্ততে, কস্মাদ্? যতস্তদ্বিপক্ষবিক্ষেপোপসর্জনীভূতঃ; বিপক্ষবর্গান্তর্গতস্য স্বরূপমেব দুর্লভং প্রাগেব কার্য্যকরণং। ন খলু দহনান্তর্গতং বীজং ত্রিচতুঃক্ষণাবস্থিতমুপ্তমপ্যঙ্কুরায় কল্পত ইতি ভাবঃ। যদি বিক্ষেপোপসর্জনীভূতঃ সমাধির্ন যোগঃ, কস্তর্হি? ইত্যত আহ "যস্ত্বেকাগ্রে চেতসি" ইতি। "ভূতম্" ইতি সমারোপিতমর্থং নিবর্ত্তয়তি। নিদ্রাবৃত্তিরপি স্বালম্বনে তমসি ভূতে ভবত্যেকাগ্রেত্যত উক্তং "সদ্" ইতি, শোভনং নিতান্তাবিভূতসত্বং, তমঃসমুদ্রেকস্ত্বশোভনস্তস্য ক্লেশহেতুত্বাদিতি। দ্যোতনং হি তত্ত্বজ্ঞানম্, আগমাদ্বানুমানাদ্বা ভবদপি পরোক্ষরূপতয়া ন সাক্ষাৎকারবতীমবিদ্যামুচ্ছিনত্তি, দ্বিচন্দ্রদিঙ্মোহাদিষ্বনুচ্ছেদকত্বাদত আহ "প্র" ইতি, প্র—শব্দোহি প্রকর্ষং দ্যোতয়ন্ সাক্ষাৎকারং সূচয়তি, অবিদ্যামূলত্বাদস্মিতাদীনাং ক্লেশানাং বিদ্যায়াশ্চাবিদ্যোচ্ছেদরূপত্বাদ্বিদ্যোদয়ে চাবিদ্যাদিক্লেশসমুচ্ছেদো বিরোধিত্বাৎ, কারণবিনাশাচ্চেত্যাহ। "ক্ষিণোতি চ" ইতি। অতএব কর্ম্মরূপাণি বন্ধনানি শ্লথয়তি, কর্ম্ম চাত্রাপূর্ব্বমভিমতং, কার্য্যে কারণোপচারাৎ, শ্লথয়তি—স্বকার্য্যাদবসাদয়তি। বক্ষ্যতি হি "সতি মূলে তদ্বিপাকঃ" ইতি। কিঞ্চ, নিরোধমভিমুখং করোতি—অভিমুখীকরোতি।

স চ বিতর্কানুগতঃ, বিচারানুগতঃ, আনন্দানুগতঃ অস্মিতানুগত ইত্যুপরিষ্টাৎ প্রবেদয়িষ্যামঃ। সর্ব্ববৃত্তিনিরোধে ত্বসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ ॥ ১ ॥ তস্য লক্ষণাভিধিৎসয়েদং সূত্রং প্রববৃতে।

স চ সম্প্রজ্ঞাতশ্চতুষ্প্রকার ইত্যাহ—"স চ" ইতি। অসম্প্রজ্ঞাতমাহ—"সর্ব্ববৃত্তি" ইতি। রজস্তমোময়ী কিল প্রমাণাদিবৃত্তিঃ সাত্ত্বিকীং বৃত্তিমুপাদায় সম্প্রজ্ঞাতে নিরুদ্ধা, অসম্প্রজ্ঞাতে তু সর্ব্বাসামেব নিরোধ ইত্যর্থঃ। তদিহ ভূমিদ্বয়ে সমাপ্তা যা মধুমত্যাদয়ো ভূময়স্তাঃ সর্ব্বাস্তাসু বিদিতঃ সার্ব্বভৌম ইতি সিদ্ধম্ ॥ ১ ॥ দ্বিতীয়ং সূত্রমবতারয়তি—"তস্য লক্ষণ" ইতি। "তস্য" ইতি পূর্ব্বসূত্রোপাত্তং দ্বিবিধং যোগং পরামৃশতি। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" ॥২॥

তাৎপর্য্যার্থ। হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতির উপদিষ্ট যোগশাস্ত্র পুনরারম্ভ করা যাইতেছে।

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যম্—সর্ব্বশব্দাগ্রহণাৎ সম্প্রজ্ঞাতোঽপি যোগ ইত্যাখ্যায়তে।

টীকা—নিরুধ্যন্তে যস্মিন্ প্রমাণাদিবৃত্তয়োঽবস্থাবিশেষে চিত্তস্য, সোঽবস্থাবিশেষো যোগঃ। নন্বু সম্প্রজ্ঞাতস্য যোগস্যাব্যাপকত্বাদলক্ষণমিদম্, অনিরুদ্ধা হি তত্র সাত্ত্বিকী চিত্তবৃত্তিরিত্যত আহ সর্ব্বশব্দাগ্রহণাদ্" ইতি, যদি সর্ব্বচিত্তবৃত্তিনিরোধো যোগ ইত্যুচ্যেত, ভবেদব্যাপকং সম্প্রজ্ঞাতস্য, ক্লেশকর্ম্মাশয়পরিপন্থী চিত্তবৃত্তিনিরোধস্তু তমপি সংগৃহ্নাতি, তত্রাপি রাজসতামসচিত্তবৃত্তিনিরোধাৎ তস্য চ তদ্ভাবাদিত্যর্থঃ।

কুতঃ পুনরেকস্য চিত্তস্য ক্ষিপ্তাদিভূমিসম্বন্ধঃ, কিমর্থং চৈবমবস্থস্য চিত্তস্য বৃত্তয়ো

---

(২) বিষয়সম্বন্ধাচ্চিত্তস্য যা পরিণতিঃ সা বৃত্তিঃ। তাসাং নিরোধঃ স্বকারণে লয়ঃ যোগঃ। চিত্তস্য ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তমেকাগ্রং নিরুদ্ধঞ্চেতি পঞ্চ ভূময়ঃ (অবস্থাঃ) সন্তি। তাসু নিরুদ্ধস্যৈব যোগশব্দবাচ্যতা মুখ্যা। রজস্তমোবৃত্তিনিরোধস্বরূপত্বাদেকাগ্রতায়া অপি যোগশব্দবাচ্যতা ভবতি।

চিত্তং হি প্রখ্যা-প্রবৃত্তি-স্থিতিশীলত্বাৎ ত্রিগুণং। প্রখ্যারূপং হি চিত্তসত্ত্বং রজস্তমোভ্যাং সংসৃষ্টং ঐশ্বর্য্যবিষয়প্রিয়ং ভবতি তদেব তমসানুবিদ্ধং অধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যোপগং, তদেব প্রক্ষীণমোহাবরণং সর্ব্বতঃ প্রদ্যোতমানম অনুবিদ্ধং রজোমাত্রয়া ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যোপগং ভবতি।

— — —— —

নিবোদ্ধব্যাঃ, ইত্যাশঙ্ক্য প্রথমং তাবদবস্থাসম্বন্ধে হেতুমুপন্যস্যতি—"চিত্তং হি" ইতি, প্রখ্যাশীলত্বাৎ সত্ত্বগুণং, প্রবৃত্তিশীলত্বাদ্রজোগুণং, স্থিতিশীলত্বাৎ তমোগুণং, প্রখ্যাগ্রহণমুপলক্ষণার্থং, তেনান্যেঽপি সাত্ত্বিকাঃ প্রসাদলাঘবপ্রীত্যাদয়ঃ সূচ্যন্তে, প্রবৃত্ত্যা চ পরিতাপশোকাদয়ো রাজসাঃ। প্রবৃত্তিবিরোধী তমোবৃত্তিধর্ম্মঃ স্থিতিঃ, স্থিতিগ্রহণাদ গৌরবাবরণদৈন্যাদয় উপলক্ষ্যন্তে।

এতদুক্তং ভবতি। একমপি চিত্তং ত্রিগুণনির্ম্মিততয়া গুণানাং চ বৈষম্যেণ পরস্পরবিমর্দবৈচিত্র্যাদ্ বিচিত্রপরিণামং সদনেকাবস্থামুপপদ্যত ইতি। ক্ষিপ্তাদ্যা এব চিত্তস্য ভূমীর্যথাসম্ভবম্ অবান্তরাবস্থাভেদবতীরাদর্শয়তি—"প্রখ্যারূপং হি" ইতি। চিত্তরূপেণ পরিণতং সত্ত্বং চিত্তসত্ত্বম্। তদেবং প্রখ্যারূপতয়া সত্ত্বপ্রাধান্যং চিত্তস্য দর্শিতং। তত্র চিত্তে সত্ত্বাৎকিঞ্চিদূনে রজস্তমসী যদা মিথঃ সমে চ ভবতস্তদৈশ্বর্য্যঞ্চ বিষয়াশ্চ শব্দাদয়স্তান্যেব প্রিয়াণি যস্য তত্তথোক্তং, সত্ত্বপ্রাধান্যাৎ খলু চিত্ত-তত্ত্বং প্রণিধিৎসদপি তত্ত্বস্য তমসাপিহিতত্বাদণিমাদিকম ঐশ্বর্য্যমেব তত্ত্বমভিমন্যমানং তৎ প্রণিধিৎসতি, প্রণিধত্তে চ ক্ষণম্, অথ রজসা ক্ষিপ্যমাণং তত্রাপ্যলব্ধস্থিতি তৎপ্রিয়মাত্রং ভবতি, শব্দাদিষু পুনরস্য স্বরসবাহী প্রেমা নিরূঢ এব, তদনেন বিক্ষিপ্তং চিত্তমুক্তং। ক্ষিপ্তং চিত্তং দর্শয়ন্ মূঢমপি সূচয়তি—"তদেব তমসা" ইতি। যদা হি তমো রজো বিজিত্য প্রসৃতং, তদা চিত্তসত্ত্বাবরকতমঃসমুৎসারণেঽশক্তত্বাদ্ রজসস্তমঃস্থগিতং চিত্তমধর্ম্মাদ্যুপগচ্ছতি। অজ্ঞানং চ বিপর্য্যয়জ্ঞানম্ অভাবপ্রত্যয়ালম্বনং চ নিদ্রাজ্ঞানমুক্তং, ততশ্চ মূঢাবস্থাপি সূচিতেতি, অনৈশ্বর্য্যং সর্ব্বত্রেচ্ছাপ্রতীঘাতঃ, অধর্ম্মাদিব্যাপ্তং চিত্তং ভবতীত্যর্থঃ। যদা তু তদেব চিত্তসত্ত্বমাবির্ভূতসত্ত্বমপগততমঃপটলং সরজস্কং ভবতি, তদা ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাণ্যুপগচ্ছতীত্যাহ "প্রক্ষীণ" ইত্যাদি, মোহঃ তমস্তদেব চাবরণং প্রকর্ষেণ ক্ষীণং যস্য তত্তথোক্তম্, অতএব সর্ব্বতো বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গপুরুষেষু প্রদ্যোতমানম্। তথাপি ন ধর্ম্মাদ্যৈশ্বর্য্যায় চ

তদেব রজোলেশমলাপেতং স্বরূপপ্রতিষ্ঠং সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রং ধর্ম্মমেঘধ্যানোপগং ভবতি তৎপরং প্রসংখ্যানমিত্যাচক্ষতে ধ্যায়িনঃ। চিতিশক্তিরপরিণামিন্যপ্রতিসংক্রমা দর্শিতবিষয়া শুদ্ধাচানন্তা চ সত্ত্বগুণাত্মিকা চেয়ং; অতো বিপরীতা বিবেকখ্যাতিরিতি, অতস্তস্যাং

কল্পতে, প্রবৃত্ত্যভাবাদিত্যত আহ—"অনুবিদ্ধং রজোমাত্রয়া" ইতি। রজসঃ প্রবর্ত্তকত্বাদস্তি ধর্ম্মাদিরিত্যর্থঃ। তদনেন সম্প্রজ্ঞাতসমাধিসম্পন্নয়োর্মধুভূমিকপ্রজ্ঞাজ্যোতিষোর্মধ্যময়োর্যোগিনোশ্চিত্তসত্ত্বং সংগৃহীতম্। সম্প্রত্যতিক্রান্তভাবনীয়স্য ধ্যায়িনশ্চতুর্থস্য চিত্তাবস্থামাহ "তদেব" ইতি। তদেব চিত্তং রজোলেশান্মলাদপেতমতএব স্বরূপপ্রতিষ্ঠম্। অভ্যাসবৈরাগ্যপুটপাকপ্রবন্ধবিধুতরজস্তমোমলস্য হি বুদ্ধিসত্ত্বতপনীয়স্য স্বরূপপ্রতিষ্ঠায়াং বিষয়েন্দ্রিয়প্রত্যাহৃতস্য অনবসিতাধিকারতয়া চ কার্য্যকারিণী বিবেকখ্যাতিঃ পরং কার্য্যমবশিষ্যত ইত্যাহ—"সত্ত্ব" ইতি সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রং চিত্তং ধর্ম্মমেঘধ্যানোপগং ভবতি ধর্ম্মমেঘশ্চ বক্ষ্যতে। অত্রৈব যোগিজনপ্রসিদ্ধিমাহ—

"তৎপরং" ইতি। সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রং চিত্তং ধর্ম্মমেঘপর্য্যন্তং পরং প্রসংখ্যানমিত্যাচক্ষতে ধ্যায়িনঃ। চিত্তসামানাধিকরণ্যং চ ধর্ম্মধর্ম্মিণোরভেদবিবক্ষয়া দ্রষ্টব্যম্। বিবেকখ্যাতের্হানহেতুং চিতিশক্তেশ্চোপাদানহেতুং নিরোধসমাধিমবতারয়িতুং চিতিশক্তেঃ সাধুতামসাধুতাঞ্চ বিবেকখ্যাতের্দর্শয়তি "চিতিশক্তিরি"ত্যাদিনা! সুখদুঃখমোহাত্মকত্বমশুদ্ধিঃ, সুখমোহাবপি হি বিবেকিনং দুঃখাকুরুতঃ অতো দুঃখবদ্ হেয়ৌ। তথাচাতিসুন্দরমপ্যন্তবদ্ দুনোতি তেন তদপি হেয়মেব বিবেকিনঃ, সেয়মশুদ্ধিরন্তশ্চ চিতিশক্তৌ পুরুষে ন স্ত ইত্যত উক্তম্ "শুদ্ধাচানন্তা" চ ইতি। নন্ত সুখদুঃখমোহাত্মকশব্দাদীন্ ইয়ং চেতয়মানা তদাকারাপন্না কথং বিশুদ্ধা? তদাকারপরিগ্রহপরিবর্জনে চ কুর্বতী কথমনন্তা ইত্যত উক্তং "দর্শিতবিষয়া" ইতি। দর্শিতো বিষয়ঃ শব্দাদির্যস্যৈ সা তথোক্তা। ভবেদেতদেবং, যদি বুদ্ধিবচ্চিতিশক্তির্বিষয়াকারতামাপদ্যেত, কিন্তু বুদ্ধিরেব বিষয়াকারেণ পরিণতা সতী অতদাকারায়ৈ চিতিশক্ত্যৈ বিষয়মাদর্শয়তি, ততঃ পুরুষশ্চেতয়তে ইত্যুচ্যতে। নন্ত বিষয়াকারাং বুদ্ধিমনারূঢ়ায়াশ্চিতিশক্তেঃ কথং বিষয়বেদনং? বিষয়ারোহে বা কথং ন তদাকারাপত্তিঃ ইত্যত উক্তম্—"অপ্রতি-

বিরক্তং চিত্তং তামপি খ্যাতিং নিরুণদ্ধি; তদবস্থং সংস্কারোপগং ভবতি। স নির্বীজঃ সমাধিঃ, ন তত্র কিঞ্চিৎ সম্প্রজ্ঞায়তে ইত্য-সম্প্রজ্ঞাতঃ। দ্বিবিধঃ স যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইতি॥ ২॥ তদবস্থে চেতসি বিষয়াভাবাৎ বুদ্ধিবোধাত্মা পুরুষঃ কিংস্বভাব ইতি?

সংক্রমা" ইতি। প্রতিসংক্রমঃ—সঞ্চারঃ, স চিতের্নাস্তীত্যর্থঃ। স এব কুতোঽস্যা নাস্তীত্যত উক্তম্—"অপরিণামিনী" ইতি। ন চিতেস্ত্রিবিধোঽপি ধর্ম্মলক্ষণা-বস্থালক্ষণঃ পরিণামোঽস্তি, যেন ক্রিয়ারূপেণ পরিণতা সতী বুদ্ধিসংযোগেন পরিণমেত চিতিশক্তিঃ। অসংক্রান্তায়া অপি বিষয়সংবেদনমুপপাদয়িষ্যতে। তৎ-সিদ্ধং চিতিশক্তিঃ শোভনেতি। বিবেকখ্যাতিস্তু বুদ্ধিসত্ত্বাত্মিকাঽশোভনেত্যুক্তম্। "অতশ্চিতিশক্তের্বিপরীতা" ইতি। যদা চ বিবেকখ্যাতিরপি হেয়া, তদা কৈব কথা বৃত্ত্যন্তরাণাং দোষবহুলানামিতি ভাবঃ। ততস্তদ্ধেতোর্নিরোধসমাধেরব-তারো যুজ্যত ইত্যাহ—"অতস্তস্যাম্" ইতি। জ্ঞানপ্রসাদমাত্রেণ হি পরেণ বৈরাগ্যেন বিবেকখ্যাতিমপি নিরুণদ্ধি ইত্যর্থঃ। অথ নিরুদ্ধাশেষবৃত্তি চিত্তং কীদৃশমিত্যত আহ—"তদবস্থম্" ইত্যাদি। স নিরোধোঽবস্থা যস্য, তত্তথোক্তং। নিরোধস্য স্বরূপমাহ। "স নির্বীজঃ" ইতি। ক্লেশসহিতঃ কর্ম্মাশয়ো জাত্যায়ুর্ভোগ-বীজং,তস্মান্নির্গত ইতি নির্বীজঃ। অস্যৈব যোগিজনপ্রসিদ্ধামন্বর্থাং সংজ্ঞামাদর্শয়তি, "ন তত্র" ইতি। উপসংহরতি—"দ্বিবিধঃ স যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইতি"ইতি॥২॥

সম্প্রত্যুত্তরসূত্রমবতারয়িতুং চোদয়তি "তদবস্থে চেতসি" ইতি। কিমাক্ষেপে, তত্তদাকারপরিণতবুদ্ধিবোধাত্মা খল্বয়ং পুরুষঃ সদানুভূয়তে, ন বুদ্ধিবোধরহিতঃ অতোঽস্য পুরুষস্য বুদ্ধিবোধঃ স্বভাবঃ সবিতুরিব প্রকাশঃ। ন চ সংস্কারশেষে চেতসি সোঽস্তি, ন চ স্বভাবমপহায় ভাবো বর্ত্তিতুমর্হতি। স্যাদেতৎ, সংস্কার-শেষামপি বুদ্ধিং কস্মাৎ পুরুষো ন বুধ্যত ইত্যত আহ—"বিষয়াভাবাৎ" ইতি। ন বুদ্ধিমাত্রং পুরুষস্য বিষয়ঃ অপি তু পুরুষার্থবতী বুদ্ধিঃ, বিবেকখ্যাতিবিষয়-ভোগৌ চ পুরুষার্থৌ তৌ চ নিরুদ্ধাবস্থায়াং ন স্ত ইতি সিদ্ধো বিষয়াভাবঃ। সূত্রেণ পরিহরতি—"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্"।

তাৎপর্য্যার্থ—মনের বৃত্তি সমূহকে রুদ্ধ করার নাম যোগ।

মনোবৃত্তি রুদ্ধ করার নাম "যোগ"—এ কথার অর্থ অত্যন্ত গভীর ও

অতিবিস্তীর্ণ। যোগ-নামক মানস-শিল্প জানিতে হইলে অগ্রে মানস-ক্রিয়া বা মনোবৃত্তি কি ও কতপ্রকার, তাহা জানিতে হয়। বৃত্তি কি? তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে। তাহা কত প্রকার? অগ্রে তাহাই বলা যাউক। মনোবৃত্তি অসংখ্য; তাহা এক একটী করিয়া গণিতে গেলে শেষ হয় না। সুতরাং এক একটী করিয়া গণনা করিবার আবশ্যক নাই। মনোবৃত্তির অবস্থাপন্ন বিভাগ বা শ্রেণী জানিতে পারিলেই যোগ-নামক মানস-শিল্পের উপকরণ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা যায়। মনস্তত্ত্ববিৎ যোগীগণের মতে মনোবৃত্তি অসংখ্য হইলেও তত্তাবতের অবস্থাবিভাগ অসংখ্য নহে,—অর্থাৎ মানবদিগের মানস ক্রিয়ার শ্রেণী পাঁচ প্রকারের অধিক নহে; যথা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। মনুষ্যের যতপ্রকার মনোবৃত্তি থাকুক, সমস্তই ঐ পাঁচ প্রকারের অন্তর্গত। এক্ষণে ক্ষিপ্ত বৃত্তি কি? তাহা শুন।

ক্ষিপ্ত। ক্ষিপ্ত নাম শুনিয়া পাগল অবস্থা মনে করিও না। মনের অস্থিরতা অর্থাৎ চঞ্চলাবস্থা। তাদৃশী বৃত্তির নাম ক্ষিপ্ত। মন যে স্থির থাকে না, এক বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে না, সন্তুষ্ট থাকে না, ইহা হউক তাহা হউক করিয়া সর্ব্বদাই অস্থির হয়, জলৌকার ন্যায় একটী ছাড়িয়া অন্য একটী—সেটী ছাড়িয়া আর একটী গ্রহণ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়,—তাহাই তাহার ক্ষিপ্ততা। বাহ্য-বস্তুর আকাঙ্ক্ষায় অস্থির থাকাই ক্ষিপ্ততা। এক্ষণে মূঢ়নামক মনোবৃত্তির পরিচয় কিরূপ, তাহা বলা যাইতেছে।

মূঢ়।—মন যখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া কামক্রোধাদির বশীভূত হয়, এবং নিদ্রাতন্দ্রাদির অধীন হয়, আলস্যাদি বিবিধ তমোময় বা অজ্ঞানময় অবস্থায় নিমগ্ন থাকে,—তখন তাহার মূঢ়াবস্থা। বিক্ষিপ্ত কি? তাহাও বলিতেছি।

বিক্ষিপ্ত।—এই অবস্থার সহিত পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্তাবস্থার অত্যল্পই প্রভেদ আছে। প্রভেদ এই যে, চিত্তের পূর্ব্বোক্তপ্রকার চাঞ্চল্যের মধ্যে ক্ষণিক স্থিরতা। অর্থাৎ মন চঞ্চলস্বভাব হইলেও, সে মধ্যে মধ্যে যে স্থির হয়,—সেই স্থির হওয়াকেই আমরা বিক্ষিপ্ত নাম প্রদান করিয়া থাকি। চিত্ত যখন দুঃখজনক বিষয় ত্যাগ করিয়া সুখজনক বস্তুতে স্থির হয়, চিরাভ্যস্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকালের জন্য নিরবলম্বতুল্য হয়, অথবা কেবলমাত্র

সুখাস্বাদে নিমগ্ন থাকে,—তখন তাহার বিক্ষিপ্ত ভাব হইয়াছে, তাহা জানিবে। এক্ষণে একাগ্রবৃত্তি কিরূপ তাহা শুন।

একাগ্র।—একাগ্র ও একতান এই দুই শব্দ একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। চিত্ত যখন কোন এক বাহ্যবস্তু অথবা অভ্যন্তরীণ বস্তু অবলোকন করিয়া নির্বাতস্থ নিশ্চল নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির বা অবিকম্পিতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, অথবা চিত্তের রজস্তমোবৃত্তি অভিভূত হইয়া গিয়া কেবলমাত্র সাত্ত্বিকবৃত্তি উদিত থাকে,—অর্থাৎ প্রকাশময় ও সুখময় সাত্ত্বিক বৃত্তি মাত্র প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন জানিবে, তাহার একাগ্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। এক্ষণে নিরুদ্ধ বৃত্তি কিরূপ, তাহা শুন।

নিরুদ্ধ।—পূর্ব্বোক্ত একাগ্রবৃত্তি অপেক্ষা নিরুদ্ধবৃত্তির অনেক প্রভেদ আছে। প্রভেদ কি, তাহা বলিতেছি।—একাগ্রবৃত্তিতে চিত্তের কোন না কোন অবলম্বন থাকে, কিন্তু নিরুদ্ধবৃত্তিকালে তাহা থাকে না। চিত্ত তখন আপনার কারণীভূত প্রকৃতিতে প্রলীন ও কৃতকার্য্যের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকে, দগ্ধসূত্রের ন্যায় কেবলমাত্র সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সেই কারণে তখন তাহার কোনও প্রকার বিসদৃশ পরিণাম দর্শন হয় না আত্মার অস্তিত্বের দ্বারাই তৎকালে তাহার দেহ বিকৃত ও অবিকৃত থাকে, মৃতের ন্যায় নিপতিত ও পূতিভাব প্রাপ্ত হয় না।

চিত্তের এবংবিধ পাঁচ ভূমিকার অর্থাৎ পাঁচ প্রকার চিত্তাবস্থার মধ্যে প্রথমোক্ত ভূমিকাত্রয়ের সহিত যোগের আদৌ সম্পর্ক নাই। "যোগে সুখ আছে" শুনিয়া বিক্ষিপ্ত চিত্তে কদাচিৎ যোগসঞ্চার হইলেও হইতে পারে বটে, পরন্তু তাহা স্থায়ী হইতে পারে না। কাযে কাযেই, বিক্ষিপ্তাবস্থচিত্তকে যোগ-সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। সেই কারণে, একাগ্র ও নিরুদ্ধ, এই দ্বিবিধ চিত্তবৃত্তিকেই যোগ শব্দে ব্যবহৃত করা যায়। তন্মধ্যে নিরুদ্ধ অবস্থাই যোগশব্দের প্রকৃত বা মুখ্য অর্থ জানিবে। পরন্তু নিরুদ্ধ অবস্থাটী সহজে বোধগম্য হইবার নহে। এই অবস্থা পাইবার জন্য যোগীকে প্রথমে উপায় দ্বারা চিত্তের ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত অবস্থা দূরীকৃত করিতে হয়। অনন্তর একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা উপস্থাপিত করিতে হয়। নিরুদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইলে কি হয়, তাহা বলা হইয়াছে।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যম্। স্বরূপপ্রতিষ্ঠা তদানীং চিতিশক্তিঃ যথা কৈবল্যে, ব্যুত্থানচিত্তে তু সতি তথাপি ভবন্তী ন তথা ॥ ৩ ॥ কথং তর্হি ? দর্শিতবিষয়ত্বাৎ—

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র ॥ ৪ ॥

স্বরূপ ইত্যারোপিতং শান্তঘোরমূঢ়স্বরূপং নিবর্ত্তয়তি। পুরুষস্য হি চৈতন্যং স্বরূপমনৌপাধিকং, ন তু বুদ্ধিবোধঃ শান্তাদিরূপঃ। ঔপাধিকো হি সঃ, স্ফটিকস্যেব স্বভাবস্বচ্ছধবলস্য জপাকুসুমসন্নিধানোপাধিররুণিমা। ন চোপাধিনিবৃত্তাবুপহিত-নিবৃত্তিঃ অতিপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ। স্বরূপস্য চাভেদেঽপি বিকল্পাধিকরণভাব উক্ত ইতি। অয়মেবার্থো ভাষ্যকৃতা দ্যোত্যতে "স্বরূপপ্রতিষ্ঠা" ইতি ॥ তদানীং— নিরোধাবস্থায়াং ন ব্যুত্থানাবস্থায়ামিতি ভাবঃ। স্যাদেতৎ ব্যুত্থানাবস্থায়াম-প্রতিষ্ঠিতা স্বরূপে চিতিশক্তির্নিরোধাবস্থায়াং প্রতিতিষ্ঠন্তী পরিণামিনী স্যাৎ, ব্যুত্থানে বা স্বরূপপ্রতিষ্ঠানে ব্যুত্থাননিরোধয়োরবিশেষ ইত্যত আহ—"ব্যুত্থান-চিত্তে তু" ইতি। ন জাতু কূটস্থনিত্যা চিতিশক্তিঃ স্বরূপাচ্চ্যবতে, তেন যথা নিরোধে তথৈব ব্যুত্থানেঽপি, ন খলু শুক্তিকায়াঃ প্রমাণবিপর্য্যয়জ্ঞানগোচরত্বেঽপি স্বরূপোদয়ব্যয়ৌ ভবতঃ, প্রতিপত্তা তু তথাভূতমপ্যতথাত্বেনাভিমন্যতে। নিরোধসমাধিমপেক্ষ্য সম্প্রজ্ঞাতোঽপি ব্যুত্থানমেবেতি ॥ ৩ ॥

সূত্রান্তরমবতারয়িতুং পৃচ্ছতি "কথং তর্হি" ইতি। যদি তথাপি ভবন্তী ন তথা, কেন তর্হি প্রকারেণ প্রকাশত ইত্যর্থঃ। হেতুপদমধ্যাহৃত্য সূত্রং পঠতি, দর্শিতবিষয়ত্বাৎ "বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র" ॥

(৩) তদা তস্মিন্ নিরোধকালে দ্রষ্টুঃ চিৎস্বভাবস্য আত্মনঃ স্বরূপে চিন্মাত্রতায়াং অবস্থানং ভবতীতি শেষঃ। পুরুষস্য চৈতন্যমাত্রং স্বভাবো ন তু বৃত্তয় ইতি কুসুমাপগমে স্ফটিকস্যেব বৃত্ত্যপ-গমে তস্য স্বরূপপ্রাপ্তিরিতি দিক্।

(৪) ইতরত্র অন্যস্যামবস্থায়াং, বৃত্তয়ঃ বক্ষ্যমাণলক্ষণাঃ তাভিঃ সারূপ্যং সমানাকারত্বং তত্তদাত্মনা ভ্রমো ভবতীতি বাক্যশেষঃ। অতএব ন তদাপি তস্য স্বরূপক্ষতিরস্তি লোহিত্যভ্রম-কালে স্ফটিকস্যেবেতি দ্রষ্টব্যম্।

ভাষ্যম্। ব্যুত্থানে যাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ তদবিশিষ্টবৃত্তিঃ পুরুষঃ, তথাচ সূত্রম্ "একমেব দর্শনং, খ্যাতিরেব দর্শনম্" ইতি। চিত্তময়স্কান্তমণিকল্পং সন্নিধিমাত্রোপকারি দৃশ্যত্বেন স্বং ভবতি পুরুষস্য স্বামিনঃ।

ইতরত্র—ব্যুত্থানে, যাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ—শান্তঘোরমূঢ়াস্তা এব অবিশিষ্টা—অভিন্না বৃত্তয়ো যস্য পুরুষস্য স তথোক্তঃ। "সারূপ্যম্" ইত্যত্র স-শব্দ একপর্য্যায়ঃ। এতদুক্তং ভবতি। জপাকুসুমস্ফটিকয়োরিব বুদ্ধিপুরুষয়োঃ সন্নিধানাদভেদগ্রহে বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুরুষে সমারোপ্য শান্তোঽস্মি দুঃখিতোঽস্মি মূঢ়োঽস্মীত্যধ্যবস্যতি, যথা মলিনে দর্পণতলে প্রতিবিম্বিতং মুখং মলিনমারোপ্য শোচত্যাত্মানং মলিনোঽস্মীতি। যদ্যপি পুরুষসমারোপোঽপি শব্দাদিবিজ্ঞানবদ্ বুদ্ধিবৃত্তির্যদ্যপি চ প্রাকৃতত্বেনাচিদ্রূপতয়া অনুভাব্যস্তথাপি বুদ্ধেঃ পুরুষত্বমাপাদয়ন্ পুরুষবৃত্তিরিবানুভব ইতি অবভাসতে, তথা চায়মবিপর্যায়োঽপ্যাত্মা বিপর্য্যয়বানিব অভোক্তাঽপি ভোক্তেব বিবেকখ্যাতিরহিতোঽপি তৎসহিত ইবাবিবেকখ্যাত্যাং প্রকাশতে, এতচ্চ "চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসংবেদনম্।" পা০ ৪সূ০ ২২॥ ইত্যত্র "সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগ" ৩ পা০ ৩৪ সূ০॥ ইত্যত্র চোপপাদয়িষ্যতে। এতচ্চ মতান্তরেঽপি সিদ্ধমিত্যাহ—"তথা চ" ইতি। পঞ্চশিখাচার্য্যস্য সূত্রম্ "একমেব দর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনম্" ইতি। নন্বু কথমেকং দর্শনং যাবতা বুদ্ধেঃ শব্দাদিবিষয়া বিবেকবিষয়া চ বৃত্তিঃ প্রাকৃততয়া জড়ত্বেনানুভাব্যা দর্শনং, ততোঽন্যৎ পুরুষস্য চৈতন্যমনুভবো দর্শনমিত্যত আহ—"খ্যাতিরেব দর্শনম্" ইতি।

উদয়ব্যয়ধর্ম্মিণীং বৃত্তিং খ্যাতিং লৌকিকীমভিপ্রেত্যৈতদুক্তম্ "একমেব" ইতি চৈতন্যন্তু পুরুষস্য স্বভাবো ন খ্যাতিঃ। চৈতন্যং তু ন লোকপ্রত্যক্ষগোচরঃ অপি ত্বাগমানুমানগোচর ইত্যর্থঃ। তদনেন ব্যুত্থানাবস্থায়াং মূলকারণমবিদ্যাং দর্শয়তা তদ্ধেতুকঃ সংযোগো ভোগহেতুঃ স্বস্বামিভাবোঽপি সূচিত ইতি। তমুপপাদয়ন্নাহ "চিত্তম্" ইতি। চিত্তং স্বং ভবতি পুরুষস্য স্বামিন ইতি সংবন্ধঃ। নন্বু চিত্তজনিতমুপকারং ভজমানো হি চেতনশ্চিত্তস্যেশিতা, নচাস্য তজ্জনিতোপকারসংভবঃ তদসংবন্ধাদনুপকার্য্যত্বাৎ, তৎসংযোগতদুপকারভাগিত্বে চ পরিণামিত্বপ্রসঙ্গাদিত্যত আহ—"অয়স্কান্তমণিকল্পং সন্নিধিমাত্রোপকারি দৃশ্যত্বেন" ইতি।

ন পুরুষসংযুক্তং চিত্তম্ অপি তু তৎসন্নিহিতং, সন্নিধিশ্চ পুরুষস্য ন দেশতঃ

তস্মাৎ চিত্তবৃত্তিবোধে পুরুষস্যানাদিঃ সম্বন্ধো হেতুঃ ॥৪॥ তাঃ পুনর্নিরোদ্ধব্যা বহুত্বে সতি চিত্তস্য।

কালতো বা তদসংযোগাৎ, কিন্তু যোগ্যতালক্ষণঃ। অস্তি চ পুরুষস্য ভোক্তৃশক্তিশ্চিত্তস্য ভোগ্যশক্তিস্তদুক্তং "দৃশ্যত্বেন" ইতি। শব্দাদ্যাকারপরিণতস্য ভোগ্যত্বেনেত্যর্থঃ। ভোগশ্চ যদ্যপি শব্দাদ্যাকারা বৃত্তিশ্চিত্তস্য ধর্ম্মস্তথাপি চিত্তচৈতন্যয়োরভেদসমারোপাদ্ বৃত্তিসারূপ্যাৎ পুরুষস্যেত্যুক্তম্। তস্মাৎ চিত্তেনাসংযোগেঽপি তজ্জনিতোপকারভাগিতা পুরুষস্যাপরিণামিতা চেতি সিদ্ধম্। নম্বু স্বস্বামিসংবন্ধো ভোগহেতুরবিদ্যানিমিত্তঃ অবিদ্যা তু কিন্নিমিত্তা? ন খলু নিনিমিত্তং কার্য্যমুৎপদ্যতে। যথাহুঃ "স্বপ্নাদিবদবিদ্যায়াঃ প্রবৃত্তিস্তস্য কিংকৃতা" ইতি শঙ্কামুপসংহারব্যাজেনোদ্ধরতি। "তস্মাৎচিত্তবৃত্তিবোধ" ইতি। শান্তঘোরমূঢাকারচিত্তবৃত্ত্যপভোগেঽনাদ্যবিদ্যানিমিত্তস্বাদনাদিসংযোগো হেতুঃ। অবিদ্যাবাসনয়োশ্চ সন্তানো বীজাঙ্কুরবদনাদিরিতি ভাবঃ। ॥ ৪ ॥ স্যাদেতৎ, পুরুষো হি শক্য উপদিশ্যতে, ন চ বৃত্তিনিরোধো বৃত্তীরবিজ্ঞায় শক্যঃ, ন চ সহস্রেণাপি পুরুষায়ুষৈরলমিমাঃ কশ্চিৎ পরিগণয়িতুম্, অসংখ্যাতাশ্চ কথং নিরোদ্ধব্যা ইত্যাশঙ্ক্য তাসামিয়ত্তাস্বরূপপ্রতিপাদনপরং সূত্রমবতারয়তি "তাঃ পুনর্নিরোদ্ধব্যা বহুত্বে সতি চিত্তস্য" ইতি ॥

তাৎপর্য্য—সেই সময়ে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা নিরুত্থান-সময়ে দ্রষ্টার অর্থাৎ আত্মার বা পুরুষের স্বীয়রূপে অবস্থিতি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, এই অবস্থাতেই আত্মার স্বরূপ অপ্রচ্যুত থাকে, অন্যান্য সময়ে তিনি বুদ্ধিবৃত্তির সহিত একীভূত থাকায় তাঁহার স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে। সেই জন্যই মনুষ্য অযোগী অবস্থায় স্বরূপ-সাক্ষাৎকারে বা যথার্থ আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত থাকে।

আশঙ্কা।—আমরা দেখিতেছি, নিরুদ্ধাবস্থা আর মনের লয় বা বিনাশ প্রায় তুল্য কথা। নিরুদ্ধাবস্থায় যদি চিত্তের লয় বা অভাব হয় ত থাকে কি? কিছুই ত থাকে না? সুতরাং সে অবস্থাকে যোগ না বলিয়া এক প্রকারের মরণ বলাই ত উচিত? কেন না, মনের লয় আর আত্মার বিনাশ তুল্য। পতঞ্জলি বলেন, না,—তুল্য না। অনেক প্রভেদ আছে। অজ্ঞ মানবদিগের ঐ প্রকার ভ্রম হয় বটে; পরন্তু মন আর আত্মা, এই দুইটি যে পৃথক্ পদার্থ,—

তাহা যোগীগণের সমাধিকালেই প্রমাণীকৃত হয়। মন ও আত্মা এক বস্তু হইলে সমাধিকালে চিত্তবিলয় হইবামাত্র অবশ্যই তাঁহাদের দেহের পতন হইত। যখন তাহা হয় না, তাঁহাদের শরীর যখন, যেমন তেমনই থাকে, তখন আর তৎকালে তাঁহাদের মনোলয় হইয়াছে বলিয়া আত্মারও লয় হইয়াছে বলিতে পার না। তৎকালে তাঁহাদের আত্মার যথার্থরূপ (অনারোপিত স্বরূপ) প্রতিষ্ঠিত থাকে, এইরূপ বলাই উচিত। অতএব মনোবৃত্তির নিরোধ-কালে পুরুষ বা আত্মা আপনার প্রকৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, অন্যান্য সময়ে সেরূপ থাকেন না। অন্যান্য সময়ে তিনি চিত্তবৃত্তির সহিত একীভূত হইয়া বিবিধভাবে দৃশ্য হন। যখন যেমন বৃত্তি, তখন তেমনি রূপ প্রাপ্ত হন। কতপ্রকার মনোবৃত্তি আছে? তাহা বলা যাইতেছে।—

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ ॥৫॥

ভাষ্যম্। ক্লেশহেতুকাঃ কর্ম্মাশয়প্রচয়ক্ষেত্রীভূতাঃ ক্লিষ্টাঃ, খ্যাতিবিষয়া গুণাধিকারবিরোধিন্যঃ অক্লিষ্টাঃ। ক্লিষ্টপ্রবাহ-পতিতা

টীকা। "বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ"। বৃত্তিরূপঃ অবয়বোঽঃ তস্য প্রামাণাদয়োঽবয়বাঃ পঞ্চ ততস্তদবয়বা পঞ্চতয়ী পঞ্চাবয়বা বৃত্তির্ভবতি। তাশ্চ বৃত্তয়শ্চৈত্রমৈত্রাদিচিত্তভেদাৎ বহ্ব্য ইতি বহুবচনমুপপন্নম্। এতদুক্তং ভবতি— চৈত্রো বা মৈত্রো বা অন্যো বা কশ্চিৎ সর্ব্বেষামেব তেষাং বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্য এব, নাধিকা ইতি। "চিত্তস্য" ইতি চৈকবচনং জাত্যভিপ্রায়ম্। চিত্তানামিতি তু দ্রষ্টব্যম্। তাসামবান্তরবিশেষমনুষ্ঠানোপযোগিনং দর্শয়তি "ক্লিষ্টা অক্লিষ্টা"ইতি। অক্লিষ্টা উপাদায় ক্লিষ্টা নিরোদ্ধব্যাঃ তাঃ অপি পরেণ বৈরাগ্যেণেতি। অস্য ব্যাখ্যান মাহ—"ক্লেশহেতুকা" ইতি। ক্লেশা অস্মিতাদয়ো হেতবঃ প্রবৃত্তিকারণং যাসাং বৃত্তীনাং তাস্তথোক্তাঃ। যদ্বা পুরুষার্থপ্রধানস্য রজস্তমোময়ীনাং হি বৃত্তীনাং ক্লেশকারিত্বেন ক্লেশায়ৈব প্রবৃত্তিঃ। ক্লেশঃ ক্লিষ্টং তদাসামস্তীতি ক্লিষ্টা ইতি। যত এব ক্লেশোপার্জ্জনার্থমমূষাং প্রবৃত্তিরত এব কর্ম্মাশয়প্রচয়ক্ষেত্রীভূতাঃ। প্রামাণাদিনা খল্বয়ং প্রতিপত্তা অর্থমবসায় তত্র সক্তো দ্বিষ্টো বা কর্ম্মাশয়মাচি-

---

(৫) বিষয়ত্বাৎ চিত্তস্য পরিণামবিশেষা বৃত্তয় ইত্যুক্তম্। তাশ্চ ক্লিষ্টাদিভেদেন দ্বিধা, প্রামাণাদিভেদেন চ পঞ্চতয্যঃ পঞ্চাবয়বাঃ পঞ্চভিরবয়বৈরুপেতাঃ বিভক্তাঃ। তত্র অবিদ্যাদি-ক্লেশফলাঃ ক্লিষ্টাঃ। অক্লিষ্টাস্ত তদ্বিপরীতাঃ। তে চাগ্রে স্ফুটীভবিষ্যন্তি।

অপ্যক্লিষ্টাঃ, ক্লিষ্টচ্ছিদ্রেষু অপ্যক্লিষ্টা ভবন্তি অক্লিষ্টচ্ছিদ্রেষু ক্লিষ্টা ইতি। তথাজাতীয়কাঃ সংস্কারা বৃত্তিভিরেব ক্রিয়ন্তে, সংস্কারৈশ্চ বৃত্তয়ঃ, ইত্যেবং বৃত্তিসংস্কার-চক্রমনিশমাবর্ত্ততে। তদেবম্ভূতং চিত্তং অবসিতাধিকারং আত্মকল্পেন ব্যবতিষ্ঠতে, প্রলয়ং বা গচ্ছতীতি। তাঃ ক্লিষ্টাশ্চাক্লিষ্টাশ্চ পঞ্চধা বৃত্তয়ঃ ॥ ৫ ॥

নোতীতি ভবন্তি ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রসবভূময়ো বৃত্তয়ঃ ক্লিষ্টা ইতি। অক্লিষ্টা ব্যাচষ্টে "খ্যাতি বিষয়া" ইতি। বিধূতরজস্তমসো বুদ্ধিসত্ত্বস্য প্রশান্তবাহিনঃ প্রজ্ঞাপ্রসাদঃ খ্যাতিঃ। তয়া বিষয়িণ্যা তদ্বিষয়ং সত্ত্বপুরুষবিবেকমুপলক্ষয়তি। তেন সত্ত্ব-পুরুষবিবেকবিষয়া যতোঽতএব, গুণাধিকারবিরোধিন্যঃ, কার্য্যারম্ভণং হি গুণা-নামধিকারো, বিবেকখ্যাতিপর্য্যবসানং চ তৎ, ইতি চরিতাঽধিকারাণাং গুণা-নামধিকারং নিরুন্ধন্তি ইত্যতঃ তা অক্লিষ্টাঃ প্রমাণপ্রভৃতয়ো বৃত্তয়ঃ। স্যাদেতৎ—বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ ক্লিষ্টবৃত্তয় এব সর্ব্বে প্রাণভৃতঃ। ন চ ক্লিষ্টবৃত্তিপ্রবাহে ভবিতুমর্হন্ত্যক্লিষ্টা বৃত্তয়ঃ, নচামূষাং ভাবেঽপি কার্য্যকারিতা, বিরোধিমধ্যপাতি-ত্বাৎ। তস্মাৎ ক্লিষ্টানামক্লিষ্টাভির্নিরোধস্তাসাং চ বৈরাগ্যেণ পরেণেতি মনোরথ-মাত্রমিত্যত আহ—"ক্লিষ্টপ্রবাহ" ইতি। আগমানুমানাচার্য্যোপদেশপরিশীলন-লব্ধজন্মনী অভ্যাসবৈরাগ্যে ক্লিষ্টচ্ছিদ্রম্—অন্তরং, তত্র পতিতাঃ স্বয়মক্লিষ্টা এব যদ্যপি ক্লিষ্টপ্রবাহপতিতাঃ। ন খলু শালগ্রামে কিরাতশতসংকীর্ণে প্রতিবসন্নপি ব্রাহ্মণঃ কিরাতো ভবতি। অক্লিষ্টচ্ছিদ্রেষ্বিতি নিদর্শনং, ক্লিষ্টান্তর্বর্ত্তিতয়া চ ক্লিষ্টা-ভিরনভিভূতা অক্লিষ্টাঃ স্বসংস্কারপরিপাকক্রমেণ ক্লিষ্টা এব তাবদভিভবন্তীত্যাহ—"তথাজাতীয়কা" ইতি। অক্লিষ্টাভির্বৃত্তিভিরক্লিষ্টাঃ সংস্কারা ইত্যর্থঃ, তদিদং বৃত্তিসংস্কারচক্রমনিশমাবর্ত্ততে আনিরোধসমাধেঃ। তদেবম্ভূতং চিত্তং নিরোধা-বস্থং সংস্কারশেষং ভূত্বাত্মকল্পেন ব্যবতিষ্ঠত ইত্যাপাততঃ, প্রলয়ং বা গচ্ছতীতি পরমার্থতঃ। পিণ্ডীকৃত্য সূত্রার্থমাহ "তা" ইতি। পঞ্চধেত্যর্থকথনমাত্রং, ন তু শব্দবৃত্তিব্যাখ্যানম্, তয়পঃ প্রকারে অস্মরণাৎ ॥ ৫ ॥ তাঃ স্বসংজ্ঞাভিরুদ্দিশতি

তাৎপর্য্যার্থ। মনের বৃত্তি প্রধানতঃ পাঁচপ্রকার। সেই পাঁচ প্রকার মনো-বৃত্তি আবার দুই প্রকার। তন্মধ্যে ক্লেশদায়ক বলিয়া এক প্রকারের নাম ক্লিষ্ট, এবং ক্লেশের (সংসারদুঃখের) নাশক বলিয়া অন্য প্রকারের নাম অক্লিষ্ট। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপ,—

বিষয়ের সহিত সম্পর্ক হইবামাত্র চিত্ত যে বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়, তাহার সেই বিষয়াকার প্রাপ্ত হওয়ার নাম বৃত্তি। অর্থাৎ দেহস্থ ইন্দ্রিয় ও বহিঃস্থ বিষয়, দুইযেব সম্বন্ধবশতঃ মনের বিবিধ অবস্থা বা পবিণাম (পরিবর্ত্তন) হইতেছে। সেই সকল মনঃপরিণামেব নাম বৃত্তি। এই বৃত্তিকে আমরা জ্ঞান নামে উল্লেখ করি। বিষয় অসংখ্য; সুতবাং বৃত্তিও অসংখ্য। বৃত্তি অসংখ্য হইলেও তত্তাবতেব শ্রেণী বা প্রকারগত বিভাগ অসংখ্য নহে। প্রকারগত বিভাগ প্রধানকল্পে পাঁচ, এবং অন্য এক ভাবে তাহা দুই। সেই দুইয়ের একের নাম ক্লিষ্ট ও অন্যতরের নাম অক্লিষ্ট। বাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি ক্লেশের অর্থাৎ সংসার-দুঃখের কারণ বলিয়া ক্লিষ্ট। শ্রদ্ধা, ভক্তি, বৈরাগ্য, মৈত্রী ও করুণা প্রভৃতি বৃত্তি তাহার বিপরীত অর্থাৎ দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষের কারণ বলিয়া অক্লিষ্ট। ক্লিষ্ট বৃত্তিগুলি হেয়, এবং অক্লিষ্টবৃত্তিগুলি উপাদেয় অর্থাৎ রাখিবার যোগ্য। পবন্তু যোগের সময়, কি—ক্লিষ্ট কি অক্লিষ্ট—সমস্ত মনোবৃত্তিই রুদ্ধ করিতে হয়। এক্ষণে মনোবৃত্তির প্রকারগত পাঁচ বিভাগ কি কি? তাহা নির্ণীত হইতেছে—

প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ ॥৬॥

আভাস—ভাষ্যম্। তত্র। ৭ সূ

টীকা। "প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ" ॥ ৬ ॥ নির্দ্দেশে যথাবচনং বিগ্রহঃ। চাহর্থে দ্বন্দ্বঃ সমাস ইতরেতরযোগঃ। যথা—"অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্য-শুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা" ইত্যুক্তেহপি ন দিঙ্মোহালাতচক্রাদিবিভ্রমা ব্যুদস্তাস্ত এবমিহাপি প্রমাণাদ্যভিধানেহপি বৃত্ত্যন্তরসদ্ভাবশঙ্কা ন ব্যুদস্যেতেতি তন্নিরাসায় বক্তব্যং—"পঞ্চতয্য" ইতি। এতাবত্য এব বৃত্তয়ো নাপরাঃ সন্তীতি দর্শিতং ভবতি ॥৬॥

তত্র প্রমাণবৃত্তিং বিভজন্ সামান্যলক্ষণমাহ "প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি"।

তাৎপর্য্যার্থ। প্রমাণবৃত্তি, বিপর্য্যয়বৃত্তি, বিকল্পবৃত্তি, নিদ্রাবৃত্তি ও স্মৃতিবৃত্তি। এই পাঁচপ্রকার মনোবৃত্তির লক্ষণ যথাক্রমে বর্ণিত হইবে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ প্রমাণবৃত্তি কি ও তাহা কতপ্রকার? তাহা বর্ণিত হইতেছে॥—

---

(৬) প্রমাণাদীনাং লক্ষণন্তু সূত্রৈরেবোক্তম্।

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥৭॥

ভাষ্যম্। ইন্দ্রিয়প্রণালিকয়া চিত্তস্য বাহ্যবস্তূপরাগাৎ তদ্বিষয়া সামান্যবিশেষাত্মনোঽর্থস্য বিশেষাবধারণপ্রধানা বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণম্। ফলমবিশিষ্টঃ পৌরুষেয়শ্চিত্তবৃত্তিবোধঃ, বুদ্ধেঃ প্রতি সংবেদী পুরুষ ইত্যুপরিষ্টাদুপপাদয়িষ্যামঃ। অনুমেয়স্য তুল্য-

অনধিগততত্ত্ববোধঃ পৌরুষেয়ো ব্যবহারহেতুঃ প্রমা' তৎকরণং প্রমাণম্। বিভাগ-বচনং চ ন্যূনাধিকসংখ্যাব্যবচ্ছেদার্থম্। তত্র সকলপ্রমাণমূলত্বাৎ প্রথমতঃ প্রত্যক্ষং লক্ষয়তি "ইন্দ্রিয়" ইতি। 'অর্থস্য' ইতি সমারোপিতত্বং নিষেধতি। "তদ্বিষয়া, ইতি বাহ্যগোচরতয়া জ্ঞানাকারগোচরত্বং বারয়তি। চিত্তবর্ত্তিনো জ্ঞানাকারস্য বাহ্যজ্ঞেয়সংবন্ধং দর্শয়তি "বাহ্যবস্তূপরাগাদ্" ইতি। ব্যবহিতস্য তদুপরাগে হেতুমাহ "ইন্দ্রিয়প্রণালিকয়া" ইতি। সামান্যমাত্রমর্থ ইত্যেকে, বিশেষা এবেত্যন্যে, সামান্যবিশেষতদ্বত্তেত্যপরে বাদিনঃ প্রতিপন্নাস্তন্নিরাসায়াহ "সামান্য-বিশেষাত্মন" ইতি। ন তদ্বত্তা, কিন্তু তাদাত্ম্যমর্থস্য। এতচ্চ "একান্তান-ভ্যুপগমাদ্" ইত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যতে। অনুমানাগমবিষয়াৎ প্রত্যক্ষবিষয়ং ব্যবচ্ছিনত্তি "বিশেষাবধারণপ্রধানা" ইতি যদ্যপি সামান্যমপি প্রত্যক্ষে প্রতিভাসতে তথাপি বিশেষং প্রত্যুপসর্জ্জনীভূতমিত্যর্থঃ। এতচ্চ সাক্ষাৎ কারোপলক্ষণপরম্। তথা চ বিবেকখ্যাতিরপি লক্ষিতা ভবতি॥ ফল-বিপ্রতিপত্তিং নিরাকরোতি "ফলং পৌরুষেয়শ্চিত্তবৃত্তিবোধ" ইতি। নহু পুরুষবর্ত্তী বোধঃ কথং চিত্তগতায়া বৃত্তেঃ ফলং, ন হি খদিরগোচরব্যাপারেণ

(৭) প্রমাণশব্দোঽজহল্লিঙ্গঃ। তেন প্রমাণানীতি প্রয়োগঃ। প্রমাকরণং প্রমাণমিতি প্রমাণসামান্যলক্ষণম্। প্রমা চ। অবাধিতার্থাবগাহী বোধঃ। চিত্তস্য অর্থাকারায়াং পরিণত্যাং তত্র যশ্চিদাত্মনঃ প্রতিবিম্বঃ স চাস্মিন্ শাস্ত্রে পৌরুষেয়ো বোধঃ ফলমিতি চোচ্যতে। তত্র ইন্দ্রিয়সম্বন্ধদ্বারা চিত্তস্য বিষয়েণ সহ সম্বন্ধে সতি যা তত্র বিশেষনির্দ্ধারণা বৃত্তিরুপজায়তে সা প্রত্যক্ষম্। হেতুদর্শনাৎ হেতুমতি যা সাধ্যাভাবচ্ছেদকসামান্যনির্দ্ধারণা বৃত্তির্জায়তে সা অনুমানম্। আপ্তেন দৃষ্টোঽনুমিতো বার্থো যেন শব্দেনোপদিশ্যতে তস্মাচ্চ শব্দাৎ শ্রোতুর্যা তদর্থবিষয়া তদাকারা বা বৃত্তিরুদেতি সা আগমঃ ইতি সংক্ষেপঃ।

জাতীয়েষ্বনুবৃত্তো ভিন্নজাতীয়েভ্যো ব্যাবৃত্তঃ সম্বন্ধো যস্তদ্বিষয়া সামান্যাবধারণপ্রধানা বৃত্তিরনুমানম্। যথা, দেশান্তরপ্রাপ্তেঃ গতিমৎ চন্দ্রতারকং চৈত্রবৎ ; বিন্ধ্যশ্চ অপ্রাপ্তিরগতিঃ। আপ্তেন দৃষ্টোঽনুমিতো বা অর্থঃ পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে শব্দেনোপদিশ্যতে, শব্দাৎ তদর্থবিষয়া বৃত্তিঃ শ্রোতুরাগমঃ। যস্যাশ্রদ্ধেয়ার্থঃ বক্তা ন দৃষ্টানুমিতার্থঃ স আগমঃ প্লবতে, মূলবক্তরি তু দৃষ্টানুমিতার্থে নির্বিপ্লবঃ স্যাৎ ॥ ৭ ॥

পরশুনা পলাশে ছিদা ক্রিয়তে ইত্যত আহ "অবিশিষ্ট" ইতি। ন হি পুরুষগতো বোধো জন্যতে অপি তু চৈতন্যমেব বুদ্ধিদর্পণপ্রতিবিম্বিতং বুদ্ধিবৃত্ত্যার্থাকারয়া তদাকারতামাপদ্যমানং ফলম্। তচ্চ তথাভূতং বুদ্ধের-বিশিষ্টং—বুদ্ধ্যাত্মকং, বৃত্তিশ্চ বুদ্ধ্যাত্মিকেতি সামানাধিকরণ্যাদ্ যুক্তঃপ্রমাণফলভাব ইত্যর্থঃ। এতচ্চোপপাদয়িষ্যাম ইত্যাহ "বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী" ইতি। প্রত্যক্ষানন্তরং প্রবৃত্ত্যাদিলিঙ্গকশ্রোতৃবুদ্ধ্যনুমানপ্রভবসংবন্ধদর্শনসমুত্থতয়াগমস্যানু মানজত্বাদনুমিত্যস্য চাগমেনান্বাখ্যানাদ্ আগমাৎ প্রাগনুমানং লক্ষয়তি "অনুমেয়স্য" ইতি। জিজ্ঞাসিতধর্ম্মবিশিষ্টো ধর্ম্ম্যনুমেয়ঃ। তস্য তুল্যজাতীয়াঃ সাধ্যধর্ম্মসামান্যেন সমানার্থাঃ সপক্ষাস্তেষ্বনুবৃত্ত ইত্যনেন বিরুদ্ধত্বম্ অসাধারণ ধর্ম্মত্বং চ সাধনধর্ম্মস্য নিরাকরোতি। ভিন্নজাতীয়া অসপক্ষাস্তে চ সপক্ষা-দন্যে তদ্বিরুদ্ধাস্তদভাববন্তশ্চ তেভ্যো ব্যাবৃত্তস্তদনেন সাধারণানৈকান্তিকত্ব-মপাকরোতি। সংবধ্যত ইতি সংবন্ধো লিঙ্গম্। অনেন পক্ষধর্ম্মতাং দর্শয়ন্নসিদ্ধতাং নিবারয়তি। তদ্বিষয়া—তন্নিবন্ধনা। ষিঞ্ বন্ধনে ইত্যস্মাদ্ বিষয়পদব্যুৎপত্তেঃ। "সামান্যাবধারণে"তি প্রত্যক্ষবিষয়াদ্ব্যবচ্ছিনত্তি। সংবন্ধসংবেদনাধীনজন্মানুমানং বিশেষেষু সংবন্ধগ্রহণাভাবেন সামান্যমেব সুকরসংবন্ধগ্রহণং গোচরয়তীতি। উদাহরণমাহ "যথা" ইতি। চো—হেত্বর্থে। বিন্ধ্যোঽগতির্যতস্তস্মাৎ তস্যাপ্রাপ্তিঃ। অতো গতি-নিবৃত্তৌ প্রাপ্তে-র্নিবৃত্তেঃ দেশান্তরপ্রাপ্তের্গতিমচ্চন্দ্রতারকং চৈত্রবদিতি সিদ্ধম্। আগমস্য বৃত্তের্লক্ষণমাহ "আপ্তেন" ইতি। তত্ত্বদর্শন-কারুণ্য-করণপাটবাভিসংবন্ধ আপ্তিঃ, তয়া বর্ত্তত ইত্যাপ্তস্তেন দৃষ্টোঽনুমিতো বার্থঃ। শ্রুতস্য পৃথগনুপাদানং তস্য-

দৃষ্টানুমিতমূলত্বেন তাভ্যামেব চরিতার্থত্বাৎ। আপ্তচিত্তবর্ত্তিজ্ঞানসদৃশস্য জ্ঞানস্য শ্রোতৃচিত্তে সমুৎপাদঃ স্ববোধসংক্রান্তিস্তস্যৈ অর্থ উপদিশ্যতে—শ্রোতৃহিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহারোপায়তয়া প্রজ্ঞাপ্যতে। শেষং সুগমম্। যস্যাগমস্যাশ্রদ্ধেয়ার্থো বক্তা যথা "যান্যেব দশ দাড়িমানি তান্যেব ষড়পূপা ভবিষ্যন্তী" তি ন দৃষ্টানুমিতার্থো, যথা—"চৈত্যং বন্দেত স্বর্গকাম ইতি" স আগমঃ প্লবতে। নন্বেবং মন্বাদীনামপ্যাগমঃ প্লবতে। ন হি তেঽপি দৃষ্টানুমিতার্থা ইত্যত আহ "মূলবক্তরি তু" ইতি। মূলবক্তা হি তত্রেশ্বরো দৃষ্টানুমিতার্থঃ। যথাহুঃ "যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ। স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ" ইতি ইত্যর্থঃ॥ ৭॥

তাৎপর্য্যার্থ। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম,—এই তিনপ্রকার মাত্র প্রমাণবৃত্তি আছে। কোন এক দ্রবীকৃত ধাতু ছাঁচে ঢালিবামাত্র তাহা যেমন ঠিক্ ছাঁচের আকার ধারণ করে, সেইরূপ, জীবের অন্তঃকরণও বাহ্য বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইবা মাত্র ঠিক্ সেই সংযুক্তবস্তুর আকারে পরিণত হয়। অন্তঃকরণের তদ্বিধ পরিণামকেই আমরা জ্ঞান বলি, কিন্তু যোগশাস্ত্রকারেরা তাহাকে বৃত্তি বলেন। অপিচ, ছাঁচ একপ্রকার, কিন্তু ঢালিবার দোষে, কি অন্য কোন দোষে যদি তাহার বৈলক্ষণ্য হয়, তাহা হইলে তাহা যেমন মিথ্যা হয়, সেইরূপ, বস্তু একপ্রকার কিন্তু মনোবৃত্তি অন্যপ্রকার, এরূপ ঘটিলেও সে বৃত্তি বা সে জ্ঞান মিথ্যা হয়। মনোবৃত্তি সকল অবলম্বিত বস্তুর অবিকল সাদৃশ্যে উৎপন্ন হইলেই তাহা প্রমিতি বা সত্য-জ্ঞান নামে গণনীয়, আর বিপরীত ভাবে উৎপন্ন হইলে তাহা বিপর্য্যয়, ভ্রম বা মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া স্বীকার্য্য। এতল্লক্ষণাক্রান্ত প্রমাণবৃত্তি সকল তিনপ্রকার কারণে উদিত হয় বলিয়া সে সকলকে তিন শ্রেণী করা হয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। ইন্দ্রিয়ের সহিত বহির্বস্তুর সংযোগ হইবার পরেই যে মনোমধ্যে তদ্বস্তুর অনুরূপ বৃত্তি জন্মে, সেই বৃত্তির নাম "প্রত্যক্ষ"। এক বস্তুর প্রত্যক্ষের পর তৎসহচর অন্য অপ্রত্যক্ষ বস্তুর প্রতীতি হইলে (যেমন ধূম প্রত্যক্ষের পর তৎসহচর বহ্নির প্রতীতি) তাহা "অনুমান"। এবং বিশ্বস্তবাক্য শ্রবণ করিবার পর তদ্বাক্যবোধ্য পদার্থের জ্ঞান জন্মিলে অর্থাৎ তদাকারা বৃত্তি জন্মিলে তাহা আগম"। এক্ষণে বিপর্য্যয় বৃত্তি কিরূপ? তাহা বলা যাইতেছে।—

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ ॥৮॥

ভাষ্যম্। স কস্মাৎ ন প্রমাণম্? যতঃ প্রমাণেন বাধ্যতে, ভূতার্থবিষয়ত্বাৎ প্রমাণস্য। তত্র প্রমাণেন বাধনপ্রমাণস্য দৃষ্টং, তৎ যথা, দ্বিচন্দ্রদর্শনং সদ্বিষয়েণৈকচন্দ্রদর্শনেন বাধ্যতে ইতি। সেয়ং পঞ্চপর্ব্বা ভবতি অবিদ্যা, অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশা ইতি,

'বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ ॥ ৮ ॥ বিপর্য্যয় ইতি লক্ষ্যনির্দ্দেশঃ, মিথ্যাজ্ঞানমিত্যাদি লক্ষণম। যজ্‌জ্ঞানপ্রতিভাসি রূপং তদ্রূপাপ্রতিষ্ঠমেবাতদ্রূপ প্রতিষ্ঠং, যথাশ্রাদ্ধভোজীতি। অতঃ সংশয়োঽপি সংগৃহীতঃ। এতাবাংস্তু বিশেষঃ—তত্র জ্ঞানারূঢ়ৈবাপ্রতিষ্ঠতা, দ্বিচন্দ্রাদেস্তু বাধজ্ঞানেন। নন্বেবং বিকল্পোঽপি তদ্রূপাপ্রতিষ্ঠানাদ্বিচারতো বিপর্য্যয়ঃ প্রসজ্যেতেত্যত আহ "মিথ্যা জ্ঞানমিতি"। অনেন হি সর্ব্বজনীনানুভবসিদ্ধো বাধ উক্তঃ। স চাস্তি বিপর্য্যয়ে, ন তু বিকল্পে; তেন ব্যবহারাৎ পণ্ডিতরূপাণামেব তু বিচারয়তাং তত্র বাধবুদ্ধেরিতি। চোদয়তি "স কস্মান্ন প্রমাণম্" ইতি। নোত্তরেণোপজাত-বিরোধিনা জ্ঞানেন পূর্ব্বং বাধনীয়ম্, অপি তু পূর্ব্বেণৈব প্রথমমুপজাতেনানুপজাত-বিরোধিনা পরমিতি ভাবঃ। পরিহরতি। "যতঃ প্রমাণেন" ইতি। যত্র হি পূর্ব্বাপেক্ষা পরোৎপত্তিস্তত্রৈবম্, ইহ তু স্বস্বকারণাদন্যোঽন্যানপেক্ষে জ্ঞানে জায়েতে, তেনোত্তরস্য পূর্ব্বমনুপমৃদ্যোদয়মনাসাদয়তস্তদপবাধাত্মৈবোদয়ঃ, ন তু পূর্ব্বস্যোত্তরবাধাত্মোদয়ঃ, তস্য তদানীমপ্রসক্তেঃ। তস্মাদনুপজাতবিরোধিতা বাধ্যত্বে হেতুঃ, উপজাতবিরোধিতা চ বাধকত্বে। তস্মাদ্ ভূতার্থবিষয়ত্বাৎ প্রমাণেন অপ্রমাণস্য বাধনং সিদ্ধম্।
উদাহরণমাহ "তত্র প্রমাণেন" ইতি। তস্য কুৎসিতত্বং হানায় দর্শয়তি "সেয়ং পঞ্চ" ইতি। অবিদ্যাসামান্যমবিদ্যাস্মিতাদিপঞ্চসু পর্ব্বস্বিত্যর্থঃ। অব্যক্ত-মহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রেষ্বষ্টসু অনাত্মস্বাত্মবুদ্ধিরবিদ্যা তমঃ। এবং যোগানামষ্ট-স্বণিমাদিকেষ্বৈশ্বর্য্যেষ্বশ্রেয়ঃসু শ্রেয়োবুদ্ধিরষ্টবিধো মোহঃ পূর্ব্বস্মাজ্জঘন্যঃ, স

(৮) যস্য, যৎ পারমার্থিকং রূপং তস্মিন্ ন প্রতিতিষ্ঠতীত্যতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্। অতথাভূতেঽর্থে তথাভূততয়োৎপদ্যমানং মিথ্যাজ্ঞানং বিপর্য্যয়ঃ ভ্রম ইতি যাবৎ। অস্যৈব ভেদাঃ পঞ্চ ক্লেশা ইত্যগ্রে স্ফুটীভবিষ্যতি ॥

এতে এব স্বসংজ্ঞাভিঃ তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রঃ অন্ধতামিস্র ইতি, এতে চিত্তমলপ্রসঙ্গেনাভিধাস্যন্তে। ৮।

চাস্মিতোচ্যতে। তথা যোগেনাষ্টবিধম্ ঐশ্বর্য্যমুপাদায় সিদ্ধো ভূত্বা দৃষ্টানুশ্রবিকান্ শব্দাদীন্ দশ বিষয়ান্ ভোক্ষ্য ইত্যেবমাত্মিকা প্রতিপত্তির্মহামোহো রাগঃ। এবমেতেনৈবাভিসন্ধিনা প্রবর্ত্তমানস্য কেনচিৎ প্রতিবন্ধত্বাদণিমাদীনামনুৎপত্তৌ তন্নিবন্ধনস্য দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়ভোগস্যাসিদ্ধেঃ প্রতিবন্ধকবিষয়ঃ ক্রোধঃ স তামিস্রাখ্যো দ্বেষঃ। এবমণিমাদিগুণসম্পত্তৌ দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়প্রত্যুপস্থানে চ কল্পান্তে সর্ব্বমেতন্নঙ্ক্ষ্যতীতি যস্ত্রাসঃ সোঽভিনিবেশোঽন্ধতামিস্রঃ, তদুক্তং "ভেদস্তমসোঽষ্টবিধো মোহস্য চ দশবিধো মহামোহঃ। তামিস্রোঽষ্টাদশধা তথা ভবত্যন্ধতামিস্রঃ" ইতি ॥৮॥ শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ।

তাৎপর্য্যার্থ। সেই জ্ঞান মিথ্যা, যে জ্ঞান তদ্রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় না অর্থাৎ যে জ্ঞানের বিষয় দেখিতে গেলে অন্যথা হইয়া যায়, সেই জ্ঞানের নাম 'বিপর্য্যয়' এই বিপর্য্যয় জ্ঞানকে ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে বলিতে হয়, বস্তু এক প্রকার, কিন্তু মনোবৃত্তি অন্যপ্রকার, সেইরূপ হইলেই তাহা বিপর্য্যয়, ভ্রম বা মিথ্যা হইবে। একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। এই বিপর্য্যয়-নামক ভ্রমের—রজ্জু-সর্প, শুক্তি-রজত, মরু-মরীচিকা প্রভৃতি অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যম্। স ন প্রমাণোপারোহী, ন বিপর্য্যয়োপারোহী চ, বস্তুশূন্যত্বেঽপি শব্দজ্ঞানমাহাত্ম্যনিবন্ধনো ব্যবহারো দৃশ্যতে, তদ্‌যথা

টীকা। নন্থ শব্দজ্ঞানানুপাতী চেদাগমপ্রমাণান্তর্গতো বিকল্পঃ প্রসজ্যেত, নির্বস্তুকত্বে বা বিপর্য্যয়ঃ স্যাদ্ ইত্যত আহ "স ন" ইতি। স ন প্রমাণান্তর্গতঃ, বিপর্য্যয়ান্তর্গতো বা, কস্মাদ্, যতঃ "বস্তু" ইতি। বস্তুশূন্যত্বেঽপি ইতি—প্রমাণান্তর্গতিং নিষেধতি। শব্দজ্ঞানমাহাত্ম্যনিবন্ধন ইতি বিপর্য্যয়ান্তর্গতিম্।

(৯) শব্দজন্যং জ্ঞানং শব্দজ্ঞানং তৎ অনুপতিতুং শীলং যস্য স তথোক্তঃ। বস্তুশূন্যঃ নির্বিষয়ঃ। তাদৃশো যোঽধ্যবসায়ঃ স বিকল্পঃ। নরশৃঙ্গাদিশ্রবণসমনন্তরমবশ্যমেব ভবতি নির্বিষয়া বৃত্তিঃ। তস্যা যো বিষয়ো নরশৃঙ্গাদিঃ স নাস্তীতি তস্যা নির্বিষয়ত্বম্। তস্যা বিপর্য্যয়বৎ বাধো নাস্তীতি পুরোক্তাৎ বিপর্য্যয়াদ্ভেদঃ।

চৈতন্যং পুরুষস্য স্বরূপম্ ইতি, যদা চিতিরেব পুরুষস্তদা কিমত্র কেন ব্যপদিশ্যতে, ভবতি চ ব্যপদেশে বৃত্তিঃ যথা চৈত্রস্য গৌরিতি। তথা প্রতিষিদ্ধবস্তুধর্ম্মা নিষ্ক্রিয়ঃ পুরুষঃ, তিষ্ঠতি বাণঃ স্থাস্যতি স্থিত ইতি, গতিনিবৃত্তৌ ধাত্বর্থমাত্রং গম্যতে। তথানুৎপত্তিধর্ম্মা পুরুষ ইতি, উৎপত্তিধর্ম্মস্যাভাবমাত্রমবগম্যতে, ন পুরুষান্বয়ী ধর্ম্মঃ, তস্মাৎ বিকল্পিতঃ স ধর্ম্মস্তেন চাস্তি ব্যবহার ইতি। ৯।

এতদুক্তং ভবতি, ক্বচিদ্ অভেদে ভেদমারোপয়তি, ক্বচিৎ পুনর্ভিন্নানামভেদম্, ততো ভেদস্যাভেদস্য চ বস্তুতোঽভাবাৎ তদাভাসো বিকল্পো ন প্রমাণং, নাপি বিপর্য্যয়ো ব্যবহারাবিসংবাদাদিতি। শাস্ত্রপ্রসিদ্ধমুদাহরণমাহ। "তদ্ যথা" ইতি। কিং বিশেষ্যং কেন ব্যপদিশ্যতে—বিশেষ্যতে, নাভেদে বিশেষ্যবিশেষণ-ভাবো, ন হি গবা গৌর্ব্বিশেষ্যতে কিন্তু ভিন্নেন চৈত্রেণ। তদিদমাহ—'ভবতি চ ব্যপদেশে বৃত্তিঃ'' ইতি। ব্যপদেশ্যব্যপদেশকয়োর্ভাবো ব্যপদেশঃ—বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব ইতি যাবৎ, তস্মিন্ বৃত্তির্বাক্যস্য যথা চৈত্রস্য গৌরিতি। শাস্ত্রীয়-মেবোদাহরণান্তরং সমুচ্চিনোতি "তথা" ইতি। প্রতিষিদ্ধো বস্তুনঃ—পৃথিব্যাদে-র্ধর্ম্মঃ পরিস্পন্দো যস্য স তথোক্তঃ। কোঽসৌ নিষ্ক্রিয়ঃ পুরুষঃ, ন খলু সাংখ্যীয়ে রাদ্ধান্তেঽভাবো নাম কশ্চিদস্তি বস্তুধর্ম্মঃ, যেন পুরুষো বিশেষ্যেতেত্যর্থঃ। ক্বচিৎপাঠঃ "প্রতিষিদ্ধা বস্তুধর্ম্মা" ইতি। তস্যার্থঃ প্রতিষেধব্যাপ্তাঃ প্রতিষিদ্ধাঃ, ন বস্তুধর্ম্মাণাং তদ্ব্যাপ্যতা, ভাবাভাবয়োরসংবন্ধাদ্, অথ চ তথা প্রতীতিরিতি। লৌকিকমুদাহরণমাহ "তিষ্ঠতি বাণ" ইতি। যথা হি পচতি ভিনত্তীত্যত্র পূর্ব্বাপরীভূতঃ কর্ম্মক্ষণপ্রচয় একফলাবচ্ছিন্নঃ প্রতীয়ত ইত্যেবং তিষ্ঠতীত্যত্রাপি পূর্ব্বাপরীভাবমেবাহ। "স্থাস্যতি স্থিত" ইতি। নন্থ ভবতু পাকবৎ পূর্ব্বাপরীভূতয়াবস্থানক্রিয়য়া বাণাদ্ ভিন্নয়া বাণস্য-ব্যপদেশ ইত্যত আহ "গতিনিবৃত্তৌ ধাত্বর্থমাত্রং গম্যতে" ইতি। গতিনিবৃত্তিরেব তাবৎ কল্পিতা তস্যাপি ভাবরূপত্বং তত্রাপি পূর্ব্বাপরীভাব ইত্যহো কল্পনাপর-স্পরেত্যর্থঃ। অভাবঃ কল্পিতো ভাব ইব চানুগত ইব চ সর্ব্বপুরুষেষু গম্যতে, ন পুনঃ পুরুষব্যতিরিক্তো ধর্ম্মঃ কশ্চিদিত্যুদাহরণান্তরমাহ—'তথানুৎপত্তিধর্ম্মা' ইতি। প্রমাণবিপর্য্যয়াভ্যামন্যা ন বিকল্পবৃত্তিরিতি বাদিনো বহবঃ প্রতিপেদিরে, তৎপ্রতিবোধনায়োদাহরণপ্রপঞ্চ ইতি মন্তব্যমিতি ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। বস্তু নাই অথচ শব্দশূন্য একপ্রকার মনোবৃত্তি জন্মে। তাদৃশ মনোবৃত্তির নাম বিকল্প, অর্থাৎ অনাসন্ন কল্পনার নাম বিকল্প। বস্তু নাই, অথচ শব্দের প্রভাবে মনোবৃত্তি জন্মে, ইহার দৃষ্টান্ত, "আকাশ-কুসুম"। আকাশ-কুসুম নাই, অথচ তাহা শুনিবামাত্র মনোমধ্যে একপ্রকার বৃত্তি জন্মে। পদার্থ দুইটী, কিন্তু শব্দের প্রভাবে একটী বৃত্তি জন্মিলে তাহাও বিকল্প হইবে। বস্তু একটী অথচ শব্দের প্রভাবে যদি দুইটী সংশ্লিষ্টবৃত্তি জন্মে, তবে তাহাও বিকল্প হইবে। আত্মা ও চৈতন্য বস্তুতঃ এক; পরন্তু "আত্মার চৈতন্য" বলিলে দুইটী সংশ্লিষ্ট বৃত্তি জন্মে। চৈতন্যযুক্ত বুদ্ধিতত্ত্বরূপ অহং তত্ত্বটী বস্তুতঃ দুই পদার্থ; কিন্তু "আমি" এই শব্দের দ্বারা এক বৈ দুই বৃত্তি (জ্ঞান) জন্মে না। অতএব, বস্তুর স্বরূপ প্রতীক্ষা করে না, অথচ একটা অনাসন্ন বা আগন্তুক কল্পনাত্মক মিথ্যা বৃত্তি জন্মে,—সেরূপ স্থলে সে জ্ঞান বা সে বৃত্তি বিকল্প নামে গণ্য।

অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা ॥ ১০ ॥

ভাষ্যম্। সা চ সম্প্রবোধে প্রত্যবমর্শাৎ প্রত্যয়বিশেষঃ। কথং? সুখমহম্ অস্বাপ্সং প্রসন্নং মে মনঃ প্রজ্ঞাং মে বিশারদী করোতি;

টীকা। অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা। ১০। অধিকৃতং হি বৃত্তিপদমনুবাদকং প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পস্মৃতীনাং বৃত্তিত্বং প্রতি পরীক্ষকাণামবিপ্রতিপত্তেরতস্তদনূদ্যতে বিশেষ-বিধানায়। নিদ্রায়াস্তু বৃত্তিত্বে পরীক্ষকাণামস্তি বিপ্রতিপত্তিরিতি বৃত্তিত্বং বিধেয়ং, ন চ প্রকৃতমনুবাদকং বিধানায় কল্পত ইতি পুনর্বৃত্তিগ্রহণম্। জাগ্রৎস্বপ্নবৃত্তীনামভাবস্তস্য প্রত্যয়ঃ—কারণং বুদ্ধিসত্ত্বাচ্ছাদকং তমস্তদেবালম্বনং বিষয়ো যস্যাঃ সা তথোক্তা বৃত্তির্নিদ্রা। বুদ্ধিসত্ত্বে হি ত্রিগুণে যদা সত্ত্বরজসী অভিভূয় সমস্তকরণাবরকমাবিরস্তি তমস্তদা বুদ্ধের্বিষয়াকারপরিণামাভাবাদুদ্ভূততমোময়ীং বুদ্ধিমববুধ্যমানঃ পুরুষঃ সুষুপ্তোঽন্তঃসংজ্ঞ ইত্যুচ্যতে। কস্মাৎপুনর্নিরোধ (রুদ্ধ) কৈবল্যয়োরিব বৃত্ত্যভাব এব ন নিদ্রেত্যত আহ। "সা" ইতি। সা চ সংপ্রবোধে প্রত্যবমর্শাৎ সোপপত্তিকাৎ স্মরণাৎ প্রত্যয়বিশেষঃ। কথং? যদা হি সত্ত্বসচিবং তম আবিরস্তি তদৈতাদৃশঃ প্রত্যবমর্শঃ সুপ্তোত্থিতস্য ভবতি "সুখমহমস্বাপ সং প্রসন্নং মে মনঃ প্রজ্ঞাং মে বিশারদী করোতি—স্বচ্ছীকরোতি ইতি। যদা তু

---

(১) কার্য্যং প্রতি অয়তে গচ্ছতীতি প্রত্যয়ঃ কারণম্। অভাবে জাগ্রৎস্বপ্নবৃত্তীনাং প্রবিলয়ে কারণং তমঃ। তদেব আলম্বনং বিষয়ো যস্যাঃ সা তথোক্তা বৃত্তিঃ নিদ্রেত্যুচ্যতে।

দুঃখমহম্ অস্বাপ্‌সং স্ত্যানং মে মনঃ ভ্রমত্যনবস্থিতং, গাঢ়ং মূঢ়ঃ অহং অস্বাপ্সং গুরূণি মে গাত্রাণি ক্লান্তং মে চিত্তমলসং মুষিতমিব তিষ্ঠতীতি। স খল্বয়ং প্রবুদ্ধস্য প্রত্যবমর্শো ন স্যাৎ অসতি প্রত্যয়ানুভবে তদাশ্রিতাঃ স্মৃতয়শ্চ তদ্বিষয়া ন স্যুঃ, তস্মাৎ প্রত্যয়বিশেষো নিদ্রা, সা চ সমাধৌ ইতরপ্রত্যয়বন্নিরোদ্ধব্যেতি। ১০।

রজঃসচিবং তম আবিরস্তি তদেদৃশঃ প্রত্যবমর্শ ইত্যাহ "দুঃখমহমস্বাপ্‌সম্" ইতি স্ত্যানম্—অকর্ম্মণ্যং মে মনঃ, কস্মাদ্, যতো ভ্রমত্যনবস্থিতম্। নিতান্তাভিভূতরজঃসত্ত্বে তমঃসমুল্লাসে স্বাপে প্রবুদ্ধস্য প্রত্যবমর্শমাহ "গাঢ়ং মূঢ়োঽহমস্বাপ্‌সং গুরূণি মে গাত্রাণি ক্লান্তং মে চিত্তমলসং মুষিতমিব তিষ্ঠতি" ইতি। সাধ্যব্যতিরেকে হেতুব্যতিরেকমাহ "স খল্বয়ম্" ইতি। প্রবুদ্ধস্য—প্রবুদ্ধমাত্রস্য, প্রত্যয়ানুভবে বৃত্ত্যভাবকারণানুভবে, তদাশ্রিতাঃ—বোধকাল ইত্যর্থঃ। নন্থ প্রমাণাদয়ো ব্যুত্থানচিত্তাধিকরণা নিরুদ্ধ্যন্তাং, সমাধিপ্রতিপক্ষত্বাৎ, নিদ্রায়াস্ত্বেকাগ্রবৃত্তিতুল্যায়াঃ কথং সমাধিপ্রতিপক্ষতেত্যাহ। "সা চ সমাধৌ" ইতি। একাগ্রতুল্যাপি তামসত্বেন নিদ্রা সবীজনির্বীজসমাধিপ্রতিপক্ষেতি সাপি নিরোদ্ধব্যেত্যর্থঃ॥ ১০

তাৎপর্য্যার্থ। যাহাতে সমুদায় মনোবৃত্তি লীন হয়, সেই অজ্ঞান অবলম্বন করিয়া যে অনির্ভিন্ন মনোবৃত্তি উদিত থাকে, সেই অনির্ভিন্ন মনোবৃত্তির নাম নিদ্রা অর্থাৎ সুষুপ্তি।

বস্তুতঃ নিদ্রাও একপ্রকার মনোবৃত্তি। প্রকাশস্বভাব সত্বগুণের আচ্ছাদক তমোগুণের উদ্রেক অবস্থাকেই আমরা নিদ্রা বলি। তমঃ বা অজ্ঞান পদার্থই নিদ্রাবৃত্তির অবলম্বন। যখন তমোময় অজ্ঞানময় নিদ্রা-বৃত্তির উদয় হয়, তখন সর্ব্বপ্রকাশক সত্বগুণটী অভিভূত থাকে। সেই জন্যই তৎকালে অন্য কোন বস্তুর প্রকাশ থাকে না। থাকে নাব লিয়াই লোকে বলে, "আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার জ্ঞান ছিল না" বস্তুতঃ তখন তাহার কোন জ্ঞান ছিল না এমন নহে, অজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান ছিল। সেই জন্যই সে, নিদ্রাভঙ্গের পর তৎকালের অজ্ঞানবৃত্তি স্মরণ করিয়া থাকে। নিদ্রাকালে অজ্ঞানময় বা তমোময় বৃত্তি অনুভূত হইয়াছিল বলিয়াই নিদ্রাভঙ্গের পর তাহার স্মরণ হয় এবং সেই স্মরণের দ্বারাই তাহার বৃত্তিত্ব নির্ণীত হয়।

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যম্। কিং প্রত্যয়স্য চিত্তং স্মরতি, আহোস্বিৎ বিষয়স্যেতি? গ্রাহ্যোপরক্তঃ প্রত্যয়ো গ্রাহ্যগ্রহণোভয়াকারনির্ভাসঃ তথা জাতীয়কং সংস্কারমারভতে, স সংস্কারঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনঃ তদাকারামেব গ্রাহ্যগ্রহণোভয়াত্মিকাং স্মৃতিং জনয়তি। তত্র গ্রহণাকারপূর্ব্বা বুদ্ধিঃ, গ্রাহ্যাকার-

---

টীকা "অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ"॥ প্রমাণাদিভিরনুভূতে বিষয়ে যোঽসম্প্রমোষঃ—অস্তেয়ঃ সা স্মৃতিঃ। সংস্কারমাত্রজন্যস্য হি জ্ঞানস্য সংস্কারকারণানুভবাবভাসিতো বিষয় আত্মীয়ঃ। তদধিকবিষয়পরিগ্রহস্তু সম্প্রমোষঃ—স্তেয়ঃ। কস্মাৎ, সাদৃশ্যাৎ। "মুষ স্তেয়" ইত্যস্মাৎ সম্প্রমোষপদব্যুৎপত্তেঃ। এতদুক্তং ভবতি। সর্ব্বে প্রমাণাদয়োঽনধিগতমর্থং, সামান্যতঃ প্রকারতো বাধিগময়ন্তি। স্মৃতিঃ পুনর্ন পূর্ব্বানুভবমর্য্যাদামতিক্রামতি, তদ্বিষয়া তদূনবিষয়া বা ন তু তদধিক বিষয়া। সোঽয়ং বৃত্ত্যন্তরাদ্বিশেষঃ স্মৃতেরিতি। বিমৃশতি। "কিং প্রত্যয়স্য" ইতি। গ্রাহ্যপ্রবণত্বাদনুভবস্য স্বানুভবাভাবাত্তজ্জঃ স সংস্কারো গ্রাহ্যমেব স্মারয়তীতি প্রতিভাতি। অনুভবমাত্রজনিতত্বাচ্চানুভবমেব ইতি, বিমৃশ্যোপপত্তিত উভয়স্মরণমেবাবধারয়তি। গ্রাহ্যপ্রবণতয়া গ্রাহ্যোপরক্তঃ পরমার্থতস্তু গ্রাহ্যগ্রহণে এবোভয়ং তয়োরাকারং স্বরূপং নির্ভাসয়তি—প্রকাশয়তি। স্বব্যঞ্জকং—কারণম্ অঞ্জনম্ - আকারো যস্য স তথোক্তঃ। স্বকারণাকার ইত্যর্থঃ। যদ্বা ব্যঞ্জকম্—উদ্বোধকম্ অঞ্জনম্—ফলাভিমুখীকরণং যস্যেত্যর্থঃ। ননু যদি কারণবিচারেণ বুদ্ধিস্মরণয়োঃ সারূপ্যং কস্তর্হি বিশেষ ইত্যত আহ।

"তত্র গ্রহণ" ইতি। গ্রহণম্—উপাদানং, ন চ গৃহীতস্যোপাদানং সম্ভবতি, তদনেনানধিগতবোধনং বুদ্ধিরিত্যুক্তম্। গ্রহণাকারো—গ্রহণরূপং, পূর্ব্বম্—প্রধানং যস্যাঃ সা তথোক্তা। বিকল্পিতশ্চায়মভেদেঽপি বুদ্ধিগ্রহণয়োর্গুণপ্রধানভাব ইতি। গ্রাহ্যাকারঃ পূর্ব্বঃ—প্রথমো যস্যাঃ সা তথোক্তা। ইদমেব চ গ্রাহ্যাকারস্য গ্রাহ্যস্য পূর্ব্বত্বং যদ্ বৃত্ত্যন্তরবিষয়ীকৃতত্বমর্থস্য। তদনেন বৃত্ত্যন্তরবিষয়ীকৃতগোচরা স্মৃতিরিত্যুক্তং ভবতি, সোঽয়মসম্প্রমোষইতি। নন্বস্তি স্মৃতেরপি সম্প্রমোষো, দর্শয়তি হি পিত্রাদেরতীতস্য দেশকালান্তরানুভূতস্যানমুভূতচরদেশকালান্তরসম্বন্ধং স্বপ্ন ইত্যত আহ "সা চ দ্বয়ী" ইতি। ভাবিতঃ—

---

(১১) অনুভূতঃ প্রমাণবৃত্ত্যারূঢ়ঃ যঃ বিষয়ঃ বস্তু, তস্য যঃ অসম্প্রমোষঃ অস্তেয়ঃ সংস্কারদ্বারেণ বুদ্ধ্যাবুপারোহঃ সা স্মৃতিরিত্যুচ্যতে।

পূর্ব্বা স্মৃতিঃ; সা চ দ্বয়ী ভাবিতস্মর্ত্তব্যা চ অভাবিতস্মর্ত্তব্যা চ, স্বপ্নে ভাবিতস্মর্ত্তব্যা, জাগ্রৎসময়ে তু অভাবিতস্মর্ত্তব্যেতি। সর্ব্বাঃ স্মৃতয়ঃ প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতীনামনুভবাৎ প্রভবন্তি। সর্ব্বাশ্চৈতা বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখমোহাত্মিকাঃ, সুখদুঃখমোহাশ্চ ক্লেশেষু ব্যাখ্যেয়াঃ সুখানুশয়ী রাগঃ, দুখানুশয়ী দ্বেষঃ, মোহঃ পুনরবিদ্যেতি। এতাঃ সর্ব্বা বৃত্তয়ো নিরোদ্ধব্যাঃ। আসাং নিরোধে সম্প্রজ্ঞাতো বা সমাধির্ভবতি অসম্প্রজ্ঞাতো বেতি ॥ ১১ ॥ অথাসাং নিরোধে কঃ উপায় ইতি।

কল্পিতঃ স্মর্ত্তব্যো যয়া সা তথোক্তা। অভাবিতঃ—অকল্পিতঃ পারমার্থিক ইতি যাবৎ। নেয়ং স্মৃতিরপি তু বিপর্য্যয়ঃ, তল্লক্ষণোপপন্নত্বাৎ। স্মৃত্যাভাসতয়া তু স্মৃতিরুক্তা প্রমাণাভাসমিব প্রমাণমিতি ভাবঃ। কস্মাৎপুনরন্তে স্মৃতেরূপন্যাস ইত্যাহ আহ "সর্ব্বাঃ স্মৃতয়" ইতি। অনুভবঃ—প্রাপ্তিঃ প্রাপ্তিপূর্ব্বা বৃত্তিঃ স্মৃতিস্ততঃ স্মৃতীনামুপজন ইত্যর্থঃ। ননু যে পুরুষং ক্লিশ্যন্তি তে নিরোদ্ধব্যাঃ প্রেক্ষাবতা। ক্লেশাশ্চ তথা, ন বৃত্তয়স্তৎকিমর্থমাসাং নিরোধ ইত্যত আহ। "সর্ব্বাশ্চৈতা" ইতি। সুগমম্ ॥ ১১ ॥ নিরোধোপায়ং পৃচ্ছতি "অথ" ইতি। সূত্রেণোত্তরমাহ "অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ"।

তাৎপর্য্যার্থ। বস্তু একবার অনুভূত অর্থাৎ প্রমাণবৃত্তিতে আরূঢ় হইলে তাহা আর যায় না; সংস্কাররূপে থাকিয়া যায়। সে থাকাকে আমরা স্মৃতি নাম দিয়া উল্লেখ করি; তাৎপর্য্য এই যে, জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা দেখা যায়, যাহা শুনা যায়, যাহা কিছু অনুভব করা যায়, চিত্তে তাহার সংস্কার আবদ্ধ হয়। উদ্বোধক উপস্থিত হইলেই সেই সকল সংস্কার প্রবল হইয়া চিত্তক্ষেত্রে সেই সকল পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্বরূপ পুনরুদিত করিয়া দেয়। সংস্কার-সমুৎপন্ন সেই সকল মনোবৃত্তির নাম স্মরণ। ক্রমবর্ণিত এতদ্বিধ পাচ শ্রেণী বৈ ছয় শ্রেণীর মনোবৃত্তি নাই। যোগকালে এই পাচপ্রকার মনোবৃত্তিই রুদ্ধ করিতে হয়। রুদ্ধ করিবার উপায় দ্বিবিধ। অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২ ॥

---

(১২) অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বক্ষ্যমাণলক্ষণাভ্যামেব তাসাং বৃত্তীনাং নিরোধঃ অনুত্থানং সেৎস্যতীতি বাক্যশেষঃ।

ভাষ্যম্। চিত্তনদী নাম উভয়তো বাহিনী বহতি কল্যাণায়, বহতি পাপায় চ। যা তু কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা বিবেকবিষয়নিম্না সা কল্যাণবহা। সংসারপ্রাগ্‌ভারা অবিবেকবিষয়নিম্না পাপবহা। তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ খিলীক্রিয়তে, বিবেকদর্শনাভ্যাসেন বিবেক-স্রোতঃ উদ্‌ঘাট্যতে ইত্যুভয়াধীনশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ১২ ॥

টীকা। অভ্যাসবৈরাগ্যয়োর্নিরোধে জনয়িতব্যেঽবান্তরব্যাপারাভেদেন সমুচ্চয়ো নতু বিকল্প ইত্যাহ "চিত্তনদী" ইতি। প্রাগ্‌ভারঃ—প্রবন্ধঃ, নিম্নতা গম্ভীরতাঽগাধতেতি যাবৎ ॥ ১২ ॥ তত্রাভ্যাসস্য স্বরূপপ্রয়োজনাভ্যাং লক্ষণমাহ, "তত্রস্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ"।

তাৎপর্য্য। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা উক্ত সমুদায় বৃত্তির নিরোধ হইয়া থাকে। বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের বহির্গতি ফিরিয়া গিয়া অন্তর্মুখী গতি জন্মে। অর্থাৎ কেবলমাত্র আত্মার প্রতিই তাহার অভিনিবেশ জন্মে। ক্রমে একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা আইসে। এই দুই অবস্থা অর্থাৎ একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত, স্থায়ী করিবার নিমিত্ত অভ্যাসের আবশ্যক আছে। কেননা, একমাত্র অভ্যাসের দ্বারাই উহা দৃঢ় বা স্থায়ী হয়, অন্য উপায়ে হয় না।

যাহার যে বস্তুতে উৎকট বিরাগ জন্মে, তাহার চিত্ত সে বস্তুতে থাকিতে চাহে না, প্রত্যুত চঞ্চল হয়। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এতদ্দৃষ্টান্তে, মনুষ্য যদি সকল বিষয়েই বিরাগ উৎপাদন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের কেন না সকল বিষয়ে মনোনিরোধ হইবে? অপিচ, বৈরাগ্য অপেক্ষা অভ্যাসের ক্ষমতা অধিক। যে যেরূপ অভ্যাস করে, সে সেইরূপ স্বভাবই প্রাপ্ত হয়। ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, অভ্যাস দৃঢ় হইলেই তাহা স্বভাবের সমবল ধারণ করে। মন যে স্থির থাকে না, তাহাও তাহার অভ্যাসের ফল ব্যতীত অন্য কিছু নহে। জীবের মন চিরকাল কেবল চঞ্চলতা বা অস্থিরতা অভ্যাস করিয়াছে, সেই জন্যই আর সে এখন সহজে স্থির হইতে পারে না। হেত্বন্তর এই যে, সে চঞ্চল স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে; এখন যদি আবার স্থির হওয়া অভ্যাস করে, তাহা হইলে সে অবশ্যই স্থিরস্বভাব প্রাপ্ত হইবে। অতএব, অভ্যাসের ও বৈরাগ্যের দ্বারা যে চিত্তের অনন্তবৃত্তি অবরুদ্ধ হইয়া একাতানবৃত্তি স্থায়ী হইতে পারে, নিবৃত্তি অবস্থা আসিতে পারে, তাহা যুক্তিশূন্য নহে।

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যম্। চিত্তস্য অবৃত্তিকস্য প্রশান্তবাহিতা স্থিতিঃ, তদর্থঃ প্রযত্নঃ বীর্য্যং উৎসাহঃ তৎ-সম্পিপাদয়িষয়া তৎ-সাধনানুষ্ঠান-মভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

টীকা। তদ্ ব্যাচষ্টে "চিত্তস্য" ইতি। অবৃত্তিকস্য—রাজসতামসবৃত্তি-রহিতস্য প্রশান্তবাহিতা—বিমলতা সাত্ত্বিকবৃত্তিবাহিতৈকাগ্রতা স্থিতিস্তদর্থ ইতি। "স্থিতৌ" ইতি নিমিত্তসপ্তমী ব্যাখ্যাতা, যথা চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তীতি। প্রযত্নমেব পর্য্যায়াভ্যাং বিশদয়তি, "বীর্য্যমুৎসাহ" ইতি। তস্যেচ্ছায়োনিতামাহ "তৎসম্পিপাদয়িষয়া" ইতি। "তদ্" ইতি স্থিতিং পরামৃশতি। প্রযত্নস্য বিষয়মাহ "তৎসাধনে"তি। স্থিতিসাধনান্যন্তরঙ্গবহিরঙ্গাণি যমনিয়মাদীনি, সাধনগোচরঃ কর্ত্তৃব্যাপারো, ন ফলগোচর ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ নম্বু ব্যুত্থান-সংস্কারেণানাদিপরিপন্থিনা প্রতিবদ্ধোঽভ্যাসঃ কথং স্থিতৌ কল্পত ইত্যত আহ "স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ" ॥

তাৎপর্য্য। চিত্তকে স্থির করিবার জন্য যে যত্ন, যে যত্নে রাজস তামস বৃত্তি নিরুত্থান হয়, সেই যত্নবিশেষের নাম অভ্যাস। অভ্যাসের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ এই যে, বিষয়াভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া চিত্তকে যত্নপূর্ব্বক বার বার একাগ্র বা একতান করা এবং তাহার পূর্ব্বসাধক যম-নিয়মাদি সাতপ্রকার যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করা। ফলকথা এই যে, যে যত্নের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই যত্নে ও তদ্রূপ অনুষ্ঠানে তৎপর থাকার নাম অভ্যাস। যম-নিয়মাদির দ্বারা পরিশোধিত চিত্তকে বার বার একাগ্র করিতে করিতে ক্রমে তাহা দৃঢ় অর্থাৎ অবিচাল্য হইয়া দাঁড়াইবে। যখন দেখিবে, অভ্যাস দৃঢ় হইয়াছে, তখন তুমি তাদৃশ চিত্তকে যখন ইচ্ছা তখনই একতান করিতে পারিবে।

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ॥ ১৪ ॥

---

(১৩) রজস্তমোবৃত্তিশূন্যস্য চিত্তস্য একাগ্রতাপরিণামঃ স্বরূপনিষ্ঠঃ পরিণামো বা স্থিতিঃ তস্যাং যত্নঃ অত্যন্তোৎসাহঃ পুনঃপুনস্তথাত্বেন চেতসি নিবেশনং বা অভ্যাস ইতি শব্দ্যতে।

(১৪) স তু অভ্যাসস্তু দীর্ঘকালং নৈরন্তর্য্যেণ তপোব্রহ্মচর্য্যবিদ্যাশ্রদ্ধাদিরূপেণ চ সৎকারেণ আদরাতিশয়েন বা আসেবিতঃ সম্যক্ অনুষ্ঠীয়মানঃ সন্ দৃঢ়ভূমিঃ স্থিরঃ ভবতীতি শেষঃ।

ভাষ্যম্। দীর্ঘকালাসেবিতঃ নিরন্তরাসেবিতঃ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ বিদ্যয়া শ্রদ্ধয়া চ সম্পাদিতঃ সৎকারবান্ দৃঢ়ভূমির্ভবতি, ব্যুত্থান-সংস্কারেণ দ্রাক্ ইত্যেব অনভিভূতবিষয়ঃ ইত্যর্থঃ॥ ১৭॥

টীকা। সোঽয়মভ্যাসো বিশেষণত্রয়সম্পন্নঃ সন্ দৃঢ়াবস্থো ন সহসা ব্যুত্থান-সংস্কারৈরভিভূতস্থিতিরূপবিষয়ো ভবতি, যদি পুনরেবম্ভূতমভ্যাসং কৃত্বোপরমেৎ ততঃ কালপরিবাসেন পরিভবেৎ তস্মান্নোপরন্তব্যমিতি ভাবঃ॥১৫॥ বৈরাগ্যমাহ।

তাৎপর্য্যার্থ—তাদৃশ অভ্যাস দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সদাসর্ব্বদা ও শ্রদ্ধাসহকারে সম্পন্ন করিতে পারিলে ক্রমে তাহা ঢ় অর্থাৎ অবিচলিত হয়।

বস্তুতঃ উক্তবিধ অভ্যাস দু পাঁচ দিনে দৃঢ় হয় না। দুই একবার করিলেও হয় না। অযত্নপূর্ব্বক করিলেও হয় না। শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত, উৎসাহের সহিত, সদা সর্ব্বদা অভ্যাস করিতে পারিলেই তাহা দীর্ঘকালে গিয়া দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ যোগাভ্যাস যখন দৃঢ় হইবে, তখন তোমার চিত্ত তোমারই অধীন হইবে। তখন আর তোমাকে এখনকার মত চিত্তের অধীন থাকিতে হইবে না। তখন তুমি তাদৃশ স্বাধীন চিত্তকে যখন ইচ্ছা তখন এবং যথায় ইচ্ছা তথায় নিবিষ্ট করিতে পাবিবে। অভ্যাস যেমন অত্যধিক যত্নসাধ্য, বৈরাগ্য আবার ততোধিক ত্যাগসাধ্য।

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্॥ ১৫॥

ভাষ্যম্। স্ত্রিয়ঃ, অন্নপানং, ঐশ্বর্য্যং, ইতি দৃষ্টবিষয়ে বিতৃষ্ণস্য স্বর্গবৈদেহ্যপ্রকৃতিলয়ত্বপ্রাপ্তৌ আনুশ্রবিকবিষয়ে বিতৃষ্ণস্য দিব্যা-

টীকা—"দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্॥" চেতনা-চেতনেষু দৃষ্টবিষয়েষু বিতৃষ্ণতামাহ "স্ত্রিয়" ইতি ঐশ্বর্য্যম্—আধিপত্যম্। অনুশ্রবো—বেদস্ততোঽধিগতা আনুশ্রবিকাঃ স্বর্গাদয়স্তত্রাপি বৈতৃষ্ণ্যমাহ "স্বর্গ" ইতি। দেহরহিতা বিদেহাঃ করণেষু লীনাস্তেষাং ভাবো বৈদেহ্যম্। অন্যে তু প্রকৃতিমেবাত্মানমভিমন্যমানাঃ প্রকৃত্যুপাসকাঃ প্রকৃতৌ সাধিকারায়ামেব লীনাস্তেষাং ভাবঃ প্রকৃতিলয়ত্বং, তৎপ্রাপ্তিবিষয়ে বিতৃষ্ণস্য। আনুশ্রবিক বিষয়ে বিতৃষ্ণো হি স্বর্গাদিপ্রাপ্তিবিষয়ে বিতৃষ্ণ উচ্যতে! নন্‌ যদি বৈতৃষ্ণ্যমাত্রং বৈরাগ্যং

(১৫) দৃষ্টঃ ইহৈবোপলভ্যমানঃ স্রক্চন্দনবনিতাদিঃ। অনুশ্রবো বেদস্তদ্বোধিতঃ স্বর্গাদি-রানুশ্রবিকঃ। তয়োর্দ্বয়োরপি বিষয়য়োর্নিত্যত্বদুঃখানুষঙ্গ্যতত্ত্বাদিদোষদর্শনাৎ বিতৃষ্ণস্য নিঃস্পৃহস্য যা বশীকারসংজ্ঞা মমৈবৈতে বশ্যা নাহমেষাং বশ্য ইতি যোঽবমর্শঃ সা বৈরাগ্যমিত্যুচ্যতে।

দিব্যবিষয়সংযোগেঽপি চিত্তস্য বিষয়দোষদর্শিনঃ প্রসংখ্যানবলাৎ অনাভোগাত্মিকা হেয়োপাদেয়শূন্যা বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্। ১৫।

হন্ত বিষয়াপ্রাপ্তাবপি তদস্তীতি বৈরাগ্যং স্যাদিত্যত আহ "দিব্যাদিব্য" ইতি। ন বৈতৃষ্ণ্যমাত্রং বৈরাগ্যম্, অপি তু দিব্যাদিব্যবিষয়সম্প্রযোগেঽপি চিত্তস্যানাভোগাত্মিকা। তামেব স্পষ্টয়তি। "হেয়" ইতি। হেয়োপাদেয়শূন্যা—সঙ্গদোষরহিতা যা উপেক্ষা বুদ্ধির্বশীকারসংজ্ঞা। কুতঃ পুনরিয়মিত্যত আহ—"প্রসংখ্যানবলাদ্" ইতি। তাপত্রয়পরীততা বিষয়াণাং দোষস্তৎপরিভাবনয় তৎসাক্ষাৎকারঃ প্রসংখ্যানং তদ্বলাদিত্যর্থঃ। যতমানসংজ্ঞা ১ ব্যতিরেকসংজ্ঞা ২ একেন্দ্রিয়সংজ্ঞা ৩ বশীকারসংজ্ঞা ৪ চ, ইতি চতস্রঃ সংজ্ঞা ইত্যাগমিনঃ। রাগাদয়ঃ খলু কষায়াশ্চিত্তবর্ত্তিনস্তৈরিন্দ্রিয়াণি যথাস্বং বিষয়েষু প্রবর্ত্ত্যন্তে তন্মা প্রবর্ত্তিষতেন্দ্রিয়াণি তত্তদ্বিষয়েষু, ইতি তৎপরিপাচনায়ারম্ভঃ প্রযত্নঃ সা যতমানসংজ্ঞা। তদারম্ভে সতি কেচিৎ কষায়াঃ পক্কাঃ, পচ্যন্তে পক্ষ্যন্তে চ কেচিৎ। তত্র পক্ষ্যমাণেভ্যঃ পক্কানাং ব্যতিরেকেণাবধারণং ব্যতিরেকসংজ্ঞা। ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তনাসমর্থতয়া পক্কানামৌৎসুক্যমাত্রেণ মনসি ব্যবস্থানমেকেন্দ্রিয়সংজ্ঞা। ঔৎসুক্যমাত্রস্যাপিনিবৃত্তিরুপস্থিতেষ্বপি দিব্যাদিব্যবিষয়েষূপেক্ষা বুদ্ধিঃ সংজ্ঞাত্রয়াৎ পরা বশীকারসংজ্ঞা। এতয়ৈব চ পূর্ব্বাসাং চরিতার্থত্বান্ন তাঃ পৃথগুক্তা ইতি সর্ব্বমবদাতম্॥১৫॥

অপরং বৈরাগ্যমুক্ত্বা পরমাহ—"তৎপরং পুরুষখ্যাতে গুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্॥"

তাৎপর্য্য। দৃষ্টবিষয় ও শাস্ত্রপ্রতিপাদিত, বিষয়, যুগপৎ উভয় বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে নিঃস্পৃহ হইতে পারিলে, "বশীকার" নামক বৈরাগ্য জন্মে। অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে পারিলেই উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য হয়।

বস্তুতঃ বৈরাগ্য জন্মান অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। ভোগস্পৃহা বর্জ্জনের নাম বৈরাগ্য। পরন্তু তাহা বস্তু বিবেকের অধীন। অনুসন্ধানের দ্বারা যদি প্রত্যেক বস্তুর দোষ, হাড়ে-হাড়ে মর্ম্মে মর্ম্মে প্রত্যক্ষ করা যায়, তবেই তদ্‌বিষয়ক স্পৃহা পরিত্যক্ত হইতে পারে, নচেৎ পারে না। যখন অনুসন্ধান দ্বারা শত শত বস্তুর দোষ দেখা যায় এবং শত শত বস্তুতে বিতৃষ্ণা জন্মে,—তখন অবশ্যই সহস্র সহস্র বস্তুর দোষ দেখা যাইবে এবং তত্তাবতের স্পৃহাও পরিত্যক্ত হইতে পারিবে। তদ্রূপ দৃঢ়সঙ্কল্পের বা মনোবৃত্তির সাহায্যে, জগতের প্রত্যেক বস্তুই সদোষ ও দুঃখপ্রদ,—এতদ্রূপ ভাবনা (চিন্তা) আরম্ভ করিলে অথবা উক্তপ্রকার দৃঢ়সংকল্প ধারণ করিলে, ক্রমে সকল বিষয়েই বৈরাগ্য জন্মিতে পারিবে।

বৈরাগ্যের বিষয় অর্থাৎ পরিত্যক্তব্য বস্তু দুইপ্রকার; দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। যাহা দেখা যায়, তাহা দৃষ্ট; এবং যাহা দেখা যায় না, তাহা অদৃষ্ট। স্ত্রী, অন্ন পান ও উপলেপন প্রভৃতি বর্ত্তমান ভোগসাধন বস্তু সকল দৃষ্ট; এবং স্বর্গ, অমৃত অপ্সরা ও অমরত্ব প্রভৃতি পারলৌকিক ভোগ্য বস্তু সকল অদৃষ্ট। কেননা, এ সকল বস্তুর অস্তিত্ব বা ভোগ বর্ত্তমান শরীরে অনুভূত হয় না। "পরে উহা ভোগ করিব" এতদ্রূপ প্রত্যাশায় আমরা উহার আকার ও অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লই। শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস করি বলিয়াই আমাদের উক্তবিধ প্রত্যাশা জন্মে। যাহা হউক, যদি উক্ত দ্বিবিধ (ঐহিক ও পারত্রিক) বিষয়ের ক্ষণভঙ্গুরত্বাদিদোষ প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে অবশ্যই উক্ত দ্বিবিধ বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য জন্মিবে। উক্ত দ্বিবিধ বিষয় হইতে নিঃস্পৃহ হইতে পারিলেই তত্ত্বজ্ঞানের ও সমাধির উপযুক্ত উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য জন্মিবে। বৈরাগ্যের অঙ্কুরাবস্থা হইতে তাহার পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিলে চারিপ্রকার অবস্থা বা বিভাগ দৃষ্ট হইবে। প্রথম অবস্থা যতমান। দ্বিতীয় ব্যতিরেক। তৃতীয় একেন্দ্রিয়। চতুর্থ বশীকার। চিত্তের বিষয়ানুরাগ নষ্ট করিবার চেষ্টা জন্মিলে তাহা যতমান-নামক বৈরাগ্য। ইহা বৈরাগ্যের অঙ্কুর বা প্রথমাবস্থা। অনন্তর কোন্ অনুরাগ নষ্ট হইল, কোন্ অনুরাগই বা সজীব থাকিল, তাহা পরীক্ষার দ্বারা জ্ঞাত হইয়া সজীব অনুরাগগুলিকে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করার নাম ব্যতিরেক। এই ব্যতিরেক চেষ্টা বৈরাগ্যের দ্বিতীয়াবস্থা। ক্রমে যখন দেখিবে, চিত্ত আর কোন বিষয়ে অনুরক্ত হয় না, আকৃষ্টও হয় না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ বা অত্যল্প ঔৎসুক্য মাত্র জন্মে অর্থাৎ বিষয়ানুরাগের সংস্কার মাত্র অবশেষিত হইয়াছে, তখনই জানিবে, একেন্দ্রিয় নামক বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। এই একেন্দ্রিয় নামক জ্ঞান-পরিপাক অবস্থাটী বৈরাগ্যের তৃতীয় স্থানে সন্নিবিষ্ট। ক্রমে যখন সূক্ষ্ম ঔৎসুক্যটুকুও থাকিবে না, অর্থাৎ বিষয়ানুরাগের সংস্কারগুলিও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তখন জানিবে, অত্যুৎকৃষ্ট বশীকার জ্ঞান জন্মিয়াছে এবং বৈরাগ্যও তখন চতুর্থাবস্থা বা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বশীকার জ্ঞান বা বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে ইহলোকের কথা দূরে থাকুক,—স্বর্গলোকের কথা দূরে থাকুক,—ব্রহ্মলোকের প্রতিও স্পৃহা থাকিবে না। এই বশীকার যখন দৃঢ় হয়, তখন তাহা পরবৈরাগ্য নাম ধারণ করে। সেই পরবৈরাগ্যই নির্ম্মল জ্ঞানের চরমসীমা ও যোগের বা সমাধির অসাধারণ উপকরণ।

তৎ পরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যম্। দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়দোষদর্শী বিরক্তঃ পুরুষদর্শনাভ্যাসাৎ তচ্ছুদ্ধিপ্রবিবেকাপ্যায়িতবুদ্ধিঃ গুণেভ্যঃ ব্যক্তাব্যক্তধর্ম্মকেভ্যঃ বিরক্তঃ ইতি, তৎ দ্বয়ং বৈরাগ্যং ; তত্র যৎ উত্তরং তৎ জ্ঞানপ্রসাদমাত্রম্। যস্যোদয়ে প্রত্যুদিতখ্যাতিঃ এবং মন্যতে "প্রাপ্তং প্রাপণীয়ং ক্ষীণাঃ ক্ষেতব্যাঃ ক্লেশাঃ, ছিন্নঃ শ্লিষ্টপর্ব্বা ভবসংক্রমঃ, যস্য অবিচ্ছেদাৎ

টীকা।—অপরবৈরাগ্যস্য পরবৈরাগ্যং প্রতি কারণত্বং তত্র চ দ্বারমাদর্শয়তি। "দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়দোষদর্শী বিরক্ত ইতি। অনেনাপরং বৈরাগ্যং দর্শিতম্। পুরুষদর্শনাভ্যাসাদ্, আগমানুমানাচার্য্যোপদেশসমধিগতস্য পুরুষস্য যদ্দর্শনং তস্যাভ্যাসঃ—পৌনঃপুন্যেন নিষেবণং তস্মাৎ, তস্য দর্শনস্য শুদ্ধিঃ—রজস্তমোহান্যা সত্ত্বৈকতানতা, তয়া যো গুণপুরুষয়োঃ প্রকর্ষেণ বিবেকঃ—পুরুষঃ শুদ্ধোঽনন্ত-স্তদ্বিপরীতা গুণা ইতি, তেনাপ্যায়িতা বুদ্ধির্যস্য যোগিনঃ স তথোক্তঃ। তদনেন ধর্ম্মমেঘাখ্যঃ সমাধিরুক্তঃ। স তথাভূতো যোগী গুণেভ্যো ব্যক্তাব্যক্তধর্ম্মকেভ্যঃ সর্ব্বথা বিরক্তঃ, সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতাবপি গুণাত্মিকায়াং যাবদ্বিরক্ত ইতি। তৎ তস্মাদ দ্বয়ং বৈরাগ্যম। পূর্ব্বং হি বৈরাগ্যং সত্ত্বসমুদ্রেকবিধূততমসি রজঃ-কণকলঙ্কসম্পর্কে চিত্তসত্ত্বে তচ্চ তৌষ্টিকানামপি সমানম। তে হি তেনৈব প্রকৃতিলয়া বভূবুঃ। তথোক্তং "বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়" ইতি। তত্র তয়োর্দ্বয়ো-র্মধ্যে যদুত্তরং তজ্জ্ঞানপ্রসাদমাত্রং। মাত্রগ্রহণেন নির্ব্বিষয়তাং সূচয়তি, তদেবং হি তাদৃশং চিত্তসত্ত্বং রজোলেশমলেনাপ্যপরামৃষ্টমস্যাশ্রয়োঽত এব জ্ঞানপ্রসাদ ইত্যুচ্যতে। চিত্তসত্ত্বং হি প্রসাদস্বভাবমপি রজস্তমঃসম্পর্কান্মলিনতামনুভবতি বৈরাগ্যাভ্যাসবিমলবারিধারাধৌতসমস্তরজস্তমোমলং ত্বতিপ্রসন্নং জ্ঞানপ্রসাদ-মাত্রপরিশেষং ভবতি। তস্য গুণানুপাদেয়ত্বায় দর্শয়তি। "যস্যোদয়ে" ইতি। যস্যোদয়ে সতি যোগী প্রত্যুদিতখ্যাতিঃ—খ্যাতিবিশেষে সতি বর্ত্তমানখ্যাতিমান্ ইত্যর্থঃ। প্রাপণীয়ং—কৈবল্যং প্রাপ্তম্। যথা বক্ষ্যতি "জীবন্নেব বিদ্বান্ মুক্তো ভবতি" ইতি। সংস্কারমাত্রস্য ছিন্নমূলস্য সত্ত্বাদিতি ভাবঃ। কুতঃ প্রাপ্তং, যতঃ

---

(১৬) তৎ বৈরাগ্যং পুরুষখ্যাতেঃ পুরুষস্য খ্যাতির্জ্ঞানম্ আত্মসাক্ষাৎকার ইতি যাবৎ তস্মাৎ পুরুষদর্শনাভ্যাসাৎ ধর্ম্মমেঘাখ্যাৎ ধ্যানাৎ ভবতি। তস্যৈব ফলীভূতং গুণবৈতৃষ্ণ্যং প্রকৃতিবিষয়কং বৈরাগ্যং জায়তে। তচ্চ পরং নিরোধসমাধেরত্যন্তানুকূলত্বাদুৎকৃষ্টম্।

জনিত্বা ম্রিয়তে মৃত্বা চ জায়তে ইতি," জ্ঞানস্যৈব পরাকাষ্ঠা বৈরাগ্যম্, এতস্যৈব হি নান্তরীয়কং কৈবল্যমিতি ॥ ১৬॥ অথ উপায়দ্বয়েন নিরুদ্ধ-চিত্তবৃত্তেঃ কথমুচ্যতে সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিরিতি ?

ক্ষীণাঃ ক্ষেতব্যাঃ ক্লেশাঃ—অবিদ্যাদয়ঃ সবাসনাঃ। নন্বস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মসমূহো ভবস্য জন্মমরণপ্রবন্ধস্য সংক্রমঃ প্রাণিনাং, তৎকুতঃ কৈবল্যমিত্যত আহ—"ছিন্ন" ইতি। শ্লিষ্টানি-নিঃসন্ধীনি পর্ব্বাণি যস্য স তথোক্তঃ। ধর্ম্মাধর্ম্মসমূহস্য সমূহিনঃ পর্ব্বাণি তানি শ্লিষ্টানি। ন হি জাতু জন্তুর্জন্মমরণপ্রবন্ধেন বিযুজ্যতে। সোঽয়ং ভব-সংক্রমঃ ক্লেশক্ষয়ে ছিন্নঃ। যথা বক্ষ্যতি "ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ঃ"। পাং ২ সূং ১২, "সতি মূলে তদ্বিপাকঃ"। পাং ২ সূং ১৩ ইতি। নন্বু প্রসংখ্যানপরিপাকং ধর্ম্মমেঘনিরোধং চান্তরা কিন্তদস্তি যজ্‌জ্ঞানপ্রসাদমাত্রম্ ইত্যত আহ—"জ্ঞানস্যৈব পরাকাষ্ঠা" ইতি। ধর্ম্মমেঘভেদ এব পরং বৈরাগ্যং, নান্যৎ। যথা বক্ষ্যতি "প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ। পাং ৪ সূং ২৭" "তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্‌ জ্ঞেয়মল্পম্। পাং ৪ সূঃ ৩১" ইতি চ। তস্মাদেতস্য হি নান্তরীয়কম্—অবিনাভাবি কৈবল্যমিতি ॥ ১৬॥

উপায়মভিধায় সপ্রকারোপেয়কথনায় পৃচ্ছতি, 'অথোপায়দ্বয়েন" ইতি। "বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সংপ্রজ্ঞাতঃ"॥

তাৎপর্য্যার্থ। পুরুষবিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার হইতে তাদৃশ পর বৈরাগ্য উৎপন্ন ও স্থিরীভূত হয়। তৎকালে তাঁহার গুণের প্রতি অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য তখন আর তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে পারে না। সুতরাং তিনি তখন নির্ব্বিঘ্নে নিরোধ-সমাধি অবলম্বন করিয়া কালাতিপাত করিতে সমর্থ হন। যোগের বা সমাধির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বা বিশেষ বিশেষ অবস্থা, যাহা যোগশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, এক্ষণে সেইগুলির প্রতি মনোনিবেশ করুন।

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৭ ॥

(১৭) সম্যক্ সংশয়বিপর্য্যয়রহিতত্বেন প্রজ্ঞায়তে ভাব্যস্য স্বরূপং যত্র সঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ। স চ বিতর্কাদিচতুষ্টয়ানুগতত্বাচ্চতুর্বিধঃ। তত্র স্থূলে সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা বিতর্কঃ। সূক্ষ্মসাক্ষাৎ-কারবতী প্রজ্ঞা বিচারঃ। ইন্দ্রিয়সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা আনন্দঃ। অস্মিতাসাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা অস্মিতা। অস্মিতা আত্মনা সহৈকীভূতা বুদ্ধিঃ।

ভাষ্যম্—বিতর্কঃ চিত্তস্য আলম্বনে স্থূলঃ আভোগঃ, সূক্ষ্মঃ বিচারঃ, আনন্দঃ হ্লাদঃ, একাত্মিকা সম্বিদ্ অস্মিতা। তত্র প্রথমঃ চতুষ্টয়ানুগতঃ সমাধিঃ সবিতর্কঃ। দ্বিতীয়ঃ বিতর্কবিকলঃ সবিচারঃ। তৃতীয়ঃ বিচারবিকলঃ সানন্দঃ। চতুর্থঃ তদ্বিকলঃ অস্মিতামাত্রঃ ইতি। সর্ব্বে এতে সালম্বনাঃ সমাধয়ঃ॥ ১৭॥

অথাসম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ কিমুপায়ঃ কিং স্বভাবো বেতি?

টীকা—সম্প্রজ্ঞাতপূর্ব্বকত্বাদসম্প্রজ্ঞাতস্য প্রথমং সম্প্রজ্ঞাতোপবর্ণনম সম্প্রজ্ঞাতসামান্যং বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানাং রূপৈঃ—স্বরূপৈরনুগমাৎ প্রতিপত্তব্যম্। বিতর্কং বিবৃণোতি। "চিত্তস্য" ইতি স্বরূপসাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা আভোগঃ। স চ স্থূলবিষয়ত্বাৎ স্থূলঃ। যথা হি প্রাথমিকো ধানুষ্কঃ স্থূলমেব লক্ষ্যং বিধ্যত্যথ সূক্ষ্মম্, এবং প্রাথমিকো যোগী স্থূলমেব পাঞ্চভৌতিকং চতুর্ভুজাদি ধ্যেয়ং সাক্ষাৎ করোতি অথ সূক্ষ্মমিতি। এবং চিত্তস্যালম্বনে সূক্ষ্মঃ আভোগঃ—স্থূলকারণভূতসূক্ষ্মপঞ্চতন্মাত্রলিঙ্গালিঙ্গবিষয়ো বিচারঃ। তদেবং গ্রাহ্যবিষয়ং দর্শয়িত্বা গ্রহণবিষয়ং দর্শয়তি। "আনন্দ" ইতি। ইন্দ্রিয়ে স্থূল আলম্বনে চিত্তস্যাভোগ আহ্লাদঃ। প্রকাশশীলতয়া খলু সত্ত্বপ্রধানাদ্ অহঙ্কারা-দিন্দ্রিয়াণ্যুৎপন্নানি সত্ত্বং সুখমিতি তান্যপি সুখানি ইতি তস্মিন্নাভোগ আহ্লাদ ইতি, গ্রহীতৃবিষয়ং সম্প্রজ্ঞাতমাহ "একাত্মিকা সংবিদ্" ইতি। অস্মিতা-প্রভবানীন্দ্রিয়াণি, তেনৈষামস্মিতা সূক্ষ্মং রূপং, সা চাত্মনা গ্রহীত্রা সহ বুদ্ধেরে-কাত্মিকা সংবিদিতি। তস্যাং চ গ্রহীতুরন্তর্ভাবাত্তুবর্তি গ্রহীতৃবিষয়ঃ সম্প্রজ্ঞাত ইতি। চতুর্ণামপরমবান্তরবিশেষমাহ—"তত্র প্রথম" ইতি। কার্য্যং কারণা-নুপ্রবিষ্টং ন কারণং কার্য্যেণ, তদয়ং স্থূল আভোগঃ স্থূলসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াস্মিতাকারণ চতুষ্টয়ানুগতো ভবতি। উত্তরে তু ত্রিদ্ব্যেককারণকাস্ত্রিদ্ব্যেকরূপা ভবন্তি অসম্প্রজ্ঞাতাদ্ভিনত্তি। "সর্ব্ব এত" ইতি॥ ১৭॥ ক্রমপ্রাপ্তমসম্প্রজ্ঞাতমবতার-য়িতুম্ পৃচ্ছতি "অথ" ইতি। "বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ"।

তাৎপর্য্যার্থ। বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা;—এই চারিপ্রকার অবস্থা বা প্রভেদ থাকায়, সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিটী চারিপ্রকার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে এই বিষয়টী পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। যথা—

এক-বস্তু-বিষয়ক তীব্রভাবনা বা উৎকটচিন্তা প্রয়োগের নাম যোগ ও সমাধি। সর্ব্ববৃত্তিনিরোধ অর্থাৎ চিত্তের নিরালম্ব অবস্থাও যোগ ও সমাধি। শেষোক্ত সমাধি প্রথমাবস্থায় ভাব্যপদার্থের (যাহা ভাবা যায় তাহার নাম ভাব্য) জ্ঞান থাকে বটে; পরন্তু ক্রমে তাহার অভাবও হয়। চিত্ত তখন বৃত্তিশূন্য বা নিরালম্ব হইয়া কেবল অস্তিত্বমাত্রে অবস্থিত থাকে। সেই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া যোগীরা বলিয়াছেন যে, সমাধি দুইপ্রকার। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। (সম্—সম্যক্, প্র—প্রকৃষ্টরূপে, জ্ঞা—জানা)। ভাব্য-পদার্থের বিস্পষ্ট জ্ঞান অলুপ্ত থাকে বলিয়া প্রথমোক্ত সমাধির নাম "সম্প্রজ্ঞাত" আর "ন কিঞ্চিৎ প্রজ্ঞায়তে" কোনপ্রকার বৃত্তি বা জ্ঞান থাকে না বলিয়া শেষোক্ত সমাধির নাম "অসম্প্রজ্ঞাত"।

ধানুষ্কেরা যেমন প্রথমে স্থূল লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে শিখে, ক্রমে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম পদার্থ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা বিদ্ধ করিতে অভ্যাস করে, সেইরূপ, প্রথম-যোগীরাও প্রথমে স্থূলতর শালগ্রাম, কি অন্য কোন কল্পিত দেবমূর্ত্তি, অথবা কোনরূপ ভৌতিক পদার্থ অবলম্বন পূর্ব্বক তদুপরি ভাবনাস্রোত প্রবাহিত করিতে শিক্ষা করেন। পরে সূক্ষ্ম, ক্রমে সূক্ষ্মতম পদার্থ অবলম্বন করিয়া চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত করেন। সুতরাং জানা গেল, তাঁহাদের ধ্যেয় বা ভাব্যবস্তু দুইপ্রকার— স্থূল ও সূক্ষ্ম। "স্থূল" ও "সূক্ষ্ম" এই দুই শব্দের দ্বারা যাহা বুঝা যাইতে পারে সে সমস্তই তাঁহাদের ভাব্য বা ধ্যেয় বটে; পরন্তু তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যথা— বাহ্য-স্থূল ও বাহ্য-সূক্ষ্ম। এবং আধ্যাত্মিক-স্থূল ও আধ্যাত্মিক-সূক্ষ্ম। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ,—এই পাঁচপ্রাকার ভূত বাহ্য স্থূল নামে, এবং ইন্দ্রিয়গুলি আধ্যাত্মিক-স্থূল নামে কথিত হয়। উহাদের কারণীভূত সূক্ষ্ম তন্মাত্র বা পরমাণু সকল এবং অহংতত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব-নামক অধ্যাত্মবস্তু সকল যথা-ক্রমে বাহ্য-সূক্ষ্ম ও অধ্যাত্মিক-সূক্ষ্ম নামে প্রখ্যাত হয়। এতদ্ভিন্ন আত্মা ও ঈশ্বর, এই দুই পৃথক ভাব্য বস্তুও আছে। এই সকল ভাব্য অবলম্বন করিয়া ভাবনা-স্রোত প্রবাহিত করিতে পারিলে ভাব্য-বস্তুর সামর্থ্যাদি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ফললাভ হইয়া থাকে। সমাধির প্রারম্ভেই যদি বাহ্য-স্থূলে আভোগ অর্থাৎ সাক্ষাৎকাররূপিণী প্রজ্ঞা জন্মে,—তাহা হইলে তাহাকে "বিতর্ক" বলা যায়। বাহ্য-সূক্ষ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে তাহা "বিচার" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কোন আধ্যাত্মিক-স্থূল যদি সমাধির আলম্বন হয়, আর তাহাতে ধ্যানজ-প্রজ্ঞা জন্মে—

তাহা হইলে সে অবস্থার নাম "আনন্দ"। বুদ্ধিসম্বলিত অভিব্যঙ্গ্য চৈতন্যে অর্থাৎ জীবাত্মাতে যদি তাদৃশ আভোগ (সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা) জন্মে, তাহা হইলে তাহার নাম "অস্মিতা"। এই বিভাগ অনুসারে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি চারিপ্রকার বিভাগে বিভক্ত। ইহাদের ক্রমানুগত শাস্ত্রীয় নাম "সবিতর্ক," "সবিচার," "সানন্দ" ও "সাস্মিত"। এতদ্ভিন্ন ঈশ্বরে যে সম্প্রজ্ঞাত যোগ সাধিত হয়,—তাহা স্বতন্ত্র; এবং তাহার ফলও ভিন্ন। ঈশ্বরাত্মায় সম্প্রজ্ঞাতযোগ সাধিত হইলে তৎকালে কোনপ্রকার কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে না। সে সাধক পূর্ণকাম হইয়া নিত্যতৃপ্ত অবস্থায় কল্পকল্পান্ত অতিবাহন করিতে সক্ষম হয়। উল্লিখিত ভাব্য-সমূহের যে কোন ভাব্যের উপর ধ্যানপ্রবাহ ছুটাইবে,—ধ্যান পরিপক্ব বা প্রগাঢ় হইলে চিত্ত অল্পে অল্পে সেই সেই ভাব্যের সারূপ্য প্রাপ্ত হইবে। চিত্ত তখন তন্ময় হইয়া অবিচাল্যরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। তৎকালে অন্য কোন জ্ঞান বা মনোবৃত্তি উদিত থাকিবে না। ভবিষ্যতে যদি কখন উদয়োন্মুখ হয়, তথাপি তাহা সেই ধ্যেয়াকারপ্রাপ্ত স্থিরবৃত্তির প্রতিরোধ করিতে পারে না। তাদৃশ স্থিরবৃত্তি যখন কিছুতেই প্রতিরুদ্ধ হইবে না, তখন তাহাকে "সম্প্রজ্ঞাত সমাধি" বলিয়া জানিবে। এই সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি-সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞাতব্য আছে। কি? তাহা বলিতেছি। ভাবিয়া দেখ, যখন তুমি কোন ঘটের কি পটের ধ্যান কর, তখন তোমার ঘট-জ্ঞানের সঙ্গে অথবা পট-জ্ঞানের সঙ্গে মৃত্তিকার অথবা বস্ত্রখণ্ডের জ্ঞান থাকে কি না। অবশ্যই থাকে। তৎসঙ্গে 'আমি' জ্ঞানও থাকে। আবার কখন কখন এমনও হয়, - ঘটজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, কেবল আমি-জ্ঞান ও মৃত্তিকাজ্ঞান পরস্পর জড়িত হইয়া হরিহরমূর্ত্তির ন্যায় এক বা অভিন্ন আকারে স্ফুরিত হইতে থাকে। আবার এরূপও হয়,—উক্ত দুই জ্ঞান পরস্পর পৃথক্ থাকে, অথচ তাহাদের পূর্ব্বাপরীভাব থাকে না, অর্থাৎ অশ্বিনী-কুমারের ন্যায় যুগপৎ একযোগেই ভাসিতে থাকে। কখন কখন এমনও হয়,—অন্যান্য জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, কেবলমাত্র ঘটজ্ঞান, অথবা মৃত্তিকাজ্ঞান, অথবা কেবলমাত্র 'আমি'-জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। এরূপ হয় কি না, একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে। যিনি কখন ভাবিতে ভাবিতে হতজ্ঞান হইয়াছেন, অত্যন্ত তন্ময় হইয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন, উহা হয় কি না। তিনিই উক্ত উপদেশের সত্যতা বুঝিতে পারিবেন, অন্যে পারিবেন কি না সন্দেহ। যাহাই হউক, উক্ত দৃষ্টান্তে ধ্যানের বা সমাধির পরিপাকদশায় যদি ধ্যেয়বস্তুর বৈ অন্য

কোন জ্ঞান না থাকে, অর্থাৎ অহং-জ্ঞান, কি ধ্যেয়বস্তুর উপাদান-জ্ঞান, কিংবা তাহার নাম জ্ঞান না থাকে (প্রতিমাকার জ্ঞান বৈ প্রতিমার নাম-জ্ঞান কি তাহার উপাদান জ্ঞান অর্থাৎ প্রস্তরাদি-জ্ঞান না থাকে), অর্থাৎ চিত্ত যদি সম্পূর্ণরূপে তন্ময় হইয়া যায়, তাহা হইলে, সে প্রকার সমাধি সবিতর্ক না হইয়া নির্বিতর্ক সমাধি হইবে। সবিচারস্থলে উক্তপ্রকার তন্ময়তা ঘটিলে তাহাকে নির্বিচার বলা যাইবে। সানন্দও সাস্মিত-নামক সমাধিতে উক্তবিধ তন্ময়ীভাব জন্মিলে যথাক্রমে বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় বলা যাইবে। যদি আত্মা ও ঈশ্বর-বিষয়ক-সম্প্রজ্ঞাতসমাধির পরিপাকদশায় উক্তবিধ একতানতা জন্মে, তাহা হইলে যথাক্রমে নির্ব্বাণ ও ঈশ্বরসাযুজ্য প্রাপ্ত বলা যাইবে।

কোন কোন যোগী বলেন, যোগী যদি ভূতের অথবা ইন্দ্রিয়ের প্রতি উক্তবিধ ভাবনাপ্রবাহ উত্থাপিত করিয়া চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে তন্ময় করিয়া মৃত হন, আর মরণের পরেও যদি তাঁহার সে তন্ময়তা নষ্ট না হয়, বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে আমরা সে যোগীকেও বিদেহলয়ী বলিব। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব অথবা কোন এক তন্মাত্রায় লীন হইলে তাঁহাদিগকে আমরা প্রকৃতিলয় বলিয়া উল্লেখ করিব। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হইল, এক্ষণে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কি? তাহা বলা যাইতেছে।

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ॥ ১৮॥

ভাষ্যম্—সর্ব্ববৃত্তি-প্রত্যস্তময়ে সংস্কারশেষো নিরোধঃ চিত্তস্য সমাধিঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ, তস্য পরং বৈরাগ্যং উপায়ঃ। সালম্বনো হি অভ্যাসঃ

টীকা—পূর্ব্বপদেনোপায়কথনম্। উত্তরাভ্যাঞ্চ স্বরূপকথনম্। মধ্যমং পদং বিবৃণোতি, "সর্ব্ববৃত্তি" ইতি। প্রথমং পদং ব্যাচষ্টে। "তস্য পরম্" ইতি। বিরামো—বৃত্তীনামভাবস্তস্য প্রত্যয়ঃ—কারণং তস্যাভ্যাসঃ—তদনুষ্ঠানং পৌনঃ পুন্যেন, তদেব পূর্ব্বং যস্য স তথা। অথাপরং বৈরাগ্যং নিরোধকারণং কস্মান্ন

(১৮) বিরামঃ বিতর্কাদিচিন্তাত্যাগঃ সর্ব্ববৃত্তীনামভাব ইতি যাবৎ। তস্য প্রত্যয়ঃ কারণং পরং বৈরাগ্যম্। তস্য অভ্যাসঃ পৌনঃপুন্যেনানুষ্ঠানং পূর্ব্বং যস্য স তথোক্তঃ। সংস্কারশেষঃ নিবৃত্তিকত্বাৎ সত্তামাত্রপ্রতিষ্ঠঃ নিরালম্ব ইতি যাবৎ। অন্যঃ সম্প্রজ্ঞাতাদ্ভিন্নঃ অসম্প্রজ্ঞাত ইত্যর্থঃ। পরবৈরাগ্যাভ্যাসাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বসংস্কারনাশক্রমেণ সর্ব্ববৃত্ত্যভাবরূপো নিরবলম্বনাখ্যোঽসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভবতীতি সূত্রার্থঃ।

তৎসাধনায় ন কল্পতে ইতি বিরামপ্রত্যয়ঃ নির্ব্বস্তুক আলম্বনীক্রিয়তে স চ অর্থশূন্যঃ, তদভ্যাসপূর্ব্বং চিত্তং নিরালম্বনং অভাবপ্রাপ্তং ইব ভবতীতি এষ নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ॥ ১৮॥ স খল্বয়ং দ্বিবিধঃ উপায়প্রত্যয়ঃ ভবপ্রত্যয়শ্চ, তত্র উপায়প্রত্যয়ো যোগিনাং ভবতি।

ভবতীত্যত আহ—"সালম্বনো হি" ইতি। কার্য্যসরূপং কারণং যুজ্যতে ন বিরূপং, বিরূপং চাপরং বৈরাগ্যং সালম্বনং নিরালম্বনসমাধিনা কার্য্যেণ। তস্মান্নিরালম্বনাদেব জ্ঞানপ্রসাদমাত্রাৎ তস্যোৎপত্তির্যুক্তা। ধর্ম্মমেঘসমাধিরেব হি নিতান্তবিগলিতরজস্তমোমলাৎ সত্ত্বাদুপজাতস্তত্ত্ববিষয়াতিক্রমেণ প্রবর্ত্তমানোঽনন্তো বিষয়াবদ্যদর্শী সমস্তবিষয়পরিত্যাগাচ্চ স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ সন্নিরালম্বনঃ সংস্কারমাত্রশেষস্য নিরালম্বনস্য সমাধেঃ কারণমুপপদ্যতে সারূপ্যাদিত্যর্থঃ। আলম্বনীকরণম্—আশ্রয়ণম্, অভাবপ্রাপ্তমিব—বৃত্তিরূপকার্য্যাকরণাদ্, নির্বীজঃ—নিরালম্বনঃ। অথবা বীজং ক্লেশকর্ম্মাশয়াস্তে নিষ্ক্রান্তা যস্মাৎ স তথা॥ ১৮॥

নিরোধসমাধেরবান্তরভেদং হানোপাদানাঙ্গমাদর্শয়তি "স খল্বয়মিতি" সঃ—নিরোধসমাধির্দ্বিবিধ উপায়প্রত্যয়ো, ভবপ্রত্যয়শ্চ। উপায়ং—বক্ষ্যমাণঃ শ্রদ্ধাদিঃ, প্রত্যয়ঃ—কারণং যস্য নিরোধসমাধেঃ স তথোক্তঃ। ভবন্তি—জায়ন্তেঽস্যাং জন্তব ইতি ভবোঽবিদ্যা। ভূতেন্দ্রিয়েষু বা বিকারেষু প্রকৃতিষু বাব্যক্তমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রেষনাত্মস্বাত্মখ্যাতিস্তৌষ্টিকানাং বৈরাগ্যসম্পন্নানাং, স খল্বয়ং ভবঃ প্রত্যয়ঃ—কারণং যস্য নিরোধসমাধেঃ স ভবপ্রত্যয়ঃ। তত্র—তয়োর্মধ্যে উপায়প্রত্যয়ো যোগিনাং মোক্ষমাণানাং ভবতি। বিশেষবিধানেন শেষস্য মুমুক্ষুসম্বন্ধং নিষেধতি। কেষাম্তর্হি ভবপ্রত্যয় ইত্যত্র সূত্রেণোত্তরমাহ "ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্।

তাৎপর্য্যার্থ। বিরাম শব্দের অর্থ নিবৃত্তি। কাহার নিবৃত্তি? মনোবৃত্তির নিবৃত্তি। মনোবৃত্তি-নিবৃত্তির প্রধান কারণ বৈরাগ্য। পুনঃ পুনঃ, বার বার, বৈরাগ্য উত্থাপিত করিতে করিতে, কালে কোনও বৃত্তি উদ্ভূত হয় না। চিত্ত তখন দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি হইয়া যায়। সুতরাং তাহাকে তখন 'নাই' বলিলেও বলা যায়। কেননা, সূক্ষ্ম সংস্কার মাত্র থাকে, অন্য কিছু থাকে না। সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া থাকা আর না থাকা প্রায় তুল্য, অর্থাৎ তাহা না থাকার ন্যায়। তাদৃশ নিরবলম্বচিত্তাবস্থার নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অত্যন্ত পরিপাক হইলে চিত্ত তখন আপনা-আপনিই ভাবচ্যুত হইয়া যায়। সুতরাং তখন সহজেই নিরবলম্বতা ঘটে। তাদৃশ নিরবলম্ব সমাধির নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। "অত্র ন কিঞ্চিৎ প্রজ্ঞায়তে" এ অবস্থায় কোনপ্রকার মনোবৃত্তি থাকে না। এতদ্বিধ নিরবলম্ব-সমাধির সময় চিত্ত প্রসুপ্তের ন্যায়, অভাবপ্রাপ্তের ন্যায় অথবা লয়-প্রাপ্তের ন্যায় হইয়া থাকে। তাদৃশ নিরবলম্বতা সহজে হয় না। কঠোরতর বৈরাগ্যাভ্যাসের শেষসীমায় যাইতে পারিলেই উক্তবিধ নিরবলম্বতা লাভ করা যায়, নচেৎ যায় না। তাদৃশ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সকল ব্যক্তির হয় না। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যাহার তৃপ্তি হয় না, সেই যোগীরই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। তিনিই সর্ব্বপ্রকার চিন্তা ত্যাগ করিতে ও চিত্তকে নিরবলম্ব করিতে সমর্থ। চিত্তকে নিরবলম্ব করিবার প্রধান উপায় অতৃপ্তি। সকল বিষয়েই অতৃপ্তি অর্থাৎ চিত্তে কোনপ্রকার বৃত্তি উঠিতে দিব না, সম্প্রজ্ঞাত বৃত্তিকেও থাকিতে দিব না, এতদ্রূপ দৃঢ়সঙ্কল্প। উক্তপ্রকার দৃঢ়সঙ্কল্প বলে চিত্ত ক্রমেই নিরবলম্ব হইয়া আইসে। সম্প্রজ্ঞাতবৃত্তি অর্থাৎ ধ্যেয়-বস্তু পরিত্যাগ করিলেও যদি তৎকালে চিত্তের অন্য বৃত্তি থাকে, অর্থাৎ অন্য বস্তু মনে আইসে, তবে তাহাকেও মন হইতে তাড়াইয়া দিবে। ফল-কথা এই যে, যখন যে বৃত্তি উঠিবে, তখনই তাহাকে "এটাও যাউক" ইত্যাকার দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্বারা দূরীকৃত করিবে। বার বার ঐরূপ করিতে করিতে কালে ও ক্রমে অভ্যস্ত, ও ক্রমে তাহা দৃঢ় হইবে। অবশেষে সেই দৃঢ়াভ্যাসপ্রভাবে চিত্ত আর কোনও বিষয় গ্রহণ করিবে না। ক্রমে প্রসুপ্তের ন্যায় ও লয়প্রাপ্তের ন্যায় হইয়া যাইবে। সুতরাং চিত্ত তখন নিশ্চল, নিরবলম্ব ও স্বপ্রতিষ্ঠ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। সেই স্বপ্রতিষ্ঠ অবস্থাই যোগীদিগের অসম্প্রজ্ঞাতযোগ ও নির্বীজ সমাধি।

ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যম্—বিদেহানাং দেবানাং ভবপ্রত্যয়ঃ, তে হি স্বসংস্কারমাত্রোপ-যোগেন চিত্তেন কৈবল্যপদমিবানুভবন্তঃ স্বসংস্কারবিপাকং তথা জাতী-

(১৯) ভূতেন্দ্রিয়াণামন্যতমস্মিন্ বিকারে অনাত্মনি আত্মত্বভাবনয়া দেহপাতানন্তরং ভূতেষু ইন্দ্রিয়েষু বা লীনা বিদেহাঃ অব্যক্তমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রেষু প্রকৃতিষু আত্মত্বভাবনয়া লীনাঃ প্রকৃতিলয়াঃ। তেষাং চিত্তং সংস্কারমাত্রশেষমিত্যসম্প্রজ্ঞাতঃ। স চ ভবপ্রত্যয়ঃ, ভবন্তি জায়ন্তে অস্যাং জন্তবঃ ইতি ভবঃ অবিদ্যা অনাত্মন্যাত্মবুদ্ধিরূপা স এব প্রত্যয়ঃ কারণং যস্য সঃ তথোক্তঃ। অবিদ্যাহেতুকোঽয়ং যোগো মুমুক্ষুভির্হেয় ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ।

যন্তং অতিবাহয়ন্তি, তথা প্রকৃতিলয়াঃ সাধিকারে চেতসি প্রকৃতিলীনে কৈবল্যপদমিবানুভবন্তি, যাবন্ন পুনরাবর্ত্ততে অধিকারবশাৎ চিত্তমিতি।১৯

টীকা—বিদেহাশ্চ প্রকৃতিলয়াশ্চ তেষামিত্যর্থঃ। তদ্ ব্যাচষ্টে "বিদেহানাং দেবানাং ভবপ্রত্যয়" ইতি। ভূতেন্দ্রিয়াণামন্যতমদাত্মত্বেন প্রতিপন্নাস্তদুপাসনয়া তদ্বাসনাবাসিতান্তঃকরণাঃ পিণ্ডপাতানন্তরমিন্দ্রিয়েষু ভূতেষু বা লীনাঃ সংস্কারমাত্রাবশেষমনসঃ ষাট্‌কৌশিকশরীররহিতা বিদেহাঃ। তে হি স্বসংস্কারমাত্রোপযোগেন চিত্তেন কৈবল্যপদমিবানুভবন্তঃ—প্রাপ্নুবন্তো বিদেহাঃ। অবৃত্তিকত্বঞ্চ কৈবল্যেন সারূপ্যং, সাধিকারসংস্কারশেষতা চ বৈরূপ্যম্। সংস্কারমাত্রোপভোগেনেতি ক্বচিৎ পাঠঃ। তস্যার্থঃ—সংস্কারমাত্রমেবোপভোগো যস্য, ন তু চিত্তবৃত্তিরিত্যর্থঃ। প্রাপ্তাবধয়ঃ স্বসংস্কারবিপাকং তথাজাতীয়কম্ অতিবাহয়ন্তি—অতিক্রামন্তি, পুনরপি সংসারে বিশন্তি। তথাচ বায়ুপ্রোক্তং "দশমন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ ভৌতিকাস্তু শতং পূর্ণম্" ইতি। তথা প্রকৃতিলয়াশ্চ—অব্যক্তমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রেষন্যতমদাত্মত্বেন প্রতিপন্নাস্তদুপাসনয়া তদ্বাসনাবাসিতান্তঃকরণাঃ পিণ্ডপাতানন্তরমব্যক্তাদীনামন্যতমস্মিল্লীনাঃ। সাধিকারে—অচরিতার্থে। এবং হি চরিতার্থং চেতঃ স্যাদ্ যদি বিবেকখ্যাতিমপিজনয়েৎ অজনিতসত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতেস্তু চেতসোঽচরিতার্থস্যাস্তি সাধিকারিতেতি সাধিকারে চেতসি প্রকৃতৌ লীনে কৈবল্যপদমিবানুভবন্তি যাবন্ন পুনরাবর্ত্ততেঽধিকারবশাচ্চিত্তমিতি। প্রকৃতিসাম্যমুপগতমপ্যবধিং প্রাপ্য পুনরপি প্রাদুর্ভবতি—ততো বিবিচ্যতে। যথা বর্ষাতিপাতে মৃদ্ভাবমুপগতো মণ্ডূকদেহঃ পুনরম্ভোদবারিধারাবসেকান্মণ্ডূকদেহভাবমনুভবতীতি। তথাচ বায়ুপ্রোক্তম্ "সহস্রন্ত্বাভিমানিকাঃ। বৌদ্ধা দশসহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ। পূর্ণং শতসহস্রং তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ। পুরুষং নির্গুণং প্রাপ্য কালসংখ্যা ন বিদ্যতে" ইতি। তদস্য পুনর্ভবহেতুতয়া হেয়ত্বং সিদ্ধম্॥১৯॥ যোগিনাং তু সমাধেরুপায়ক্রমমাহ--"শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্।"

তাৎপর্য্যার্থ। বিদেহলয়ী ও প্রকৃতিলয়ী—এই দুই যোগীর যে সম্প্রজ্ঞাতযোগ তাহা ভবপ্রত্যয় অর্থাৎ অজ্ঞানমূলক। অজ্ঞানমূলক বলিয়া মুক্তির কারণ নহে।

অভিপ্রায় এই যে, সম্প্রজ্ঞাতযোগ দুইপ্রকার;—ভবপ্রত্যয় আর উপায়প্রত্যয়। বিদেহলয়ী ও প্রকৃতিলয়ী—এই দুই যোগীর যে সম্প্রজ্ঞাতযোগ, তাহা ভবপ্রত্যয় নামে উক্ত হয়। যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা বিদেহলয়ী হইতে চাহেন না।

প্রকৃতিলয়ী হইতেও ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা সেই ভবপ্রত্যয় অর্থাৎ অজ্ঞানমূলক ও নশ্বরফল সম্প্রজ্ঞাতযোগ ইচ্ছা করেন না। বিদেহলয়ী কি ? তাহা শুন। যাঁহারা কোন মহাভূতে অথবা সূক্ষ্মতম ইন্দ্রিয়ে সম্প্রজ্ঞাতযোগ সিদ্ধ করিয়াছেন, দেহপাত হইলেও যাঁহাদের অবলম্বিত যোগ নষ্ট হয় না,—প্রত্যুত যাঁহারা দেহপাতের পরেও সেই মহাভূতে অথবা সেই ইন্দ্রিয়ে গিয়া লীন হইয়া থাকেন,—তাঁহারা বিদেহলয়ী। যাঁহারা অব্যক্ত (প্রকৃতি), মহৎ, অহঙ্কার, অথবা কোন তন্মাত্রায় চিত্ত লয় করিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃতিলয়ী। প্রথমোক্ত বিদেহলয়ী ও শেষোক্ত প্রকৃতিলয়ী—এই দ্বিবিধ যোগীরাই মুক্তিফলে বা কৈবল্যফলে বঞ্চিত হন। কারণ এই যে, তাঁহাদের সেই সম্প্রজ্ঞাতযোগ ভবপ্রত্যয় (ভব = অবিদ্যা, প্রত্যয় = কারণ) অর্থাৎ অবিদ্যামূলক। যেহেতু তাঁহারা সকলেই অনাত্মপদার্থে মনোলয় করিয়াছেন, সেই হেতু তাঁহারা কৈবল্যলাভে বঞ্চিত। সুপ্তিভঙ্গের পর জাগ্রদবস্থা প্রাপ্তির ন্যায় তাঁহাদের চিত্ত পুনর্ব্বার যথাকালে সংসারগতি প্রাপ্ত হয়। সেই কারণে, যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা বিদেহলয়ী ও প্রকৃতিলয়ী হইতে ইচ্ছা করেন না। ভবপ্রত্যয়যোগের দিকে দৃক্‌পাতও করেন না।

শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যম্—উপায়প্রত্যয়ো যোগিনাং ভবতি। শ্রদ্ধা চেতসঃ সম্প্রসাদঃ, সা হি জননীব কল্যাণী যোগিনং পাতি, তস্য শ্রদ্দধানস্য

টীকা—নন্বিন্দ্রিয়াদিচিন্তকা অপি শ্রদ্ধাবন্ত এবেত্যত আহ—“শ্রদ্ধা চেতসঃ সম্প্রসাদঃ” ইতি। স চাগমানুমানাচার্য্যোপদেশসমধিগততত্ত্ববিষয়ো ভবতি। স হি চেতসঃ সম্প্রসাদোঽভিরুচিরতীচ্ছা শ্রদ্ধা, নেন্দ্রিয়াদিধ্যাত্মাভিমানিনামভিরুচিঃ। অসম্প্রসাদো হি সঃ, ব্যামোহমূলত্বাদিত্যর্থঃ। কুতোঽসাবেব শ্রদ্ধেত্যত আহ—“সা হি জননীব কল্যাণী যোগিনং পাতি” বিমার্গপাতজন্মনোঽনর্থাৎ। সোঽয়মিচ্ছাবিশেষ ইষ্যমাণবিষয়ং যত্নং প্রসূত ইত্যাহ—“তস্য হি শ্রদ্দধানস্য”। তস্য

---

(২০) বিদেহ-প্রকৃতিলয়ব্যতিরিক্তানাম্ভ যোগিনাং শ্রদ্ধাদিপূর্ব্বকঃ—শ্রদ্ধাদয়ঃ পূর্ব্বে উপায়া যস্য স তথাবিধঃ সম্প্রজ্ঞাতো যোগো ভবতীতি বাক্যশেষঃ। তত্র শ্রদ্ধা যোগবিষয়ে চিত্তস্য প্রসন্নতা। বীর্য্যম্ উৎসাহঃ। স্মৃতিঃ অনুভূতাসম্প্রমোষঃ চিত্তস্য অব্যাকুলত্বং বা। সমাধিরেকাগ্রতা। প্রজ্ঞা জ্ঞাতব্যপ্রবিবেকরূপা। তত্র শ্রদ্ধাবতো বীর্য্যং জায়তে। স যোগবিষয়ে উৎসাহবান্ ভবতীতি যাবৎ। সোৎসাহস্য তু স্মৃতিরূপজায়তে। স্মরণসামর্থ্যাচ্চ চেতঃ সমাধীয়তে। সমাহিত এব ভাব্যং বিজানাতি। তদভ্যাসাচ্চ সম্প্রজ্ঞাতযোগো ভবতীতি ক্রমঃ।

বিবেকার্থিনঃ বীর্য্যম্ উপজায়তে, সমুপজাতবীর্য্যস্য স্মৃতিঃ উপতিষ্ঠতে, স্মৃত্যুপস্থানে চ চিত্তং অনাকুলং সমাধীয়তে, সমাহিতচিত্তস্য প্রজ্ঞা-বিবেকঃ উপাবর্ত্ততে, যেন যথাবৎ বস্তু জানাতি, তদভ্যাসাৎ তদ্বিষয়াচ্চ বৈরাগ্যাৎ অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভবতি ॥ ২০ ॥

তে খলু নব যোগিনঃ মৃদুমধ্যাধিমাত্রোপায়া ভবন্তি ; তৎ যথা, মৃদূপায়ঃ, মধ্যোপায়ঃ, অধিমাত্রোপায়ঃ ইতি। তত্র মৃদূপায়োঽপি ত্রিবিধঃ মৃদুসংবেগঃ, মধ্যসংবেগঃ, তীব্রসংবেগঃ ইতি। তথা মধ্যোপায়ঃ তথাধিমাত্রোপায়ঃ ইতি। তত্রাধিমাত্রোপায়ানাম্।

বিবরণং বিবেকার্থিনো বীর্য্যমুপজায়তে। স্মৃতিঃ—ধ্যানম্, অনাকুলম্—অবিক্ষিপ্তম্, সমাধীয়তে—যোগাঙ্গসামাধিযুক্তং ভবতি। যমনিয়মাদিনান্তরীয়কসমাধ্যভ্যাসেন চ যমনিয়মাদয়োঽপি সূচিতাঃ। তদেবমখিলযোগাঙ্গসম্পন্নস্য সম্প্রজ্ঞাতো জায়ত ইত্যাহ—"সমাহিতচিত্তস্য" ইতি। প্রজ্ঞায়া বিবেকঃ—প্রকর্ষ উপজায়তে। সম্প্রজ্ঞাতপূর্ব্বমসম্প্রজ্ঞাতোৎপাদমাহ—"তদভ্যাসাদ্" ইতি। তত্রৈব তত্ত্বভূমি-প্রাপ্তৌ তত্ত্বদ্বিষয়াচ্চ বৈরাগ্যাদসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভবতি। স হি কৈবল্যহেতুঃ। সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিপূর্ব্বো হি নিরোধশ্চিত্তমখিলকার্য্যকরণেন চরিতার্থমধিকারাদ-বসাদয়তি ॥ ২০ ॥

নন্থ শ্রদ্ধাদয়শ্চেদ্ যোগোপায়াস্তর্হি সর্ব্বেষামবিশেষেণ সমাধিতৎফলে স্যাতাম্। দৃশ্যতে তু কস্যচিৎ সিদ্ধিঃ, কস্যচিদসিদ্ধিঃ, কস্যচিচ্চিরেণ সিদ্ধিঃ, কস্যচিচ্চিরতরেণ-সিদ্ধিঃ, কস্যচিৎ ক্ষিপ্রমিত্যত আহ—"তে খলু নবযোগিন" ইতি। উপায়াঃ—শ্রদ্ধাদয়ো মৃদুমধ্যাধিমাত্রাঃ প্রাগ্ভবীয়সংস্কারাদৃষ্টবশাদ্ যেষাং তে তথোক্তাঃ। সংবেগঃ—বৈরাগ্যং তস্যাপি মৃদুমধ্যতীব্রতা প্রাগ্ভবীয়বাসনাদৃষ্টবশাদেবেতি। তেষু যাদৃশাং ক্ষেপীয়সী সিদ্ধিস্তান্ দর্শয়তি সূত্রেণ—"তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ"।

তাৎপর্য্যার্থ। যাঁহারা বিদেহলয়ী ও প্রকৃতিলয়ী নহেন—অর্থাৎ যাঁহারা মুমুক্ষু বা কৈবল্যাভিলাষী, তাঁহাদের যোগ উপায়-প্রত্যয়, অর্থাৎ তাঁহাদের যোগ পর পর উপায়পূর্ব্বক উৎপন্ন হয়। শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা—এতৎক্রমেই জন্মে। সুতরাং তাঁহারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করত প্রকৃতির আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হন্।

প্রথমতঃ তাঁহাদের যোগের প্রতি, আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে। পরে বীর্য্য, তৎপরে স্মৃতি, অনন্তর একাগ্রতা, পশ্চাৎ তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞা জন্মে। প্রজ্ঞালাভের পরেই তাঁহাদের উৎকৃষ্টতম সমাধি জন্মে, এবং তাহা হইতেই তাঁহারা প্রকৃতিনির্মুক্ততা বা কৈবল্য লাভ করেন। যোগের প্রতি যোগফলের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন হওয়ার নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা জন্মিলেই ক্রমে তাহা হইতে বীর্য্য অর্থাৎ সমধিক উৎসাহ (অথবা শক্তিবিশেষ) জন্মে। বীর্য্য জন্মিলেই স্মৃতি অর্থাৎ অনুভূতপদার্থের অবিস্মরণ হয় লোকে যাহাকে চিত্তের অব্যাকুলতা বা ধ্যানশক্তি বলে, তাহাই এস্থলে স্মৃতিশব্দের তাৎপর্য্যার্থ জানিবে। চিত্তের অব্যাকুলতা বা ধ্যানশক্তি জন্মিলে সমাধি (চিত্তের একাগ্রতা) জন্মে। সমাধি জন্মিলেই প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞাতব্য প্রবিবেক হয়। লোকে যাহাকে বস্তুর যথার্থ-স্বরূপসাক্ষাৎকার বলে,—যোগীরা তাহাকে জ্ঞাতব্যপ্রবিবেক ও প্রজ্ঞা বলেন। বস্তুতঃ, শ্রদ্ধা হইলেই উৎসাহ বা যত্ন হয়, যত্ন হইলেই ধ্যানশক্তি জন্মে, ধ্যান-শক্তির প্রভাবেই একাগ্রতা দৃঢ় হয়, একাগ্রচিত্ত হইতে পারিলেই জ্ঞাতব্যসাক্ষাৎ-কার হয়। জ্ঞাতব্যসাক্ষাৎকার হইলে যোগের সমুদায় কার্য্য বা অঙ্গ পূর্ণ হয়। সম্প্রজ্ঞাত-যোগ যদি এতদ্রূপ উপায়-পরম্পরায় অথবা এতদ্রূপ প্রণালীক্রমে ঈশ্বর অথবা আপন আত্মা অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে কৈবল্যলাভ হয়, নচেৎ স্বর্গাদিমাত্র লাভ হয়। কৈবল্যলাভ হইলে পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে হয় না, অন্যথা সংসারে আসিতে হইবেই হইবে।

তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যম্—সমাধিলাভঃ সমাধিফলঞ্চ ভবতীতি ॥ ২১ ॥

টীকা—ইতি সূত্রং, শেষং ভাষ্যম্। সমাধেঃ সম্প্রজ্ঞাতস্য ফলমসম্প্রজ্ঞাতস্তস্যাপি কৈবল্যম্ ॥ ২১ ॥ "মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎততোঽপি বিশেষঃ" নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্ ইতি ॥

তাৎপর্য্যার্থ। কার্য্যপ্রবৃত্তির মূলীভূত সংস্কারবিশেষের নাম সংবেগ। সেই সংবেগ যাহাদের তীব্র, তাহাদের শীঘ্র সমাধি হয়।

---

(২১) সংবেগঃ ক্রিয়াহেতুর্দৃঢ়তরঃ সংস্কারঃ। স তীব্রো যেষাং তেষাং সমাধিরাসন্নঃ শীঘ্রমেব নিষ্পদ্যত ইত্যর্থঃ।

বস্তুতঃ উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বন করিলেও সকলের ভাগ্যে সমানরূপে ও সমান সময়ে ফললাভ সংঘটন হয় না। তাহার কারণ এই যে, কার্য্যসম্পাদনের মূলকারণ যে সংস্কার বা মনোবৃত্তি, তাহা সকলের সমান নহে। কাহারও তীব্র, কাহারও মধ্য, কাহারও বা মৃদু অথবা অল্প যাহার কার্য্যশক্তি তীব্র সে, সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র কর্ত্তব্যসম্পাদন করিতে পারে। অন্যে তাহার সমান হইতে পারে না। কার্য্যশক্তি বা কার্য্যসম্পাদনের মূলকারণ সংস্কার কি, তাহা শুন। যে শক্তি থাকায় কার্য্য করিবার পূর্ব্বে মনোমধ্যে সমস্ত কার্য্যবিবরণ অথবা কার্য্যের ইতিকর্ত্তব্যতা সকল শীঘ্র প্রকাশ পায়, চিত্তের সেই শক্তির নাম সংস্কার। ইহার অন্য নাম "সংবেগ"। এই সংবেগ যাহার তীব্র, সে শীঘ্র কার্য্য করিতে পারে, অন্যে সেরূপ পারে না। এজন্য তীব্রসংবেগী যোগীরাই শীঘ্র সমাধি লাভ করেন, অন্যের বিলম্ব হয়।

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাত্ততোঽপি বিশেষঃ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যম্—মৃদুতীব্রঃ, মধ্যতীব্রঃ, অধিমাত্রতীব্র ইতি ততোঽপি বিশেষঃ, তদ্বিশেষাৎ মৃদুতীব্রসংবেগস্যাসন্নঃ, ততো মধ্যতীব্রসংবেগস্যাসন্নতরঃ, তস্মাদধিমাত্রতীব্রসংবেগস্যাধিমাত্রোপায়স্যাপ্যাসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ সমাধিফলঞ্চেতি ॥ ২২ ॥

কিমেতস্মাদেবাসন্নতমঃ সমাধির্ভবতি অথাস্য লাভে ভবতি অন্যোঽপি কশ্চিদুপায়ো ন বেতি।

টীকা—সূত্রান্তরং পাতয়িতুং বিমৃশতি। "কিমেতস্মাদেব" ইতি। নবা—শব্দঃ সংশয়নিবর্ত্তকঃ। "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা"।

তাৎপর্য্যার্থ। মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র প্রভৃতি ভেদ থাকায় তাহাতেও আবার বিশেষ আছে। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে যে শ্রদ্ধা প্রভৃতি উপায়ের কথা বলা হইয়াছে, সে সকল, সকলের সমান নহে। কাহারও বা মৃদু, কাহারও বা মধ্য, কাহারও বা অধিমাত্র অর্থাৎ অতিপ্রবল। এতদনুসারেই সিদ্ধি-কালের তারতম্য

(২২) ততঃ তত্র অপি বিশেষঃ অস্তীতি শেষঃ। তত্রাপি মৃদুতীব্র-মধ্যতীব্রাধিমাত্র-তীব্রত্বাদিভির্ভেদো দ্রষ্টব্যঃ।

হইয়া থাকে। যাহার শ্রদ্ধাদি মৃদু, তাহার বিলম্ব হয়। যাহার শ্রদ্ধাদি মধ্য, তাহার কিছু শীঘ্র হয়। যাহার শ্রদ্ধাদি প্রবল, তাহারই কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র সম্পন্ন হয়। ইহাতে বলা হইল যে, যোগিগণের যোগশক্তি বা সংবেগ তীব্র হইলে, শ্রদ্ধাদি উপায় সকল সমধিক প্রবল বা তীক্ষ্ণ হইলে, শীঘ্র শীঘ্র সমাধি হয়, অন্যথা কিছু বিলম্ব লাগে।

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যম্—প্রণিধানাৎ ভক্তিবিশেষাৎ আবর্জ্জিত ঈশ্বরস্ত-মনুগৃহ্লাতি অভিধ্যানমাত্রেণ, তদভিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলঞ্চ ভবতীতি ॥ ২৩ ॥ অথ প্রধানপুরুষব্যতিরিক্তঃ কোঽয়মীশ্বরো নামেতি ?

টীকা—ব্যাচষ্টে "প্রণিধানাদ্" ইতি। প্রণিধানাদ্—ভক্তিবিশেষান্মান-সাদ্বাচিকাৎ কায়িকাদ্‌বা আবর্জিতঃ—অভিমুখীকৃতস্তমনুগৃহ্লাতি। অভিধ্যানম্—অনাগতেঽর্থে ইচ্ছা ইদমস্যাভিমতমস্ত্বিতি, তন্মাত্রেণ ন ব্যাপারান্তরেণ। শেষং সুগমম্ ॥ ২৩ ॥ ননু চেতনাচেতনাভ্যামেব ব্যূঢ়ং নান্যেন বিশ্বম্। ঈশ্বরশ্চেদ-চেতনস্তর্হি প্রধানং, প্রধানবিকারাণামপি প্রধানমধ্যপাতাৎ, তথাচ ন তস্যা-বর্জ্জনমচেতনত্বাদ্, অথ চেতনস্তথাপি চিতিশক্তেরৌদাসীন্যাদসংসারিতয়া চাস্মিতাদিবিরহাৎ কুত আবর্জ্জনং কুতশ্চাভিধ্যানমিত্যাশয়বানাহ "অথ প্রধানে"-তি। অত্র সূত্রেণোত্তরমাহ। "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ"।

তাৎপর্য্যার্থ। সম্প্রজ্ঞাতসমাধিলাভের অন্য এক সুগম উপায় আছে। কি ? ঈশ্বরপ্রণিধান, অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসনা। ঈশ্বরানুধ্যান দ্বারাও জীবের সমাধিলাভ হয়। যোগীর ঈশ্বরোপাসনা কিরূপ ? তাহা এস্থলে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। ঈশ্বরের প্রতি বিশিষ্ট ভক্তি উচ্ছলিত করা আর ঈশ্বরোপাসনা সমান কথা। যোগী কায়িক, বাচিক, মানসিক—সকল ব্যাপারই ঈশ্বরের অধীন জ্ঞান করিবেন। যখন যে কার্য্য করিবেন, ফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, সুখের

(২৩) ঈশ্বরঃ বক্ষ্যমাণলক্ষণঃ তত্র প্রণিধানং ভক্তিবিশেষঃ বিশিষ্টোপাসনমিতি যাবৎ ; তস্মাদপ্যাসন্নতমঃ সমাধির্ভবতীতি শেষঃ। বা-শব্দো উক্ত্যুপায়স্য সুগমত্বখ্যাপনার্থঃ।

অনুসন্ধান না করিয়া, সমস্ত কার্য্যই পরমগুরু পরাৎপর পরমেশ্বরে অর্পণ করিবেন। যখন কিছু না করিবেন, তখনও তাঁহাকে ধ্যান করিবেন। অকপটে পুলকিত হইয়া অনবরত ঐরূপ করিলেই তোমার ঈশ্বরোপাসনা সিদ্ধ হইবে। তখন তুমি দেখিবে, তোমার অভিলষিত সিদ্ধির নিমিত্ত সেই পরমগুরু পরমেশ্বরের শুভানুগ্রহ তোমার আত্মায় অধিরূঢ় হইয়াছে, এবং পূর্ব্বোক্ত উৎকৃষ্ট সম্প্রজ্ঞাতসমাধি লাভের আর অধিক বিলম্ব নাই।

ঈশ্বর কি? তাহা কথঞ্চিৎ বোধগম্য না হইলে তৎপ্রতি বিশিষ্ট ভক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। সেইজন্যই পরমকারুণিক মহাযোগী পতঞ্জলি সেই ভাবরূপী পরমগুরু পরমেশ্বরের উপদেশ করিয়াছেন। ভাবুক না হইলে পতঞ্জলির সেই অত্যল্প উপদেশ দ্বারা হৃদয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ আরূঢ় করান যায় না। পতঞ্জলি বলিতেছেন—

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যম্—অবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ কুশলাকুশলানি কর্ম্মাণি, তৎফলং, বিপাকঃ, তদনুগুণা বাসনা আশয়াঃ, তে চ মনসি বর্ত্তমানাঃ পুরুষে

টীকা—অবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ - ক্লিশ্নন্তি খল্বমী পুরুষং সাংসারিকং ত্রিবিধদুঃখ-প্রহারেণেতি, কুশলাকুশলানি ইতি ধর্ম্মাধর্ম্মাস্তেষাঞ্চ কর্ম্মজত্বাদ্ উপচারাৎ কর্ম্মত্বম্। বিপাকঃ—জাত্যায়ুর্ভোগাঃ, তদনুগুণাঃ—বিপাকানুগুণা বাসনাঃ, তাশ্চিত্তভূমাবাশেরত ইত্যাশয়াঃ। ন হি করভজাতিনির্ব্বর্ত্তকং কর্ম্ম প্রাগ্‌ভবীয়-করভভোগভাবিতাং ভাবনাং ন যাবদভিব্যনক্তি তাবৎকরভোচিতায় ভোগায় কল্পতে। তস্মাদ্ ভবতি করভজাত্যনুভবজন্মা ভাবনা করভবিপাকানুগুণেতি। ত্বমী ক্লেশাদয়ো বুদ্ধিধর্ম্মা ন কথঞ্চিদপি পুরুষং পরামৃশন্তি। তস্মাৎ পুরুষ-গ্রহণাদেব তদপরামর্শসিদ্ধেঃ কৃতং ক্লেশকর্ম্মেত্যাদিনেত্যত আহ—"তে" ইতি।

---

(২৪) ক্লেশা বক্ষ্যমাণলক্ষণা অবিদ্যাদয়ঃ পঞ্চ। কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মৌ। বিপাকাঃ কর্ম্মফলানি। আশয়াঃ ফলানুকূলাঃ সংস্কারাশ্চিত্তস্থাঃ। এতৈরপরামৃষ্টঃ কালত্রয়েঽপ্যসম্বদ্ধঃ। পুরুষবিশেষঃ স্বতন্ত্র আত্মা। ঈশ্বরঃ সর্ব্বনিয়ামকঃ নিরতিশয়জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াশক্তিমানিতি যাবৎ। অত্র বিশেষ-পদেন কালত্রয়াসম্বন্ধবাচিনা মুক্তজীবেভ্যো ব্যাবৃত্তিঃ কৃতা। তেষান্তু পূর্ব্বকালে বন্ধত্রয়সম্বন্ধ আসীদিত্যনুসন্ধাতব্যম্।

ব্যপদিশ্যন্তে, সহি তৎফলস্য ভোক্তেতি, যথা জয়ঃ পরাজয়ো বা যোদ্ধৃষু বর্ত্তমানঃ স্বামিনি ব্যপদিশ্যতে। যোহ্যনেন ভোগেন অপরামৃষ্টঃ স পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। কৈবল্যং প্রাপ্তাস্তর্হি? সন্তি চ বহবঃ কেবলিনঃ, তে হি ত্রীণি বন্ধনানি ছিত্ত্বা কৈবল্যং প্রাপ্তাঃ। ঈশ্বরস্য চ তৎসম্বন্ধো ন ভূতো ন ভাবী, যথা মুক্তস্য পূর্ব্বা বন্ধকোটিঃ প্রজ্ঞায়তে নৈবমীশ্বরস্য, যথা বা প্রকৃতীলীনস্য উত্তরা বন্ধকোটিঃ সম্ভাব্যতে নৈবমীশ্বরস্য, সতু সদৈবমুক্তঃ সদৈবেশ্বর ইতি। যোহসৌ প্রকৃষ্ট-

তে চ মনসি বর্ত্তমানাঃ সাংসারিকে পুরুষে ব্যপদিশ্যন্তে, কস্মাৎ, স হি তৎফলস্য ভোক্তা—চেতয়িতেতি। তস্মাৎ পুরুষত্বাদ্ ঈশ্বরস্যাপি তৎসম্বন্ধঃ প্রাপ্ত ইতি তৎপ্রতিষেধ উপপদ্যত ইত্যাহ "যঃ" ইতি। যো হ্যনেন – বুদ্ধিস্থেনাপি পুরুষমাত্রসাধারণেন ভোগেনাপরামৃষ্টঃ স পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। বিশিষ্যত ইতি বিশেষঃ পুরুষান্তরাদ্ ব্যবচ্ছিদ্যতে। বিশেষপদব্যাবর্ত্ত্যং দর্শয়িতুকামঃ পরিচোদনাপূর্ব্বং পরিহরতি "কৈবল্যং প্রাপ্তাস্তর্হি" ইতি। প্রকৃতিলয়ানাং প্রাকৃতো বন্ধঃ, বৈকারিকো বিদেহানাম্, দক্ষিণাবন্ধো দিব্যাদিব্যবিষয়ভাজাম্। তান্যমূনি ত্রীণি বন্ধনানি। প্রকৃতিভাবনাসংস্কৃতমনসো হি দেহপাতানন্তরমেব প্রকৃতিলয়তামাপন্না ইতীতরেষাং পূর্ব্বা বন্ধকোটিঃ প্রজ্ঞায়তে তেনোত্তরকোটিবিধানমাত্রম্ ইহ তু পূর্ব্বাপরকোটিনিষেধ ইতি। সংক্ষিপ্য বিশেষং দর্শয়তি "স তু সদৈবমুক্তঃ সদৈবেশ্বর" ইতি। জ্ঞানক্রিয়াশক্তিসম্পদৈশ্বর্য্যঃ। অত্র পৃচ্ছতি।

"যোহসৌ" ইতি। জ্ঞানক্রিয়ে হি ন চিচ্ছক্তেরপরিণামিন্যাঃ সম্ভবত ইতি। রজস্তমোরহিতবিশুদ্ধচিত্তসত্ত্বাশ্রয়ে বক্তব্যে। নচেশ্বরস্য সদা মুক্তস্যাবিদ্যাপ্রভবচিত্তসত্ত্বসমুৎকর্ষেণ সহ স্বস্বামিভাবসম্বন্ধঃ সম্ভবতীত্যত উক্তং "প্রকৃষ্টসত্ত্বোপাদানাদ্" ইতি। নেশ্বরস্য পৃথগজনস্যেবাবিদ্যানিবন্ধনশ্চিত্তসত্ত্বেন স্বস্বামিভাবঃ, কিন্তু তাপত্রয়পরীতান্ প্রেত্যভাবমহার্ণবাজ্জন্তূন্ উদ্ধরিষ্যামি জ্ঞানধর্ম্মোপদেশেন। ন চ জ্ঞানক্রিয়াসামর্থ্যাতিশয়সম্পত্তিমন্তরেণ তদুপদেশঃ, ন চেয়মপহতরজস্তমোমলবিশুদ্ধসত্ত্বোপাদানং বিনা, ইত্যালোচ্য সত্ত্বপ্রকর্ষমুপাদত্তে ভগবান্ অপরামৃষ্টোহপ্যবিদ্যয়া-বিদ্যাভিমানীব অবিদ্যায়াস্তত্ত্বমবিদ্বান্ ভবতি, ন পুনরবিদ্যাং হ্যবিদ্যাত্বেন সেবমানঃ। ন খলু শৈলূষো রামত্বমারোপ্য তাস্তাশ্চেষ্টা দর্শয়ন্ ভ্রান্তো ভবতি। তদিদমাহার্য্যমস্য রূপং, ন তাত্ত্বিকমিতি। স্যাদেতৎ। উদ্দিধীর্ষয়া ভগবতা

সত্ত্বোপাদানাদীশ্বরস্য শাশ্বতিক উৎকর্ষঃ স কিং সনিমিত্তঃ? আহোস্বিৎ নির্নিমিত্ত ইতি? তস্য শাস্ত্রং নিমিত্তং। শাস্ত্রং পুনঃ কিন্নিমিত্তং? প্রকৃষ্ট-

সত্ত্বমুপাদেয়ং, তদুপাদানেন চ তদুদ্দিধীর্ষা অস্যা অপি প্রাকৃতত্বাত্তথাচান্যোঽন্য-সংশ্রয় ইত্যত উক্তং—"শাশ্বতিক" ইতি। ভবেদেতদেবং যদীয়ং প্রথমতা সর্গস্য ভবেৎ, অনাদৌ তু সর্গসংহারপ্রবন্ধে সর্গান্তরসমুৎপন্নসংজিহীর্ষাবধিসময়ে পূর্ণে ময়া সত্ত্বপ্রকর্ষ উপাদেয় ইতি প্রণিধানং কৃত্বা ভগবান্ জগৎ সংজহার, তদা চেশ্বরচিত্তসত্ত্বং প্রণিধানবাসিতং প্রধানসাম্যমুপগতমপি পরিপূর্ণে মহাপ্রলয়াবধৌ প্রণিধানবাসনাবশাত্তথৈবেশ্বরচিত্তং সত্ত্বভাবেন পরিণমতে। যথা চৈত্রঃ, শ্বঃ প্রাতরেবোত্থাতব্যং ময়েতি প্রণিধায় সুপ্তস্তদৈবোত্তিষ্ঠতি প্রণিধানসংস্কারাৎ, তস্মাদনাদিত্বাদীশ্বরপ্রণিধানসত্ত্বোপাদানয়োঃ শাশ্বতিকত্বেন নাঽন্যোঽন্যসংশ্রয়ঃ ন চেশ্বরস্য চিত্তসত্ত্বং মহাপ্রলয়েঽপি প্রকৃতিসাম্যং নোপৈতীতি বাচ্যম্। যস্য হি ন কদাচিদপি প্রধানসাম্যং ন তৎপ্রাধানিকং, নাপি চিতিশক্তিরজত্বাদিত্যর্থা-স্তবমপ্রামাণিকমাপদ্যেত, তচ্চাযুক্তং, প্রকৃতিপুরুষব্যতিরেকেণার্থান্তরাভাবাৎ, সোঽয়মীদৃশ ঈশ্বরস্য শাশ্বতিক উৎকর্ষঃ কিং সনিমিত্তঃ—সপ্রামাণিকঃ, আহোস্বিন্নির্নিমিত্তঃ—নিষ্প্রমণাক ইতি। উত্তরং "তস্য শাস্ত্রং নিমিত্তম্" ইতি। শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণানি শাস্ত্রম্। চোদয়তি "শাস্ত্রং পুনঃ কিন্নিমিত্তম্" ইতি। প্রত্যক্ষানুমানপূর্ব্বং হি শাস্ত্রং, নচেশ্বরস্য সত্ত্বপ্রকর্ষে কস্যচিৎ প্রত্যক্ষ-মনুমানং বাস্তি; নচেশ্বরপ্রত্যক্ষপ্রভবং শাস্ত্রমিতি যুক্তং, কল্পয়িত্বাপিহ্যয়ং স্বয়ং ক্রীয়াদাত্মৈশ্বর্য্যপ্রকাশনায়েতি ভাবঃ। পরিহরতি। "প্রকৃষ্টসত্ত্বনিমিত্তম্" ইতি। অয়মভিসন্ধিঃ। মন্ত্রায়ুর্ব্বেদেষু তাবদীশ্বরপ্রণীতেষু প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থা-ব্যভিচারবিনিশ্চয়াৎ প্রামাণ্যং সিদ্ধং, নচৌষধিভেদানাং তৎতৎ সংযোগবিশেষা-ণাঞ্চ মন্ত্রাণাং চ তৎতদ্বর্ণাবাপোদ্ধারেণ সহস্রেণাপি পুরুষায়ুষৈর্লৌকিকপ্রমাণ-ব্যবহারী শক্তঃ কর্ত্তুমন্বয়ব্যতিরেকৌ। নচাগমাদন্বয়ব্যতিরেকৌ তাভ্যাঞ্চাগমস্তৎ-সন্তানয়োরনাদিত্বাদিতি প্রতিপাদয়িতুং যুক্তম্। মহাপ্রলয়ে তৎসত্ত্বাদনয়ো-র্বিচ্ছেদাৎ। ন চ তদ্ভাবে প্রমাণাভাবঃ, অভিন্নং প্রধানবিকারো হি জগদিতি প্রতিপাদয়িষ্যতে। সদৃশপরিণামস্য বিসদৃশপরিণামতা দৃষ্টা যথা ক্ষীরেক্ষুর-সাদের্দধিগুড়াদিরূপং, বিসদৃশপরিণামস্য পূর্ব্বং সদৃশপরিণামতা চ দৃষ্টা, তদিহ প্রধানেনাপি মহদহঙ্কারাদিরূপবিসদৃশপরিণামেন সতা ভাব্যং কদাচিৎ সদৃশপরি-ণামেনাপি. সদৃশপরিণামশ্চাস্য সাম্যাবস্থা, স চ মহাপ্রলয়ঃ। তস্মান্মন্ত্রায়ুর্ব্বেদ

সত্ত্বনিমিত্তম্। এতয়োঃ শাস্ত্রোৎকর্ষয়োরীশ্বরসত্ত্বে বর্ত্তমানয়োরনাদিঃ সম্বন্ধঃ। এতস্মাৎ এতদ্ভবতি সদৈবেশ্বরঃ সদৈব মুক্তঃ ইতি। তচ্চ তস্যৈশ্বর্য্যং সাম্যাতিশয়বিনির্ম্মুক্তং, ন তাবৎ ঐশ্বর্য্যান্তরেণ তদতিশয্যতে,যদেবাতিশয়ি স্যাৎ তদেব তৎ স্যাৎ,তস্মাৎ যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তিরৈশ্বর্য্যস্য স ঈশ্বরঃ। ন চ তৎসমানমৈশ্বর্য্যমস্তি কস্মাৎ, দ্বয়োস্তুল্যয়োরেকস্মিন্ যুগপৎ কামিতেঽর্থে নবমিদমস্তু পুরাণমিদমস্তু ইত্যেকস্য সিদ্ধৌ ইতরস্য প্রাকাম্যবিঘাতাদূনত্বং প্রসক্তং, দ্বয়োশ্চ তুল্যয়োর্যুগপৎ কামিতার্থপ্রাপ্তির্নাস্ত্যর্থস্য বিরুদ্ধত্বাৎ, তস্মাৎ যস্য সাম্যাতিশয়বিনির্ম্মুক্তমৈশ্বর্য্যং স ঈশ্বরঃ সচ পুরুষবিশেষ ইতি ॥২৪॥ কিঞ্চ।

প্রণয়নাৎ তাবদ্ভগবতো বিগলিতরজস্তমোমলাবরণতয়া পরিতঃ প্রদ্যোতমানং বুদ্ধিসত্ত্বমাস্থেয়ম্। তথাচাভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সোপদেশপরোপি বেদরাশিরীশ্বরপ্রণীতস্তদ্বুদ্ধিসত্ত্বপ্রকর্ষাদেব ভবিতুমর্হতি। ন চ সত্ত্বোৎকর্ষে রজস্তমঃপ্রভবৌ বিভ্রম বিপ্রলম্ভৌ সম্ভবতঃ তৎসিদ্ধং প্রকৃষ্টসত্ত্বনিমিত্তং শাস্ত্রমিতি। স্যাদেতৎ, প্রকর্ষকার্য্যতয়া প্রকর্ষং বোধয়চ্ছাস্ত্রং শেষবদনুমানং ভবেন্নত্বাগম ইত্যত আহ—"এতয়োঃ" ইতি। ন কার্য্যত্বেন বোধয়তি অপিত্বনাদিবাচ্যবাচকভাবসম্বন্ধেন বোধয়তীত্যর্থঃ। ঈশ্বরস্য হি বুদ্ধিসত্ত্বে প্রকর্ষো বর্ত্ততে শাস্ত্রমপি তদ্বাচকত্বেন তত্র বর্ত্তত ইতি। উপসংহরতি। "এতস্মাদ্" ইতি। এতস্মাদ্ ঈশ্বরবুদ্ধিসত্ত্বপ্রকর্ষবাচকাচ্ছাস্ত্রাদ, এতদ্ ভবতি—জ্ঞায়তে বিষয়েণ বিষয়িণো লক্ষণাৎ, সদৈবেশ্বরঃ সদৈব মুক্ত ইতি। তদেবং পুরুষান্তরাদ্ ব্যবচ্ছিদ্যেশ্বরান্তরাদপি ব্যবচ্ছিনত্তি। "তচ্চ তস্য" ইতি। অতিশয়বিনির্ম্মুক্তিমাহ—"ন তাবদ" ইতি। কুতঃ "যদেব" ইতি। কস্মাৎ সর্ব্বাতিশয়বিনির্ম্মুক্তং তদৈশ্বর্য্যমিত্যত আহ—"তস্মাদ্ যত্র" ইতি। অতিশয়নিষ্ঠামপ্রাপ্তানামৌপচারিকমৈশ্বর্য্যমিত্যর্থঃ! সাম্যবিনির্ম্মুক্তিমাহ—"ন চ তৎসমানম্" ইতি। প্রাকাম্যম্—অবিহতেচ্ছতা তদ্বিঘাতাদূনত্বম্। অনূনত্বে বা দ্বয়োরপি প্রাকাম্যবিঘাতঃ কার্য্যানুৎপত্তেঃ। উৎপত্তৌ বা বিরুদ্ধধর্ম্মসমালিঙ্গিতমেকদা কার্য্যমুপলভ্যেতেত্যাশয়েন আহ—"দ্বয়োশ্চ" ইতি। অবিরুদ্ধাভিপ্রায়ত্বে চ প্রত্যেকমীশ্বরত্বে কৃতমন্যৈরেকেনৈবেশনায়াঃ কৃতত্বাৎ। সংভূয়কারিত্বে বা ন কশ্চিদীশ্বরঃ, পরিষদ্বৎ। নিত্যেশনাযোগিনাং চ পর্য্যায়াযোগাৎ, কল্পনাগৌরবপ্রসঙ্গাচ্চেতি দ্রষ্টব্যম্। তস্মাৎ সর্ব্বমবদাতম্ ॥ ২৪ ॥ এবমস্য

ক্রিয়াজ্ঞানশক্তৌ শাস্ত্রং প্রমাণমভিধায় জ্ঞানশক্তাবনুমানং প্রমাণয়তি "কিঞ্চ" ইতি। "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্"।

তাৎপর্য্যার্থ। ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যাবতীয় সংসারী আত্মা ও যাবন্ত মুক্তাত্মা হইতে যিনি পৃথক্—তিনি ঈশ্বর।

ক্লেশ অর্থাৎ অজ্ঞানাদি পাঁচপ্রকার। যাহা আত্মা চিত্তের সহিত এক হইয়া ভোগ করিতেছেন এবং যাহা থাকাতে আত্মা জীব হইয়াছেন, তাহা। কর্ম্ম অর্থাৎ নানাপ্রকার ক্রিয়া, জীব যাহা প্রতিক্ষণ অনুষ্ঠান করিতেছে। বিপাক অর্থাৎ কর্ম্মফল, যাহা এই শরীরে সুখদুঃখাদিভোগ নামে পরিচিত। আশয় অর্থাৎ সংস্কার। কর্ম্ম করার পর চিত্তে যে কৃত-কর্ম্মের ভাব আহিত হয়, তাহা সংস্কার। মিলিতার্থ এই যে, তিনি জীবের ন্যায় ক্লেশভাগী নহেন, তিনি সর্ব্বক্লেশবিমুক্ত। জীবের ন্যায় তাহার ফলভোগ হয় না। তাঁহার সুখ, দুঃখ, জন্ম ও আয়ু ভোগও হয় না। তিনি নিত্য, নিরতিশয় অনাদি ও অনন্ত। সংসারী আত্মা যেমন চিত্তের সহিত একীভূত থাকায় বাসনা-নামক সংস্কারের বশীভূত, তিনি সেরূপ নহেন। তিনি অচিত্ত; তন্নিমিত্ত তিনি বাসনা রহিত। জন্য জ্ঞান ও জন্য ইচ্ছার সহিত তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞানের ও স্বাভাবিক ইচ্ছার তুলনা হয় না। তিনি এক, অসাধারণ, অচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত ও দেহাদিরহিত আত্মা বা পরম পুরুষ।

তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যম্—যদিদং অতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নপ্রত্যেকসমুচ্চয়াতীন্দ্রিয়-গ্রহণমল্পং বহু ইতি সর্ব্বজ্ঞবীজং, এতদ্ধি বর্দ্ধমানং যত্র নিরতিশয়ং স সর্ব্বজ্ঞঃ। অস্তি কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বজ্ঞবীজস্য সাতিশয়ত্বাৎ পরিমাণ-

---

টীকা। ব্যাচষ্টে "যদিদম্" ইতি। বুদ্ধিসত্ত্বাবরকতমোঽপগমতারতম্যেন যদিদমতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নানাং প্রত্যেকং চ সমুচ্চয়েন চ বর্ত্তমানানামতীন্দ্রিয়াণাং গ্রহণং তস্য বিশেষণমল্পং বহ্বিতি সর্ব্বজ্ঞবীজং—কারণং, কশ্চিৎ কিঞ্চিদেবাতীতাদি গৃহ্লাতি, কশ্চিদ্ বহু, কশ্চিদ্ বহুতরমিতি গ্রাহ্যাপেক্ষয়া গ্রহণস্যাল্পত্বং বহুত্বং কৃতম্। এতদ্ধি বর্দ্ধমানং যত্র নিষ্ক্রান্তমতিশয়াৎ স সর্ব্বজ্ঞ ইতি। তদনেন প্রমেয়-

(২৫) সর্ব্বজ্ঞত্বস্য যৎ বীজং জ্ঞাপকং নিরতিশয়ং জ্ঞানং তৎ তত্র তস্মিন্ ভগবতি অস্তীত্যনুমীয়তে। যত্র নিরতিশয়ং জ্ঞানং তত্র সর্ব্বজ্ঞত্বমিতি নিরতিশয়জ্ঞানবত্ত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্বসিদ্ধেস্তেনৈব রূপেণ তস্যানুমানমিতি দিক্। নিরতিশয়ত্বং কাষ্ঠাপ্রাপ্তত্বম্।

বদিতি। যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ জ্ঞানস্য স সর্ব্বজ্ঞঃ,স চ পুরুষবিশেষ ইতি। সামান্যমাত্রোপসংহারে কৃতোপক্ষয়মনুমানং ন বিশেষপ্রতিপত্তৌ সমর্থং ইতি তস্য সংজ্ঞাদিবিশেষপ্রতিপত্তিরাগমতঃ পর্য্যন্বেষ্যা। তস্যা-ত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম, জ্ঞানধর্ম্মোপদেশেন কল্প-

---

মাত্রং কথিতম্, অত্র প্রমাণয়তি "অস্তি" ইতি। অস্তি কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বজ্ঞবীজস্য ইতি সাধ্যনির্দ্দেশঃ। নিরতিশয়ত্বং কাষ্ঠা, যতঃ পরমতিশয়বত্তা নাস্তীতি। তেন নাবধিমাত্রেণ সিদ্ধসাধনম্। সাতিশয়ত্বাদিতি হেতুঃ। যদ্ যৎ সাতিশয়ং তৎ তৎসর্ব্বং নিরতিশয়ং, যথা কুবলয়ামলকবিল্বেষু সাতিশয়ং মহত্ত্বমাত্মনি নিরতিশয়-মিতি ব্যাপ্তিং দর্শয়তি "পরিমাণবদ্" ইতি। ন চ গরিমাদিভির্ব্যভিচার ইতি সাম্প্রতম্। ন খল্ববয়বগরিমাতিশয়ী গরিমাবয়বিনঃ, কিন্ত্বাপরমাণুভ্য, আ অন্ত্যাবয়বিভ্যো যাবন্তঃ কেচন তেষাং প্রত্যেকবর্ত্তিনো গরিম্নঃ সমাহৃত্য গরিম বর্দ্ধমানাভিমানঃ। জ্ঞানং তু ন প্রতি জ্ঞেয়ং সমাপ্যত ইত্যেকদ্বিবহুবিষয়তয়া যুক্তং সাতিশয়মিতি ন ব্যভিচারঃ। উপসংহরতি। "যত্র কাষ্ঠা" ইতি। নন্থু সন্তি বহবস্তীর্থকরা বুদ্ধার্হতকপিলর্ষিপ্রভৃতয়স্তৎ কস্মাৎ ত এব সর্ব্বজ্ঞা ন ভবন্তি অস্মাদনু-মানাদিত্যত আহ—"সামান্য" ইতি। কুতস্তর্হি তদ্বিশেষ প্রতিপত্তিরিত্যত আহ—"তস্য ইতি। বুদ্ধাদিপ্রণীতআগমাভাসো, নত্বাগমঃ, সর্ব্বপ্রমাণবাধিত—ক্ষণিকনৈরাত্ম্যাদিমার্গোপদেশকত্বেন বিপ্রলম্ভকত্বাদিতিভাবঃ। তেন শ্রুতি-স্মৃতীতিহাসপুরাণলক্ষণাদ্, আগমতঃ—আগচ্ছন্তি বুদ্ধিমারোহন্ত্যস্মাদভ্যুদয়নিঃ-শ্রেয়সোপায়া ইত্যাগমস্তস্মাৎ সংজ্ঞাদিবিশেষপ্রতিপত্তিঃ—সংজ্ঞাবিশেষঃ—শিবেশ্বরাদিঃ শ্রুত্যাদিষু প্রসিদ্ধঃ। আদিশব্দেন ষড়ঙ্গতাদশাব্যয়তে সংগৃহীতে। তথোক্তং বায়ুপুরাণে 'সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ। অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্বিধিজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য"। তথা "জ্ঞানং বৈরাগ্য-মৈশ্বর্য্যং তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ। স্রষ্টৃত্বমাত্মসংবোধো হ্যধিষ্ঠাতৃত্বমেব চ। অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তি শঙ্করে" ইতি। স্যাদেতৎ, নিত্যতৃপ্তস্য ভগবতো বৈরাগ্যাতিশয়সম্পন্নস্য স্বার্থে তৃষ্ণাসম্ভবাৎ, কারুণিকস্য চ সুখৈকতান-জনসর্জ্জনপরস্য দুঃখবহুলজীবলোক জননানুপপত্তেঃ, অপ্রয়োজনস্য চ প্রেক্ষাবতঃ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ, ক্রিয়াশক্তিশালিনোঽপি ন জগৎক্রিয়েত্যত আহ—"তস্যাত্মানুগ্রহাভাবেপি" ইতি। ভূতানাং—প্রাণিনামনুগ্রহঃ প্রয়োজনং, শব্দাদ্যুপভোগবিবেকখ্যাতিরূপকার্য্যকরণাৎ কিল চরিতার্থং চিত্তং নিবর্ত্ততে

প্রলয়মহাপ্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষান্ উদ্ধরিষ্যামীতি। তথাচোক্তং "আদি বিদ্বান্ নির্ম্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় কারুণ্যাৎ ভগবান্ পরমর্ষিরাস্থরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচ" ইতি ॥ ২৫ ॥ স এষঃ।

ততঃ পুরুষঃ কেবলী ভবতি। অতস্তৎ প্রয়োজনায় কারুণিকো বিবেকখ্যাত্যুপায়ং কথয়তি. তেনাচরিতার্থত্বাচ্চিত্তস্য জন্তুনীশ্বরঃ পুণ্যাপুণ্যসহায়ঃ সুখদুঃখে ভাবয়ন্নপি নাকারুণিকঃ। বিবেকখ্যাত্যুপায়কথনে দ্বারমাহ—"জ্ঞানধর্ম্মো-পদেশেন" ইতি। জ্ঞানং চ ধর্ম্মশ্চ জ্ঞানধর্ম্মৌ তয়োরুপদেশেন,—জ্ঞানধর্ম্ম সমুচ্চয়াল্লব্ধবিবেকখ্যাতিপরিপাকাৎ কল্পপ্রলয়ে—ব্রহ্মণো দিবসাবসানে যত্র সত্যালোকবর্জ্জং জগদস্তমেতি! মহাপ্রলয়ে—সসত্যালোকস্য ব্রহ্মণোঽপি নিধনে সংসারিণঃ—কারণগামিনঃ, অতস্তদামরণদুঃখভাজঃ। কল্পেত্যুপলক্ষণমন্যদাপি স্বার্জিতকর্ম্মবশেন জন্মমরণাদিভাজঃ পুরুষানুদ্ধরিষ্যামীতি, কৈবল্যং প্রাপ্য পুরুষা উদ্ধৃতা ভবন্তীত্যর্থঃ। এতচ্চ করুণাপ্রযুক্তস্য জ্ঞানধর্ম্মোপদেশনং কাপিলানামপি সিদ্ধমিত্যাহ—"তথা চোক্তম্" ইতি। তথা চোক্তং পঞ্চশিখাচার্য্যেণ। আদিবিদ্বান্—কপিল ইতি। "আদিবিদ্বান্" ইতি পঞ্চশিখাচার্য্যবচনমাদিমুক্ত-স্বসন্তানাদিগুরুবিষয়ং ন ত্বনাদিমুক্তপরমগুরুবিষয়ম্। আদিমুক্তেষু কদাচি-ন্মুক্তেষু বিদ্বৎসু কপিলোঽস্মাকমাদিবিদ্বান্মুক্তঃ স এব চ গুরুরিতি। কপিলস্যাপি জায়মানস্য মহেশ্বরানুগ্রহাদেব জ্ঞানপ্রাপ্তিঃ শ্রূয়ত ইতি। কপিলো নাম বিষ্ণোরবতারবিশেষঃ প্রসিদ্ধঃ। স্বয়ম্ভূর্হিরণ্যগর্ভস্তস্যাপি সাংখ্যযোগপ্রাপ্তির্বেদে শ্রূয়তে। স এবেশ্বর আদিবিদ্বান্ কপিলো বিষ্ণুঃ স্বয়ম্ভূরিতিভাবঃ "স্বায়ম্ভূ-বানাস্ত্বীশ্বর" ইতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

সম্প্রতি ভগবতো ব্রহ্মাদিভ্যো বিশেষমাহ—"স এষ" ইতি। পাতনিকা—"স এষ" ইতি। সূত্রং—"পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ"।

তাৎপর্য্যার্থ। তাঁহার নিরতিশয় জ্ঞান থাকায় তিনি সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞতার অনুমাপক পরিপূর্ণ জ্ঞানশক্তি বিদ্যমান আছে। অন্য আত্মায় তাহা নাই ফলিতার্থ এই যে, তিনি ভক্ত-সাধকের হৃদয়ে স্বতঃই প্রকাশ পান। তাঁহার স্বরূপ অন্যকে বোধগম্য করাইতে হইলে অনুমানের সাহায্য লইতে হয়। সে অনুমান এইরূপ—সকল আত্মাতেই কিছু না কিছু জ্ঞান আছে। সকল আত্মাই কিছু না কিছু অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান বুঝিতে পারে। কেহ অল্পজ্ঞ, কেহ বা

তদপেক্ষা অধিকজ্ঞ। আবার তাহাদের অপেক্ষা অধিকজ্ঞ আত্মাও আছে। মনে কর, যাহা অপেক্ষা অধিকজ্ঞ আত্মা আর নাই, তিনিই পরমগুরু পরাৎপর পরমেশ্বর। যেমন অল্পতার শেষ সীমা পরমাণু, আর বৃহত্ত্বের চরম সীমা আকাশ সেইরূপ জ্ঞান-ক্রিয়া শক্তির অল্পতার পরাকাষ্ঠা ক্ষুদ্রজীব; আর তাহার আতিশয্যের পরাকাষ্ঠা ঈশ্বর।

পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যম্—পূর্ব্বে হি গুরবঃ কালেন অবচ্ছেদ্যন্তে, যত্রাবচ্ছেদার্থেন কালো নোপাবর্ত্ততে স এব পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ। যথা অস্য সর্গস্যাদৌ প্রকর্ষগত্যা সিদ্ধস্তথা অতিক্রান্তসর্গাদিষ্বপি প্রত্যেতব্যঃ ॥ ২৬ ॥

টীকা। ব্যাচষ্টে "পূর্ব্বে হি" ইতি। কালস্ত—শতবর্ষাদিঃ, অবচ্ছেদার্থেন—অবচ্ছেদেন প্রয়োজনেন, নোপাবর্ত্ততে—ন বর্ত্ততে, প্রকর্ষস্যগতিঃ—প্রাপ্তিঃ, প্রত্যেতব্য আগমাদিতিভাবঃ ॥ ২৬ ॥ তদনেন প্রবন্ধেন ভগবানীশ্বরো দর্শিতঃ, সম্প্রতি তৎপ্রণিধানং দর্শয়িতুং তস্য বাচকমাহ—"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"।

তাৎপর্য্যার্থ। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টিকর্ত্তাদিগেরও গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা। তিনি কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন; অর্থাৎ সকল কালেই তাঁহার অস্তিত্ব। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মাদি দেবতাদিগকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যায় বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাদিগেরও স্রষ্টা ও উপদেষ্টা। ব্রহ্মাদির জন্ম ও বিনাশ আছে, কিন্তু তাঁহার জন্ম নাই, বিনাশও নাই। তিনি অনাদি ও অনন্ত। সেই অনাদি অনন্ত আদি পিতা পরমেশ্বর ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বেদ অর্থাৎ সৃষ্টিজ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন। অতএব, তিনিই সর্ব্বস্রষ্টা ও সর্ব্বজ্ঞানের আকর।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যম্—বাচ্য ঈশ্বরঃ প্রণবস্য। কিমস্য সঙ্কেতকৃতং বাচ্যবাচকত্বং

টীকা। ব্যাচষ্টে "বাচ্য" ইতি। তত্র পরেষাং মতং বিমর্শদ্বারেণোপন্যস্যতি।

(২৬) সঃ ভগবান্ পূর্ব্বেষাং আদ্যানাং স্রষ্টৄণাং ব্রহ্মাদীনাং অপি গুরুঃ উপদেষ্টা, যতঃ স কালেন নাবচ্ছিদ্যতে অনাদিত্বাৎ। ব্রহ্মাদীনাত্বাদিমত্ত্বাদস্তি কালেনাবচ্ছেদঃ।

(২৭) তস্য বাচকঃ অভিধায়কঃ শব্দঃ প্রণবঃ ওঁকার। ঈশ্বরোঙ্কারয়োর্যো বাচ্যবাচকলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ স চ সঙ্কেতেন ব্যজ্যতে, ন তু কেনচিৎ ক্রিয়ত ইতি দ্রষ্টব্যম্।

অথ প্রদীপপ্রকাশবদস্থিতমিতি। স্থিতোঽস্য বাচ্যস্য বাচকেন সহ সম্বন্ধঃ, সঙ্কেতস্তু ঈশ্বরস্য স্থিতমেবার্থমভিনয়তি, যথা অবস্থিতঃ পিতা-পুত্রয়োঃ সম্বন্ধঃ সঙ্কেতেনাবদ্যোত্যতে অয়মস্য পিতা অয়মস্য পুত্রঃ ইতি। সর্গান্তরেষ্বপি বাচ্যবাচকশক্ত্যপেক্ষস্তথৈব সঙ্কেতঃ ক্রিয়তে, সম্প্রতিপত্তিনিত্যতয়া নিত্যঃ শব্দার্থসম্বন্ধঃ ইত্যাগমিনঃ প্রতিজানতে॥ ১৭॥ বিজ্ঞাতবাচ্যবাচকত্বস্য যোগিনঃ।

"কিমস্য" ইতি। বাচকত্বম্—প্রতিপাদকত্বমিত্যর্থঃ। পরে হি পশ্যন্তি যদি স্বাভাবিকঃ শব্দার্থয়োঃ সংবন্ধঃ সংকেতেনাস্মাচ্ছব্দাদয়মর্থঃ প্রত্যেতব্য ইত্যেবমাত্মকেনাভিব্যজ্যেত। ততো যত্র নাস্তি স সংবন্ধস্তত্র সংকেতশতেনাপি ন ব্যজ্যেত। ন হি প্রদীপব্যঙ্গ্যো ঘটো যত্র নাস্তি তত্র প্রদীপসহস্রেণাপি শক্যো ব্যঙ্‌ক্তুং কৃতসঙ্কেতস্তু করভশব্দো বারণে বারণপ্রতিপাদকো দৃষ্টঃ। ততঃ সঙ্কেতকৃতমেব বাচকত্বমিতি। বিমৃশ্যাভিমতমবধারয়তি "স্থিতোঽস্য" ইতি। অয়মভিপ্রায়ঃ। সর্ব্ব এব শব্দাঃ সর্ব্বাকারার্থাভিধানসমর্থা ইতি স্থিত এবৈষাং সর্ব্বাকারৈরর্থৈঃ স্বাভাবিকঃ সংবন্ধঃ। ঈশ্বরসঙ্কেতস্তু প্রকাশকো নিয়ামকশ্চ তস্য, ঈশ্বরসঙ্কেতাসঙ্কেতকৃতশ্চাস্য বাচকাপভ্রংশবিভাগঃ। তদিদমাহ—"সঙ্কেতস্তীশ্বরস্য" ইতি। নিদর্শনমাহ—"যথা" ইতি। নন্বু শব্দস্য প্রাধানিকস্য মহাপ্রলয়সময়ে প্রধানভাবমুপগতস্য শক্তিরপি প্রলীনা, ততো মহদাদিক্রমেণোৎপন্নস্যাবাচকস্যৈব মাহেশ্বরেণ সঙ্কেতেন নশক্যাবাচকশক্তিরভিজ্বলয়িতুং বিনষ্টশক্তিত্বাদিত্যত আহ—"সর্গান্তরেষ্বপি" ইতি। যদ্যপি সহ শক্ত্যা প্রধানসাম্যমুপগতঃ শব্দস্তথাপি পুনরাবির্ভবংস্তচ্ছক্তিযুক্ত এবাবির্ভবতি, বর্ষাতিপাতসমধিগতমৃদ্ভাব ইবোদ্ভিজ্জো মেঘবিসৃষ্টবারিধারাসারাবসেকাৎ। তেন পূর্ব্বসম্বন্ধানুসারেণ সঙ্কেতঃ ক্রিয়তে ভগবতেতি। তস্মাৎ সম্প্রতিপত্তেঃ—সদৃশব্যবহারপরম্পরায়া নিত্যতয়া নিত্যঃ শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধো ন কুটস্থনিত্য ইত্যাগমিকাঃ প্রতিজানতে, ন পুনরাগমনিরপেক্ষাঃ সর্গান্তরেষ্বপি তাদৃশ এব সঙ্কেত ইতি প্রতিপত্তুমীশত ইতি ভাবঃ॥ ২৭॥ বাচকমাখ্যায় প্রণিধানমাহ - "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।"

তাৎপর্য্যার্থ। তাঁহার বোধক শব্দ প্রণব অর্থাৎ ওঁ। শৃঙ্গলাঙ্গূলাদিযুক্ত পশুবিশেষের সহিত "গো" এই শব্দের যেরূপ সঙ্কেত বা সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত প্রণবের সেই রূপ সম্বন্ধ। পশুবিশেষের প্রতি "গো" শব্দের সঙ্কেত থাকা যাঁহারা জ্ঞাত

আছেন, তাঁহাদের নিকট "গো" শব্দ উচ্চারণ করিলে যেমন তাঁহাদিগের হৃদয়ে সেই পশুবিশেষের আকার উদিত হয়, তেমনি, ওঁ বলিলেও সঙ্কেতজ্ঞ সাধকের হৃদয়ে ঈশ্বরভাব উদিত হয়। উপাসনার নিমিত্ত ঈশ্বরের সহিত প্রণবের সঙ্কেত-বন্ধন করা হইয়াছে সত্য বটে; কিন্তু তাহা আজ কাল নহে। অনাদিকালের প্রণবের সহিত অনাদি ঈশ্বরের অনাদি সম্বন্ধ স্থির আছে। অনাদি কাল হইতেই যোগীরা প্রণবকে ঈশ্বরবাচক বলিয়া জানেন।

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যম্—প্রণবস্য জপঃ, প্রণবাভিধেয়স্য চ ঈশ্বরস্য ভাবনা। তদস্য যোগিনঃ প্রণবং জপতঃ প্রণবার্থঞ্চ ভাবয়তশ্চিত্তম্ একাগ্রং সম্পদ্যতে; তথাচোক্তম্ "স্বাধ্যায়াৎ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়-মামনেৎ। স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে" ইতি ॥২৮॥ কিঞ্চ অস্য ভবতি?—

টীকা—ব্যাচষ্টে "প্রণবস্য" ইতি। ভাবনম্—পুনঃপুনশ্চেতসি নিবেশনম্। ততঃ কিং সিদ্ধ্যতীত্যত আহ—"প্রণবম্" ইতি। একাগ্রং সংপদ্যতে একস্মিন্ ভগবত্যারমতি চিত্তম্। অত্রৈব বৈয়াসিকীং গাথামুদাহরতি। "তথাচ" ইতি। তত ঈশ্বরঃ সমাধিতৎফললাভেন তমনুগৃহ্ণাতি ॥ ২৮ ॥ কিঞ্চাপরমস্মাৎ? "ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোপ্যন্তরায়াভাবশ্চ"।

তাৎপর্য্যার্থ। প্রণবের জপ ও তাহার অর্থধ্যান করাই উপাসনা। যোগীরা ঈশ্বরের অন্যরূপ উপাসনা করেন না, কেবল প্রণবমন্ত্র জপ (বাচিক ও মানসিক উচ্চারণ) ও তাহার অর্থ ধ্যান করেন। তাঁহারা যখন দৈহিক কার্য্য করেন, তখনও তাঁহাদের ঈশ্বরধ্যান ত্যাগ হয় না। ঈশ্বরধ্যানসম্বন্ধে মহাসাধক তুলসীদাস একটী সদৃষ্টান্ত ভাষা-শ্লোক বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

"তুলসী য্যাসা ধেয়ান্ ধর্, য্যাসা বিয়ান্‌কা গাই।
মুমে তৃণ চানা টুটে, চেৎ রাখয়ে বাছাই।"

নবপ্রসূতা গাভী যেমন তৃণ চণকাদি ভক্ষণ করে অথচ চিত্তকে বৎসের প্রতি অর্পিত রাখে (রাখে কি না, তাহা বৎসের নিকট গেলেই বুঝিতে পারিবেন),

(২৮) তস্য প্রণবস্য জপঃ যথাবদুচ্চারণং তদর্থস্য চ ভাবনং পুনঃপুনশ্চেতসি বিনিবেশনং তস্য ঈশ্বরস্য উপাসনং ভবতীতি শেষঃ। তচ্চ একাগ্রতায়াঃ সুগমোপায় ইত্যর্থঃ।

সেইরূপ, যোগীরাও বাহ্য কার্য্য করেন অথচ সর্ব্বদা প্রণবজপ ও প্রণবার্থধ্যান করেন। করিতে করিতে তাঁহাদের চিত্ত তাঁহাতেই বিনিবিষ্ট ও একাগ্র হইয়া পড়ে, ক্রমে সমাধিও উপস্থিত হয়।

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যম্—যে তাবদন্তরায়া ব্যাধিপ্রভৃতয়ঃ তে তাবদীশ্বরপ্রণিধানাৎ ন ভবন্তি, স্বরূপদর্শনমপ্যস্য ভবতি, যথৈবেশ্বরঃ পুরুষঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ কেবলঃ অনুপসর্গঃ, তথায়মপি বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী (যঃ) পুরুষ ইত্যেবমধিগচ্ছতি ॥ ২৯ ॥ অথ কেঽন্তরায়াঃ, যে চিত্তস্য বিক্ষেপকাঃ, কে পুনস্তে কিয়ন্তো বেতি ?

টীকা—প্রতীপং বিপরীতম্, অঞ্চতি—বিজানাতি ইতি প্রত্যক্ স চাসৌ চেতনশ্চেতি প্রত্যকচেতনোঽবিদ্যাবান্ পুরুষঃ। তদনেনেশ্বরাচ্ছাশ্বতিকসত্ত্বোৎকর্ষসম্পন্নাদ্বিদ্যাবতো নিবর্ত্তয়তি। অবিদ্যাবতঃ প্রতীচশ্চেতনস্যাধিগমঃ—জ্ঞানং স্বরূপতোঽস্য ভবতি। অন্তরায়াঃ বক্ষ্যমাণাস্তদভাবশ্চ। অস্য বিবরণং "যে তাবদ্" ইতি স্বম্—আত্মা তস্যরূপং, রূপগ্রহণেনাবিদ্যাসমারোপিতান্ ধর্ম্মান্ নিষেধতি। নন্বীশ্বরপ্রণিধানমীশ্বরবিষয়ং কথমিব প্রত্যক্‌চেতনং সাক্ষাৎকরোত্যতিপ্রসঙ্গাদিত্যত আহ—"যথৈবেশ্বর" ইতি। শুদ্ধঃ—কূটস্থনিত্যতয়োদয়ব্যয়রহিতঃ, প্রসন্নঃ—ক্লেশবর্জ্জিতঃ, কেবলঃ ধর্ম্মাধর্ম্মাপেতঃ, অত এবানুপসর্গঃ, উপসর্গা—জাত্যায়ুর্ভোগাঃ সাদৃশ্যস্তু কিঞ্চিদ্ভেদাধিষ্ঠানত্বাদীশ্বরাদ্ভিনত্তি—'বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী"ইতি। তদনেন প্রত্যগ্‌গ্রহণং ব্যাখ্যাতম্। অত্যন্তবিধর্ম্মিণোরন্যতরার্থানুচিন্তনং ন তদিতরস্য সাক্ষাৎকারায় কল্পতে, সদৃশার্থানুচিন্তনং তু সদৃশান্তরসাক্ষাৎকারোপযোগিতামনুভবতি, একশাস্ত্রাভ্যাস ইব তৎসদৃশার্থশাস্ত্রান্তরজ্ঞানোপযোগিতাম্। প্রত্যাসত্তিস্তু স্বাত্মনি সাক্ষাৎকারহেতুর্ন পরাত্মনীতি সর্ব্বমবদাতম্ ॥২৯॥ পৃচ্ছতি "ক" ইতি। সামান্যেনোত্তরং—'য" ইতি। বিশেষসংখ্যে পৃচ্ছতি—"কে পুনঃ" ইতি। উত্তরমাহ—"ব্যাধি"ইত্যাদিসূত্রেণ।

তাৎপর্য্যার্থ। সর্ব্বদা প্রণবজপ ও প্রণবার্থ ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত যখন

(২৯)* ততঃ তজ্জপ-তদর্থভাবনাভ্যাং যোগিনঃ প্রত্যকচেতনাধিগমঃ—প্রতীপং অঞ্চতীতি প্রত্যক্ বুদ্ধেরপ্যান্তরঃ আত্মা ইত্যর্থঃ। স চাসৌ চেতনঃ দৃক্‌শক্তিঃ তস্যাধিগমঃ সাক্ষাৎকারঃ অন্তরায়াঃ বক্ষ্যমাণাস্তেষামভাবশ্চ ভবতীতি বাক্যশেষঃ।

নির্ম্মল হইয়া আইসে, তখন তাঁহাদের প্রত্যক্ চৈতন্ত অর্থাৎ শরীরান্তর্গত আত্মা স্বসম্বন্ধি যথার্থ জ্ঞানের গোচর হন। তখন কোন বিঘ্নই থাকে না, নির্ব্বিঘ্নে সমাধিলাভ হয়।

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধ-
ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যম্—নব অন্তরায়াশ্চিত্তস্য বিক্ষেপাঃ সহ এতে চিত্তবৃত্তিভি-র্ভবন্তি, এতেষামভাবে ন ভবন্তি পূর্ব্বোক্তাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ। ব্যাধিঃ ধাতুরসকরণবৈষম্যং, স্ত্যানং অকর্ম্মণ্যতা চিত্তস্য, সংশয়ঃ উভয়-কোটিস্পৃগ্বিজ্ঞানং—স্যাদিদং এবং নৈব স্যাদিতি, প্রমাদঃ সমাধি-সাধনানামভাবনম্ আলস্যং কায়স্য চিত্তস্য চ গুরুত্বাদপ্রবৃত্তিঃ, অবিরতিঃ চিত্তস্য বিষয়সম্প্রয়োগাত্মা গর্দ্ধঃ, ভ্রান্তিদর্শনং বিপর্য্যয়জ্ঞানম্,

টীকা—অন্তরায়াঃ—নব এতাশ্চিত্তবৃত্তয়ো যোগান্তরায়া যোগবিরোধিনঃ, চিত্তস্যবিক্ষেপাঃ—চিত্তং খল্বমী বাধ্যাদয়ো যোগাদ্বিক্ষিপন্তি—অপনয়ন্তীতি বিক্ষেপাঃ। যোগপ্রতিপক্ষত্বে হেতুমাহ—"সহৈতে" ইতি। সংশয়ভ্রান্তিদর্শনে তাবদ্বৃত্তিতয়া বৃত্তিনিরোধপ্রতিপক্ষৌ, যেঽপি ন বৃত্তয়ো ব্যাধ্যাদিপ্রভৃতয়স্তেঽপি বৃত্তিসাহচর্য্যাৎ তৎপ্রতিপক্ষা ইত্যর্থঃ। পদার্থান্ ব্যাচষ্টে 'ব্যাধি" ইতি। ধাতবো—বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ শরীরধারণাদ্ অশিতপীতাহারপরিণামবিশেষো রসঃ, করণানি—ইন্দ্রিয়াণি. তেষাং বৈষম্যং ন্যূনাধিকভাব ইতি। অকর্ম্মণ্যতা—কর্ম্মানর্হতা, সংশয়—উভয়কোটিস্পৃগ্ বিজ্ঞানম্। সত্যপ্যতদ্রূপপ্রতিষ্ঠত্বেন সংশয়-বিপর্য্যাসয়োরভেদে, উভয়কোটিস্পর্শাস্পর্শরূপাবান্তরবিশেষবিবক্ষয়াত্র ভেদেনো-পন্যাসঃ। অভাবনম্—অকরণং, তত্রাপ্রযত্ন ইতি যাবৎ। কায়স্য গুরুত্বং কফাদিনা, চিত্তস্য গুরুত্বং তমসা। গর্দ্ধঃ—তৃষ্ণা। মধুমত্যাদয়ঃ—সমাধিভূময়ঃ।

(৩০) ব্যাধিঃ প্রসিদ্ধঃ। স্ত্যানম্ অকর্ম্মণ্যতা চিত্তস্য। সংশয়ঃ যোগঃ সাধ্যো ন বেতি জ্ঞানম্। প্রমাদঃ অনুত্থানশীলতা সাধনেষু ঔদাসীন্যম্। আলস্যং কায়চিত্তয়োর্গুরুত্বং যোগ-প্রবৃত্ত্যভাবকারণম্। অবিরতিঃ চিত্তস্য বিষয়তৃষ্ণা। ভ্রান্তিদর্শনং বিপরীতবুদ্ধিঃ যোগসাধনেষু যোগসাধনবুদ্ধি স্তথা তৎসাধনেঽপ্যসাধনত্ববুদ্ধিরিত্যর্থঃ। অলব্ধভূমিকত্বং কুতশ্চিৎ নিমিত্তাৎ সমাধিভূমের্বক্ষ্যমাণস্য অলাভঃ। অনবস্থিতত্বং তত্র চিত্তস্য অস্থিরত্বম্। অন্তরায়ো বিঘ্নঃ।

অলব্ধভূমিকত্বং সমাধিভূমেরলাভঃ, অনবস্থিতত্বং যল্লব্ধায়াং ভূমৌ চিত্তস্য অপ্রতিষ্ঠা, সমাধিপ্রতিলম্ভে হি তদবস্থিতং স্যাৎ, ইত্যেতে চিত্তবিক্ষেপা নব যোগমলা যোগপ্রতিপক্ষা যোগান্তরায়া ইত্যভিধীয়ন্তে॥ ৩০॥

লব্ধভূমের্যদি তাবতৈব স্বস্থিতম্মন্যস্য সমাধিভ্রেষঃ স্যাত্ততস্তস্যা অপি ভূমেরপায়ঃ স্যাৎ। যস্মাৎ সমাধিপ্রতিলম্ভে তদবস্থিতং স্যাৎ তস্মাৎ তত্র প্রযতিতব্যমিতি॥৩০॥ ন কেবলং নবান্তরায়া. দুঃখাদয়োপ্যস্য তৎসহভুবো ভবন্তীত্যাহ—'দুঃখে' ত্যাদি।

তাৎপর্য্যার্থ। অযোগী অবস্থায় (বিষয়ভোগাবস্থায়) যথার্থ আত্মজ্ঞান ও সমাধিলাভ না হইবার যে কারণ আছে—তাহার নাম "বিঘ্ন"। বিঘ্ন অনেক, তন্মধ্যে এই কয়টী প্রধান। যথা—ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব, এবং অনবস্থিতত্ব। ব্যাধি—ধাতুবৈষম্যজনিত জ্বরাদি অবস্থা-প্রাপ্তি। স্ত্যান—মনের অক্ষমতা (ইচ্ছা থাকিলেও কার্য্য করিবার শক্তির অভাব)। সংশয়—যোগ করিতে পারিব কি না অথবা যোগ হয় কি না, ইত্যাকার জ্ঞান। প্রমাদ—চিত্তের ঔদাসীন্য (উদ্যমরাহিত্য)। আলস্য—শরীরের ও মনের গুরুত্ব (যদ্দ্বারা যোগে অপ্রবৃত্তি জন্মে)। অবিরতি—বিষয়তৃষ্ণা অর্থাৎ ইহা হউক, উহা হউক, ইত্যাকার আকাঙ্ক্ষা। ভ্রান্তিদর্শন—ভ্রমজ্ঞান অর্থাৎ একে আর জ্ঞান; যেমন শুক্তিখণ্ডে রজত-জ্ঞান। যোগপক্ষে ভ্রম এই যে, যাহা যোগের উপকরণ নহে, তাহাকে উপকরণ মনে করা; এবং যাহা উপকরণ, তাহাকে অনুপকরণ মনে করা। অলব্ধভূমিকত্ব—কোন কারণে বা প্রতিবন্ধবশতঃ যোগাবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া (যোগ আরম্ভ করিয়া কোনরূপ সিদ্ধিলক্ষণ না দেখিলে, "পণ্ডশ্রম হইতেছে" মনে করিয়া চিত্তে বিক্ষেপ উপস্থিত হওয়া। অনবস্থিতত্ব—চিত্তের অস্থিরতা (কোন এক যোগাবস্থা পাইলেও চিত্ত তাহাতে স্থির বা সন্তুষ্ট না থাকা)। এইগুলির প্রত্যেকটাই সমাধিলাভের বিঘ্ন বা বিপক্ষ। ঐ সকল দোষ নিঃশক্তি বা নিহত না হইলে, কি একাগ্রতা, কি সমাধি—কিছুই হয় না। ঐ সকল দোষ রজঃ ও তমঃপ্রভাবে উপস্থিত হইয়া চিত্তকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করায়, একাগ্র হইতে দেয় না। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ঈশ্বরোপাসনা ও পশ্চাৎ বক্তব্য যোগাঙ্গসমূহের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে ঐ সকল দোষ বিলুপ্ত হইয়াএকাগ্রশক্তি স্থায়ী হয় ও সমাধিলাভ হয়।

রজোজন্য অস্থিরতা বা চলচ্চিত্ততা যোগের বা সমাধির প্রবল বিঘ্ন। সেই প্রবল বিঘ্ন নিবারণের জন্য চিত্তকে বার বার স্থির বা একতান করিতে হয়, বার বার একতান করিতে করিতে চিত্ত যথাকালে স্থিরস্বভাব হয়। স্থিরস্বভাব হইলেই যোগ অদূরবর্ত্তী হয়। চিত্ত স্থির না হইবার অন্যান্য কারণও আছে।

দুঃখদৌর্ম্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভুবঃ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যম্—দুঃখমাধ্যাত্মিকং, আধিভৌতিকং, আধিদৈবিকঞ্চ। যেনাভিহতাঃ প্রাণিনঃ তদুপঘাতায় প্রযতন্তে তদ্দুঃখম্। দৌর্ম্মনস্যং ইচ্ছাভিঘাতাৎ চেতসঃ ক্ষোভঃ। যদঙ্গান্যেজয়তি কম্পয়তি তদ্ অঙ্গমেজয়ত্বম্। প্রাণো যদ্বাহ্যং বায়ুং আচামতি স শ্বাসঃ; যৎ কৌষ্ঠ্যং বায়ুং নিঃসারয়তি স প্রশ্বাসঃ। এতে বিক্ষেপ-সহভুবঃ বিক্ষিপ্তচিত্তস্যৈতে ভবন্তি, সমাহিতচিত্তস্যৈতে ন ভবন্তি ॥ ৩১ ॥ অথ এতে বিক্ষেপাঃ সমাধিপ্রতিপক্ষাঃ তাভ্যামেব অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিরোদ্ধব্যাঃ, তত্রাভ্যাসস্য বিষয়মুপসংহরন্নিদমাহ।

টীকা—প্রতিকূলবেদনীয়ং দুঃখম্। আধ্যাত্মিকম্—শারীরং ব্যাধিবশাৎ, মানসং কামাদিবশাৎ। আধিভৌতিকং—ব্যাঘ্রাদিজনিতম্। আধিদৈবিকম্—গ্রহ-পীড়াদিজনিতম্। তচ্চেদং দুঃখং প্রাণিমাত্রস্য প্রতিকূলবেদনীয়তয়া হেয়মিত্যাহ—"যেনাভিহতা" ইতি। অনিচ্ছতঃ প্রাণো যদ্বাহ্যং বায়ুমাচামতি—পিবতি প্রবেশয়তীতি যাবৎ স শ্বাসঃ সমাধ্যঙ্গরেচকবিরোধী। অনিচ্ছতোপি প্রাণো যৎ কৌষ্ঠ্যং বায়ুং নিঃসারয়তি—নিশ্চারয়তি স প্রশ্বাসঃ সমাধ্যঙ্গপূরকবিরোধী ॥৩১॥

উক্তার্থোপসংহারসূত্রমবতারয়তি "অথৈত" ইতি। অথ—উক্তার্থানন্তরম্, উপসংহরন্নিদং সূত্রমাহেতি সম্বন্ধঃ। নিরোদ্ধব্যে হেতুরুক্তঃ "সমাধিপ্রতিপক্ষা" ইতি। যদ্যপীশ্বরপ্রণিধানাদিত্যভ্যাসমাত্রমুক্তং, তথাপি বৈরাগ্যমিহ তৎসহ-কারিতয়া গ্রাহ্যমিত্যাহ—"তাভ্যাম্" ইতি। তাভ্যাম্—উক্ত লক্ষণাভ্যামেবা-ভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিরোদ্ধব্যাঃ। তত্র—তয়োরভ্যাসবৈরাগ্যয়োর্মধ্যে, অভ্যা-সস্য—অনন্তরোক্তস্যেতি। "তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ" একতত্ত্বম্—ঈশ্বরঃ, প্রকৃতত্বাদিতি।

(৩১) দুঃখং প্রসিদ্ধম্। দৌর্ম্মনস্যম্ ইচ্ছাবিঘাতাৎ মনসঃ ক্ষোভঃ। অঙ্গমেজয়ত্বম্ অঙ্গানাং

তাৎপর্য্যার্থ। দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অঙ্গকম্পন, শ্বাস, প্রশ্বাস—এগুলিও বিক্ষেপের জনক এবং সমাধির শত্রু।

বিক্ষেপ অর্থাৎ রজোজন্য অস্থিরতা। দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অঙ্গকম্পন, শ্বাস, প্রশ্বাস—এগুলি সেই বিক্ষেপের সহচব; অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত অবস্থায়-এ সমুদায় গুলিই বর্ত্তমান থাকে। দুঃখ কি? তাহা সকলেই জানেন। ইচ্ছার ব্যাঘাত হইলে যে মনঃক্ষোভ জন্মে, তাহার নাম দৌর্ম্মনস্য। শারীরিক অস্থিরতার নাম অঙ্গকম্পন। ইহা আসন ও মনঃস্থৈর্য্যের বিশেষ প্রতিবন্ধক। যে কোন কারণে হউক, বিক্ষেপ অর্থাৎ চিত্তস্থৈর্য্যের অভাব হইলে তৎসঙ্গে দুঃখাদি উপস্থিত হইবেই হইবে। দুঃখাদি উপস্থিত হইলে অবশ্যই চিত্তস্থৈর্য্যের অভাব হইবে। সুতরাং দুঃখাদিও যোগের প্রতিবন্ধক বা প্রবল বিঘ্ন। সেইজন্যই বর্ণিতপ্রকার বিক্ষেপ ও তদুপদ্রব দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অঙ্গপ্রচলন, শ্বাস ও প্রশ্বাসকে জয় করা আবশ্যক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা ঐ সকলের জয় হইতে পারে, এবং নিম্নলিখিত উপায়েও হইতে পারে।

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যম্—বিক্ষেপপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাবলম্বনং চিত্তমভ্যসেৎ। যস্য তু প্রত্যর্থনিয়তং প্রত্যয়মাত্রং ক্ষণিকঞ্চ চিত্তং তস্য সর্ব্বমেব চিত্ত-

টীকা—বৈনাশিকানাং তৎসর্ব্বমেকাগ্রমেব চিত্তম্, নাস্তি কিঞ্চিদ্ বিক্ষিপ্তমিতি তদুপদেশানাং তদর্থানাং চ প্রবৃত্তীনাং বৈয়র্থ্যমিত্যাহ—"যস্য তু" ইতি। যস্য মতে প্রত্যর্থে—অর্থ্যমাণ একস্মিন্নেকস্মিন্ বা, নিয়তং—যাবদর্থাভাসমুৎপন্নং তত্রৈব সমাপ্তম্ অনন্যগামি। অর্থান্তরং তাবৎপ্রথমং গৃহীত্বার্থান্তরমপি পশ্চাৎ কস্মান্ন গৃহ্নাতীত্যত আহ—"ক্ষণিকঞ্চ" ইতি। ক্ষণস্যাভেদ্যত্বেন পূর্ব্বপশ্চাদ্ভাব-স্যাপ্যভাবঃ। অস্মন্নয়ে তু অক্ষণিকং চিত্তং স্ববিষয়ে একস্মিন্নেকস্মিন্ বানব-স্থিতং প্রতিক্ষণং তত্তদ্বিষয়োপাদানপরিত্যাগাভ্যাং বিষয়ানিয়তং বিক্ষিপ্তং।

প্রচলনম্। প্রাণো যদ্বাহ্যবায়ুমাচামতি স শ্বাসঃ। যৎ কৌষ্ঠ্যং বায়ুং রেচয়তি স প্রশ্বাসঃ। অত্র অনিচ্ছত ইত্যুহ্যং পূরকরেচকয়োর্নিরাসার্থম্। এতে বিক্ষেপৈঃ সহ ভবন্তীতি বিক্ষেপ-সহভুবঃ। বিক্ষিপ্তচিত্তস্যৈতে ভবন্তীত্যর্থঃ।

(৩২) তেষাং বিক্ষেপাণাং নিষেধার্থম্ একস্মিন্ কস্মিংশ্চদভিমতে তত্ত্বে অভ্যাসঃ পুনঃ-পুনশ্চিত্তনিবেশনং কর্ত্তব্যম্। তদ্বশাৎ জাতায়ামেকাগ্রতায়াং বিক্ষেপাঃ প্রশমমুপযান্তীত্যর্থঃ।

মেকাগ্রং নাস্ত্যেব বিক্ষিপ্তম্। যদি পুনরিদং সর্ব্বতঃ প্রত্যাহৃত্য একস্মিন্ অর্থে সমাধীয়তে তদা ভবত্যেকাগ্রমিতি, অতো ন প্রত্যর্থনিয়তং। যোঽপি সদৃশপ্রত্যয়প্রবাহেণ চিত্তমেকাগ্রং মন্যতে তস্য যদ্যেকাগ্রতা প্রবাহচিত্তস্য ধর্ম্মস্তদৈকং নাস্তি প্রবাহচিত্তং ক্ষণিকত্বাৎ, অথ প্রবাহাংশস্যৈব প্রত্যয়স্য ধর্ম্মঃ স সর্ব্বঃ সদৃশপ্রত্যয়প্রবাহী বা বিসদৃশপ্রত্যয়প্রবাহী বা প্রত্যর্থনিয়তত্বাদেকাগ্র এবেতি বিক্ষিপ্ত চিত্তানুপপত্তিঃ। তস্মাদেকমনেকার্থমবস্থিতং চিত্তমিতি। যদি চ চিত্তেনৈকেনানন্বিতাঃ স্বভাবভিন্নাঃ প্রত্যয়া জায়েরন্ অথ কথমন্য-প্রত্যয়দৃষ্টস্যান্যঃ স্মর্ত্তা ভবেৎ, অন্যপ্রত্যয়োপচিতস্য চ কর্ম্মাশয়-

---

অতো বিক্ষেপপরিণামমপনীয় শক্যৈকাগ্রতাধাতুমিতি তদুপদেশপ্রবৃত্তের্নানর্থক্যমিত্যাহ—"যদি পুনঃ" ইতি। উপসংহরতি "অতো ন" ইতি। বৈনাশিকমুত্থাপয়তি "যোঽপি" ইতি। মা ভূদেকস্মিন্ ক্ষণিকে চিত্তে একাগ্রতাধানপ্রযত্নঃ, চিত্তসন্তানে ত্বনাদাবক্ষণিকে বিক্ষেপমপনীয় একাগ্রতাধাস্যত ইত্যর্থঃ। তদেতদ্ বিকল্প্য দূষয়তি "তস্য" ইতি। তস্য দর্শনে একাগ্রতা যদি প্রবাহচিত্তস্য—চিত্তসন্তানস্য বা ধর্ম্মঃ, তত্রৈকং ক্রমবত্‌সূৎপাদেষু প্রত্যয়েষ্বনুগতং নাস্তি প্রবাহচিত্তম্। কুতঃ ? যদ্ যাবদস্তি তস্য সর্ব্বস্য ক্ষণিকত্বাদ্, অক্ষণিকস্য চাসত্ত্বাদ্ ভবতাং দর্শন ইতি ভাবঃ। দ্বিতীয়ং কল্পং গৃহ্লাতি "অথ" ইতি। সাংবৃতস্য প্রবাহস্যাংশঃ প্রত্যয়ঃ পরমার্থঃ সন্, তস্য প্রত্যয়স্যৈকাগ্রতা প্রযত্নসাধ্যো ধর্ম্মঃ। দূষয়তি "স সর্ব্ব" ইতি সাংবৃতপ্রবাহাপেক্ষয়া সদৃশপ্রবাহী বা। বিসদৃশপ্রবাহী বা। অতঃ পরমার্থসত্তারূপেণ প্রত্যর্থনিয়তত্বাদ্ যদর্থাভাস উৎপন্নস্তত্র সমাপ্তত্বাদেকাগ্র এবেতি বিক্ষিপ্তচিত্তানুপপত্তিঃ, যদপনয়েনৈকাগ্রতাধীয়ত ইতি। উপসংহরতি 'তস্মাদ্' ইতি। ইতোঽপি চিত্তমেকমনেকার্থমবস্থিতং চেত্যাহ—'যদি চ" ইতি। যথাহি—মৈত্রেণাধীতস্য শাস্ত্রস্য ন চৈত্রঃ স্মর্ত্তা যথা চ মৈত্রেণোপচিতস্য পুণ্যস্য পাপস্য বা কর্ম্মাশয়স্য ফলং তদসম্বন্ধী চৈত্রো ন ভোক্তা, এবং প্রত্যয়ান্তরদৃষ্টস্য প্রত্যয়ান্তরং ন স্মরেৎ, প্রত্যয়ান্তরোপচিতস্য বা কর্ম্মাশয়স্য ফলং ন প্রত্যয়ান্তরমুপভুঞ্জীতেত্যর্থঃ। ননু নাতিপ্রসজ্যতে, কার্য্যকারণভাবে সতীতি বিশেষণাৎ। শ্রাদ্ধবৈশ্বানরীয়েষ্ট্যাদাবকর্ত্তৃমাতৃপিতৃপুত্রাদিগামিফলদর্শনাদ্, মধুররসভাবিতানাং বা আম্রবীজাদীনাং পরম্পরয়া ফলমাধুর্য্যনিয়মাদ্ ইত্যত আহ—"কথঞ্চিৎ সমাধীয়-

স্যাস্থঃ প্রত্যয় উপভোক্তা ভবেৎ। কথঞ্চিৎ সমাধীয়মানমেপ্যতৎ গোময়পায়সীয়ং ন্যায়মাক্ষিপতি। কিঞ্চ স্বাত্মানুভবাপহ্নবশ্চিত্তস্যান্যত্বে প্রাপ্নোতি, কথং, যদহমদ্রাক্ষং তৎ স্পৃশামি যচ্চ অস্প্রাক্ষং তৎ পশ্যামীতি অহমিতি প্রত্যযঃ সর্ব্বস্য প্রত্যয়স্য ভেদে সতিপ্রত্যয়িন্যভেদেনোপস্থিতঃ,একপ্রত্যয়বিষয়োঽয়মভেদাত্মা অহমিতি প্রত্যযঃ কথমত্যন্তভিন্নেষু চিত্তেষু বর্ত্তমানঃ সামান্যমেকং প্রত্যযিনমাশ্রয়েৎ ? স্বানুভব-

মানমপ্যেতদ" ইতি। অয়মভিসন্ধিঃ। কঃ খল্বেকসন্তানবর্ত্তিনাং প্রত্যয়ানাং সন্তানান্তববর্ত্তিভ্যঃ প্রত্যযেভ্যো বিশেষো যেনৈকসন্তানবর্ত্তিনা প্রত্যয়েনানুভূতস্যোপচিতস্য কর্ম্মাশযস্য বা তৎসন্তানবর্ত্ত্যেব প্রত্যযঃ স্মর্ত্তা ভোক্তা চ স্যাদ, নান্যসন্তানবর্ত্তী। নহি সন্তানো নামাস্তি বশ্চিদ্বস্তুসন্ য এনং সন্তানিনং সন্তা ন'ন্তববর্ত্তিভ্যো ভিন্দ্যাৎ। ন চ কাল্পনিকো ভেদঃ ক্রিয়াযামুপপদ্যতে। ন খলু কল্পিতাগ্নিভাবো মাণবকঃ পচতি। ন চ কায্যকাবণসম্বন্ধোঽপি বাস্তবঃ। সহভুবোঃ স'ব্যেতববিষাণয়োবিবাভাবাদ. অসহভুবোবপি প্রত্যুৎপন্নাশ্রয়ত্বাযোগাৎ। ন হ্যতীতানাগতৌ ব্যাসজ্য প্রত্যুৎপন্নং বর্ত্তিতুমর্হত.। তস্মাৎ সন্তানেন বা কায্যকাবণভাবেন বা স্বাভাবিকেনানুপহিতাঃ পবমাথসন্তঃ প্রত্যযাঃ পবস্পবাসংস্পর্শিত্বেন স্বসন্তানবর্ত্তিভ্যঃ পবসন্তানবর্ত্তিভ্যো বা প্রত্যযান্তবেভ্যো ন ভিদ্যন্তে। সোঽয়ং গোময়ং পায়সং চাঽধিকৃত্য প্রবৃত্তো ন্যাযো—"গোময়ং পায়সং গব্যত্বাদুভযসিদ্ধপায়সবদ্" ইতি। তমাক্ষিপতি—ন্যায়াভাসত্বেন ততোপ্যাবিকএ'দিতি। ন চাত্র কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমং চোদ্যং, যতশ্চিত্তমেব কর্ম্মণাং কর্ত্তৃ, তদেব তজ্জনিতাভ্যাং সুখদুঃখাভ্যাং যুজ্যতে, সুখদুঃখে চ চিতিচ্ছাযাপন্নং চিত্তং ভুঙ্‌ক্তে ইতি পুরুষে ভোগাভিমানশ্চিতিচিত্তয়োবভেদগ্রহাদিতি। স্বপ্রত্যয়ং প্রতীত্য সমুৎপন্নানাং স্বভাব এবৈষাং তাদৃশো যত্ত এব স্মবন্তি ফলং চোপভুঞ্জতে, ন ত্বন্যে। ন চ স্বভাবা নিয়োগপর্য্যনুযোগাবর্হন্তি, এবং ভবতু মৈবং ভূদিতি বা, কস্মান্নৈবমিতি বা ইতি। যং পূর্ব্বোক্তে ন পবিতুষ্যতি তং প্রত্যাহ—

"কিঞ্চ স্বাত্মে"তি উদযব্যয়ধর্ম্মাণামনুভবানামনুভবস্মৃতীনাং চ নানাত্বেঽপি তদাশ্রয়মভিন্নং চিত্তমহমিতি প্রত্যয়ঃ প্রতিসংদধানঃ কথমত্যন্তভিন্নান্ প্রত্যয়ানালম্বেৎ। ননুগ্রহণস্মবণরূপকাবণভেদাৎ পারোক্ষ্যাপরোক্ষ্যরূপবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গাদ্বা, ন প্রত্যভিজ্ঞানং নামৈকঃ প্রত্যয়ো যতঃ প্রত্যয়িনশ্চিত্তস্যৈকতা স্যাদিত্যত আহ—

গ্রাহ্যশ্চায়মভেদাত্মাহমিতি প্রত্যয়ঃ, ন চ প্রত্যক্ষস্য মাহাত্ম্যং প্রমাণান্তরেণাভিভূয়তে, প্রমাণান্তরঞ্চ প্রত্যক্ষবলেনৈব ব্যবহারং লভতে, তস্মাদেকমনেকার্থমবস্থিতঞ্চ চিত্তম্ ॥ ৩২ ॥

যস্যেদং শাস্ত্রেণ পরিকর্ম্ম নির্দ্দিশ্যতে তৎকথম্।

"স্বানুভবে"তি। নন্বু কারণভেদবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গাবত্র বাধকাবুক্তাবিত্যত আহ—"ন চ প্রত্যক্ষস্য"ইতি। প্রত্যক্ষানুসারত এব সামগ্র্যভেদঃ। পারোক্ষ্যাপরোক্ষ্য-ধর্ম্মাবিরুদ্ধশ্চোপপাদিতো ন্যায়কণিকায়াম্। অক্ষণিকস্য চার্থক্রিয়া ন্যায়-কণিকাব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষাভ্যামুপপাদিতেতি সর্ব্বমবদাতম্ ॥ ৩২ ॥

অপরিকর্মিতমনসোঽসূয়াদিমতঃ সমাধিতদুপায়সম্পত্ত্যনুৎপাদাচ্চিত্তপ্রসাদনো-পায়ান্ অসূয়াদিবিরোধিনঃ প্রতিপাদয়িতুমুপক্রমতে "যস্যেদম্" ইতি। যস্য চিত্তস্যাবস্থিতস্যেদং পরিকর্ম্মেত্যর্থঃ। "মৈত্রীকরুণেত্যাদি, প্রসাদনমিত্যন্তং সূত্রম্"।

তাৎপর্য্যার্থ। এ সকল দোষ নিবারণের জন্য একতত্ত্ব অভ্যাস; অর্থাৎ বিক্ষেপও তদুপদ্রব দুঃখাদি নিবারণের জন্য কোন এক অভিমত তত্ত্ব (যে কোন মনোরম আকৃতি বা প্রীতিজনক বস্তু) ধ্যান করিবে। ধ্যানের সময় মন যেন অন্যদিকে না যায়; সেই ধ্যেয়বস্তুতেই যেন স্থির থাকে। যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন, তিনি ঈশ্বরধ্যান করিবেন। যিনি রামমূর্ত্তি ভালবাসেন, তিনি রামমূর্ত্তি চিন্তা করিবেন। যতক্ষণ না ও যতদিন না তুমি স্বীয় ইষ্টদেবতায় একতান বা অনন্যচিত্ত হইতে পার, ততক্ষণ ও ততদিন বার বার বহুবার ধ্যান করিবে। যখন ধ্যান করিবে না, সাংসারিক কার্য্য করিবে, তখনও তুমি স্বকৃত কায়িক বাচিক মানসিক—সমুদায় কার্য্যই সেই পরমগুরুর ও ইষ্টদেবের প্রতি অর্পণ করিবে। এইরূপ করার নাম 'একতত্ত্বাভ্যাস'। এই একতত্ত্বাভ্যাসের দ্বারা তোমার চিত্তে একাগ্রশক্তি প্রাদুর্ভূত হইবে। ধ্যেয়বস্তুর সহিত চিত্তের অবিচ্ছিন্নসংযোগ উৎপন্ন হইবে। চিত্ত যদি পরমেশ্বরে কি অন্য কোন অভিমত তত্ত্বে তন্ময় হইয়া যায়, তাহা হইলে আর বিক্ষেপ, কি বিক্ষেপের উপদ্রব দুঃখাদি, কিছুই থাকিবে না। এতদ্ভিন্ন আরও এক উপায় আছে। যথা—

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্য-
বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যম্—তত্র সর্ব্বপ্রাণিষু সুখসম্ভোগাপন্নেষু মৈত্রীং ভাবয়েৎ, দুঃখিতেষু করুণাং, পুণ্যাত্মকেষু মুদিতাং, অপুণ্যাত্মকেষু উপেক্ষাম। এবমস্য ভাবয়তঃ শুক্লো ধর্ম্ম উপজায়তে, ততশ্চ চিত্তং প্রসীদতি প্রসন্নমেকাগ্রং স্থিতিপদং লভতে ॥ ৩৩ ॥

টীকা। সুখিতেষু মৈত্রীং—সৌহার্দ্দং ভাবয়ত ঈর্ষ্যা কালুষ্যং নিবর্ত্ততে চিত্তস্য, দুঃখিতেষু চ করুণাম—আত্মনীব পরস্মিন্ দুঃখপ্রহাণেচ্ছাং ভাবয়তঃ পরাপকারচিকীর্ষাকালুষ্যং চেতসো নিবর্ত্ততে। পুণ্যশীলেষু প্রাণিষু মুদিতাং—হর্ষং ভাবয়তোঽসূয়াকালুষ্যং নিবর্ত্ততে চেতসঃ। অপুণ্যশীলেষু চোপেক্ষাং—মাধ্যস্থ্যং ভাবয়তোঽমর্ষকালুষ্যং নিবর্ত্ততে। ততশ্চাস্য রাজসতামসধর্ম্মনিবৃত্তৌ সাত্ত্বিকঃ শুক্লো ধর্ম্ম উপজায়তে—সত্ত্বোৎকর্ষসম্পন্নঃ সম্ভবতি। বৃত্তিনিরোধপক্ষে তস্য প্রসাদস্বাভাব্যাচ্চিত্তং প্রসীদতি। প্রসন্নং চ বক্ষ্যমাণেভ্য উপায়েভ্য একাগ্রং স্থিতিপদং লভতে। অসত্যাং পুনর্মৈত্র্যাদিভাবনায়াং ন তে উপায়াঃ স্থিতৌ কল্পন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ তানিদানীং স্থিত্যুপায়ানাহ—"প্রচ্ছর্দন-বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।"

তাৎপর্য্যার্থ। সুখ, দুঃখ, পুণ্য ও পাপ বিষয়ে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা করিবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারাও চিত্ত প্রসন্ন হয়।

তাৎপর্য্য এই যে, একাগ্রতা শিক্ষার পূর্ব্বে, প্রথমে চিত্ত পরিষ্কার করিতে হইবে। অপরিষ্কৃত বা মলিন চিত্ত সূক্ষ্মবস্তুগ্রহণে অসমর্থ হইয়া বিক্ষিপ্ত হয়, স্থির বা সমাহিত হয় না। স্বচ্ছস্বভাব 'কাচ' যদি 'মলিন' থাকে, তবে তদ্দ্বারা প্রতিবিম্ব-পাতন কার্য্য সাধিত হয় না। আকর্ষণক্ষম চুম্বক যদি মলদিগ্ধ থাকে, তাহা হইলে সেও আপন ক্ষমতায় বঞ্চিত থাকে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি,

(৩৩) সুখিতেষু সাধ্বেষাং সুখিত্বমিতি মৈত্রীম, দুঃখিতেষু কথম্ নামৈষাং দুঃখবিমুক্তিরিতি করুণাং, পুণ্যবৎসু পুণ্যানুমোদনেন মুদিতাং হর্ষম্, অপুণ্যবৎসু চ উপেক্ষাং মাধ্যস্থ্যবৃত্তিম্ ঔদাসীন্যং বা ভাবয়েৎ। এবং ভাবনয়া চিত্তস্য প্রসাদনং মলাপনয়নং ভবতি। ততশ্চ সমাধিরাবির্ভবতীতি সূত্রতাৎপর্য্যম্।

চিত্তও মলিন থাকিলে সূক্ষ্মবস্তুগ্রহণে ও স্থৈর্য্যে অক্ষম হয়। যদি বল, চিত্তের আবার মলিনতা কি? ইহাতে যোগীরা বলেন, চিত্তের মলা কাচের মলার ন্যায় নহে। রজস্তমোজন্য ঈর্ষা ও দ্বেষ প্রভৃতিই চিত্তের মলা। সে সকল মল উন্মার্জ্জিত না হইলে চিত্ত স্থিতিপ্রবাহযোগ্য ও প্রকাশময় হয় না। সেইজন্যই অগ্রে নিম্নলিখিত উপায়ে চিত্তের পরিকর্ম্ম অর্থাৎ মলাপনয়ন করিতে হয়, পশ্চাৎ সমাধি অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইতে হয়। পরের সুখ, পরের দুঃখ, পরের পুণ্য ও পরের পাপ দেখিলে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা করিবে। পরের সুখ দেখিলে সুখী হইও, ঈর্ষা করিও না। পরের সুখে সুখী হইতে অভ্যাস করিলে তোমার ঈর্ষামল বিদূরিত হইবে। তুমি যেমন সর্ব্বদা আত্মদুঃখনিবারণের ইচ্ছা কর, পরের দুঃখ দেখিলেও ঠিক্ সেইরূপ ইচ্ছা করিও। পরের দুঃখে দুঃখী হইতে শিখিলে তোমার চিত্তে বিদ্বেষ-মল থাকিবে না, পরাপকার-চিকীর্ষাও থাকিবে না। আপনার পুণ্যে বা আপনার শুভানুষ্ঠানে যেমন হৃষ্ট হও, পরের পুণ্যে ও পরের শুভানুষ্ঠানেও সেইরূপ হৃষ্ট হইও। পরপুণ্যে হৃষ্ট হইতে শিখিলে তোমার মনের অসূয়ামল বিদূরিত হইবে। পরের পাপে বিদ্বেষ করিও না, ঘৃণাও করিও না, ভাল মন্দ কিছুই আন্দোলন করিও না। সর্ব্বতোভাবে উদাসীন থাকিও। ঐরূপ থাকিলে তোমার চিত্তের অমর্ষ-মল নিবারিত হইবে। সুখিতের প্রতি মৈত্রী, দুঃখিতের প্রতি করুণা, পুণ্যবানের প্রতি মুদিতা বা প্রেম, পাপীর প্রতি উপেক্ষা অর্থাৎ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিবে। প্রত্যেক রাজস ও তামস বৃত্তির বিরুদ্ধে সাত্ত্বিকবৃত্তি সকল উদিত করিবে। করিতে করিতে তোমার চিত্ত অল্পে অল্পে নির্ম্মল হইয়া উত্তমরূপ একাগ্রশক্তিসম্পন্ন হইবে।

চিত্ত নির্ম্মল হইলে, একাগ্রযোগ্য হইলে, তাহাকে স্থির বা একতান করিবার অন্য এক সুগম উপায় আছে। কি? তাহা বলা যাইতেছে।—

প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য ॥৩৪॥

---

(৩৪) প্রচ্ছর্দ্দনং নাম নাসাপুটাভ্যাং কৌষ্ঠ্যস্য বায়োঃ শাস্ত্রোক্তরীত্যা বহির্নিঃসারণম্। বিধারণং নাম প্রাণস্য শাস্ত্রোক্তবিধানেন গতিবিচ্ছেদকরণম্। তাভ্যাং চিত্তমেকত্র লক্ষ্যে স্থিতিং লভত ইতি যোজ্যম্। বা শব্দোঽত্র বক্ষ্যমাণোপায়ান্তরাপেক্ষয়া বিকল্পার্থঃ। রেচক পূরক কুম্ভক-ভেদেন ত্রিবিধঃ প্রাণায়ামঃ। স চ চিত্তস্যৈকাগ্রতাং নিবধ্নাতি। অত্রায়মভিসন্ধিঃ—সর্ব্বাসামিন্দ্রিয়বৃত্তীনাং প্রাণবৃত্তিপূর্ব্বকত্বাৎ মনঃপ্রাণয়োশ্চ স্বব্যাপারে তুল্যযোগক্ষেমত্বাৎ নিরুদ্ধপ্রাণঃ সমস্তেন্দ্রিয়বৃত্তিনিরোধদ্বারেণ চিত্তস্যৈকাগ্রতায়াং প্রভবতীতি দিক্।

ভাষ্যম্—কৌষ্ঠ্যস্য বায়োর্নাসিকাপুটাভ্যাং প্রযত্নবিশেষাৎ বমনং প্রচ্ছর্দনম্,বিধারণং প্রাণায়ামঃ, তাভ্যাং বা মনসঃ স্থিতিং সম্পাদয়েৎ ॥ ৩৪

টীকা। বাশব্দো বক্ষ্যমাণোপায়ান্তরাপেক্ষো বিকল্পার্থো ন মৈত্র্যাদিভাবনাপেক্ষয়া। তয়া সহ সমুচ্চয়াৎ। প্রচ্ছর্দনং বিবৃণোতি "কৌষ্ঠ্যস্য" ইতি। 'প্রযত্নবিশেষাদ্—যোগশাস্ত্রোক্তাৎ। যেন কোষ্ঠ্যো বায়ুর্নাসিকাপুটাভ্যাং শনৈ বেচ্যতে। বিধারণং বিবৃণোতি "বিধারণং প্রাণায়াম' ইতি। বেচিতস্য প্রাণস্য কোষ্ঠস্য বায়োর্যদায়ামো—বহিরেব স্থাপনং ন তু সহসা প্রবেশনম্। তদেতাভ্যাং প্রচ্ছর্দনবিধাবণাভ্যাং বায়োর্লঘুকৃতশবীবস্য মনঃ স্থিতিপদং লভতে। অত্র চোক্তবসূত্রগতাৎ স্থিতিনিবন্ধনীতিপদাৎ স্থিতিগ্রহণমাকৃষ্য সংপাদয়েদিত্যর্থপ্রাপ্তেন সম্বন্ধনীয়ম্ ॥ ৩৪ ॥ স্থিত্যুপায়ান্তরমাহ—"বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী।"

তাৎপর্য্য। বায়ুব প্রচ্ছর্দ্দন (আকর্ষণপূর্ব্বক বমন বা পবিত্যাগ) ও বিধাবণ (আকৃষ্যমাণ বায়ুকে যথোক্তবিধানে ধাবণ)—এই দুই প্রক্রিয়াব দ্বাবাও চিত্তকে স্থির বা একতান করা যায়। প্রথমে শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অবলম্বন কবিয়া গুরূপদেশক্রমে নাসিকাব দ্বারা অমৃতময় বাহ্যবায়ু আকর্ষণ কবিবে। পবিমিতরূপে ও যোগশাস্ত্রোক্ত বিধানে তাহা ধারণ কবিবে। অনন্তর তাহা ধীবে ধীবে ও শাস্ত্রানুযায়ী নিয়মে ত্যাগ করিবে। এই প্রক্রিয়াকে "প্রাণায়াম বলে। প্রাণ+আ+যম্=প্রাণকে সম্যক্ সংযত অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ নিবোধ কবণ। প্রাণ যদি ইচ্ছাধীন হয়, তাহা হইলে চিত্তকে সহজে অনাকুল অর্থাৎ স্থিব কবা যায়। কেন না, যে কোন ইন্দ্রিয়কার্য্য - সমস্তই প্রাণ-গতিব অধীন। প্রাণই শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ গতি অবলম্বন করিয়া সমুদয় দেহযন্ত্র পরিচালিত কবিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়কে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে উন্মুখ করিয়া দিতেছে। খাদ্য-দ্রব্যকে রক্তাদি আকারে পরিণত করিয়া প্রত্যেক অঙ্গে অর্পণ করিতেছে এবং তৎক্রমে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ও প্রত্যেক দেহযন্ত্রের স্বাস্থ্য, বল ও স্বভাব রক্ষা করিতেছে। প্রাণই ইন্দ্রিয়চক্রের, নাড়ীচক্রের ও মনের পরিচালক এবং প্রাণই মনশ্চাঞ্চল্যের প্রধান কারণ। প্রাণের চলনে মনের চলন,—প্রাণের নিরোধে মনের নিরোধ,—প্রাণের স্থিরতায় মনের স্থিরতা হয়। ঘড়ীর প্যান্ডুলমের ন্যায় প্রাণ এদিক্ ওদিক্ করিতেছে বলিয়াই, কাঁটার ন্যায় মন এদিক্ ওদিক্ করিতেছে। প্যান্-

ডুলম্-স্থানীয প্রাণ যদি না চলে, স্থিব হয, তাহা হইলে কাঁটা-স্থানীয় মনও স্থির হয়। যেমন প্যানডুলমের গতি সদোষ হইলে কাঁটার গতিও সদোষ হয়, তেমনি, প্রাণ গতির দোষেই মনের গতি সদোষ হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও মোহ প্রভৃতি যে কিছু মনোদোষ, যে কিছু বিক্ষেপ, সমস্তই প্রাণ-গতিব দোষে উৎপন্ন হয়। প্রাণ-গতি যদি নিরুদ্ধ হয় ত মনোদোষ ও নিবাবিত হয। প্রাণ যদি স্থির হয় ত মনও নিরুত্থান হয়। এই গূঢ় রহস্যটী জ্ঞাত হইয়া যোগীবা মনোদোষ নিবারণেব জন্য, তাহার বিক্ষেপ বিনাশের জন্য, পাপক্ষযেব জন্য, প্রাণাযামেব উপদেশ কবিয়াছেন। এই প্রাণায়াম যদি সুসিদ্ধ হয, আয়ত্ত হয, তাহা হইলে মনেব যে কিছু বিক্ষেপ, সমস্তই বিদূরিত হয। নির্দোষ ও নির্ব্বিক্ষেপ চিত্ত তখন আপনা হইতেই সুপ্রসন্ন, সুপ্রকাশ, স্বচ্ছস্থিতিপ্রবাহযোগ্য বা একাগ্রযোগ্য হইযা পড়ে।

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্যম্--নাসিকাগ্রে ধারয়তোঽস্য যা দিব্যগন্ধসংবিৎ সা গন্ধ-প্রবৃত্তিঃ, জিহ্বাগ্রে দিব্যরসসংবিৎ, তালুনি রূপসংবিৎ, জিহ্বামধ্যে স্পর্শসংবিৎ, জিহ্বামূলে শব্দসংবিৎ. ইত্যেতাঃ প্রবৃত্তয়ঃ উৎপন্নাশ্চিত্তং স্থিতৌ নিবধ্নন্তি, সংশয়ং বিধমন্তি, সমাধিপ্রজ্ঞায়াঞ্চ দ্বারীভবন্তীতি। এতেন চন্দ্রাদিত্যগ্রহমণিপ্রদীপরত্নাদিষু প্রবৃত্তিরুৎপন্না বিষয়বত্যেব

টীকা। ব্যাচষ্টে "নাসিকাগ্রে ধারয়ত" ইতি ধারণাধ্যানসমাধীন্ কুর্ব্বতস্তজ্জয়াদ্ যা দিব্যগন্ধসংবিৎ তৎসাক্ষাৎকারঃ। এবমন্যাস্বপি প্রবৃত্তিষু যোজ্যম্। এতচ্চাগমাৎ প্রত্যেতব্যং, নোপপত্তিতঃ। স্যাদেতৎ। কিমেতাদৃগ্ভির্বৃত্তিভিঃ কৈবল্যং প্রত্যনুপযোগিনীভিরিত্যত আহ—"এতা" ইতি। এতা বৃত্তয়োঽল্পেনৈব কালেনোৎপন্নাশ্চিত্তমীশ্বরবিষয়ায়াং বা বিবেকখ্যাতিবিষয়ায়াং বা স্থিতৌ নিবধ্নন্তি। নন্বন্যবিষয়া বৃত্তিঃ কথমন্যত্র স্থিতিং নিবধ্নাতীত্যত আহ— "সংশয়ং বিধমন্তি" ইতি। বিধমন্তি—অপসারয়ন্তি। অত এব "সমাধিপ্রজ্ঞায়াম্"

(৩৫) বিষয়া গন্ধাদয়ঃ। তে ফলত্বেন বিদ্যন্তে যস্যাং সা তথোক্তা। প্রবৃত্তিঃ প্রকৃষ্টা বৃত্তিঃ সাক্ষাৎকাররূপা প্রজ্ঞা ইত্যর্থঃ। সা উৎপন্না সতী মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী চিত্তস্য স্থৈর্য্যহেতুর্ভবতি। নাসাগ্রাদৌ চিত্তং ধারয়তো দিব্যগন্ধাদিসাক্ষাৎকারো ভবতি। ততশ্চ যোগফলে বিশ্বাসঃ সমুৎপদ্যতে। তস্মাচ্চ চিত্তমনাকুলং সমাধীয়ত ইতি ভাবঃ।

বেদিতব্যা। যদ্যপি হি তত্তচ্ছাস্ত্রানুমানাচার্য্যোপদেশৈরবগতমর্থতত্ত্বং সদ্ভূতমেব ভবতি এতেষাং যথাভূতার্থপ্রতিপাদনসামর্থ্যাৎ তথাপি যাবদেকদেশোঽপি কশ্চিন্ন স্বকরণসংবেদ্যো ভবতি তাবৎ সর্ব্বং পরোক্ষমিব অপবর্গাদিষু সূক্ষ্মেষ্বর্থেষু ন দৃঢ়াং বুদ্ধিমুৎপাদয়তি।. তস্মাচ্ছাস্ত্রানুমানাচার্য্যোপদেশোপোদ্বলনার্থমেবাবশ্যং কশ্চিদ্বিশেষঃ প্রত্যক্ষীকর্ত্তব্যঃ। তত্র তদুপদিষ্টার্থৈকদেশপ্রত্যক্ষত্বে সতি সর্ব্বং সুসূক্ষ্মবিষয়মপি আ অপবর্গাৎ সুশ্রদ্ধীয়তে এতদর্থমেব ইদং চিত্তপরিকর্ম্ম. নির্দিশ্যতে। অনিয়তাসু বৃত্তিষু তদ্বিষয়ায়াং বশীকারসংজ্ঞায়ামুপজাতায়াং সমর্থং স্যাৎ তস্যতস্যার্থস্য প্রত্যক্ষীকরণায়েতি, তথাচ সতি শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধয়োঽস্যাপ্রতিবন্ধেন ভবিষ্যন্তীতি ॥৩৫॥

ইতি। বৃত্ত্যন্তবাণামপ্যাগমসিদ্ধানাং বিষযবত্ত্বমতিদিশতি "এতেন" ইতি নন্বাগমাদিভিবরগতেঽর্থেষু কুতঃ সংশয় ইত্যত আহ—"যদ্যপি হি ইতি। শ্রদ্ধামূলো হি যোগঃ, উপদিষ্টার্থৈকদেশপ্রত্যক্ষীকবণে চ শ্রদ্ধাতিশযো জাযতে তন্মূলাশ্চ ধ্যানাদয়োঽস্যাপ্রত্যূহং ভবন্তীত্যর্থঃ ॥৩৫॥ "বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী'।

তাৎপর্য্য। বিষয়বতী প্রবৃত্তি অর্থাৎ দিব্যগন্ধাদিসাক্ষাৎকাররূপা প্রজ্ঞা জন্মিলেও মন স্থিব হয। অভিপ্রায় এই যে, চিত্ত উল্লিখিত উপাযে নির্ম্মল হইলে, স্থিরস্বভাব প্রাপ্ত হইলে, তখন তাহাকে যথেচ্ছ নিয়োগ কবা যায, যথা ইচ্ছা তথায় স্থাপন পূর্ব্বক তন্ময় কবা যায়। নির্ম্মল চিত্তকে যখন যাহাতে স্থাপিত করিবে, তখন তাহাতেই সে স্থিব হইবে, তন্ময় হইবে। তদ্বস্তুব সমুদায় স্বরূপ ও অন্তস্তত্ত্ব সাক্ষাৎকৃত হইবে, কোন অংশই আবৃত থাকিবে না। যদি চন্দ্রে স্থাপন কর, তাহা হইলে চন্দ্রেই তন্ময় হইবে ও চন্দ্রতত্ত্ব সাক্ষাৎকৃত হইবে। যদি সূর্য্যে ধারণ কব ত সূর্য্যতত্ত্বও প্রত্যক্ষ হইবে। ইহারই নাম দিব্য-জ্ঞান, ইহারই নাম যোগজ-প্রজ্ঞা। প্রথম-যোগীরা প্রথমে দেহের প্রতি মনোনিবেশ করেন। দৈহিক অঙ্গবিশেষে মনঃসংযম করিয়া তাঁহারা অনেক আশ্চর্য্য তত্ত্ব প্রত্যক্ষ (মানস-প্রত্যক্ষ) করিয়া থাকেন। নাসাগ্রে চিত্তসংযম করিয়া তাঁহারা দিব্য গন্ধ প্রত্যক্ষ কবেন। জিহ্বাগ্রে চিত্তসংযম করিলে দিব্যরসবিজ্ঞান জন্মে। তালগ্রে দিব্যরূপ, জিহ্বামধ্যে

দিব্যস্পর্শ, জিহ্বামূলে দিব্যশব্দ অনুভূত হয়। অধিক কি, তাঁহারা যে কোন স্থূল বিষয়ে চিত্তসংযম করেন, সেই বিষয়েই তাঁহাদের দিব্যজ্ঞান বা উৎকৃষ্ট প্রজ্ঞা উপস্থিত হয়। ইহা দেখিয়া যোগের প্রতি ও যোগফলের প্রতি তাঁহাদের দিন দিন শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস বাড়িতে থাকে। তদ্বলে তাঁহাদের চিত্তের একাগ্রতাও দিন দিন বাড়িতে থাকে। ক্রমে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম বিষয়ে একাগ্র হইবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্যম্—প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনীত্যনুবর্ত্ততে। হৃদয়-পুণ্ডরীকে ধারয়তো যা বুদ্ধিসংবিৎ, বুদ্ধিসত্ত্বং হি ভাস্বরমাকাশকল্পং, তত্র স্থিতিবৈশারদ্যাৎ প্রবৃত্তিঃ সূর্য্যেন্দুগ্রহমণিপ্রভারূপাকারেণ

টীকা। বিগতশোকা—দুঃখরহিতা জ্যোতিষ্মতী—জ্যোতিরস্যা অস্তীতি জ্যোতিষ্মতী প্রকাশরূপা। "হৃদয়পুণ্ডরীক" ইতি। উদরোরসোর্মধ্যে যৎপদ্মম্ অধোমুখং তিষ্ঠতি অষ্টদলং রেচকপ্রাণায়ামেন তদূর্দ্ধমুখং কৃত্বা তত্র চিত্তং ধারয়েৎ। তন্মধ্যে সূর্য্যমণ্ডলমকারো জাগরিতস্থানম্। তস্যোপরি চন্দ্রমণ্ডল-মুকারঃ স্বপ্নস্থানম্। তস্যোপরি বহ্নিমণ্ডলং মকারঃ সুষুপ্তিস্থানম্। যস্যোপরি পরং ব্যোমাত্মকং ব্রহ্মনাদং তুরীয়স্থানমর্দ্ধমাত্রমুদাহরন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ। তত্র—কর্ণিকায়ামূর্দ্ধমুখী সূর্য্যাদিমণ্ডলমধ্যগা ব্রহ্মনাড়ী, ততোঽপ্যূর্দ্ধং প্রবৃত্তা সুষুম্না-নামনাড়ী, তয়া খলু বাহ্যান্যপি সূর্য্যাদীনি মণ্ডলানি প্রোতানি। সা হি চিত্তস্থানং তস্যাং ধারয়তো যোগিনশ্চিত্তসংবিদুপজায়তে। উপপত্তিপূর্ব্বকং বুদ্ধিসংবিদ্ আকারমাদর্শয়তি "বুদ্ধিসত্ত্বং হি" ইতি। আকাশকল্পমিতি ব্যাপিতামাহ, সূর্য্যাদীনাং প্রভাস্তাসাং রূপং তদাকারেণ বিকল্পতে—নানারূপা ভবতি। মনশ্চাত্র বুদ্ধিরভিমতং, ন তু মহত্তত্ত্বম্। তস্য চ সুষুম্নাস্থস্য

(৩৬) প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনীত্যনুবর্ত্ততে। জ্যোতিঃ সাত্ত্বিকঃ প্রকাশঃ স প্রশস্তো ভূয়ানতিশয়বাংশ্চ বিদ্যতে যস্যাং প্রবৃত্ত্যাং সা সংবিদিত্যর্থঃ। সা চ বিশোকা সুখময়-সত্ত্বসাক্ষাৎকারাৎ বিগতঃ শোকো রজঃপরিণামো যস্যাঃ সা তথাবিধা। অয়মত্রাভিসন্ধিঃ—হৃৎপদ্মসম্পুটমধ্যে প্রশান্তকল্লোলক্ষীরোদার্ণবপ্রখ্যং বুদ্ধিসত্ত্বং ভাবয়তঃ প্রজ্ঞালোকপ্রাদুর্ভাবাৎ সর্ব্বপ্রবৃত্তিক্ষয়ে চেতসঃ স্থৈর্য্যমুৎপদ্যত ইতি যোগফলে যোগিনাং বিশ্বাসঃ সমুপজায়তে।

বিকল্পতে, তথাস্মিতায়াং সমাপন্নং চিত্তং নিস্তরঙ্গমহোদধিকল্পং শান্তমনন্তমস্মিতামাত্রং ভবতি, যত্রেদমুক্তম্ "তমণুমাত্রমাত্মানমনুবিদ্যাস্মীত্যেবং তাবৎ সম্প্রজানীতে" ইতি। এষা দ্বয়ী বিশোকা বিষয়বতী অস্মিতামাত্রা চ প্রবৃত্তির্জ্যোতিষ্মতীত্যুচ্যতে, যয়া যোগিনশ্চিত্তং স্থিতিপদং লভতে ইতি ॥৩৬॥

বৈকারিকাহঙ্কারজন্মনঃ সত্ত্ববহুলতয়া জ্যোতীরূপতা বিবক্ষিতা, তৎতদ্বিষয়গোচরতয়া চ ব্যাপিত্বমপি সিদ্ধম্। অস্মিতাকার্য্যে মনসি সমাপত্তিং দর্শয়িত্বাস্মিতাসমাপত্তেঃ স্বরূপমাহ—"তথাস্মিতায়াম্" ইতি। শান্তম্—অপগতরজস্তমস্তরঙ্গম্, অনন্তং—ব্যাপি, অস্মিতামাত্রং ন পুনর্নানাপ্রভারূপম্। আগমান্তরেণ স্বমতং সমীকরোতি "যত্র" ইতি যত্রেদমুক্তং পঞ্চশিখেন, তমণুং দুরধিগমত্বাদ, আত্মানম্—অহঙ্কারাস্পদং, অনুবিদ্য—অনুচিন্ত্য অস্মীত্যেবং তাবজ্জানীত ইতি। স্যাদেতৎ। নানাপ্রভারূপা ভবতু জ্যোতিষ্মতী, কথমস্মিতামাত্ররূপা জ্যোতিষ্মতীত্যত আহ—"এষা দ্বয়ী" ইতি। বিধুতরজস্তমোমলাস্মিতৈব সত্ত্বময়ী জ্যোতিরিতিভাবঃ। দ্বিবিধায়া অপি জ্যোতিষ্মত্যাঃ ফলমাহ—"যথা" ইতি ॥ ৩৬ ॥ "বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্"।

তাৎপর্য্যার্থ। উদরকন্দরের উর্দ্ধে, হৃৎপিঞ্জরের মধ্যে, অন্তঃসুষির ও অপৃপাকার একখণ্ড মাংস আছে, তাহা প্রায় পদ্মাকার বলিয়া হৃৎপদ্ম নামে বিখ্যাত। এই হৃৎপদ্ম রেচক প্রাণায়াম দ্বারা উর্দ্ধমুখ (অথবা উর্দ্ধমুখ ভাবনা) করিয়া তদন্তরালে চিত্ত ধারণ করিলে একপ্রকার জ্যোতিঃ বা আলোক অনুভূত হয়। সে জ্যোতির বা আলোকের তুলনা নাই। তাহা নিস্তরঙ্গ ও নিষ্কল্লোল ক্ষীরোদ সমুদ্রের ন্যায় প্রশান্ত ও মনোরম। নির্ম্মল ও সুশুভ্র। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে সূর্য্যপ্রভা, চন্দ্রপ্রভা, মণিপ্রভা এবং অন্যান্য শত শত বিচিত্র প্রভা প্রস্ফুরিত হইতে দেখা যায়। এ আলোক বা এ জ্যোতিঃ মনোগোচর হইলে আর কোন শোকই থাকে না। সেই জন্যই এ আলোক "বিশোক" নামে খ্যাত। এই বিশোক-জ্যোতির অন্য নাম বুদ্ধিসত্ত্ব ও চৈতন্যপ্রদীপ্ত অস্মিতা (সাত্ত্বিক অহঙ্কার)। চিত্ত হৃৎপদ্মসম্পুটমধ্যস্থ বুদ্ধিসত্ত্বধ্যানে নিমগ্ন হইলে, তন্ময় হইলে, শীঘ্রই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বা উৎকৃষ্টতম যোগ জন্মে।

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্যম্—বীতরাগচিত্তালম্বনোপরক্তং বা যোগিনশ্চিত্তং স্থিতি-পদং লভতে ইতি ॥ ৩৭ ॥

টীকা। বীতরাগাঃ—কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রভৃতয়স্তেষাং চিত্তং তদেবালম্বনং তেনোপরক্তমিতি ॥ ৩৭ ॥ "স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা"।

তাৎপর্য্যার্থ। মহাত্মাদিগের বৈরাগ্যযুক্ত অন্তঃকরণ ধ্যান করিলে কখন কখন তাহাও চিত্তস্থৈর্য্যের হেতু হয়।

জিহ্বামূল, জিহ্বাগ্র, তাল্বগ্র, হৃৎপদ্ম, তৎকর্ণিকাগত নাড়ীচক্র ও তদন্তরালস্থ বুদ্ধিসত্ত্ব,—এই সকল স্থানে চিত্তসংযম করা যেমন একাগ্রতাসিদ্ধির উৎকৃষ্ট উপায়, তেমনি, অন্য এক উৎকৃষ্ট উপায় আছে। কি? বীতরাগীর চিত্তে চিত্তার্পণ। সিদ্ধপুরুষের চিত্তে চিত্তসংযোগ করিলেও একাগ্রতা জন্মিতে পারে।

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্যম্—স্বপ্নজ্ঞানালম্বনং নিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা তদাকারং যোগিনশ্চিত্তং স্থিতিপদং লভতে ইতি ॥ ৩৮ ॥

টীকা। যদা খল্বয়ং স্বপ্নে বিবিক্তবনসন্নিবেশবর্ত্তিনীম্, উৎকীর্ণামিব চন্দ্রমণ্ডলাৎ, কোমলমৃণালশকলানুকারিভিরঙ্গপ্রত্যঙ্গৈরুপেতাম্, অভিজাতচন্দ্রকান্তমণিময়ীম্, অতিসুরভিমালতীমল্লিকামালাহারিণীং, মনোহরাং, ভগবতো মহেশ্বরস্য প্রতিমামারাধয়ন্নেব প্রবুদ্ধঃ প্রসন্নমনাস্তদা তামেব স্বপ্নজ্ঞানাবলম্বনীভূতামনুচিন্তয়তস্তস্য তদেকাকারমনসস্তত্রৈব চিত্তং স্থিতিপদং লভতে। নিদ্রা চেহ সাত্ত্বিকী গ্রহীতব্যা, যস্যাঃ প্রবুদ্ধস্য—সুখমহমস্বাপ্সমিতি প্রত্যবমর্শো ভবতি, একাগ্রং হি তস্যাং মনো ভবতি। তাবন্মাত্রেণ চোক্তম্ এতদেব ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মণো রূপমুদাহরন্তি সুষুপ্তাবস্থেতি। জ্ঞানং চ জ্ঞেয়রহিতং ন শক্যং গোচরয়িতুমিতি জ্ঞেয়মপি গোচরীক্রিয়তে ॥ ৩৮ ॥ "যথাভিমতধ্যানাদ্বা।"

(৩৭) বীতরাগাঃ পরিত্যক্তবিষয়াভিলাষাঃ ব্যাসশুকাদয়ঃ যেষাং যচ্চিত্তং তদেব বিষয়ঃ আলম্বনং যস্য তত্তথোক্তং চিত্তং মনসঃ স্থিতিমুৎপাদয়িষ্যতি। ব্যাসশুকাদীনাং চিত্তে ধার্য্যমাণং চিত্তং স্থিতিপদং লভত ইত্যর্থঃ।

(৩৮) স্বপ্নশব্দঃ সুষুপ্তিপরঃ। জ্ঞানশব্দো জ্ঞেয়পরঃ। নিদ্রাজ্ঞানমালম্বনমপি চিত্তং

তাৎপর্য্যার্থ। স্বপ্ন অর্থাৎ সুষুপ্তি। নিদ্রা অর্থাৎ স্বপ্নদর্শন। সুষুপ্তি কালের সুখ ও স্বপ্নদৃষ্ট মনোরম মূর্ত্তি ধ্যান করিলেও চিত্তস্থৈর্য্য হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, মনোরম স্বপ্ন দর্শনের ও সুখনিদ্রার পর সেই সেই স্বপ্নদৃষ্ট মনোরম বস্তুতে ও সেই সেই সৌসুপ্ত-সুখে মনোনিবেশ করিবে। স্বপ্নে যদি কোন মনোহর দেবমূর্ত্তি বা ইষ্টমূর্ত্তি সন্দর্শন কর, তবে, জাগিবামাত্র সেই স্বপ্নদৃষ্ট মনোরম মূর্ত্তিতে চিত্তার্পণ করিবে। স্বপ্নে যদি কখন নির্ম্মল সুখানুভব হয়, তবে জাগিবামাত্র তাহাতে চিত্ত সমর্পণ করিবে। অর্থাৎ সেই সেই মূর্ত্তি ও সেই সেই সুখ, তন্মনা হইয়া ধ্যান করিবে। করিতে করিতে ক্রমেই তোমার চিত্তে দৃঢ় একাগ্রশক্তি প্রাদুর্ভূত হইবে।

যথাভিমতধ্যানাদ্বা ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্যম্—যদেবাভিমতং তদেব ধ্যায়েৎ, তত্র লব্ধস্থিতিকমন্যত্রাপি স্থিতিপদং লভতে ইতি ॥ ৩৯ ॥

টীকা। কিং বহুনা যদেবাভিমতং তৎতদ্দেবতারূপমিতি ॥ ৩৯ ॥ কথং পুনঃ স্থিতিপদমাত্মাভাবোবগন্তব্য ইত্যত আহ—“পরমাণুপরমমহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ’।

তাৎপর্য্যার্থ। ফলতঃ, যে কোন মনোজ্ঞ বস্তু, যাহা মনে হইলে তোমার মন প্রফুল্ল হয়, শান্ত হয়, একাগ্রতা শিক্ষার নিমিত্ত তুমি তাহাই ধ্যান করিবে। তাহাতেই তোমার চিত্তে একাগ্রশক্তি আসিবে। রামমূর্ত্তি ভাল লাগে ত রামমূর্ত্তি ধ্যান করিবে। কৃষ্ণমূর্ত্তি ভাল লাগে ত কৃষ্ণমূর্ত্তি চিন্তা করিবে। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ভাল লাগে ত তাহাতেই চিত্তার্পণ করিবে। ফল কথা এই যে, কোন এক অভিমত বা বাঞ্ছিত বস্তু অবলম্বন করিয়া একাগ্রতা শিক্ষা করিবে। শিক্ষা-সমাপ্ত হইলে, ধ্যেয়-পদার্থে চিত্তস্থৈর্য্য অভ্যস্ত হইলে, দৃঢ় হইলে

মনঃস্থৈর্য্যহেতুর্ভবতি। স্বপ্নে ভগবতো মূর্ত্তিমত্যন্তমনোহরমারাধয়ন্ প্রবুদ্ধস্তত্রৈব চিত্তং ধারয়েৎ। সুষুপ্তৌ যৎ নির্ম্মলং সুখং তত্রাপি চিত্তং ধারয়েৎ। সা ধারণা মনসঃ স্থিতিমুৎপাদয়িষ্যতি।

(৩৯) কিং বহুনা, যদ্যদভিমতং শিবরামকৃষ্ণাদিরূপং, বাহ্যং বা চন্দ্রসূর্য্যাদিকম্, আভ্যন্তরং বা নাড়ীচক্রাদিকং, তত্তদ্ধ্যানাদপি চেতঃ স্থিরং ভবতি। এতেন চিত্তম্ একত্র লব্ধস্থিতিকমন্যত্রাপি স্থিতিং লভতে ইতি সূচিতং ভবতি।

পশ্চাৎ তুমি যথা ইচ্ছা তথায় একাগ্র হইতে পারিবে। কি অন্তর্জ্জগতের নাড়ীচক্র, কি বহির্জ্জগতের চন্দ্র সূর্য্য, কি স্থূল কি সূক্ষ্ম,—সর্ব্বত্রই চিত্তপ্রয়োগ ও সর্ব্বত্রই চিত্তকে তন্ময় করিতে পারিবে। (এ স্থানে বলা আবশ্যক যে, কামিনীমূর্ত্তি ধ্যান করিও না। করিলে যোগ দূরে থাকুক—বিয়োগ-সাগরে ডুবিবে।)।

পরমাণুপরমমহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥

ভাষ্যম্—সূক্ষ্মে নিবিশমানস্য পরমাণ্বন্তং স্থিতিপদং লভতে ইতি। স্থূলে নিবিশমানস্য পরমমহত্ত্বান্তং স্থিতিপদং চিত্তস্য। এবং তাং উভয়ীং কোটিমনুধাবতো যোঽস্যাপ্রতিঘাতঃ স পরো বশীকারঃ, তদ্বশীকারাৎ পরিপূর্ণং যোগিনশ্চিত্তং ন পুনরভ্যাসকৃতং পরিকর্ম্মাপেক্ষত ইতি ॥ ৪০ ॥ অথ লব্ধস্থিতিকস্য চেতসঃ কিংস্বরূপা কিংবিষয়া বা সমাপত্তিরিতি? তদুচ্যতে।

টীকা। ব্যাচষ্টে "সূক্ষ্ম" ইতি। উক্তমর্থং পিণ্ডীকৃত্য বশীকারপদার্থমাহ—এবং "তামুভয়ীম্ ইতি। বশীকারস্যাবান্তরফলমাহ—"তদ্বশীকারাদ্" ইতি ॥৪০॥ তদেবং চিত্তস্থিতেরুপায়া দর্শিতাঃ, লব্ধস্থিতিকস্য বশীকারোঽপি দর্শিতঃ। সম্প্রতি লব্ধস্থিতিকস্য চেতসঃ কিংবিষয়ঃ, কিংরূপশ্চ সম্প্রজ্ঞাতো ভবতীতি পৃচ্ছতি "অথ" ইতি। অত্রোত্তরসূত্রমবতারয়তি "তদুচ্যতে" ইতি। সূত্রং পঠতি "ক্ষীণবৃত্তেরিত্যাদি—সমাপত্ত্যন্তম্"।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বোক্ত মৈত্রী-ভাবনাদির দ্বারা চিত্ত-নৈর্ম্মল্য ও বাঞ্ছিত তত্ত্বে মনোনিবেশ শক্তি বা একাগ্রশক্তি জন্মিলে, চিত্ত স্থিরস্বভাব প্রাপ্ত হইলে, সে চিত্ত তখন কি পরমাণু, কি পরম মহৎ,—সর্ব্বত্রই স্থির হয়, কিছুতেই কুণ্ঠিত হয় না, বিক্ষিপ্তও হয় না। সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম পরমাত্মা পর্য্যন্ত সমুদায় বস্তুই তাহার গ্রাহ্য, প্রকাশ্য বা বশ্য হয়।

---

(৪০) অস্য সূক্ষ্মে নিবিশমানস্য চিত্তস্য পরমাণ্বন্তঃ পরমমহত্ত্বান্তশ্চ বশীকারঃ অপ্রতিঘাতো ভবতীতি শেষঃ। পরমাণুপর্য্যন্তে সূক্ষ্মে তথা আকাশাদিপরমমহৎপর্য্যন্তে স্থূলে যোগিনাং মনো ন প্রতিহন্যত ইতি ভাবঃ। তেন বশীকারেণ চিত্তং লব্ধস্থিতিকং জ্ঞাত্বা, তত্ত্বদুপায়ানুষ্ঠানানুপরত্বমিত্যুপদেশো দ্রষ্টব্যঃ।

**ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃগ্রহণ-
গ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ ॥ ৪১ ॥**

ভাষ্যম্—ক্ষীণবৃত্তেরিতি প্রত্যস্তমিতপ্রত্যয়স্যেত্যর্থঃ। অভিজাতস্যেব মণেরিতি দৃষ্টান্তোপাদানম্। যথা স্ফটিক উপাশ্রয়ভেদাৎ তত্তদ্রূপোপরক্ত উপাশ্রয়রূপাকারেণ নির্ভাসতে, তথা গ্রাহ্যালম্বনোপরক্তং চিত্তং গ্রাহ্যসমাপন্নং গ্রাহ্যস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে, ভূতসূক্ষ্মোপরক্তং ভূতসূক্ষ্মসমাপন্নং ভূতসূক্ষ্মস্বরূপাভাসং ভবতি, তথা স্থূলালম্বনোপরক্তং স্থূলরূপসমাপন্নং স্থূলরূপাভাসং ভবতি, তথা বিশ্বভেদোপরক্তং বিশ্বভেদসমাপন্নং বিশ্বরূপাভাসং ভবতি। তথা গ্রহণেষ্বপি ইন্দ্রিয়েষ্বপি দ্রষ্টব্যম্, গ্রহণালম্বনোপরক্তং গ্রহণসমাপন্নং গ্রহণস্বরূপা-

---

টীকা। তদ্ব্যাচষ্টে "ক্ষীণ" ইতি। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং ক্ষীণরাজসতামসপ্রমাণাদিবৃত্তেশ্চিত্তস্য। তস্যব্যাখ্যানং 'প্রত্যস্তমিতপ্রত্যয়স্য' ইতি। তদনেন চিত্তসত্ত্বস্য স্বভাবস্বচ্ছস্যরজস্তমোভ্যামভিভব উক্তঃ। দৃষ্টান্তং স্পষ্টয়তি "যথা" ইতি। উপাশ্রয়—উপাধিঃ, জপাকুসুমাদিঃ। উপরক্তঃ—তচ্ছায়াপন্নঃ। উপাশ্রয়স্য যদাত্মীয়ং রূপং লোহিতনীলাদি তদেবাকারস্তেন লক্ষিতো নির্ভাসতে। দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি"তথা গ্রাহ্য" ইতি গ্রাহ্যঞ্চ তদালম্বনঞ্চ তেনোপরক্তং তদনুবিদ্ধম্ তদনেন গ্রহীতৃগ্রহণাভ্যাং ব্যবচ্ছিনত্তি। আত্মীয়মন্তঃকরণরূপমপিধায় গ্রাহ্যসমাপন্নং—গ্রাহ্যতামিব প্রাপ্তমিতি যাবৎ। অতো গ্রাহ্যস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে। গ্রাহ্যোপবাগমেব সূক্ষ্মস্থূলতাভ্যাং বিভজতে "ভূতসূক্ষ্ম" ইতি। বিশ্বভেদশ্চেতনাচেতনস্বভাবো গবাদির্ঘটাদিশ্চ দ্রষ্টব্যঃ। তদনেন বিতর্কবিচারানুগতৌ সমাধী দর্শিতৌ। "তথা" গ্রহণেষ্বপীন্দ্রিয়েষু" ইতি গৃহ্যন্তে এভিরর্থা ইতি গ্রহণানীন্দ্রিয়াণি। এত-

---

(৪১) ক্ষীণা বৃত্তয়ো যস্য তথাবিধস্য চিত্তস্য গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু অস্মিতেন্দ্রিয়বিষয়েষু তৎস্থতদঞ্জনতাসমাপত্তির্ভবতি। তৎস্থত্বং তদেকাগ্রতা। তদঞ্জনতা তন্ময়ত্বং। স্বরূপপরিত্যাগেন তদ্রূপপ্রাপ্তিরিতি যাবৎ। দৃষ্টান্তমাহ—অভিজাতস্যেব মণেঃ। যথা অভিজাতস্য শুদ্ধস্য স্ফটিকমণেস্তত্তদাশ্রয়বশাৎ তত্তদ্রূপপ্রাপ্তির্ভবতি, তথা নির্ম্মলস্যাপি চিত্তস্য তত্তদ্বস্তূপরাগাৎ তত্তদ্রূপপ্রাপ্তির্ভবত্যেব। গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষিত্যত্র গ্রাহ্যগ্রহণগ্রহীতৃবিষয়কসমাপত্তিরার্থিকত্বাৎ প্রত্যক্ষা, সাবয়বনিরবয়ববিষয়া ইতি যাবৎ। গ্রহণং জ্ঞানকর্ম্মাণি ইন্দ্রিয়াণি। গ্রাহ্যো বিষয়ঃ নাম স্নায়াদিবস্তু চ। গ্রহীতা অস্মিতা জীব ইতি যাবৎ।

কারেণ নির্ভাসতে। তথা গ্রহীতৃপুরুষালম্বনোপরক্তং গ্রহীতৃপুরুষসমাপন্নং গ্রহীতৃপুরুষস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে। তথা মুক্তপুরুষালম্বনোপরক্তং মুক্তপুরুষসমাপন্নং মুক্তপুরুষস্বরূপাকারণে নির্ভাসতে। তদেবং অভিজাতমণিকল্পস্য চেতসো গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু পুরুষেন্দ্রিয়ভূতেষু যা তৎস্থতদঞ্জনতা তেষু স্থিতস্য তদাকাবাপত্তিঃ সা সমাপত্তিরিত্যুচ্যতে ॥ ৪১ ॥

দেব স্পষ্টয়তি "গ্রহণালম্বনে"তি। গ্রহণং চালম্বনং চ তদিতি গ্রহণালম্বনং তেনোপরক্তম্—অনুবিদ্ধম্, আত্মীয়মন্তঃকরণরূপমপিধায়, গ্রহণমিব—বহিঃকরণমিবাপন্নমিতি। তদনেনানন্দানুগতমুক্ত্বাস্মিতানুগতমাহ—"তথা গ্রহীতৃপুরুষ" ইতি। অস্মিতাস্পদং হি গ্রহীতা পুরুষ ইতি ভাবঃ। পুরুষত্বাবিশেষাদ্ অনেনৈব মুক্তোঽপি পুরুষঃ শুকপ্রহ্লাদাদিঃ সমাধিবিষয়তয়া সংগ্রহীতব্য ইত্যাহ—"তথা মুক্ত" ইতি। উপসংহরন্ তৎস্থতদঞ্জনতাপদং ব্যাচষ্টে "তদেবম্" ইতি। তেষু—গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু, স্থিতস্য—ধারিতস্য ধ্যানপরিপাকবশাদপহতরজস্তমোমলস্য চিত্তসত্ত্বস্য, যা তদঞ্জনতা—তদাকারতা, সা সমাপত্তিঃ—সম্প্রজ্ঞাতলক্ষণো যোগ উচ্যতে। তত্র চ গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষ্বিতি সৌত্রপাঠক্রমোঽর্থক্রমবিবোধান্নাদর্ত্তব্যঃ। এবম্ ভাষ্যেঽপি প্রথমং ভূতসূক্ষ্মোপন্যাসোঽপ্যনাদরণীয় ইতি সর্ব্বং রমণীয়ম্॥ ৪১ ॥ সামান্যতঃ সমাপত্তিরুক্তা, সেয়মবান্তরভেদাচ্চতুর্বিধা ভবতি। তদ্‌যথা, সবিতর্কা, নির্বিতর্কা, সবিচারা নির্বিচারা চেতি। তত্র সবিতর্কায়াঃ। সমাপত্তের্লক্ষণমাহ "তত্র, ইত্যাদি সামাপত্ত্যন্তং" সূত্রম্।

তাৎপর্য্যার্থ। নিবৃত্তিক চিত্ত স্ফটিকমণির ন্যায় তন্ময়ীভাব ধারণে সক্ষম ও সংযুক্তফলভাগী হয়। স্ফটিক যখন যে রঙের বস্তুতে অর্পিত হয়, হইবামাত্র সেই রঙেই রঞ্জিত হয়। সেইরূপ, নির্ম্মলচিত্ত যে বস্তুতে অর্পিত হয়, হইবামাত্র সেই বস্তুতেই সমাসক্ত, স্থির ও তন্ময় হয়। একাগ্রতা শিক্ষার নিয়ম এই যে, প্রথমে গ্রাহ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিজ্ঞাত পদার্থ অবলম্বন করিয়া একাগ্রতা অভ্যাস করিতে হয়। জ্ঞেয় বস্তু দ্বিবিধ;—স্থূল ও সূক্ষ্ম। প্রথমে স্থূল, পরে সূক্ষ্ম। প্রথমতঃ স্থূলে চিত্ত স্থির করা অভ্যাস করিতে হয়। অভ্যস্ত হইলে, ক্রমে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ বস্তু অবলম্বন করিতে হয়। ইন্দ্রিয়ে চিত্তস্থৈর্য্য হইলে, পশ্চাৎ অস্মিতায় বা জীবাত্মায় একতান

হইতে হয়। অবশেষে পরমাত্মায় অথবা ঈশ্বরে মনোলয় করিতে হয়। এতদ্রূপ সোপান-পরম্পরা অবলম্বন ব্যতীত, সহসা অর্থাৎ একেবারেই সেই পরম মহৎ পরমেশ্বরে সমাহিত হওয়া যায় না। যখন দেখিবে, চিত্ত আর কোথাও প্রতিহত হয় না, সর্ব্বত্রই স্থির হয়, তখনই জানিবে যে তোমার চিত্ত বশীভূত হইয়াছে। তখন আর তোমার চিত্ত স্থির করিবার জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে না। কোনপ্রকার অনুষ্ঠান ও করিতে হইবে না।

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ ॥ ৪২ ॥

ভাষ্যম্—তদ্‌যথা গৌরিতি শব্দো গৌরিত্যর্থো গৌরিতি জ্ঞানং ইত্যবিভাগেন বিভক্তানামপি গ্রহণং দৃষ্টম্। বিভজ্যমানাশ্চান্যে শব্দ-ধর্ম্মা অন্যে অর্থধর্ম্মা অন্যে বিজ্ঞানধর্ম্মা ইত্যেতেষাং বিভক্তঃ পন্থাঃ। তত্র সমাপন্নস্য যোগিনো যো গবাদ্যর্থঃ সমাধিপ্রজ্ঞায়াং সমারূঢ়ঃ স চেৎ

টীকা। তত্র তাসু সমাপত্তিষু মধ্যে সবিতর্কা সমাপত্তিঃ প্রত্যেতব্যা। কীদৃশী, শব্দশ্চার্থশ্চ জ্ঞানং চ তেষাং বিকল্পা বস্তুতো ভিন্নানামপি শব্দাদীনামিতরেতরা-ধ্যাসাদ্, বিকল্পোঽপ্যেকস্মিন্ ভেদমাদর্শয়তি ভিন্নেষু চাভেদম্। তেন শব্দার্থজ্ঞান-বিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা—মিশ্রেত্যর্থঃ। তদ্‌যথা গৌরিতি শব্দ ইতি—গৌরিত্যুপাত্তয়ো-রর্থজ্ঞানয়োঃ শব্দাভেদবিকল্পো দর্শিতঃ। গৌরিত্যর্থ ইতি—গৌরিত্যুপাত্তয়োঃ শব্দজ্ঞানয়োরর্থাভেদবিকল্পো দর্শিতঃ। গৌরিতিজ্ঞানমিতি—গৌরিত্যুপাত্তয়োঃ শব্দার্থয়োর্জ্ঞানাভেদবিকল্পো দর্শিতঃ। তদেবমবিভাগেন বিভক্তানামপি শব্দার্থ-জ্ঞানানাং গ্রহণং লোকে দ্রষ্টব্যম্। যস্ত্ববিভাগেন গ্রহণং কৃতস্তর্হি বিভাগ ইত্যত আহ—"বিভজ্যমানাশ্চ" ইতি বিভজ্যমানাশ্চান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং পরীক্ষকৈরন্যে শব্দধর্ম্মাঃ - ধ্বনিপরিণামমাত্রস্য শব্দস্যোদাত্তাদয়ো ধর্ম্মাঃ, অন্যেঽর্থস্য জড়ত্বমূর্ত্তত্বা-

(৪২) তত্র তাসু সমাপত্তিষু যা সমাপত্তিঃ শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা ব্যতিমিশ্রা সা সবিতর্কা ইত্যুচ্যতে। অয়ং ভাবঃ—গৌরিত্যুক্তে শব্দার্থজ্ঞানানি ত্রীণ্যভিন্নানি ভাসন্তে। তত্র গৌরিতি শব্দ ইত্যেকো বিকল্পঃ। অয়ং হি গৌরিত্যুপাত্তয়োরর্থজ্ঞানয়োঃ শব্দাভেদবিষয়কঃ। তথা গৌরিত্যর্থ ইত্যেকো বিকল্পঃ। অয়ং গৌরিত্যুপাত্তয়োঃ শব্দজ্ঞানয়োরর্থাভেদবিষয়কঃ। এবং গৌরিতি জ্ঞানমিত্যেকো বিকল্পঃ। অয়ন্তু গৌরিত্যুপাত্তয়োঃ শব্দার্থয়োর্জ্ঞানাভেদগোচরঃ ত এতে বিকল্পাঃ, অসদভেদগোচরত্বাৎ। এবং ঘটঃ পটঃ ইত্যাদাবপি বিকল্পা জ্ঞেয়াঃ। তত্র শব্দজ্ঞানাভ্যামভেদেন বিকল্পিতে স্থূলে গবাদিবস্তুনি সমাহিতচিত্তস্য যোগিনঃ সমাধিপ্রজ্ঞা-সাক্ষাৎকারো যতঃ কল্পিতার্থমেব গৃহ্নাতি ততঃ সা সমাধিপ্রজ্ঞা শব্দার্থজ্ঞানানাং বিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা ব্যতিমিশ্রা ভবতি। অতএব সা সঙ্কীর্ণা সমাপত্তিরিত্যুচ্যতে।

শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পানুবিদ্ধ উপাবর্ত্ততে সা সঙ্কীর্ণা সমাপত্তিঃ সবিতর্কে-ত্যুচ্যতে ॥ ৪২ ॥ যদা পুনঃ শব্দসঙ্কেতস্মৃতিপরিশুদ্ধৌ শ্রুতানুমানজ্ঞান-বিকল্পশূন্যায়াং সমাধিপ্রজ্ঞায়াং স্বরূপমাত্রেণাবস্থিতঃ অর্থঃ তৎস্বরূপা-কারমাত্রতয়ৈব অবচ্ছিদ্যতে সা চ নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তিঃ। তৎ পরং প্রত্যক্ষং, তচ্চ শ্রুতানুমানয়োর্বীজং, ততঃ শ্রুতানুমানে প্রভবতঃ। নচ শ্রুতানুমানজ্ঞানসহভূতং তদ্দর্শনং. তস্মাদসঙ্কীর্ণং প্রমাণান্তরেণ যোগিনো নির্ব্বিতর্কসমাধিজং দর্শনমিতি, নির্ব্বিতর্কায়াঃ সমাপত্তে-রস্যাঃ সূত্রেণ লক্ষণং দ্যোত্যতে।

দযঃ, অন্যে প্রকাশমত্তিবিবহাদয়ো জ্ঞানস্যধর্ম্মা ইতি। তস্মাদেতেষাং বিভক্তঃ পন্থাঃ—স্বরূপভেদোন্নয়নমার্গঃ। তত্র—বিকল্পিতে গবাদার্থে "সমাপন্নস্তেতি" তদনেন যোগিনোঽপরং প্রত্যক্ষমুক্তম্। শেষং সুগমম ॥ ৪২ ॥ সূত্রং যোজয়িতুং প্রথমতস্তাবন্নির্বিতর্কাং ব্যাচষ্টে "যদা পুনরিতি। পরিশুদ্ধিঃ -অপনয়ঃ, শব্দসংকেতস্মরণপূর্ব্বে খল্বাগমানুমানে প্রবর্ত্তেতে। সংকেতশ্চায়ং গৌরিতি-শব্দার্থজ্ঞানানামিতরেতরাধ্যাসাত্মা, ততশ্চাগমানুমানজ্ঞানবিকল্পৌ ভবতঃ। তেন তৎপূর্ব্বা সমাধিপ্রজ্ঞা সবিতর্কা। যদা পুনরর্থমাত্রপ্রবণেন চেতসার্থমাত্রাদৃতেন তদভ্যাসান্নান্তরীয়কতামুপগতা সংকেতস্মৃতিস্ত্যক্তা, তৎত্যাগে চ শ্রুতানুমান-জ্ঞানবিকল্পৌ তন্মূলৌ ত্যক্তৌ, তদা তচ্ছূন্যায়াং সমাধিপ্রজ্ঞায়াং স্বরূপমাত্রেণা-বস্থিতোঽর্থঃ তৎস্বরূপমাত্রতয়ৈব, ন তু বিকল্পিতেনাকারেণ পরিচ্ছিদ্যতে সা নির্বিতর্কা সমাপত্তিরিতি। তদ্যোগিনাং পরং প্রত্যক্ষম্, অসদারোপগন্ধস্যাপ্য-ভাবাৎ। স্যাদেতৎ, পরেণ প্রত্যক্ষেণার্থতত্ত্বং গৃহীত্বা যোগিন উপপাদয়ন্তি উপদিশন্তি চ, কথং বা অতদ্বিষয়াভ্যামাগমপরার্থানুমানাভ্যাং সোঽর্থ উপদিশ্যতে উপপাদ্যতে চ। তস্মাদাগমানুমানে তদ্বিষয়ে, তে চ বিকল্পাবিতি পরমপি প্রত্যক্ষং বিকল্প এবেত্যহ আহ—"তচ্চ শ্রুতে"তি। যদি হি সবিতর্কমিব শ্রুতানুমানসহভূতং—তদনুষক্তং স্যাদ্ ভবেৎ সংকীর্ণং, তয়োস্তু বীজমেবৈতৎ, ততো হি শ্রুতানুমানে প্রভবতঃ। নচ যদ্ যস্য কারণং তৎতদ্বিষয়ং ভবতি। ন হি ধূমজ্ঞানং বহ্নিজ্ঞানকারণমিতি বহ্নিবিষয়ম্। তস্মাদবিকল্পেন প্রত্যক্ষেণ গৃহীত্বা বিকল্পোপদিশন্তি চোপপাদয়ন্তি চ। উপসংহরতি—"তস্মাদ্" ইতি। ব্যাখ্যেয়ং সূত্রং যোজয়তি "নির্বিতর্কায়া" ইতি। স্মৃতিপরিশুদ্ধাবিত্যাদি সূত্রম্।

তাৎপর্য্যার্থ। সেই সেই প্রকার সমাপত্তির বা তন্ময়তার মধ্যে যাহা শব্দজ্ঞান দ্বারা কি অর্থজ্ঞানদ্বারা সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ প্রতিবিদ্ধ বা বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য ভাবে স্ফুরিত হয়, তাদৃশ তন্ময়তাব বা তাদৃশ সমাপত্তির নাম সবিতর্ক (সবিতর্ক সমাধি)।

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্ব্বিতর্কা ॥৪৩॥

ভাষ্যম্—যা শব্দসঙ্কেতশ্রুতানুমানজ্ঞানবিকল্পস্মৃতিপরিশুদ্ধৌ গ্রাহ্যস্বরূপোপরক্তা প্রজ্ঞা স্বমিব প্রজ্ঞারূপং গ্রহণাত্মকং ত্যক্ত্বা পদার্থমাত্রস্বরূপা গ্রাহ্যস্বরূপাপন্নেব ভবতি সা নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তিঃ। তথা চ ব্যাখ্যাতা, তস্যা একবুদ্ধ্যুপক্রমো হি অর্থাত্মা অণুপ্রচয়বিশেষাত্মা গবাদির্ঘটাদির্বা লোকঃ। স চ সংস্থানবিশেষো ভূতসূক্ষ্মাণাং সাধারণো ধর্ম্ম আত্মভূতঃ ফলেন ব্যক্তেনানুমিতঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনঃ

টীকা। শব্দসংকেতশ্চ শ্রুতং চানুমানঞ্চ তেষাং জ্ঞানমেব বিকল্পঃ, তস্মাৎ স্মৃতিস্তস্যাঃ পরিশুদ্ধিঃ- অপগমঃ, তস্যাম্। অত্র চ সংকেতস্মৃতিপরিশুদ্ধির্হেতুঃ। শ্রুতাদিজ্ঞানস্মৃতিপরিশুদ্ধিশ্চ হেতুমতী। অনুমান শব্দশ্চ কর্ম্মসাধনোঽনুমেয়-বাচকঃ। স্বমিবেতীবকারো ভিন্নক্রমঃ ত্যক্ত্বেতিপদানন্তরং দ্রষ্টব্যঃ। বিষয়-বিপ্রতিপত্তিং নিরাকরোতি "তস্যা এক" ইতি। একাং বুদ্ধিমুপক্রমতে—আরভত ইত্যেকবুদ্ধ্যুপক্রমঃ। তদনেন পরমাণবো নানাত্মানো ন নির্বিতর্কবিষয়া-ইত্যুক্তং ভবতি। যোগ্যত্বেঽপি তেষাং পরমসূক্ষ্মাণাং নানাভূতানাং মহত্ত্বৈকার্থ-সমবেতৈকত্বনির্ভাসপ্রত্যয়বিষয়ত্বাযোগাৎ। অস্তু তর্হি পরমার্থসৎসু পরমাণুষু সাংবৃতঃ প্রতিভাসধর্ম্মঃ স্থৌল্যমিত্যত আহ—"অর্থাত্মা' ইতি। ন স্থূলমনুভব-সিদ্ধমসতি বাধকে শক্যাপহ্নবমিতি ভাবঃ। তত্র যে পশ্যন্তি দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ গোঘটাদয় উপজায়ন্ত ইতি তান্ প্রত্যাহ—"অণুপ্রচয়" ইতি। অণূনাং প্রচয়ঃ—স্থূলরূপঃ পরিণামঃ স চ বিশেষ্যতেঽন্যস্মাৎ পরিণামাৎ, স এবাত্মা—স্বরূপং যস্য, স তথোক্তঃ। গবাদির্ভোগায়তনং, ঘটাদির্বিষয়ঃ, তচ্চৈতদুভয়মপি লোক্যত ইতি লোকঃ। নন্বেষ সূক্ষ্মভূতেভ্যো ভিন্নোঽভিন্নো বা স্যাদ্, ভিন্নশ্চেৎ

(৪৩) স্মৃতেঃ শব্দার্থস্মরণস্য পরিশুদ্ধৌ প্রবিলয়ে ত্যাগে সতীত্যর্থঃ। অর্থমাত্রনির্ভাসা [illegible] স্বং গ্রাহ্যং [illegible] নির্ভাসমানা অতএব স্বরূপশূন্যা [illegible] সমাপত্তি[illegible] সা নির্বিতর্কা ইত্যুচ্যতে।

প্রাদুর্ভবতি, ধর্ম্মান্তরোদয়ে চ তিরোভবতি, স এষ ধর্ম্মোঽবয়বীত্যুচ্যতে, যোঽসাবেকশ্চ মহাংশ্চাণীয়াংশ্চ স্পর্শবাংশ্চ ক্রিয়াধর্ম্মকশ্চানিত্যশ্চ, তেনাবয়বিনা ব্যবহারাঃ ক্রিয়ন্তে। যস্য পুনরবস্তুকঃ স প্রচয়বিশেষঃ সূক্ষ্মং চ কারণমনুপলভ্যমবিকল্পস্য তস্যাবয়ব্যভাবাৎ

কথন্তদাশ্রয়ঃ, কথঞ্চ তদাকারঃ। ন হি ঘটঃ পটাদন্যস্তদাকারস্তদাশ্রয়ো বা। অভিন্নশ্চেৎ তদ্বদেব সূক্ষ্মোঽসাধারণশ্চ স্যাদত আহ—"স চ" ইতি। অয়মভিপ্রায়ঃ। নৈকান্ততঃ পরমাণুভ্যো ভিন্নো ঘটাদিরভিন্নো বা। ভিন্নত্বে গবাশ্ববদ্ ধর্ম্মধর্ম্মিভাবানুপপত্তেঃ। অভিন্নত্বে ধর্ম্মিরূপবত্তদনুপপত্তেঃ। তস্মাৎ কথঞ্চিদ্ ভিন্নঃ কথঞ্চিদভিন্নশ্চাস্থেয়স্তথা চ সর্ব্বমুপপদ্যতে। "ভূতসূক্ষ্মাণাম্" ইতি ষষ্ঠ্যা কথঞ্চিদ ভেদং সূচয়তি, "আত্মভূত" ইতি চাভেদম্। ফলেন ব্যক্তেন—তদনুভবলক্ষণেন তদ্ব্যবহারলক্ষণেন চ ব্যক্তেন বিপ্রতিপন্নং প্রত্যনুমাপিতঃ। কারণাভেদেন চ কারণাকারতোপপন্নেত্যাহ—"স্বব্যঞ্জকাঞ্জন" ইতি। স কিং তদাত্মভূতো ধর্ম্মো নিত্যো? নেত্যাহ—"ধর্ম্মান্তর" ইতি। ধর্ম্মান্তরস্য—কপালাদেরুদয় ইত্যর্থঃ। তস্যাবয়বিনঃ পরমাণুভ্যো ব্যাবৃত্তং রূপমাদর্শয়তি "স এষ" ইতি। পরমাণুসাধ্যায়াঃ ক্রিয়ায়া অন্যা ক্রিয়া মধূদকাদিধারণলক্ষণা তদ্ধর্ম্মক ইতি। ন কেবলমনুভবাদপি তু ব্যবহারতোঽপি তন্নিবন্ধনত্বাল্লোকযাত্রায়া ইত্যাহ "তেন" ইতি। স্যাদেতৎ, অসতি বাধকেঽনুভবোঽবয়বিনং ব্যবস্থাপয়েদ, অস্তি চ বাধকং যৎসৎ তৎসর্ব্বমনবয়বং যথা বিজ্ঞানং সচ্চ গোঘটাদি ইতি স্বভাবহেতুঃ, সত্ত্বং হি বিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গরহিতত্বেন ব্যাপ্তং, তদ্বিরুদ্ধশ্চ বিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গঃ সাবয়ব উপলভ্যমানো ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধ্যা সত্ত্বমপি নিবর্ত্তয়তি। অস্তি চাবয়বিনি তদ্দেশত্বাতদ্দেশত্বাবৃতত্বানাবৃতত্বরক্তারক্তত্বচলাচলত্বলক্ষণো বিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গ ইত্যত আহ—"যস্য পুনঃ" ইতি। অয়মভিপ্রায়ঃ অনুভবসিদ্ধং সত্ত্বং হেতুঃ ক্রিয়তে যৎকিল পাংশুলপাদকো হালিকোঽপি প্রতিপদ্যতে অন্যত্বানুভবসিদ্ধাৎ তত্রান্যদসিদ্ধত্বাদহেতুঃ। অনুভবসিদ্ধন্তু ঘটাদীনাং সত্ত্বমর্থক্রিয়াকারিত্বরূপং ন স্থূলাদন্যৎ। সোঽয়ং হেতুঃ স্থূলত্বমপাকুর্ব্বন্নাত্মানমেব ব্যাহন্তি। নন্বু ন স্থূলত্বমেব সত্ত্বম্, অপি ত্বসতো ব্যাবৃত্তিঃ, অস্থৌল্যব্যাবৃত্তিশ্চ স্থৌল্যং, ব্যাবর্ত্ত্যভেদাচ্চ ব্যাবৃত্তয়ো ভিদ্যন্তে, অতঃ স্থৌল্যাভাবেপি ন সত্ত্বব্যাহতিরন্যত্বাৎ। ভবতু বা ব্যাবৃত্তিভেদাদধ্যবসায়বিষয়ভেদো যৎপূর্ব্বকাস্তবসায়াস্তস্যানুভবস্যাবিকল্পস্য প্রমাণস্য কো বিষয় ইতি নিরূপয়তু ভবান্। রূপপরমাণবো হি নিরন্তরোৎপাদা

অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং মিথ্যাজ্ঞানমিতি প্রায়েণ সর্ব্বমেব প্রাপ্তং মিথ্যা-জ্ঞানমিতি, তদা চ সম্যগ্‌জ্ঞানমপি কিং স্যাৎ বিষয়াভাবাৎ, যদ্‌ যদুপলভ্যতে, তত্তদবয়বিত্বেনাম্রাতং, তস্মাদস্ত্যবয়বী যো মহত্ত্বাদি-ব্যবহারাপন্নঃ সমাপত্তের্নির্ব্বিতর্কায়া বিষয়ো ভবতি ॥ ৪৩ ॥

অগৃহীতপরমসূক্ষ্মত্বোত্বা ইতি চেৎ। হন্তৈতে গন্ধরসস্পর্শপরমাণুভিরন্তরিতা ন নিরন্তরাঃ, তস্মাদন্তরালাগ্রহে একঘনবনপ্রত্যয়বৎ পরমাণ্বালম্বনঃ সন্নয়ং বিকল্পো মিথ্যেতি তৎপ্রভবা বিকল্পা ন পারম্পর্য্যেণাপি বস্তুপ্রতিবদ্ধা ইতি কৃতমুদবসিতস্য সর্ব্বজ্ঞানবয়বত্বসাধকত্বম্। তস্মাদবিকল্পস্য প্রত্যক্ষস্য প্রামাণ্য-মিচ্ছতা তদনুভূয়মানস্থৌল্যস্যৈব সত্ত্বমবিকল্পাবসেয়মকাময়তাভ্যুপেয়ম্। তথাচ-তত্ত্বাধমানং সত্ত্বমাত্মানমেবাপবাধেত। পরমসূক্ষ্মাঃ পরমাণবো বিজাতীয়পরমা-ণ্বন্তরিতা অনুভববিষয়া ইতি ব্যাহতমঙ্গীকরণম্। তদিদমুক্তং যস্য পুনরবস্তুকঃ স প্রচয়বিশেষো নির্বিকল্পস্য বিষয় ইতি। সন্তু তর্হি সূক্ষ্মাঃ পরমাণবো নির্বি-কল্পবিষয়া ইত্যত আহ—"সূক্ষ্মং চ কারণমনুপলভ্যমবিকল্পস্য" ইতি। তস্যা-বয়ব্যভাবাদ্ হেতোঃ "অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং মিথ্যাজ্ঞানম্" ইতি লক্ষণেন সর্ব্বমেব প্রাপ্তং মিথ্যাজ্ঞানং - যৎস্থৌল্যালম্বনং যচ্চ তদধিষ্ঠানসত্ত্বালম্বনমিত্যর্থঃ। নন্বে-তাবতাপি ন জ্ঞানমাত্মনি মিথ্যা ভবতি তস্যাবয়বিত্বেনাপ্রকাশাদিত্যত আহ—"প্রায়েণ" ইতি। নমু কিমেতাবতাপীত্যত আহ—"তদা চ" ইতি। সত্ত্বাদিজ্ঞানং চেৎমিথ্যা তদা সত্ত্বাদিহেতুকমনবয়বিত্বাদিজ্ঞানমপি মিথ্যৈব তস্যাপি হি নির্ব্বিকল্পাগোচরাস্থূলমেবাবসেয়তয়া বিষয়ঃ। স চ নাস্তীতি তাৎ-পর্য্যার্থঃ। বিষয়াভাব এব কুত ইত্যত আহ—"যদ্‌যদ্" ইতি। বিরোধশ্চ পরিণামবৈচিত্র্যেণ ভেদাভেদেন চোক্তোপপত্ত্যনুসারেণোদ্ধর্ত্তব্য ইতি সর্ব্বং রমণীয়ম্ ॥ ৪৩ ॥ "এতয়ৈব সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা"।

তাৎপর্য্যার্থ। যদি শব্দের ও অর্থের স্মরণ পরিশুদ্ধ অর্থাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়, কেবল মাত্র ধ্যেয় বস্তুই চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নির্বিতর্ক সমাপত্তি বা নির্বিতর্ক সমাধি বলিবে।

এতয়ৈব সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা ॥ ৪৪ ॥

---

(৪৪) এতয়া সবিতর্কয়া নির্ব্বিতর্কয়া চ এব সূক্ষ্মবিষয়া সূক্ষ্মাঃ তন্মাত্রান্তঃকরণরূপাঃ বিষয়া যস্যাঃ সা সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সমাপত্তিঃ ব্যাখ্যাতা। স্থূলবিষয়ক-সবিতর্ক-নির্ব্বিতর্ক যোগবৎ সূক্ষ্মবিষয়ক-সবিচার-নির্ব্বিচারয়োর্ভেদো দ্রষ্টব্য ইত্যর্থঃ।

ভাষ্যম্—তত্র ভূতসূক্ষ্মেষু অভিব্যক্তধর্ম্মকেষু দেশকালনিমিত্তানুভবাবচ্ছিন্নেষু যা সমাপত্তিঃ সা সবিচারেত্যুচ্যতে। তত্রাপ্যেকবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যমেবোদিতধর্ম্মবিশিষ্টং ভূতসূক্ষ্মমালম্বনীভূতং সমাধিপ্রজ্ঞায়ামুপতিষ্ঠতে। যা পুনঃ সর্ব্বথা সর্ব্বতঃ শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মানবচ্ছিন্নেষু সর্ব্বধর্ম্মানুপাতিষু সর্ব্বধর্ম্মাত্মকেষু সমাপত্তিঃ সা নির্ব্বিচারেত্যুচ্যতে। এবংস্বরূপং হি তদ্ভূতসূক্ষ্মং এতেনৈব স্বরূপে-

টীকা। অভিব্যক্তো ঘটাদিধর্ম্মো যৈস্তে তথোক্তাঃ, ঘটাদিধর্ম্মোপগৃহীতা ইতি যাবৎ। দেশঃ—উপর্য্যধঃপার্শ্বাদিঃ, কালো—বর্ত্তমানঃ, নিমিত্তম্—পার্থিবস্য পরমাণোর্গন্ধতন্মাত্রপ্রধানেভ্যঃ পঞ্চতন্মাত্রেভ্য উৎপত্তিঃ। এবমাপ্যস্য পরমাণোর্গন্ধতন্মাত্রবর্জ্জিতেভ্যো রসতন্মাত্রপ্রধানেভ্যশ্চতুর্ভ্যঃ এবং তৈজসস্য পরমাণোর্গন্ধরসতন্মাত্ররহিতেভ্যো রূপতন্মাত্রপ্রধানেভ্যস্ত্রিভ্যঃ, এবং বায়বীয়স্য পরমাণোর্গন্ধাদিতন্মাত্রহীনাভ্যাং স্পর্শপ্রধানাভ্যাং স্পর্শশব্দতন্মাত্রাভ্যাম্, এবং নাভসস্য শব্দতন্মাত্রাদেবৈকস্মাৎ। তদিদং নিমিত্তং ভূতসূক্ষ্মাণাম্। এতেষাং দেশকালনিমিত্তানামনুভবস্তেনাবচ্ছিন্নেষু, নাননুভূতবিশেষণা বুদ্ধির্ব্বিশেষ্য উপজায়ত ইত্যর্থঃ। নন্ব সবিতর্কয়া সহ কিং সারূপ্যং সবিচারায়া ইত্যত আহ—"তত্রাপি" ইতি। পার্থিবো হি পরমাণুপঞ্চতন্মাত্রপ্রচয়াত্মা একবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যঃ, এবমাপ্যাদয়োঽপি চতুস্ত্রিদ্ব্যেকতন্মাত্রাত্মান একবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যা বেদিতব্যাঃ। উদিতো—বর্ত্তমানো ধর্ম্মস্তেন বিশিষ্টম্। এতাবতাচাত্র সঙ্কেতস্মৃত্যাগমানুমানবিকল্পানুবেধঃ সূচিতঃ। ন হি প্রত্যক্ষেণ স্থূলে দৃশ্যমানে পরমাণবঃ প্রকাশন্তেঽপি ত্বাগমানুমানাভ্যাম্। তস্মাদুপপন্নমস্যাঃ সংকীর্ণত্বমিতি। নির্ব্বিচারামাহ—"যা পুন"রিতি। সর্ব্বথা—সর্ব্বেণ নীলপীতাদিপ্রকারেণ। সর্ব্বত ইতি সার্ব্ববিভক্তিকস্তসিঃ। সর্ব্বৈঃ—দেশকালনিমিত্তানুভবৈরিত্যর্থঃ। তদনেন স্বরূপেণ কালানবচ্ছেদঃ পরমাণূনামিতি দর্শিতম্। নাপি তদারব্ধধর্ম্মদ্বারেণ ইত্যাহ "শান্ত" ইতি। শান্তাঃ—অতীতাঃ, উদিতাঃ—বর্ত্তমানাঃ, অব্যপদেশ্যাঃ—ভবিষ্যন্তো ধর্ম্মাস্তৈরনবচ্ছিন্নেষু। অনবচ্ছিন্না ধর্ম্মৈঃ পরমাণবঃ কিমসম্বদ্ধা এব তৈরিত্যত আহ—"সর্ব্বধর্ম্মানুপাতিষু" ইতি। কতমেন সম্বন্ধেন ধর্ম্মাননুপতন্তি পরমাণব ইত্যত আহ—"সর্ব্বধর্ম্মাত্মকেষু" ইতি। কথঞ্চিদ্ভেদঃ কথঞ্চিদভেদো ধর্ম্মাণাং পরমাণুভ্য ইত্যর্থঃ। কস্মাৎ পুনরিয়ং সমাপত্তিরে-

ণালম্বনীভূতমেব সমাধিপ্রজ্ঞাস্বরূপমুপরঞ্জয়তি। প্রজ্ঞা চ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রা যদা ভবতি তদা নির্ব্বিচারেত্যুচ্যতে, তত্র মহদ্বস্তুবিষয়া সবিতর্কা নির্ব্বিতর্কা চ, সূক্ষ্মবিষয়া সবিচারা নির্ব্বিচারা চ, এবমুভয়োরেতয়ৈব নির্ব্বিতর্কয়া বিকল্পহানির্ব্যাখ্যাতা ইতি॥ ৪৪॥

তদ্বিষয়েত্যত আহ—"এবং স্বরূপং হি" ইতি। বস্তুতত্ত্বগ্রাহিণী নাতত্ত্বে প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। বিষয়মভিধায়াস্যাঃ স্বরূপমাহ—"প্রজ্ঞা চ" ইতি। সংকলয্য স্বরূপভেদোপযোগি বিষয়মাহ—"তত্র" ইতি। উপসংহরতি "এবম" ইতি। উভয়োঃ—আত্মনশ্চ নির্ব্বিচারায়াশ্চেতি॥ ৪৪॥ কিং ভূতসূক্ষ্মএব গ্রাহ্যবিষয়া সমাপত্তিঃ সমাপ্যতে? ন, কিন্তু "সূক্ষ্মবিষয়ত্বং চালিঙ্গপর্য্যবসানম্॥"

তাৎপর্য্যার্থ। ইহার দ্বারা অর্থাৎ সবিতর্ক ও নির্ব্বিতর্ক নির্ণয়েব দ্বাবা সূক্ষ্মবিষয়ক সবিচাব ও নির্ব্বিচার সমাধিও নির্ণীত হইল, ইহা বুঝিতে হইবে।

সূক্ষ্মবিষয়ত্বঞ্চ অলিঙ্গপর্য্যবসানম্॥ ৪৫॥

ভাষ্যম্—পার্থিবস্যাণোর্গন্ধতন্মাত্রং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ, আপ্যস্য রসতন্মাত্রং, তৈজসস্য রূপতন্মাত্রং, বায়বীয়স্য স্পর্শতন্মাত্রং, আকাশস্য শব্দতন্মাত্রমিতি, তেষামহঙ্কারঃ, অস্যাপি লিঙ্গমাত্রং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ, লিঙ্গমাত্রস্যাপ্যলিঙ্গং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ, ন চ অলিঙ্গাৎ পবং সূক্ষ্মমস্তি। নম্বস্তি পুরুষঃ সূক্ষ্ম ইতি? সত্যং, যথা লিঙ্গাৎ পরমলিঙ্গস্য সৌক্ষ্ম্যং

টীকা। পার্থিবস্য পরমাণোঃ সম্বন্ধিনী যা গন্ধতন্মাত্রতা সা সমাপত্তেঃ সূক্ষ্মো বিষয়ঃ। এবমুত্তরত্রাপি যোজ্যম্। লিঙ্গমাত্রং—মহত্তত্বং, তদ্ধি লয়ং গচ্ছতি প্রধান ইতি। অলিঙ্গং প্রধানং, তদ্ধি ন ক্বচিল্লয়ং গচ্ছতি ইত্যর্থঃ। অলিঙ্গপর্য্যবসানত্বমাহ "নচালিঙ্গাৎপরম্" ইতি। চোদয়তি "নন্ব" ইতি। পুরুষোঽপি সূক্ষ্মো নালিঙ্গমেবেত্যর্থঃ। পরিহরতি "সত্যম্" ইতি। উপাদানতয়া সৌক্ষ্ম্যম্ অলিঙ্গ এব নান্যত্রেত্যর্থঃ। তত্র পুরুষার্থনিমিত্তত্বাৎ মহদহঙ্কারাদেঃ পুরুষোঽপি কারণমলিঙ্গবদ্ ইতি। কৃত এবং লক্ষণম্ অলিঙ্গস্যৈব

---

(৪৫) সবিচারনির্ব্বিচারসমাপত্ত্যোর্যৎ সূক্ষ্মবিষয়ত্বমুক্তং তৎ অলিঙ্গে প্রধানে পর্য্যবস্যতীতি অলিঙ্গপর্য্যবসানং তৎপর্য্যন্তমিতি যাবৎ।

নচৈবং পুরুষস্য, কিন্তু লিঙ্গস্যান্বয়িকারণং পুরুষো ন ভবতি হেতুস্তু ভবতীতি অতঃ প্রধানে সৌক্ষ্ম্যং নিরতিশয়ং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪৫ ॥

সৌক্ষ্ম্যমিত্যাশয়বান্ পৃচ্ছতি "কিন্তু" ইতি। উত্তরমাহ—লিঙ্গস্য ইতি। সত্যং কারণং, ন তূপাদানম্। যথা হি প্রধানং মহদাদিভাবেন পরিণমতে ন তথা পুরুষস্তদ্ধেতুরপীত্যর্থঃ। উপসংহরতি "অতঃ প্রধান এব সৌক্ষ্ম্যং নিরতিশয়ং ব্যাখ্যাতম্" ইতি ॥ ৪৫ ॥ চতসৃণামপি সমাপত্তীনাং গ্রাহ্যবিষয়াণাং সম্প্রজ্ঞাতত্ব-মাহ—"তা এব সবীজঃ সমাধিঃ" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধির বিষয় সূক্ষ্ম এবং তাহার সীমা প্রকৃতি। ইন্দ্রিয়, তন্মাত্রা, অহংতত্ত্ব, অনন্তর মূল প্রকৃতি। এতদ্রূপ ক্রম-পরম্পরা অনুসারেই তাহা প্রকৃতিতে গিয়া পরিসমাপ্ত হয়। ৪২ হইতে ৪৫ পর্য্যন্ত চারি সূত্রের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা এইরূপ :—

নির্ম্মল চিত্ত অভিমত বস্তুতে তন্ময় হইলে তাহাকে "সম্প্রজ্ঞাত" যোগ বলে। এই সম্প্রজ্ঞাত-যোগ "সবিকল্প সমাধি" ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হয়। সেই তন্ময়তার বা সমাধির প্রকার-প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদ অনুসারে তাহার চারিপ্রকার নাম কল্পিত হইয়া থাকে। যথা—"সবিতর্ক" "নির্ব্বিতর্ক" "সবিচার" ও "নির্ব্বিচার"। স্থূল-আলম্বনে তন্ময় হইলে তাহা সবিতর্ক ও নির্ব্বিতর্ক, এবং সূক্ষ্ম আলম্বনে তন্ময় হইলে তাহা সবিচার ও নির্ব্বিচার। চিত্ত যখন স্থূলে তন্ময় হয়, তখন যদি তৎসঙ্গে বিকল্পজ্ঞান থাকে, তবে সে তন্ময়তা "সবিতর্ক" ; এবং যদি বিকল্প জ্ঞান না থাকে, তবে তাহা "নির্ব্বিতর্ক" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। চিত্তের তন্ময়তায় বা ধ্যেয়াকার প্রাপ্তিতে যে বিকল্পজ্ঞানের সংস্রব থাকে তাহা নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দেখিলে প্রতিপন্ন হইবে।

চিত্ত যে-কোন পদার্থে অভিনিবিষ্ট হউক, অগ্রে নাম, পরে সঙ্কেত-স্মৃতি, পশ্চাৎ বস্তুর স্বরূপে গিয়া পর্য্যবসতি হয়। ভাবিয়া দেখ, অগ্রে ঘ-অ-ট এই বর্ণত্রয়ের জ্ঞান, পশ্চাৎ কম্বুগ্রীবাদিমদ্বস্তুবিশেষের সহিত তাহার যে সঙ্কেত আছে তাহার স্মরণ, পশ্চাৎ ঘটাকারা চিত্তবৃত্তি নিষ্পন্ন হয় কি না? যদি হয়, তবে নিশ্চিত জানা গেল, প্রত্যেক তন্ময়তায় উক্ত বিকল্পত্রয়ের অর্থাৎ উক্ত আনুপূর্ব্বিক জ্ঞানত্রয়ের সংস্রব আছে। আবার এমনও হয় যে, ঘট দেখিবামাত্রে অথবা ঘটশব্দের শ্রবণ-সমকালে কম্বুগ্রীবাদিমদ্বস্তু ও তাহার সহিত ঘটশব্দের

সঙ্কেত-জ্ঞান এবং ঘ-অ-ট এই বর্ণজ্ঞান অথবা "ঘট" ইত্যাকার নামজ্ঞান শীঘ্র উৎপন্ন হইয়া প্রথমোৎপন্ন জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, কেবলমাত্র ঘটাকার জ্ঞান বা ঘটাকারা মনোবৃত্তি বিদ্যমান থাকে। অতএব, যে স্থলে স্থূল আলম্বনের নাম-জ্ঞান ও সঙ্কেতজ্ঞান থাকে, সে স্থলে সবিতর্ক। যে স্থলে সঙ্কেতজ্ঞান কি নামজ্ঞান থাকে না, কেবলমাত্র অর্থাকার জ্ঞান থাকে, সে স্থলে নির্ব্বিতর্ক। চিত্ত যদি কৃষ্ণে তন্ময় হয়, এবং তৎসঙ্গে যদি নামজ্ঞান ও সঙ্কেতজ্ঞান থাকে, তাহা হইলে তাহা সবিতর্ক, এবং যদি নামজ্ঞান ও সঙ্কেতজ্ঞান না থাকে, কেবল-মাত্র নবজলধরমূর্ত্তি স্ফুরিত হয়, তাহা হইলে তাহা নির্ব্বিতর্ক কৃষ্ণযোগ হইবে। সবিচার ও নির্ব্বিচার যোগও ঐরূপ। তদ্দ্বয়ের আলম্বনীয় বিষয় সূক্ষ্ম বস্তু। তন্মধ্যে প্রথম পঞ্চভূত। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম তন্মাত্রা ও ইন্দ্রিয়। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম অহংতত্ত্ব। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্ব। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম প্রকৃতি। সূক্ষ্মবিষয়ক যোগের চরম সীমা এই পর্য্যন্ত বটে; পরন্তু পরমাত্মযোগ বা পরব্রহ্মযোগ এতদপেক্ষাও সূক্ষ্ম ও স্বতন্ত্র।

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥ ৪৬ ॥

ভাষ্যম্—তাশ্চতস্রঃ সমাপত্তয়ো বহির্বস্তুবীজা ইতি সমাধি-রপি সবীজঃ তত্র স্থূলেঽর্থে সবিতর্কো নির্ব্বিতর্কঃ সূক্ষ্মেঽর্থে সবিচারঃ নির্ব্বিচারঃ ইতি চতুর্দ্ধা উপসংখ্যাতঃ সমাধিরিতি ॥ ৪৬ ॥

টীকা। এবকারো ভিন্নক্রমঃ সবীজ ইত্যস্যানন্তরং দ্রষ্টব্যঃ। ততশ্চতস্রঃ সমাপত্তয়ো গ্রাহ্যবিষয়াঃ সবীজতয়া নিয়ম্যন্তে। সবীজতা ত্বনিয়তা গ্রহীতৃগ্রহণ-গোচরায়ামপি সমাপত্তৌ বিকল্পাবিকল্পভেদেনানিষিদ্ধা ব্যবতিষ্ঠতে। তেন গ্রাহ্যে চতস্রঃ সমাপত্তয়ো গ্রহীতৃগ্রহণয়োশ্চ চতস্র ইত্যষ্টৌ তে ভবন্তীতি। নিগদব্যাখ্যাতং ভাষ্যম্ ॥ ৪৬ ॥ সমাধয়ঃ। চতসৃষু সমাপত্তিষু গ্রাহ্যবিষয়াসু নির্ব্বিচারায়াঃ শোভনত্বমাহ—"নির্ব্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। উক্ত চতুর্ব্বিধ সম্প্রজ্ঞাত যোগকে "সবীজ" সমাধি বলে। কেন-না, উহা সবীজ অর্থাৎ আলম্বনযুক্ত। অথবা উহা বীজের ন্যায় অঙ্কুরজনক,

---

(৪৬) তাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ সমাপত্তয়ঃ বীজেন আলম্বনেন সহ বর্ত্তমানত্বাৎ বিবেকখ্যাত্যভাবেন [illegible] সবীজঃ সমাধিরিত্যুচ্যতে।

অর্থাৎ ঐ সকল সমাধিতে পুনঃ সংসারাবস্থার বীজ থাকে। সমাধিভঙ্গের পর পুনশ্চ তাহা হইতে সংসারাঙ্কুর উৎপন্ন হয়।

নির্ব্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥

ভাষ্যম্—অশুদ্ধ্যাবরণমলাপেতস্য প্রকাশাত্মনো বুদ্ধিসত্ত্বস্য রজস্তমোভ্যামনভিভূতঃ স্বচ্ছঃ স্থিতিপ্রবাহো বৈশারদ্যং, যদা নির্ব্বিচারস্য সমাধের্বৈশারদ্যমিদং জায়তে, তদা যোগিনো ভবত্যধ্যাত্মপ্রসাদঃ ভূতার্থবিষয়ঃ ক্রমাননুরোধী স্ফুটপ্রজ্ঞালোকঃ, তথাচোক্তং "প্রজ্ঞাপ্রসাদমারুহ্য হ্যশোচ্যঃ শোচতো জনান্। ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃ সর্ব্বান্ প্রাজ্ঞোঽনুপশ্যতি ॥ ৪৭ ॥

টীকা। বৈশারদ্যপদার্থমাহ—"অশুচি" ইতি। রজস্তমসোরুপচয়োঽশুদ্ধিঃ সৈবাবরণলক্ষণো মলস্তস্মাদপেতস্য প্রকাশাত্মনঃ—প্রকাশস্বভাবস্য, বুদ্ধিসত্ত্বস্য অতএবানভিভূতঃ। স্যাদেতদ্, গ্রাহ্যবিষয়া চেৎ সমাপত্তিঃ কথমাত্মবিষয়ঃ প্রসাদ ইত্যত আহ,—"ভূতার্থবিষয়" ইতি। নাত্মবিষয়ঃ কিন্তু তদাধার ইত্যর্থঃ। ক্রমাননুরোধী—যুগপদিত্যর্থঃ। অত্রৈব পারমর্ষীং গাথামুদাহরতি "তথা চ" ইতি। জ্ঞানালোকপ্রকর্ষেণাত্মানং সর্ব্বেষামুপরি পশ্যন্ দুঃখত্রয়পরীতান্ শোচতো জনান্ জানাতীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ অত্রৈব যোগিজনপ্রসিদ্ধান্বর্থসংজ্ঞাকথনেন যোগিসংমতিমাহ—"ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা"।

তাৎপর্য্যার্থ। উক্ত চতুর্ব্বিধ সবীজ সমাধির মধ্যে সবিতর্ক সমাধিই নিকৃষ্ট। তদপেক্ষা নির্ব্বিতর্ক সমাধি উৎকৃষ্ট। নির্ব্বিতর্ক অপেক্ষা সবিচার শ্রেষ্ঠ এবং সবিচার অপেক্ষা নির্ব্বিচার শ্রেষ্ঠ। এই উৎকৃষ্ট নির্ব্বিচার-যোগ উত্তমরূপ অভ্যস্ত হইলে চিত্তের স্বচ্ছ স্থিতি-প্রবাহ দৃঢ় হয়। কোন দোষ বা কোনপ্রকার ক্লেশ কি কোন মালিন্যই থাকে না। সর্ব্বপ্রকাশক চিত্তসত্ত্ব তখন নিতান্ত নির্ম্মল হয়, আত্মাও তখন বিজ্ঞাত হন। ইহারই নাম অধ্যাত্মবিজ্ঞান।

---

(৪৭) নির্ব্বিকল্পকল্পা প্রধানান্তসূক্ষ্মগোচরা সমাপত্তির্নির্ব্বিচারা ইতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। তস্য বৈশারদ্যম্ অতিনৈর্ম্মল্যম্ অত্যন্তস্বচ্ছস্থিতিরূপো বৃত্তিপ্রবাহ ইতি যাবৎ। তস্মিন্ সতি যোগিনাম্ অধ্যাত্মপ্রসাদঃ আত্মনিষ্ঠঃ সাক্ষাৎকারবিশেষঃ সমুপজায়তে।

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥

ভাষ্যম্—তস্মিন্ সমাহিতচিত্তস্য যা প্রজ্ঞা জায়তে তস্যা ঋতম্ভরেতি সংজ্ঞা ভবতি, অন্বর্থা চ সা সত্যমেব বিভর্ত্তি ন তত্র বিপর্য্যাসগন্ধোঽপ্যস্তি, তথাচোক্তং "আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ। ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্" ইতি ॥ ৪৮ ॥ সা পুনঃ।

টীকা। সুগমং ভাষ্যম্। 'আগমেন ইতি বেদবিহিতং শ্রবণমুক্তং' 'অনুমানেন' ইতি মননং, ধ্যানং—চিন্তা, তস্যাভ্যাসঃ- পৌনঃপুন্যেনানুষ্ঠানং, তস্মিন রস—আদরঃ। তদনেন নিদিধ্যাসনমুক্তম্॥ ৪৮॥ স্যাদেতৎ, আগমানুমানগৃহীতার্থবিষযভাবনাপ্রকর্ষলব্ধজন্মা নির্ব্বিচারাগমানুমানবিষয়মেব গোচরয়েৎ। ন খল্বন্যবিষয়ানুভবজন্মা সংস্কারঃ শক্তোঽন্যত্র জ্ঞানং জনয়িতুম্। অতিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মান্নির্বিচারা চেদ্ ঋতম্ভরাগমানুমানয়োরপি তৎপ্রসঙ্গ ইত্যত আহ—"শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাদ্" ইতি।

তাৎপর্য্যার্থ। তৎকালে যে উৎকৃষ্ট ও নির্ম্মল প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞানালোক আবির্ভূত হয়, তাহার নাম সমাধি-প্রজ্ঞা। এই সমাধি-প্রজ্ঞার অন্য নাম "ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা"। এ প্রজ্ঞা কেবল ঋত অর্থাৎ সত্যকেই প্রকাশ করে। তৎকালে ভ্রমের ও প্রমাদের লেশও থাকে না। যোগীগণ এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার দ্বারা সমুদায় বস্তু যথাবৎ সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন এবং উৎকৃষ্টতম চরমযোগ অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া মুক্ত হন।

শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥

---

(৪৮) তত্র নির্ব্বিচারবৈশারদ্যে সতি যোগিনঃ ঋতম্ভরা নাম প্রজ্ঞা সমুৎপদ্যতে। যয়া প্রজ্ঞয়া সর্ব্বং যথাবৎ পশ্যন্ যোগী প্রকৃষ্টতমং যোগং প্রাপ্নোতি। ঋতম্ অবিকল্পিতং সত্যমিতি যাবৎ। তৎবিভর্ত্তি প্রকাশয়তীতি ঋতম্ভরা কদাচিদপি তস্য বিপর্য্যাসো নোপপদ্যত ইতি ভাবঃ।

(৪৯) শ্রুতম্ আগমজ্ঞানম্। অনুমানং পূর্ব্বমেবোক্তম্। তাভ্যাং যা জায়তে প্রজ্ঞা সা সামান্যবিষয়া। ন হি তয়োর্বিশেষপ্রতিপত্তৌ সামর্থ্যমস্তি। কিন্ত্বস্যাস্ত্যেব। অতএবেয়ং তাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষবিষয়া চ। ইদমত্র দ্রষ্টব্যম্—বুদ্ধিসত্ত্বং ব্যাপকত্বাৎ প্রকাশকত্বাৎ

ভাষ্যম্—শ্রুতমাগমবিজ্ঞানং তৎসামান্যবিষয়ং, নহ্যাগমেন শক্যো বিশেষোঽভিধাতুং, কস্মাৎ ? ন হি বিশেষেণ কৃতসঙ্কেতঃ শব্দ ইতি। তথানুমানং সামান্যবিষয়মেব, যত্র প্রাপ্তিস্তত্র গতিঃ যত্রাপ্রাপ্তিস্তত্র ন ভবতি গতিরিত্যুক্তং, অনুমানেন চ সামান্যেনোপ সংহারঃ, তস্মাৎ শ্রুতানুমানবিষয়ো ন বিশেষঃ কশ্চিদস্তীতি, ন চাস্য সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টস্য বস্তুনঃ লোকপ্রত্যক্ষেণ গ্রহণং, ন চাস্য

টীকা। বুদ্ধিসত্ত্বং হি প্রকাশস্বভাবং সর্ব্বার্থদর্শনসমর্থমপি তমসাবৃতং যত্রৈব রজসোদ্‌ঘাট্যতে তত্রৈব গৃহ্লাতি। যদা ত্বভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যামপাস্তরজস্তমোমল-মনবদ্যবৈশারদ্যম্ উদ্‌দ্যোততে তদাস্যাতিপতিতসমস্তমানমেয়সীম্নঃ প্রকাশানন্ত্যে সতি কিন্নাম যন্ন গোচর ইতি ভাবঃ। ব্যাচষ্টে "শ্রুতমাগমবিজ্ঞানং তৎসামান্য-বিষয়ম্" ইতি। কস্মাৎ "ন হ্যাগমেন শক্যো বিষয়োঽভিধাতুং" কুতঃ। যস্মাদানন্ত্যাদ্ব্যভিচারাচ্চ ন বিশেষেণ কৃতসংকেতঃ শব্দঃ। যস্মাদস্য বিশেষেণ সহ ন বাচ্যবাচকসম্বন্ধঃ প্রতীয়তে, নচ বাক্যার্থোঽপীদৃশো বিশেষঃ সম্ভবতি। অনুমানেপি লিঙ্গলিঙ্গিসম্বন্ধগ্রহণাধীনজন্মনি গতিরেষৈবেত্যাহ—"তথানুমানম্" ইতি। যত্রাপ্রাপ্তিরিত্যত্র, যত্রতত্রশব্দয়োঃ স্থানপরিবর্ত্তনেন ব্যাপ্যব্যাপকভাবো গময়িতব্যঃ, অতোঽত্রানুমানেন সামান্যেনোপসংহারঃ। উপসংহরতি "তস্মাদ্" ইতি। অস্তু তর্হি সম্বন্ধগ্রহানপেক্ষং লোকপ্রত্যক্ষং, ন তৎ সামান্যবিষয়মিত্যত আহ—"ন চাস্য" ইতি। মা ভূৎ সম্বন্ধগ্রহাধীনং লোকপ্রত্যক্ষমিন্দ্রিয়াধীনং তু স্যাৎ। নচেন্দ্রিয়াণামস্মিন্নস্তি যোগ্যতেত্যর্থঃ। নন্বস্ত্যাগমানুমানপ্রত্যক্ষা-গোচরো বিশেষস্তর্হি নাস্তি প্রমাণবিরহাদিত্যত আহ—"নচ" ইতি। ন হি প্রমাণং ব্যাপকং কারণং বা প্রমেয়স্য, যেন তন্নিবৃত্তৌ নিবর্ত্তেত। নো খলু কলাবতশ্চন্দ্রস্য পরভাগবর্ত্তিহরিণসদ্ভাবং প্রতি ন সন্দিহতে প্রামাণিকা ইত্যর্থঃ। ইতি—তস্মাৎ সমাধিপ্রজ্ঞানির্গ্রাহ্য এবেতি। অত্র চ বিবাদাধ্যাসিতাঃ পরমাণব আত্মানশ্চ প্রাতিস্বিকবিশেষশালিনঃ দ্রব্যত্বে সতি পরস্পরং ব্যাবর্ত্তমানত্বাদ্, যে

যতঃ সর্ব্বগ্রহণক্ষমমপি তমসাবৃতং সৎ মানমপেক্ষ্যাল্পবিষয়ং ভবতি। যদা তু তৎ সমাধিনা বিগততমঃপটলং সর্ব্বতঃ প্রকাশমানম্ অতিক্রান্তমর্য্যাদং ভবতি, তদা প্রকাশানন্ত্যাৎ তস্য সর্ব্বগোচরতা জায়তে। অতস্তস্যাং সমাধিপ্রজ্ঞায়াং সূক্ষ্মব্যবহিতাদিবস্তূনাং বিশেষঃ স্ফুটমেব প্রকাশতে।

বিশেষস্যাপ্রামাণিকস্যাভাবোঽস্তীতি সমাধিপ্রজ্ঞানির্গ্রাহ্য এব স বিশেষো ভবতি ভূতসূক্ষ্মগতো বা পুরুষগতো বা। তস্মাৎ শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া সা প্রজ্ঞা বিশেষার্থত্বাৎ ইতি ॥৪৯॥ সমাধিপ্রজ্ঞা-প্রতিলম্ভে যোগিনঃ প্রজ্ঞাকৃতঃ সংস্কারো নবো নবো জায়তে।

দ্রব্যত্বে সতি পরস্পরং ব্যাবৃত্তাস্তে তে প্রাতিস্বিকবিশেষশালিনো যথা খণ্ডমুণ্ডাদয় ইত্যনুমানেন, আগমেন চ ঋতম্ভরপ্রজ্ঞোপদেশপরেণ। যদ্যপি বিশেষো নিরূপ্যতে, তদনিরূপণে সংশয়ঃ স্যাৎ, ন্যায়প্রাপ্তত্বাৎ, তথাপ্যদূরবিপ্রকর্ষেণ তৎসত্ত্বং কথঞ্চিদ গোচরয়তঃ শ্রুতানুমানে, নতু সাক্ষাচ্চার্থমিব সমুচ্চয়াদিপদানি লিঙ্গসংখ্যাযোগিন্যা। তস্মাৎ সিদ্ধং শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়েতি। স্যাদেতদ ভবতু পরমার্থবিষয়ঃ সম্প্রজ্ঞাতো যথোক্তোপায়াভ্যাসাদ, অনাদিনা তু ব্যুত্থান সংস্কারেণ নিগূঢ়নিবিড়তয়া প্রতিবন্ধনীয়া সমাধিপ্রজ্ঞা সা, বাত্যাবর্ত্তমধ্যবর্ত্তিপ্রদীপপরমাণুরিব ইতি শঙ্কামপনেতুং সূত্রমবতারয়তি "সমাধিপ্রজ্ঞা" ইতি। সূত্রং পঠতি "তজ্জঃ সংস্কারোঽন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী"।

তাৎপর্য্যার্থ। এই নির্ব্বিচার প্রজ্ঞার সহিত অন্য কোন প্রজ্ঞার তুলনা হয় না। কি ইন্দ্রিয়জনিত প্রজ্ঞা কি অনুমানজনিত প্রজ্ঞা, কি শাস্ত্রজ্ঞানজনিত প্রজ্ঞা, কিছুই এই ভাবনা-প্রকর্ষ জনিত নির্ব্বিচার প্রজ্ঞার সমকক্ষ নহে। কেন না, উল্লিখিত প্রজ্ঞা বস্তুর একদেশ বা সামান্যাকারমাত্র গ্রহণ করে, বিশেষ তত্ত্ব গ্রহণ করে না। সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, কিংবা বিপ্রকৃষ্ট (দূরস্থ) বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু এই যোগজ-প্রজ্ঞা কি সূক্ষ্ম, কি বিপ্রকৃষ্ট, কি ব্যবহিত— সমস্তই গ্রহণ করে, প্রকাশ করে। কারণ এই যে, বুদ্ধিপদার্থ মহান্, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বপ্রকাশক। তাহার যে সর্ব্বপ্রকাশকত্ব শক্তি আছে, তাহা রজঃ ও তমোরূপ মলে কলুষিত থাকে। কলুষিত থাকাতেই অত্যন্তব্যাপক ও সর্ব্বপ্রকাশ বুদ্ধি প্রায়ই আপনার প্রধানতম ক্ষমতায় বঞ্চিত আছে। যোগাভ্যাস দ্বারা যদি সে মল অপনীত হয়, তাহা হইলে সে অবশ্যই সর্ব্বজ্ঞ হইবে, সর্ব্ববস্তু প্রকাশ করিবে।

তজ্জঃ সংস্কারোঽন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥

(৫০) তজ্জঃ নির্ব্বিচারসমাধিপ্রজ্ঞাজন্যঃ সংস্কারঃ অন্যান্ ব্যুত্থানজান্ সংস্কারান্ প্রতিবধ্নাতি। নেতি নষ্টোঽভ্যাসদার্ঢ্যাদেব ব্যুত্থানসংস্কারাঃ সম্প্রজ্ঞাতবৃত্তয়শ্চ ক্ষীয়ন্ত ইতি তাৎপর্য্যম্।

ভাষ্যম্—সমাধিপ্রজ্ঞাপ্রভবঃ সংস্কারো ব্যুত্থানসংস্কারাশয়ং বাধতে, ব্যুত্থানসংস্কারাভিভবাৎ তৎপ্রভবাঃ প্রত্যয়া ন ভবন্তি, প্রত্যয়নিরোধে সমাধিরুপতিষ্ঠতে, ততঃ সমাধিজা প্রজ্ঞা ততঃ প্রজ্ঞাকৃতাঃ সংস্কারাঃ ইতি নবো নবঃ সংস্কারাশয়ো জায়তে, ততঃ প্রজ্ঞা ততশ্চ সংস্কারা ইতি। কথমসৌ সংস্কারাতিশয়শ্চিত্তং সাধিকারং ন করিষ্যতীতি, ন তে প্রজ্ঞাকৃতাঃ সংস্কারাঃ ক্লেশক্ষয়হেতুত্বাৎ চিত্তমধিকারবিশিষ্টং কুর্ব্বন্তি, চিত্তংহি তে স্বকার্য্যাদবসাদয়ন্তি, খ্যাতিপর্য্যবসানং হি চিত্ত-চেষ্টিতমিতি ॥ ৫০ ॥ কিঞ্চ অস্য ভবতি।

টীকা। "তদ্" ইতি নির্ব্বিচারাং সমাপত্তিং পরামৃশতি "অন্য ইতি ব্যুত্থান-মাহ —ভূতার্থপক্ষপাতো হি ধিয়াং স্বভাবঃ। তাবদেবেয়মনবস্থিতা ভ্রাম্যতি ন যাবৎ তত্ত্বং প্রতিলভতে তৎপ্রতিলম্ভে তত্রাস্থিতপদা সতী সংস্কারবুদ্ধিঃ সংস্কারচক্র-ক্রমেণাবর্ত্তমানমনাদিমপ্যেতত্তত্ত্বসংস্কারবুদ্ধিক্রমং বাধত এবেতি। তথা চ বাহ্যা অপ্যাহুঃ "নিরুপদ্রবভূতার্থস্বভাবস্য বিপর্য্যয়ৈঃ। ন বাধোঽনাদিমত্ত্বেপি বুদ্ধেস্তৎ-পক্ষপাততঃ" ইতি। স্যাদেতৎ, সমাধিপ্রজ্ঞাতোঽস্তু ব্যুত্থানজন্যসংস্কারস্য নিরোধঃ, সমাধিজস্তু সংস্কারাতিশয়ঃ সমাধিপ্রজ্ঞাপ্রসবহেতুরস্ত্যবিকল ইতি তদবস্থৈব চিত্তস্য সাধিকারতেতি। চোদয়তি "কথমসৌ" ইতি। পরিহরতি "ন তে" ইতি। চিত্তস্য হি কার্য্যদ্বয়ং শব্দাদ্যুপভোগো বিবেকখ্যাতিশ্চেতি। তত্র ক্লেশকর্ম্মাশয়সহিতং শব্দাদ্যুপভোগে প্রবর্ত্ততে, প্রজ্ঞাপ্রভবসংস্কারোন্মূলিত-নিখিলক্লেশকর্ম্মাশয়স্য তু চেতসোঽবসিতপ্রায়াধিকারভাবস্য বিবেকখ্যাতিমাত্র-মবশিষ্যতে কার্য্যম্। তস্মাৎ সমাধিসংস্কারাশ্চিত্তস্য ন ভোগাধিকারহেতবঃ, প্রত্যুত তৎপরিপন্থিন ইতি। স্বকার্য্যাদ্—ভোগলক্ষণাদ্, অবসাদয়ন্তি—অসমর্থং কুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ। কস্মাৎ, খ্যাতিপর্য্যবসানং হি চিত্তচেষ্টিতম্। তাবদ্ধি ভোগায় চিত্তং চেষ্টতে ন যাবদ্বিবেকখ্যাতিমনুভবতি। সংজাত-বিবেকখ্যাতিনস্তু ক্লেশনিবৃত্তৌ ন ভোগাধিকার ইত্যর্থঃ। তদত্র ভোগাধিকার-প্রশান্তিঃ প্রয়োজনং প্রজ্ঞাসংস্কারাণামিত্যুক্তম্ ॥ ৫০ ॥ পৃচ্ছতি। "কিঞ্চ" ইতি কিঞ্চাস্য ভবতি—প্রজ্ঞাসংস্কারবচ্চিত্তং প্রজ্ঞাপ্রবাহজনকতয়া কথৈব সাধিকারমিত্যধিকারাপন্নত্বয়েঽন্যদপি কিঞ্চিদপেক্ষণীয়মস্তীত্যর্থ। সূত্রেণো-ত্তরমাহ—"তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ।"

তাৎপর্য্যার্থ। তজ্জনিত সংস্কার অন্য সংস্কারের প্রতিবন্ধক জানিবে। তাৎপর্য্য এই যে, উক্তপ্রকার নির্ব্বিচার সমাধি অভ্যাস করিতে করিতে, বারবার সমাধিপ্রজ্ঞা উদিত করিতে করিতে, পূর্ব্বকালের (অযোগী অবস্থার) অভ্যস্ত সমুদায় জ্ঞানসংস্কার বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তৎকালে কেবল সেই সমাধিপ্রজ্ঞাই বিদ্যমান থাকে। ক্রমে সমাধিপ্রজ্ঞাও নিরুদ্ধ হয়। সমাধি-প্রজ্ঞা নিরুদ্ধ হইলেও কিছুকাল তাহার সংস্কার (অভ্যাসের ছায়া অথবা সংস্কার) থাকে। যখন তন্মাত্রে পর্য্যবসন্ন হয়, তখন আর তাহার কোন কর্ত্তব্যই থাকে না, কোন চেষ্টা, কোন ক্লেশ, কোন ক্রিয়া,—কিছুই থাকে না। এই স্থানেই চিত্ত-চেষ্টার শেষ, এই স্থানেই চিত্ত-গতির পরিসমাপ্তি।

তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ ॥ ৫১ ॥

ভাষ্যম্—স ন কেবলং সমাধিপ্রজ্ঞাবিরোধী, প্রজ্ঞাকৃতানাং সংস্কারাণামপি প্রতিবন্ধী ভবতি, কস্মাৎ, নিরোধজঃ সংস্কারঃ

টীকা। পরেণ বৈরাগ্যেণ জ্ঞানপ্রসাদমাত্রলক্ষণেন সংস্কারোপজননাৎ বা তস্যাপি প্রজ্ঞাকৃতস্য সংস্কারস্য নিরোধে, ন কেবলং প্রজ্ঞায়া ইত্যপিশব্দার্থঃ। সর্ব্বস্যোৎপদ্যমানস্য সংস্কারপ্রবাহস্য নিরোধাৎ কারণাভাবেন কার্য্যানুৎপাদনাৎ সোয়ং নির্বীজঃ সমাধিঃ। ব্যাচষ্টে "স" ইতি। সঃ—নির্বীজঃ সমাধিঃ। সমাধি-প্রজ্ঞাবিরোধিনঃ পরস্মাদ্বৈরাগ্যাজ্জায়মানঃ স্বকারণত্বাবেন ন কেবলং সমাধিপ্রজ্ঞা-বিরোধী প্রজ্ঞাকৃতানামপ্যসৌ সংস্কারাণাং পরিপন্থী ভবতি। ননু বৈরাগ্যজং বিজ্ঞানং সদ্বিজ্ঞানং প্রজ্ঞামাত্রং বাধতাং, সংস্কারং ত্ববিজ্ঞানরূপং কথং বাধতে। দৃষ্টা হি জাগ্রতোঽপি স্বপ্নদৃষ্টার্থে স্মৃতিরিত্যাশয়বান্ পৃচ্ছতি "কস্মাদ্" ইতি। উত্তরমাহ—"নিরোধজ" ইতি। নিরুদ্ধ্যতে প্রজ্ঞানেনেতি নিরোধঃ পরং বৈরাগ্যং, ততো জাতো, নিরোধজঃ সংস্কারঃ। সংস্কারাদেব দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎ কারাসেবিতপরবৈরাগ্যজন্মনঃ প্রজ্ঞাসংস্কারবাধো, ন তু বিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। স্যাদেতৎ, নিরোধজসংস্কারসদ্ভাবে কিং প্রমাণং? স হি প্রত্যক্ষেণ বানুভূয়েত,

(৫১) অভ্যাসদার্ঢ্যাৎ তস্য সম্প্রজ্ঞাতস্য নিরোধে প্রবিলয়ে সতি সর্ব্ববৃত্তিনিরোধাৎ সর্ব্বাসাং চিত্তবৃত্তীনাং স্বকারণে প্রবিলয়াৎ নির্বীজঃ সমাধিরুৎপদ্যতে। ততশ্চ কালক্রমেণ নির্বীজনিরোধ-সংস্কারপ্রচয়ে সতি স্বকারণে চিত্তমপি লীয়তে। ততশ্চ পুরুষো মুক্তো ভবতি প্রকৃতিত্যাগাৎ কেবলো ভবতীতি ভাবঃ।

সমাধিজান্ সংস্কারান্ বাধতে ইতি। নিরোধস্থিতিকালক্রমানুভবেন নিরোধচিত্তকৃতসংস্কারাস্তিত্বমনুমেয়ম্। ব্যুত্থাননিরোধসমাধিপ্রভবৈঃ সহ কৈবল্যভাগীয়ৈঃ সংস্কারৈশ্চিত্তং স্বস্যাম্প্রকৃতাববস্থিতায়াং প্রবিলীয়তে, তস্মাৎ তে সংস্কারাশ্চিত্তস্যাধিকারবিরোধিনঃ ন স্থিতিহেতবঃ যস্মাৎ অবসিতাধিকারং সহ কৈবল্যভাগীয়ৈঃ সংস্কারৈশ্চিত্তং বিনিবর্ত্ততে তস্মিন্নিবৃত্তে পুরুষঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধো মুক্তঃ ইত্যুচ্যতে ॥৫১॥ ইতি পাতঞ্জলে সাংখ্য প্রবচনে যোগশাস্ত্রে সমাধিপাদঃ প্রথমঃ সমাপ্তঃ।

স্মৃত্যা বা কার্য্যেণানুমীয়েত। ন চ সর্ব্ববৃত্তিনিরোধে প্রত্যক্ষমস্তি যোগিনো, নাপি স্মৃতিঃ, তস্য বৃত্তিমাত্রনিরোধতয়া স্মৃতিজনকত্বাসম্ভবাদিত্যত আহ—"নিরোধ" ইতি। নিরোধস্থিতিঃ—চিত্তস্য নিরুদ্ধাবস্থা, তস্যাঃ কালক্রমো মুহূর্ত্তার্দ্ধযামযামাহোরাত্রাদিঃ, তদনুভবেন। এতদুক্তং ভবতি। বৈরাগ্যাভ্যাসপ্রকর্ষানুরোধী নিরোধপ্রকর্ষো মুহূর্ত্তার্দ্ধযামাদিব্যাপিতয়ানুভূয়তে যোগিনা। ন চ পরবৈরাগ্যক্ষণাঃ ক্রমনিয়ততয়া পরস্পরমসম্ভবন্তস্তত্তৎকালব্যাপিতয়া সাতিশয়ং নিরোধং কর্ত্তুমীশত ইতি তত্তদ্বৈরাগ্যক্ষণপ্রচয়জন্যঃ স্থায়ী সংস্কারপ্রচয় এষিতব্য ইতি ভাবঃ। ননূচ্ছিদ্যন্তাং প্রজ্ঞাসংস্কারা, নিরোধসংস্কারস্তু কুতঃ সমুচ্ছিদ্যন্তে, অনুচ্ছেদে বা সাধিকারত্বমেবেত্যত আহ—"ব্যুত্থান" ইতি। ব্যুত্থানং চ তস্য নিরোধসমাধিশ্চ—সম্প্রজ্ঞাতঃ, তৎপ্রভাবা সংস্কারাঃ কৈবল্যভাগীয়াঃ—নিরোধজাঃ সংস্কারা ইত্যর্থঃ। ব্যুত্থানপ্রজ্ঞাসংস্কারাশ্চিত্তে প্রলীনা ইতি ভবতি চিত্তং ব্যুত্থানপ্রজ্ঞাসংস্কারবৎ। নিরোধসংস্কারস্তু প্রত্যুদিত এবাস্তে চিত্তে। নিরোধসংস্কারে সত্যপি চিত্তমনধিকারবৎ পুরুষার্থজনকং হি চিত্তং সাধিকারং শব্দাদ্যুপভোগবিবেকখ্যাতী চ তথা পুরুষার্থৌ। সংস্কারশেষতায়ান্তু ন বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী পুরুষ ইতি নাসৌ পুরুষার্থঃ। বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাং ন নিরোধভাগিতয়া সাধিকারং চিত্তম্, অপি তু ক্লেশবাসিততয়েত্যাশয়বানাহ যস্মাদিতি। শেষং সুগমম্। "যোগস্যোদ্দেশনির্দ্দেশৌ তদর্থং বৃত্তিলক্ষণম্। যোগোপায়াঃ প্রভেদাশ্চ পাদেঽস্মিন্নুপবর্ণিতাঃ"

ইতি শ্রীবাচস্পতি মিশ্রবিরচিতায়াং পাতঞ্জলভাষ্যব্যাখ্যায়াং (তত্ত্ববৈশারদ্যাং) প্রথমঃ সমাধিপাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। সেই সম্প্রজ্ঞাতবৃত্তিটীও যখন নিরুদ্ধ হয়, তখন সর্ব্বনিরোধরূপ নিবীজ সমাধি জন্মে। তাৎপর্য্য এই যে, যোগী বহুকাল হইতে নিরোধাভ্যাস করিতেছিলেন। এক্ষণে সেই অভ্যাসের বলে তাঁহার চিত্তের সেই অবলম্বনটীও নিরুদ্ধ বা বিলীন হইয়া গেল। চিত্ত যে বীজ অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান ছিল, এক্ষণে তাহাও নষ্ট হইল; সুতরাং এক্ষণে নির্বীজ-সমাধি হইল। এই নির্বীজ-সমাধি যেমন পরিপাক প্রাপ্ত হইল, চিত্ত অমনি আপনার জন্মভূমি প্রকৃতি আশ্রয় করিল। প্রকৃতিও স্বতন্ত্রা হইলেন, সচ্চিৎ-স্বপ্রকাশ পুরুষও প্রকৃতিবন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। আর তাঁহার শরীর হইবে না, জন্মমরণ হইবে না, সুখদুঃখেরও আদাস্ত ভোগ করিতে হইবে না।

পাতঞ্জল-দর্শনে সমাধিনামক প্রথমপাদ সমাপ্ত হইল।

সাধনপাদঃ।

"উপায়েন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।"

মনুষ্য বিনা চেষ্টায় কিছুই পায় না। কোন একটী বিষয় সুসিদ্ধ করিতে মানুষের যে কত ক্লেশ ও কত অনুষ্ঠান আবশ্যক হয়, কতপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহা ক্ষুদ্র বৃহৎ কর্ম্মোদ্যমী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। কোন কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইলে অগ্রে প্রস্তুত হইতে হয়। প্রস্তুত না হইয়া অর্থাৎ আপনাতে কার্য্যশক্তির উদ্রেক না করিয়া, সহসা যিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন,—তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি দূরে থাকুক,—হয় ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়েন। অতএব, প্রস্তুত না হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করা শ্রেয়স্কর নহে।

পূর্ব্বসাধন আয়ত্ত করা আর প্রস্তুত হওয়া তুল্য কথা। প্রস্তুত হওয়া আর অধিকারী হওয়া, সমানার্থক! পণ্ডিত হইবার জন্য ও শিল্পী হইবার জন্য প্রথমতঃ যেমন পাণ্ডিত্যের ও শিল্পের পূর্ব্বসাধন আয়ত্ত করিতে হয়, বিবিধ ক্রিয়াযোগের (কৌশলের) অনুষ্ঠান করিতে হয়, তদ্রূপ, যোগী হইবার জন্য প্রথমতঃ পূর্ব্বসাধন আয়ত্ত করিতে হয়—কতকগুলি ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিতে হয়। সমাধিযোগের পূর্ব্বসাধনস্বরূপ ক্রিয়াযোগগুলি আয়ত্ত না করিয়া সহসা যিনি উচ্চতম সমাধিযোগের উদ্দেশে ধাবিত হন, তাঁহার সমাধিলাভ দূরে থাকুক, হয় ত অনিবার্য্য বিপদ্ আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিবে। সেই কারণে যোগীরা মুমুক্ষুদিগের উপকারার্থ কতকগুলি ক্রিয়াযোগের উপদেশ করিয়াছেন। যিনি কখনও কোন যোগসাধক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই, তিনি যদি যোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত সমাধিযোগ ও তাহার সাক্ষাৎ সাধনগুলি সকলের পক্ষে সুসাধ্য নহে। যাহা করিলে তাহা সুসাধ্য হইয়া আসিবে, অগ্রে যে তাহাই অবলম্বনীয়, এ সিদ্ধান্তে বোধ হয় কাহারও অমত নাই। সমাধিযোগ সুসাধ্য করিবার প্রথম সোপান ক্রিয়া-যোগ। ক্রিয়াযোগে সিদ্ধ হইতে পারিলেই সমাধিযোগে অধিকারী হওয়া যায়। ইহা যুক্তিসঙ্গত ও শাস্ত্রসম্মত কথা। এক্ষণে ক্রিয়াযোগ কি? তাহা বলা যাইতেছে।

ভাষ্যম—উদ্দিষ্টঃ সমাহিতচিত্তস্য যোগঃ, কথং ব্যুত্থিতচিত্তোঽপি যোগযুক্তঃ স্যাৎ ইত্যেতদারভ্যতে।

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১ ॥

ভাষ্যম্—নাতপস্বিনো যোগঃ সিধ্যতি, অনাদিকর্ম্মক্লেশবাসনা চিত্রা প্রত্যুপস্থিতবিষয়জালা চাশুদ্ধির্নান্তরেণ তপঃ সম্ভেদমাপদ্যতে ইতি তপস উপাদানম্, তচ্চ চিত্তপ্রসাদনমবাধমানমনেনাসেব্যমিতি

টীকা। ননু প্রথমপাদেনৈব সোপায়ঃ সাবান্তরপ্রভেদঃ সফলো যোগ উক্তস্তৎ কিমপরমবশিষ্যতে যদর্থং দ্বিতীয়পাদঃ প্রারভ্যেতেত্যত আহ—"উদ্দিষ্ট"ইতি। অভ্যাসবৈরাগ্যে হি যোগোপায়ৌ প্রথমে পাদ উক্তৌ, ন চ তৌ বুত্থিতস্য দ্রাগিত্যেব সংভবত ইতি দ্বিতীযপাদোপদেশ্যামুপায়ানপেক্ষতে সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থম্। ততো হি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কৃতরক্ষাসংবিধানোঽভ্যাসবৈরাগ্যে প্রত্যহং ভাবয়তি। সমাহিতত্বম—অবিক্ষিপ্তত্বং, কথং ব্যুত্থিতচিত্তোঽপ্যুপদেক্ষ্যমাণৈরুপায়ৈর্যুক্তঃ সন্ যোগী স্যাদিত্যর্থঃ। তত্র বক্ষ্যমাণেষু নিয়মেম্বাকৃষ্য প্রাথমিকং প্রত্যুপযুক্ততরতয়া প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগমুপদিশতি সূত্রকারঃ "তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ" ॥

ক্রিয়ৈব যোগঃ ক্রিয়াযোগঃ যোগসাধনত্বাৎ, অতএব বিষ্ণুপুরাণে খাণ্ডিক্যকেশিধ্বজসংবাদে "যোগযুক্ প্রথমং যোগী যুঞ্জমানোঽভিধীয়ত" ইত্যুপক্রম্য তপঃ স্বাধ্যায়াদয়ো দর্শিতাঃ। ব্যতিরেকমুখেন তপস উপায়ত্বমাহ—"নাতপস্বিন" ইতি। তপসোঽবান্তরব্যাপারমুপায়তোপযোগিনং দর্শয়তি "অনাদি ইতি। অনাদিভ্যাং কর্ম্মক্লেশবাসনাভ্যাং চিত্রা অতএব প্রত্যুপস্থিতম্—উপনতং বিষয়জালং যস্যাং সা তথোক্তা, অশুদ্ধিঃ—রজস্তমঃ সমুদ্রেকো নাঽন্তরেণ তপঃ সম্ভেদমাপদ্যতে সান্দ্রস্য নিতান্তবিরলতা সম্ভেদঃ। ননূপাদীয়মানমপি তপো ধাতুবৈষম্যহেতুতয়া যোগপ্রতিপক্ষ ইতি কথমুপায় ইত্যত আহ—"তচ্চ" ইতি। তাবন্মাত্রমেব তপশ্চরণীয়ং, ন যাবতা ধাতুবৈষম্যমাপদ্যেতেত্যর্থঃ। প্রণবাদয়ঃ—পুরুষসূক্তরুদ্রমণ্ডল ব্রাহ্মণাদয়ো বৈদিকাঃ, পৌরাণিকাশ্চ

(১) তপঃ=ব্রহ্মচর্য্য সত্য-মৌন-ধর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বন্দ্বসহন-মিতাহারাদিকম্। স্বাধ্যায়ঃ—প্রণব শ্রীরুদ্র পুরুষসূক্তাদিমন্ত্রাণাং জপঃ মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়নঞ্চ। ঈশ্বর প্রণিধানম্=ঈশ্বরোপাসনম্। তচ্চ তস্মিন ভক্তি শ্রদ্ধাতিশয়রূপং ফলাভিসন্ধানং বিনা কৃতানাং কর্ম্মণাং তস্মিন্ পরমগুরৌ সমর্পণরূপঞ্চ।

মন্যতে। স্বাধ্যায়ঃ প্রণবাদিপবিত্রাণাং জপঃ, মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়নং বা। ঈশ্বরপ্রণিধানং সর্ব্বক্রিয়াণাং পরমগুরাবর্পণং, তৎফলসংন্যাসো বা ॥ ১ ॥ স হি ক্রিয়াযোগঃ।

ব্রহ্মপারায়ণাদয়ঃ। পরমগুরুঃ—ভগবানীশ্বরঃ তস্মিন্। যত্রেদমুক্তং "কামতোঽকামতো বাপি যৎকরোমি শুভাশুভম্। তৎসর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং তৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্" ইতি। তৎফলসংন্যাসো বা—ফলানভিসন্ধানেন কার্য্যকরণং, যত্রেদমুক্তং "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি" ইতি ॥ ১ ॥ তস্য প্রয়োজনাভিধানায় সূত্রমবতারয়তি "স হি" ইতি। সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। তপস্যা, স্বাধ্যায় (বেদাভ্যাস) ও ঈশ্বরপ্রণিধান;—এই তিনপ্রকার অনুষ্ঠানের নাম ক্রিয়াযোগ।

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত ব্রতনিয়মাদির অনুষ্ঠান করার নাম তপস্যা, প্রণব প্রভৃতি ঈশ্বরবাচক শব্দের জপ অর্থাৎ অর্থস্মরণপূর্ব্বক উচ্চারণ এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রের মর্ম্মানুসন্ধানে রত থাকার নাম স্বাধ্যায়, এবং ভক্তিশ্রদ্ধাসহকারে ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়া কার্য্য করার নাম ঈশ্বরপ্রণিধান। তুলসীদাস নামক জনৈক সাধক শেষোক্ত কথাটী উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।—

তুলসীদাস আপনিই আপনাকে উপদেশ দিতেছেন। অরে তুলসি। নব প্রসূতা গাভী যেমন বৎসের প্রতি মন রাখিয়া আহারাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তুইও সেইরূপে তাঁহাকে ধ্যান কর। তুলসী যেমন নবপ্রসূতা গাভীর দৃষ্টান্তে ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়াছিলেন, যোগী হইবার ইচ্ছা থাকিলে সকল ব্যক্তিরই উক্ত দৃষ্টান্তের অনুসরণে অর্থাৎ নবপ্রসূতা গাভীর দৃষ্টান্তে ঈশ্বরপ্রণিধানে রত হওয়া অতীব কর্ত্তব্য।

তপস্যা কেন ?—না, তপস্যাব্যতিরেকে যোগসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। "নাতপস্বিনো যোগঃ সিধ্যতি।" তপস্বী না হইলে যোগসিদ্ধি হইবে না। কেন-না মনুষ্যের চিত্তে অনাদিকালের বাসনা ও অবিদ্যা (অজ্ঞান) বদ্ধমূল হইয়া আছে, তপস্যাব্যতীত তাহার ক্ষয়সম্ভাবনা নাই; চিত্তে বাসনা থাকিতে যোগ হইবার সম্ভাবনা নাই; কাজে কাজেই বাসনানাশের নিমিত্ত তপস্যা করার আবশ্যক আছে। বাসনা কি? তাহা একটু স্থিরচিত্তে শুন।

মনে কর, কোন ব্যক্তি আহারান্তে নিদ্রা গেল। এক-দিন, দু-দিন ক্রমে দশ পোনর দিন নিদ্রা গেল। দশ পোনর দিন নিদ্রা যাইতে যাইতে, তাহার এমন এক কু-অভ্যাস হইয়া আসিল যে, সে আর আহারান্তে নিদ্রা না যাইয়া থাকিতে পারে না। যতই কার্য্য থাকুক—তাহাকে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া নিদ্রা যাইতেই হইবে। এরূপ হয় কেন?—না, মনুষ্যের মন, ইন্দ্রিয়, শরীর—এ সমস্তই প্রসঙ্গপ্রবণ; অর্থাৎ মনুষ্য যে বিষয়ে প্রসক্ত হয়, অধিক দিন ধরিয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, ক্রমে তাহার চিত্ত সেই কার্য্যেই নত হয়, অন্য কার্য্য করিতে তাহার ইচ্ছা হয় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সিদ্ধান্ত করা হইতেছে যে মনুষ্য যখন যেরূপে যে কার্য্যের প্রসঙ্গ করে (আসক্ত হইয়া অনুষ্ঠান করে), তাহাদের চিত্ত সেই সময়ে ও সেই প্রকারে সেই কার্য্য করিবারজন্য উন্মুখ বা প্রধাবিত হয়। ঠিক্ সেইরূপে ও সেই সময়ে অবশ হইয়া আপনা আপনিই বিক্ষিপ্ত হয়। মনুষ্যগণের এতদ্রূপ প্রসঙ্গপ্রবণতাকে লোকে "নেসা" এই ভাষা-নাম দিয়া উল্লেখ করে, এবং তাহাই শাস্ত্রীয় ভাষায় অভ্যাসজনিত সংস্কার, স্বভাব, প্রকৃতি ও বাসনা নামে অভিহিত হয়। তদ্বিধ বাসনা থাকায় লোকের অনেক সময়ে অনেকপ্রকার কার্য্যহানি হয়। মনুষ্য যখন দুই চারি দিন মাত্র নারীপ্রসঙ্গ, ক্রীড়াপ্রসঙ্গ ও অন্যবিধ ব্যসন-প্রসঙ্গ করিয়া অভিভূতচিত্ত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে তখন যে, সে অনাদিকালের অভ্যস্ত কার্য্য-বাসনা, ক্লেশ-বাসনা ও সংসার-বাসনা লইয়া যোগী হইবে, এ কথা বড় সঙ্গত নহে। সুতরাং যোগী হইবার ইচ্ছা থাকিলে, অগ্রে সংসার-বাসনার অথবা চিত্তস্থ ক্লেশ বাসনার নাশক ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য হইবে। সেই ক্রিয়াযোগ সমাধিউদ্ভবের পূর্ব্বনিমিত্ত এবং ক্লেশ-বিনাশের প্রধান কারণ।

স সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ ॥ ২ ॥

ভাষ্যম্—স হি আসেব্যমানঃ সমাধিং ভাবয়তি ক্লেশাংশ্চ প্রতনূকরোতি। প্রতনূকৃতান্ ক্লেশান্ প্রসংখ্যানাগ্নিনা দগ্ধবীজকল্পান্

(২) সঃ ক্রিয়াযোগঃ। সমাধিঃ উক্তলক্ষণঃ। তস্য ভাবনম্ উৎপাদনং তদর্থঃ। ক্লেশাঃ বক্ষ্যমাণস্বরূপাঃ। তনূকরণং সদোদ্ভবতাং তেষাং কাদাচিৎক উদ্ভবঃ কার্য্যাপ্রতিবন্ধো বা তৎকরণম্। তস্মৈ অয়মিতি তদর্থঃ। ক্রিয়াযোগেন হি ক্লেশচ্ছিদ্রেষু লব্ধাবসরঃ সমাধির্বিবেকখ্যাতিমুৎপাদ্য সবাসনক্লেশান্ দহতীতি তাৎপর্য্যার্থঃ।

অপ্রসবধর্ম্মিণঃ করিষ্যতীতি, তেষাং তনূকরণাৎ পুনঃ ক্লেশৈরপরামৃষ্টা সত্ত্বপুরুষান্যতা খ্যাতিঃ সূক্ষ্মা প্রজ্ঞা সমাপ্তাধিকারা প্রতিপ্রসবায় কল্পিষ্যত ইতি ॥ ২ ॥ অথ কে তে ক্লেশাঃ কিয়ন্তো বেতি?

টীকা। নম্থ ক্রিয়াযোগ এব চেৎ ক্লেশান্ প্রতনূকরোতি কৃতং তর্হি প্রসংখ্যানেনেত্যত আহ—"প্রতনূকৃতান্" ইতি ক্রিয়াযোগস্য প্রতনূকরণমাত্রে ব্যাপারো, ন তু বন্ধ্যত্বে ক্লেশানাম্। প্রসংখ্যানস্য তু তদ্বন্ধ্যত্বে, দগ্ধবীজকল্পান্—ইতি বন্ধ্যত্বেন দগ্ধকলমবীজসারূপ্যমুক্তম্। স্যাদেতৎ প্রসংখ্যানমেব চেৎ ক্লেশান্ অপ্রসবধর্ম্মিণঃ করিষ্যতি কৃতমেষাং প্রতনূকরণেনেত্যত আহ—"তেষাম্" ইতি। ক্লেশানাম্ অতানবে হি বলবদ্বিরোধিগ্রস্তা সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিরুদেতুমেব নোৎসহ তে প্রাগেব তদ্বন্ধ্যভাবং কর্ত্তুম্। প্রবিবলীকৃতেষু তু ক্লেশেষু দুর্ব্বলেষু তদ্বিরোধিন্যপি বৈরাগ্যাভ্যাসাভ্যামুপজায়তে। উপজাতা চৈতৈরপরামৃষ্টা—অনভিভূতা নৈব যাবৎ পরামৃশ্যতে, সত্ত্বপুরুষান্যতামাত্রখ্যাতিঃ। সূক্ষ্মা প্রজ্ঞা—অতীন্দ্রিযতয়া সূক্ষ্মোঽস্যা বিষয় ইতি সূক্ষ্মা প্রজ্ঞা, প্রতিপ্রসবায়—প্রবিলয়ায় কল্পিষ্যতে। কুতঃ? যতঃ সমাপ্তাধিকারা—সমাপ্তোধিকারঃ কার্য্যারম্ভণং গুণানাং যয়া হেতুভূতয়া সা তথোক্তেতি ॥ ২ ॥ পৃচ্ছতি "অথ" ইতি। "অবিদ্যা" ইতি সূত্রেণ পরিহরতি "অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ।

তাৎপর্য্যার্থ। অর্থ এইযে, উক্ত তিন প্রকার অথবা তিন প্রকারের কোন একপ্রকার ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করিয়া কালকর্ত্তন করিতে করিতে যোগাধিকার দৃঢ় হইয়া আসিবে। ক্লেশ সকল ক্ষীণ হইবে এবং সমাধি-শক্তিও জন্মিবে। মনুষ্য যদি উদ্দেশ্য স্থির রাখিয়া ভক্তিসহকারে তপস্যা করে, তন্ময় হইয়া প্রণব কি অন্য কোন ঈশ্বরবাচক শব্দের ধ্যান (জপ) করে, সদা-সর্ব্বদা অধ্যাত্মশাস্ত্রের অর্থানুসন্ধান করে, ঈশ্বরার্পিতচিত্ত বা অনাসক্ত হইয়া জীবনাতিপাত করে, তাহা হইলে, অবশ্যই তাহার চিত্তগতি ফিরিয়া যাইবে, বিষয়-বাসনার স্রোত রুদ্ধ হইয়া যাইবে, এবং ক্লেশ সকল ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। ক্লেশ কি? তাহা বলা যাইতেছে।

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ ॥ ৩ ॥

(৩) অবিদ্যাদীনাং লক্ষণং। সূত্রেণৈব স্ফুটীভবিষ্যতি। তে চ কর্ম্মতৎফলপ্রবর্ত্তকত্বেন দুঃখহেতুত্বাৎ ক্লেশা ইত্যাখ্যায়ন্তে।

ভাষ্যম্—ক্লেশাঃ ইতি পঞ্চ বিপর্য্যয়া ইত্যর্থঃ,তে স্যন্দমানা গুণাধিকারং দ্রঢ়য়ন্তি, পরিণামমবস্থাপয়ন্তি, কার্য্যকারণস্রোত উন্নময়ন্তি, পরস্পরানুগ্রহতন্ত্রী ভূত্বা কর্ম্মবিপাকং চ অভিনির্হরন্তি ইতি ॥ ৩ ॥

টীকা। "ক্লেশা" ইতি ব্যাচষ্টে "পঞ্চ বিপর্য্যয়া" ইতি। অবিদ্যা তাবদ্বিপর্য্যয় এব অস্মিতাদয়োঽপ্যবিদ্যোপাদানাস্তদবিনাভাববর্ত্তিন ইতি বিপর্য্যয়াঃ। ততশ্চাবিদ্যাসমুচ্ছেদে তেষামপি সমুচ্ছেদো যুক্ত ইতি ভাবঃ। তেষামুচ্ছেত্তব্যতাহেতুং সংসারকারণত্বমাহ—"তে" ইতি। স্যন্দমানাঃ—সমুদাচরন্তো গুণানামধিকারং দ্রঢ়য়ন্তি—বলবন্তং কুর্ব্বন্তি। অতএব পরিণামমবস্থাপয়ন্তি, অব্যক্তমহদহঙ্কারপরম্পরয়া হি কার্য্যকারণস্রোত উন্নময়ন্তি—উদ্ভাবয়ন্তি। যদর্থং সর্ব্বমেতৎকুর্ব্বন্তি তদ্দর্শয়তি "পরস্পর" ইতি। কর্ম্মণাং বিপাকঃ—জাত্যায়ুর্ভোগলক্ষণঃ পুরুষার্থঃ, তমমী ক্লেশাঃ অভিনির্হরন্তি—নিষ্পাদয়ন্তি। কিং প্রত্যেকং নিষ্পাদয়ন্তি, নেত্যাহ "পরস্পরানুগ্রহ" ইতি। কর্ম্মভিঃ ক্লেশাঃ ক্লেশৈশ্চ কর্ম্মাণীতি ॥ ৩ ॥ হেয়ানাং ক্লেশানামবিদ্যামূলত্বং দর্শয়তি "অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্।"

তাৎপর্য্যার্থ। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, —এই পাঁচপ্রকার মনোধর্ম্মের নাম ক্লেশ। এই পাঁচপ্রকার ক্লেশের বা মনোধর্ম্মের বিস্তৃত বিবরণ পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে। ফলতঃ এই পাঁচপ্রকার ক্লেশ অযথার্থজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ঐ পাঁচপ্রকার মিথ্যাজ্ঞান যতই বাড়িবে, ততই প্রকৃতির আলিঙ্গন গাঢ় হইবে। যতই প্রকৃতির আলিঙ্গনে মুগ্ধ হইবে, ততই সুখ দুঃখের স্রোত বাড়িবে (বৈকারিক সুখ সুখ নহে, ইহা মনে রাখা আবশ্যক)। অতএব, যাহাতে ক্লেশ-নামক মিথ্যাজ্ঞান সঞ্চিত না হয়, এবং সঞ্চিত মিথ্যাজ্ঞান সকল যাহাতে দগ্ধ হইয়া যায়, তাহা করা যোগলিপ্সুদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্ ॥ ৪ ॥

(৪) অবিদ্যা অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিরূপঃ অনাত্মন্যাত্মাভিমানরূপো বা মোহঃ। সা চ উত্তরেষাম্ অস্মিতাদীনাং ক্ষেত্রং প্রসবভূমিঃ। সত্যামবিদ্যায়ামস্মিতাদীনামুত্তবদর্শনাৎ। তে চ প্রসুপ্তাদিভেদাচ্চতুর্ব্বিধাঃ। তত্র যে শক্তিরূপেণাবতিষ্ঠন্তে তে প্রসুপ্তাঃ প্রলীনাঃ। যে চ বাসনারূপেণাবতিষ্ঠন্তে তে তনবঃ সূক্ষ্মাঃ। যে চ যেন কেনচিৎ বলবতা অভিভূতাস্তিষ্ঠন্তি তে বিচ্ছিন্নাঃ। যে তু প্রব্যক্ততরমভিতিষ্ঠন্তি তে উদারাঃ।

ভাষ্যম্। অত্রাবিদ্যা ক্ষেত্রং প্রসবভূমিঃ, উত্তরেষাং অস্মিতাদীনাং চতুর্বিধকল্পিতানাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্। তত্র কা প্রসুপ্তিঃ? চেতসি শক্তিমাত্রপ্রতিষ্ঠানাং বীজভাবোপগমঃ, তস্য প্রবোধঃ আলম্বনে সম্মুখীভাবঃ, প্রসংখ্যানবতো দগ্ধক্লেশবীজস্য সম্মুখীভূতেঽপ্যালম্বনে নাসৌ পুনরস্তি, দগ্ধবীজস্য কুতঃ প্ররোহ ইতি, অতঃ ক্ষীণক্লেশঃ কুশল-শ্চরমদেহ ইত্যুচ্যতে, তত্রৈব সা দগ্ধবীজভাবা পঞ্চমী ক্লেশাবস্থা নান্য-ত্রেতি, সতাং ক্লেশানাং তদা বীজসামর্থ্যং দগ্ধমিতি বিষয়স্য সম্মুখী-ভাবেঽপি সতি ন ভবত্যেষাং প্রবোধ ইত্যুক্তা প্রসুপ্তিঃ দগ্ধবীজানাম-প্ররোহশ্চ। তনুত্বমুচ্যতে প্রতিপক্ষভাবনোপহতাঃ ক্লেশাস্তনবো ভবন্তি তথা বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য তেন তেনাত্মনা পুনঃ সমুদাচরন্তীতি বিচ্ছিন্নাঃ,

টীকা। "তত্র কা প্রসুপ্তিরিতি। স্বোচিতামর্থক্রিয়ামকুর্ব্বতাং ক্লেশানাং সদ্ভাবে ন প্রমাণমস্তীত্যভিপ্রায়ঃ পৃচ্ছতঃ। উত্তরমাহ—"চেতসি" ইতি। যা নামার্থক্রিয়াং কার্য্যুঃ ক্লেশাঃ, বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাং বীজভাবং প্রাপ্তাস্তু তে শক্তিমাত্রেণ সন্তি ক্ষীর ইব দধি। ন হি বিবেকখ্যাতেরন্যদস্তি কারণং তদ্বন্ধ্য-তায়াম্। অতো বিদেহ প্রকৃতিলয়া বিবেকখ্যাতিবিরহিণঃ প্রসুপ্তক্লেশা ন যাবদ-বধিকালং প্রাপ্নুবন্তি, তৎপ্রাপ্তৌ তু পুনরাবৃত্তাঃ সন্তঃ ক্লেশাস্তেষু তেষু বিষয়েষু সংমুখীভবন্তি শক্তিমাত্রেণ প্রতিষ্ঠা যেষাং তে তথোক্তাঃ, তদনেনোৎপত্তিশক্তি-রুক্তা, বীজভাবোপগম—ইতি চ কার্য্যশক্তিরিতি। নন্বু বিবেকখ্যাতিমতোঽপি-ক্লেশাঃ কস্মান্ন প্রসুপ্তা ইত্যত আহ—"প্রসংখ্যানবত" ইতি। চরমদেহঃ—ন তস্য দেহান্তরমুৎপৎস্যতে যদপেক্ষয়াঽস্য দেহঃ পূর্ব্ব ইত্যর্থঃ। নান্যত্র—বিদেহা দিষ্বিত্যর্থঃ। নন্বু সতো নাত্যন্তবিনাশ ইতি কিমিতি তদীয়যোগর্দ্ধিবলেন বিষয়সংমুখীভাবে ন ক্লেশাঃ প্রবুদ্ধ্যন্ত ইত্যত আহ—"সতাম্" ইতি। সন্তু ক্লেশাঃ, দগ্ধস্তেষাং প্রসংখ্যানাগ্নিনা বীজভাব ইত্যর্থঃ। ক্লেশপ্রতিপক্ষঃ ক্রিয়াযোগস্তস্য ভাবনম্—অনুষ্ঠানং তেনোপহতাস্তনবঃ। অথবা সম্যগ্জ্ঞানম্ অবিদ্যায়াঃ প্রতি-পক্ষঃ, ভেদদর্শনম্ অস্মিতায়াঃ, মাধ্যস্থং রাগদ্বেষয়োঃ অনুবন্ধবুদ্ধিনিবৃত্তিরভি-নিবেশস্যেতি। বিচ্ছিত্তিমাহ—"তথা" ইতি। ক্লেশানামন্যতমেন সমুদাচরতা-ভিভবাদ্বাত্যন্তং বিষয়সেবয়া বা বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য তেন তেনাত্মনা সমুদাচরন্তি—আবির্ভবন্তি, বাজীকরণাদ্যুপযোগেন বাভিভাবকদৌর্বল্যেন বেতি, বীপ্সয়া

কথং? রাগকালে ক্রোধস্যাদর্শনাৎ, ন হি রাগকালে ক্রোধঃ সমুদাচরতি, রাগশ্চ ক্বচিৎ দৃশ্যমানঃ ন বিষয়ান্তরে নাস্তি, নৈকস্যাং স্ত্রিয়াং চৈত্রো রক্তঃ ইত্যন্যাসু স্ত্রীষু বিরক্ত ইতি, কিন্তু তত্র রাগো লব্ধবৃত্তিঃ অন্যত্র ভবিষ্যদ্বৃত্তিরিতি, স হি তদা প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নো ভবতি। বিষয়ে যো লব্ধবৃত্তিঃ স উদারঃ। সর্ব্বে এবৈতে ক্লেশবিষয়ত্বং নাতিক্রামন্তি। কস্তর্হি বিচ্ছিন্নঃ প্রসুপ্তস্তনুরুদারো বা ক্লেশ ইতি? উচ্যতে, সত্যমেবৈতৎ কিন্তু বিশিষ্টানামেবৈতেষাং বিচ্ছিন্নাদিত্বম্। যথৈব প্রতিপক্ষভাবনাতো নিবৃত্তস্তথৈব স্বব্যঞ্জকাঞ্জনেনাভিব্যক্ত ইতি, সর্ব্ব এবামী ক্লেশা অবিদ্যাভেদাঃ, কস্মাৎ সর্ব্বেষু অবিদ্যৈবাভিপ্লবতে, যদবিদ্যয়া বস্ত্বাকার্য্যতে তদেবানুশেরতে ক্লেশাঃ, বিপর্য্যাস-প্রত্যয়কালে উপলভ্যন্তে, ক্ষীয়মাণাং চাবিদ্যামনুক্ষীয়ন্তে ইতি ॥ ৪ ॥ তত্রাবিদ্যাস্বরূপমুচ্যতে।

বিচ্ছেদসমুদাচারযোঃ পৌনঃপুন্যং দর্শযতা যথোক্তাৎ প্রসুপ্তাদ্ ভেদ উক্তঃ। রাগেন বা সমুদাচরতা বিজাতীযঃ ক্রোধোঽভিভূযতে, সজাতীযেন বা বিষযান্তরবর্ত্তিনা রাগেনৈব বিষয়ান্তরবর্ত্তী রাগোঽভিভূযত ইত্যাহ "রাগ" ইতি।

ভবিষ্যদ্বৃত্তেস্ত্রয়ী গতির্যথাযোগং বেদিতব্যেত্যাহ—"সহি" ইতি। ভবিষ্যদ্বৃত্তি ক্লেশমাত্রপরামর্শি সর্ব্বনাম, ন চৈত্ররাগপরামর্শি, তস্য বিচ্ছিন্নত্বাদেবেতি। উদারমাহ—"বিষয" ইতি। ননদার এব পুরুষান্ ক্লিশ্নাতীতি ভবতু ক্লেশঃ,অন্যে ত্বক্লিশ্নন্তঃ কথং ক্লেশা ইত্যত আহ—"সর্ব্ব এবৈত ইতি। ক্লেশবিষয়ত্বং—ক্লেশপদবাচ্যত্বং, নাতিক্রামন্তি উদারতামাপদ্যমানা, অতএব তেঽপি হেযা ইতি ভাবঃ। ক্লেশত্বেনৈকতাং মন্যমানশ্চোদয়তি "কস্তর্হি" ইতি। ক্লেশত্বেন সমানত্বেপি যথোক্তাবস্থাভেদাদ্বিশেষ ইতি পরিহরতি "উচ্যতে সত্যম্" ইতি। স্যাদেতদ্, অবিদ্যাতো ভবন্তু ক্লেশাস্তথাপ্যবিদ্যানিবৃত্তৌ কস্মান্নিবর্ত্তন্তে, ন খলু পটঃ কুবিন্দনিবৃত্তৌ নিবর্ত্তত ইত্যত আহ—"সর্ব্ব এব" ইতি। ভেদা ইব ভেদাস্তদবিনির্ভাগবর্ত্তিন ইতি যাবৎ। পৃচ্ছতি "কস্মাদ্" ইতি। উত্তরমাহ—"সর্ব্বেষু" ইতি। তদেব স্ফুটয়তি "যদ্" ইতি। আকার্য্যতে—সমারোপ্যতে শেষং সুগমম্। "প্রসুপ্তাস্তত্ত্বলীনানাং তন্ববস্থাশ্চ যোগিনাম্। বিচ্ছিন্নোদাররূপাশ্চ ক্লেশা বিষয়সঙ্গিনাম্" ইতি সংগ্রহঃ ॥ ৪ ॥ "অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা"।

তাৎপর্য্যার্থ। উক্ত ক্লেশপঞ্চকের মধ্যে প্রথমোক্ত অবিদ্যা ক্লেশটী পরবর্ত্তী অস্মিতাদি ক্লেশের ক্ষেত্র অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান (মূল কারণ)। কেননা এক মাত্র অবিদ্যা হইতেই ক্রমে অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ,—এ সমস্তই উৎপন্ন হয়। এই সকল ক্লেশ আবার সকল সময়ে সমানাকারে থাকে না। কেহ কখন প্রসুপ্তরূপে, কেহ কখন তনু অর্থাৎ সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হইয়া, কেহ কখন বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, কেহ বা কখন উদারভাবে অর্থাৎ বিস্পষ্টরূপে চিত্তক্ষেত্রে বাস করে। ক্লেশের প্রসুপ্তাবস্থা কিরূপ? তাহা শুন।

প্রসুপ্ত অর্থাৎ লীন। লীনভাবে থাকা, শক্তিরূপে থাকা, এবং প্রসুপ্ত থাকা, এ সকল তুল্য কথা। বীজমধ্যে যেমন বৃক্ষশক্তি প্রসুপ্ত থাকে, লীন বা লুক্কায়িত থাকে, তদ্রূপভাবে থাকার নাম প্রসুপ্ত। বিদেহ-লয় ও প্রকৃতিলয় যোগীদিগের চিত্তে যে ক্লেশ থাকে, তাহা বীজে বৃক্ষশক্তি থাকার ন্যায় প্রসুপ্ত বা প্রলীন থাকে। বীজ হইতে যেমন কালে অঙ্কুরোদ্গম হয়, তাঁহাদের সেই প্রসুপ্তক্লেশ হইতেও তেমনি পুনর্ব্বার সংসারাঙ্কুর উদ্গম হয়। এক্ষণে তনু অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপের উদাহরণ কিরূপ? তাহা বিবেচনা কর।

তনু অর্থাৎ সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম শব্দের অর্থ এ স্থলে সংস্কারাভাব। যে সকল ক্লেশ সংস্কার বা বাসনারূপে অবস্থান করে, তাহাদের নাম তনু। এই তনুক্লেশ দগ্ধ-বীজের ন্যায় শক্তিবিহীন। এক্ষণে বিচ্ছিন্নক্লেশ কিরূপ? তাহা শুন।

বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিচ্ছেদপ্রাপ্ত। একটী প্রবল হইলে যে অন্যটীর হ্রাস হয়, খর্ব্বতা হয়, সেই খর্ব্বতাকে আমরা তাহার বিচ্ছেদ বলি। রাগকালে ক্রোধ অভি-ভূত থাকে; সুতরাং তাহা তখন বিচ্ছিন্ন। সম্প্রতি উদার ক্লেশের স্বরূপ বর্ণনা করা যাউক—উদার অর্থাৎ পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকে,—বিস্পষ্ট অথবা জাজ্বল্যমান থাকে, অর্থাৎ আপন আপন কার্য্য করিতে থাকে, সে ক্লেশ তখন উদার।

ক্লেশ-নামক অবিদ্যাদি-পঞ্চকের কথিত-প্রকার চারি অবস্থা দৃষ্ট হয়। ক্রিয়াযোগের দ্বারা ঐ চতুষ্প্রকার ক্লেশকে দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি করিতে হয়। নচেৎ উহারা অনর্থ আনয়ন করিবে। উহা যে-কোন অবস্থায় থাকুক—থাকিলেই অনর্থ। সুতরাং অগ্রে উহাদিগকে ক্রিয়াযোগের দ্বারা তনূকৃত অর্থাৎ সূক্ষ্ম (দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি) করিতে হইবে; পশ্চাৎ যোগ বা সমাধি অভ্যাস করিতে হইবে। চিত্তের ক্লেশ-নামক ধর্ম্ম দগ্ধ করিতে পারিলেই যোগী হওয়া যায়, নচেৎ সমস্তই বিফল হয়। এক্ষণে অবিদ্যা কি তাহা বলিতেছি।—

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা ॥ ৫ ॥

ভাষ্যম্। অনিত্যে কার্য্যে নিত্যখ্যাতিঃ, তদ্‌যথা, ধ্রুবা পৃথিবী, ধ্রুবা সচন্দ্রত রকা দ্যৌঃ, অমৃতা দিবৌকস ইতি। তথাশুচৌ পরমবীভৎসে কায়ে উক্তঞ্চ "স্থানাদ্বীজাদুপষ্টম্ভান্নিস্য(স্প)ন্দান্নিধনাদপি। কায়মাধেয়-শৌচত্বাৎ পণ্ডিতা হ্যশুচিং বিদুঃ" ইত্যশুচৌ শুচিখ্যাতির্দৃশ্যতে, নবেব শশাঙ্কলেখা কমনীয়েয়ং কন্যা মধ্বমৃতাবয়বনির্ম্মিতেব চন্দ্রং ভিত্বা নিঃসৃতেব জ্ঞায়তে নীলোৎপলপত্রায়তাক্ষী হাবগর্ভাভ্যাং লোচনাভ্যাং

টীকা। অনিত্যত্বোপযোগি বিশেষণং "কার্য্য" ইতি। কেচিৎকিল ভূতানি নিত্যত্বেনাভিমন্যমানাস্তদ্রূপমভীপ্সবস্তান্যেবোপাসতে, এবং ধূমাদিমার্গানুপাসতে চন্দ্রসূর্য্যতারকাদ্যালোকান্নিত্যানভিমন্যমানাস্তৎপ্রাপ্তয়ে, এবং দিবৌকসঃ— দেবানমৃতানভিমন্যমানাস্তদ্‌ভাবায় সোমং পিবন্তি, আম্নায়তে হি "অপাম সোম-মমৃতা অভূম" ইতি। সেয়মনিত্যেষু নিত্যখ্যাতিরবিদ্যা। তথাশুচৌ—পরম-বীভৎসে কায়ে, অর্দ্ধোক্ত এব কায়বীভৎসতায়াং বৈয়াসিকীং গাথাং পঠতি "স্থানাদ্‌" ইতি। মাতুরুদরং মূত্রাদ্যুপহতং স্থানম্, পিত্রোর্লোহিতরেতসী বীজম্, অশিতপীতাহাররসাদিভাব উপষ্টম্ভঃ, তেন হি শরীরং সংধার্য্যতে। নিস্য(স্প)ন্দঃ— প্রস্বেদঃ নিধনঞ্চ শ্রোত্রিয়শরীরমপ্যপবিত্রয়তি। তৎস্পর্শে স্নানবিধানাদ্‌। নন্ু যদি শরীরমশুচি কৃতং তর্হি মৃজ্জলাদিক্ষালনেনেত্যত আহ—"আধেয়শৌচত্বাদ্‌" ইতি। স্বভাবেনাশুচেরপি শরীরস্য শৌচমাধেয়ং সুগন্ধিতেব কামিনীনামঙ্গরা-গাদিতি। অর্দ্ধোক্তং পূরয়তি "ইত্যশুচৌ" ইতি। ইত্যুক্তেভ্যো হেতুভ্যোশুচৌ শরীর ইত্যর্থঃ। শুচিখ্যাতিমাহ—"ন বা" ইতি। হাবঃ—শৃঙ্গারজা লীলা, কস্য

(৫) অতস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধিরবিদ্যেতি তৎসামান্যলক্ষণম্। অনিত্যাদিষু নিত্যাদিবুদ্ধিরিতি তু তদ্বিশেষপ্রতিপাদনম্। অমরা দেবা ইত্যনিত্যেষু নিত্যত্বভ্রান্ত্যা বধ্যতে। অশুচৌ স্ত্রীকায়ে শুচিত্বভ্রান্ত্যা বধ্যতে। কায়স্যাশুচিত্বং ব্যাসেন বর্ণিতম্। 'স্থানাদ্বীজাদুপষ্টম্ভান্নিস্যন্দান্নিধনাদপি। কায়মাধেয়শৌচত্বাৎ পণ্ডিতা হ্যশুচিং বিদুঃ॥' ইতি। বিণ্মূত্রসঙ্কুলং মাতুরুদরং স্থানম্। শুক্রশোণিতং বীজম্। অন্নপরিণামজশ্লেষ্মাদিরুপষ্টম্ভঃ। সর্ব্বদ্বারৈর্ম্মলনিঃসরণং নিস্যন্দঃ। নিধনং মরণম্। তেন হি শ্রোত্রিয়কায়োঽপ্যশুচির্ভবতি আধেয়শৌচত্বং স্নানানুলেপনাদিনা শুচিত্বোপপাদনম্। ইতি শ্লোকপদানামর্থঃ। তথা পরিণামদুঃখে ভোগে সুখবুদ্ধিঃ অনাত্মনি চ দেহাদৌ আত্মত্ববুদ্ধিঃ। এবমন্যত্রাপ্যূহ্যম্।

জীবলোকনাশ্বাসয়ন্তীবেতি, কস্য কেনাভিসম্বন্ধঃ, ভবতি চৈবমশুচৌ শুচিবিপর্য্যাসপ্রত্যয়ঃ ইতি। এতেনাপুণ্যে পুণ্যপ্রত্যয়স্তথৈবানর্থে চার্থপ্রত্যয়ো ব্যাখ্যাতঃ। তথা দুঃখে সুখখ্যাতিং বক্ষ্যতি "পরিণাম-তাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ" ইতি, তত্র সুখখ্যাতিরবিদ্যা। তথানাত্মন্যাত্মখ্যাতিঃ বাহ্যোপকরণেষু চেতনাচেতনেষু, ভোগাধিষ্ঠানে বা শরীরে, পুরুষোপকরণে বা মনসি অনাত্মন্যাত্মখ্যাতিরিতি, তথৈতদত্রোক্তং "ব্যক্তমব্যক্তং বা সত্ত্বমাত্মত্বে-নাভিপ্রতীত্য তস্য সম্পদমনুনন্দতি আত্মসম্পদং মন্বানঃ তস্য ব্যাপদমনুশোচতি আত্মব্যাপদং মন্যমানঃ স সর্ব্বোঽপ্রতিবুদ্ধঃ" ইতি। এষা চতুষ্পদা ভবত্যবিদ্যা মূলমস্য ক্লেশসন্তানস্য কর্ম্মাশয়স্য

স্ত্রীকায়স্য পরম বীভৎসস্য, কেন—মন্দতমসাদৃশ্যেন শশাঙ্কলেখাদিনা সম্বন্ধঃ। এতেন—অশুচিস্ত্রীকায়ে শুচিখ্যাতিপ্রদর্শনেন। অপুণ্যে হিংসাদৌ, সংসার-মোচকাদীনাং 'পুণ্যপ্রত্যয়ঃ' এবমর্জ্জনরক্ষণাদিদুঃখবহুলতয়ানর্থে—ধনাদৌ অর্থ-প্রত্যয়ো ব্যাখ্যাতঃ। সর্ব্বেষাং জুগুপ্সিতত্বেনাশুচিত্বাৎ। "তথা দুঃখ" ইতি সুগমম্। "তথানাত্মনি" ইতি, সুগমম্। 'তথৈতদত্রোক্তং'—পঞ্চশিখেন, ব্যক্তম্ —চেতনং পুত্রদারপশ্বাদি, অব্যক্তম্—অচেতনং শয্যাসনাশনাদি, স সর্ব্বোঽপ্রতিবুদ্ধঃ—মূঢ়ঃ। চত্বারি পদানি স্থানান্যস্যা ইতি চতুষ্পদা নন্বন্যা অপি দিঙ্মোহালাতচক্রাদিবিষয়ানন্তপদাবিদ্যা, তৎকিমুচ্যতে চতুষ্পদেত্যত আহ—"মূলমস্য" ইতি। সন্তু নামান্যা অপ্যবিদ্যাঃ, সংসারবীজং চতুষ্পদৈবেতি নন্ববিদ্যেতি নঞ্সমাসঃ পূর্ব্বপদার্থপ্রধানো বা স্যাদ্ যথাঽমক্ষিকমিতি, উত্তর-পদার্থপ্রধানো বা যথাঽরাজপুরুষ ইতি, অন্যপদার্থপ্রধানো বা যথাঽমক্ষিকো দেশ ইতি, তত্র পূর্ব্বপদার্থপ্রধানত্বে বিদ্যায়াঃ প্রসজ্যপ্রতিষেধো গম্যেত। ন চাস্য ক্লেশাদিকারণত্বম্ উত্তরপদার্থপ্রধানত্বে বা বিদ্যৈব কস্য চিদভাবেন বিশিষ্টা গম্যেত। সা চ ক্লেশাদিপরিপন্থিনী, নতু তদ্বীজম্। ন হি প্রধানোপঘাতী প্রধান-গুণো যুক্তঃ, তদনুপঘাতায় গুণে ত্বন্যায্যকল্পনা, তস্মাদবিদ্যাস্বরূপানুপঘাতায় নঞোঽন্যথাকরণম্ অধ্যাহারো বা নিষেধ্যস্যেতি, অন্যপদার্থপ্রাধান্যে ত্ববিদ্য-মানবিদ্যা বুদ্ধির্বক্তব্যা, নচাঽসৌ বিদ্যায়া অভাবমাত্রেণ ক্লেশাদিবীজং, বিবেক-খ্যাতিপূর্ব্বকনিরোধসম্পন্নায়া অপি তথাত্বপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ সর্ব্বথৈবাবিদ্যায়া ন

চ সবিপাকস্য ইতি। তস্যাশ্চামিত্রাগোষ্পদবৎ বস্তুসতত্ত্বং বিজ্ঞেয়ং, যথা নামিত্রো মিত্রাভাবো, ন মিত্রমাত্রং কিন্তু তদ্বিরুদ্ধঃ সপত্নঃ, তথাঽগোষ্পদং ন গোষ্পদাভাবো, ন গোষ্পদমাত্রং কিন্তু দেশ এব তাভ্যামন্যৎ বস্তুন্তরং, এবমবিদ্যা ন প্রমাণং ন প্রমাণাভাবঃ, কিন্তু বিদ্যা-বিপরীতং জ্ঞানান্তরমবিদ্যেতি ॥ ৫ ॥

ক্লেশাদিমূলতেত্যত আহ—"তস্যাশ্চ" ইতি। বস্তুনো ভাবো বস্তুসতত্ত্বং বস্তুত্বমিত্যর্থঃ। তদনেন ন প্রসজ্যপ্রতিষেধো, নাপি বিদ্যোবাবিদ্যা নাপি তদভাববিশিষ্টা বুদ্ধিরপি তু বিদ্যাবিরুদ্ধং বিপর্য্যয়জ্ঞানমবিদ্যেত্যুক্তং, লোকাধীনাবধারণো হি শব্দার্থসংবন্ধঃ। লোকে চোত্তরপদার্থ প্রধানস্যাপিনঞ উত্তরপদাভিধেয়োপমর্দকস্য তল্লক্ষিততদ্বিরুদ্ধপরতয়া তত্র তত্রোপলব্ধেরিহাঽপি তদ্বিরুদ্ধে বৃত্তিরিতি ভাবঃ। দৃষ্টান্তং বিভজতে, "যথা নাঽমিত্র" ইতি। ন মিত্রাভাবো নাপি মিত্রমাত্রমিত্যস্যানন্তরং বস্ত্বন্তরং কিন্তু তদ্বিরুদ্ধঃ সপত্ন ইতি বক্তব্যম্। তথাঽগোষ্পদমিতি—ন গোষ্পদাভাবো, ন গোষ্পদমাত্রং কিন্তু দেশ এব বিপুলো গোষ্পদবিরুদ্ধঃ, তাভ্যাম্—অভাবগোষ্পদাভ্যামন্যা ইতি, অর্থাদ্বস্ত্বন্তরম্। দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি "এবম্" ইতি ॥ ৫ ॥ অবিদ্যামুক্ত্বা তস্যাঃ কার্য্যমস্মিতাং রাগাদিবরিষ্ঠামাহ—"দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা" ইতি।

তাৎপর্য্যার্থ। অনিত্য, অশুচি, দুঃখ ও অনাত্মপদার্থের উপর যথাক্রমে নিত্য শুচি, সুখ ও আত্মতা (আমি ও আমার ইত্যাকার) জ্ঞানের নাম অবিদ্যা।

ফল কথা এই যে, যাহা যাহার প্রকৃত স্বরূপ নহে, তাহাতে তাহার জ্ঞান হওয়ার নাম অবিদ্যা। এই অবিদ্যাই জীবের অনর্থের বীজ। ইহার বিবরণ এই যে, যাহা বাস্তবিক অনিত্য, তাহাকে আমরা নিত্য বলিয়া বিবেচনা করি। দেবগণ অনিত্য,—কিন্তু তাঁহাদিগকে আমরা অমর মনে করি। যাহা বাস্তবিক অশুচি, তাহাকেই আমরা শুচি মনে করি। শরীর অত্যন্ত অশুচি, কিন্তু তাহাকে আমরা শুচি বিবেচনা করি। যাহা বাস্তবিক অসুন্দর, তাহাকে আমরা সুন্দর বিবেচনা করি। স্ত্রীকায়া বাস্তবিক অসুন্দর, কিন্তু আমরা তাহাকে সৌন্দর্য্যের আধার বিবেচনা করি। যাহা বাস্তবিক দুঃখ, তাহাকেই আমরা সুখ বিবেচনা করি। বিষয়ভোগ বাস্তবিক দুঃখ, পরন্তু তাহাকে আমরা যারপর নাই সুখ মনে করি এবং তাহাই পাইবার জন্য

ব্যাকুল হই। যাহা আত্মা নহে ও আমারও নহে, তাহাকেই আমরা আমি ও আমার জ্ঞান করিয়া মুগ্ধ হই। শরীর আমি নহি ও আমারও নহে, অথচ তাহাতে আমিও আমার—ইত্যাকার বুদ্ধি ধারণ করি। এরূপ অনেক উদাহরণ আছে। তদ্বিধ ও এতদ্বিধ যে-কিছু বিপরীত বুদ্ধি—সমস্তই অবিদ্যা। জীব দেহগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই এতদ্বিধ অবিদ্যার বশবর্ত্তী হয় এবং অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়াই তাহারা অস্মিতার অধীন হয়। অস্মিতা কি? তাহা শুন।—

দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা ॥ ৬ ॥

ভাষ্যম্। পুরুষো দৃক্‌শক্তিঃ বুদ্ধির্দর্শনশক্তিঃ ইত্যেতয়োরেকস্বরূপাপত্তিরিবাস্মিতাক্লেশ উচ্যতে। ভোক্তৃভোগ্যশক্ত্যোরত্যন্তবিভক্তয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োরবিভাগপ্রাপ্তাবিব সত্যাং ভোগঃ কল্পতে স্বরূপপ্রতিলম্ভে তু তয়োঃ কৈবল্যমেব ভবতি কুতো ভোগ ইতি।

টীকা। দৃক্ চ দর্শনং চ তে এব শক্তী তয়োরাত্মানাত্মনোঃ, অনাত্মন্যাত্মজ্ঞানলক্ষণাঽবিদ্যাপাদিতা যা একাত্মতেব—একার্থতেব, ন তু পরমার্থত একাত্মতা সাঽস্মিতা। দৃগ্‌দর্শনয়োরিতি বক্তব্যে তয়োর্ভোক্তৃভোগ্যযোগ্যতালক্ষণং সম্বন্ধং দর্শয়িতুং শক্তিগ্রহণম্। সূত্রং বিবৃণোতি "পুরুষ" ইতি। নন্বনয়োরভেদপ্রতীতেরভেদ এব কস্মান্ন ভবতি কুতশ্চৈকত্বং ক্লিশ্নাতি পুরুষমিত্যত আহ—"ভোক্তৃভোগ্যশক্ত্যোঃ" ইতি। ভোক্তৃশক্তিঃ—পুরুষঃ, ভোগ্যশক্তিঃ—বুদ্ধিঃ, তয়োরত্যন্তবিভক্তয়োঃ, কুতোঽত্যন্তবিভক্তত্বমিত্যত আহ—"অত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ" ইতি। অপরিণামিত্বাদিধর্ম্মকঃ পুরুষঃ, পরিণামিত্বাদিধর্ম্মিকা বুদ্ধিরিত্যসংকীর্ণতা, তদনেন প্রতীয়মানোঽপ্যভেদো ন পারমার্থিক ইত্যুক্তম্। অবিভাগেতি ক্লেশত্বমুক্তম্। অন্বয়ং দর্শয়িত্বা ব্যতিরেকমাহ—"স্বরূপ" ইতি। প্রতিলম্ভঃ—বিবেকখ্যাতিঃ, পরস্যাপ্যেতৎসংমতমিত্যাহ—"তথাচোক্তং পঞ্চশিখেন বুদ্ধিতঃ" ইতি। আকারঃ—স্বরূপং, সদা বিশুদ্ধিঃ, শীলম্—ঔদাসীন্যং, বিদ্যা—

(৬) দৃক্‌শক্তিঃ চেতনঃ পুরুষঃ। দর্শনশক্তিঃ সাত্ত্বিকমন্তঃকরণম্। তয়োরেকাত্মতা অবিবিক্ততা লোহিতস্ফটিকবৎ তত্তাদাত্ম্যবিভ্রম ইতি যাবৎ। নিরভিমানস্বভাবোঽপি পুরুষো যৎকর্ত্তাহং ভোক্তাহম্ ইত্যভিমন্যতে সোঽয়মস্যাস্মিতাখ্যঃ ক্লেশ ইতি সরলার্থঃ।

তথাচোক্তং "বুদ্ধিতঃ পরং পুরুষমাকারশীলবিদ্যাদিভির্বিভক্তমপশ্যন্ কুর্য্যাত্তত্রাত্মবুদ্ধিং মোহেন" ইতি॥ ৬॥

চৈতন্যং, বুদ্ধিরবিশুদ্ধা অনুদাসীনা জড়া চেতি। তত্রাত্মবুদ্ধিরবিদ্যা, মোহঃ—পূর্ব্বাবিদ্যাজনিতঃ সংস্কারঃ, তমো বা। অবিদ্যায়াস্তামসত্বাদিতি॥ ৬॥ বিবেকদর্শনে রাগাদীনাং বিনিবৃত্তেরবিদ্যাপাদিতাস্মিতা রাগাদীনাং নিদানমিত্যস্মিতানন্তরং রাগাদীন্ লক্ষয়তি "সুখানুশয়ী রাগঃ"।

তাৎপর্য্যার্থ। দৃক্-শক্তি যে, দর্শন-শক্তির সহিত একীভূতের ন্যায় প্রকাশ পায়,—উভয়ের সেই একীভাব-প্রাপ্তির নাম অস্মিতা।

আত্মার নাম দৃক্-শক্তি, আর বুদ্ধিতত্ত্বের নাম দর্শন-শক্তি। চিৎস্বরূপ আত্মা বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হন বলিয়া সেই সেই বুদ্ধিবৃত্তি উজ্জ্বলিত বা প্রকাশিত হয়; সুতরাং তিনিই এস্থলে দৃক্শক্তি অর্থাৎ দ্রষ্টা; আর সেই সেই বুদ্ধিবৃত্তিগুলি তাঁহার প্রকাশ বা প্রতিবিম্বপাতের আধার বলিয়া সে সকলের নাম দর্শনশক্তি। ইহার অন্য নাম বুদ্ধিতত্ত্ব। এই দুই এক, অর্থাৎ চৈতন্যের ও বুদ্ধির পরস্পর ঐক্য বা তাদাত্ম্যাধ্যাস (লৌহের সহিত অগ্নির ঐক্যের ন্যায়, অর্থাৎ একখণ্ড লৌহ যেমন অগ্নির সহিত সহবাস করিয়া অগ্নিতুল্য হয়) হইয়া যাওয়ার নাম অস্মিতা। ফলিতার্থ, সাধারণ "আমি" জ্ঞানের নাম অস্মিতা। এ সম্বন্ধে স্থূল কথা এই যে, আত্মা ও বুদ্ধি রক্তস্ফটিকের ন্যায় অভিন্ন হইয়া যাওয়ার পর সেই একীভাবের জীব নাম হইয়াছে। জীব যে বুদ্ধিকে অথবা চিত্তকে স্বরূপচৈতন্য হইতে পৃথক জানে না, বুদ্ধির প্রতি বা চিত্তের প্রতি যে "আমি" জ্ঞান আরোপিত হইয়া আছে, সেই "আমি" ও "আমার" ইত্যাকার প্রতীতির নাম অস্মিতা। এই অস্মিতা হইতে, অর্থাৎ "আমি" ইত্যাকার জ্ঞান ও "আমার" ইত্যাকার অনুভব হইতে রাগ-নামক ক্লেশের উৎপত্তি হয়। রাগ কি? তাহা শুন।—

সুখানুশয়ী রাগঃ॥ ৭॥

---

(৭) সুখমনুশেতে ইতি সুখানুশয়ী। স চ পূর্ব্বানুভূতসুখস্মৃতিপূর্ব্বকস্তৎসজাতীয়সুখসুখসাধনেষু তৃষ্ণারূপঃ। সুখজ্ঞস্য সুখসুখসাধনেচ্ছা রাগ ইতি নির্গলিতার্থঃ।

ভাষ্যম্। সুখাভিজ্ঞস্য সুখানুস্মৃতিপূর্ব্বঃ সুখে তৎসাধনে বা যো গর্দ্ধস্তৃষ্ণা লোভঃ স রাগ ইতি ॥ ৭ ॥

টীকা। সুখানভিজ্ঞস্য স্মৃতেরভাবাৎ সুখাভিজ্ঞস্যেত্যুক্তম্। স্মর্য্যমানে সুখে রাগঃ সুখানুস্মৃতিপূর্ব্বকঃ, অনুভূয়মানে তু সুখে নানুস্মৃতিমপেক্ষতে, তৎসাধনে তু স্মর্য্যমানে দৃশ্যমানে বা সুখানুস্মৃতিপূর্ব্ব এব রাগঃ, দৃশ্যমানমপি হি সুখসাধনং তজ্জাতীয়স্য সুখহেতুতাং স্মৃত্বা তজ্জাতীয়তয়া চাস্য সুখহেতুমনুমায়েচ্ছতি। অনু-শয়ীতি পদার্থমাহ "য" ইতি ॥ ৭ ॥ দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।

তাৎপর্য্যার্থ। সুখের অনুশয়ের (অনুবৃত্তির) নাম রাগ। অনুশয় বা অনুবৃত্তি কথাটার অর্থ এইরূপ—

জীবের সাক্ষাৎসম্বন্ধেই হউক, আর পরম্পরাসম্বন্ধেই হউক, একবার সুখানুভব হইলে সময়ান্তরে তাহা মনে হইবেই হইবে। (আহা! তাহা এমন, বা তেমন ছিল!)। যেমন মনে হইবে, তেমনি তাহা ভোগ করিবার জন্য বা অনুভব করিবার জন্য মনুষ্যের অশেষবিধ চেষ্টা জন্মিবে। এতদ্রূপ ক্রমে, সুখাভিজ্ঞ মনুষ্য যে পুনঃ পুনঃ সুখভোগের ইচ্ছা করে, ভোগকামনা করে, সুখসাধনদ্রব্যে সমাসক্ত হয়, তাহাদের সেই ইচ্ছা সেই কামনা বা তাদৃশ আসক্তিবিশেষই শাস্ত্রে "রাগ" বলে। এতদ্বিধ রাগ বর্ত্তমান থাকিতে প্রবল থাকিতে, যোগী হইবার সাধ্য নাই। এতদ্বিধ রাগ হইতেই ক্রমে দ্বেষের উৎপত্তি হয়। দ্বেষ কি? তাহা কি প্রকারে জন্মে? তাহা শুন।—

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যম্। দুঃখাভিজ্ঞস্য দুঃখানুস্মৃতিপূর্ব্বো দুঃখে তৎসাধনে বা যঃ প্রতিঘো মন্যুর্জিঘাংসা ক্রোধঃ স দ্বেষ ইতি ॥ ৮ ॥

টীকা। দুঃখাভিজ্ঞস্যেতি পূর্ব্ববদ্ ব্যাখ্যেয়ম্। অনুশয়িপদার্থমাহ—"যঃ প্রতিঘ" ইতি। প্রতিহন্তীতি প্রতিঘঃ। এতদেব পর্য্যায়ৈর্বিবৃণোতি "মন্যুঃ" ইতি ॥ ৮ ॥ "স্বরসবাহী বিদুষোপি তথারূঢ়োভিনিবেশঃ"।

(৮) দুঃখাভিজ্ঞস্য তদনুস্মৃতিপূর্ব্বকস্তৎসাধনেষু যোঽয়ং নিন্দাত্মকঃ অনভিলাষঃ, স দ্বেষ ইত্যুচ্যতে।

তাৎপর্য্যার্থ। দুঃখের অনুশয়ের (অনুবৃত্তির) নাম "দ্বেষ"। সুখের ন্যায় দুঃখেরও অনুশয় বা অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বানুভূত দুঃখ মনে হইবামাত্র দুঃখপ্রদ বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা, অনিচ্ছা বা অনভিলাষ জন্মে। তাহার প্রতিঘাত চেষ্টাও হয়। সেই প্রতিঘাতচেষ্টা, অনভিলাষ, বা অনিচ্ছাবিশেষকে আমরা "দ্বেষ" বলি। যে বস্তুতে একবার দুঃখ হইয়াছে, সে বস্তুর প্রতি দ্বেষ জন্মিবেই জন্মিবে। দ্বেষ জন্মিলে, যাহাতে আর তাহা না হয় তাহার চেষ্টা জন্মিবে। অবশ্যই তাহার প্রতিঘাতচেষ্টা জন্মিবে। ক্রোধ, হিংসা ও বিপ্রলিপ্সা (প্রতারণা করিবার ইচ্ছা)—এ সমস্তই উল্লিখিত দ্বেষের রূপান্তরমাত্র। দ্বেষ হইতে না হয় এমন অকার্য্যই নাই। সুতরাং দ্বেষ থাকিতে মনুষ্যের যোগী হইবাব সম্ভাবনা নাই। উক্তবিধ দ্বেষ চিত্তে বদ্ধমূল হইয়া বর্ত্তমান থাকাতেই জীব অভিনিবেশের বাধ্য হইয়া আছে। অভিনিবেশ কি? তাহাও শুন।—

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যম্। সর্ব্বস্য প্রাণিন ইয়মাত্মাশীর্নিত্যা ভবতি, "মা ন ভূবং ভূয়াসমিতি।" ন চাননুভূতমরণধর্ম্মকস্যৈষা ভবত্যাত্মাশীঃ, এতয়া চ পূর্ব্বজন্মানুভবঃ প্রতীয়তে, স চায়মভিনিবেশঃ ক্লেশঃ স্বরসবাহী

টীকা। অভিনিবেশপদার্থং ব্যাচষ্টে "সর্ব্বস্য প্রাণিন" ইতি। ইয়মাত্মাশীঃ—আত্মনি প্রার্থনা মা ন ভূবং—মা অভাবী ভূবং, ভূয়াসং—জীব্যাসমিতি। ন চাননুভূতমরণধর্ম্মকস্য—অননুভূতো মরণধর্ম্মো যেন জন্তুনা তস্যৈবং ভবত্যাত্মাশীঃ—অভিনিবেশো মরণভয়ং,প্রসঙ্গতো জন্মান্তরং প্রত্যাচক্ষাণং নাস্তিকং নিরাকরোতি "এতয়া" ইতি। প্রত্যুদিতস্য শরীরস্য ম্রিয়মাণত্বাৎ পূর্ব্বজন্মানুভবঃ প্রতীয়তে নিকায়বিশিষ্টাভিরপূর্ব্বাভির্দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনাভিরভিসম্বন্ধো জন্ম তস্যানুভবঃ—প্রাপ্তিঃ সা প্রতীয়তে, কথমিত্যত আহ—"স চায়মভিনিবেশ"

(৯) অপিনা মূর্খঃ সমুচ্চীয়তে। বিদুষো মূর্খস্য চ জন্তুমাত্রস্যেতি যাবৎ। চেতসীত্যাহৃদম্। অসকৃন্মরণদুঃখানুভবাহিতবাসনাসমূহঃ স্বরসঃ, তেন বহতি সমুত্তিষ্ঠতীতি স্বরসবাহী। স্বরসবাহী যঃ তথারূঢ়ঃ তদ্দুঃখস্মৃতিপূর্ব্বকস্ত্রাসঃ মরণত্রাস ইতি যাবৎ, সঃ অভিনিবেশ ইত্যুচ্যতে। দৃশ্যতে হি জাতমাত্রস্য জন্তোর্ম্মরণাত্তয়ম্। তচ্চ পূর্ব্বমরণবাসনাস্তিত্বং বিনা নোপপদ্যতে। এবমন্যদপি দ্রষ্টব্যম্।

ক্রমেরপি জাতমাত্রস্য প্রত্যক্ষানুমানাগমৈরসম্ভাবিতো মরণত্রাস উচ্ছেদদৃষ্ট্যাত্মকঃ পূর্ব্বজন্মানুভূতং মরণদুঃখমনুমাপয়তি। যথা চায়-মত্যন্তমূঢ়েষু দৃশ্যতে ক্লেশস্তথা বিদুষোঽপি বিজ্ঞাতপূর্ব্বাপরান্তস্য রূঢ়ঃ, কস্মাৎ, সমানা হি তয়োঃ কুশলাকুশলয়োঃ মরণদুঃখানুভাবা-দিয়ং বাসনেতি ॥ ৯ ॥

ইতি। অর্দ্ধোক্তাবেবাস্য ক্লেশত্বমাহ—"ক্লেশ" ইতি। অয়মহিতকর্ম্মাদিনা জন্তূন্ ক্লিশ্নাতি—দুঃখাকরোতি ইতি ক্লেশঃ। বক্তুমুপক্রান্তং পরিসমাপয়তি "স্বরসবাহী" ইতি। স্বভাবেন—বাসনারূপেণ বহনশীলো, নপুনরাগন্তুকঃ। ক্রমে-রপি জাতমাত্রস্য—দুঃখবহুলস্য নিকৃষ্টতমচৈতন্যস্য, অনাগন্তুকত্বে হেতুমাহ—"প্রত্যক্ষ" ইতি প্রত্যক্ষানুমানাগমৈঃ প্রত্যুদিতে জন্মন্যসম্ভাবিতঃ—অসম্পাদিতঃ পূর্ব্বজন্মানুভূতং মরণদুঃখমনুমাপয়তি। অময়ভিসন্ধিঃ। জাতমাত্র এব হি বালকো মারকবস্তুদর্শনাদ্ বেপমানঃ কম্পবিশেষাদনুমিতমরণপ্রত্যয়াসত্তিস্ততো বিভ্যদুপলভ্যতে। দুঃখাদ্ দুঃখহেতোশ্চ ভয়ং দৃষ্টং, ন চাস্মিন্ জন্মন্যনেন মরণ-মনুভূতমনুমিতং শ্রুতং বা প্রাগেবাস্য দুঃখত্বং তদ্ধেতুত্বং বাবগম্যতে। তস্মাত্তস্য তথাভূতস্য স্মৃতিঃ পরিশিষ্যতে। নচেয়ং সংস্কারাদৃতে। ন চায়ং সংস্কারানুভবং বিনা। ন চাস্মিন্ জন্মন্যনুভব ইতি প্রাগ্ভবীয়ঃ পরিশিষ্যত ইত্যাসীৎপূর্ব্ব-জন্মসংবন্ধ ইতি। তথাপদং যথা-পদমাকাংক্ষতে ইত্যর্থপ্রাপ্তে যথা-পদে সতি যাদৃশো বাক্যার্থো ভবতি তাদৃশং দর্শয়তি "যথা চায়ম্" ইতি। অত্যন্ত-মূঢ়েষু—মন্দতমচৈতন্যেষু, বিদ্বত্তাং দর্শয়তি "বিজ্ঞাতপূর্ব্বাপরান্তস্য" ইতি। অন্তঃ—কোটিঃ পুরুষস্য হি পূর্ব্বা কোটিঃ সংসারঃ, উত্তরা কৈবল্যং, সৈব বিজ্ঞাতা শ্রুতানুমানাভ্যাং যেন স তথোক্তঃ। সোঽয়ং মরণত্রাস আ ক্রমেরা চ বিদুষো রূঢ়—প্রসিদ্ধ ইতি। নন্ববিদুষো ভবতু মরণত্রাসো, বিদুষস্তু ন সংভবতি বিদ্য-য়োন্মূলিতত্বাদ্। অনুন্মূলনে বাস্য মরণত্রাসস্য স্যাদত্যন্তসত্ত্বমিত্যাশয়বান্ পৃচ্ছতি "কস্মাদ্" ইতি। উত্তরং "সমানা হি" ইতি। ন সম্প্রজ্ঞাতবান্ বিদ্বান্ অপি তু শ্রুতানুমানবিবেকী ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥ তদেবং ক্লেশা লক্ষিতাস্তেষাং চ হেয়ানাং, প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদাররূপতয়া চতস্রোঽবস্থা দর্শিতাঃ। কস্মাৎ পুনঃ পঞ্চমী ক্লেশাবস্থা দগ্ধবীজভাবতয়া সূক্ষ্মা ন সূত্রকারেণ কথিতেত্যত আহ—

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ।"

তাৎপর্য্যার্থ। বার বার মরণ-দুঃখ ভোগ করায় চিত্তে তত্তাবতের সংস্কার বা বাসনা সঞ্চিত বা বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে। সেই সমস্ত বাসনার নাম স্বরস। সেই স্বারস্যের দ্বারা জ্ঞানী অজ্ঞানী সমুদায় জীবেরই চিত্তে সেই প্রকার ভাব অর্থাৎ মরণদুঃখের ছায়াস্বরূপ বা অনুকৃতিস্বরূপ ভাববিশেষ নিহিত আছে। সেই দুর্লক্ষ্য বৃত্তিবিশেষের নাম অভিনিবেশ। এই কথাটী উত্তমরূপ বুঝাইতে হইলে অনেক কথাই বলিতে হয়। যথা—

একবার দুঃখানুভব হইলে, সেই সেই দুঃখপ্রদ বস্তুর প্রতি বিদ্বেষ এবং তাহা যাহাতে আর না হয় তৎপক্ষে চেষ্টা বা ইচ্ছাবিশেষ জন্মে। সেই ইচ্ছা-বিশেষকে আমরা অভিনিবেশ বলিলেও বলিতে পারি, পরন্তু যোগীরা তাহা না বলিয়া কেবলমাত্র মরণবিষয়ক অনিচ্ছাটীকে অভিনিবেশ শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কারণ এই যে, দুঃখের চূড়ান্ত সীমা মরণ। মরণই দুঃখের পরা কাষ্ঠা বা চরম সীমা। সেই জন্যই জীবের মরণভয় অত্যন্ত অধিক, এবং তাহাদের চিত্তে "আমি যেন না মরি" এতদ্রূপ একটী সূক্ষ্মবৃত্তি নিরন্তর নিগূঢ়রূপে নিহিত বা লুক্কায়িত রহিয়াছে।

প্রাণিমাত্রেই শরীরের উপর, ইন্দ্রিয়ের উপর "অহং" অর্থাৎ "আমি" এতদ্রূপ সম্পর্ক পাতাইয়া আছে। ধনাদি বাহ্যবিষয়ের সহিত মমত্বসম্বন্ধ পাতাইয়া আছে। সেই জন্যই প্রাণী সম্পর্ক-পাতান দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে না। ধনাদিনাশের ইচ্ছাও করে না। সর্ব্বদাই মনে করে সর্ব্বদাই প্রার্থনা করে যে, আমি যেন না মরি; আমার যেন ধনাদিনাশ না হয়। বিশেষতঃ মরণ-দুঃখের অনুবৃত্তি, অর্থাৎ আমি যেন না মরি, এতদ্রূপ প্রার্থনা প্রত্যেক জীবের অন্তঃকরণে জাগরূক আছে। কি জ্ঞানী কি মূর্খ, কি ইতর প্রাণী—সকলেরই উক্তবিধ মরণত্রাস আছে, এবং সকল প্রাণীই উক্তবিধ প্রার্থনা করে। প্রাণিমাত্রেরই যে, উক্তবিধ মনোভাব অর্থাৎ "আমি মরিব না" অথবা "আমি যেন না মরি"—ইত্যাকার প্রার্থনাবিশেষ অনুগত থাকা দৃষ্ট হয়, তাহাই এস্থলে অভিনিবেশ শব্দের বাচ্য। এই অভি-নিবেশটী ক্লেশমধ্যে গণ্য। কেননা, উহা থাকাতেই জীব অশেষবিধ ক্লেশের ভাগী হয়। উক্তপ্রকার অভিনিবেশ থাকাতেই জীব কোনরূপ দুষ্কর কার্য্য করিতে পারে না। কোনরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য করিতেও উৎসাহী হয় না। কেননা, সে সর্ব্বদাই "কিসে না মরিব,—কিসে ভাল থাকিব"—ইত্যাকার

চিন্তায় বিশেষ ব্যতিব্যস্ত থাকে। মহর্ষি পতঞ্জলি ও অন্যান্য ঋষিগণ জীবের স্বতঃসিদ্ধ মরণত্রাস দেখিয়া তদ্দ্বারা পূর্ব্বজন্মসম্বন্ধ (পূর্ব্বজন্ম থাকা) অনুমান করিতে বলেন। তাঁহারা বলেন, পূর্ব্বজন্মের অনুভূত মরণদুঃখ হইতেই ইহ-জন্মে উক্তপ্রকার অভিনিবেশ অর্থাৎ "আমি যেন না মরি" ইত্যাকার সহজাত প্রার্থনাবিশেষ উৎপন্ন হয়। যদি বল, পূর্ব্বজন্ম আছে—ইহা কিসে জানিলে? অনুমান—প্রমাণের দ্বারা জানিয়াছি। "এতয়ৈব পূর্ব্বজন্মানুভবঃ প্রতীয়তে। ন চাননুভূতমরণধর্ম্মকস্যৈষা ভবত্যাশীর্মা ন ভূবং হি ভূয়াসমেবেতি।" আমি যেন না মরি, - ইত্যাকার অভিনিবেশ দ্বারাই পূর্ব্বজন্মের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। ভাবিয়া দেখ, যে মরণদুঃখ ভোগ করে নাই, কোনক্রমেই তাহার উক্তবিধ প্রার্থনা হওয়া সুসম্ভব নহে।

পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, সুখ একবার অনুভূত হইলে পুনশ্চ তাহাতে ইচ্ছোদ্রেক হয় এবং দুঃখও অনুভূত হইলে তৎপ্রতি বিদ্বেষ জন্মে। জীবের যখন মরণের প্রতি অত বিদ্বেষ,—তখন অসংশয়িত অনুমান—মরণে অবশ্যই কোন কঠোরতর যন্ত্রণা আছে এবং জীব সেই কঠোরতর যন্ত্রণা অবশ্যই কোন-না কোন সময়ে, ভোগ করিয়াছে। মরণে যদি দুঃখঃ না থাকিত, এবং জীব যদি তাহা ভোগ না করিত, তাহা হইলে জীবের মরণের প্রতি এত বিদ্বেষ হইত না। মরণ-ত্রাস বা মরণের প্রতি বিদ্বেষ কেবল মনুষ্যের নহে, কৃমি-কীটাদিরও আছে। সদ্যোজাত শিশুরও আছে। লোক চলিত কথায় বলে, "স্বামী—স্ত্রীর বৈধব্যাবস্থা ব্যতীত আর সমস্তই দেখিতে পায়। মনুষ্য যখন একবার বৈ দু'বার মরে না, তখন বুঝিতে হইবে, সে ইহজন্মে নহে—পূর্ব্বজন্মেই মরিয়াছিল। মনুষ্য যখন ইহজন্মের মরণদুঃখ কি—তাহা না জানিয়াও ত্রাসিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে সে অবশ্য অন্য কোন দেহে তাহা জানিয়াছিল। এদেহে তাহারই অনুবৃত্তি হইতেছে। এই অনুবর্ত্তন স্বরসবাহী; অর্থাৎ বাসনার বা পূর্ব্ব-সংস্কারের স্রোতে: আসিয়া পড়িতেছে। নিগূঢ়তম বাসনার স্রোতে বহমান হইতেছে বলিয়াই জীব তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারে না; অর্থাৎ আমি অনন্ত বার মরিয়াছি এবং অনন্ত বার মরণ-দুঃখ ভোগ করিয়াছি, ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না। ঐ জ্ঞান যদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে উহা অবশ্যই বুঝিতে পারিত। পরন্তু উহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন নহে। কেবলমাত্র অন্তর্নিহিত

গূঢ়তম সংস্কারের বলে উৎপন্ন হয়। সুতরাং কারণ অজ্ঞাত থাকাতে জীব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না যে, আমি আর একবার মরিয়াছিলাম, এবং তজ্জনিত এক অনিবার্য্য কঠোরতর মরণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলাম। ক্লেশ কি? তাহা এতদূরে বলা শেষ হইল। বর্ণিতপ্রকারের ক্লেশসকল ক্রিয়া-যোগের দ্বারা নষ্ট হয় না, কিন্তু সূক্ষ্ম হইয়া যায়। সূক্ষ্ম হইয়া গেলে তখন আর তাহারা যোগ-বিঘ্ন করিতে পারে না।

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যম্। তে পঞ্চক্লেশা দগ্ধবীজকল্পা যোগিনশ্চরিতাধিকারে চেতসি প্রলীনে সহ তেনৈবাস্তং গচ্ছন্তি ॥ ১০ ॥ স্থিতানান্তু বীজ-ভাবোপগতানাম্—

টীকা। যৎকিল পুরুষপ্রযত্নগোচরস্তদুপদিশ্যতে, ন চ সূক্ষ্মাবস্থা হানপ্রযত্ন-গোচরঃ, কিন্তু প্রতিপ্রসবেন—কার্য্যস্য চিত্তস্যাস্মিতালক্ষণকারণভাবাপত্ত্যা হাত-ব্যেতি। ব্যাচষ্টে—"তে" ইতি। সুগমম্ ॥ ১০ ॥ অথ ক্রিয়াযোগতনূকৃতানাং ক্লেশানাং কিংবিষয়াৎ পুরুষপ্রযত্নাদ্ হানমিত্যত আহ—"স্থিতানান্তু বীজভাবো-পগতানাম্" ইতি। অনেন বন্ধ্যেভ্যো ব্যবচ্ছিনত্তি। সূত্রং পঠতি "ধ্যান-হেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ" ইতি।

তাৎপর্য্যার্থ। উক্ত পাঁচ ক্লেশ যখন ক্রিয়াযোগের দ্বারা সূক্ষ্ম হইয়া আইসে তখন তাহারা প্রতিলোম পরিণামের দ্বারা চিত্তের সহিত ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।

অভিপ্রায় এই যে, তপস্যা ও ঈশ্বরপ্রণিধানাদির দ্বারা ক্লেশের মূলোৎ-পাটন না হইলেও তাহার সূক্ষ্মতা হয়। সে সূক্ষ্মতা বিনাশের তুল্য। সূক্ষ্মতা কি? স্থূলপরিণাম নষ্ট হইয়া গিয়া নির্জীব অবস্থা হওয়া। তপস্যা ও ঈশ্বরপ্রণিধানাদি করিতে করিতে চিত্তের সমস্ত ক্লেশ বা অবিদ্যাদি দোষ সকল ক্রমে সূক্ষ্ম অর্থাৎ নিঃশক্তি হইয়া আইসে দগ্ধবীজের ন্যায় নিস্তেজ বা

(১০) যে সূক্ষ্মাঃ তপস্যাদিভিস্তনূকৃতাঃ সংস্কারমাত্রাবশেষীকৃতাঃ তে ক্লেশাঃ প্রতিপ্রসবহেয়াঃ। প্রতিপ্রসবঃ প্রতিলোমপরিণামঃ। কৃতকৃত্যস্য চিত্তস্য স্বকারণে লয় ইতি যাবৎ। তেন হেয়াঃ হাতব্যা ভবন্তীতি শেষঃ। ধর্ম্মিনাশাৎ ধর্ম্মনাশ ইতি ন্যায়েন চিত্তনাশাদেব সংস্কারাণাং বিনাশ ইতি ন তত্রোপদেষ্টব্যমস্তি কিঞ্চিদিতি ভাবঃ ।

নিঃশক্তি হইয়া পড়ে। দগ্ধ বীজ যেমন অঙ্কুর জন্মায় না, তপস্যাদি-দগ্ধ ক্লেশও তেমনি সুখদুঃখাদিরূপ স্থূলভোগ বা পরিপুষ্ট ভোগ জন্মায় না। সুতরাং সেরূপ ক্লেশ যোগীর পক্ষে থাকা না থাকা সমান। সে ক্লেশ নিবারণের জন্য যোগীর কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয় না। তাঁহার চিত্ত যৎকালে সমাধি-অনলে দগ্ধ হইবে, স্বীয় কারণে (অস্মিতায়) লীন হইবে, তখন তাঁহার সমস্তক্লেশসংস্কার আপনা হইতেই দগ্ধ হইয়া যাইবে।

ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যম্। ক্লেশানাং যা বৃত্তয়ঃ স্থূলাস্তাঃ ক্রিয়াযোগেন তনূকৃতাঃ সত্যঃ প্রসংখ্যানেন ধ্যানেন হাতব্যাঃ, যাবৎ সূক্ষ্মীকৃতা যাবৎ দগ্ধবীজকল্পা ইতি। যথা চ বস্ত্রাণাং স্থূলো মলঃ পূর্ব্বং নির্ধূয়তে, পশ্চাৎ সূক্ষ্মো যত্নেনোপায়েন চাপনীয়তে তথা স্বল্পপ্রতিপক্ষাঃ স্থূলা বৃত্তয়ঃ ক্লেশানাং সূক্ষ্মাস্তু মহাপ্রতিপক্ষা ইতি ॥ ১১ ॥

টীকা। ব্যাচষ্টে "ক্লেশানাম্" ইতি। ক্রিয়াযোগতনূকৃতা অপি হি প্রতিপ্রসবহেতুভাবেন কার্য্যতঃ স্বরূপতশ্চ শক্যা উচ্ছেত্তুমিতি স্থূলা উক্তাঃ। পুরুষপ্রযত্নস্য প্রসংখ্যানগোচরস্য অবধিমাহ "যাবৎ" ইতি। সূক্ষ্মীকৃতা ইতি বিবৃণোতি "দগ্ধ" ইতি। অত্রৈব দৃষ্টান্তমাহ—"যথা চ বস্ত্রাণাম্" ইতি। যত্নেন—তৎক্ষালনাদিনা, উপায়েন—ক্ষারসংযোগাদিনা, স্থূলসূক্ষ্মতামাত্রতয়া দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ সাম্যং ন পুনঃ প্রযত্নাপনেয়তয়া, প্রতিপ্রসবহেয়েষু তদসম্ভবাৎ। স্বল্পঃ প্রতিপক্ষঃ—উচ্ছেদহেতুর্যাসাং তাস্তথোক্তাঃ। মহান্ প্রতিপক্ষ—উচ্ছেদহেতুর্যাসাং তাস্তথোক্তাঃ। প্রতিপ্রসবস্য চাধস্তাৎ ক্লেশোচ্ছেদসাধকং স্যাৎ প্রসংখ্যানমিত্যবরতয়া স্বল্পত্বমুক্তম্ ॥ ১১ ॥ স্যাদেতদ্, জাত্যায়ুর্ভোগহেতবঃ পুরুষং ক্লিশ্নন্তঃ ক্লেশাঃ, কর্ম্মাশয়শ্চ তথা, ন ত্ববিদ্যাদয়ঃ। তৎকথমবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ ইত্যত আহ—"ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ"।

তাৎপর্য্যার্থ। ঐ সকল ক্লেশের বৃত্তি অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদি আকারের পরিণাম অর্থাৎ স্থূলাবস্থা সকল একমাত্র ধ্যানের দ্বারাই দূরীকৃত হয়. সূক্ষ্ম ক্লেশ

---

(১১) তেষাং ক্লেশানাং যা বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখমোহাদ্যাত্মিকাঃ স্থূলাবস্থাঃ তাঃ ধ্যানহেয়াঃ ধ্যানেনৈব চিত্তৈকাগ্রতালক্ষণেন হেয়া হাতব্যা ভবন্তীতি শেষঃ।

(অবিদ্যাদির সংস্কার) বিনাশের জন্য কোন উপায় উপদিষ্ট নাই। কেবল পরিপুষ্ট ক্লেশ বিনাশের জন্যই বিবিধ উপায় বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ক্লেশ-নামক অবিদ্যা যখন বর্ত্তমান বা প্রবল অবস্থায় থাকিয়া স্পষ্টতঃ সুখ, দুঃখ ও মোহাদিরূপ বিবিধ বৃত্তি (কার্য্য) বা ভোগ উৎপন্ন করিতে থাকে ; তখন তাহারা স্থূল বলিয়া গণ্য। সেই স্থূল অবস্থা নষ্ট বা ধ্বস্ত করিবার প্রধান উপায় ধ্যান। বহুদিন ব্যাপিয়া বার বার ও বহুবার ধ্যান করিতে পারিলে ক্রমে সুখ দুঃখ ও মোহাদি নামক চিত্তবৃত্তি সকল নিরুত্থান বা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। সুতরাং অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ-নামক ক্লেশপঞ্চকের বৃত্তি—অবস্থা (সুখদুঃখাদিরূপ অবস্থা বা বিশেষ বিশেষ পরিণাম) ধ্যাননাশ্য বলিয়া গণ্য। অগ্রে প্রক্ষালন, পরে ক্ষারসংযোগ ও উত্তাপপ্রদানপূর্ব্বক নির্ণেজন (আছ্ড়ান) দ্বারা যেমন বস্ত্রমল অপনীত হয়, তেমনি, অগ্রে ক্রিয়াযোগ পশ্চাৎ ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া চিত্তমল বিদূরিত করিতে হয়। প্রক্ষালন দ্বারা বস্ত্রমলের নিবিড়তা নষ্ট হইলে পশ্চাৎ যেমন ক্ষারসংযোগাদির দ্বারা তাহার উন্মূলন সহজ হইয়া পড়ে, তেমনি, ক্রিয়াযোগের দ্বারা চিত্তক্লেশের নিবিড়তা নষ্ট হইলে ধ্যানের দ্বারা তাহার উন্মূলন সহজ হইয়া আইসে। ক্ষারসংযোগ-পূর্ব্বক উত্তাপন ও নির্ণেজন দ্বারা বস্ত্রমল অপনীত হয়, কিন্তু তাহার সংস্কার অপনীত হয় না। তেমনি, ক্রিয়াযোগ ও ধ্যানযোগ দ্বারা মনোদোষ সকল (কর্ম্মসংস্কারসমূহ) বিদূরিত হয়, কিন্তু সে সকলের সংস্কার বিদূরিত হয় না। বস্ত্রের বিনাশ হইলে যেমন তৎসঙ্গে তাহার মল-সংস্কারও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি, সমাধি-ভাবনার দ্বারা চিত্তলয় হইলেই তৎসঙ্গে যাবন্ত ক্লেশ বা ক্লেশ-সংস্কার বিনাযত্নে বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্যই উল্লিখিত ক্লেশপঞ্চকের বৃত্তি-অবস্থা বিনাশের নিমিত্ত, স্থূলতা বা নিবিড়তা বিধ্বংসের নিমিত্ত, অগ্রে ক্রিয়া-যোগ, পশ্চাৎ ধ্যানযোগ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২ ॥

---

(১২) কর্ম্মাশয়ঃ কর্ম্মজন্য আশয়ঃ—আশেরতে সাংসারিকা অস্মিন্ ইত্যাশয়ঃ ধর্ম্মাধর্ম্মনামক-সংস্কারবিশেষো গুণবিশেষো বা। ক্লেশঃ পূর্ব্বোক্তলক্ষণঃ। স এব মূলং কারণং যস্য সঃ তথোক্তঃ। স চ কর্ম্মাশয়ঃ দৃষ্টজন্মবেদনীয়োঽদৃষ্টজন্মবেদনীয়শ্চেতি দ্বিধা। যেন দেহেন কর্ম্ম কৃতং তদ্দেহে চেৎ তদ্বিপাকঃ তর্হি স দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। তদ্বিপরীতস্তু অদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। জন্মান্তরকৃতকর্ম্মণঃ ফলং অদৃষ্টজন্মবেদনীয়ম্ ইত্যর্থঃ।

ভাষ্যম্। তত্র পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মাশয়ঃ কামলোভমোহক্রোধপ্রসবঃ। স দৃষ্টজন্মবেদনীয়শ্চাদৃষ্টজন্মবেদনীয়শ্চ, তত্র তীব্রসংবেগেন মন্ত্রতপঃ-সমাধিভির্নির্বর্ত্তিতঃ ঈশ্বরদেবতামহর্ষিমহানুভাবানামারাধনাদ্বা যঃ পরিনিষ্পন্নঃ স সদ্যঃ পরিপচ্যতে পুণ্যকর্ম্মাশয় ইতি। তথা তীব্র-ক্লেশেন ভীতব্যাধিতকৃপণেষু বিশ্বাসোপগতেষু বা মহানুভাবেষু বা তপস্বিষু কৃতঃ পুনঃপুনরপকারঃ স চাপি পাপকর্ম্মাশয়ঃ সদ্য এব পরি-পচ্যতে। যথা নন্দীশ্বরঃ কুমারো মনুষ্যপরিণামং হিত্বা দেবত্বেন পরিণতঃ, তথা নহুষোঽপি দেবানামিন্দ্রঃ স্বকং পরিণামং হিত্বা তির্য্যক্-ত্বেন পরিণত ইতি। তত্র নারকাণাং নাস্তি দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্ম্মাশয়ঃ, ক্ষীণক্লেশানামপি নাস্তি অদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্ম্মাশয় ইতি ॥ ১২ ॥

টীকা। ক্লেশো মূলং যস্যোৎপাদে চ কার্য্যকরণে চ স তথোক্তঃ। এতদুক্তং ভবতি, অবিদ্যাদিমূলঃ কর্ম্মাশয়ো জাত্যায়ুর্ভোগহেতুরিতি অবিদ্যাদয়োঽপি তদ্বেতবোঽতঃ ক্লেশা ইতি। ব্যাচষ্টে "তত্র" ইতি। আশেরতে সাংসারিকাঃ পুরুষা অস্মিন্নিত্যাশয়ঃ, কর্ম্মণামাশয়ৌ—ধর্ম্মাধর্ম্মৌ, কামাৎ কাম্যকর্ম্মপ্রবৃত্তৌ স্বর্গাদিহেতুর্ধর্ম্মো ভবতি, এবং লোভাৎপরদ্রব্যাপহারাদাবধর্ম্মঃ। এবং মোহাদ-ধর্ম্মে হিংসাদৌ ধর্ম্মবুদ্ধেঃ প্রবর্ত্তমানস্যাধর্ম্ম এব, ন ত্বস্তি মোহজো ধর্ম্মঃ। অস্তি ক্রোধজো ধর্ম্মঃ, তদ্যথা ধ্রুবস্য জনকাবমানজন্মনঃ ক্রোধাৎ তজ্জিগীষয়া আহিতেন কর্ম্মাশয়েন পুণ্যেনান্তরীক্ষলোকবাসিনামুপরি স্থানম্। অধর্ম্মস্তু ক্রোধজো ব্রহ্ম-বধাদিজন্মা প্রসিদ্ধ এব ভূতানাম্। তস্য দ্বৈবিধ্যমাহ—"স দৃষ্টজন্মবেদনীয়শ্চ" ইতি। দৃষ্টজন্মবেদনীয়মাহ—"তীব্রসংবেগেন" ইতি। যথাসংখ্যেন দৃষ্টান্তাবাহ— "যথা নন্দীশ্বর" ইতি। তত্র "নারকাণামিতি"—যেন কর্ম্মাশয়েন কুম্ভীপাকাদয়ো নরকভেদাঃ প্রাপ্যন্তে তৎকারিণো নারকাঃ, তেষাং নাস্তি দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্ম্মাশয়ঃ। ন হি মনুষ্যশরীরেণ তৎপরিণামভেদেন বা সা তাদৃশী বৎসরসহস্রাদি নিরন্তরোপভোগ্যা বেদনা সংভবতি ইতি। শেষং সুগমম্ ॥ ১২ ॥ স্যাদেতদ্। অবিদ্যামূলত্বে কর্ম্মাশয়স্য বিদ্যোৎপাদে সত্যবিদ্যাবিনাশাৎ মা নাম কর্ম্মাশয়ান্তরং চৈষীৎ, প্রাক্তনকর্ম্মাশয়ানামনাদিভবপরম্পরাসঞ্চিতানামসংখ্যাতানামনিয়ত-বিপাককালানাং ভোগেন ক্ষপয়িতুমশক্যত্বাদশক্যোচ্ছেদঃ সংসারঃ স্যাদিত্যত আহ—"সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ" ইতি।

তাৎপর্য্যার্থ। ক্লেশমূলক কর্ম্মাশয় দুইপ্রকার। এক দৃষ্টজন্মবেদনীয়, অপর অদৃষ্টজন্মবেদনীয়; অর্থাৎ বর্ত্তমান শরীর দ্বারা কৃত এবং জন্মান্তরীয় শরীর দ্বারা কৃত। এই দুই কথার অর্থ কতদূর বিস্তৃত, তাহা শুন।

যদি তুমি ক্রিয়াযোগ ও ধ্যানযোগাদির দ্বারা উল্লিখিত ক্লেশগুলিকে দগ্ধ না কর, দগ্ধ বীজের ন্যায় নিস্তেজ বা নিঃশক্তি না কর, তাহা হইলে তোমাকে জন্মজন্ম শুভাশুভ কর্ম্মে জড়িত থাকিতে হইবে। কোনও কালে তোমার সমাধি হইবে না, মুক্তিও হইবে না। ভাবিয়া দেখ, তুমি রাগের অর্থাৎ বিষয়াসক্তির বশীভূত হইয়া আছ কি না। দ্বেষ বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া শত শত গর্হিত কার্য্য করিতেছ কি না। অবশ্যই করিতেছ। অতএব, যাবৎ না তুমি পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাদিক্লেশকে দগ্ধ করিতে পারিবে, সূক্ষ্ম করিতে পারিবে, দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি করিতে পারিবে, তাবৎ তুমি, মুক্তি দূরে থাকুক, সমাধির আশাও করিতে পার না। চিরকাল বসিয়া ভাল মন্দ কর্ম্ম কর, আর তাহার ফলভোগ কর। যদি ভাব, আমি ধ্যানাদির দ্বারা কর্ম্মমূল ক্লেশকে নষ্ট করিতে পারিব না, অথচ যোগী হইব, তাহা ভ্রম। সে আশা করিও না। কেননা, ক্লেশই কর্ম্ম-প্রবৃত্তির মূল। ক্লেশনামক অজ্ঞান অহন্তা, মমতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ প্রভৃতি বৃত্তি জন্মাইবেই জন্মাইবে। সে সকল থাকিতে নিষ্কর্ম্মা হয়, সমাহিত হয়, কাহার সাধ্য? প্রবৃত্তির অধীন হইয়া কার্য্য করিবে অথচ তাহার ফলাফলভাগী বা তজ্জন্য সুখদুঃখাদিভোগী হইবে না, এরূপ লোক কে আছে? একবার সুখানুভব হইলে, পুনর্ব্বার সুখ ইচ্ছা না করে এমন জীব কে আছে? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, যোগীরা বলেন, জীব ক্লেশের বাধ্য হইয়াই ভাল মন্দ কার্য্য করে এবং সেই সকল কার্য্য আবার নূতন ক্লেশের বা নূতন কর্ম্মমূলের সৃষ্টি করে। কৃতকর্ম্মের অনুভব দ্বারা যে চিত্তক্ষেত্রস্থ সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও ইচ্ছা প্রভৃতির ক্ষতিপূরণ হয়, বা নূতন নূতন রাগদ্বেষাদিরূপ কর্ম্মবীজও জন্মে, সে সকলকে যোগীরা কর্ম্মাশয় বলেন। যাজ্ঞিকেরা তাহাকে অপূর্ব্ব, অদৃষ্ট, পাপপুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্ম নামে উল্লেখ করেন। কেহ বা তাহাকে সংস্কার বলেন। জীব সেই সকল সঞ্চিত কর্ম্মাশয়ের প্রেরণাতেই পুনর্ব্বার সেই সেই কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয়। ফল কথা এই যে, কর্ম্ম করিবামাত্র জীবের সূক্ষ্ম শরীরে বা চিত্তক্ষেত্রে একপ্রকার শক্তি বা গুণ (ভবিষ্যৎ পরিণামের বীজ) উৎপন্ন হয়। সেই গুণ বা সেই কর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত

হইয়া জীবকে পুনঃ পুনঃ অবস্থান্তরপ্রাপ্তি করায় এবং নূতন নূতন রাগদ্বেষাদির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজ উৎপাদন করে। সেই সকল কর্ম্মবীজের নাম কর্ম্মাশয়। ইহার অন্য নাম পাপ ও পুণ্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট। কর্ম্ম করিলেই জীবের সূক্ষ্ম শরীরের কর্ম্মজন্য আশয় অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম-নামক গুণ বা শক্তিবিশেষ জন্মিবেই জন্মিবে। ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক গুণ জন্মিলে সে আপন আশ্রয় জীবকে অবস্থান্তরে পাতিত করিবেই করিবে। কতদিনে বা কোন্ সময়ে কিরূপ অবস্থায় পাতিত করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। ফলতঃ এক-সময়ে না-একসময়ে করিবেই করিবে, কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। সেই অবস্থান্তর-প্রাপ্তির নাম কর্ম্মফল-ভোগ।

এই কর্ম্মফল কেহ ইহশরীরেই প্রাপ্তহয়, কেহ বা জন্মান্তরে অর্থাৎ শরীরান্তরে প্রাপ্ত হয়। উৎকট বা তীব্রতর কর্ম্ম করিলে অর্থাৎ প্রাণপণে কর্ম্ম করিলে তজ্জনিত আশয় তীব্রশক্তিশালী বা বেগশালী হইবে। আশয় বা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার তীব্র হইলেই তাহার ফল শীঘ্র হয়, নচেৎ কিছু বিলম্বে হয়। কর্ম্মা-শয়ের তীব্রতা ও মৃদুতাদি অনুসারেই তাহার বিপাক (ফলপ্রাপ্তি) কাহারও একদিনেও হয়, কাহারও বা একযুগেও হয় না। কাহারও ইহজন্মে হয়, কাহারও বা জন্মান্তরে হয়। সেই জন্যই যোগীরা বলেন, ক্লেশমূল কর্ম্মাশয় (পাপপুণ্য) দ্বিধা। এক—দৃষ্টজন্মবেদনীয়, অপর অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। বর্ত্তমান দেহের কর্ম্ম যদি তাহার দেহ থাকিতে থাকিতে ফলবান্ হয়, তাহা হইলে তাহা দৃষ্টজন্ম-বেদনীয় এবং দেহান্তরে বলবান্ হইলে তাহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

"অত্যুৎকটৈঃ পুণ্যপাপৈরিহৈব ফলমশ্নুতে।
ত্রিভির্ব্বর্ষৈস্ত্রিভির্ম্মাসৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈস্ত্রিভির্দিনৈঃ ॥"

উৎকট পুণ্য, কি উৎকট পাপ করিলে ইহ শরীরেই তাহার ফলাফল ভোগ হইবে। ৩ দিন, ৩ পক্ষ, ৩ মাস, না হয় ৩ বৎসরেও সমাপ্ত হইবে, তথাপি তাহার বিনাশ হইবে না। এই বাক্য সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই আত্মকৃত অধ্যয়নাদি কর্ম্মের ফলসম্বন্ধ মনে করা উচিত। মনে করিয়া দেখ, তুমি যে কার্য্য প্রাণপণে কর, তাহার ফল শীঘ্র পাও কি না। আর যে কার্য্য তুমি "হচ্ছে হবে" করিয়া কর, তাহার ফল বিলম্বে হয় কি না।

এতদ্বিধ লৌকিক দৃষ্টান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উক্ত বিষয়ে তোমার অবশ্যই বিশ্বাস বা হৃৎপ্রত্যয় জন্মিবে।

পুরাকালের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, নন্দীশ্বর-নামক জনৈক মনুষ্য উৎকট তপস্যা করিয়া, ঈশ্বরারাধনা করায় তদ্দেহেই দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র-নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা তীব্র তপস্যা করিয়া সেই শরীরেই ব্রাহ্মণ ও দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন। নহুষ-নামক জনৈক রাজা, ঋষিগণের নিকট উৎকট অপরাধ করিয়া তন্মুহূর্ত্তে সর্পশরীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অহল্যা-নাম্নী জনৈক সাধ্বী ঋষিপত্নী সহসা তীব্রতম ত্রাস ও লজ্জাদির আবেগ প্রাপ্ত হইয়া পাষাণময়ী হইয়াছিলেন। ইদানীন্তনকালেও না-কি জনৈক ইউরোপীয় প্রচুর মদ্যপান করার পর তদীয় শরীর এক অহোরাত্রের মধ্যে পাথর হইয়া গিয়াছিল (ইহার বৃত্তান্ত অবতরণিকায় বলা হইয়াছে)। আমরাও দেখিয়াছি, এক নব্য বাঙ্গালী নিরপ-রাধ সদাত্মা পিতাকে পদাঘাত করিয়া একরাত্রের মধ্যে পক্ষাঘাতরোগে অভিভূত হইয়াছিল। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া কোন্ মূঢ় না কর্ম্মফল বিশ্বাস করিবে? উৎকট বা অনুৎকৃট কার্য্য করিলে তাহার ফলাফল—হয় শীঘ্র, না হয় কিছু বিলম্বে,—অবশ্যই হইবে। কায়িক, বাচিক ও মানসিক ক্রিয়ার বেগ যে শরীরকে, মনকে বা জীবাত্মাকে কি কি পরিবর্ত্তনে ও কি কি অবস্থায় পাতিত করিতে পারে ও না পারে, তৎসমুদয় কোন্ অল্পজ্ঞ মানব বলিতে বা বুঝিতে পারে? নাস্তিক্যের মোহে বা ক্ষুদ্র জ্ঞানের প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া তোমরা যেন কেহ ভীত, ব্যাধিত, দুঃখিত, বিশ্বস্ত ও মহানুভবদিগের নিকট উৎকট অপরাধী হইও না। যিনি যোগী হইতে বা মুক্তপুরুষ হইতে ইচ্ছুক, তাঁহার প্রতি উপদেশ এই যে, তিনি যেন কর্ম্ম ও কর্ম্মাশয়-উৎপাদক উল্লিখিত ক্লেশ-পঞ্চককে ক্রিয়াযোগাদির দ্বারা সূক্ষ্ম করিয়া, অর্থাৎ দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি করিয়া ফেলেন। ক্লেশ ও ক্লেশমূল কর্ম্মাশয় যদি বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে মোক্ষ বা যোগ আপনা হইতেই উপস্থিত হইবে। ভাবিয়া দেখ, যাহার কোন ক্লেশ নাই, কি জন্য সে আসক্তি-পূর্ব্বক কার্য্য করিবে? যাহার কোন স্পৃহা নাই, কামনা নাই, রাগ নাই, দ্বেষ নাই, দ্রব্য বা বিষয় উপলক্ষে তাহার মনোবিকার হইবে কেন? সুখ দুঃখই বা হইবে কেন? যাহার কোন উদ্বেগ নাই, দ্রব্যের অভাবে বা অপ্রাপ্তিতে তাহার অল্পমাত্রও শোক হইবে না। সে অনায়াসে ও নিরুদ্বেগে সুখাসীন হইয়া সমাহিত থাকিতে পারিবে, তৎপক্ষে সংশয় নাই।

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যম্। সৎসু ক্লেশেষু কর্ম্মাশয়ো বিপাকারম্ভী ভবতি, নোচ্ছিন্ন-ক্লেশমূলঃ। যথা তুষাবনদ্ধাঃ শালিতণ্ডুলা অদগ্ধবীজভাবাঃ প্ররোহ-সমর্থা ভবন্তি নাপনীততুষা দগ্ধবীজভাবা বা. তথা ক্লেশাবনদ্ধঃ কর্ম্মা-শয়ো বিপাকপ্ররোহী ভবতি, নাপনীতক্লেশো ন প্রসংখ্যানদগ্ধক্লেশ-বীজভাবো বেতি। স চ বিপাকস্ত্রিবিধো জাতিরায়ুর্ভোগ ইতি। তত্রেদং বিচার্য্যতে কিমেকং কর্ম্মৈকস্য জন্মনঃ কারণম্, অথৈকং কর্ম্মা-নেকং জন্মাক্ষিপতীতি। দ্বিতীয়া বিচারণা কিমনেকং কর্ম্মানেকং জন্ম নির্বর্ত্তয়তি, অথানেকং কর্ম্মৈকং জন্ম নির্বর্ত্তয়তীতি। ন তাবৎ একং কর্ম্মৈকস্য জন্মনঃ কারণং, কস্মাৎ অনাদিকালপ্রচিতস্যাসঙ্খ্যেয়স্যা-বশিষ্টকর্ম্মণঃ সাম্প্রতিকস্য চ ফলক্রমানিয়মাদনাশ্বাসো লোকস্য

টীকা। এতদুক্তং ভবতি। সুখদুঃখফলো হি কর্ম্মাশয়স্তাদর্থ্যেন তন্নান্তরীয়-কতয়া জন্মায়ুষী অপি প্রসূতে, সুখদুঃখে চ রাগদ্বেষানুষক্তে তদবিনির্ভাগবর্ত্তিনী তদভাবে ন ভবতঃ, ন চাস্তি সংভবো, ন চ তত্র যস্তুষ্যতি বোদ্বিজতে বা তচ্চ তস্য সুখং বা দুঃখং বেতি। তদিয়মাত্মভূমিঃ ক্লেশসলিলাবসিক্তা কর্ম্মফলপ্রসবক্ষেত্র-মিত্যস্তি ক্লেশানাং ফলোপজননেঽপি কর্ম্মাশয়সহকারিতেতি, ক্লেশসমুচ্ছেদে সহ-কারিবৈকল্যাৎ সন্নপ্যনন্তোঽপ্যনিয়তবিপাককালোপি প্রসংখ্যানদগ্ধবীজভাবো ন ফলায় কল্পত ইতি উক্তমর্থং ভাষ্যমেব দ্যোতয়তি "সৎসু" ইতি। অত্রৈব দৃষ্টান্তমাহ—"যথাতুষ" ইতি। সতুষা অপি দগ্ধবীজভাবাঃ স্বেদাদিভিঃ। দার্ষ্টা-ন্তিকে যোজয়তি "তথা" ইতি। নমু ন ক্লেশাঃ শক্যা অপনেতুম্। ন হি সতামপনয় ইত্যত আহ—"ন প্রসংখ্যানদগ্ধক্লেশবীজভাবো বা" ইতি। বিপাকস্য ত্রৈবিধ্য-মাহ—"স চ" ইতি। বিপচ্যতে—সাধ্যতে কর্ম্মভিরিতি বিপাকঃ। কর্ম্মৈকত্বং ধ্রুবং কৃত্বা জন্মৈকত্বানেকত্বগোচরা প্রথমা বিচারণা, দ্বিতীয়া তু কর্ম্মানেকত্বং ধ্রুবং

---

(১৩) মূলে ক্লেশে সতি তেষাং তেষাং কর্ম্মণাং বিপাকঃ ফলনিষ্পত্তিঃ ভবত্যেবেতি শেষঃ। স চ জাতিরায়ুর্ভোগশ্চেতি প্রধানতস্ত্রিধা। জাতিঃ জন্ম দেবত্বাদির্বা। আয়ুঃ জীবনম্ ভোগঃ বিষয়জা প্রীতিঃ। অত্রৈকস্মিন্ দেহে বিচিত্রভোগদর্শনাৎ অনেকানি কর্ম্মাণি মরণকালে-প্যভিব্যক্তান্যেকং জন্মারভন্ত ইত্যেকভবিক এব কর্ম্মাশয়া জ্ঞেয়ঃ।

প্রসক্তঃ স চানিষ্ট ইতি। ন চৈকং কর্ম্মানেকস্য জন্মনঃ কারণম্, কস্মাৎ, অনেকেষু কর্ম্মস্বেকৈকমেব কর্ম্মানেকস্য জন্মনঃ কারণমিত্যবশিষ্টস্য বিপাককালাভাবঃ প্রসক্তঃ, স চাপ্যনিষ্ট ইতি। ন চানেকং কর্ম্মানেকস্য জন্মনঃ কারণম্, কস্মাৎ, তদনেকং জন্ম যুগপন্ন সম্ভবতীতি ক্রমেণ বাচ্যম্, তথাচ পূর্ব্বদোষানুষঙ্গঃ, তস্মাজ্জন্মপ্রায়ণান্তরে কৃতঃ পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মাশয়প্রচয়ো বিচিত্রঃ প্রধানোপসর্জ্জনভাবেনাবস্থিতঃ প্রায়ণাভিব্যক্ত একপ্রঘট্টকেন মিলিত্বা মরণং

কৃত্বা জন্মৈকত্বানেকত্বগোচরা। তদেবং চত্বারো বিকল্পাঃ। তত্র প্রথমং বিকল্পমপাকরোতি "ন তাবদেকং কর্ম্মৈকস্য জন্মনঃ কারণম্" ইতি। পৃচ্ছতি "কস্মাদ্" ইতি। উত্তরমাহ—"অনাদি" ইতি। অনাদিকালে একৈকজন্মপ্রচিতস্য, অতএবাসংখ্যেয়স্য, একৈকজন্মক্ষপিতাদেকৈকস্মাৎ কর্ম্মণোঽবশিষ্টস্য কর্ম্মণঃ, সাম্প্রতিকস্য চ ফলক্রমানিয়মাদনাশ্বাসো লোকস্য প্রসক্তঃ, স চানিষ্ট ইতি। এতদুক্তং ভবতি, কর্ম্মক্ষয়স্য বিরলত্বাৎ তদুৎপত্তিবাহুল্যাচ্চান্যোন্যসংপীড়িতাশ্চ কর্ম্মাশয়া নিরন্তরোৎপত্তয়ো নিরুচ্ছাসাঃ স্ববিপাকং প্রতীতি ন ফলক্রমঃ শক্যোঽবধারয়িতুং প্রেক্ষাবতেত্যনাশ্বাসঃ পুণ্যানুষ্ঠানং প্রতি প্রসক্ত ইতি। দ্বিতীয়ং বিকল্পমপাকরোতি। "ন চৈকং কর্ম্মানেকস্য জন্মনঃ কারণম্" ইতি। পৃচ্ছতি "কস্মাদ্" ইতি। উত্তরমাহ—"অনেকেষু" ইতি। অনেকস্মিন্ জন্মন্যাহিতমেকমেব কর্ম্মানেকস্য জন্মলক্ষণস্য বিপাকস্য নিমিত্তমিত্যবিশিষ্টস্য বিপাককালাভাবঃ প্রসক্তঃ, স চাপ্যনিষ্ট ইতি কর্ম্মবৈফল্যেন তদননুষ্ঠানপ্রসঙ্গাদ্, যদৈকজন্মসমুচ্ছেদ্যে কর্ম্মণ্যেকস্মিন্, ফলক্রমানিয়মাদনাশ্বাসস্তদা কৈব কথা বহুজন্মসমুচ্ছেদ্যে কর্ম্মণ্যেকস্মিন্। তত্র হ্যবসরাভাবাদ্ বিপাককালাভাব এব সাম্প্রতিকস্যেতি ভাবঃ। তৃতীয়ং বিকল্পমপাকরোতি "ন চানেকং কর্ম্মানেকস্য জন্মনঃ কারণম্" ইতি। তত্র হেতুমাহ—"তদ্" ইতি। তদনেকং জন্ম যুগপন্ন সম্ভবত্যযোগিন ইতি ক্রমেণ বাচ্যম্। যদি হি কর্ম্মসহস্রং যুগপজ্জন্মসহস্রং প্রসুবীত ততএব কর্ম্মসহস্রপ্রক্ষয়াদবশিষ্টস্য বিপাককালঃ ফলক্রমনিয়মশ্চ স্যাতাং, ন ত্বস্তি জন্মনাং যৌগপদ্যম্। এবমেব প্রথমপক্ষ এবোক্তং দূষণমিত্যর্থঃ। তদেবং পক্ষত্রয়ে নিরাকৃতে পারিশেষ্যাদনেকং কর্ম্মৈকস্য জন্মনঃ কারণমিতি পক্ষো ব্যবতিষ্ঠত ইত্যাহ "তস্মাজ্জন্ম" ইতি। জন্ম চ প্রায়ণং চ জন্মপ্রায়ণে, তয়োরন্তরং মধ্যং, তস্মিন্। বিচিত্রসুখদুঃখফলোপ-

প্রসাধ্য সম্মূর্চ্ছিত একমেব জন্ম করোতি, তচ্চ জন্ম তেনৈব কর্ম্মণা লব্ধায়ুষ্কং ভবতি, তস্মিন্নায়ুষি তেনৈব কর্ম্মণা ভোগঃ সম্পদ্যত ইতি, অসৌ কর্ম্মাশয়ো জন্মায়ুর্ভোগহেতুত্বাৎ ত্রিবিপাকোঽভিধীয়ত ইতি, অত একভবিকঃ কর্ম্মাশয় উক্ত ইতি।

দৃষ্টজন্মবেদনীয়স্ত্বেকবিপাকারম্ভী ভোগহেতুত্বাৎ, দ্বিবিপাকারম্ভী বা আয়ুর্ভোগহেতুত্বাৎ নন্দীশ্বরবৎ নহুষবদ্বা ইতি। ক্লেশকর্ম্মবিপাকানুভব-নিমিত্তাভিস্তু বাসনাভিরনাদিকালসম্মূর্চ্ছিতমিদং চিত্তং চিত্রীকৃতমিব সর্ব্বতো মৎস্যজালং গ্রন্থিভিরিবাততমিত্যেতা অনেকভবপূর্ব্বিকা বাসনাঃ। যস্ত্বয়ং কর্ম্মাশয় এষ এবৈকভবিক উক্ত ইতি। যে সংস্কারাঃ স্মৃতিহেতবস্তা বাসনাস্তাশ্চানাদিকালীনা ইতি। যস্ত্বসা-

হারেণ বিচিত্রঃ, যদত্যন্তমুদ্ভূতমনন্তরমেব ফলং দাস্যতি তৎপ্রধানং, যত্তু বিলম্বেন তদুপসর্জ্জনম্। প্রায়ণং—মরণং, তেনাঽভিব্যক্তঃ—স্বকার্য্যারম্ভণাভিমুখ্যমুপনীত একপ্রঘট্টকেন—যুগপৎ, সংমূর্চ্ছিতঃ—জন্মাদিলক্ষণে কার্য্যে কর্ত্তব্যে একলোলীভাবমাপন্ন একমেব জন্ম করোতি, নানেকম্। তচ্চ জন্ম—মনুষ্যাদিভাবঃ, তেনৈব কর্ম্মণা লব্ধায়ুষ্কং—কালভেদান্নিয়তজীবনং চ ভবতীতি, তস্মিন্নায়ুষি তেনৈব কর্ম্মণা ভোগঃ—সুখদুঃখসাক্ষাৎকারঃ স্বসম্বন্ধিতয়া সংপদ্যত ইতি। তস্মাদসৌ কর্ম্মাশয়ো জাত্যায়ুর্ভোগহেতুত্বাৎ ত্রিবিপাকোঽভিধীয়তে। ঔৎসর্গিকমুপসংহরতি "অত একভবিকঃ কর্ম্মাশয় উক্ত" ইতি। একো ভব একভবঃ। "পূর্ব্বকালৈক" ইত্যাদিনা সমাসঃ। একভবোঽস্যাস্তীতি মত্বর্থীয়ষ্ঠন্। ক্বচিৎ পাঠ "একভবিক" ইতি তত্রৈকভবশব্দাদ্ ভবার্থে ঠক্প্রত্যয়ঃ। একজন্মাবচ্ছিন্নমস্য ভবনমিত্যর্থঃ। তদেবমৌৎসর্গিকৈকভবিকস্য ত্রিবিপাকত্বমুক্ত্বা দৃষ্টজন্মবেদনীয়স্যৈহিকস্য কর্ম্মণস্ত্রিবিপাকত্বং ব্যবচ্ছিনত্তি। "দৃষ্ট" ইতি। নন্দীশ্বরস্য খল্বষ্টবর্ষাবচ্ছিন্নায়ুষো মনুষ্যজন্মনস্তীব্রসংবেগাধিমাত্রোপায়জন্মা পুণ্যভেদ আয়ুর্ভোগহেতুত্বাদ্ দ্বিবিপাকো, নহুষস্য তু পার্ষ্ণিপ্রহারবিরোধিনাগস্ত্যস্যেন্দ্রপদপ্রাপ্তিহেতুনৈব কর্ম্মণায়ুষো বিহিতত্বাদপুণ্যভেদো ভোগমাত্র হেতুঃ। নন্বু যথৈকভবিকঃ কর্ম্মাশয়স্তথা কিং ক্লেশবাসনা, ভোগানুকূলাশ্চ কর্ম্মবিপাকানুভববাসনাঃ। তথাচ মনুষ্যস্তির্য্যগ্‌যোনিমাপন্নো ন তজ্জাতীয়োচিতং ভুঞ্জীতেত্যত আহ—ক্লেশকর্ম্ম" ইতি। সংমূর্চ্ছিতম্—একলোলীভাবমাপন্নম্। ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং ব্যবচ্ছেত্তুং

বৈকভবিকঃ কর্ম্মাশয়ঃ স নিয়তবিপাকশ্চানিয়তবিপাকশ্চ। তত্র দৃষ্টজন্মবেদনীয়স্য নিয়তবিপাকস্যৈবায়ং নিয়মো, নত্বদৃষ্টজন্মবেদনীয়স্যানিয়তবিপাকস্য, কস্মাৎ, যো হ্যদৃষ্টজন্মবেদনীয়োঽনিয়তবিপাকস্তস্য ত্রয়ী গতিঃ, কৃতস্যাবিপক্কস্য নাশঃ, প্রধানকর্ম্মণ্যাবাপগমনং বা নিয়তবিপাকপ্রধানকর্ম্মণাঽভিভূতস্য বা চিরমবস্থানম্‌ ইতি। তত্র কৃতস্যা-

বাসনায়াঃ স্বরূপমাহ—"যে সংস্কারা" ইতি। ঔৎসর্গিকমেকভবিকত্বং ক্বচিদপবদিতুং ভূমিকামারচয়তি "যস্ত্বসৌ" ইতি। তু—শব্দেন বাসনাতো ব্যবচ্ছিনত্তি। দৃষ্টজন্মবেদনীয়স্য নিয়তবিপাকস্যৈবায়ম্‌—একভবিকত্বনিয়মো, ন ত্বদৃষ্টজন্মবেদনীয়স্য। কিম্ভূতস্য অনিয়তবিপাকস্যেতি। হেতুং পৃচ্ছতি। "কস্মাদ্‌" ইতি। হেতুমাহ "যো হি" ইতি। একাং তাবদ্‌গতিমাহ—"কৃতস্য" ইতি। দ্বিতীয়ামাহ—"প্রধান" ইতি। তৃতীয়ামাহ—"নিয়ত" ইতি। তত্র প্রথমাং বিভজতে 'তত্র কৃতস্য" ইতি। সংন্যাসিকর্ম্মভ্যোঽশুক্লাকৃষ্ণেভ্যোঽন্যানি ত্রীণ্যেব কর্ম্মাণি কৃষ্ণশুক্লকৃষ্ণাশুক্লানি। তদিহ তপঃস্বাধ্যায়াদিসাধ্যঃ শুক্লকর্ম্মাশয় উদিত এবাদত্তফলস্য কৃষ্ণস্য নাশকঃ। অবিশেষাচ্চ শবলস্যাপি কৃষ্ণভাগযোগাদিতি মন্তব্যম্‌। তত্রৈব ভগবানাম্নায়মুদাহরতি "যত্রেদম্‌" ইতি। দ্বে দ্বে হ বৈকর্ম্মণী—কৃষ্ণকৃষ্ণশুক্লে, অপহন্তীতি সম্বন্ধঃ। বীপ্‌সয়া ভূয়িষ্ঠতা সূচিতা। কস্যেত্যত আহ—"পাপকস্য" ইতি। পাপকস্য পুংস ইত্যর্থঃ। কোসাবপহন্তীত্যত আহ—"একো রাশিঃ পুণ্যকৃতঃ" ইতি। সমূহস্য সমূহিসাধ্যত্বাৎ। তদনেন শুক্লঃ কর্ম্মাশয়স্তৃতীয় উক্তঃ। এতদুক্তং ভবতি। ঈদৃশো নামায়ং পরপীড়াদিরহিতসাধনসাধ্যঃ শুক্লঃ কর্ম্মাশয়ঃ। যদেকোপি সন্‌ কৃষ্ণান্‌ কৃষ্ণশুক্লাংশ্চাত্যন্তবিরোধিনঃ কর্ম্মাশয়ান্‌ ভূয়সোপ্যপহন্তি। তৎ—তস্মাদ্‌, ইচ্ছস্বেতি ছান্দসত্বাদাত্মনেপদম্‌। শেষং সুগমম্‌। অত্র চ শুক্লকর্ম্মোদয়স্যৈব স কোপি মহিমা যত ইতরেষামভাবো, ন তু স্বাধ্যায়াদিজন্মনো দুঃখাৎ। ন হি দুঃখমাত্রবিরোধ্যধর্ম্মোপি তু স্বকার্য্য দুঃখবিরোধী, ন চ স্বাধ্যায়াদিজন্যং দুঃখং তৎকার্য্যং, তৎকার্য্যত্বে স্বাধ্যায়াদিবিধানানর্থক্যাৎ। তদ্‌বলাদেব তদুৎপত্তেঃ। অনুৎপত্তৌ বা কুম্ভীপাকাদ্যপি বিধীয়তে অবিধানে তদনুৎপত্তেরিতি সর্ব্বং চতুরস্রম্‌। দ্বিতীয়াং গতিং বিভজতে।

"প্রধান" ইতি। প্রধানে কর্ম্মণি জ্যোতিষ্টোমাদিকে তদঙ্গস্য পশুহিংসাদেরাবাপগমনম্‌, যে খলু হিংসাদেঃ কার্য্যে, প্রধানাঙ্গত্বেন বিধানাৎ তদুপকারঃ "ন

বিপাকস্য নাশো যথা শুক্লকর্ম্মোদয়াদিহৈব নাশঃ কৃষ্ণস্য, যত্রেদমুক্তম্, "দ্বে দ্বে হ বৈ কর্ম্মণী বেদিতব্যে পাপকস্যৈকো রাশিঃ, পুণ্যকৃতোঽপহন্তি। তদিচ্ছস্ব কর্ম্মাণি সুকৃতানি কর্ত্তুমিহৈব তে কর্ম্ম কবয়ো বেদয়ন্তি।" প্রধানকর্ম্মণ্যাবাপগমনং, যত্রেদমুক্তং, "স্যাৎ স্বল্পঃ সঙ্করঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্ষঃ, কুশলস্য নাপকর্ষায়ালং, কস্মাৎ, কুশলং হি মে বহ্বন্যদস্তি যত্রায়মাবাপং গতঃ স্বর্গেঽপি অপকর্ষমল্পং করিষ্যতি" ইতি। নিয়তবিপাকপ্রধানকর্ম্মণাভিভূতস্য বা চিরমবস্থানম্, কথমিতি অদৃষ্টজন্মবেদনীয়স্যৈব নিয়তবিপাকস্য কর্ম্মণঃ সমানং মরণমভিব্যক্তিকারণমুক্তং, নত্বদৃষ্টজন্মবেদনীয়স্যানিয়তবিপাকস্য, যত্ত্বদৃষ্টজন্মবেদনীয়ং

হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" ইতি হিংসায়াঃ নিষিদ্ধত্বাদনর্থশ্চ। তত্র প্রধানাঙ্গত্বেনানুষ্ঠানাদপ্রধানস্যৈবেত্যতো ন দ্রাগিত্যেব প্রধাননিরপেক্ষা সতী স্বফলমনর্থং প্রসোতুমর্হতি, কিন্ত্বারব্ধবিপাকে প্রধানে সাহায্যকমাচরন্তী ব্যবতিষ্ঠতে, প্রধান সাহায্যকমাচরন্ত্যাশ্চ স্বকার্য্যে বীজমাত্রতযাবস্থানং প্রধানে কর্ম্মণ্যাবাপগমনম্। "যত্রেদমুক্তং" পঞ্চশিখেন স্বল্পঃ সঙ্করঃ—জ্যোতিষ্টোমাদিজন্মনঃ প্রধানাপূর্ব্বস্য পশুহিংসাদিজন্মনানর্থহেতুনাপূর্ব্বেণ। সপরিহারঃ—শক্যো হি কিয়তা প্রায়শ্চিত্তেন পরিহর্ত্তুম্। অথ প্রমাদতঃ প্রায়শ্চিত্তমপি নাচরিতং প্রধানকর্ম্মবিপাকসময়ে চ বিপচ্যতে, তথাপি যাবন্তমসাবনর্থং প্রসূতে তাবান্ সপ্রত্যবমর্ষঃ। মৃষ্যন্তে হি পুণ্যসংভারোপনীতসুখসুধামহাহ্রদাবগাহিনঃ কুশলাঃ পাপমাত্রোপপাদিতাং দুঃখবহ্নিকণিকাম্। অতঃ কুশলস্য—মহতঃ পুণ্যস্য, নাপকর্ষায়—প্রক্ষয়ায়, অলং—পর্য্যাপ্তঃ। পৃচ্ছতি "কস্মাদ্" ইতি। উত্তরং "কুশলম্" ইতি। কুশলং হি মে—পুণ্যবতো বহ্বন্যদস্তি—প্রধানকর্ম্মবিপাকতয়া ব্যবস্থিতং দীক্ষণীয়াদি দক্ষিণান্তং. যত্রায়ং—সঙ্করঃ স্বল্পঃ, স্বর্গেঽপি অস্য ফলে, সংকীর্ণপুণ্যলব্ধজন্মনঃ স্বর্গাৎ সর্ব্বথা দুঃখেনাপরামৃষ্টাদ্ অপকর্ষম্ অল্পম্—অল্পদুঃখসংভেদং করিষ্যতীতি। তৃতীয়াং গতিং বিভজতে "নিয়ত" ইতি। বলীয়স্ত্বেনেহ প্রাধান্যমভিমতং নত্বঙ্গিতয়া। বলীয়স্ত্বং চ নিয়তবিপাকত্বেনান্যদানবকাশত্বাদ্, অনিয়তবিপাকস্য তু দৌর্ব্বল্যমন্যদা সাবকাশত্বাৎ। চিরমবস্থানং বীজভাবমাত্রেণ ন পুনঃ প্রধানোপকারিতয়া। তস্য স্বতন্ত্রত্বাদ্। ননু প্রায়ণেনৈকদৈব কর্ম্মাশয়োঽভিব্যজ্যতে ইত্যুক্তমিদানীং চ চিরাবস্থানমুচ্যতে তৎকথং পরং পূর্ব্বেণ ন বিরুধ্যত ইত্যাশয়বান্ পৃচ্ছতি

কর্ম্মানিয়তবিপাকং তন্নশ্যেৎ, আবাপং বা গচ্ছেৎ, অভিভূতং বা চির-
মপ্যুপাসীত যাবৎ সমানং কর্ম্মাভিবঞ্জকং নিমিত্তমস্য ন বিপাকাভিমুখং
তী করোতি তদ্বিপাকস্যৈব দেশকালনিমিত্তানবধারণাদিয়ং কর্ম্মগতি-
র্বিচিত্রা দুর্বিজ্ঞানা চ ইতি, ন চোৎসর্গস্যাপবাদান্নিবৃত্তিরিতি এক-
ভবিকঃ কর্ম্মাশয়োঽনুজ্ঞায়ত ইতি ॥ ১৩ ॥

"কথম্ ইতি। উত্তরম্ "অদৃষ্ট" ইতি। জাত্যভিপ্রায়মেকবচনম্। তদিতরস্য
গতিমুক্তামবধারয়তি "যত্বদৃষ্টে" ইতি। শেষং সুগমম্ ॥ ১৩ ॥ উক্তং ক্লেশ
মূলত্বং কর্ম্মণঃ, কর্ম্মমূলত্বঞ্চ বিপাকানাম্। অথ বিপাকাঃ কস্য মূলং যেনামী-
ত্যক্তব্যা ইত্যত আহ—"তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাদ্" ইতি।

তাৎপর্য্যার্থ। মূল অর্থাৎ কর্ম্মাশয় থাকিলেই তাহার বিপাক অর্থাৎ
ফলস্বরূপ জাতি, জন্ম, মরণ, জীবন ও ভোগ হইবেই হইবে। ক্লেশপঞ্চক যদি
থাকিয়া যায়. ক্রিয়াযোগাদির দ্বারা দগ্ধকল্প করা না হয়, তাহা হইলে তাহাকে
বাধ্য হইয়া বিবিধ ভাল মন্দ কার্য্য করিতে হইবে, করিয়া পুনর্ব্বার কৃতকর্ম্মের
ভাল মন্দ ফল ভোগ করিতে হইবে। বার বার জন্ম, বার বার মরণ, বার
বার সুর-নর-তির্য্যক্ যোনিতে পতন, বার বার অল্পকাল ও বহুকাল জীবন
ধারণ, বার বার বা পুনঃ পুনঃ সুখদুঃখাদিভোগ হইবেই হইবে। কিন্তু কোন্
কর্ম্মের কিরূপ বিপাক অর্থাৎ ফল, তাহা অতীব গহন "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।"
কর্ম্মের গতি বা প্রভাব কেহই জানে না।

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যম্। তে জন্মায়ুর্ভোগাঃ পুণ্যহেতুকাঃ সুখফলাঃ, অপুণ্যহেতুকাঃ

টীকা। সূত্রং ব্যাচষ্টে "তেজন্মায়ুর্ভোগা" ইতি। যদ্যপি জন্মায়ুষোরেব হ্লাদ-
পরিতাপ-পূর্ব্বভাবিতয়া তৎ ফলত্বং, ন তু ভোগস্য হ্লাদপরিতাপোদয়ানন্তরভাবি-
নস্তদনুভবাত্মনঃ, তথাপ্যনুভাব্যতয়া ভোগ্যতয়া ভোগকর্ম্মতামাত্রেণ ভোগফলত্ব-
মিতি মন্তব্যম্। নন্বপুণ্যহেতুকা জাত্যায়ুর্ভোগাঃ পরিতাপফলা ভবন্তু হেয়াঃ প্রতি-

(১৪) তে জাত্যাদয়ঃ হ্লাদঃ সুখং পরিতাপো দুঃখং তৌ ফলং যেষাং তে তথোক্তাঃ।
পুণ্যং কুশলং কর্ম্ম। অপুণ্যং তদ্বিপরীতম্। তে হেতবো যেষাং তেষাং ভাবঃ তস্মাৎ। পুণ্য
কর্ম্মারব্ধজাত্যায়ুর্ভোগাঃ সুখফলাঃ, অপুণ্যকর্ম্মারব্ধজাত্যায়ুর্ভোগা দুঃখফলা ইতি সংক্ষেপার্থঃ।

দুঃখফলা ইতি। যথা চেদং দুঃখং প্রতিকূলাত্মকং এবং বিষয়সুখকালে-ঽপি দুঃখমস্ত্যেব প্রতিকূলাত্মকং যোগিনঃ ॥১৪॥ কথং তদুপপদ্যতে ?

কূলবেদনীয়ত্বাৎ, কস্মাৎপুনঃ পুণ্যহেতবস্ত্যজ্যন্তে সুখফলা অনুকূলবেদনীয়ত্বাৎ। নচৈষাং প্রত্যাত্মবেদনীয়ানুকূলতা শক্যা সহস্রেণাপ্যনুমানাগমৈরপাকর্ত্তুম্। ন চ হ্লাদপরিতাপৌ পরস্পরাঽবিনাভূতৌ। যতো হ্লাদ উপাদীয়মানেঽবর্জ্জনীয়তয়া পরিতাপোঽপ্যাপতেৎ। তয়োভিন্নহেতুকত্বাদ্, ভিন্নরূপত্বাচ্চেত্যত আহ—"যথা চেদম্" ইতি। যদ্যপি ন পৃথগ্‌জনৈঃ প্রতিকূলাত্মতয়া বিষয়সুখকালে সংবেদ্যতে দুঃখং, তথাপি যোগিভিস্তৎসংবেদ্যত ইতি ॥ ১৪ ॥ প্রশ্নপূর্ব্বকং তদুপপাদনায় সূত্রমবতারয়তি "কথন্তদুপপদ্যত" ইতি। "পরিণামেত্যাদি-বিবেকিন" ইত্যন্তং সূত্রম্ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বোক্ত জাতি প্রভৃতির ফল আহ্লাদ ও পরিতাপ। কেন-না, উহা পুণ্য ও পাপরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। জীব কর্ম্মাশয়ের প্রভাবে সুর-নর-তির্য্যক্ বা স্থাবরজঙ্গমাত্মক যে কোন জাতি প্রাপ্ত হউক,—পল, দণ্ড, মুহূর্ত্ত, দিন, মাস, বৎসর, অথবা যুগ, যে পরিমাণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হউক,—স্ত্রী, পুত্র ও ধন প্রভৃতি যে কোন বস্তুর ভোগ করুক,—সর্ব্বত্রই আহ্লাদ ও পরিতাপ আছে। কারণ এই যে, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক আয়ু ও প্রত্যেক ভোগ—হয় পুণ্য, না হয় পাপের দ্বারা উৎপাদিত। দেবতা হও বা মনুষ্য হও, আহ্লাদের ও পরিতাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। না পাইলেও, মুক্ত ও যোগী হইতে পারিবে না।

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তি-
বিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ ॥ ১৫ ॥

(১৫) পরিণামঃ অন্যথাভাবঃ। তাপঃ সুখসমকালিকঃ সুখপ্রতিবন্ধকেষু দ্বেষরূপঃ। সংস্কারঃ ভোগস্মারকো গুণঃ। এতান্যেব দুঃখানীতি বিগ্রহঃ। এতৈঃ তথা গুণবৃত্তিবিরোধাদ্ধেতোঃ গুণানাং বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখাদ্যবস্থাঃ তাসাং বিরোধঃ পরস্পরং অভিভাব্যাভিভাবকত্বং তস্মাদ্ধেতোঃ। এতৎকারণচতুষ্টয়েন বিবেকিনঃ পরিজ্ঞাতক্লেশাদিবিবেকস্য সর্ব্বমেব ভোগসাধনং বিষমিশ্রান্নবদ্দুঃখম্। অয়মভিসন্ধিঃ—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে" ইতি। ভোগাৎ কামপ্রবৃদ্ধিঃ, কাম্যালাভে চ দুঃখম্। লাভেঽপি ভোগসংকোচে দুঃখম্, অসংকোচে ব্যাধিস্ততোঽপি দুঃখম্। অতএবাহত্তি ভোগস্য পরিণাম-

ভাষ্যম্। সর্ব্বস্যায়ং রাগানুবিদ্ধশ্চেতনাচেতনসাধনাধীনঃ সুখানুভবঃ ইতি তত্রাস্তি রাগজঃ কর্ম্মাশয়ঃ, তথা চ দ্বেষ্টি দুঃখসাধনানি মুহ্যতি চেতি দ্বেষমোহকৃতোঽপ্যস্তি কর্ম্মাশয়ঃ। তথা চোক্তম্। নানুপহত্য ভূতান্যুপভোগঃ সংভবতীতি হিংসাকৃতোঽপ্যস্তি শারীরঃ কর্ম্মাশয়ঃ ইতি, বিষয়সুখং চ অবিদ্যেত্যুক্তম্। যা ভোগেষ্বিন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তেরুপশান্তিস্তৎ

টীকা। পরিণামশ্চ তাপশ্চ সংস্কারশ্চ এতান্যেব দুঃখানি তৈরিতি। পরিণামদুঃখতয়া বিষয়সুখস্য দুঃখতামাহ। "সর্ব্বস্যায়ম্" ইতি। ন খলু সুখং রাগানুবেধমন্তরেণ সংভবতি ন হ্যস্তি সম্ভবো ন তত্র তুষ্যতি তচ্চ তস্য সুখমিতি। রাগস্য চ প্রবৃত্তিহেতুত্বাৎ প্রবৃত্তেশ্চ পুণ্যাপুণ্যোপচয়কারিত্বাৎ তত্রাস্তি রাগজঃ কর্ম্মাশয়ঃ, অসতোঽনুপজননাৎ। তদা চ সুখং ভুঞ্জানস্তত্র সক্তো বিচ্ছিন্নাবস্থেন দ্বেষেণ দ্বেষ্টি দুঃখসাধনানি, তানি পরিহর্ত্তুমশক্তো মুহ্যতি চ ইতি দ্বেষমোহকৃতোঽপ্যস্তি কর্ম্মাশয়ঃ। দ্বেষবন্মোহস্যাপি বিপর্য্যয়াপরনাম্নঃ কর্ম্মাশয়হেতুত্বমবিরুদ্ধম্। ননু কথং রক্তো দ্বেষ্টি মুহ্যতি বা রাগকালে দ্বেষমোহয়োরদর্শনাদিত্যত আহ—"তথা-চোক্তম্" ইতি। বিচ্ছিন্নাবস্থান্ ক্লেশানুপপাদয়দ্ভিরস্মাভিঃ। তদনেন বাঙ্মনসপ্রবৃত্তিজন্মনী পুণ্যাপুণ্যে দর্শিতে ইতি রাগাদিজন্মনঃ কর্ত্তব্যমিদমিতি মানসস্য সংকল্পস্য সাভিলাপ(ষ)ত্বেন বাচনিকত্বস্যাপ্যবিশেষাদ্। যথাহুঃ—"সাভিলাপ(ষ)শ্চ সংকল্পো বাচ্যার্থান্নাতিরিচ্যত" ইতি। শারীরমপি কর্ম্মাশযং দর্শযতি "নানুপহত্য" ইতি। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রকারাঃ -"পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য" ইত্যাহুঃ। স্যাদেতৎ। ন প্রত্যাত্মবেদনীয়স্য বিষয়সুখস্য প্রত্যাখ্যানমুচিতং যোগিনা। অনুভববিরোধাদিত্যত আহ—"বিষয়সুখং চাবিদ্যেত্যুক্তম্" ইতি। চতুর্ব্বিধবিপর্য্যাসলক্ষণামবিদ্যাং দর্শয়দ্ভিঃ ইতি। নাপাতমাত্রমাদ্রিয়ন্তে বৃদ্ধা, অস্তি খল্বাপাততো মধুবিষসম্পৃক্তান্নোপভোগে পি সুখানুভবঃ প্রত্যাত্মবেদনীযঃ, কিন্ত্বায়ত্যামসুখম্। ইত্থং চ দর্শিতং ভগবতৈব—"বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্। পরিণামে

দুঃখতা। তথা ভোগকালেঽপি ভোগান্তথাভরাৎ দুঃখং ভোগবাধকেষু চ দ্বেষঃ সমুৎপদ্যত এব। স এব তাপঃ। ইত্যেবং তাপদুঃখতাপ্যস্তি ভোগস্য। ভুজ্যমানস্তু ভোগঃ স্বক্ষেত্রে সংস্কারমারভতে, সংস্কারাশ্চ পুনর্ভোগপ্রবৃত্তির্জায়তে, ইত্যেবংক্রমেণাস্তি সংস্কারদুঃখতা ভোগস্য। অপিচ সুখদুঃখমোহরূপা গুণবৃত্তয়ঃ পরস্পরং বিরুদ্ধা দৃশ্যন্তে। ক্ষণেন হি সুখমনুভূয়মানাৎ দুঃখং প্রবর্ত্তত ইত্যবিদিতং নাস্তি। অতএব সর্ব্বত্রৈব দুঃখানুরোধাদ্দুঃখত্বমিতি সিদ্ধম্।

সুখং, যা লৌল্যাদনুপশান্তিস্তদ্দুঃখম্। ন চেন্দ্রিয়াণাং ভোগাভ্যাসেন বৈতৃষ্ণ্যং কর্ত্তুং শক্যং, কস্মাৎ? যতো ভোগাভ্যাসমনুবিবর্দ্ধন্তে রাগাঃ, কৌশলানি চেন্দ্রিয়াণামিতি, তস্মাদনুপায়ঃ সুখস্য ভোগাভ্যাস ইতি। স খল্বয়ং বৃশ্চিক-বিষভীত ইবাশীবিষেণ দষ্টঃ যঃ সুখার্থী বিষয়ানুবাসিতো মহতি দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন ইতি। এষা পরিণামদুঃখতা নাম প্রতিকূলা সুখাবস্থায়ামপি যোগিনমেব ক্লিশ্নাতি। অথ কা তাপদুঃখতা? সর্ব্বস্য দ্বেষানুবিদ্ধশ্চেতনাচেতনসাধনাধীনস্তাপানুভবঃ ইতি তত্রাস্তি দ্বেষজঃ কর্ম্মাশয়ঃ, সুখসাধনানি চ প্রার্থয়মানঃ কায়েন বাচা মনসা চ পরিস্পন্দতে, ততঃ পরমনুগৃহ্ণাত্যুপহন্তি চ, ইতি পরানুগ্রহপীড়াভ্যাং ধর্ম্মাধর্ম্মাবুপচিনোতি, স কর্ম্মাশয়ো লোভাৎ মোহাচ্চ ভবতি, ইত্যেষা তাপদুঃখতোচ্যতে। কা পুনঃ সংস্কারদুঃখতা? সুখানুভাবাৎ সুখসংস্কারাশয়ো, দুঃখানুভবাদপি দুঃখ-

বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্" ইতি। চোদয়তি "যা ভোগেষু" ইতি। ন বয়ং বিষয়াহ্লাদং সুখমাতিষ্ঠামহে, কিন্তুতৃপ্যতাং পুংসাং তত্তদ্বিষয়প্রার্থনয়া পরিক্লিষ্টচেতসাং তৃষ্ণৈব মহদ্দুঃখং, নচেয়মুপভোগমন্তরেণ শাম্যতি, ন চাস্যাঃ প্রশমো রাগাদ্যনুবিদ্ধ, ইতি নাস্য পরিণামদুঃখতেতি ভাবঃ। তৃপ্তেঃ—তৃষ্ণাক্ষয়াদ্ হেতোঃ, ইন্দ্রিয়াণামুপশান্তিঃ—অপ্রবর্ত্তনং বিষয়েষ্বিত্যর্থঃ। এতদেব ব্যতিরেকমুখেন স্পষ্টয়তি "যা লৌল্যাদ্" ইতি। পরিহরতি "ন চেন্দ্রিয়াণাম্" ইতি। হেতাবনোঃ প্রয়োগঃ সত্যং তৃষ্ণাক্ষয়ঃ সুখমনবদ্যং, তস্য তু ন ভোগাভ্যাসো হেতুরপি তু তৃষ্ণায়া এব তদ্বিরোধিন্যাঃ। যথাহুঃ—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে" ইতি। শেষমতিরোহিতম্। তাপদুঃখতাং পৃচ্ছতি—"অথ কা" ইতি। উত্তরমাহ—"সর্ব্বস্য" ইতি। সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধত্বেন তৎস্বরূপপ্রপঞ্চমকৃত্বা তাপদুঃখতাপি পরিণামদুঃখতাসমতয়া প্রপঞ্চিতেতি। সংস্কারদুঃখতাং পৃচ্ছতি কা ইতি। উত্তরং "সুখানুভব" ইতি। সুখানুভবো হি সংস্কারমাধত্তে, স চ সুখস্মরণং, তচ্চ রাগং, স চ মনঃকায়বচনচেষ্টাং, সা চ পুণ্যাপুণ্যে, ততো বিপাকানুভবস্ততো বাসনেত্যেবমনাদিতা ইতি। অত্র চ সুখদুঃখসংস্কারাশয়াৎতৎস্মরণং, তস্মাচ্চ রাগদ্বেষৌ, তাভ্যাং কর্ম্মাণি, কর্ম্মভ্যো

সংস্কারাশয় ইতি, এবং কর্ম্মভ্যো বিপাকেঽনুভূয়মানে সুখে দুঃখে বা পুনঃ কর্ম্মাশয়প্রচয় ইতি, এবমিদমনাদি দুঃখস্রোতো বিপ্রসৃতং যোগিনমেব প্রতিকূলাত্মকত্বাদুদ্বেজয়তি, কস্মাৎ? অক্ষিপাত্রকল্পো হি বিদ্বানিতি, যথোর্ণাতন্তুরক্ষিপাত্রে ন্যস্তঃ স্পর্শেন দুঃখয়তি নান্যেষু গাত্রাবয়বেষু, এবমেতানি দুঃখানি অক্ষিপাত্রকল্পং যোগিনমেব ক্লিশ্নন্তি নেতরং প্রতিপত্তারম্। ইতরং তু স্বকর্ম্মোপহৃতং দুঃখমুপাত্ত-মুপাত্তং ত্যজন্তং ত্যক্তং ত্যক্তমুপাদদানমনাদিবাসনাবিচিত্রয়া চিত্তবৃত্ত্যা সমন্ততোঽনুবিদ্ধমিবাবিদ্যয়া হাতব্য এবাহঙ্কারমমকারানু-পাতিনং জাতং জাতং বাহ্যাধ্যাত্মিকোভয়নিমিত্তাস্ত্রিপর্ব্বাণস্তাপা অনুপ্লবন্তে। তদেবমনাদিদুঃখস্রোতসা ব্যূহ্যমানমাত্মানং ভূতগ্রামঞ্চ দৃষ্ট্বা যোগী সর্ব্বদুঃখক্ষয়কারণং সম্যগ্দর্শনং শরণং প্রপদ্যতে ইতি। গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ, প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিরূপা বুদ্ধিগুণাঃ পরস্পরানুগ্রহতন্ত্রীভূত্বা শান্তং ঘোরং মূঢ়ং বা প্রত্যয়ং ত্রিগুণমেবারভন্তে, চলঞ্চ গুণবৃত্তমিতি ক্ষিপ্রপরিণামি চিত্তমুক্তম্।

বিপাক, ইতি যোজনা। তদেবং দুঃখস্রোতঃ প্রসৃতং যোগিনমেব ক্লিশ্নাতি নেতরং পৃথগ্জনমিত্যাহ—"এবমিদমনাদি" ইতি। ইতরং তু ত্রিপর্বাণস্তাপা অনুপ্লবন্ত ইতি সম্বন্ধঃ। আধিদৈবিকাধিভৌতিকয়োস্তাপয়োর্বাহ্যত্বেনৈকত্বং বিবক্ষিতম্। চিত্তে বৃত্তিরস্যা ইত্যবিদ্যা চিত্তবৃত্তিঃ। তয়া হাতব্যে এব বুদ্ধীন্দ্রিয়-শরীরাদৌ দারাপত্যাদৌ চাহঙ্কারমমকারানুপাতিনমিতি। তদত্র ন সম্যগ্দর্শনা দন্যৎপরিত্রাণমস্তীত্যাহ—"তদেবম্"ইতি। তদেবমৌপাধিকং বিষয়সুখস্য পরি-ণামতঃ সংস্কারতস্তাপসংযোগাচ্চ দুঃখত্বমভিধায় স্বাভাবিকমাদর্শয়তি "গুণবৃত্তি-বিরোধাচ্চ" ইতি। ব্যাচষ্টে প্রখ্যা ইতি। প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিরূপা বুদ্ধিরূপেণ পরিণতা গুণাঃ—সত্ত্বরজস্তমাংসি পরস্পরানুগ্রহতন্ত্রাঃ শান্তং—সুখাত্মকং, ঘোরং—দুঃখাত্মকং, মূঢ়ং—বিষাদাত্মকমেব প্রত্যয়ং সুখোপভোগরূপমপি ত্রিগুণমারভন্তে, ন চ সোঽপি তাদৃশপ্রত্যয়রূপোঽস্য পরিণামঃ স্থির ইত্যাহ "চলঞ্চ গুণবৃত্তমিতি ক্ষিপ্রপরিণামি চিত্তমুক্তম্" ইতি। নন্বেকঃ প্রত্যয়ঃ কথং পরস্পরবিরুদ্ধশান্তঘোর মূঢ়াত্মকৈকদা প্রতিপদ্যত ইত্যত আহ—"রূপাতিশয়া বৃত্ত্যতিশয়াশ্চ পরস্পরেণ

রূপাতিশয়া বৃত্ত্যতিশয়াশ্চ পরস্পরেণ বিরুদ্ধ্যন্তে, সামান্যানি ত্বতিশয়ৈঃ সহ প্রবর্ত্তন্তে, এবমেতে গুণা ইতরেতরাশ্রয়েণোপার্জ্জিতসুখদুঃখমোহপ্রত্যয়া ইতি সর্ব্বে সর্ব্বরূপা ভবন্তি, গুণপ্রধানভাবকৃতস্ত্বেষাং বিশেষ ইতি, তস্মাৎ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিন ইতি। তদস্য মহতো দুঃখসমুদায়স্য প্রভববীজমবিদ্যা, তস্যাশ্চ সম্যগ্দর্শনমভাবহেতুঃ। যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহং রোগঃ, রোগহেতুঃ, আরোগ্যং ভৈষজ্যমিতি, এবমিদমপি শাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমেব, তদ্যথা সংসারঃ, সংসারহেতুঃ, মোক্ষঃ, মোক্ষোপায় ইতি। তত্র দুঃখবহুলঃ সংসারো হেয়ঃ, প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ, সংযোগস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানং, হানোপায়ঃ সম্যগ্দর্শনম্। তত্র হাতুঃ

বিরুদ্ধ্যন্ত” ইতি। রূপাণি—অষ্টৌ ভাবা ধর্ম্মাদয়ঃ, বৃত্তয়ঃ সুখাদ্যাঃ। তদিহ ধর্ম্মেণ বিপচ্যমানেনাধর্ম্মস্তাদৃশো বিরুদ্ধ্যতে। এবং জ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যৈঃ সুখাদিভিশ্চ তাদৃশান্যেব তদ্বিপরীতানি বিরুদ্ধ্যন্তে, সামান্যানি তু অসমুদাচরদ্রূপাণ্যতিশয়ৈঃ সমুদাচরদ্ভিঃ সহাবিরোধাৎপ্রবর্ত্তন্ত ইতি। নন্বু গৃহ্নীম এতৎ, তথাপি বিষয়সুখস্য কুতঃ স্বাভাবিকী দুঃখতেত্যাহ—“এবমেত” ইতি। উপাদানাভেদাদুপাদানাত্মকত্বাচ্চোপাদেয়স্যাপ্যভেদ ইত্যর্থঃ। তৎকিমিদানীমাত্যন্তিকমেব তাদাত্ম্যং, তথা চ বুদ্ধিব্যপদেশভেদৌ ন কল্পেতে ইত্যত আহ—“গুণপ্রধান”ইতি। সামান্যাত্মনা গুণভাবোঽতিশয়াত্মনা চ প্রাধান্যং, তস্মাদুপাধিতঃ স্বভাবতশ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিন ইতি দুঃখং হেয়ং প্রস্তাবতাম্। ন চ তন্নিদানহানমন্তরেণ তদ্ধেয়ং ভবিতুমর্হতি, নচাপরিজ্ঞাতং নিদানং শক্যং হাতুমিতি মূলনিদানমস্য দর্শয়তি “তদস্য” ইতি। দুঃখসমুদায়স্য প্রভবঃ—উৎপত্তিস্তস্য বীজমিত্যর্থঃ। তদুচ্ছেদহেতুং দর্শয়তি—“তস্যাশ্চ” ইতি। ইদানীমস্য শাস্ত্রস্য সর্ব্বানুগ্রহায় প্রবৃত্তস্য তদ্বিধেনৈব শাস্ত্রেণ সাদৃশ্যং দর্শয়তি “যথা” ইতি। চত্বারো ব্যূহাঃ—সংক্ষিপ্তা অবয়বরচনা যস্য তৎতথোক্তম্। নন্বু দুঃখং হেয়মুক্ত্বা সংসারং হেয়মভিদধতঃ কুতো ন বিরোধ ইত্যত আহ—“তত্র দুঃখবহুল” ইতি। যৎকৃত্বাঽবিদ্যা সংসারং করোতি তদস্যা অবান্তরব্যাপারং সংসারহেতুমাহ—“প্রধান পুরুষয়োঃ” ইতি। মোক্ষস্বরূপমাহ—“সংযোগস্য” ইতি। মোক্ষোপায়মাহ—“হানোপায়” ইতি। কেচিৎপশ্যন্তি হাতুঃ স্বরূপোচ্ছেদ এব মোক্ষঃ। তথাহুঃ “প্রদীপস্যেব

স্বরূপং উপাদেয়ং হেয়ং বা ন ভবিতুমর্হতি ইতি, হানে তস্যোচ্ছেদ-বাদপ্রসঙ্গঃ, উপাদানে চ হেতুবাদঃ, উভয়প্রত্যাখ্যানে চ শাশ্বতবাদ ইত্যেতৎ সম্যগ্দর্শনম্ ॥ ১৫ ॥ তদেতচ্ছাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমিত্যভিধীয়তে।

নির্ব্বাণং বিমোক্ষস্তস্য তায়িন” ইতি। অন্যে তু সবাসনক্লেশসমুচ্ছেদাদ্বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানোৎপাদ এব মোক্ষ ইত্যাচক্ষতে, তান্ প্রত্যাহ—“তত্র” ইতি। তত্র হানং তাবদ্ দূষয়তি “হানে তস্য” ইতি। নহি কশ্চিৎ প্রেক্ষাবানাত্মোচ্ছেদায় যততে। নন্থ দৃশ্যন্তে তীব্রগদোন্মূলিতসকলসুখা দুঃখময়ীমিব মূর্ত্তিমুদ্বহন্তঃ স্বোচ্ছেদায় যতমানাঃ। সত্যং, কেচিদেব তে, নত্বেবং সংসারিণো বিবিধবিচিত্রদেবাদ্যানন্দ-ভোগভাগিনঃ। তেপি চ মোক্ষমাণা দৃশ্যন্তে। তস্মাদপুরুষার্থপ্রসক্তের্ন হাতুঃ স্বরূপোচ্ছেদো মোক্ষোঽভ্যুপেয়ঃ, অস্তু তর্হি হাতুঃ স্বরূপমুপাদেয়মিত্যত আহ—“উপাদানে চ হেতুবাদ” ইতি। উপাদানে হি কার্য্যত্বেনানিত্যত্বে সতি মোক্ষত্বাদেব চ্যবেত। অমৃতত্বং হি মোক্ষঃ। নাপি বিশুদ্ধো বিজ্ঞানসন্তানো ভবত্যমৃতঃ। সন্তানিভ্যো ব্যতিরিক্তস্য সন্তানস্য বস্তুসতোঽভাবাৎ, সন্তানিনাং চানিত্যত্বাৎ। তস্মাৎ তথা যতিতব্যং যথা শাশ্বতবাদো ভবতি। তথা চ পুরুষার্থত্বমপবর্গস্যেত্যাহ—“উভয়প্রত্যাখ্যানে” ইতি। তস্মাৎ স্বরূপাবস্থান-মেবাত্মনো মোক্ষ ইত্যেতদেব সম্যগ্দর্শনম্ ॥ ১৫ ॥ তদেতচ্ছাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমিত্য-ভিধীয়তে—“হেয়ং দুঃখমনাগতম্।”

তাৎপর্য্যার্থ। পরিণামে দুঃখ, বর্ত্তমানে অর্থাৎ ভোগকালে দুঃখ এবং পশ্চাৎ বা স্মরণকালেও দুঃখ দেখিয়া এবং সত্ত্বাদিগুণ সকল পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করে দেখিয়া যোগিগণ সমস্ত বস্তুকে দুঃখপ্রদ মনে করেন। কেবল অযোগী ও অবিবেকী ব্যক্তিরাই মোহে মুগ্ধ হইয়া, ভ্রমান্ধ হইয়া, ইহাতে সুখ হয় ও ইহাতে দুঃখ হয়, এতদ্রূপ নির্ণয় করে। যে জানে না, সেই গিয়া সুস্বাদু বলিয়া বিষান্ন ভক্ষণ করুক; কিন্তু যে জানে, সে তাহা ভক্ষণ করিবে না। যে জানে না, সেই গিয়া দুঃখমাখা ভোগ, ভোগ করুক; যে জানে, সে তাহা ভোগ করিতে চাহিবে না। চক্ষু যেমন সূক্ষ্ম ও কোমল লূতাতন্তুর (মাকড়সার সূতার) স্পর্শ অতি দুঃসহ বোধ করে, সেইরূপ, যোগীরা ও বিবেকীরা দুঃখানুবিদ্ধ ভোগকে দুঃসহ বিবেচনা করেন। প্রত্যেক দৃশ্যে বা প্রত্যেক ভোগে পরিণাম-দুঃখ ও সংস্কারদুঃখ অনুস্যূত আছে; অনভিজ্ঞ মোহান্ধ লোকেরা তাহা

বুঝিতে পারে না। বুঝে না বলিয়াই মুগ্ধ হয় ব্যাসক্ত হয় ও ভোগ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়। কিন্তু যাহারা বুঝিয়াছে, প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহারা কি আর তাহার নিকটে যায়? কদাচ নহে। মদ্যপান দ্বারা উৎপন্ন মনোবিকার যেমন মদ্যপায়ীর নিকট সুখ বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ, বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগে (চক্ষুরাদির সহিত স্ত্রীমূর্ত্তি প্রভৃতির সংযোগাদিতে) উৎপন্ন মনোবিকার অবিবেকীর নিকট সুখ বলিয়া ভ্রম হয়। অবিবেকী যাহাকে সুখ বলে, বিবেকী তাহাকে দুঃখ বলেন। যাহা পরিণামদুঃখে, তাপদুঃখে ও সংস্কারদুঃখে ম্রক্ষিত,—যাহা কেবল মনের বিকার মাত্র,—যাহা কেবল রজোগুণের কালুষ্য ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাহা সুখ নয়—তাহা সুখনামক দুঃখ। ভোগে যে সুখ নাই, প্রত্যেক ভোগের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিণামদুঃখ, তাপদুঃখ ও সংস্কারদুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা অত্যল্প মনোনিবেশ করিলেই অনুভূত হয়। মনে কর, একদিন তুমি কোন এক দিব্যাঙ্গনায় সংযুক্ত হইলে, তৎকালে তোমার যে মনোবিকার জন্মিল, তাহাকে তুমি সুখ বলিয়া ভাবিলে। মনোবিকার যতক্ষণ থাকিল, ততক্ষণই সুখ ভাবিলে; কিন্তু তাহার পরক্ষণেই আবার যে দুঃখ সেই দুঃখ। সেই কার্য্য করায় তোমার যে আয়ুক্ষয় হইল, তজ্জন্য অন্য একপ্রকার পৃথক দুঃখও আসিল। আরও দেখ, তোমার সেই মনোবিকার বা সুখটী স্থায়ী হইল না, শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া গেল। সুখ থাকিল না,—নষ্ট হইল, তাহা ভাবিয়াও তোমার দুঃখ হইল। তুমি যে, সেই অনুচিত মনোবিকারকে অত্যল্পকালের জন্য সুখ মনে করিয়াছিলে, তৎপ্রভাবে পরদিন আবার তুমি তাহাই পাইবার জন্য লালায়িত হইলে। সুখের জন্য লালায়িত হইলে যে কত ক্লেশ, কত আয়াস ও কত পাপ করিতে হয়, তাহাও মনে করিয়া দেখ। অপিচ, সেই সুখ-নামক মনোবিকারটী বা ভোগটী দীর্ঘ করিবার নিমিত্ত বা বাড়াইবার নিমিত্ত তুমি অত্যন্ত ইচ্ছুক হও কিনা? অবশ্যই হও। কোনও গতিকে যদি তোমার সে ইচ্ছার পূরণ না হয়, অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ উপকরণ না পাও, অথবা ভোগের সঙ্কোচ কি তাহার অল্পতা ঘটে, তাহা হইলে তোমার যে কত দুঃখ, তাহা শতমুখ না হইলে এক মুখে বলা যায় না। মনে কর, যেন তোমার ভোগের সঙ্কোচ বা অল্পতা হইল না, বৃদ্ধিই হইল; পরন্তু যেমন ভোগ বাড়িল, অমনিই তৎসঙ্গে রোগও জন্মিল। "ভোগে রোগভয়ম্।" ভোগের সঙ্গে রোগের ভয় আছেই আছে। অত্যন্ত ভোগ করিলে রোগ হইবেই হইবে। সুতরাং

তাহাতেও দুঃখ। অতএব, প্রত্যেক ভোগের পরিণাম যে দুঃখময়, তাহা বলা বাহুল্য। একটু মনোনিবেশ করিলেই ভোগের পরিণামদুঃখতা প্রত্যক্ষ হইবে। এ-ত গেল পরিণামদুঃখের কথা। পরন্তু বর্ত্তমানে অর্থাৎ ভোগকালেও তুমি শত শত দুঃখে, শত শত পরিতাপে আক্রান্ত হইতেছ। পাছে ইহা নষ্ট হয়, কিসে ইহা স্থায়ী হইবে, কিসে ইহা বাড়িবে, কিসে ইহার ব্যাঘাত না হয়, ইত্যাদি বহুপ্রকার চিন্তানল বা তাপজনক চিন্তা উপস্থিত হইয়া তোমাকে পরিতপ্ত করিতেছে। এতদ্ভিন্ন, উহার আনুষঙ্গিক বিবিধ পাপমনোবৃত্তি অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও ক্রোধ প্রভৃতি উদিত হইয়া তোমার অন্তরে বিবিধ ভবিষ্যদ্দুঃখের বীজ আহিত করিতেছে। সুখভোগের সঙ্গে সঙ্গেই যে বিবিধ তাপ বা দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা স্থিরতর। এ-সম্বন্ধে আরও এক কথা আছে। কি, তাহা বলিতেছি। সুখভোগ করিবামাত্র চিত্তে তাহার সংস্কার আবদ্ধ হয়। সেই সংস্কার তোমাকে পুনর্ব্বার সেই ভোগের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। সেইজন্যই তুমি পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বানুভূত সুখের তুল্যসুখ ভোগ করিবার ইচ্ছা কর এবং যতক্ষণ তাহা প্রাপ্ত না হও, ততক্ষণ ব্যাকুল থাক। অতএব, সুখভোগের সংস্কারও দুঃখজনক। ভোগ কি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যায়, ভোগ আর কিছুই না—কেবল একপ্রকার মনোবিকার-মাত্র। সুতরাং পরিণামশীল সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পরিণামরূপ ক্ষণ-ভঙ্গুর ভোগ, দুঃখ বৈ অন্য কিছু নহে; অতএব প্রত্যেক ভোগেই পরিণাম, তাপ ও সংস্কার—এই ত্রিবিধ দুঃখ গ্রথিত থাকায় এবং পরস্পরবিরোধী গুণ-পরিণাম বর্ত্তমান থাকায়, যোগীর নিকট বা বিবেকীর নিকট সমস্তই দুঃখ বলিয়া গণ্য। কদাচ তাঁহারা উহাকে সুখ বলিয়া ভাবিতে চাহেন না। মনোবিকার নষ্ট হইলেই তাঁহাদের সুখ, ঈশ্বরে ও আত্মতত্ত্বে চিত্ত স্থির হইলেই সুখ, মনোলয় হইলে তাঁহাদের আরও সুখ। সে সুখ দৃশ্যভোগে নাই বলিয়াই তাঁহারা দৃশ্যসমুদায়কে দুঃখমধ্যে নিক্ষেপ করেন।

হেয়ং দুঃখমনাগতম্ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যম্। দুঃখমতীতমুপভোগেনাতিবাহিতং ন হেয়পক্ষে বর্ত্ততে বর্ত্তমানঞ্চ স্বক্ষণে ভোগারূঢ়মিতি ন তৎ ক্ষণান্তরে হেয়তামাপদ্যতে,

---

(১৭) অতীতস্য ব্যতিক্রান্তত্বাৎ বর্ত্তমানস্য তু পরিত্যক্তুমশক্যত্বাৎ অনাগতমেব সংসারদুঃখং হেয়ং হাতব্যম্। ভবিষ্যদ্দুঃখনাশায়ৈব যতিতব্যমিত্যুপদেশঃ।

তস্মাৎ যদেবানাগতং দুঃখং তদেবাক্ষিপাত্রকল্পং যোগিনং ক্লিশ্নাতি, নেতরং প্রতিপত্তারং, তদেব হেয়তামাপদ্যতে ॥ ১৬ ॥ তস্মাৎ যদেব হেয়মিত্যুচ্যতে তস্যৈব কারণং প্রতিনির্দ্দিশ্যতে।

টীকা। অনাগতমিতি অতীতবর্ত্তমানে ব্যবচ্ছিন্নে। তত্রোপপত্তিমাহ—"দুঃখমতীতম্" ইতি। ননু বর্ত্তমানমুপভুজ্যমানং ন ভোগেনাতিবাহিতমিতি কস্মান্ন হেয়মিত্যত আহ—"বর্ত্তমানং চ" ইতি। সুগমম্। ১৬। হেয়মুক্তং, তস্য নিদানমুচ্যতে "দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ।"

তাৎপর্য্যার্থ। অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যদ্দুঃখই হেয়; অর্থাৎ যাহাতে ভবিষ্যতে আর দুঃখ না হয়, তাহা করাই কর্ত্তব্য। অভিপ্রায় এই যে, প্রারব্ধ-ভোগ অর্থাৎ যাহার ভোগ আরম্ভ হইয়াছে, সে দুঃখ, বিনা-ভোগে নিবৃত্ত হইবে না। কোনরূপ যোগ বা যত্ন দ্বারা তাহাকে নষ্ট করা যাইবে না; এতৎ-কারণে যোগীর প্রতি উপদেশ এই যে, যোগী অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যদ্দুঃখের নিবারণচেষ্টা করিবেন। যোগের দ্বারা দুঃখের বীজ নষ্ট করিয়া দিলেই তাহা সিদ্ধ হইবে। দুঃখবীজ অজ্ঞান, নষ্ট হইয়া গেলে কোথা হইতে দুঃখাঙ্কুর জন্মিবে?

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যম্। দ্রষ্টা বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী পুরুষঃ, দৃশ্যাঃ বুদ্ধিসত্ত্বোপা-

টীকা। দ্রষ্টৃস্বরূপমাহ—"দ্রষ্টা বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী" ইতি। চিতিচ্ছায়াপত্তি-রেব বুদ্ধেঃ বুদ্ধিপ্রতিসংবেদিত্বমুদাসীনস্যাপি পুংসঃ। নন্বেতাবতাপি বুদ্ধিরেবা-নেন দৃশ্যেত, ন দৃশ্যেরন্ শব্দাদয়োঽত্যন্তব্যবহিতা ইত্যত আহ—"দৃশ্যা বুদ্ধি-সত্ত্ব" ইতি। ইন্দ্রিয়প্রণালিকয়া বুদ্ধৌ শব্দাদ্যাকারেণ পরিণতায়াং দৃশ্যায়াং ভবন্তি শব্দাদয়োঽপি ধর্ম্মা দৃশ্যা ইত্যর্থঃ।

ননু তদাকারাপত্ত্যা বুদ্ধিঃ শব্দাদ্যাকারা ভবতু, পুংসস্তু বুদ্ধিসম্বন্ধেঽভ্যুপগম্যমানে পরিণামিত্বম্, অসম্বন্ধে বা কথং তেষাং বুদ্ধিসত্ত্বোপারূঢ়ানামপি শব্দাদীনাং দৃশ্যত্বম্,

(১৭) দ্রষ্টা পুরুষঃ। স হি বুদ্ধিস্থচ্ছায়াপ্রদর্শনবান্। দৃশ্যং বুদ্ধিসত্ত্বম্। বুদ্ধির্হি ইন্দ্রিয়দ্বারা শব্দাদ্যাকারেণ পরিণমতে চিচ্ছায়াপত্ত্যা চ পুরুষাভেদেন দৃশ্যা ভবতীত্যর্থঃ। অতএব তয়োঃ সংযোগঃ তদ্বিধস্বামিভাবসম্বন্ধঃ হেয়স্য দুঃখস্য হেতুঃ কারণম্।

রূঢ়াঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ, তদেতৎ দৃশ্যময়স্কান্তমণিকল্পং সন্নিধিমাত্রোপকারি দৃশ্যত্বেন ভবতি পুরুষস্য স্বং দৃশিরূপস্য স্বামিনঃ, অনুভবকর্ম্মবিষয়তা-মাপন্নমন্যস্বরূপেণ প্রতিলব্ধাত্মকং স্বতন্ত্রমপি পরার্থত্বাৎ পরতন্ত্রং, তয়োর্দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরনাদিরর্থকৃতঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ দুঃখস্য কারণ-

ন হি দৃশিনাঽসংস্পৃষ্টং দৃশ্যং দৃষ্টমিত্যত আহ—"তদেতদ্ দৃশ্যম্" ইতি। প্রপঞ্চিত-মিদমস্মাভিঃ প্রথমপাদএব যথা চিত্যাঽসম্পৃক্তমপি বুদ্ধিসত্ত্বমত্যন্তস্বচ্ছতয়া চিতি-বিম্বোদ্গ্রাহিতয়া সমাপন্নচৈতন্যমিব শব্দাদ্যনুভবতীতি। অতএব চ শব্দাদ্যাকার-পরিণতবুদ্ধিসত্ত্বোপনীতান্ সুখাদীন্ ভুঞ্জানঃ স্বামী ভবতি দ্রষ্টা, তাদৃশং চাস্য বুদ্ধি-সত্ত্বং স্বং ভবতি। তদেতদ্ বুদ্ধিসত্ত্বং শব্দাদ্যাকারবদ্ দৃশ্যময়স্কান্তমণিকল্পং পুরুষস্য স্বং ভবতি দৃশিরূপস্য স্বামিনঃ। কস্মাদ্, "অনুভব" ইতি। অনুভব কর্ম্মবিষয়-তামাপন্নং যতঃ। অনুভবো ভোগঃ, পুরুষস্য, কর্ম্ম—ক্রিয়া, তদ্বিষয়তাম্—ভুজ্যমানতাম, আপন্নং যস্মাদতঃ স্বং ভবতীত্যর্থঃ। নন্বু স্বয়ং প্রকাশং বুদ্ধিসত্ত্বং কথমনুভববিষয় ইত্যত আহ—"অন্যস্বরূপেণ" ইতি। যদি হি চৈতন্যরূপং বস্তুতো বুদ্ধিসত্ত্বং স্যাদ্ ভবেৎ স্বয়ংপ্রকাশং কিন্তু স্বং—চৈতন্যাদন্যজ্জড়রূপং তেন প্রতি-লব্ধাত্মকং, তস্মাত্তদনুভববিষয়ঃ। ননু যস্য হি যত্র কিঞ্চিদায়ততে তৎতদধীনং, ন চ বুদ্ধিসত্ত্বস্য পুরুষমুদাসীনংপ্রতি কিঞ্চিদায়তত ইতি কথং চ তৎতন্ত্রং, তথা চ ন তস্য কর্ম্মেত্যত আহ—"স্বতন্ত্রমপি" ইতি। পরার্থত্বাৎ, পুরুষার্থত্বাৎ, পরতন্ত্রং—পুরুষতন্ত্রম্। নন্বয়ং দৃগ্দর্শনশক্ত্যোঃ সম্বন্ধঃ স্বাভাবিকো বা স্যান্নৈমিত্তিকো বা, স্বাভাবিকত্বে সম্বন্ধিনোর্নিত্যত্বাদশক্যোচ্ছেদঃ সম্বন্ধঃ। তথা চ সংসারনিত্যত্বং, নৈমিত্তিকত্বে তু ক্লেশকর্ম্মতদ্বাসনানামন্তঃকরণবৃত্তিতয়া সত্যন্তঃকরণে ভাবাদন্তঃ-করণস্য চ তন্নিমিত্তত্বে পরস্পরাশ্রয়প্রসঙ্গাদনাদিত্বস্য চ সর্গাদাবসম্ভবাদনুৎপাদএব সংসারস্য স্যাদ্, যথোক্তং "পুমানকর্ত্তা যেষান্তু তেষামপি গুণৈঃ ক্রিয়া। কথমাদৌ ভবেত্তত্র কর্ম্ম তাবন্নবিদ্যতে। মিথ্যাজ্ঞানং ন তত্রাস্তি রাগদ্বেষাদয়োঽপি বা। মনোবৃত্তির্হি সর্ব্বেষাং নচোৎপন্নং মনস্তদা"। ইতি শঙ্কামপনয়তি। "তয়োঃ দৃগ্-দর্শনশক্ত্যোরনাদিরর্থকৃতঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ" ইতি। সত্যং ন স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধঃ, নৈমিত্তিকস্তু। ন চৈবমাদিমান্, অনাদিনিমিত্তপ্রভবতয়া তস্যাপ্যনা-দিত্বাৎ। ক্লেশকর্ম্মতদ্বাসনাসন্তানশ্চায়মনাদিঃ, প্রতিসর্গাবস্থায়াং চ সহান্তঃকরণেন প্রধানসাম্যমুপগতোঽপি সর্গাদৌ পুনস্তাদৃগেব ভবতি, বর্ষাপায় ইবোদ্ভিজ্জভেদো

মিত্যর্থঃ। তথা চোক্তং "তৎসংযোগহেতুবিবর্জ্জনাৎ স্যাদয়মাত্যন্তিকো দুঃখপ্রতীকারঃ" কস্মাৎ ? দুঃখহেতোঃ পরিহার্য্যস্য প্রতীকারদর্শনাৎ, তদ্‌যথা, পাদতলস্য ভেদ্যতা, কণ্টকস্য ভেত্তৃত্বং, পরিহারঃ কণ্টকস্য পাদানধিষ্ঠানং, পাদত্রাণব্যবহিতেন বাধিষ্ঠানম্, এতৎ ত্রয়ং যো বেদ লোকে স তত্র প্রতীকারমারভমাণো ভেদজং দুঃখং নাপ্নোতি, কস্মাৎ ত্রিত্বোপলব্ধিসামর্থ্যাদিতি, অত্রাপি তাপকস্য রজসঃ সত্ত্বমেব তপ্যম্, কস্মাৎ, তপিক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মস্থত্বাৎ, সত্ত্বে কর্ম্মণি তপিক্রিয়া নাপরিণামিনি নিষ্ক্রিয়ে ক্ষেত্রজ্ঞে, দর্শিতবিষয়ত্বাৎ, সত্ত্বে তু তপ্যমানে তদাকারানুরোধী পুরুষোঽম্বনুতপ্যত ইতি দৃশ্যতে॥ ১৭॥ দৃশ্যস্বরূপমুচ্যতে—

মুদ্ভাবমুপগতোপি পুনরয়ম্ পূর্ব্বরূপ ইত্যসকৃদাবেদিতং প্রাক্। ভাবিততয়া সংযোগস্যাবিদ্যা কারণং স্থিতিহেতুতয়া পুরুষার্থঃ কারণং, তদ্‌বশেন তস্য স্থিতেঃ। তদিদমুক্তম্ "অর্থকৃত" ইতি।

"তথা চোক্তম্" ইতি। পঞ্চশিখেন। তৎসংযোগঃ—বুদ্ধিসংযোগঃ, স এব হেতুর্দুঃখস্য, তস্য বিবর্জনাৎ স্যাদয়মাত্যন্তিকো দুঃখপ্রতীকারঃ, অর্থাৎ তদবর্জনে দুঃখমিত্যুক্তং ভবতি। তত্রৈবাত্যন্তপ্রসিদ্ধং নিদর্শনমাহ—"তদ্‌যথা" ইতি। পাদত্রাণম্—উপানৎ। স্যাদেতদ্, গুণসংযোগস্তাপহেতুরিত্যুচ্যমানে গুণানাং তাপকত্বমভ্যুপেয়ং ন চ তপিক্রিয়ায়া অস্ত্যাদেরিব কর্তৃস্থো ভাবো যেন তপ্যমন্যমপেক্ষেত। ন চাস্যাস্তপ্যতয়া পুরুষঃ কর্ম। তস্যাপরিণামিতয়া ক্রিয়াজনিতফলশালিত্বাযোগাৎ। তস্মাৎ তপেস্তপ্যব্যাপ্তস্য তন্নিবৃত্তৌ নিবৃত্তিমবগচ্ছামঃ। জ্বলনবিরহেণেব ধূমাভাবমিত্যত আহ। "অত্রাপি তাপকস্য ইতি। গুণানামেব তপ্যতাপকভাবঃ। তত্র মৃদুত্বাৎ পাদতলবৎ সত্ত্বং তপ্যং, রজস্তু তীব্রতয়া তাপকমিতি ভাবঃ। পৃচ্ছতি "কস্মাদ্" ইতি। কস্মাৎ সত্ত্বমেব তপ্যং, ন তু পুরুষ ইত্যর্থঃ। উত্তরং "তপিক্রিয়ায়া" ইতি। তৎকিমিদানীং পুরুষো ন তপ্যতে। তথাচাচেতনস্যাস্তু সত্ত্বস্য তাপঃ, কিমস্মাকমিত্যত আহ—"দর্শিতবিষয়ত্বাৎ সত্ত্বে তু তপ্যমানে তদাকারানুরোধী পুরুষোঽপ্যনুতপ্যত" ইতি। দর্শিতবিষয়ত্বমনুতাপহেতুঃ তচ্চ প্রাগ্‌ব্যাখ্যাতম্॥ ১৭॥ দৃশ্যং ব্যাচষ্টে "প্রকাশেত্যাদি, দৃশ্যম্" ইত্যন্তেন সূত্রেণ॥

তাৎপর্য্যার্থ। দ্রষ্টা আত্মা ও দৃশ্য অর্থাৎ অন্তঃকরণ,—এই দুয়ের সংযোগ, দুঃখের কারণ। অভিপ্রায় এই যে, সুখ দুঃখ মোহ—এ সমস্তই বুদ্ধি-দ্রব্যের বিকার। বুদ্ধিদ্রব্য (অন্তঃকরণ) ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ দ্বারা বিষয়াকারে ও সুখদুঃখাদি-আকারে পরিণত হইবামাত্র চৈতন্যের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়। তাদৃশ প্রোজ্জ্বলনকে (প্রদীপ্ততাকে) শাস্ত্রকারেরা চিৎ-শক্তির প্রতিসংক্রম ও চিচ্ছায়াপত্তি বলিয়া থাকেন। লোকব্যবহারে তাহা "দর্শন" বা "দেখা," "জ্ঞান" বা "বুঝা" বলিয়া প্রচলিত। সুতরাং পরিণামস্বভাব বুদ্ধিসত্ত্ব বা অন্তঃকরণ পদার্থটি "দৃশ্য" এবং তৎসন্নিধিস্থ অপরিণামী চিৎ-শক্তি তাহার দ্রষ্টা। এই দৃশ্য ও দ্রষ্টা—এই দুয়ের যে কথিত প্রকারের সংযোগ অর্থাৎ একীভাব বা মিলন, তাহাই সংসারী জীবের উল্লিখিত দুঃখসমূহের মূল ; অর্থাৎ বুদ্ধির উপর পুরুষের বা আত্মার অভেদভ্রান্তি বা আত্ম-সম্পর্ক কল্পিত হইতেছে বলিয়াই পুরুষ আন্তঃকরণিক সুখদুঃখাদিবিকারে বিকৃতপ্রায় হইতেছে। সুতরাং বুদ্ধির সহিত পুরুষের তাদৃশ মিথ্যা সম্বন্ধ ঘটনা থাকাতেই পুরুষের ঔপচারিক ভোগ উৎপন্ন হইতেছে।

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং
ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যম্। প্রকাশশীলং সত্ত্বং, ক্রিয়াশীলং রজঃ, স্থিতিশীলং তমঃ ইতি. এতে গুণাঃ পরস্পরোপরক্তপ্রবিভাগাঃ সংযোগবিভাগধর্ম্মাণঃ

টীকা। সত্ত্বস্য হি ভাগঃ প্রকাশস্তামসেন ভাগেন দৈন্যেন বা রাজসেন বা দুঃখেনানুরজ্যতে। এবং রাজসাদিষ্বপি দ্রষ্টব্যম্। তদিদমুক্তং "পরস্পরোপরক্ত প্রবিভাগা" ইতি। পুরুষেণ সহ সংযোগবিভাগধর্ম্মাণঃ—যথাম্নায়তে "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণো-

(১৮) প্রকাশশীলং সত্ত্বম্। ক্রিয়াশীলং রজঃ। স্থিতিশীলং তমঃ। স্থিতিশ্চ প্রকাশ-ক্রিয়য়োঃ প্রতিবন্ধরূপা। তথা ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং=ভূতানি ইন্দ্রিয়াণি চ তানি আত্মা স্বরূপা-ত্মিকাঃ পরিণামো যস্য তত্তথাবিধং দৃশ্যং জ্ঞেয়জাতমিত্যর্থঃ। তচ্চ ভোগাপবর্গার্থং=ভোগা-পবর্গৌ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য তত্তথাবিধম্। প্রকৃতিতদ্বিকারাত্মকং সর্ব্বমেব দৃশ্যং পুরুষস্য ভোগাপবর্গহেতুরিতি যাবৎ।

ইতরেতরোপাশ্রয়েণোপার্জ্জিতমূর্ত্তয়ঃ পরস্পরাঙ্গাঙ্গিত্বেঽপ্যসম্ভিন্ন-শক্তিপ্রবিভাগাঃ তুল্যজাতীয়াঃ তুল্যজাতীয়শক্তিভেদানুপাতিনঃ প্রধানবেলায়ামুপদর্শিতসন্নিধানা গুণত্বেঽপি চ ব্যাপারমাত্রেণ প্রধানান্তর্ণীতানুমিতাস্তিতাঃ পুরুষার্থকর্ত্তব্যতয়া প্রযুক্তসামর্থ্যাঃ

ঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্য" ইতি। ইতরেতরোপাশ্রয়েণোপা-র্জ্জিতামূর্ত্তিঃ—পৃথিব্যাদিরূপা যৈস্তে তথোক্তাঃ। স্যাদেতৎ, সত্ত্বেন শান্তপ্রত্যয়ে জনয়িতব্যে রজস্তমসোরপি সত্ত্বাঙ্গত্বেন তত্র হেতুভাবাদস্তি সামর্থ্যমিতি যদাপি চ রজস্তমসোরঙ্গিত্বং তদাপি শান্ত এব প্রত্যয় উদীয়েত, ন ঘোরো, নাপি মূঢ়ো বা সত্ত্বপ্রাধান্য ইবেত্যত আহ—"পরস্পরাঙ্গাঙ্গিত্বেঽপ্যসংভিন্নশক্তিপ্রবিভাগা" ইতি। ভবতু শান্তে প্রত্যয়ে জনয়িতব্যে রজস্তমসোরঙ্গভাবস্তথাপি নৈষাং শক্তয়ঃ সঙ্কী-র্য্যন্তে। কার্য্যাসঙ্করোন্নেয়ো হি শক্তীনামসঙ্করঃ। অসঙ্কীর্ণেন চ সমুদাচরতা রূপেণ শান্তঘোরমূঢ়রূপাণি কার্য্যাণি দৃশ্যন্ত ইতি সিদ্ধং শক্তীনামসংভেদ ইতি।

স্যাদেতদ্, অসংভেদশ্চেৎ শক্তীনাং ন সংভূয়কারিত্বং গুণানাং ন জাতু ভিন্ন-শক্তীনাং সম্ভূয় কার্য্যকারিত্বং দৃষ্টম্, ন হি তন্তুমৃৎপিণ্ডবীরণাদীনি ঘটাদীন্ সম্ভূয় কুর্ব্বন্তি ইত্যত আহ—"তুল্যজাতীয়াতুল্যজাতীয়শক্তিভেদানুপাতিন" ইতি। যদ্যপি তুল্যজাতীয়ে উপাদান শক্তির্নান্যত্র, সহকারিশক্তিস্ত্বতুল্যজাতীয়ে। ঘটে তু জনয়িতব্যে ন বীরণানামস্তি সহকারিশক্তিরপীতি ন তৈস্তন্তূনাং সম্ভূয়কারিতেতি ভাবঃ। তুল্যজাতীয়াতুল্যজাতীয়েষু শক্যেষু যে শক্তিভেদাস্তাননুপতিতুং শীলং যেষাং তে তথোক্তাঃ "প্রধানবেলায়াম্" ইতি— দিব্যশরীরে জনয়িতব্যে সত্ত্বং গুণঃ, প্রধানম্, অঙ্গে রজস্তমসী। এবং মনুষ্যশরীরে জনয়িতব্যে রজঃ প্রধানম্, অঙ্গে সত্ত্বতমসী। এবং তির্য্যক্‌শরীরে জনয়িতব্যে তমঃ প্রধানম্, অঙ্গে সত্ত্ব-রজসী। তেনৈতে গুণাঃ প্রধানত্ববেলায়ামুপদর্শিতসন্নিধানাঃ—কার্য্যোপজননং প্রত্যুদ্ভূতবৃত্তয় ইত্যর্থঃ। প্রধানশব্দশ্চ ভাবপ্রধানঃ। যথা "দ্ব্যেকয়োর্দ্বিব-চনৈকবচনে" ইত্যত্র দ্বিত্বৈকত্বয়োরিতি। অন্যথা দ্ব্যেকেম্বিতি স্যাৎ। ননু তদা প্রধানমুদ্ভূততয়া শক্যমস্তীতি বক্তুম্, অনুদ্ভূতানাংস্তু তদঙ্গানাং সদ্ভাবে কিং প্রমাণ-মিত্যত আহ—"গুণত্বেঽপি চ" ইতি। যদ্যপি নোদ্ভূতাস্তথাপি গুণানাম-বিরেকিত্বাৎ সংভূয়কারিত্বাচ্চ ব্যাপারমাত্রেণ সহকারিতয়া প্রধানেঽন্তর্ণীতং সদ্ অনুমিতমস্তিত্বং যেষাং তে তথোক্তাঃ। নহি সন্ত গুণাঃ সংভূয়কারিণঃ সমর্থাঃ,

সন্নিধিমাত্রোপকারিণঃ অয়স্কান্তমণিকল্পাঃ প্রত্যয়মন্তরেণৈকতমস্য বৃত্তিমনুবর্ত্তমানাঃ প্রধানশব্দবাচ্যা ভবন্তি. এতদ্দৃশ্যমিত্যুচ্যতে। তদেতদ্দৃশ্যং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভূতভাবেন পৃথিব্যাদিনা সূক্ষ্মস্থূলেন পরিণমতে, তথেন্দ্রিয়ভাবেন শ্রোত্রাদিনা সূক্ষ্মস্থূলেন পরিণমতে ইতি। তত্তু নাপ্রয়োজনং, অপি তু প্রয়োজনমুররীকৃত্য প্রবর্ত্তত ইতি ভোগাপবর্গার্থং হি তদ্দৃশ্যং পুরুষস্যেতি। তত্রেষ্টানিষ্টগুণস্বরূপাবধারণং অবিভাগাপন্নং ভোগঃ, ভোক্তুঃ স্বরূপাবধারণং অপবর্গঃ ইতি, দ্বয়োরতিরিক্তমন্যদ্দর্শনং নাস্তি, তথা চোক্তং "অয়ন্তু খলু ত্রিষু গুণেষু কর্ত্তৃষু অকর্ত্তরি চ পুরুষে তুল্যাতুল্যজাতীয়ে চতুর্থে তৎ-

---

কস্মাৎতৎপুনঃ কুর্ব্বন্তি। ন হি সমর্থমিত্যেব কার্য্যং জনয়তি, মা ভূদস্য কার্য্যোপজননং প্রতি বিরাম ইত্যত আহ—"পুরুষার্থকর্ত্তব্যতয়া" ইতি। ততো নির্ব্বর্ত্তিতনিখিলপুরুষার্থানাং গুণানামুপরমঃ কার্য্যানারম্ভণমিত্যুক্তং ভবতি। ননু পুরুষস্যানুপকুর্ব্বতঃ কথং পুরুষার্থেন প্রযুজ্যত ইত্যত আহ—"সন্নিধিমাত্রোপকারেণ" ইতি। ননু ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণমেব নিমিত্তং প্রয়োজকং গুণানাং কিমুচ্যতে পুরুষার্থপ্রযুক্তা ইত্যত আহ—"প্রত্যয়মন্তরেণ" ইতি। একতমস্য—সত্ত্বস্য রজসস্তমসো বা প্রধানস্য স্বকার্য্যে প্রবৃত্তস্য, বৃত্তিম্. ইতরে প্রত্যয়ং—নিমিত্তং ধর্ম্মাদিকং বিনৈবানুবর্ত্তমানাঃ। যথা চ বক্ষ্যতি "নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবদ্" ইতি। এতে গুণাঃ প্রধানশব্দবাচ্যা ভবন্তীতি সম্বন্ধঃ, প্রধীয়তে বিধীয়তে বিশ্বং কার্য্যমেভিরিতি ব্যুৎপত্ত্যা, এতদ্ দৃশ্যমুচ্যতে। তদেবং গুণানাং শীলমভিধায় তস্য কার্য্যমাহ—"তদেতদ্" ইতি। সৎকার্য্যবাদসিদ্ধৌ যদ্ যদাত্মকং তৎ তেন রূপেণ পরিণমত ইতি। ভূতেন্দ্রিয়াত্মকত্বং দীপয়তি, "ভূতভাবেন" ইত্যাদিনা। "ভোগাপবর্গার্থম্" ইতি সূত্রাবয়বমবতারয়তি "তত্তু নাপ্রয়োজনম্" ইতি। ভোগং বিবৃণোতি "তত্র" ইতি। সুখদুঃখে হি ত্রিগুণায়া বুদ্ধেঃ স্বরূপে, তস্যাস্তথাত্বেন পরিণামাৎ। তথাপি গুণগততয়াবধারণেন ভোগ ইত্যত আহ—"অবিভাগাপন্নম্" ইতি। এতচ্চাসকৃদাবেদিতম্। অপবর্গং বিবৃণোতি "ভোক্তুরিতি"। অপবৃজ্যতেঽনেনেত্যপবর্গঃ। প্রয়োজনান্তরস্যাভাবমাহ—"দ্বয়োঃ" ইতি। তথা চোক্তং পঞ্চশিখেন "অয়ন্তু খলু" ইতি। ননু বস্তুতো ভোগাপবর্গৌ বুদ্ধিকৃতৌ বুদ্ধিবর্ত্তিনৌ চ কথং তদকারণে তদনধিকরণে চ পুরুষে ব্যপদিশ্যেতে

ক্রিয়াসাক্ষিণি উপনীয়মানান্ সর্ব্বভাবানুপপন্নাননুপশ্যন্ন দর্শনমন্যচ্ছঙ্কতে” ইতি। তাবেতৌ ভোগাপবর্গৌ বুদ্ধিকৃতৌ বুদ্ধাবেব বর্ত্তমানৌ কথং পুরুষে ব্যপদিশ্যেতে ইতি, যথা বিজয়ঃ পরাজয়ো বা যোদ্ধৃষু বর্ত্তমানঃ স্বামিনি ব্যপদিশ্যেতে, স হি তস্য ফলস্য ভোক্তেতি, এবং বন্ধমোক্ষৌ বুদ্ধাবেব বর্ত্তমানৌ পুরুষে ব্যপদিশ্যেতে, স হি তৎ ফলস্য ভোক্তেতি, বুদ্ধেরেব পুরুষার্থাপরিসমাপ্তির্বন্ধঃ, তদর্থাবসায়ো মোক্ষ ইতি। এতেন গ্রহণধারণোহাপোহতত্ত্বজ্ঞানাভিনিবেশা বুদ্ধৌ বর্ত্তমানাঃ পুরুষেঽধ্যারোপিতসদ্ভাবাঃ স হি তৎফলস্য ভোক্তেতি॥ ১৮॥ দৃশ্যানান্তু গুণানাং স্বরূপভেদাবধারণার্থমিদমারভ্যতে।

ইত্যত আহ—“তাবেতৌ” ইতি। ভোক্তৃত্বং চ পুরুষস্যোপপাদিতম্, অগ্রে চ বক্ষ্যতে। পরমার্থতস্তু “বুদ্ধেরেব পুরুষার্থাপরিসমাপ্তির্বন্ধ” ইতি। এতেন—ভোগাপবর্গয়োঃ পুরুষসম্বন্ধিত্বকথনমার্গেণ, গ্রহণাদয়োপি পুরুষসম্বন্ধিনো বেদিতব্যাঃ। তত্র স্বরূপমাত্রেণার্থজ্ঞানং গ্রহণং, তত্র স্মৃতিঃ ধারণং, তদ্গতানা বিশেষাণামূহনমূহঃ, সমারোপিতানাং চ যুক্ত্যাপনয়োঽপোহঃ, তাভ্যামেবোহাপোহাভ্যাং তদবধারণং তত্ত্বজ্ঞানং তত্ত্বাবধারণপূর্ব্বং হানোপাদানমভিনিবেশঃ॥ ১৮॥ দৃশ্যানাং গুণানাং স্বরূপভেদাবধারণার্থমিদমারভ্যতে—“বিশেষেত্যাদি, পর্ব্বাণী”ত্যন্তং সূত্রম্।

তাৎপর্য্যার্থ। প্রকাশস্বভাব সত্ত্ব, ক্রিয়াত্মক রজঃ, তদুভয়ের প্রতিরোধক অচলস্বভাব তমঃ,—এতত্ত্রিতয়াত্মক ভূত ও ইন্দ্রিয়, ইহারা দৃশ্য এবং ইহারা সকলেই পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ প্রদানার্থ উদ্যত। তাৎপর্য্য এই যে, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—এই গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতি ও তদুৎপন্ন যে কিছু ভূতভৌতিক—সমস্তই পুরুষের ভোগের ও অপবর্গের (মোক্ষের) নিমিত্ত-কারণ (প্রযোজক)। উহারা অবিবেকীর ভোগ এবং বিবেকীর মোক্ষ প্রদানার্থ উদ্যত আছে।

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি॥ ১৯॥

(১৯) বিশেষাঃ প্রকৃতিতো ব্যাবৃত্তা ভূতেন্দ্রিয়াদয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ। অবিশেষাঃ বিকারাণাং প্রকৃতয়ঃ তন্মাত্রাণ্যহংকারশ্চেতি ষট্। লিঙ্গং প্রকৃতেরাদ্যং কার্য্যং মহত্তত্ত্বম্। অলিঙ্গং মূলা প্রকৃতিঃ। ইত্যেতানি গুণপর্ব্বাণি গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং পর্ব্বাণীব পর্ব্বাণি অবস্থাবিশেষা ইতি যাবৎ। অস্মিন্ শাস্ত্রে তন্মাত্রাণাম্ অহঙ্কারস্যাপ্যনুজত্বং বুদ্ধেশ্চাপত্যত্বম্। সাংখ্যে তু অহঙ্কারাপত্যত্বমিতি ভেদোঽনুসন্ধেয়ঃ।

ভাষ্যম্। তত্রাকাশবায়্বগ্ন্যুদকভূময়ো ভূতানি শব্দস্পর্শরূপরস-গন্ধতন্মাত্রাণামবিশেষাণাং বিশেষাঃ। তথা শ্রোত্রত্বক্চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণানি বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি, বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, একাদশং মনঃ সর্ব্বার্থং, ইত্যেতান্যস্মিতালক্ষণস্যাবিশেষস্য বিশেষাঃ। গুণানামেষ ষোড়শকো বিশেষপরিণামঃ। ষড় অবিশেষাঃ, তদ্‌যথা শব্দতন্মাত্রং, স্পর্শতন্মাত্রং, রূপতন্মাত্রং, রসতন্মাত্রং, গন্ধতন্মাত্রঞ্চ, ইত্যেকদ্বিত্রিচতুষ্পঞ্চলক্ষণাঃ শব্দাদয়ঃ পঞ্চাবিশেষাঃ, ষষ্ঠশ্চাবিশেষোঽস্মিতামাত্র ইতি, এতে সত্তামাত্রস্যাত্মনো মহতঃ ষড়বিশেষপরিণামাঃ, যৎ তৎপরমবিশেষেভ্যো লিঙ্গমাত্রং মহত্তত্ত্বং তস্মিন্নেতে সত্তামাত্রে মহত্যাত্মন্যবস্থায় বিবৃদ্ধিকাষ্ঠামনুভবন্তি, প্রতিসংসৃজ্যমানাশ্চ তস্মিন্নেব সত্তামাত্রে

টীকা। যেষা অবিশেষাণাং—শান্তঘোরমূঢ়লক্ষণরহিতানাং যে বিশেষা—বিকারাএব ন তু তত্ত্বান্তরপ্রকৃতয়স্তেষাং তানাহ—"তত্রাকাশ" ইতি। উৎপাদক্রমানুরূপ এবোপন্যাসক্রমঃ, অস্মিতালক্ষণস্যাবিশেষস্য সত্ত্বপ্রধানস্য বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি বিশেষাঃ রজঃপ্রধানস্য তু কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, মনস্তূভয়াত্মকমুভয়প্রধানস্যেতি মন্তব্যম্। অত্র চ পঞ্চতন্মাত্রাণি বুদ্ধিকারণকান্যবিশেষত্বাদ্ অস্মিতাবদ্ ইতি। বিকারহেতুত্বং চাবিশেষত্বং তন্মাত্রেষু চাস্মিতায়াং চাবিশিষ্টম্। সংকলয্য বিশেষান্ পরিগণয়তি—"গুণানামেষ" ইতি। অবিশেষানপি গণয়তি "ষড়্" ইতি। সংকলয্যোদাহরতি—"তদ্‌যথা" ইতি। বিশিষ্টং হ্যপরং পরেণেতি গন্ধ আত্মনা পঞ্চলক্ষণঃ, রস আত্মনা চতুর্লক্ষণঃ, রূপমাত্মনা ত্রিলক্ষণং, স্পর্শ আত্মনা দ্বিলক্ষণঃ, শব্দঃ শব্দলক্ষণ এবেতি। কস্য পুনরমী ষড়বিশেষাঃ কার্য্যমিত্যত আহ—এতে "সত্তামাত্রস্যাত্মন" ইতি। পুরুষার্থক্রিয়াক্ষমং সৎ, তস্য ভাবঃ সত্তা, তন্মাত্রং মহত্তত্ত্বম্। যাবতী কাচিৎ পুরুষার্থক্রিয়া শব্দাদিভোগলক্ষণা সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিলক্ষণা বাস্তি সা সর্ব্বা মহতি বুদ্ধৌ সমাপ্যত ইত্যর্থঃ। আত্মন ইতি স্বরূপোপদর্শনেন তুচ্ছত্বং নিষেধতি, প্রকৃতেরয়মাদ্যঃ পরিণামো বাস্তবো, নতু তদ্বিবর্ত্ত ইতি যাবৎ। যত্তৎপরং—বিপ্রকৃষ্টকালম্ অবিশেষেভ্যস্তদপেক্ষয়া সন্নিকৃষ্টকালেভ্যো লিঙ্গমাত্রং মহত্তত্ত্বং, তস্মিন্ এতে ষড়বিশেষাঃ সত্তামাত্রে মহত্যাত্মন্যবস্থায় সংকার্য্যসিদ্ধের্বিবৃদ্ধিকাষ্ঠামনুভবন্তি—প্রাপ্নুবন্তি। যে পুনরবিশেষাণাং বিশেষপরিণামাস্তেষাং চ ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাঃ পরিণামা ইতি শেষমেষাং বিবৃদ্ধিকাষ্ঠা পরি-

মহত্যাত্মন্যবস্থায় যত্তন্নিঃসত্তাসত্তং নিঃসদসৎ (নিরসৎ) অব্যক্তমলিঙ্গং প্রধানং তৎপ্রতিয়ন্তীতি, এষ তেষাং লিঙ্গমাত্রঃ পরিণামঃ, নিঃসত্তাঽসত্তঞ্চালিঙ্গপরিণাম ইতি,অলিঙ্গাবস্থায়াং ন পুরুষার্থো হেতুঃ, নালিঙ্গাবস্থায়ামাদৌ পুরুষার্থতা কারণং ভবতীতি ন তস্যাঃ পুরুষার্থতা কারণং ভবতীতি, নাসৌ পুরুষার্থকৃতেতি নিত্যাখ্যায়তে ত্রয়াণাস্ত্ববস্থাবিশেষা-

ণামকাষ্ঠেতি। তদেবমুৎপত্তিক্রম মভিধায় প্রলয়ক্রমমাহ "প্রতিসংসৃজ্যমানা" ইতি। প্রতিসংসৃজ্যমানাঃ প্রলীয়মানাঃ, স্বাত্মনি লীনবিশেষা অবিশেষাস্তস্মিন্নেব সত্তামাত্রে মহত্যাত্মন্যবস্থায়—নিলীয় সহৈব মহতা তেঽবিশেষাঃ অব্যক্তম্ অন্যত্র লয়ন্নগচ্ছতীত্যলিঙ্গং প্রতিযন্তি। তস্যৈব বিশেষণং "নিসত্তাঽসত্তম্" ইতি। সত্বং—পুরুষার্থক্রিয়াক্ষমত্বম্, অসত্তা—তুচ্ছতা, নিষ্ক্রান্তং সত্তায়া অসত্তায়াশ্চ যত্তথোক্তম্। এতদুক্তং ভবতি। সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা ন ক্বচিৎ পুরুষার্থ উপযুজ্যত ইতি ন সতী। নাপি গগনকমলিনীবৎ তুচ্ছস্বভাবা, তেন নাসত্যাপীতি। স্যাদেতদ্ অব্যক্তাবস্থায়ামপ্যস্তি মহদাদি তদাত্মনা। ন হি সতো বিনাশো, বিনাশে বা ন পুনরুৎপাদঃ। নহ্যসত উৎপাদ ইতি মহদাদিসদ্ভাবাৎ-পুরুষার্থক্রিয়া প্রবর্ত্তেত। তৎকথং নিঃসত্ত্বমব্যক্তমিত্যত আহ—"নিঃসদসদ্" ইতি। নিষ্ক্রান্তং কারণং সতঃ কার্য্যাৎ। যদ্যপি কারণাবস্থায়ং সদেব শক্ত্যাত্মনা-কার্য্যং তথাপি স্বোচিতামর্থক্রিয়ামকুর্ব্বদসদিত্যুক্তম্। নচৈতৎকারণং শশবিষাণায়মানকার্য্যমিত্যাহ "নিরসদ্" ইতি। নিষ্ক্রান্তম্ অসতস্তুচ্ছরূপাৎ কার্য্যাৎ। তথা হি সতি ব্যোমারবিন্দমিবাস্মান্ন কার্য্যমুৎপদ্যেতেতি ভাবঃ। প্রতিসর্গমুক্তমুপসংহরতি "এষ তেষাম্" ইতি। এষ—ইত্যনন্তররোক্তাৎ পূর্ব্বস্য পরামর্শঃ। লিঙ্গমাত্রাদ্যবস্থা পুরুষার্থকৃতত্বাদনিত্যা, অলিঙ্গাবস্থা তু পুরুষার্থেনাকৃতত্বান্নিত্যেত্যত্র হেতুমাহ—"অলিঙ্গাবস্থায়াম্" ইতি। কস্মাৎপুনর্ন পুরুষার্থো হেতুরিত্যত আহ—নালিঙ্গাবস্থায়াম্" ইতি ভবতিনা—বিষয়েণ বিষয়ি জ্ঞানমুপলক্ষয়তি। এতদুক্তং ভবতি। এবং হি পুরুষার্থতা কারণমলিঙ্গাবস্থায়াং জায়েত। যদ্যলিঙ্গাবস্থা শব্দাদ্যুপভোগং বা সত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিং বা পুরুষার্থং নির্বর্ত্তয়েত, তন্নির্বর্ত্তনে হি ন সাম্যাবস্থা স্যাৎ। তস্মাৎ পুরুষার্থকারণত্বমস্যা ন জায়ত ইতি নাস্যাঃ পুরুষার্থতা হেতুঃ। উপসংহরতি "নাসৌ" ইতি। ইতিঃ তস্মাদর্থে। অনিত্যাবস্থামাহ—"ত্রয়াণাম্" ইতি। ত্রয়াণাং—লিঙ্গমাত্রাঽবিশেষবিশেষাণামিত্যর্থঃ।

ণামাদৌ পুরুষার্থতাকারণং ভবতি, স চার্থো হেতুর্নিমিত্তকারণং ভবতীত্যনিত্যাখ্যায়তে, গুণাস্তু সর্ব্বধর্ম্মানুপাতিনো ন প্রত্যস্তময়ন্তে নোপজায়ন্তে ব্যক্তিভিরেবাতীতানাগতব্যয়াগমবতীভির্গুণান্বয়িনীভিরুপজনাপায়ধর্ম্মকাইব প্রত্যবভাসন্তে, যথা দেবদত্তো দারিদ্রাতি, কস্মাৎ ? যতোঽস্য ম্রিয়ন্তে গাব ইতি গবামেব মরণাত্তস্য দরিদ্রাণং ন স্বরূপহানাদিতি সমঃ সমাধিঃ। লিঙ্গমাত্রমলিঙ্গস্য প্রত্যাসন্নং তত্র তৎ সংসৃষ্টং বিবিচ্যতে ক্রমানতিবৃত্তেঃ, তথা ষড়্বিশেষা লিঙ্গমাত্রে সংসৃষ্টা বিবিচ্যন্তে, পরিণামক্রমনিয়মাৎ তথা তেষবিশেষেষু ভূতেন্দ্রিয়াণি সংসৃষ্টানি বিবিচ্যন্তে, তথাচোক্তং পুরস্তাৎ, ন বিশেষেভ্যঃ পরং তত্ত্বান্তরমস্তি ইতি বিশেষাণাং নাস্তি তত্ত্বান্তরপরিণামঃ, তেষান্তু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ব্যাখ্যায়িষ্যন্তে ॥ ১৯ ॥ ব্যাখ্যাতং দৃশ্যং, অথ দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবধারণার্থমিদমারভ্যতে—

পর্ব্বস্বরূপং দর্শয়িত্বা গুণস্বরূপমাহ—"গুণাস্তু" ইতি। নিদর্শনমাহ—"যথা দেবদত্ত" ইতি। যত্রাত্যন্তভিন্নানাং গবামুপচয়াপচয়ৌ দেবদত্তোপচয়াপচয়হেতুস্তত্র কৈব কথা গুণেভ্যো ভিন্নাভিন্নানাং ব্যক্তীনামুপজনাপায়য়োরিত্যর্থঃ। নন্বু সর্গক্রমঃ কিমনিয়তো? নেত্যাহ—"লিঙ্গমাত্রম্" ইতি। ন খলু ন্যগ্রোধধানা অহ্নায়ৈব ন্যগ্রোধশাখিনং সান্দ্রং শাদ্বলদলজটিলং শাখাকাণ্ডনিপীতমার্ত্তণ্ডচণ্ডাতপমণ্ডলমারভন্তে, কিন্তু ক্ষিতিসলিলতেজঃসম্পর্কাৎ পরম্পরোপজায়মানাঙ্কুরপত্রকাণ্ডনালাদিক্রমেণ। এবমিহাপি যুক্ত্যাগমসিদ্ধঃ ক্রমাশ্চাস্থেয় ইতি। কথং ভূতেন্দ্রিয়াণ্যবিশেষসংসৃষ্টানীত্যত আহ—"তথা চোক্তং পুরস্তাদ্" ইতি। ইদমেবসূত্রং প্রথমং ব্যাচক্ষাণৈঃ। অথ বিশেষাণাং কস্মান্ন তত্ত্বান্তরপরিণাম উক্ত ইত্যত আহ- "ন বিশেষেভ্য" ইতি। তৎকিমিদানীমপরিণামিন এব বিশেষাস্তথা চ নিত্যাঃ প্রসজ্যেরন্নিত্যত আহ—"তেষান্তু" ইতি ॥ ১৯ ॥ ব্যাখ্যাতং দৃশ্যম্। দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবধারণার্থমিদমারভ্যতে—"দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ" ইতি।

তাৎপর্য্যার্থ। গুণসকলের বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ,—এই চারিপ্রকার পর্ব্ব (গাঁইট বা অবস্থা) আছে। বস্তুতঃ ত্রিগুণা প্রকৃতির চারিপ্রকার অবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা—বিশেষ অবস্থা, অবিশেষ অবস্থা, লিঙ্গাবস্থা ও অলিঙ্গ অবস্থা। পৃথিব্যাদি ভূত ও ইন্দ্রিয়,—ইহারা প্রকৃতির বিশেষাবস্থা।

তন্মাত্রা বা সূক্ষ্ম ভূত এবং অন্তঃকরণ,—ইহারা তাঁহার অবিশেষাবস্থা। যাহা এই অবিশেষাবস্থার মূল অর্থাৎ যাহা মূল প্রকৃতিব প্রথম বিকার,—যাহার অন্য নাম বুদ্ধিতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব,—তাহাই প্রকৃতির লিঙ্গাবস্থা। এবং যাহা সেই লিঙ্গাবস্থাব মূল, অর্থাৎ প্রকৃতিব যখন কোনপ্রকার বিকার বা প্রভেদ ছিল না, ঠিক সাম্যাবস্থা ছিল ,—যাহাকে এই দৃশ্য জগতের সর্ব্বাদিম অবস্থা বা সূক্ষ্মা-দপি সূক্ষ্মতম অবস্থা বা বীজাবস্থা বা শক্তিসমষ্টিস্বরূপ বলিয়া বর্ণন করা হয়,—সেই অবিকৃত ও দুর্জ্ঞেয় শক্তিরূপ মূল অবস্থা তাঁহাব অলিঙ্গাবস্থা। তৎকালে কোনপ্রকার জ্ঞানোপযোগী চিহ্ন ছিলনা। থাকেনা বলিয়াই তাহার নাম অলিঙ্গাবস্থা।

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যম্। দৃশিমাত্র ইতি দৃক্‌শক্তিরেব বিশেষণাপবামৃষ্টেত্যর্থঃ, স পুরুষো বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী, স বুদ্ধেঃ ন সরূপো নাত্যন্তং বিরূপ ইতি। ন তাবৎ সরূপঃ, কস্মাৎ ? জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ত্বাৎ পরিণামিনী হি বুদ্ধিঃ, তস্যাশ্চ বিষয়ো গবাদির্ঘটাদির্বা জ্ঞাতশ্চাজ্ঞাতশ্চেতি পরিণামিত্বং

টীকা। ব্যাচষ্টে "দৃশিমাত্রঃ" ইতি। বিশেষণানি ধর্ম্মাস্তৈবপবামৃষ্টা, তদনেন মাত্রগ্রহণস্য তাৎপর্য্যং দর্শিতম্। স্যাদেতদ্, যদি সর্ব্ববিশেষণবহিতা দৃক্‌শক্তিঃ, ন তর্হি শব্দাদয়ো দৃশ্যেবন্। ন হি দৃশিনাঽসংস্পৃষ্টং দৃশ্যং ভবতীত্যত আহ— "স পুরুষঃ" ইতি। বুদ্ধিদর্পণে পুরুষপ্রতিবিম্বসংক্রান্তিরেব বুদ্ধিপ্রতিসংবেদিত্বং পুংসঃ। তথা চ দৃশিচ্ছায়াপন্নয়া বুদ্ধ্যা সংসৃষ্টাঃ শব্দাদয়ো ভবন্তি দৃশ্যা ইত্যর্থঃ। স্যাদেতৎ, পারমার্থিকমেব বুদ্ধিচৈতন্যয়োবৈক্যং কস্মান্নোপেযতে, কিমনয়া তচ্ছা-যাপত্ত্যেত্যত আহ—"স বুদ্ধের্ন সরূপ" ইতি। তথাঽসরূপস্য তচ্ছায়াপত্তিবপি দুর্ঘটেত্যত আহ—"নাত্যন্তং বিরূপ" ইতি। তত্র সারূপ্যং নিষেধতি "ন তাবদ্" ইতি। হেতুং পৃচ্ছতি "কস্মাদ্" ইতি। সহেতুকং বৈরূপ্যে হেতুমাহ— "জ্ঞাতাজ্ঞাত" ইতি। পরিণামিনী বুদ্ধিযস্মাৎ তস্মাদ্ বিরূপা। যদা খল্বিয়ং

(২০) দ্রষ্টা পুরুষঃ। স চ দৃশিমাত্রঃ চিন্মাত্রঃ ন জ্ঞানাদিধর্ম্মবানিত্যর্থঃ। অতএব শুদ্ধঃ অপরিণামী। তথাপি তাদৃশোঽপি সঃ প্রত্যয়ানুপশ্যঃ প্রত্যয়ং বুদ্ধিবৃত্তিম্ অনুসৃত্য পশ্যতীতি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ। অবিবেকাৎ বুদ্ধিবৃত্তিভিরেকীভূতঃ সন্ শব্দাদীন্ পশ্যতি জানাতীতি যাবৎ। অয়মভিসন্ধিঃ—সম্প্রাপ্তবিষয়োপরাগায়াং বুদ্ধৌ সন্নিধিমাত্রেণৈব তস্যাভিব্যক্তিরূপং দ্রষ্টৃত্বং ভবতি। বুদ্ধিশ্চেন্নির্বিষয়োপরাগা তর্হি তস্য স্বরূপপ্রতিষ্ঠত্বমেব ন তু দ্রষ্টৃত্বম্।

দর্শয়তি, সদা জ্ঞাতবিষয়ত্বন্তু পুরুষস্ত অপরিণামিত্বং পরিদীপয়তি; কস্মাৎ, ন হি বুদ্ধিশ্চ নাম পুরুষবিষয়শ্চ স্যাদ্, গৃহীতাগৃহীতা চ—ইতি সিদ্ধং পুরুষস্য সদা জ্ঞাতবিষয়ত্বং, ততশ্চাপরিণামিত্বমিতি। কিঞ্চ পরার্থা বুদ্ধিঃ সংহত্যকারিত্বাৎ, স্বার্থঃ পুরুষ ইতি, তথা সর্ব্বার্থাধ্যবসায়কত্বাৎ ত্রিগুণা বুদ্ধিঃ, ত্রিগুণত্বাদচেতনেতি, গুণানাং তূপদ্রষ্টা পুরুষ ইতি, অতো ন সরূপঃ। অস্তু তর্হি বিরূপ ইতি, নাত্যন্তং বিরূপঃ, কস্মাৎ, শুদ্ধোঽপ্যসৌ প্রত্যয়ানুপশ্যো যতঃ, প্রত্যয়ং বৌদ্ধ-

শব্দাদ্যাকারা ভবতি, তদা জ্ঞাতোঽস্যাঃ শব্দাদিলক্ষণো ভবতি বিষয়ঃ, তদনাকারত্বে ত্বজ্ঞাতঃ। তথা চ কদাচিদেব তদাকারতাং দধতী পরিণামিনীতি। প্রয়োগশ্চ ভবতি—বুদ্ধিঃ পরিণামিনী, জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ত্বাচ্ছ্রোত্রাদিবদিতি। তদ্বৈধর্ম্ম্যং পুরুষস্য তদ্বিপরীতত্বাদ্ হেতোঃ সিদ্ধতীত্যাহ—"সদা জ্ঞাত" ইতি। স্যাদেতৎ, সদা জ্ঞাতবিষয়শ্চেৎপুরুষঃ, ন তর্হি কেবলী স্যাদিত্যাশয়বান্ পৃচ্ছতি "কস্মাদ্" ইতি। উত্তরং "ন হি বুদ্ধিশ্চনাম" ইতি। বুদ্ধ্যগ্রহণয়োরস্তি সহসংভবো নিরোধাবস্থায়াম্, অত উক্তং বিরোধসূচনায় "পুরুষবিষয়শ্চ" ইতি। তেনাদ্যশ্চকারো বুদ্ধিং বিষয়ত্বেন সমুচ্চিনোতি, পরিশিষ্টৌ তু বিরোধদ্যোতকৌ চকারাবিতি। প্রয়োগস্তু,—পুরুষোঽপরিণামী, সদা সম্প্রজ্ঞাত-ব্যুত্থানাবস্থয়োর্জ্ঞাতবিষয়ত্বাদ্; যঃ পরিণামী, নাসৌ সদা জ্ঞাতবিষয়ো ভবতি; যথা শ্রোত্রাদিরিতি ব্যতিরেকী হেতুঃ। অপরমপি বৈধর্ম্ম্যমাহ—"কিঞ্চ পরার্থা" ইতি। বুদ্ধিঃ খলু ক্লেশকর্ম্মবাসনাদিভির্বিষয়েন্দ্রিয়াদিভিশ্চ সংহত্য পুরুষার্থমভিনির্বর্ত্তয়ন্তী পরার্থা। প্রয়োগশ্চ—পরার্থা বুদ্ধিঃ সংহত্যকারিত্বাৎ, শয়নাসনাভ্যঙ্গবদিতি। পুরুষস্তু ন তথেত্যাহ—"স্বার্থঃ পুরুষঃ" ইতি। সর্ব্বং পুরুষায় কল্পতে, পুরুষস্তু ন কস্মৈচিদিত্যর্থঃ। বৈধর্ম্ম্যান্তরমাহ—"তথা সর্ব্বার্থ" ইতি। সর্ব্বান্ অর্থান্ শান্তঘোরমূঢ়াংস্তদাকারপরিণতা বুদ্ধিরধ্যবস্যতি। সত্ত্বরজস্তমসাং চৈতে পরিণামাঃ, ইতি সিদ্ধা ত্রিগুণা বুদ্ধিরিতি। ন চৈবং পুরুষ ইত্যাহ—"গুণানাং তূপদ্রষ্টা পুরুষঃ" ইতি। তৎপ্রতিবিম্বিতঃ পশ্যতি, ন তু তদাকারপরিণত ইত্যর্থঃ। উপসংহরতি—"অত" ইতি। "অস্তু তর্হি বিরূপ ইতি, নাত্যন্তং বিরূপঃ। কস্মাদ্? যতঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ"—যথা চৈতত্তথোক্তং "বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র" ইত্যত্র। তথাচোক্তং পঞ্চশিখেন—অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিঃ—

মনুপশ্যতি, তমনুপশ্যন্নতদাত্মাপি তদাত্মক ইব প্রত্যবভাসতে। তথাচোক্তং "অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিরপ্রতিসংক্রমা চ পরিণামি-ন্যর্থে প্রতিসংক্রান্তেব তদ্বৃত্তিমনুপততি; তস্যাশ্চ প্রাপ্তচৈতন্যোপ-গ্রহরূপায়া বুদ্ধিবৃত্তেরনুকারমাত্রতয়া বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টা হি জ্ঞানবৃত্তি-রিত্যাখ্যায়তে॥ ২০

আত্মা, অতএব বুদ্ধাবপ্রতিসংক্রমা চ, পরিণামিনি বুদ্ধিরূপেঽর্থে সংক্রান্তেব তদ্বৃত্তিম্ বুদ্ধিবৃত্তিমনুপততি। নন্বসংক্রান্তা কথং সংক্রান্তেব কথং বা বৃত্তিং বিনানুপততি? ইত্যত আহ—"তস্যাশ্চ" ইতি। প্রাপ্তশ্চৈতন্যোপগ্রহঃ—উপরাগো যেন রূপেণ তত্তথা প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহং রূপং যস্যাঃ সা তথোক্তা। এতদুক্তং ভবতি, যথা নির্ম্মলে জলেঽসংক্রান্তোঽপি চন্দ্রমাঃ সংক্রান্তপ্রতিবিম্বতয়া সংক্রান্ত ইব, এবমত্রাপ্যসংক্রান্তাপি সংক্রান্তপ্রতিবিম্বা চিতিশক্তিঃ সংক্রান্তেব। তেন বুদ্ধ্যাত্মত্বমাপন্না বুদ্ধিবৃত্তিমনুপততীতি। তদনেনানুপশ্য ইতি ব্যাখ্যাতম্। তামনুকারেণ পশ্যতীত্যনুপশ্য ইতি॥ ২০॥ দ্রষ্টৃদৃশ্যযোঃ স্বরূপমুক্ত্বা স্বস্বামিলক্ষণ-সংবন্ধাঙ্গং দৃশ্যস্য দ্রষ্টুর্থত্বমাহ—"তদর্থএব দৃশ্যস্যাত্মা" ইতি।

তাৎপর্য্যার্থ। আপাততঃ যাহাকে দ্রষ্টা মনে করা যায়, তাহা বাস্তব দ্রষ্টা নহে। প্রকৃত দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষ চিদ্রূপী ও অপরিণামী। সুতরাং পরিণমন-স্বভাব অন্তঃকরণই জ্ঞানাদি ধর্ম্মের আধার। নির্ব্বিকারস্বভাব চৈতন্যঘন আত্মা বা পুরুষ যখন তাদৃশ বুদ্ধিতে উপরক্ত হন, বুদ্ধির সহিত একীভূত হন, অর্থাৎ যখন তিনি সন্নিধান বশতঃ বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত বা অভিব্যক্ত হন তখনই তাঁহাকে উপচারক্রমে দ্রষ্টা বলা যায়। বুদ্ধির বা অন্তঃকরণের বিষয়াকার পরিণাম না হইলে পুরুষের দ্রষ্টৃত্ব বিলোপ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিম্বিত হওয়াই তাঁহার দেখা, অন্যরূপ দেখা নহে।

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা॥ ২১॥

ভাষ্যম্। দৃশিরূপস্য পুরুষস্য কর্ম্মরূপতামাপন্নং দৃশ্যমিতি তদর্থ

টীকা। ব্যাচষ্টে "দৃশিরূপস্য" ইতি। দৃশিরূপস্য পুরুষস্য—ভোক্তুঃ কর্ম্ম-রূপতাং—ভোগ্যতাম্ আপন্নং দৃশ্যম্, ইতি—তস্মাৎ তদর্থ এব দ্রষ্টুর্থ এব দৃশ্য-

(২১) দৃশ্যস্য যঃ আত্মা স্বরূপং বিশেষাদিরূপেণ পরিণমনং সঃ তদর্থ এব তস্য পুরুষস্য ভোগাপবর্গরূপপ্রয়োজনায়ৈব। ন তু তস্যাত্মাদৃশ্যাং,প্রবৃত্তৌ কিঞ্চিদপি স্বপ্রয়োজনমস্তীত্যর্থঃ।

এব দৃশ্যস্যাত্মা স্বরূপং ভবতীত্যর্থঃ। তৎস্বরূপং তু পররূপেণ প্রতিলব্ধাত্মকং ভোগাপবর্গার্থতায়াং কৃতায়াং পুরুষেণ ন দৃশ্যতে ইতি ॥২১॥
স্বরূপহানাদস্য নাশঃ প্রাপ্তঃ, নতু বিনশ্যতি-কস্মাৎ ?

স্যাত্মা ভবতি, ন তু দৃশ্যার্থঃ। নম্ন নাত্মাত্মার্থঃ ইত্যত আহ—"স্বরূপং ভবতি" ইতি। এতদুক্তং ভবতি। সুখদুঃখাত্মকং দৃশ্যং ভোগ্যং, সুখদুঃখে চানুকূলয়িতৃপ্রতিকূলয়িতৃণী তত্ত্বেন তদর্থে এব ব্যবতিষ্ঠেতে। বিষয়া অপি হি শব্দাদয়স্তাদাত্ম্যাদেব চানুকূলয়িতাবঃ প্রতিকূলয়িতারশ্চ। ন চৈষামাত্মৈবানুকূলনীয়ঃ প্রতিকূলনীয়শ্চ, স্বাত্মনি বৃত্তিবিবোধাদ্। অতঃ পারিশেষ্যাচ্চিতিশক্তিরেবানুকূলনীয়া চ প্রতিকূলনীয়া চ। তস্মাত্তদর্থমেব দৃশ্যং, ন তু দৃশ্যার্থম্। অতশ্চ তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা, ন দৃশ্যার্থঃ, যৎ স্বরূপমস্য যাবৎপুরুষার্থমনুবর্ত্ততে, নির্বৃত্তিতে চ পুরুষার্থে নিবর্ত্তত ইত্যাহ "তৎস্বরূপং তু" ইতি। স্বরূপং তু দৃশ্যস্য জড়ং, পররূপেণ—আত্মরূপেণ চৈতন্যেন প্রতিলব্ধাত্মকম—অনুভূতস্বরূপং,, ভোগাপবর্গার্থতায়াং কৃতায়াং পুরুষেণ ন দৃশ্যতে, ভোগঃ—সুখাদ্যাকারশব্দাদ্যনুভবঃ। অপবর্গঃ—সত্ত্বপুরুষান্যতানুভবঃ। তচ্চৈতদুভয়মপ্যজানতো জড়ায়া বুদ্ধেঃ পুরুষচ্ছায়াপত্তোতি পুরুষস্যৈব। তথা চ পুরুষভোগাপবর্গয়োঃ কৃতয়োর্দৃশ্যস্য ভোগাপবর্গার্থতা সমাপ্যত ইতি ভোগাপবর্গার্থতায়াং কৃতায়ামিত্যুক্তম্। অত্রান্তরে চোদয়তি "স্বরূপহানাদ" ইতি। পরিহরতি "ন তু বিনশ্যতি' ইতি ॥ ২১ ॥ নম্বত্যন্তানুপলভ্য' কথং ন বিনশ্যতীত্যাশয়বান পৃচ্ছতি "কস্মাদ্" ইতি। সূত্রেণোত্তরমাহ—"কৃতার্থমিত্যাদিনা, তদন্যসাধারণত্বাদিত্যন্তেন"।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বোক্ত দৃশ্য অর্থাৎ চতুরবস্থাপন্ন প্রকৃতি সেই চিন্ময় পুরুষের ভোগসাধনরূপে পরিণত হইতেছে, অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, সুখ, দুঃখ, মোহ—ইত্যাদি বহুপ্রকারে পরিণত হইতেছে। জড়স্বভাব লৌহ যেমন সম্পূর্ণ ইচ্ছাবিহীন ও চলনরহিত হইয়াও চুম্বকসন্নিধানে প্রচলিত হয়, সক্রিয় বা ইচ্ছাযুক্ত প্রাণীর ন্যায় গতিশক্তিসম্পন্ন হয়, তেমনি প্রকৃতিও চিদাত্মার সন্নিধানবশতঃ সুখদুঃখাদি নানা আকারে পরিণত হন। পরন্তু যে পুরুষ দ্রষ্টৃত্ব অবস্থায় যোগাভ্যাসাদির দ্বারা প্রকৃতির কথিতপ্রকার গূঢ় অভিসন্ধি অর্থাৎ উক্তবিধ পরিণামতত্ত্ব জানিতে পারেন, সে পুরুষ আর তখন সে প্রকৃতির সেই সেই পরিণাম দেখিতে পান না।

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যম্। কৃতার্থমেকং পুরুষং প্রতি দৃশ্যং নষ্টমপি নাশং প্রাপ্ত-মপি অনষ্টং তদ্ অন্যপুরুষসাধারণত্বাৎ। কুশলং পুরুষং প্রতি নাশং প্রাপ্তমপ্যকুশলান্ পুরুষান্ প্রত্যকৃতার্থমিতি তেষাং দৃশেঃ কর্ম্মবিষয়তা-মাপন্নং লভতে এব পররূপেণাত্মরূপমিতি, অতশ্চ দৃগ্দর্শনশক্ত্যোর্নিত্য-ত্বাদনাদিঃ সংযোগো ব্যাখ্যাত ইতি, তথাচোক্তং "ধর্ম্মিণামনাদি-

টীকা। কৃতোঽর্থো যস্য পুরুষস্য স তথা, তং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদ্ দৃশ্যম্। কুতঃ? সর্ব্বান্ পুরুষান্ কুশলান্ অকুশলান্ প্রতি সাধারণত্বাদ্। ব্যাচষ্টে "কৃতার্থমেকম" ইতি। নাশঃ—অদর্শনং, অনষ্টং তু দৃশ্যমন্যপুরুষসাধারণত্বাৎ, তস্মাদ্ দৃশ্যাৎ পবস্যাত্মনশ্চৈতন্যং রূপং তেন, তদিহ শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণ প্রসিদ্ধমব্যক্তমনবয়বমেকমনাশ্রয়ং ব্যাপি নিত্যং বিশ্বকার্য্যশক্তিমদ্। যদ্যপি কুশলেন তং প্রতি কৃতকার্য্যং ন দৃশ্যতে, তথাপ্যকুশলেন দৃশ্যমানং ন নাস্তি। ন হি রূপমন্ধেন ন দৃশ্যত ইতি চক্ষুষ্মতাপি দৃশ্যমানমভাবপ্রাপ্তং ভবতি। নচ প্রধানবদেক এব পুরুষঃ, তন্নানাত্বস্য জন্মমবণসুখদুঃখোপভোগমুক্তি-সংসার-ব্যবস্থয়া সিদ্ধেঃ। একত্বশ্রুতীনাং চ প্রমাণান্তববিবোধাৎ কথঞ্চিদ্দেশকাল-বিভাগাভাবেন ভক্ত্যাপ্যুপপত্তেঃ। প্রকৃত্যেকত্বপুরুষনানাত্বয়োশ্চ শ্রুত্যৈব সাক্ষাৎপ্রতিপাদনাৎ। "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্য" ইতি শ্রুতিঃ। অস্যা এব শ্রুতেশ্চানেন সূত্রেণার্থোঽনূদিত ইতি। যতো দৃশ্যং নষ্টমপ্যনষ্টং পুরুষান্তরং প্রত্যস্তি, অতো দৃগ্দর্শনশক্ত্যোর্নিত্যত্বাদনাদিঃ সংযোগো ব্যাখ্যাতঃ। অত্রৈবাগমিনামনুমতিমাহ—"তথাচোক্তম্" ইতি। ধর্ম্মিণাং গুণানাম্ আত্মভিরনাদিসংযোগাদ্ ধর্ম্মমাত্রাণাং—মহদাদীনামপ্যনাদিঃ সংযোগ ইতি। একৈকস্য মহদাদেঃ সংযোগোঽনাদিরপ্যনিত্য এব যদ্যপি, তথাপি সর্ব্বেষাং মহদাদীনাং নিত্যঃ। পুরুষান্তবাণাং সাধারণত্বাদত উক্তং—"ধর্ম্মমাত্রা-ণাম্" ইতি। মাত্রগ্রহণেন ব্যাপ্তিং গময়তি। অত এতদ্ ভবতি—যদ্যপ্যেকস্য-

(২২) তৎ প্রধানং কৃতার্থং (উৎপন্নবিবেকজ্ঞানং) পুরুষং প্রতি নষ্টং বিরতব্যাপারম্ অপি অনষ্টম্ অন্যান্ প্রতীতি শেষঃ। অত্র হেতুমাহ—অন্যসাধারণত্বাৎ সকলভোক্তৃসাধারণ-ত্বাৎ। অন্যান্ প্রতি অনষ্টব্যাপারত্বরাবস্থানাদিতি ভাবঃ। এতেন তস্য তদা ন বিনাশো নাপ্যেকস্য মুক্তৌ সর্ব্বমুক্তিরিত্যুক্তং ভবতি।

সংযোগাদ্ধর্ম্মমাত্রাণামপ্যনাদিঃ সংযোগ” ইতি ॥ ২২ ॥ সংযোগ-স্বরূপাভিধিৎসয়েদং সূত্রং প্রববৃতে —

মহতঃ সংযোগোঽতীততামাপন্নস্তথাপি মহদন্তরস্য পুরুষাণাং সংযোগো নাতীত ইতি নিত্য উক্তঃ ॥ ২২ ॥ তদেবং তাদর্থ্যে সংযোগকারণে উক্তে প্রাসঙ্গিকে প্রধাননিত্যত্বে সংযোগসামান্যনিত্যত্বে হেতৌ চোক্তে, সংযোগস্য যৎ স্বরূপম্—অসাধারণো বিশেষ ইতি যাবৎ, তদভিধিৎসয়েদং সূত্রং প্রববৃতে—“স্বস্বামি-শক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ” ইতি।

তাৎপর্য্যার্থ। সে পুরুষের নিকট প্রকৃতি নষ্টপ্রায় অর্থাৎ অদৃশ্য হইলেও অন্যান্য অজ্ঞ পুরুষের নিকট তিনি প্রকাশিত থাকেন অর্থাৎ তাঁহার পরিণাম প্রকাশিত থাকে। প্রকৃতি অকৃতকৃত্যা অর্থাৎ মুক্তপুরুষের সম্বন্ধে অদৃশ্যা হইলেও অমুক্তপুরুষের সম্বন্ধে অকৃতকৃত্যা অর্থাৎ দৃশ্য থাকেন। (অভিপ্রায় এই যে, উক্ত কারণে একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি হয় না।)

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যম্। পুরুষঃ স্বামী দৃশ্যেন স্বেন দর্শনার্থং সংযুক্তঃ, তস্মাৎ সংযোগাদ্দৃশ্যস্যোপলব্ধির্যা, স ভোগঃ, যা তু দ্রষ্টুঃ স্বরূপোলব্ধিঃ, সোঽপবর্গঃ। দর্শনকার্য্যাবসানঃ সংযোগ ইতি দর্শনং বিয়োগস্য

টীকা। যতো দৃশ্যং তদর্থমতস্তজ্জনিতোপকারং ভজমানঃ পুরুষস্তস্য স্বামী ভবতি। ভবতি চ দৃশ্যমস্য স্বম্। স চানয়োঃ সংযোগঃ শক্তিমাত্রেণ ব্যবস্থিত-স্তৎস্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ। তদেতদ্ভাষ্যমবদ্যোতয়তি “পুরুষঃ” ইতি। পুরুষঃ স্বামী যোগ্যতামাত্রেণ দৃশ্যেন স্বেন যোগ্যতয়ৈব দর্শনার্থং সংযুক্তঃ। শেষং সুগমম্। স্যাদেতদ্, দ্রষ্টুঃ স্বরূপোপলব্ধিরপবৃজ্যতেঽনেনেত্যপবর্গ উক্তঃ; ন চ মোক্ষঃ সাধনবান। তথা সত্যয়ং মোক্ষত্বাদেব চ্যবেতেত্যত আহ—“দর্শনকার্য্যা-বসান” ইতি। দর্শনকার্য্যাবসানো বুদ্ধিবিশেষেণ সহ পুরুষবিশেষস্য সংযোগ ইতি

---

(২৩) শক্তিশব্দঃ প্রত্যেকং সম্বধ্যতে। স্বং দৃশ্যং তস্য শক্তিঃ জড়ত্বেন দৃশ্যত্বযোগ্যতা। স্বামী পুরুষঃ তস্য শক্তিঃ চেতনত্বেন দ্রষ্টৃত্বযোগ্যতা। সা চ তৎস্বরূপৈব। তয়োঃ স্বরূপয়োর্যা উপলব্ধিঃ ক্রমাৎ ভোগ্যত্বেন ভোক্তৃত্বেন চ প্রতীতিঃ, তস্যা হেতুঃ সংযোগঃ স্বস্বামিভাবাখ্যঃ সম্বন্ধঃ। স চ কার্য্যেণৈব জ্ঞেয়ঃ।

কারণমুক্তং, দর্শনমদর্শনস্য প্রতিদ্বন্দ্বীতি অদর্শনং সংযোগনিমিত্তমুক্তং, নাত্র দর্শনং মোক্ষকারণং, অদর্শনাভাবাদেব বন্ধাভাবঃ, স মোক্ষ ইতি, দর্শনস্য ভাবে বন্ধকারণস্যাদর্শনস্য নাশ ইত্যতো দর্শনজ্ঞানং কৈবল্যকারণমুক্তম্। কিঞ্চ, ইদমদর্শনং নাম কিং গুণানামধিকারঃ।১। আহোস্বিদ্ দৃশিরূপস্য স্বামিনো দর্শিতবিষয়স্য প্রধানচিত্তস্যানুৎপাদঃ, স্বস্মিন্ দৃশ্যে বিদ্যমানে দর্শনাভাবঃ।২। কিমর্থবত্তা গুণানাম্। ৩। অথাবিদ্যা স্বচিত্তেন সহ নিরুদ্ধা স্বচিত্তস্যোৎপত্তিবীজম্। ৪। কিং স্থিতিসংস্কারক্ষয়ে গতি সংস্কারাভিব্যক্তিঃ,

---

দর্শনং বিযোগকারণমুক্তম্। কথং পুনদর্শনকার্য্যাবসানত্বং সংযোগস্যেত্যত আহ—"দর্শনম্" ইতি। ততঃ কিমিত্যত আহ—"অদর্শনম্" ইতি। অদর্শনম্—অবিদ্যা, সংযোগনিমিত্তমুক্তম্। উক্তমর্থং স্পষ্টয়তি—"নাত্র" ইতি। নন্থ দর্শনমদর্শনং বিরোধিনং বিনিবর্ত্তয়তু, বন্ধস্য কুতো নিবৃত্তিরিত্যত আহ—"দর্শনস্য" ইতি। বুদ্ধ্যাদিবিবিক্তস্যাত্মনঃ স্বরূপাবস্থানং মোক্ষ উক্তঃ, ন তস্য সাধনং দর্শনমপি অদর্শননিবৃত্তিরিত্যর্থঃ। অসাধারণং সংযোগে হেতুমদর্শনবিশেষং গ্রহীতুমদর্শনমাত্রং বিকল্পয়তি "কিঞ্চেদম্" ইতি। পর্য্যুদাসং গৃহীত্বাহ—"কিং গুণানামধিকারঃ" ইতি। অধিকারঃ—কার্য্যারম্ভণসামর্থ্যং, ততো হি সংযোগঃ সংসারহেতুরুপজায়তে। প্রসজ্য প্রতিষেধং গৃহীত্বা দ্বিতীয়ং বিকল্পমাহ—"আহো স্বিদ্" ইতি। দর্শিতো বিষয়ঃ শব্দাদিঃ সত্ত্বপুরুষান্যতা চ যেন চিত্তেন, তস্য তদ্বিষয়স্যানুৎপাদঃ। এতদেব স্ফোরয়তি "স্বস্মিন্" ইতি। দৃশ্যে শব্দাদৌ সত্ত্বপুরুষান্যতায়াং চেতি। তাবদেব প্রধানং বিচেষ্টতে, ন যাবদ্ দ্বিবিধদর্শনমভিনির্বর্ত্তয়তি, নিষ্পাদিতোভয়দর্শনং তু বিনিবর্ত্ততে ইতি। পর্য্যুদাস এব তৃতীয়ং বিকল্পমাহ—"কিমর্থবত্তা গুণানাম্" ইতি। সৎকার্য্যবাদসিদ্ধৌ হি ভাবিনাবপি ভোগাপবর্গাবব্যপদেশ্যাতয়া স্ত ইত্যর্থঃ। পর্য্যুদাস এব চতুর্থং বিকল্পমাহ—"অথাবিদ্যা" ইতি। প্রতিসর্গকালে স্বচিত্তেন সহ নিরুদ্ধা প্রধানসাম্যমাগতা বাসনারূপেণ স্বচিত্তোৎপত্তিবীজম্। তেন দর্শনাদন্যাঽবিদ্যাবাসনৈবাদর্শনমুক্তা। পর্য্যুদাসএব পঞ্চমং বিকল্পমাহ—"কিং স্থিতি"ইতি। স্থিতিসংস্কারস্য—প্রধানবর্ত্তিনঃ সাম্যপরিণামপরম্পরাবাহিনঃ ক্ষয়ে, গতিঃ মহদাদিবিকারারম্ভঃ। তদ্ধেতুঃ সংস্কারঃ প্রধানস্য গতিসংস্কারস্তস্যাভিব্যক্তিঃ—কার্য্যোন্মুখত্বম্। তদুভয়সংস্কারসদ্ভাবে মতান্তরানুমতি-

যত্রেদমুক্তং “প্রধানং স্থিত্যৈব বর্ত্তমানং বিকারাকরণাদপ্রধানং স্যাৎ, তথা গত্যৈব বর্ত্তমানং বিকারনিত্যত্বাদপ্রধানং স্যাৎ, উভয়থা চাস্য প্রবৃত্তিঃ প্রধানব্যবহারং লভতে, নান্যথা, কারণান্তরেষ্বপি কল্পিতেষ্বেব সমানশ্চর্চ্চঃ”। ৫। দর্শনশক্তিরেবাদর্শনমিত্যেকে “প্রধানস্যাত্মখ্যাপনার্থা প্রবৃত্তিঃ” ইতি শ্রুতেঃ সর্ব্ববোধ্যবোধসমর্থঃ প্রাক্ প্রবৃত্তেঃ পুরুষো ন পশ্যতি, সর্ব্বকার্য্যকরণসমর্থং দৃশ্যং তদা ন দৃশ্যতে ইতি।৬। উভয়স্যাপ্যদর্শনং ধর্ম্ম ইত্যেকে, তত্রেদং দৃশ্যস্য স্বাত্মভূতমপি পুরুষ-

মাহ—“যত্রেদমুক্তম্” ইতি। ঐকান্তিকত্বং ব্যাসেধন্তি। প্রধীয়তে—জন্যতে বিকারজাতমনেনেতি প্রধানং, তচ্চেৎ স্থিত্যৈব বর্ত্ততে, ন কদাচিদ্ গত্যা, ততো বিকারাকরণান্ন প্রধীয়তে তেন কিঞ্চিদিত্যপ্রধানং স্যাদ্। অথ গত্যৈব বর্ত্তেত, ন কদাচিদপি স্থিত্যা, তত্রাহ “তথা গত্যৈব” ইতি। ক্বচিৎপাঠঃ স্থিত্যৈ গত্যৈ ইতি। তাদর্থ্যে চতুর্থী, এবকারশ্চ দ্রষ্টব্যঃ। স্থিত্যৈ চেন্ন বর্ত্তেত ন ক্বচিদ্বিকারো বিনশ্যেত। তথা চ ভাবস্য সতোঽবিনাশিনো নোৎপত্তিরপীতি বিকারত্বাদেব চ্যবেত। এবং চ ন প্রধীয়তে অত্র কিঞ্চিদিত্যপ্রধানং স্যাৎ। তদুভয়থা স্থিত্যা গত্যা চাস্য প্রবৃত্তিঃ প্রধানব্যবহারং লভতে, নান্যথা—একান্তাভ্যুপগমে। ন কেবলং প্রধানে, কারণান্তরেষ্বপি পরব্রহ্মতন্মায়া-পরমাণ্বাদিষু কল্পিতেষু সমানঃ, চর্চ্চো বিচারঃ। তান্যপি হি স্থিত্যৈব বর্ত্তমানানি বিকারাকরণাদকারণানি স্যুঃ, গত্যৈব বর্ত্তমানানি বিকারনিত্যত্বাদকারণানি স্যুরিতি চ। পর্য্যুদাস এব চ ষষ্ঠং কল্পমাহ—“দর্শনশক্তিরেব” ইতি। যথা প্রজাপতিব্রতে “নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যম্” ইতি অনীক্ষণপ্রত্যাসন্নঃ সংকল্পো গৃহ্যতে, এবমিহাপি দর্শননিষেধে তৎপ্রত্যাসন্না তন্মূলা শক্তিরুচ্যতে। সা চ দর্শনং ভোগাদিলক্ষণং প্রসোতুং দ্রষ্টারং দৃশ্যেন যোজয়তীতি। অত্রৈব শ্রুতিমাহ—“প্রধানস্য” ইতি। স্যাদেতৎ, প্রধানমাত্মখ্যাপনার্থং প্রবর্ত্ততে ইতি শ্রুতিরাহ, ন ত্বাত্মদর্শনশক্তিঃ প্রবর্ত্তত ইত্যত আহ—“সর্ব্ববোধ্যবোধসমর্থঃ” ইতি। প্রাক্প্রবৃত্তেঃ প্রধানস্যানাত্মখ্যাপনমাত্রং প্রবৃত্তৌ প্রযোজকমসামর্থ্যে তদযোগাৎ। তস্মাৎসামর্থ্যং প্রবৃত্তেঃ প্রযোজকমিতি শ্রুত্যার্থাদুক্তমিত্যর্থঃ। দর্শনশক্তিঃ প্রাধানাশ্রয়েত্যঙ্গীকৃত্য ষষ্ঠঃ কল্পঃ, ইমামেবোভয়াশ্রয়ামাস্থায় সপ্তমং কল্পমাহ—“উভয়স্যাপাদর্শনম্” ইতি। উভয়স্য পুরুষস্য চ দৃশ্যস্য চাদর্শনং দর্শনশক্তির্ধর্ম্ম ইত্যেকে। স্যাদেতৎ, মৃষ্যামহে

প্রত্যয়াপেক্ষং দর্শনং দৃশ্যধর্ম্মত্বেন ভবতি, তথা পুরুষস্যানাত্মভূতমপি দৃশ্যপ্রত্যয়াপেক্ষং পুরুষধর্ম্মত্বেনেব দর্শনমবভাসতে। ৭। দর্শনজ্ঞানমেবাদর্শনমিতি কেচিদভিদধতি। ৮। ইত্যেতে শাস্ত্রগতা বিকল্পাঃ, তত্র বিকল্পবহুত্বমেতৎ সর্ব্বপুরুষাণাং গুণসংযোগে সাধারণবিষয়ম্ ॥ ২৩ ॥ যস্তু প্রত্যক্‌চেতনস্য স্ববুদ্ধিসংযোগঃ।

দৃশ্যস্যেতি, তস্য সর্ব্বশক্ত্যাশ্রয়ত্বাৎ, ন দ্রষ্টুরিতি পুনর্ম্মন্যামঃ, ন হি তদাধারা জ্ঞানশক্তিঃ। তত্র জ্ঞানস্যাসমবায়াদ্, অন্যথা পরিণামাপত্তিরিত্যত আহ—"তত্রেদম্" ইতি; ভবতু দৃশ্যাত্মকং, তথাপি তস্য জড়ত্বেন তদ্গতশক্তিকার্য্যং দর্শনমপি জড়মিতি ন শক্যং তদ্ধর্ম্মত্বেন বিজ্ঞাতুং, জড়স্য স্বয়মপ্রকাশত্বাদ্, অতো দৃশেরাত্মনঃ প্রত্যয়ং—চৈতন্যচ্ছায়াপত্তিমপেক্ষ্য দর্শনং দৃশ্যধর্ম্মত্বেন ভবতি—বিজ্ঞায়তে। বিষয়েণ বিষয়িণ উপলক্ষণাৎ। নন্বেতাবতাপি দৃশ্যধর্ম্মত্বমস্য জ্ঞানস্য ভবতি, ন তু পুরুষধর্ম্মত্বমপি ইত্যত আহ—"তথা পুরুষস্য" ইতি। সত্যং পুরুষস্যানাত্মভূতমেব, তথাপি দৃশ্যবুদ্ধিসত্ত্বস্য যঃ প্রত্যয়ঃ—চৈতন্যচ্ছায়াপত্তিস্তমপেক্ষ্য পুরুষধর্ম্মত্বেনেব, ন তু পুরুষধর্ম্মত্বেন। এতদুক্তং ভবতি—চৈতন্যবিম্বোদগ্রাহিতয়া বুদ্ধিচৈতন্যয়োরভেদাদ্ বুদ্ধিধর্ম্মাশ্চৈতন্যধর্ম্মা ইব চকাসতীতি ইতি। অষ্টমং কল্পমাহ—"দর্শনজ্ঞানম্" ইতি। জ্ঞানমেব শব্দাদীনামদর্শনং, ন তু সত্ত্বপুরুষান্যতায়া ইতি কেচিদ্। যথা চক্ষু রূপে প্রমাণমপি রসাদাবপ্রমাণমুচ্যতে। এতদতো ভবতি সুখাদ্যাকারশব্দাদিজ্ঞানানি স্বসিদ্ধ্যনুগুণতয়া দ্রষ্টৃদৃশ্যসংযোগমাক্ষিপন্তীতি। তদেবং বিকল্পা চতুর্থবিকল্পং স্বীকর্ত্তুমিতরেষাং বিকল্পানাং সাংখ্যশাস্ত্রগতানাং সর্ব্বপুরুষসাধারণ্যেন ভোগবৈচিত্র্যাভাবপ্রসঙ্গেন দূষয়তি—"ইত্যেতে শাস্ত্রগতা" ইতি ॥ ২৩ ॥ চতুর্থং বিকল্পং নির্ধারয়িতুং সূত্রমবতারয়তি "যস্তু প্রত্যক্‌চেতনস্য স্ববুদ্ধিসংযোগঃ" ইতি। প্রতি—প্রতীপম্, অঞ্চতি—প্রাপ্নোতীতি প্রত্যক্। অসাধারণস্তু সংযোগ একৈকস্য পুরুষস্যৈকৈকয়া বুদ্ধ্যা বৈচিত্র্যহেতুঃ। সূত্রং পঠতি—"তস্য হেতুরবিদ্যা" ইতি।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বে যে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের কথা বলা হইয়াছে তাহা কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-সংযোগের সমান নহে। জড়স্বভাব প্রকৃতি ও চেতনস্বভাব পুরুষ যেরূপ ঘটনায় বা যেরূপ ক্রমে দৃশ্য ও দ্রষ্টৃরূপে প্রতীত হইতেছেন, সেই ঘটনাবিশেষেরই নাম সংযোগ। ইহা ২০ ও ২১ সূত্রের দ্বারা বলা হইয়াছে।

তস্য হেতুরবিদ্যা ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যম্। বিপর্য্যয়জ্ঞানবাসনেত্যর্থঃ। বিপর্য্যয়জ্ঞানবাসনাবাসিতা ন কার্য্যনিষ্ঠাং পুরুষখ্যাতিং বুদ্ধিঃ প্রাপ্নোতি সাধিকারা পুনরাবর্ত্ততে, সা তু পুরুষখ্যাতিপর্য্যবসানা কার্য্যনিষ্ঠাং প্রাপ্নোতি চরিতাধিকারা নিবৃত্তাদর্শনা বন্ধকারণাভাবান্ন পুনরাবর্ত্ততে। অত্র কশ্চিৎ ষণ্ডকোপাখ্যানেনোদ্ঘাটয়তি—মুগ্ধয়া ভার্য্যয়া অভিধীয়তে, "ষণ্ডক আর্য্যপুত্র অপত্যবতী মে ভগিনী কিমর্থং নাহ"মিতি, স তামাহ "মৃতস্তেঽহমপত্যমুৎপাদয়িষ্যামীতি" তথেদং বিদ্যমানং জ্ঞানং চিত্তনিবৃত্তিং ন করোতি, বিনষ্টং করিষ্যতীতি কা প্রত্যাশা। তত্রাচার্য্যদেশীয়ো বক্তি নন্বু বুদ্ধিনিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ, অদর্শনকারণাভাবাৎ বুদ্ধিনিবৃত্তিঃ,

টীকা। নন্ববিদ্যা বিপর্য্যয়জ্ঞানং, তস্য ভোগাপবর্গয়োরিব স্ববুদ্ধিসংযোগো হেতুঃ, অসংযুক্তায়াং বুদ্ধৌ তদনুৎপত্তেঃ, তৎকথমবিদ্যা সংযোগভেদস্য হেতুরিত্যত আহ—"বিপর্য্যয়জ্ঞানবাসনা"ইতি। সর্গান্তরীয়ায়া অবিদ্যায়াঃ স্বচিত্তেন সহ নিরুদ্ধায়া অপি প্রধানেঽস্তি বাসনা, তদ্বাসনাবাসিতং চ প্রধানং তৎতৎপুরুষসংযোগিনীং তাদৃশীমেব বুদ্ধিং সৃজতি। এবং পূর্ব্বপূর্ব্বসর্গেষ্বিত্যনাদিত্বাদদোষঃ। অত এব প্রতিসর্গাবস্থায়াং ন পুরুষো মুচ্যত ইত্যাহ—"বিপর্য্যয়জ্ঞান" ইতি। যদা পুরুষখ্যাতিং কার্য্যনিষ্ঠাং প্রাপ্তা তদা বিপর্য্যয়জ্ঞানবাসনায়াঃ বন্ধকারণস্যাভাবান্ন পুনরাবর্ত্তত ইত্যাহ—"সা তু" ইতি। অত্র কশ্চিৎ -- নাস্তিকঃ কৈবল্যং ষণ্ডকোপাখ্যানেনোপহসতি। ষণ্ডকোপাখ্যানমাহ—"মুগ্ধয়া" ইতি। কিমর্থমিত্যর্থ—শব্দো নিমিত্তং লক্ষয়তি, প্রয়োজনস্যাপি নিমিত্তত্বাৎ ষণ্ডকোপাখ্যানসাম্যমাপাদয়তি --"তথেদম্" ইতি। ইদং বিদ্যমানং গুণপুরুষান্যতাখ্যাতিজ্ঞানং চিত্তনিবৃত্তিং ন করোতি, পরবৈরাগ্যেণ জ্ঞানপ্রসাদমাত্রেণ সসংস্কারং নিরুদ্ধং বিনষ্টং করিষ্যতীতি কা প্রত্যাশা, যস্মিন্ সত্যেব যদ্ ভবতি তত্তস্য কার্য্যং ন তু যস্মিন্নসতীতি ভাবঃ। অত্রৈকদেশিমতেন পরিহারমাহ—"তত্রাচার্য্যদেশীয়" ইতি। ঈষদপরিসমাপ্ত আচার্য্য আচার্য্যদেশীয়ঃ। আচার্য্যস্তু বায়ুপ্রোক্তে কৃতলক্ষণঃ "আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন

(২৪) তস্য সংযোগস্য অবিদ্যা এব হেতুঃ কারণম্। অবিদ্যাক্ষয়াৎ পূর্ব্বমুক্তম্।

তচ্চাদর্শনং বন্ধকারণং দর্শনান্নিবর্ত্ততে। তত্র চিত্তনিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ, কিমর্থমস্থান এবাস্য মতিবিভ্রমঃ॥ ২৪॥ হেয়ং দুঃখং হেয়কারণঞ্চ সংযোগাখ্যং সনিমিত্তমুক্তং অতঃপরং হানং বক্তব্যম্—

চোচ্যতে" ইতি। ভোগবিবেকখ্যাতিরূপপরিণতবুদ্ধিনিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ। ন চ বুদ্ধিস্বরূপনিবৃত্তিঃ। সা চ ধর্ম্মমেঘান্তবিবেকখ্যাতিপ্রতিষ্ঠায়া অনন্তরমেব ভবতি, সত্যপি বুদ্ধিস্বরূপমাত্রাবস্থান ইত্যর্থঃ। এতদেব স্ফোরয়তি—"অদর্শন" ইতি। অদর্শনস্য বন্ধকারণস্যাভাবাদ্ বুদ্ধিনিবৃত্তিঃ। তচ্চাদর্শনং বন্ধকারণং দর্শনান্নিবর্ত্ততে, দর্শননিবৃত্তিস্তু পরবৈরাগ্যসাধ্যা। সত্যপি বুদ্ধিস্বরূপাবস্থানে মোক্ষ ইতি ভাবঃ। একদেশিমতমুপন্যস্য স্বমতমাহ—"তত্র চিত্তনিবৃত্তিরেবমোক্ষঃ" ইতি। ননুক্তং দর্শনে নিবৃত্তেঽচিরাচ্চিত্তস্বরূপনিবৃত্তির্ভবতীতি কথং দর্শনকার্য্যেত্যত আহ—"কথমস্থান এবাস্য মতিবিভ্রমঃ" ইতি। অয়মভিসন্ধিঃ—যদি দর্শনস্য সাক্ষাচ্চিত্তনিবৃত্তৌ কারণভাবমঙ্গীকুর্ম্মহি, তত এবম্ উপালভ্যেমহি, কিন্তু বিবেকদর্শনং প্রকর্ষকাষ্ঠাং প্রাপ্তং নিরোধসমাধিভাবনাপ্রকর্ষক্রমেণ চিত্তনিবৃত্তিমৎপুরুষস্বরূপাবস্থানোপযোগীত্যাতিষ্ঠামহে, তৎকথমুপালভ্যেমহীতি॥ ২৪॥ তদেবং ব্যূহদ্বয়মুক্ত্বা তৃতীয়ব্যূহাভিধানায় সূত্রমবতারয়তি "হেয়ং দুঃখম্" ইতি। সূং—"তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্ দৃশেঃ কৈবল্যম্" ইতি।

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্ দৃশেঃ কৈবল্যম্॥ ২৫॥

ভাষ্যম্। তস্যাদর্শনস্যাভাবাৎ বুদ্ধিপুরুষসংযোগাভাবঃ আত্যন্তিকো বন্ধনোপরম ইত্যর্থঃ, এতদ্ হানং, তদ্ দৃশেঃ কৈবল্যম্—পুরুষস্যামিশ্রীভাবঃ, পুনরসংযোগো গুণৈরিত্যর্থঃ। দুঃখকারণনিবৃত্তৌ দুঃখোপরমো হানং, তদা স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ পুরুষ ইত্যুক্তম্॥ ২৫॥ অথ হানস্য কঃ প্রাপ্ত্যুপায় ইতি—

টীকা। সূত্রং ব্যাচষ্টে "তস্য" ইতি। অস্তি হি মহাপ্রলয়েঽপি সংযোগাভাবোঽত উক্তমাত্যন্তিক ইতি। দুঃখোপরমো হানমিতি পুরুষার্থতা দর্শিতা। শেষমতিরোহিতম্ ২৫॥ হানোপায়লক্ষণং চতুর্থং ব্যূহমাখ্যাতুং সূত্রমবতারয়তি—"অথ" ইতি। সূং "বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ" ইতি।

---

(২৫) তস্যা অবিদ্যায়া অভাবাৎ নাশাৎ সংযোগাভাবঃ। সংযোগস্য নাশো ভবতীতি শেষঃ। তচ্চ হানং সংযোগবিগমঃ দৃশেঃ পুরুষস্য কৈবল্যং কেবলং মুক্তিরিতি চোচ্যতে।

তাৎপর্য্যার্থ। তাদৃশ সংযোগের মূল কারণ অবিদ্যা অর্থাৎ ভ্রান্তি-জ্ঞান বা ভ্রান্তিজ্ঞানের সংস্কার। সেই অবিদ্যা যদি যোগাভ্যাস দ্বারা, জ্ঞানসঞ্চয়ের দ্বারা বা চিত্তনিরোধ দ্বারা বিদূরিত হয়, প্রনষ্ট হয়, তাহা হইলে সে পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ বা ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভাব (সম্বন্ধ) থাকে না। সুতরাং পুরুষ তখন মুক্ত অর্থাৎ কেবল হন। জড়সম্বন্ধবর্জ্জিত হওয়ায় তিনি তখন চিদ্‌ঘন-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। (২৪ ও ২৫ সূত্রের)

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যম্। সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়ো বিবেকখ্যাতিঃ, সা ত্বনিবৃত্ত-মিথ্যাজ্ঞানা প্লবতে, যদা মিথ্যাজ্ঞানং দগ্ধবীজভাবং বন্ধ্যপ্রসবং সম্প-দ্যতে, তদা বিধূতক্লেশরজসঃ সত্ত্বস্য পরে বৈশারদ্যে পরস্যাং বশী-কারসংজ্ঞায়াং বর্ত্তমানস্য বিবেকপ্রত্যয়প্রবাহো নির্ম্মলো ভবতি, সা বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানস্যোপায়ঃ, ততো মিথ্যাজ্ঞানস্য দগ্ধ-বীজভাবোপগমঃ পুনশ্চাপ্রসবঃ, ইত্যেষ মোক্ষস্য মার্গো হানস্যোপায় ইতি ॥ ২৬ ॥

টীকা। আগমানুমানাভ্যামপি বিবেকখ্যাতিরস্তি। ন চাসৌ বৃত্থানং তৎ-সংস্কারং বা নিবর্ত্তয়তি। তত্ত্বতোঽপি তদনুবৃত্তেঃ, ইতি তন্নিবৃত্ত্যর্থম্ "অবিপ্লবা" ইতি, বিপ্লবো—মিথ্যাজ্ঞানং তদ্রহিতা। এতদুক্তং ভবতি—শ্রুতময়েন জ্ঞানেন বিবেকং গৃহীত্বা যুক্তিময়েন চ ব্যবস্থাপ্য দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতায়াঃ ভাবনায়াঃ প্রকর্ষপর্য্যন্তং সমাধিগতা সাক্ষাৎকারবতী বিবেকখ্যাতির্নিবর্ত্তিতসবা-সনমিথ্যাজ্ঞানা নির্বিপ্লবা হানোপায় ইতি। শেষং ভাষ্যং সুগমম্ ॥ ২৬ ॥ বিবেক-খ্যাতিনিষ্ঠায়াঃ স্বরূপমাহ সূত্রেণ—"তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা" ইত্যনেন।

তাৎপর্য্যার্থ। অবিদ্যা নাশের প্রধান উপায় "বিবেকখ্যাতি"। বিবেক খ্যাতি কি ? তাহা বলিতেছি। দৃক্‌শক্তি ও দৃশ্য—ইহারা অত্যন্ত স্বতন্ত্র বা অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ ; অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মা প্রকৃতি হইতে অত্যন্ত পৃথক্। শরীর, ইন্দ্রিয় মন, অহঙ্কার, ইঁহাদের কোনটীই আমি নহি। যাহা 'আমি'—এই

(২৬) বিপ্লবঃ মিথ্যাজ্ঞানম্। অবিপ্লবঃ তদ্বিপরীতম্। যথা ন বিদ্যতে বিপ্লব বিচ্ছেদঃ অন্তরান্তরা বৃত্থানং বা যস্যাঃ সা তথাবিধা। বিবেকখ্যাতিঃ—অন্যে গুণাঃ অন্যঃ পুরুষঃ ইত্যেবংবিধা খ্যাতিঃ জ্ঞানং প্রজ্ঞা বা। • সা হানস্য দৃশ্যত্যাগস্য উপায়ঃ পুষ্কলো হেতুঃ।

জ্ঞানের অবগাহন-স্থান, তাহা বাস্তবপক্ষে নির্লেপ, স্বচ্ছ ও চৈতন্যমাত্র। এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করিতে করিতে যে তজ্জনিত এক অভূতপূর্ব্ব প্রজ্ঞার উদয় হয়, তাহার নাম খ্যাতি। সেই খ্যাতি বা বিবেকজ জ্ঞান উদিত হইবা-মাত্র সুখদুঃখের বীজস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যা নষ্ট হইয়া যায়, এবং সেই প্রজ্ঞাও তখন কতক-রেণুর (নির্ম্মল-নামক ফলের) ন্যায় বিলীন হইয়া যায়, সুতরাং পুরুষ তখন দৃশ্যোপরক্ততা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া কেবল হন।

তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যম্। তস্যেতি প্রত্যুদিতখ্যাতেঃ প্রত্যাম্নায়ঃ, সপ্তধেতি অশুদ্ধ্যাবরণমলাপগমাচ্চিত্তস্য প্রত্যয়ান্তরানুৎপাদে সতি সপ্তপ্রকারৈব প্রজ্ঞা বিবেকিনো ভবতি, তদ্‌যথা পরিজ্ঞাতং হেয়ং নাস্য পুনঃ পরিজ্ঞেয়মস্তি। ১। ক্ষীণা হেয়হেতবো ন পুনরেতেষাং ক্ষেতব্যমস্তি। ২।

টীকা। ব্যাচষ্টে "তস্য" ইতি। প্রত্যুদিতখ্যাতেঃ—বর্ত্তমানখ্যাতের্যোগিনঃ, প্রত্যাম্নায়ঃ—পরামর্শঃ, অশুদ্ধিরেবাবরণং চিত্তসত্ত্বস্য তদেব মলং তস্যাপগমাৎ, চিত্তস্য প্রত্যয়ান্তরানুৎপাদে—তামসরাজসব্যুত্থানপ্রত্যয়ানুৎপাদে নির্ব্বিপ্লব-বিবেকখ্যাতিনিষ্ঠামাপন্নস্য সপ্তপ্রকারৈব প্রজ্ঞা বিবেকিনো ভবতি। বিষয়ভেদাৎ প্রজ্ঞাভেদঃ। প্রকৃষ্টোঽন্তো যাসাং ভূমীনাম্—অবস্থানাং তাস্তথোক্তাঃ, যতঃ পরং নাস্তি সম্প্রকর্ষঃ। প্রান্তা ভূময়ো যস্যাঃ প্রজ্ঞায়া—বিবেকখ্যাতেঃ সা তথোক্তা। তা এব সপ্তপ্রকারাঃ প্রজ্ঞাভূমীরুদাহরতি "তদ্‌যথা" ইতি। তত্র পুরুষপ্রযত্ননিষ্পাদ্যাসু চতসৃষু ভূমিষু প্রথমামুদাহরতি "পরিজ্ঞাতং হেয়ম্" ইতি। যাবৎকিল প্রাধানিকং, তৎসর্ব্বং পরিণামতাপসংস্কারৈঃ গুণবৃত্তিবিরোধাদ্ দুঃখমেবেতি হেয়ং, তৎপরিজ্ঞা-

(২৭) প্রকৃষ্টঃ অন্তঃ অবসানং ফলত্বেন যাসাং তাঃ প্রান্তাশ্চরমা ইতি যাবৎ। প্রান্তা ভূময়ঃ প্রজ্ঞাবস্থাঃ যস্যাঃ সা প্রান্তভূমিঃ। উৎপন্নবিবেকখ্যাতের্যোগিনঃ প্রান্ত-ভূময়ঃ প্রজ্ঞাবস্থাঃ প্রত্যয়ান্তরতিরস্কারেণ সপ্তধা ক্রমাৎ সপ্তপ্রকারা ভ বন্তীতি শেষঃ। প্রথমং তাবৎ জ্ঞাতব্যমখিলং ময়া জ্ঞাতং ন কিঞ্চিজ্ জ্ঞাতব্যমপরমস্তীত্যেকা। হাতব্যা বন্ধহেতবঃ সম্প্রতি তু সর্ব্বে হতা ন কিঞ্চিন্মে হেয়মস্তীতি দ্বিতীয়া। প্রাপ্তং ময়া প্রাপ্তব্যং নাস্তৎ কিঞ্চিদিদানীং প্রাপ্তব্যমস্তীতি তৃতীয়া। বিবেকখ্যাতিসম্পাদনেনাখিলং কৃতং ন কিঞ্চিদিদানীং মম কার্য্যমস্তীতি চতুর্থী। এতাশ্চতস্রোঽবস্থাঃ কার্য্যবিমুক্তিসংজ্ঞকাঃ। অতঃপরং চিত্তবিমুক্তিস্ত্রিধা। তত্র কৃতার্থং মে বুদ্ধিসত্ত্বমিত্যেকা। বুদ্ধ্যাদিরূপা গুণা অপি মে চ্যুতা গিরিশিখরচ্যুতা গ্রাবাণ ইব ন পুনঃ স্বভূমৌ স্থিতিং যাস্যন্তীতি দ্বিতীয়া। স্বাত্মীভূতশ্চ মে সমাধিঃ শীঘ্রমহং স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ স্যামিতি তৃতীয়া। অস্মিন্নেব ভূমৌ প্রাপ্তে পুরুষস্য কৈবল্যং জায়তে।

সাক্ষাৎকৃতং নিরোধসমাধিনা হানম্। ৩। ভাবিতো বিবেক-খ্যাতিরূপো হানোপায়ঃ। ৪। ইত্যেষা চতুষ্টয়ী কার্য্যা বিমুক্তিঃ প্রজ্ঞায়াঃ। চিত্তবিমুক্তিস্তু ত্রয়ী, চরিতাধিকারা বুদ্ধিঃ।১। গুণা গিরি-শিখরকূটচ্যুতা ইব গ্রাবাণো নিরবস্থানাঃ স্বকারণে প্রলয়াভিমুখাঃ সহ তেনাস্তং গচ্ছন্তি, ন চৈষাং বিপ্রলীনানা পুনরস্ত্যুৎপাদঃ প্রয়োজনাভাবাদিতি। ২। এতস্যামবস্থায়াং গুণসম্বন্ধাতীতঃ স্বরূপ-মাত্রজ্যোতিরমলঃ কেবলী পুরুষঃ ইতি। ৩। এতাং সপ্তবিধাং প্রান্ত-ভূমিপ্রজ্ঞামনুপশ্যন্ পুরুষঃ কুশল ইত্যাখ্যায়তে. প্রতিপ্রসবেঽপি চিত্তস্য মুক্তঃ কুশল ইত্যেব ভবতি গুণাতীতত্বাদিতি॥২৭॥ সিদ্ধা ভবতি বিবেকখ্যাতির্হানোপায়ঃ,ন চ সিদ্ধিরন্তরেণ সাধনমিত্যেতদারভ্যতে। —

তম্। প্রান্ততাং দর্শয়তি "নাস্ত পুনঃ কিঞ্চিদপরিজ্ঞেয়মস্তি" ইতি। দ্বিতীয়মাহ "ক্ষীণা" ইতি। প্রান্ততামাহ "ন পুনঃ" ইতি। তৃতীয়ামাহ "সাক্ষাৎকৃতম্"ইতি প্রত্যক্ষেণ নিশ্চিতং ময়া সংপ্রজ্ঞাতাবস্থায়ামেব নিরোধসমাধিসাধ্যং হানং, ন পুন রস্মাৎ পরং নিশ্চেতব্যমস্তীতি শেষঃ। চতুর্থীমাহ "ভাবিত"ইতি। ভাবিতো— নিষ্পাদিতো বিবেকখ্যাতিরূপো হানোপায়ো, নাস্যাঃ পরং ভাবনীয়মস্তীতি শেষঃ। এষা চতুষ্টয়ী কার্য্যা বিমুক্তিঃ—সমাপ্তিঃ, কার্য্যতয়া প্রযত্নব্যাপ্যতা দর্শিতা, ক্বচিৎ পাঠঃ কার্য্যবিমুক্তিবিতি, কার্য্যান্তরেণ বিমুক্তিঃ প্রজ্ঞায়া ইত্যর্থঃ। প্রযত্ননিষ্পাদ্যান্ত-নিষ্পাদনীয়ামপ্রযত্নসাধ্যাং চিত্তবিমুক্তিমাহ—"চিত্তবিমুক্তিস্তু ত্রয়ী" ইতি। প্রথমামাহ—"চরিতাধিকারা বুদ্ধিঃ" ইতি। কৃতভোগাপবর্গকার্য্যেত্যর্থঃ দ্বিতীয়ামাহ—"গুণা" ইতি। প্রান্ততামাহ—"নচৈষাম্" ইতি। তৃতীয়ামাহ— এতস্যামবস্থায়াম্" ইতি। এতস্যামবস্থায়াং জীবন্নেব পুরুষঃ কুশলো মুক্ত ইত্যুচ্যতে, চরমদেহত্বাদিত্যাহ—"এতাম্" ইতি। অনৌপচারিকং মুক্তমাহ - "প্রতিপ্রসবে" ইতি। প্রধানলয়েঽপি চিত্তস্য মুক্তঃ কুশল ইত্যেব ভবতি গুণাতীতত্বাদিতি ॥ ২৭ ॥ তদেবং চতুরো ব্যূহানুক্ত্বা তন্মধ্যপতিতস্য হানোপায়স্য বিবেকখ্যাতের্গোদোহনাদিবৎ প্রাগসিদ্ধেঃ অসিদ্ধস্য চোপায়ত্বাভাবাৎ সিদ্ধ্যুপায়ান্ বক্তুমারভত ইত্যাহ "সিদ্ধা" ইতি। তত্রাভিধাস্যমানানাং সাধনানাং যেন প্রকারেণ বিবেকখ্যাত্যুপায়ত্বং তদ্ দর্শয়তি সূত্রেণ—"যোগেত্যাদিনা খ্যাতেরিত্যন্তেন"।

তাৎপর্য্যার্থ। সেই খ্যাতির বা বিবেকজ জ্ঞানের প্রান্তভূমি অর্থাৎ পরপর অবস্থা, সাত-প্রকার। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত বিবেকখ্যাতির অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের পার্থক্যভাবনাজনিত প্রজ্ঞার সাতপ্রকার অবস্থা আছে। তন্মধ্যে প্রথম-কার্য্যবিমুক্তি-অবস্থা চারি এবং চিত্তবিমুক্তি অবস্থা তিন। কার্য্যবিমুক্তি-অবস্থা-গুলির আকার এইরূপ ;—(১ম) পূর্ব্বে অনেক জ্ঞাতব্য ছিল, কিন্তু এখন আর কোন জ্ঞাতব্যই নাই ; অর্থাৎ সমস্তই জানা হইয়াছে। (২য়) পূর্ব্বে রাগদ্বেষাদি ক্লেশগুলি আমাতে লিপ্ত বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু এখন আর তাহা হয় না। উক্ত সমুদায় ক্লেশ এখন আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। (৩য়) যাহা পাইবার তাহাই পাইয়াছি—অধুনা আর কোনও প্রাপ্তব্য নাই। (৪র্থ) দৃক্‌শক্তি পূর্ব্বে দৃশ্যের সহিত একীভূত ছিল, তজ্জন্য তাঁহার ভিন্নতা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিতাম না , কিন্তু এক্ষণে তদুভয়ের ভিন্নতা উত্তমরূপ বুঝিয়াছি ; অর্থাৎ আমাকে আমি সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিয়াছি। কথিতপ্রকার কার্য্যবিমুক্তিনামক প্রজ্ঞাচতুষ্টয় ক্রমশঃ উদিত হয়, এককালে হয় না। উক্ত প্রত্যেক প্রজ্ঞার স্থিতিকালে যোগীর অন্য কোনরূপ প্রজ্ঞা বা জ্ঞান থাকে না। কেবলমাত্র উল্লিখিতপ্রকার প্রজ্ঞা বা সত্যজ্ঞান স্ফুরিত হইতে থাকে। ক্রমে কার্য্যবিমুক্তি বা বিষয়বিমুক্তি অবস্থার পরিপাক হইয়া গিয়া তাহা হইতে ক্রমে অন্য তিন-প্রকার চিত্তবিমুক্তি-অবস্থা আসিতে থাকে। সে সকল অবস্থার আকার এই-রূপ—১ম, "আমি যে এতকাল সুখদুঃখনামক বুদ্ধিবিকারে অনুরঞ্জিত হইয়া সুখ-দুঃখভোগী ছিলাম, সে অনুরঞ্জনা বা সে মিথ্যা-জ্ঞান এখন নষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধির বা প্রকৃতির কার্য্য এক্ষণে ফুরাইয়া গিয়াছে।" এইরূপ স্থিরতর প্রজ্ঞার উদয়। ২য়, এত কালের পর প্রাকৃতিক অন্তঃকরণ আজ দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি হইলেন, আর তিনি কোনরূপ অঙ্কুর উৎপাদন করিতে পারিবেন না। প্রত্যুত এখন তাঁহাকে শীঘ্র লয় পাইতে হইবে। এইরূপ স্থিরতম প্রজ্ঞা দৃঢ় হয়। ইহার পরেই ৩য় অবস্থা আইসে। সে অবস্থায় চিত্ত থাকে না সুতরাং কোন প্রজ্ঞাও থাকে না। প্রজ্ঞা থাকে না বলিয়া তাহার আকার বর্ণনা না করিয়া "চিন্মাত্র" "ঘনচৈতন্য" "কৈবল্য" বা "মুক্ত" অবস্থা বলিলে যথেষ্ট বলা হয়।

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ ॥২৮॥

(২৮) যোগাঙ্গানি বক্ষ্যন্তে। তেষাম্ অনুষ্ঠানাৎ জ্ঞানপূর্ব্বকাভ্যাসাৎ অশুদ্ধিক্ষয়ে চিত্ত-সত্ত্বস্য প্রকাশাবরণলক্ষণক্লেশাদিনাশে সতি আবিবেকখ্যাতেঃ প্রকৃতিপুরুষতত্ত্বসাক্ষাৎকারপর্য্যন্তং

ভাষ্যম্। যোগাঙ্গানি অষ্টাবভিধায়িষ্যমাণানি, তেষামনুষ্ঠানাৎ পঞ্চপর্ব্বণো বিপর্য্যয়স্যাশুদ্ধিরূপস্য ক্ষয়ঃ নাশঃ, তৎক্ষয়ে সম্যগ্ জ্ঞানস্যাভিব্যক্তিঃ, যথা যথা চ সাধনান্যনুষ্ঠীয়ন্তে তথা তথা তনুত্বম-শুদ্ধিরাপদ্যতে, যথা যথা চ ক্ষীয়তে তথা তথা ক্ষয়ক্রমানুরোধিনী জ্ঞানস্যাপি দীপ্তির্বিবর্দ্ধতে, সা খল্বেষা বিবৃদ্ধিঃ প্রকর্ষমনুভবতি আ বিবেকখ্যাতেঃ আ গুণপুরুষস্বরূপবিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। যোগাঙ্গানুষ্ঠান-মশুদ্ধের্বিয়োগকারণং, যথা পরশুশ্ছেদ্যস্য, বিবেকখ্যাতেস্তু প্রাপ্তি-কারণং, যথা ধর্ম্মঃ সুখস্য, নান্যথা কারণম্। কতি চৈতানি কারণানি শাস্ত্রে ভবন্তি, নবৈবেত্যাহ, তদ্যথা "উৎপত্তিস্থিত্যভিব্যক্তিবিকার-প্রত্যয়াপ্তয়ঃ, বিয়োগান্যত্বধৃতয়ঃ কারণং নবধা স্মৃতম্" ইতি। তত্রোৎপত্তিকারণং মনো ভবতি বিজ্ঞানস্য, স্থিতিকারণং মনসঃ পুরুষার্থতা, শরীরস্যেবাহার ইতি। অভিব্যক্তিকারণংযথা রূপস্যা-

টীকা। যোগাঙ্গানি হি যথাযোগং দৃষ্টাদৃষ্টদ্বারেণাশুদ্ধিং ক্ষিণ্বন্তি, পঞ্চপর্ব্বণো বিপর্য্যয়স্যেত্যুপলক্ষণং পুণ্যাপুণ্যয়োরপি জাত্যায়ুর্ভোগহেতুত্বেন অশুদ্ধিরূপত্বা-দিতি। শেষং সুগমম্। নানাবিধস্য কারণভাবস্য দর্শনাদ্ যোগাঙ্গানুষ্ঠানস্য কীদৃশং কারণত্বমিত্যত আহ—"যোগাঙ্গানুষ্ঠানম" ইতি। অশুদ্ধ্যা বিযোজযতি বুদ্ধিসত্ত্ব-মিতি অশুদ্ধের্বিয়োগকারণম। দৃষ্টান্তমাহ—"যথাপরশুঃ" ইতি। পরশুঃ ছেদ্যং বৃক্ষং মূলেন বিযোজয়তি, অশুদ্ধ্যা বিযোজয়দ্ বুদ্ধিসত্ত্বং বিবেকখ্যাতিং প্রাপযতি। যথা ধর্ম্মঃ সুখস্য, তথা যোগাঙ্গানুষ্ঠানং বিবেকখ্যাতেঃ প্রাপ্তিকারণং, নান্যেন প্রকারেণেত্যাহ—"বিবেকখ্যাতেস্তু" ইতি। নান্যথেতিপ্রতিষেধশ্রবণাৎ পৃচ্ছতি "কতি চৈতানি" ইতি। উত্তরং "নবৈব" ইতি। তানি দর্শয়তি কারিকয়া—"তদ্-যথোৎপত্তি" ইতি। অত্রোদাহরণান্যাহ—"তত্রোৎপত্তিকারণম্" ইতি। মনো বিজ্ঞানমব্যপদেশ্যাবস্থাতোঽপনীয় বর্ত্তমানাবস্থামাপাদয়দুৎপত্তিকারণং বিজ্ঞানস্য, স্থিতিকারণং মনসঃ পুরুষার্থতা—অস্মিতায়া উৎপন্নং মনস্তাবদবতিষ্ঠতে, ন যাবদ্ দ্বিবিধং পুরুষার্থমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি, অথ নির্বর্ত্তিতপুরুষার্থদ্বয়ং স্থিতেরপৈতি, তস্মাৎ স্বকারণাদুৎপন্নস্য মনসোঽনাগতপুরুষার্থতা স্থিতিকারণম্। দৃষ্টান্তমাহ—"শরীরস্যে-বাহার" ইতি। প্রত্যক্ষজ্ঞাননিমিত্তম্ ইন্দ্রিয়দ্বারা স্বতো বা বিষয়স্য সংক্রিয়া অভি-

জ্ঞানস্য উৎকৃষ্টসত্ত্বপরিণামবিশেষস্য দীপ্তিঃ প্রকর্ষাতিশয়ঃ স্যাদিতি শেষঃ। যোগানুষ্ঠানাৎ চিত্তাশুদ্ধিনাশদ্বারা প্রোক্তপ্রজ্ঞাবির্ভাব ইতি তাৎপর্য্যম্।

লোকস্তথা রূপজ্ঞানম্। বিকারকারণং মনসো বিষয়ান্তরং, যথাগ্নিঃ পাক্যস্য। প্রত্যয়কারণং ধূমজ্ঞানমগ্নিজ্ঞানস্য। প্রাপ্তিকারণং যোগাঙ্গানুষ্ঠানং বিবেকখ্যাতেঃ। বিয়োগকারণং তদেবাশুদ্ধেঃ। অন্যত্বকারণং যথা সুবর্ণস্য সুবর্ণকারঃ। এবমেকস্য স্ত্রীপ্রত্যয়স্য অবিদ্যা মূঢ়ত্বে, দ্বেষো

ব্যক্তিঃ, তস্যাঃ কারণং যথা রূপস্যালোকঃ। বিকারকারণং মনসো বিষয়ান্তরম্,—যথা হি মৃকণ্ডোঃ সমাহিতমনসো বল্লকীবিপঞ্চ্যমানপঞ্চমস্বরশ্রবণসমনন্তরমুন্মীলিতাক্ষস্য স্বরূপলাবণ্যযৌবনসংপন্নামপ্সরসমুম্লোচামীক্ষমাণস্য সমাধিমপহায় তস্যাং সক্তং মনো বভূবেতি। অত্রৈব নিদর্শনমাহ—"যথাঽগ্নিঃ" ইতি। যথাগ্নিঃ পাক্যস্য—তণ্ডুলাদেঃ কঠিনাবয়বসন্নিবেশস্য প্রশিথিলাবয়বসংযোগলক্ষণস্য বিকারস্য কারণম্। সত এব বিষয়স্য প্রত্যয়কারণং, ধূমজ্ঞানমগ্নিজ্ঞানস্য ইতি। জ্ঞায়ত ইতি জ্ঞানম্, অগ্নিশ্চাসৌ জ্ঞানং চেতি অগ্নিজ্ঞানং তস্যেতি। এতদুক্তং ভবতি, বর্ত্তমানস্যৈবাগ্নের্জ্ঞেয়স্য প্রত্যয়কারণতয়া কারণমিতি। "প্রাপ্তিকারণম্" ঔৎসর্গিকী নিরপেক্ষাণাং কারণানাং কার্য্যক্রিয়া প্রাপ্তিঃ, তস্যাঃ কুতশ্চিদপবাদোঽপ্রাপ্তিঃ। যথা নিম্নোপসর্পণস্বভাবানামপাং প্রতিবন্ধঃ সেতুনা, তথেহাপি বুদ্ধিসত্ত্বস্য সুখপ্রকাশশীলস্য স্বাভাবিকী সুখবিবেকখ্যাতিজনকতা প্রাপ্তিঃ। সা কুতশ্চিদধর্ম্মাত্তমসো বা প্রতিবন্ধান্ন ভবতি। ধর্ম্মাদ্ যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদ্বা তদপনয়ে তদপ্রতিবন্ধবৃত্তি স্বভাবতএব তজ্জনকতয়া তদাপ্নোতি। যথা বক্ষ্যতি "নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃতীনাং, বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবদ্" ইতি। তদেবং বিবেকখ্যাতিলক্ষণকার্য্যাপেক্ষয়া প্রাপ্তিকারণমুক্তম্। অবান্তরকার্য্যাপেক্ষয়া তদেব বিয়োগকারণমিত্যাহ—"বিয়োগকারণম্" ইতি। অন্যত্বকারণমাহ—"যথা সুবর্ণস্য সুবর্ণকার" ইতি। কটককুণ্ডলকেয়ূরাদিভ্যো ভিন্নাভিন্নস্য ভেদবিবক্ষয়া (কটকাদিভিন্নস্যাভেদবিবক্ষয়া কটকাদভিন্নস্য) সুবর্ণস্য কুণ্ডলাদন্যত্বম্। তথা চ কটককারী সুবর্ণকারঃ কুণ্ডলাদভিন্নাৎ সুবর্ণাদন্যৎ কুর্ব্বন্নন্যত্বকারণম্। অগ্নিরপি পাক্যস্যান্যত্বকারণং যদ্যপি, তথাপি ধর্ম্মিণো ধর্ম্মযোঃ পুলাকত্বতণ্ডুলত্বয়োর্ভেদাবিবক্ষয়া ধর্ম্মযোরুপজনাপায়েঽপি ধর্ম্ম্যনুবর্ত্ততে ইতি ন তস্যান্যত্বং শক্যং বক্তুম্, ইতি বিকারকারণত্বমুক্তম্, ইতি ন সঙ্করঃ। ন চ সংস্থানভেদো ধর্ম্মিণোঽন্যত্বকারণমিতি ব্যাখ্যেয়ম্। সুবর্ণকার ইত্যসাঙ্গত্যেঃ। বাহ্যমন্যত্বকারণমুপন্যস্যাধ্যাত্মিকমুদাহরতি "একমেকস্য" ইতি। অবিদ্যা—কমনীয়েয়ং কন্তেত্যাদি জ্ঞানম্।

দুঃখত্বে, রাগঃ সুখত্বে, তত্ত্বজ্ঞানং মাধ্যস্থ্যে। ধৃতিকারণং শরীরমিন্দ্রিয়াণাং তানি চ তস্য, মহাভূতানি শরীরাণাং তানি চ পরস্পরং সর্ব্বেষাং, তৈর্য্যগ্যৌনমানুষদৈবতানি চ পরস্পরার্থত্বাৎ, ইত্যেবং নব কারণানি। তানি চ যথাসম্ভবং পদার্থান্তরেম্বপি যোজ্যানি। যোগাঙ্গানুষ্ঠানন্তু দ্বিধৈব কারণত্বং লভতে ইতি॥ ২৮॥ তত্র যোগাঙ্গান্যবধার্য্যন্তে—

সম্মোহযোগাৎ স এব স্ত্রীপ্রত্যয়ো মূঢ়ো—বিষণ্ণো ভবতি চৈত্রস্য, মৈত্রস্য পুণ্যবতো বত কলত্ররত্নমেতন্ন তু মম ভাগ্যহীনস্য ইতি। এবং সপত্নীজনস্য তস্যাং দ্বেষঃ স্ত্রীপ্রত্যয়স্য দুঃখত্বে, এবং মৈত্রস্য তস্যা ভর্ত্তুঃ রাগস্তস্যৈব স্ত্রীপ্রত্যয়স্য সুখত্বে। তত্ত্বজ্ঞানং—ত্বঙ্‌মাংসমেদোঽস্থিমজ্জাসমূহঃ স্ত্রীকায়ঃ স্থানবীজাদিভিরশুচিরিতি বিবেকিনাং মাধ্যস্থ্যে—বৈরাগ্যে কারণমিতি। ধৃতিকারণং—শরীরমিন্দ্রিয়াণাং বিধারকম্, ইন্দ্রিয়াণি চ শরীরস্য, সামান্যকরণবৃত্তির্হি প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ। তদভাবে শরীরপাতাদ্। এবং মাংসাদিকায়াঙ্গানামপি পরস্পরবিধার্য্যবিধারকত্বম্। এবং মহাভূতানি—পৃথিব্যাদীনি, মনুষ্যবরুণসূর্য্যগন্ধর্বহংশশিলোক নিবাসিনাং শরীরাণাং, তানি চ পরস্পরম্—পৃথিব্যাং হি গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দগুণায়াং পঞ্চ মহাভূতানি পরস্পরং বিধার্য্যবিধারকভাবেনাবস্থিতানি, অপ্সু চত্বারি, তেজসি ত্রীণি, দ্বেচ মাতরিশ্বনীতি। তৈর্য্যগ্যৌনমানুষদৈবাদীনি চ বিধার্য্যবিধারকভাবেনাবস্থিতানি। নন্বাধারাধেয়ভাববহিতানাং কুতস্তত্ত্বমিত্যত আহ—"পরস্পরার্থত্বাদ্" ইতি। মনুষ্যশরীরং হি পশুপক্ষীমৃগসরীসৃপস্থাবরোপযোগেন ধ্রিয়তে। এবং ব্যাঘ্রাদিশরীরমপি মনুষ্যপশুমৃগাদিশরীরোপযোগেন, এবং পশুপক্ষিমৃগাদিশরীরমপি স্থাবরাদ্যুপযোগেন, এবং দৈবশরীরমপি মনুষ্যোপহৃতচ্ছাগমৃগকপিঞ্জলমাংসাজ্যপুরোডাশসহকারশাখাপ্রস্তরাদিভিরিজ্যমানং তদুপযোগেন, এবং দেবতাপি বরদানবৃষ্ট্যাদিভির্মনুষ্যাদীনি ধারয়ন্তীত্যস্তি পরস্পরার্থত্বমিত্যর্থঃ। শেষং সুগমম্॥ ২৮॥ সম্প্রতি ন্যূনাধিকসংখ্যাব্যবচ্ছেদার্থং যোগাঙ্গান্যবধারয়তি। "তত্র যোগাঙ্গান্যবধার্য্যন্ত" ইতি। "যমেত্যাদি-অঙ্গানীত্যন্তং" সূত্রম॥

তাৎপর্য্যার্থ। যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তের মলিনতা নষ্ট হইলে জ্ঞানের দীপ্তি হয় এবং সেই দীপ্তির বা সেই প্রকাশের শেষ সীমা বিবেকখ্যাতি। উৎকৃষ্ট-

শ্রদ্ধাসহকারে যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিলে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া চিত্তমল উন্মার্জ্জিত হয়। ক্রমে চিত্ত যখন উত্তমরূপে মার্জ্জিত হয়, তখন আপনা হইতেই মোক্ষ-সাধক উৎকৃষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের প্রজ্ঞা জন্মে। চিত্তকে যতই মার্জ্জিত করিবে, ততই তাহার প্রকাশশক্তি বাড়িবে। তাহার শেষ সীমায় যাইবামাত্র আত্মসাক্ষাৎকার হয়।

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যান-
সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যম্। যথাক্রমমেতেষামনুষ্ঠানং স্বরূপং চ বক্ষ্যামঃ ॥ ২৯ ॥ তত্র—

টীকা। অভ্যাসবৈরাগ্যশ্রদ্ধাবীর্য্যাদয়োঽপি যথাযোগমেতেষ্বেব স্বরূপতো নান্তরীয়কতয়া চান্তর্ভাবয়িতব্যাঃ ॥ ২৯ ॥ যমনিয়মাদ্যঙ্গান্যুদ্দিশ্য যমনির্দ্দেশকং সূত্রমবতারয়তি—“তত্র” ইতি। “অহিংসেত্যাদি যমাঃ” ইত্যন্তং সূত্রম্ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। যোগাঙ্গ কি? তাহা বলা যাইতেছে। যম, নিয়ম, আসন প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের একাগ্রতা, এই আট প্রকারের নাম যোগাঙ্গ অর্থাৎ বৃত্তিলয়-নামক চরমযোগের পূর্ব্বসাধক বা কারণ। পরন্তু ইহাদের কোন কোনটী যোগের সাক্ষাৎকারণ এবং কোন কোনটী পরম্পরা কারণ অর্থাৎ উপকারকমাত্র।

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যম্। তত্রাহিংসা সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতানামনভিদ্রোহঃ, উত্তরে চ যমনিয়মাস্তন্মূলাস্তৎসিদ্ধিপরতয়া তৎপ্রতিপাদনায় প্রতি-

টীকা—যোগাঙ্গমহিংসামাহ—“সর্ব্বথা” ইতি। ঈদৃশীমহিংসাং স্তৌতি—“উত্তরে চ” ইতি। তন্মূলা—ইতি—অহিংসামপরিপাল্য কৃতা অপ্যকৃতকল্পাঃ

(২৯) এতেষামর্থা অগ্রে স্ফুটীভবিষ্যন্তি।

(৩০) মনোবাক্‌কায়ৈঃ সর্ব্বভূতানামপীড়নম্ অহিংসা। পরহিতার্থং বাঙ্‌মনসয়োর্যথার্থত্বং সত্যম্। পরদ্রব্যাপহরণত্যাগোঽস্তেয়ম্। বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্। অস্তোপায়োঽষ্টাঙ্গমৈথুন-ত্যাগঃ। তথাহি—“শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্। সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া-নিষ্পত্তিরেব চ। এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ।” শ্রবণাদিকং রসপূর্ব্বকমেব। দেহরক্ষাতিরিক্তভোগসাধনাস্বীকারোঽপরিগ্রহঃ।

পাদ্যন্তে, তদবদাতরূপকরণায়ৈবোপাদীয়ন্তে। তথা চোক্তং "স খল্বয়ং ব্রাহ্মণো যথা যথা ব্রতানি বহূনি সমাদিৎসতে তথা তথা প্রমাদকৃতেভ্যো হিংসানিদানেভ্যো নিবর্ত্তমানস্তামেবাবদাতরূপাম্ অহিংসাং করোতি"। সত্যং যথার্থে বাঙ্মনসে, যথা দৃষ্টং যথানুমিতং যথা শ্রুতং তথা বাঙ্মনশ্চেতি। পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে বাগুক্তা, সা যদি ন বঞ্চিতা ভ্রান্তা বা প্রতিপত্তিবন্ধ্যা বা ভবেদিতি। এষা সর্ব্বভূতোপকারার্থং প্রবৃত্তা ন ভূতোপঘাতায়। যদি চৈবমপ্যভিধীয়মানা ভূতো-

---

নিষ্ফলত্বাদিত্যর্থঃ। তৎসিদ্ধিপরতয়ৈবানুষ্ঠানম্। অহিংসা চেন্মূলমুত্তরেষাং কথং তেঽহিংসাসিদ্ধিপরা ইত্যত আহ—"তৎপ্রতিপাদনায়" ইতি। সিদ্ধিঃ—জ্ঞানোৎপত্তিরিত্যর্থঃ। স্যাদেতদ্, অহিংসাজ্ঞানার্থা যত্ন্যন্তরে, কৃতং তৈরন্যত এব তদবগমাদিত্যত আহ—"তদবদাত" ইতি যত্ন্যন্তরে নানুষ্ঠীয়েরন্ অহিংসা মলিনা স্যাদসত্যাদিভিরিত্যর্থঃ। অত্রৈবাগমিকানাং সম্মতিমাহ—"তথা চোক্তম্" ইতি। সুগমম্। সত্যলক্ষণমাহ—"যথার্থে বাঙ্মনসে" ইতি। যথা—শব্দং সাকাঙ্ক্ষং পূরয়তি—"যথাদৃষ্টম্" ইতি।

প্রতিসম্বন্ধিনং তথা—শব্দং প্রতি ক্ষিপতি—"তথা বাঙ্মনশ্চ" ইতি। বিবক্ষায়াং কর্ত্তব্যায়াম্ ইতি। অন্যথা তু ন সত্যম্। এতৎ সোপপত্তিকমাহ—"পরত্র" ইতি। পরত্র পুরুষে স্ববোধসংক্রান্তয়ে স্ববোধসদৃশবোধজননায় বাগ্ উক্তা—উচ্চারিতা, অতঃ সা যদি ন বঞ্চিতা—বঞ্চিকা। যথা দ্রোণাচার্য্যেণ স্বতনয়াশ্বত্থামমরণম্ আয়ুষ্মন্ সত্যধনাশ্বত্থামা হত ইতি পৃষ্টস্য যুধিষ্ঠিরস্য প্রতিবচনং হস্তিনমভিসন্ধায়, সত্যং হতোঽশ্বত্থামেতি, তদিদমুক্তস্যোত্তরং ন যুধিষ্ঠিরস্য স্ববোধং সংক্রাময়তি, স্ববোধোঽস্য হস্তিহননবিষয় ইন্দ্রজন্মা, ন চাসৌ সংক্রান্তঃ, কিন্তন্য এব তস্য তনয়বধবোধো জাত ইতি। ভ্রান্তা বা ভ্রান্তিজা, ভ্রান্তিশ্চ বিবক্ষাসময়ে বা, জ্ঞেয়ার্থাবধারণসময়ে বা, প্রতিপত্ত্যা বন্ধ্যা প্রতিপত্তিবন্ধ্যা, যথার্য্যান্ প্রতি ম্লেচ্ছভাষা প্রতিপত্তিবন্ধ্যা, নিষ্প্রয়োজনা বা স্যাদিতি যথানপেক্ষিতাভিধানা বাক। তত্র হি পরত্র স্ববোধস্য সংক্রান্তিরপ্যসংক্রান্তিরেব, নিষ্প্রয়োজনত্বাদিতি। এবং লক্ষণমপি সত্যং পরাপকারফলং সত্যাভাসং ন তু সত্যমিত্যাহ—"এষা" ইতি। তদ্‌যথা, সত্যতপসস্তস্করৈঃ সার্থগমনং পৃষ্টস্য সার্থগমনাভিধানমিতি। অভিধীয়মানা—উচ্চার্য্যমাণা, শেষং সুগমম্। অভাবস্য

পগাতপরৈব স্যান্ন সত্যং ভবেৎ, পাপমেব ভবেৎ। তেন পুণ্যাভাসেন পুণ্যপ্রতিরূপকেণ কষ্টতমং প্রাপ্নুয়াৎ। তস্মাৎ পরীক্ষ্য সর্ব্বভূতহিতং সত্যং ব্রূয়াৎ। স্তেয়ম্ অশাস্ত্রপূর্ব্বকং দ্রব্যাণাং পরতঃ স্বীকরণং, তৎপ্রতিষেধঃ পুনরস্পৃহারূপমস্তেয়মিতি। ব্রহ্মচর্য্যং গুপ্তেন্দ্রিয়স্যোপস্থস্য সংযমঃ। বিষয়াণামর্জ্জনরক্ষণক্ষয়সঙ্গহিংসাদোষদর্শনাদস্বী-করণমপরিগ্রহঃ, ইত্যেতে যমাঃ॥ ৩০॥ তে তু—

ভাবাধীননিরূপণতয়া স্তেয়লক্ষণমাহ—"স্তেয়মশাস্ত্রপূর্ব্বকম্" ইতি। বিশেষেণ সামান্যং লক্ষ্যত ইত্যর্থঃ। মানসব্যাপারপূর্ব্বকত্বাদ্বাচনিককায়িকব্যাপারয়োঃ প্রাধান্যান্মনোব্যাপার উক্তঃ। "অস্পৃহারূপম্" ইতি। ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপমাহ "গুপ্ত" ইতি, সংযতোপস্থোঽপি হি স্ত্রীপ্রেক্ষণতদালাপকন্দর্পায়তনতদঙ্গস্পর্শনসক্তো ন ব্রহ্মচর্য্যবানিতি তন্নিবারণায়োক্তং "গুপ্তেন্দ্রিয়স্য" ইতি ইন্দ্রিয়ান্তরাণ্যপি তত্র লোলুপানি রক্ষণীয়ানীতি অপরিগ্রহস্বরূপমাহ—বিষয়াণাম্" ইতি। তত্র সঙ্গদোষ উক্তঃ "ভোগাভ্যাসমনুবিবর্দ্ধন্তে রাগাঃ কৌশলানি চেন্দ্রিয়াণাম্" ইতি। হিংসালক্ষণশ্চ দোষঃ "নানুপহত্য ভূতান্যুপভোগঃ সম্ভবতি" ইতি। অশাস্ত্রীয়াণামযত্নোপনতানামপি বিষয়াণাং নিন্দিতপ্রতিগ্রহাদিরূপার্জ্জনদোষদর্শনাৎ। শাস্ত্রীয়াণামপ্যুপার্জ্জিতানাঞ্চ রক্ষণাদিদোষদর্শনাদস্বীকরণমপরিগ্রহঃ॥ ৩০॥ সামান্যত উক্তা যাদৃশাঃ পুনর্যোগিনামুপদেয়াস্তাদৃশান্ বক্তুং সূত্রমবতারয়তি "তে তু"। জাতীত্যাদি, মহাব্রতাস্তং" সূত্রম্।

তাৎপর্য্যার্থ। যম কি? তাহা শুন। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ,—এই পাঁচপ্রকার কার্য্যের নাম "যম"। এই যম যেরূপ ভাবে নির্ব্বাহ ও অভ্যাস করিতে হয় তাহা বলা যাইতেছে।—

প্রথমে অহিংসানুষ্ঠান। কেবল প্রাণিবধ পরিত্যাগ করিলেই যে, অহিংসানুষ্ঠান সিদ্ধ হইবে, তাহা নহে। প্রাণীকে যন্ত্রণা দিতেও পারিবে না। কোন উপলক্ষে ও কোনও সময়ে তুমি কায়িক বাচিক ও মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা পরকে ব্যথিত করিও না। তাহা হইলেই তোমার অহিংসানুষ্ঠান সিদ্ধ হইবে। এতদ্রূপ অহিংসানুষ্ঠান আত্যন্তিক বা পরাকাষ্ঠা, অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তোমার চিত্তে ভদ্রধর্ম্মের আবির্ভাব হইবে, নৈর্ম্মল্যশক্তিও জন্মিবে।

তৎসঙ্গে সত্যানুষ্ঠান। সত্যানুষ্ঠানের লক্ষণ সকলেই জানেন বটে, পরন্তু যোগীর পক্ষে কিছু বিশেষ আছে। যেমন দেখা, যেমন শুনা ও যেমন বুঝা,—তদনুরূপ কথার নাম "সত্য", পরন্তু যোগী হইবার জন্য কিছু বিশেষ-প্রকার সত্যের আশ্রয় লইতে হইবে। তুমি বন্ধুর অনুরোধে, কার্য্যের অনুরোধে বা অন্য কোন স্বার্থসাধনার্থ সত্য কথা বলিলে বটে, কিন্তু তোমার মনোমধ্যে মিথ্যা বা দুরভিসন্ধি থাকিয়া গেল। সেরূপ করিলে তোমার যোগাঙ্গ সত্যের উচিত অনুষ্ঠান সিদ্ধ হইবে না। রাজসভায়, ধর্ম্মসভায়, কি সামাজিক সভায় আহূত হইয়া তুমি এরূপ পদবিন্যাস করিয়া বলিলে যে, যাহার ফল মিথ্যা বলার ফলের সহিত সমান, অর্থাৎ আপনার কি বন্ধুর ইষ্টসিদ্ধি হইল অথচ লোকে মিথ্যাবাদী বলিতে পারিল না,—এতদ্রূপ কুটীল-সত্যের দ্বারা তোমার কোন উপকার হইবে না। পরের অহিত, পরের সর্ব্বনাশ লক্ষ্য করিয়া যদি তুমি সত্য উচ্চারণ কর, তবে, সে সত্যে তোমার মঙ্গল নাই। পরের অকপট হিতের জন্যই যেন তোমার সত্যপ্রবৃত্তির উদয় হয়। সরল হইয়া, ছল পরিত্যাগ করিয়া, দুরভিসন্ধি বর্জ্জন করিয়া, চিত্তসংযম করিয়া, তদ্গতচিত্ত হইয়া,—আপদ্ বিপদ্ সম্পদ্—সকল সময়েই তুমি বাক্য ও মন উভয়কেই যথাদৃষ্ট যথাশ্রুত ও যথানুভব ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত করিবে। এইরূপ সত্যনিষ্ঠ হইলে তোমার চিত্ত শীঘ্রই যোগ শক্তি-লাভের উপযুক্ত হইবে, অন্যথা করিলে তাহা হইবে না।

সেই সঙ্গে অচৌর্য্য অবলম্বন। অচৌর্য্য কি? না—চৌর্য্যপরিত্যাগ। চৌর্য্যপরিত্যাগ সহজ নহে। এই অচৌর্য্যব্রতে তুমি পরদ্রব্য গ্রহণের ইচ্ছা পর্য্যন্তও করিতে পারিবে না। পরদ্রব্যহরণ, কি তাহার ইচ্ছা যদি পরিত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার চিত্ত শীঘ্রই বশীভূত হইবে এবং চিত্তের একটা প্রধান মল উন্মার্জ্জিত হইয়া যাইবে। এই সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য থাকা আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্য কি? তাহা শুন। ব্রহ্মচর্য্য-শব্দের অর্থ শুক্রধারণ। শরীরে যদি শুক্রধাতু প্রতিষ্ঠিত থাকে, বিকৃত না হয়, স্খলিত না হয়, বিচলিত না হয়, অটল অচল বা স্থির থাকে, ধৃত থাকে, তাহা হইলে বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ও মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়। চিত্তের প্রকাশশক্তি বাড়িয়া যায়। রাগদ্বেষাদি অন্তর্হিত হয়, কামক্রোধাদি ও হ্রস্ব হইয়া পড়ে। অতএব, শুক্রধাতুকে অবিকৃত, অস্খলিত ও অবিচলিত রাখিবার জন্য যত্নপূর্ব্বক বা কামভাবে স্ত্রীলোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দর্শন ও স্পর্শনাদি পরিত্যাগ করিবে। ক্রীড়া, হাস্য ও পরিহাস বর্জ্জন করিবে। তাহা

দিগের রূপলাবণ্য মনেও করিও না। আলিঙ্গন ও রেতঃসেকের ত কথাই নাই। সে অংশকে বিষবৎ জ্ঞান করিতে হইবে। কিছুদিন এইরূপ করিলেই তোমার ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হইবে, সুদৃঢ়ও হইবে। অনন্তর তাহা হইতে তোমার আত্মায় এক-প্রকার আশ্চর্য্যশক্তি—যাহার অন্য নাম ব্রহ্মতেজ—তাহার প্রাদুর্ভাব হইবে এবং তাহা হইতে তোমার মুখশ্রী ফিরিয়া দাড়াইবে। মানসিক সৌন্দর্য্য ও সদগুণ সকল অপ্রতিহত হইয়া থাকিবে।

ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে যেন অপরিগ্রহ (ত্যাগশক্তি) অবলম্বিত থাকে। অপরিগ্রহ কি ? তাহা শুন। ইহা হউক, উহা হউক—এটী চাহি, সেটী চাহি—এতদ্রূপ তৃষ্ণার অধীন হওয়ার নাম পরিগ্রহ। কেবল দেহযাত্রা-নির্ব্বাহের বা শরীররক্ষার উপযুক্ত দ্রব্য স্বীকার করাকে পরিগ্রহ বলিয়া গণ্য করা হয় না। সুতরাং শরীর রক্ষার উপযুক্ত দ্রব্য ভিন্ন ভোগবিলাসের জন্য তুমি দ্রব্যের আহরণ, কি তাহার ইচ্ছাও করিবে না। তাহা হইলেই তোমার অপরিগ্রহব্রত সফল ও সুদৃঢ় হইবে এবং তদ্বলে তোমার চিত্তে যোগোপযুক্ত বৈরাগ্যের বীজ উৎপন্ন হইবে।

জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যম্। তত্রাহিংসা জাত্যবচ্ছিন্না মৎস্যবন্ধকস্য মৎস্যেম্বেব নান্যত্র হিংসা, সৈব দেশাবচ্ছিন্না ন তীর্থে হনিষ্যামীতি, সৈব কালাবচ্ছিন্না ন চতুর্দ্দশ্যাং ন পুণ্যেহহনি হনিষ্যামীতি। সৈব ত্রিভিরুপরতস্য সময়াবচ্ছিন্না দেবব্রাহ্মণার্থে, নান্যথা হনিষ্যামীতি। যথা চ ক্ষত্রিয়াণাং যুদ্ধ এব হিংসা, নান্যত্রেতি। এভির্জ্জাতিদেশকালসময়ৈরনবচ্ছিন্না অহিংসাদয়ঃ সর্ব্বথৈব পরিপালনীয়াঃ, সর্ব্বভূমিষু সর্ব্ববিষয়েষু, সর্ব্বথৈবাবিদিতব্যভিচারাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতমিত্যুচ্যতে॥৩১॥

টীকা—সর্ব্বাসু জাত্যাদিলক্ষণাসু ভূমিষু বিদিতাঃ সার্ব্বভৌমাঃ। অহিংসাদয় ইতি। অন্যত্রাপ্যবচ্ছেদ উহনীয়ঃ। সুগমম্ ভাষ্যম্ ॥ ৩১ ॥ শৌচাদিনিয়মমাচষ্টে। শৌচেত্যাদিনিয়মা ইত্যন্তং সূত্রম্।

---

(৩১) জাতির্ব্রাহ্মণত্বাদিঃ। দেশস্তীর্থাদিঃ। কালশ্চতুর্দ্দশ্যাদিঃ। সময়ঃ ক্ষণমুহূর্ত্তাদিঃ ব্রাহ্মণপ্রয়োজনাদির্বা এতৈঃ অনবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমাঃ সর্ব্বাসু ভূমিষু অবস্থাসু ব্যবস্থিতাঃ মহাব্রতমিত্যুচ্যতে। ব্রাহ্মণং ন হন্যাম্। তীর্থে ন হন্যাম্। সংক্রান্ত্যাং ন হন্যাম্। ব্রাহ্মণার্থং দেবার্থং বা ছাগং হনিষ্যামি ন অন্যত্র ইত্যেবমাদীন্যুদাহরণানি উহিতব্যানি।

তাৎপর্য্যার্থ। ঐ পঞ্চবিধ যম যদি, জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হয়, অর্থাৎ অবিশ্রান্তরূপে অনুষ্ঠিত হয়, এবং সকল অবস্থাতেই সুস্থির থাকে, তাহা হইলে তাহা মহাব্রত বলিয়া গণ্য। ব্রাহ্মণ বধ করিব না, মনুষ্যহত্যা করিব না, কিন্তু গোরুর হাড় গুঁড়িয়া দিব,—এরূপ করিলে হইবে না। অথবা গোহত্যা করিব না, কিন্তু ছাগলের বংশনাশ করিব—এরূপ হইলেও হইবে না। রবিবারে মৎস্য খাইব না, তৈল স্পর্শ করিব না, কিন্তু অন্যবারে মেষ মহিষ পর্য্যন্ত চলিবে,—এরূপ হইলেও হইবে না। মনুষ্যবধ করিব না কিন্তু মৎস্যবধ করিব,—এরূপ হইলেও হইবে না। ওরূপ করিলে ব্রতটী কালাদির দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। ওরূপ হইলে অহিংসা ব্রতটী জাতিবিশেষের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। ঐরূপ, তীর্থস্থানে কি কোন পুণ্যস্থানে মিথ্যা বলিব না, রাজসভায় বা ধর্ম্মাধিকরণে মিথ্যা বলিব না, কিন্তু অন্যস্থানে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিব,—সেরূপ হইলে সত্যব্রতটী দেশের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইবে। গল্পের সময় মিথ্যা বলিবে, রোগ হইয়াছে বলিয়া মদ খাইবে, (ন্যার্ভস্‌নেস্ Nervousness) স্নায়ুদৌর্ব্বল্য থাকিবে না বলিয়া মুর্গী খাইবে,—তাহা হইলে উল্লিখিত কোন ব্রতই অবিচ্ছিন্ন থাকিবে না। অতএব, ব্রতভঙ্গকারক-কুব্যবস্থা ও লোভাদি-মূলক কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ব্রতগুলি যাহাতে অবিচ্ছেদে অনুষ্ঠিত হয়,—সকল দেশে, সকল কালে, সকল অবস্থায় ও সকল জাতিতে যাহাতে সমানরূপে চালাইতে পার,—তাহাই করিবে। তাহা হইলেই তোমার 'যম'-ব্রতটী মহাব্রত হইবে, তদ্দ্বারা তোমার উৎকৃষ্টতম আত্মোন্নতি হইবে।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যম্। তত্র শৌচং মৃজ্জলাদিজনিতং মেধ্যাভ্যবহরণাদি চ

টীকা—ব্যাচষ্টে "শৌচম্' ইতি। আদি শব্দেন গোময়াদয়ো গৃহস্তে, গোমূত্রযাবকাদি মেধ্যং, তস্যাভ্যবহরণাদি, আদি—শব্দাদ্ গ্রাসপরিমাণসঙ্খ্যানিয়মাদয়ো গ্রাহ্যাঃ, মেধ্যাভ্যবহরণাদিজনিতমিতি বক্তব্যে, মেধ্যাভ্যবহরণাদি চেত্যুক্তম্

(৩২) শৌচং শুদ্ধত্বম্। তচ্চ বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন দ্বিবিধম্। মৃজ্জলাদিভিঃ কায়ক্ষালনং বাহ্যম্। মৈত্র্যাদিভাবনয়া চিত্তমলানাং নিবর্ত্তনমাভ্যন্তরম্। সন্তোষঃ অলংবুদ্ধিঃ। প্রাণধারণানুকূলাতিরিক্তভোগত্যাগ ইতি যাবৎ। শেষাঃ প্রাক্ ব্যাখ্যাতাঃ।

বাহ্যম্। আভ্যন্তরং চিত্তমলানামাক্ষালনম্। সন্তোষঃ সন্নিহিত-সাধনাদধিকস্যানুপাদিৎসা। তপঃ দ্বন্দ্বসহনং, দ্বন্দ্বশ্চ জিঘৎসাপিপাসে, শীতোষ্ণে, স্থানাসনে, কাষ্ঠমৌনাকারমৌনে চ, ব্রতানি চৈব যথা-যোগং কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণসান্তপনাদীনি। স্বাধ্যায়ঃ মোক্ষশাস্ত্রাণামধ্যয়নং, প্রণবজপো বা ঈশ্বরপ্রণিধানং তস্মিন্ পরমগুরৌ সর্ব্বকর্ম্মার্পণং, "শয্যাসনস্থোঽথ পথিব্রজন্ বা স্বস্থঃ পরিক্ষীণবিতর্কজালঃ। সংসার-বীজক্ষয়মীক্ষমাণঃ স্যান্নিত্যমুক্তোঽমৃতভোগভাগী"। যত্রেদমুক্তং "ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ" ইতি ॥ ৩২ ॥ এতেষাং যমনিয়মানাম্—

কার্য্যে কারণোপচারাৎ। চিত্তমলাঃ—মদমানাসূয়াদয়ঃ, তদপনয়ো মনঃশৌচম্। প্রাণযাত্রামাত্রহেতোরভ্যধিকস্যানুপাদিৎসা সন্তোষঃ, প্রাগেব স্বীকরণপরি ত্যাগাদিতি বিশেষঃ। কাষ্ঠমৌনম্—ইঙ্গিতেনাপি স্বাভিপ্রায়াপ্রকাশনম্। অবচনমাত্রম্ আকারমৌনম্। "পরিক্ষীণবিতর্কজালঃ" ইতি। বিতর্কো বক্ষ্যমাণঃ, সংশয়বিপর্য্যয়ৌ চেতি। এতাবতা শুদ্ধাভিসন্ধিরুক্তঃ। এতে চ যমনিয়মা বিষ্ণু-পুরাণ উক্তা "ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ সত্যাস্তেয়াপরিগ্রহান্। সেবেত যোগী নিষ্কামো যোগ্যতাং মনসো নয়ন্ ॥ স্বাধ্যায়শৌচসন্তোষতপাংসি নিয়তাত্মবান্। কুর্ব্বীত ব্রহ্মণি তথা পরস্মিন্ প্রবণং মনঃ ॥ এতে যমাঃ সনিয়মাঃ পঞ্চ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ। বিশিষ্টফলদাঃ কাম্যা নিষ্কামানাং বিমুক্তিদা ॥" ইতি ॥ ৩২ ॥ "শ্রেয়াংসি বহু-বিঘ্নানি" ইত্যেষামপবাদসম্ভবে তৎপ্রতীকারোপদেশপরং সূত্রমবতারয়তি—"এতেষাং যমনিয়মানাম্" ইতি। সূত্রং—"বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্"।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বোক্ত যম নামক যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিবার সঙ্গে সঙ্গে যেন নিয়মনামক যোগাঙ্গটী অনুষ্ঠিত হয়। নিয়ম কি? এবং কিরূপেই বা তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়? তাহাও বলিয়া দিতেছি। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান,—এই পঞ্চপ্রকার অনুষ্ঠেয়ের বা ক্রিয়ার নাম "নিয়ম"। শৌচ অর্থাৎ শুদ্ধ থাকা। কিরূপে শুদ্ধ থাকা যায়, তাহা শুন। মৃত্তিকা, গোময় ও জলাদির দ্বারা শরীর পরিষ্কার করিবে (সাবানের দ্বারা নহে)। সত্ত্ববৃদ্ধিকারক বুদ্ধিবর্দ্ধক পবিত্র দ্রব্য আহার করিবে (মদ্য মাংস ও অপরিমিত আহার করিবে না)।

পূর্ব্বোক্ত মৈত্রী প্রভৃতি সদ্‌গুণ অবলম্বন করিয়া কালযাপন করিবে। এরূপ করিলে তোমার শরীর, শরীরের রক্ত ও মন—সমস্তই বিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে। অমৃতনামক চেতাত্মা বা আধ্যাত্মিক তেজ (Magnetic or psychic) শুদ্ধ ও সবল হইবে। সন্তোষ অর্থাৎ পরিতৃপ্তি। বিনা চেষ্টায় যাহা লাভ হইবে, তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিবে। কিছুদিন এইরূপ অভ্যাস করিলে সন্তোষ তোমার চিত্তে দৃঢ়-নিবদ্ধ হইয়া থাকিবে। তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান কি ? তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই সকল কার্য্য যুগপৎ অনুষ্ঠান করিতে পারিলে ভাল হয়, নচেৎ এক একটী করিয়া আয়ত্ত করিবে।

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যম্। যদাস্য ব্রাহ্মণস্য হিংসাদয়ো বিতর্কা জায়েরন্ হনিষ্যামহমপকারিণম্, অনৃতমপি বক্ষ্যামি, দ্রব্যমপ্যস্য স্বীকরিষ্যামি, দারেষু চাস্য ব্যবায়ী ভবিষ্যামি, পরিগ্রহেষু চাস্য স্বামী ভবিষ্যামীতি। এবমুন্মার্গপ্রবণবিতর্কজ্বরেণাতিদীপ্তেন বাধ্যমানস্তৎপ্রতিপক্ষান্ ভাবয়েৎ—ঘোরেষু সংসারাঙ্গারেষু পচ্যমানেন ময়া শরণমুপাগতঃ সর্ব্বভূতাভয়প্রদানেন যোগধর্ম্মঃ, স খল্বহং ত্যক্ত্বা বিতর্কান্ পুনস্তানাদদানস্তুল্যঃ শ্ববৃত্তেন ইতি ভাবয়েৎ। যথা শ্বা বান্তাবলেহী তথা ত্যক্তস্য পুনরাদদান ইতি। এবমাদি সূত্রান্তরেষ্বপি যোজ্যম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকা—বিতর্কাণাং ভাষ্যে নাস্তি তিরোহিতমিব কিঞ্চন ॥৩৩॥ তত্র বিতর্কাণাং স্বরূপপ্রকারকারণধর্ম্মফলভেদান্ প্রতিপক্ষভাবনাবিষয়ান্ প্রতিপক্ষভাবনাস্বরূপাভিধিৎসয়া সূত্রেণাহ—"বিতর্কা ইত্যাদিনা, প্রতিপক্ষভাবনম্" ইত্যন্তেন।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বোক্ত হিংসা ও দ্বেষ প্রভৃতি তামস-মনোবৃত্তিগুলির অন্য নাম "বিতর্ক"। প্রত্যেক বিতর্কবৃত্তিই যোগের শত্রু। তজ্জন্য প্রত্যেক বিতর্কবৃত্তির বিরুদ্ধে তন্নিবারিণী বৃত্তি উত্তেজিত করিতে হয়; অর্থাৎ হিংসাদির বিরুদ্ধে যথাক্রমে অহিংসাদি বৃত্তি উত্থাপিত করিতে হয়। করিতে করিতে ক্রমে সমস্ত বিতর্ক-বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়।

(৩৩) বিতর্ক্যন্তে ইতি বিতর্কাঃ যোগশত্রবো হিংসাদয়ঃ। তেষাং বাধনে নিবর্ত্তনে প্রতিপক্ষভাবনমেব হেতুর্ণান্যৎ। প্রতিপক্ষভাবনলক্ষণন্তু সূত্রেণৈবোক্তম্।

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভ-ক্রোধমোহপূর্ব্বকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্ত-ফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যম্। তত্র হিংসা তাবৎ কৃতা কারিতাঽনুমোদিতেতি ত্রিধা, একৈকা পুনস্ত্রিধা লোভেন মাংসচর্ম্মার্থেন, ক্রোধেন অপকৃতমনেনেতি, মোহেন ধর্ম্মো মে ভবিষ্যতীতি। লোভক্রোধমোহাঃ পুনস্ত্রিবিধাঃ মৃদুমধ্যাধিমাত্রা ইতি। এবং সপ্তবিংশতিভেদা ভবন্তি হিংসায়াঃ। মৃদুমধ্যাধিমাত্রাঃ পুনস্ত্রেধা, মৃদুমৃদুঃ, মধ্যমৃদুঃ, তীব্রমৃদুরিতি। তথা মৃদুমধ্যঃ, মধ্যমধ্যঃ, তীব্রমধ্যঃ ইতি। তথা মৃদুতীব্রঃ মধ্যতীব্রঃ, অধিমাত্রতীব্রঃ ইতি। এবমেকাশীতিভেদা হিংসা ভবতি। সা পুনর্নিয়ম-বিকল্পসমুচ্চয়ভেদাদসঙ্খ্যেয়া, প্রাণভৃদ্ভেদস্যাপরিসঙ্খ্যেয়ত্বাদিতি। এব মনৃতাদিষ্বপি যোজ্যম্। তে খল্বমী বিতর্কা দুঃখজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতি-পক্ষভাবনং দুঃখমজ্ঞানঞ্চানন্তফলং যেষামিতি প্রতিপক্ষভাবনম্। তথাচ হিংসকঃ প্রথমং তাবদ্ বধ্যস্য বীর্য্যমাক্ষিপতি, ততঃ শাস্ত্রাদিনিপাতেন দুঃখয়তি, ততোজীবিতাদপি মোচয়তি। ততো বীর্য্যাক্ষেপাদস্য

টীকা—ব্যাচষ্টে—"তত্র হিংসা" ইতি। প্রাণভৃদ্ভেদস্যাপরিসংখ্যেয়ত্বান্নিয়ম-বিকল্পসমুচ্চয়াঃ সম্ভবিনঃ হিংসাদিষু। তত্রাধর্ম্মতঃ তমঃ সমুদ্রেকে সতি চতুর্বিধ-বিপর্য্যয়লক্ষণস্যাজ্ঞানস্যাপ্যুদয় ইত্যজ্ঞানফলত্বমপোতেষামিতি, দুঃখাজ্ঞানানন্ত-ফলত্বমেব হি প্রতিপক্ষভাবনং, তদ্বশাদেভ্যো নিবৃত্তিরিতি। তদেব প্রতিপক্ষ-ভাবনং স্ফোরয়তি। "বধ্যস্য" ইতি। বধ্যস্য—পশ্বাদেঃ বীর্য্যং—প্রযত্নং কায়-

(৩৪) বিতর্কাঃ তদাখ্যয়া পরিভাষিতা হিংসাদয়ঃ প্রথমত স্ত্রিধা ভিদ্যন্তে। তত্র স্বয়ং নিষ্পা-দিতাঃ কৃতাঃ। স্বকৃতান্তদ্বারা কৃতাঃ কারিতাঃ। অন্যেন ক্রিয়মাণা অঙ্গীকৃতাঃ অনুমোদিতাঃ। এতে লোভমোহক্রোধপূর্ব্বকাঃ লোভাদিজন্যা ইত্যর্থঃ। লোভাদিত্রয়জন্যত্বাচ্চৈতেষাং পুনঃ প্রত্যেকং ত্রিধা ভেদঃ। তে চ ভেদাঃ মৃদুমধ্যাধিমাত্ররূপাঃ। অধিমাত্রাঃ তীব্রাঃ। এতেন মৃদ্বাদ্য-বস্থাভেদাৎ তেষাং পুনস্ত্রৈবিধ্যম্। ইত্থং সপ্তবিংশতিধা হিংসাদয়ঃ প্রত্যেকং দুঃখং প্রতি-কূলবেদনীয়াং চিত্তবৃত্তিং নরকং বা। অজ্ঞানং আত্মাদিরূপং স্থাবরাদিভাবং বা অনন্তম্ অসংখ্যম্, অপরিচ্ছিন্নং বা ফলমতীতি প্রতিপক্ষভাবনং প্রতিপক্ষস্য্যভাবনায়াঃ স্বরূপম্।

চেতনা-চেতনমুপকরণং ক্ষীণবীর্য্যং ভবতি, দুঃখোৎপাদান্নরকতির্য্যক্প্রেতাদিষু দুঃখমনুভবতি, জীবিতব্যপরোপণাৎ প্রতিক্ষণং চ জীবিতাত্যয়ে বর্ত্তমানো মরণমিচ্ছন্নপি দুঃখবিপাকস্য নিয়তবিপাকবেদনীয়ত্বাৎ কথঞ্চিদেবোচ্ছ্বসিতি। যদি চ কথঞ্চিৎ পুণ্যাদপগতা (পুণ্য বাপগতা) হিংসা ভবেত্তত্র সুখপ্রাপ্তৌ ভবেদল্পায়ুরিতি; এবমনৃতাদিষ্বপি যোজ্যং যথা সম্ভবম্। এবং বিতর্কাণাং চামুমেবানুগতং বিপাকমনিষ্টং ভাবয়ন্ন বিতর্কেষু মনঃ প্রণিদধীত। প্রতিপক্ষভাবনাদ্ হেতোর্হেয়া বিতর্কাঃ ॥ ৩৪ ॥ যদাস্য স্যুরপ্রসবধর্ম্মাণস্তদা তৎকৃতমৈশ্বর্য্যং যোগিনঃ সিদ্ধিসূচকং ভবতি তদ্‌যথা,—

ব্যাপারহেতুং প্রথমমাক্ষিপতি যূপনিয়োজনেন তেন হি পশোরপ্রাগলভ্যং ভবতি, শেষমতিস্ফুটম্॥ ৩৪ ॥ উক্তা যমনিয়মাস্তদপবাদকানাং চ বিতর্কাণাং প্রতিপক্ষভাবনাতো হানিরুক্তা, সম্প্রত্যপ্রত্যূহং যমনিয়মাভ্যাসাৎতত্তৎসিদ্ধিপরিজ্ঞানসূচকানি চিহ্নান্যুপন্যস্যতি। যৎপবিজ্ঞানাদ্ যোগী তত্র তত্র কৃতকৃত্যঃ কর্ত্তব্যেষু প্রবর্ত্ততে ইত্যাহ—"যদাস্য" ইতি। সূং "অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। বিতর্ক-নামক হিংসাদি তিনপ্রকার;—স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বা স্বয়ংকৃত, অন্যের অনুরোধে কৃত, এবং অন্যের অনুমোদনে বা অনুমতিক্রমে কৃত। এই ত্রিবিধ বিতর্ক অর্থাৎ হিংসাদি বৃত্তি, লোভ মোহ ও ক্রোধপূর্ব্বক এবং অল্প, অধিক ও মধ্যভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে কোন প্রকারে হিংসাদি করা হউক, সমস্তই দুঃখ, অজ্ঞান ও অসংখ্যবিধ দুঃখফল প্রসব করিবে, ইহা ভাবিতে হইবে। ঐরূপ ভাবনার নাম প্রতিপক্ষভাবনা। নিজে হিংসা করিলে না বলিয়া অহিংসক হইলে, এরূপ মনে করিও না। নিজেই কর, অন্যের দ্বারাই করাও, আর কেহ করিলে তাহাতে অনুমোদনই বা কর,—হিংসার সম্পর্কে থাকিলেই তোমাকে হিংসাদোষে দূষিত হইতে হইবে। চুরী নিজে কর, অন্যের দ্বারা করাও, বা পরকৃতচৌর্য্যে অনুমোদন কর,—করিলেই তোমাকে চৌর্য্যদোষে দূষিত হইতে হইবে। এই জন্যই যোগীদিগের মতে হিংসা প্রভৃতি বিতর্কবৃত্তি সকল ত্রিবিধ। স্বয়ংকৃত (১), অন্যের দ্বারা কারিত (২), এবং অনুমোদিত (৩); এই

তিনপ্রকার বিতর্কই, লোভ, ক্রোধ ও মোহ-মূলক। লোভ থাকিলে তোমার হিংসাদি হইবেই হইবে। ক্রোধ থাকিলেও হিংসাদি ঘটিবে। মোহও (বুঝিতে না পারা অথবা জ্ঞানমালিন্য) হিংসাদি জন্মায়। ভাবিয়া দেখ, তুমি ছাগ-মাংসের লোভে নিজে হউক বা পরের দ্বারা হউক ছাগবধ কর কি না। ঘাতুকদিগের দোকানের মাংস ক্রয় করিয়া তাহাদের কৃত হিংসার অনুমোদন কর কি না। ভাবিয়া দেখ, ক্রোধে অধির হইলে তুমি স্বতঃপরতঃ শত্রুবিনাশের চেষ্টা কর কি না। শত্রুবিনাশ হইয়াছে শুনিয়া, যাঁড়ের শত্রু বাঘে মারিয়াছে ভাবিয়া, আমোদ কর কি না। ভাবিয়া দেখ, মনুষ্যের চিত্তে মোহ থাকিলে, তাহা হইতে হিংসা ঘটে কি না। "ব্রথ্ খাইলে বল হইবে"—"বলিদান করিলে ধর্ম্ম হইবে"—ইত্যাদি অনেক প্রকার বুদ্ধিমোহও আছে। সকলের সকল সময়ে সমানরূপে লোভাদি উৎপন্ন হয় না। কখনও বা কাহারও মৃদু, কখনও বা মধ্য, কখনও বা কাহারও তীব্ররূপে উৎপন্ন হয়; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত হিংসাদি মৃদু, মধ্য ও তীব্র,—এই তিন প্রকার। লোভের অল্পতায় হিংসাব অল্পতা, লোভের মধ্যতায় হিংসার মধ্যতা ও লোভের তীব্রতায় হিংসাব তীব্রতা হওয়া দৃষ্ট হয়। ক্রোধ ও মোহ সম্বন্ধেও ঐরূপ ব্যবস্থা জানিবে। হিংসা, চৌর্য্য, কামিত্ব, অর্থ-গৃধ্নুতা—এ সমুদায়ই যোগশত্রু। অল্পই হউক, মধ্যই হউক, বা তীব্রই হউক, উহাদের ভবিষ্যৎ ফল অনন্ত অজ্ঞান। অর্থাৎ সকল মনোবৃত্তির দ্বারাই জীব কলুষিত হইয়া বিবিধ দুঃখ ও ভ্রান্তিসংশয়াদিরূপ বিবিধ অজ্ঞানদশায় নিপতিত হয়। ইহা জানিয়া যিনি সর্ব্বদা হিংসাদির দোষ অনুসন্ধান করেন,—হিংসায় দুঃখ হয়, নরক হয়, ইত্যাদিপ্রকার চিন্তা করেন, তিনিই অহিংসক হইতে পারেন।

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্যম্। সর্ব্বপ্রাণিনাং ভবতি ॥ ৩৫

টীকা। শাশ্বতিকবিরোধা অপি অশ্বমহিষমূষকমার্জ্জারাহিনকুলাদয়োঽপি ভগবতঃ প্রতিষ্ঠিতাহিংসস্য সন্নিধানাত্তচ্চিত্তানুকারিণো বৈরং পরিত্যজ-ন্তীতি ॥ ৩৫ ॥ "সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্"।

---

(৩৫) অহিংসায়াঃ প্রতিষ্ঠা প্রকর্ষপ্রাপ্তিঃ সিদ্ধিরিতি যাবৎ। তস্যাং সত্যাং তস্য অহিংসকস্য মুনেঃ সন্নিধৌ সহজবিরোধিনামপি অহিনকুলাদীনাং বৈরত্যাগঃ নির্ব্বৎসরতয়াবস্থানং ভবতি। হিংস্রাঃ হিংস্রত্বং ত্যজন্তীত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্যার্থ। চিত্ত যদি হিংসাবৃত্তিশূন্য হয়, অহিংসাধর্ম্ম যদি প্রবল ও পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তোমার নিকটে হিংস্রজন্তরাও অহিংস্র হইয়া থাকিবে। তখন তুমি ব্যাঘ্র ভল্লুক ও সর্পপূর্ণ গিরিগহ্বরে বা অরণ্যে থাকিয়াও নিরাপদে সমাহিত হইতে পারিবে, কেহ তোমার হিংসা করিবে না। ব্যাঘ্র ভল্লুকেরাও সর্পেরা যে তোমার হিংসা করে, সে কেবল তাহাদের দোষ নহে, তাহাতে তোমারও দোষ আছে। তুমি হিংসা কর বলিয়া তাহারাও তোমার হিংসা করে। তোমার মন হিংসার আশঙ্কা করে বলিয়া তাহারাও তোমাকে শত্রুজ্ঞানে হিংসা করে। মনুষ্য দেখিবামাত্র তাহাদের যে হিংসাবৃত্তি উদিত হয় তাহা মনুষ্যের দোষেই হয়। তোমরা যদি হিংসাকে ভুলিয়া যাও, তাহা হইলে তোমাদের এমন এক অপূর্ব্ব শ্রী উৎপন্ন হইবে যে, তাহা তাহাদের অতীব তৃপ্তিকর ও বিশ্বাসের আকর বলিয়া বোধ হইবে। সুতরাং তাহাদের চিত্তে অণুমাত্রও হিংসার উদয় হইবে না। এ কথা মহাভারতেও লিখিত আছে। যথা—"অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্ত্বা যশ্চরতে মুনিঃ। ন তস্য সর্ব্বভূতেভ্যো ভয়মুৎপদ্যতে ক্বচিৎ" ॥

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্যম্। ধার্ম্মিকো ভূয়া ইতি ভবতি ধার্ম্মিকঃ, স্বর্গং প্রাপ্নুহীতি স্বর্গংপ্রাপ্নোতি, অমোঘাস্য বাগ্ ভবতি ॥ ৩৬ ॥

টীকা। ক্রিয়াসাধ্যৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ক্রিয়া, তৎফলং চ স্বর্গনরকাদি, তে এবা-শ্রয়তীত্যাশ্রয়স্তস্য ভাবস্তত্ত্বম্। তদস্য ভগবতো বাচো ভবতীতি। ক্রিয়াশ্রয়ত্ব-মাহ—"ধার্ম্মিকঃ" ইতি। ফলাশ্রয়ত্বমাহ "স্বর্গম্" ইতি। অমোঘা—অপ্রতিহতা ॥ ৩৬ ॥ "অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্"।

তাৎপর্য্যার্থ। মিথ্যাকে যদি জন্মের মতন ভুলিতে পার, অর্থাৎ তোমার চিত্ত যদি কখনও কোন প্রকার মিথ্যাসম্পর্কে কলুষিত না হয়, কেবলমাত্র সত্যই যদি তোমার হৃদয়ে স্ফুরিত থাকে, তাহা হইলে তোমার অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলও তোমার অধীন হইবে, অর্থাৎ বাক্‌সিদ্ধি হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, তোমার বাক্যের বলে লোক সকল পুণ্যকার্য্য না করিয়াও পুণ্যফল প্রাপ্ত হইবে। স্বর্গে যাও—বলিলে পুণ্যানুষ্ঠান না করিয়াও তাহারা স্বর্গে যাইবে।

(৩৬) সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং সত্যাং ক্রিয়ায়া ধর্ম্মাধর্ম্মরূপায়াঃ ফলং স্বর্গনরকাদি তস্য আশ্রয়ত্বং স্বাধীনত্বম্। বাঙ্মাত্রেণৈব তদ্দাতৃত্বম্। অমোঘবাক্ ভবতীত্যর্থঃ।

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্ ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্যম্। সর্ব্বদিক্স্থান্যস্যোপতিষ্ঠন্তে রত্নানি ॥ ৩৭ ॥

টীকা। সুবোধম্ ॥ ৩৭ ॥ "ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ"।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বোক্ত অচৌর্য্য যদি দৃঢ়মূল হইয়া যায়—অর্থাৎ যদি তুমি পরস্বাপহরণের স্বপ্নপর্য্যন্তও না দেখ,—তাহা হইলে তোমার নিকট সমস্ত রত্ন আপনা হইতেই উপস্থিত হইবে (সর্ব্বরত্নলাভের তৃপ্তি জন্মিবে)।

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্যম্। যস্য লাভাদপ্রতিঘান্ গুণানুৎকর্ষয়তি, সিদ্ধশ্চ বিনেয়েষু জ্ঞানমাধাতুং সমর্থো ভবতীতি ॥ ৩৮ ॥

টীকা। বীর্য্যং—সামর্থ্যং, যস্য লাভাদ্ অপ্রতিঘান্—অপ্রতীঘাতান্, গুণান্—অণিমাদীন্, উৎকর্ষয়তি—উপচিনোতি, সিদ্ধশ্চ—তারাদিভিরষ্টাভিঃ সিদ্ধিভিরূহাদ্যপরনামভিরুপেতো, বিনেয়েষু—শিষ্যেষু, জ্ঞানং—যোগতদঙ্গবিষয়মাধাতুং সমর্থো ভবতীতি ॥ ৩৮ ॥ "অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথংতাসম্বোধঃ।"

তাৎপর্য্যার্থ। ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বীর্য্যনিরোধ-সামর্থ্য সুসিদ্ধ হইলে বীর্য্য অর্থাৎ নিরতিশয় সামর্থ্য জন্মে। বীর্য্যের বা চরম-ধাতুর কণামাত্রও যদি বিকৃত বা বিচলিত না হয়,—ভ্রমক্রমেও যদি তোমার মনে কামোদয় না হয়—স্বপ্নেও যদি তোমার কামচাঞ্চল্য না জন্মে,—তাহা হইলে তোমার চিত্তে এমন এক অদ্ভুত সামর্থ্য জন্মিবে যে, তদ্বলে তোমার চিত্ত সর্ব্বত্র অব্যাহত থাকিবার ও একত্র বিনির্বিষ্ট থাকিবার যোগ্য হইবে। তখন তুমি যাহাকে যে উপদেশ দিবে, সে সমস্তই তাহার সফল হইবে।

(৩৭) অস্তেয়ং চৌর্য্যত্যাগঃ। তৎপ্রকর্ষে যোগিনঃ সর্ব্বরত্নোপস্থানং ভবতি। বিনাপ্যভিলাষং তস্য সর্ব্বাণি রত্নান্যুপতিষ্ঠন্ত ইত্যর্থঃ।

(৩৮) ব্রহ্মচর্য্যসিদ্ধৌ বীর্য্যস্য নিরতিশয়সামর্থ্যস্য লাভো ভবতি। অণিমাদিশক্ত্যুপস্থিতির্ভবতি শিষ্যেষু চোপদেশঃ ফলতীতি নির্গলিতার্থঃ।

অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসম্বোধঃ ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্যম্। অস্য ভবতি, কোঽহমাসং, কথমহমাসং, কিং স্বিদিদং, কথং স্বিদিদং, কে বা ভবিষ্যামঃ, কথং বা ভবিষ্যামঃ ইতি, এবমস্য পূর্ব্বান্তপরান্তমধ্যেষাত্মভাবজিজ্ঞাসা স্বরূপেণোপাবর্ত্ততে। এতা যমস্থৈর্য্যে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ নিয়মেষু বক্ষ্যামঃ।

টীকা। নিকায়বিশিষ্টৈর্দেহেন্দ্রিয়াদিভিবভিসম্বন্ধো জন্ম, তস্য কথংতা—কিংপ্রকারতা, তস্যাঃ সম্বোধঃ—সাক্ষাৎকারঃ, সপ্রকারাতীন্দ্রিয়শাস্ত্রোদিতাব্যপদেশ্যজন্মপরিজ্ঞানমিতি যাবৎ। অতীতং জিজ্ঞাসতে "কোঽহমাসম্" ইতি। তস্যৈব প্রকারভেদমুৎপত্তৌ স্থিতৌ চ জিজ্ঞাসতে "কথমহমাসম্" ইতি। বর্ত্তমানস্য জন্মনঃ স্বরূপং জিজ্ঞাসতে "কিংস্বিদ্" ইতি। শরীরং ভৌতিকং, কিং ভূতানাং সমূহমাত্রম্, আহো স্বিত্তেভ্যোঽন্যদিতি। অত্রাপি কথং স্বিদিত্যনুষঞ্জনীয়ম্। ক্বচিৎ তু পঠ্যত এব। অনাগতং জিজ্ঞাসতে—"কে বা ভবিষ্যাম" ইতি। অত্রাপি কথং স্বিদিত্যনুষঙ্গঃ। "এবমস্য" ইতি। পূর্ব্বান্তঃ—অতীতঃ কালঃ, পরান্তঃ—ভবিষ্যন্, মধ্যঃ—বর্ত্তমানঃ, তেষ্বাত্মনো ভাবঃ—শরীরাদিসম্বন্ধঃ, তস্মিন্ জিজ্ঞাসা ততশ্চ জ্ঞানম্। যো হি যদিচ্ছতি স তৎকরোতি ইতি ন্যায়াৎ॥ "শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ"।

তাৎপর্য্যার্থ। অপরিগ্রহ যখন স্থির হয়, দৃঢ় হয়, যোগী তখন অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান জন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারেন। অভিপ্রায় এই যে, ধনাদি বাহ্য দ্রব্য যেমন ভোগের উপকরণ, তেমনি, এই শরীরও ভোগের উপকরণ। অতএব, বাহ্যভোগপরিত্যাগ আরম্ভ করিয়া ক্রমিক-অভ্যাসের দ্বারা যখন দৈহিক-ভোগও পরিত্যাজ্য বলিয়া স্থির হয়,—চিত্তমধ্যে তখন "আমি কি? কি ছিলাম? কোথা হইতে

---

(৩৯) কথমিত্যস্য ভাবঃ কথন্তা কিম্প্রকারতা। জন্মনঃ কথন্তা জন্মকথন্তা। তস্যাঃ সংবোধো জ্ঞানম্। কথময়ং শরীরপরিগ্রহঃ? জন্মান্তরে বা কীদৃক্‌শরীর আসম্? ইত্যেতৎপ্রকারং প্রশ্নমুদ্রীয় তৎসিদ্ধান্তসাক্ষাৎকারী স্যাৎ। অতীতানাগতবর্ত্তমানজন্মপ্রকারপরিজ্ঞানং ভবতীত্যর্থঃ। অত্র ভোগসাধনত্বাৎ শরীরপরিগ্রহেচ্ছাপি পরিগ্রহ ইতি দ্রষ্টব্যম্। অতএব যদা শরীরাদিসর্ব্বপরিগ্রহনৈরপেক্ষ্যেণ মাধ্যস্থ্যমবলম্বতে অশরীর ইব সন্ অপরিগ্রহকাষ্ঠামনুভবতি যোগী তদৈবৈবং জন্মকথন্তা প্রাদুর্ভবতীতি তাৎপর্য্যম্।

আসিলাম? কোথায়ই বা যাইব? কিই বা হইবে?" ইত্যাদি বহুপ্রকার প্রশ্নাত্মক জ্ঞান উদিত হয়। অনন্তর তাঁহার সে সকল প্রশ্নের যথাযথ সিদ্ধান্ত ও প্রকৃত ঘটনা সকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হইতে থাকে। চিত্ত ধনের প্রতি ও দেহের প্রতি আসক্ত থাকাতেই বিক্ষিপ্ত হয়; অর্থাৎ চিত্ত সর্ব্বদাই ধনাদির উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়, চঞ্চল হয়, ক্ষণমাত্রও স্থির থাকে না। স্থির থাকে না বলিয়াই তাহার প্রকাশশক্তির অল্পতা বা হ্রাস থাকে, এবং সেই জন্যই জীব বিষয়াসক্ত অবস্থায় পূর্ব্বাপর জন্মের জ্ঞানে বঞ্চিত থাকে। কিন্তু চিত্ত যখন ভোগের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বাহ্যবস্তু-পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র উক্ত প্রকার অনুসন্ধানার্থ হৃৎপদ্মমধ্যে স্থির থাকে, তখন তাহার প্রকাশ অনন্তগুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া অনুসন্ধাতব্য পদার্থের অতীত ও অনাগত অবস্থা প্রকাশ করিতে থাকে। বিরলাবয়ব তেজকে চতুর্দ্দিক হইতে গুটাইয়া আনিয়া একত্র করিলে তাহা যেমন এক অদ্ভুত প্রকাশ বা বহ্নির আকার ধারণ করে, চতুর্দ্দিকে প্রসর্পিত তরল ও আলোক পদার্থকে একত্র ও ঘনীভূত করিলে তাহা যেমন এক মহৎ প্রকাশরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি চিত্তকেও ধনাদি বাহ্যবস্তু হইতে উঠাইয়া আনিয়া কেবল আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে স্থাপিত করিলে সেও তখন নিরতিশয় মহৎশক্তিসম্পন্ন প্রজ্ঞারূপ ধারণ করে। সে প্রজ্ঞা তখন পূর্ব্বাপর জন্ম প্রকাশ করিয়া আরও অধিক দূরে গমন করে।

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ ॥ ৪০ ॥

ভাষ্যম্। স্বাঙ্গে জুগুপ্সায়াং শৌচমারভমাণঃ কায়াবদ্যদর্শী কায়ানভিষঙ্গী যতির্ভবতি। কিঞ্চ পরৈরসংসর্গঃ কায়স্বভাবাবলোকী স্বমপি কায়ং জিহাসুর্ম্মৃজ্জলাদিভিরাক্ষালয়ন্নপি কায়শুদ্ধিমপশ্যন্ কথং পরকায়ৈরত্যন্তমেবাপ্রয়তৈঃ সংসৃজ্যেত ॥ ৪০ ॥ কিঞ্চ—

টীকা। অনেন বাহ্যশৌচসিদ্ধিসূচকং কথিতম্ ॥৪০॥ আন্তরসিদ্ধিসূচকমাহ—"কিঞ্চ" ইতি। "সত্ত্বশুদ্ধি সৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ" ॥৪০॥

(৪০) শৌচাৎ বাহ্যশৌচাৎ স্বস্য অঙ্গেষু জুগুপ্সা অশুচিরয়ং দেহ ইত্যেবংরূপা ঘৃণা জায়তে। সুতরাং পরৈরসংসর্গঃ পরসংসর্গ বর্জ্জনং ভবতি।

তাৎপর্য্যার্থ। শৌচসিদ্ধির দ্বারা আপন শরীরের প্রতি তুচ্ছজ্ঞান জন্মে এবং পরসঙ্গেচ্ছাও পরিত্যক্ত হয়। "যম"-নামক যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানের দ্বারা যে যে সুফল লাভ হয়, তাহা বলা হইল। এক্ষণে "নিয়ম"-নামক যোগাঙ্গের দ্বারা যে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহা বলা আবশ্যক। তন্মধ্যে বাহ্যশৌচ অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে আত্মশরীরের প্রতি একপ্রকার জুগুপ্সা অর্থাৎ ঘৃণা জন্মে। তখন আর জলবুদ্বুদতুল্য মরণধর্ম্মী ও মলমূত্রাদিপূর্ণ অন্নবিকার শরীরের প্রতি কোনপ্রকার আস্থা বা আদর থাকে না। পরশরীর-সংসর্গের ইচ্ছাও নিবৃত্ত হয়। সুতরাং সে তখন নিষ্প্রতিবন্ধকে ও নিরাকুল চিত্তে যোগসাধন করিতে পারে।

সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ ॥ ৪১ ॥

ভাষ্যম্। ভবন্তীতি বাক্যশেষঃ। শুচেঃ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, ততঃ সৌমনস্যং, তত ঐকাগ্রং, তত ইন্দ্রিয়জয়ঃ, ততশ্চাত্মদর্শনযোগ্যত্বং বুদ্ধিসত্ত্বস্য ভবতি, ইত্যেতচ্ছৌচস্থৈর্য্যাদধিগম্যত ইতি ॥ ৪১ ॥

টীকা। চিত্তমলানামাক্ষালনে চিত্তসত্ত্বমমলং প্রাদুর্ভবতি, বৈমল্যাচ্চ তৎ-সৌমনস্যং—স্বচ্ছতা, স্বচ্ছে তদেকাগ্রং, ততো মনস্তন্ত্রাণামিন্দ্রিয়াণাং তজ্জয়াজ্জয়ঃ, তত আত্মদর্শনযোগ্যত্বং বুদ্ধিসত্ত্বস্য ভবতীতি ॥ ৪১ ॥ "সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ।

তাৎপর্য্যার্থ। আভ্যন্তর শৌচ আরম্ভ করিলে আদৌ সত্ত্বশুদ্ধি, ক্রমে সৌমনস্য, ক্রমে একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়জয় এবং আত্মদর্শন ক্ষমতা জন্মে। ভাবশুদ্ধিরূপ আভ্যন্তরশৌচ যখন পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, অন্তঃকরণ তখন এরূপ অভূতপূর্ব্ব সুখময় ও প্রকাশময় হয় যে, সে তখন সর্ব্বদাই পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত থাকে এই পূর্ণ-পরিতৃপ্ততার অন্য নাম সৌমনস্য। সৌমনস্য জন্মিলে একাগ্রশক্তি প্রাদুর্ভূত হয় একাগ্রশক্তি জন্মিলে ইন্দ্রিয়জয় হয়, ইন্দ্রিয়জয় হইলেই চিত্ত তখন আত্মা দেখিবার যোগ্য হয়।

সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ ॥ ৪২ ॥

(৪১) শৌচাৎ ইত্যনুবর্ত্তনীয়ম্। ভবন্তীতি শেষঃ। সত্ত্বং সুখপ্রকাশাদিমদ্বস্তু। তস্য শুদ্ধিঃ রজস্তমোভ্যামনভিভবঃ। সৌমনস্যং খেদানুভবরূপা মানসী প্রীতিঃ। একাগ্রতা চিত্ত-স্থৈর্য্যম্। ইন্দ্রিয়জয়ঃ বিষয়পরাঙ্মুখানামিন্দ্রিয়াণাম্ আত্মন্যেবাবস্থানম্। আত্মদর্শনম্ আত্ম-সাক্ষাৎকারঃ তৎক্ষমত্বং বা। এতানি ক্রমেণাভ্যন্তরশৌচাৎ প্রাদুর্ভবন্তীত্যর্থঃ।

(৪২) "যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্। তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতিঃ ষোড়শীং কলাম্॥" ইত্যুক্ততৃষ্ণাক্ষয়রূপাৎ সন্তোষপ্রকর্ষাৎ নিষ্কামস্য যোগিনোঽনুত্তমম্ অতিশয়-যুক্তবিষয়নিরপেক্ষত্বাৎ নিরতিশয়ং সুখং ভবতীত্যর্থঃ।

ভাষ্যম্। তথাচোক্তং "যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্। তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্" ইতি ॥ ৪২ ॥

টীকা। ন বিদ্যতেঽস্মাদুত্তম ইত্যনুত্তমঃ। যথাচোক্তং যযাতিনা পুরৌ যৌবনমর্পয়তা—"যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতাম্। তাং তৃষ্ণাং সংত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখেনৈবাভিপূর্য্যতে"। তদেতদ্ দর্শয়তি "যচ্চ কামসুখম্" ইত্যাদিনা ॥৪২॥ তপঃসিদ্ধিসূচকমাহ—"কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। সন্তোষ সিদ্ধ হইলে, অভ্যস্ত হইলে, যোগী একপ্রকার উপমারহিত সুখ প্রাপ্ত হন। সে সুখ বিষয়নিরপেক্ষ। সুতরাং তাহা নিরতিশয়। অর্থাৎ তাহা তারতম্যরহিত নিবিড় সুখ।

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ ॥ ৪৩ ॥

ভাষ্যম্। নির্বর্ত্ত্যমানমেব তপো হিনস্ত্যশুদ্ধ্যাবরণমলং; তদাবরণমলাপগমাৎ কায়সিদ্ধিঃ অণিমাদ্যা, তথেন্দ্রিয়সিদ্ধিঃ দূরাচ্ছ্রবণদর্শনাদ্যেতি ॥ ৪৩ ॥

টীকা। অশুদ্ধিলক্ষণমাবরণং তামসমধর্ম্মাদি। অণিমাদ্যা—মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তিশ্চ। সুগমম্॥৪৩॥ স্বাধ্যায়সিদ্ধিসূচকমাহ—"স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রযোগঃ।

তাৎপর্য্যার্থ। যে কোন তপস্যা হউক, ক্রমে দৃঢ় হইলে অর্থাৎ তপোনিষ্ঠ হইলে শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে তদ্গতচিত্তে কৃচ্ছ্রব্রত প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত তপস্যায় রত থাকিলে ক্রমে তাঁহার শরীরের ও মনের শক্তিপ্রতিবন্ধক বা জ্ঞানের আবরণ বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তখন সেই তপঃসিদ্ধ যোগী শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের উপর যথেচ্ছ ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন; অর্থাৎ তখন তিনি আপন শরীরকে ইচ্ছামাত্র অণুতুল্য এবং বৃহৎ করিতেও পারেন। ইন্দ্রিয়দিগকে চর্ম্মচক্ষুর অতীত সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম পদার্থে ও সুদূরবর্ত্তী পদার্থে সংযুক্ত করিতে পারেন।

---

(৪৩) তপসঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদেরভ্যস্যমানাৎ ক্লেশাদিলক্ষণাশুদ্ধিক্ষয়দ্বারেণ যোগিনঃ কায়স্য ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ সিদ্ধিঃ সামর্থ্যবিশেষো জায়ত ইতি শেষঃ। কায়স্য সিদ্ধির্যথেচ্ছমণুত্বাদিসামর্থ্যম্। ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ সিদ্ধিঃ সূক্ষ্মব্যবহিতদূরস্থবস্তুগ্রহণসামর্থ্যমিতি ভেদঃ।

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ ॥৪৪॥

ভাষ্যম্। দেবা ঋষয়ঃ সিদ্ধাশ্চ স্বাধ্যায়শীলস্য দর্শনং গচ্ছন্তি, কার্য্যে চাস্য বর্ত্তন্তে ইতি ॥ ৪৪ ॥

টীকা। সুগমম্ ॥ সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ।

তাৎপর্য্যার্থ। স্বাধ্যায়ের উৎকর্ষ হইলে ইষ্টদেবতাসন্দর্শন হয়। অভিপ্রায় এই যে, তন্মনা হইয়া, সংযতচিত্ত হইয়া সদাসর্ব্বদা প্রণবজপ ইষ্টমন্ত্রজপ, ইষ্ট দেবতার স্তোত্রপাঠ কিংবা অন্য কোন শাস্ত্রবাক্য পাঠ করিতে করিতে ক্রমে যখন তাহা পরিপক্ব অর্থাৎ পরম বা উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই স্বাধ্যায়নিষ্ঠ বা জপাদিপরায়ণ যোগীর ইষ্টদেবতাদি-সন্দর্শন হয় (বিবিধ-দিব্যমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হয়)।

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥ ৪৫ ॥

ভাষ্যম্। ঈশ্বরার্পিতসর্ব্বভাবস্য সমাধিসিদ্ধিঃ, যয়া সর্ব্বমীপ্সিত-মবিতথং জানাতি, দেশান্তরে দেহান্তরে কালান্তরে চ ততোঽস্য প্রজ্ঞা যথাভূতং প্রজানাতীতি ॥ ৪৫ ॥ উক্তাঃ সহ সিদ্ধিভির্যমনিয়মা, আসনাদীনি বক্ষ্যামঃ। তত্র—

টীকা। ন চ বাচ্যমীশ্বরপ্রণিধানাদেব চেৎ সম্প্রজ্ঞাতস্য সমাধেরঙ্গিনঃ সিদ্ধিঃ কৃতং সপ্তভিরঙ্গৈরিতি। ঈশ্বরপ্রণিধানসিদ্ধৌ দৃষ্টাদৃষ্টাবান্তরব্যাপারেষু তেষামুপযোগাৎ, সম্প্রজ্ঞাতসিদ্ধৌ চ, সংযোগপৃথক্ত্বেন দধ্ন ইব ক্রত্বর্থতা পুরুষার্থতা চ। ন চৈবমনন্তরঙ্গতা ধারণাধ্যানসমাধীনাম। সম্প্রজ্ঞাতসিদ্ধৌ সম্প্রজ্ঞাত সমানগোচরতয়াঙ্গান্তরেভ্যোঽতদ্গোচরেভ্যোঽস্যান্তরঙ্গত্বপ্রতীতেঃ। ঈশ্বরপ্রণি ধানমপি হি ঈশ্বরগোচরং, ন সম্প্রজ্ঞেয়গোচরমিতি বহিরঙ্গমিতি সর্ব্বমবদাতম। প্রজানাতীতি প্রজ্ঞাপদব্যুৎপত্তির্দর্শিতা ॥ ৪৫ ॥ উত্তরসূত্রমবতারয়তি—"উক্তাঃ সহ সিদ্ধিভির্যমনিয়ম, আসনাদীনি বক্ষ্যাম" ইতি। তত্র "স্থিরসুখমাসনম" ॥

(৪৪) প্রণবাদিজপরূপঃ স্বাধ্যায়ো যদা প্রকৃষ্যতে তদা ইষ্টয়া অভীপ্সিতয়া দেবতয়া সহ তস্য সম্প্রয়োগঃ সন্দর্শনসম্ভাষণাদিকং ভবতি।

(৪৫) প্রাগুক্তলক্ষণমীশ্বরপ্রণিধানং যদা প্রকৃষ্যতে কাষ্ঠাগতং ভবতি তদা ঈশ্বরার্পিতসর্ব্ব ভোগস্য যোগিনো ভক্তস্যৈব প্রোক্তলক্ষণঃ সমাধিঃ সিধ্যতি। ন চাঙ্গাঙ্গবৈয়র্থ্যং বিকল্পাভ্যুপগমাৎ।

তাৎপর্য্যার্থ। ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরে চিত্তনিবেশ যখন পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়, তখন অন্য কোন সাধনা করিলেও ঈশ্বরেচ্ছাবলে উৎকৃষ্ট সমাধি লাভ হয়। ঈশ্বরপ্রণিধাতা যোগীর, যোগ বা সমাধি লাভের নিমিত্ত অন্য কোন যোগাঙ্গ অবলম্বন করিতে হয় না। একমাত্র ভক্তির বলেই তিনি ঈশ্বরে সমাহিত হন। ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি কেবল ভক্তির দ্বারাই ঈশ্বরকে উদ্বোধিত বা প্রসন্ন করত তদীয় অনুগ্রহের তেজে আত্মক্লেশ দগ্ধ ও বিঘ্নসমূহ বিনষ্ট করিয়া নিষ্প্রতিবন্ধকে সমাহিত ও যোগফলপ্রাপ্ত হন।

স্থিরসুখমাসনম্ ॥ ৪৬ ॥

ভাষ্যম্। তদ্‌যথা—পদ্মাসনং, বীরাসনং, ভদ্রাসনং, স্বস্তিকং দণ্ডাসনং, সোপাশ্রয়ং, পর্য্যঙ্কং, ক্রৌঞ্চনিষদনং, হস্তিনিষদনং, উষ্ট্রনিষদনং, সমসংস্থানং, স্থিরসুখং, যথাসুখঞ্চ, ইত্যেবমাদীতি ॥ ৪৬ ॥

টীকা। স্থিরং—নিশ্চলং, যৎসুখং—সুখাবহং, তদাসনমিতি সূত্রার্থঃ। আস্যতেঽত্র, আস্তে বানেনেত্যাসনম্। তস্য প্রভেদানাহ "তদ্‌যথা" ইতি। পদ্মাসনং প্রসিদ্ধম্। স্থিতস্যৈকতরঃ পাদো ভূন্যস্ত একতরশ্চাকুঞ্চিতজানোরুপরিন্যস্ত ইত্যেতদ্বীরাসনম্। পাদতলে বৃষণসমীপে সম্পুটীকৃত্য তস্যোপরি পাণিকচ্ছপিকাং কুর্য্যাৎ তদ্ ভদ্রাসনম্। সব্যমাকুঞ্চিতং চরণং দক্ষিণজঙ্ঘোর্বন্তরে দক্ষিণং চাকুঞ্চিতং বামজঙ্ঘোর্বন্তরে নিক্ষিপেদেতৎ স্বস্তিকম্। উপবিশ্য শ্লিষ্টাঙ্গুলিকৌ শ্লিষ্টগুল্‌ফৌ ভূমিশ্লিষ্টজঙ্ঘোরুপাদৌ প্রসার্য্য দণ্ডাসনমভ্যসেৎ। যোগপট্টকং যোগাৎসোপাশ্রয়ম্। জানুপ্রসারিতবাহ্বোঃ শয়নং পর্য্যঙ্কঃ। ক্রৌঞ্চনিষদনাদীনি ক্রৌঞ্চাদীনাং নিষণ্ণানাং সংস্থানদর্শনাৎপ্রত্যেতব্যানি। পার্ষ্ণিপাদাগ্রাভ্যাং দ্বয়োরাকুঞ্চিতয়োরন্যোন্যসংপীড়নং সমসংস্থানম্, যেন সংস্থানেনাবস্থিতস্য স্থৈর্য্যং সুখং সিধ্যতি তদাসনং স্থিরসুখম্। তৎ তত্র ভগবতঃ সূত্রকারস্য সংমতং, তস্য বিবরণং—"যথাসুখং চ" ইতি ॥ ৪৬ ॥ আসনস্বরূপমুক্ত্বা তৎসাধনমাহ—"প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্"।

ন বা ভক্তিপক্ষেঽঙ্গবৈকল্যং যমাদীনাং ভক্ত্যাবপ্যঙ্গত্বসম্ভবাৎ। তেষাঞ্চ ভক্তিযোগোত্তরার্থত্বং দগ্ধ ইন্দ্রিয়ক্রতুত্তরার্থত্ববদবিরুদ্ধম্। ন চাঙ্গানামাবশ্যকত্বে তৈরেব সিদ্ধেঃ কিং ভক্ত্যেতি বাচ্যম্। ভক্তিহীনৈর্যমাদিভিশ্চিরেণ ভক্তিযুতৈশ্চাচিরেণেতি চিরাচিরযোগরূপফলপ্রাপ্তিসাধনত্বেন বিকল্পোপপত্তেরিতি দিক্।

(৪৬) আস্যতে উপবিশ্যতেঽনেনেত্যাসনং করচরণাদ্যঙ্গবিন্যাসবিশেষোপবেশনমিত্যর্থঃ। তৎ যদা স্থিরং নিশ্চলং সুখম্ অনুদ্বেজনীয়ঞ্চ ভবতি তদা তদ্ যোগাঙ্গতাং ভজত ইতি ফলিতার্থঃ।

তাৎপর্য্যার্থ। যম ও নিয়ম কি? তাহা যোগের কিরূপ অঙ্গ? এবং কিরূপ উপকারী? তাহা বলা হইল। এক্ষণে আসন কি? এবং তাহার উপকারিতাই বা কিরূপ? তাহা বলা যাইতেছে। শরীর না কাঁপে, না নড়ে, বেদনা প্রাপ্ত না হয়, চিত্তের কোনরূপ উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য না জন্মে,—এরূপ ভাবে উপবেশন করার নাম আসন। এই আসন যোগের বিশেষ উপকারী। আসন সকল শিক্ষাকালে ক্লেশজনক বটে, কিন্তু তাহা অভ্যস্ত হইলে স্থির ও সুখজনক হয়। যতদিন তাহা স্থির ও সুখজনক না হইবে, ততদিন তাহা যোগের উপকার করিবে না।

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥

ভাষ্যম্। ভবতীতি বাক্যশেষঃ। প্রযত্নোপরমাৎ সিদ্ধ্যত্যাসনং, যেন নাঙ্গমেজয়ো ভবতি। অনন্তে বা সমাপন্নং চিত্তমাসনং নির্ব্বর্ত্তয়তীতি ॥ ৪৭ ॥

টীকা। সাংসিদ্ধিকো হি প্রযত্নঃ শরীরধারকো ন যোগাঙ্গস্যোপদেষ্টব্যাসনস্য কারণম্, তস্য তৎকারণত্ব উপদেশবৈয়র্থ্যাৎ, স্বরসত এব তৎসিদ্ধেঃ। তস্মাতুপদেষ্টব্যস্যাসনস্যায়মসাধকো বিরোধী চ স্বাভাবিকঃ প্রযত্নঃ। তস্য চ যাদৃচ্ছিকাসনহেতুতয়াসননিয়মোপহন্তৃত্বাৎ। তস্মাতুপদিষ্টনিয়মাসনমভ্যস্যতা স্বাভাবিকপ্রযত্নশৈথিল্যাত্মা প্রযত্ন আস্থেয়ো, নান্যথোপদিষ্টমাসনং সিধ্যতি, ইতি স্বাভাবিকপ্রযত্নশৈথিল্যমাসনসিদ্ধিহেতুঃ। অনন্তে বা—নাগনায়কে স্থিরতরফণাসহস্রবিধৃতবিশ্বম্ভরামণ্ডলে সমাপন্নং চিত্তমাসনং নির্ব্বর্ত্তয়তীতি ॥ ৪৭ ॥ আসনবিজয়সূচকমাহ—"ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ"।

তাৎপর্য্যার্থ। যোগাঙ্গ বা যোগের উপকারী আসনগুলি (পরিশিষ্ট দেখ) দুই এক দিনে আয়ত্ত হয় না। তাহা না হইলেও স্থির ও অনুদ্বেগজনক হয় না। স্থির ও অনুদ্বেগজনক না হইলেও তাহা যোগের উপকার করে না, প্রত্যুত বিঘ্নকারী

(৪৭) চলত্বাৎ স্থৈর্য্যবিঘাতকস্য স্বাভাবিকপ্রযত্নস্য শৈথিল্যম্ উপরমঃ। আনন্ত্যম্ আকাশাদিগতং মহত্ত্বম্। তত্র সমাপত্তিঃ চেতসস্তাদাত্ম্যপ্রাপ্তিঃ। আভ্যামেব তৎ আসনং স্থিরং সুখঞ্চ ভবতীতি সম্বন্ধঃ। স্বাভাবিকপ্রযত্নোপরমেণ অঙ্গমেজয়ত্বনিবৃত্ত্যা স্থিরম্ আনন্ত্যসমাপত্ত্যা চ আসনদুঃখাভাবৎ[illegible] সুখমিতি বিভাগঃ। অনন্ত ইতি নির্দ্দেশপাঠে তস্য নাগরাজো বিশ্বধর্ত্তা ইত্যর্থঃ কার্য্যঃ।

হয়। এজন্য আসনগুলি শাস্ত্রবিহিত যত্নের দ্বারা অভ্যাস বা আয়ত্ত করিতে হয়। অভ্যাস দৃঢ় হইলে আসন করিতে তখন আর যত্ন লাগে না, কোনরূপ হয় না। ইচ্ছামাত্রেই তাহা তখন সহজে সম্পন্ন করা যায়। এমন কি, তখন ক্লেশও অন্যমনস্ক হইয়াও আসন বাঁধিয়া বসা যায়। ঐরূপ হইলেই জানিবে, আসন সকল আয়ত্ত বা সিদ্ধ হইয়াছে। আসন সিদ্ধ করিবার একটু কৌশল আছে। সে কৌশল কি? তাহা বলা যাইতেছে। এ সকল আসনে স্বাভাবিক প্রযত্ন প্রয়োগ করিও না; অর্থাৎ অযোগী মনুষ্য সদা সর্ব্বদা যেরূপ প্রযত্নে উপবেশন করে, সেরূপ প্রযত্ন পরিত্যাগ করিয়া, যোগশাস্ত্রোক্ত প্রযত্ন শিক্ষা করিয়া, সেই প্রযত্ন প্রয়োগ করত আসন শিক্ষা (অভ্যাস) করিবে। স্বাভাবিক প্রযত্ন বা চিরাভ্যস্ত চেষ্টা বিনষ্ট না হইলে, বাল্যাভ্যস্ত উপবেশন-প্রণালী ভুলিয়া না গেলে, অর্থাৎ হস্ত পদাদির সন্ধিস্থান সকল যথেচ্ছ পরিচালনাদি করিতে না পারিলে, আসন সিদ্ধ হইতে পারিবে না। উদরগৌরব থাকিলে আসন হইবে না। এ সম্বন্ধে একজন যোগী একটী হিন্দী কবিতা বলিয়া গিয়াছেন,—

"চক্‌রে চুতর্ লম্বে পেট্, কভূ না ভেঁই সদ্‌গুরুসে ভেট্।"

যাহার পাছা সরু ও পেট মোটা, সে কোন প্রকারে যোগী হইতে পারে না। এমন কি, তাহার সদ্‌গুরুর দর্শন হয় কি না সন্দেহ। অতএব চিরাভ্যস্ত উপবেশন-প্রযত্ন জয় করিয়া শাস্ত্রোক্ত প্রযত্ন অবলম্বন পূর্ব্বক আসন অভ্যাস করিবে। শাস্ত্রোক্ত-প্রযত্নের মধ্যে একটী বিশেষ প্রযত্ন এই যে, চিত্তকে আকাশে অথবা বিশ্বাধার অন্তরের অসীম ও মহান্ ভাবে নিবিষ্ট করা এবং অহংবুদ্ধিকে দেহ হইতে অন্তর্হিত করা। আসন করিবার সময় চিত্তকে যদি কোন এক মহান্ ভাবে নিমগ্ন রাখিতে পারা যায়; তাহা হইলে আর আসনজনিত দুঃখ অর্থাৎ শরীরের পীড়ন বা অঙ্গমর্দ্দন-জনিত ক্লেশ অনুভূত হয় না; সুতরাং শীঘ্রই আসন জয় করা যায়।

ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ ॥ ৪৮ ॥

ভাষ্যম্। শীতোষ্ণাদিভির্দ্বন্দ্বৈরাসনজয়ান্নাভিভূয়তে ॥ ৪৮ ॥

(৪৮) ততঃ আসনজয়াৎ দ্বন্দ্বৈঃ শীতোষ্ণক্ষুৎপিপাসাদিভিরনভিঘাতঃ তাড়নং ভবতি।

টীকা। নিগদব্যাখ্যাতং ভাষ্যম্। আসনমপ্যুক্তং বিষ্ণুপুরাণে—"এবং ভদ্রাসনাদীনাং সমাস্থায় গুণৈর্যুতম্" ইতি॥ ৪৮॥ আসনানন্তরং তৎপূর্ব্বকতাং প্রাণায়ামস্য দর্শয়ন্ তল্লক্ষণমাহ—"তস্মিন্নিত্যাদি প্রাণায়াম" ইত্যন্তং সূত্রম্॥

তাৎপর্য্যার্থ। আসন জয় হইলে দ্বন্দ্বের দ্বারা অর্থাৎ শীত-গ্রীষ্মাদিরূপ যুগল-পদার্থের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না। অভিপ্রায় এই যে, যোগাসন সিদ্ধ হইলে বিলক্ষণ এক সহিষ্ণুতা-শক্তি জন্মে। তখন শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সমস্তই সহ্য হয়। সুতরাং তখন নির্ব্বিঘ্নে সমাহিত হওয়া যায়। শরীর যদি না নড়ে, মন যদি কোন অনন্তভাবে স্থির থাকে, আবিষ্ট থাকে, শীতোষ্ণাদির দিকে লক্ষ্য না থাকে, তাহা হইলে কি জন্য শীতোষ্ণাদিজনিত দুঃখ হইবে? আসন সিদ্ধ হইলে যে কেবল শীতোষ্ণাদি সহ্য করায় এমন নহে, তাহা প্রাণায়ামেরও বিশেষ সাহায্য করে।

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ॥ ৪৯॥

ভাষ্যম্। সত্যাসনজয়ে বাহ্যস্য বায়োরাচমনং শ্বাসঃ, কৌষ্ঠস্য বায়োর্নিঃসারণং প্রশ্বাসঃ, তয়োর্গতিবিচ্ছেদ উভয়াভাবঃ, প্রাণায়ামঃ॥ ৪৯॥ স তু—

টীকা। রেচকপূরককুম্ভকেষস্তি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদ ইতি প্রাণায়াম সামান্যলক্ষণমেতদিতি। তথাহি—যত্র বাহ্যো বায়ুরাচম্যান্তর্ধার্য্যতে পূরকে, তত্রাস্তি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ, যত্রাপি কোষ্ঠ্যো বায়ুর্বিরিচ্য বহির্ধার্য্যতে রেচকে তত্রাস্তি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ। এবং কুম্ভকেপীতি। তদেতদ্ ভাষ্যেণোচ্যতে—"সত্যাসনজয়" ইতি॥ ৪৯॥ প্রাণায়ামবিশেষত্রয়লক্ষণসূত্রমবতারয়তি "সতু" ইতি। "বাহ্যেত্যাদি সূক্ষ্মঃ" ইত্যন্তং সূত্রম্॥

তাৎপর্য্যার্থ। প্রাণায়াম কি? না—শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া তদুভয়কে শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অধীন করা বা স্থানবিশেষে বিধৃত করা। আসন সিদ্ধ হইলে এই দুঃসাধ্য কার্য্য সহজে সম্পন্ন করা যায়, নচেৎ বড়ই দুষ্কর।

(৪৯) তস্মিন্ আসনজয়ে সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্বাহ্যকৌষ্ঠ্যবায়োর্যা অন্তর্বহির্গতিঃ তস্যা যো বিচ্ছেদঃ সঃ প্রাণায়ামঃ। স চ আসনজয়াৎ সুখেন সেৎস্যতীতি বিভাবনীয়ম্।

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকাল-
সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ॥ ৫০ ॥

ভাষ্যম্। যত্র প্রশ্বাসপূর্ব্বকো গত্যভাবঃ স বাহ্যঃ, যত্র শ্বাস-পূর্ব্বকো গত্যভাবঃ স আভ্যন্তরঃ তৃতীয়ঃ স্তম্ভবৃত্তির্যত্রোভয়াভাবঃ সকৃৎ প্রযত্নাৎ ভবতি, যথা তপ্তে ন্যস্তমুপলে জলং সর্ব্বতঃ সঙ্কোচ-মাপদ্যতে তথা দ্বয়োর্যুগপদ্ভবত্যভাব ইতি। ত্রয়োঽপ্যেতে দেশেন পরিদৃষ্টাঃ ইয়ানস্য বিষয়ো দেশ ইতি, কালেন পরিদৃষ্টাঃ

টীকা। বৃত্তি—শব্দঃ প্রত্যেকং সংবধ্যতে। রেচকমাহ—"যত্র প্রশ্বাস" ইতি। পূরকমাহ "যত্রশ্বাস" ইতি। কুম্ভকমাহ—"তৃতীয়" ইতি। তদেব স্ফুটয়তি—"যত্রোভয়োঃ" ইতি। যত্রোভয়োঃ শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ সকৃদেব বিধারকাৎপ্রযত্নাদ-ভাবো ভবতি, ন পুনঃ পূর্ব্ববদাপূরণপ্রযত্নৌঘপ্রবিধারকপ্রযত্নো, নাপি রেচক-প্রযত্নৌঘবিধারণপ্রযত্নোঽপেক্ষ্যতে, কিন্তু যথা তপ্ত উপলে নিহিতং জলং পরি-শুষ্যৎসর্ব্বতঃ সঙ্কোচমাপদ্যতে এবময়মপি মারুতো বহনশীলো বলবদ্বিধারকপ্রযত্ন নিরুদ্ধক্রিয়ঃ শরীরএব সূক্ষ্মীভূতোঽবতিষ্ঠতে। নতু পূরয়তি যেন পূরকঃ, নতু রেচয়তি যেন রেচক ইতি। "ইয়ানস্য দেশো বিষয়ঃ"—প্রাদেশবিতস্তিহস্তাদি-পরিমিতো, নিবাতে প্রদেশে ইষীকাতুলাদিক্রিয়ানুমিতো বাহ্যঃ। এবমান্তরো-ঽপ্যাপাদতলমামস্তকং পিপীলিকাস্পর্শসদৃশেনানুমিতঃ স্পর্শেন। নিমেষক্রিয়া-বচ্ছিন্নস্য কালস্য চতুর্থো ভাগঃ ক্ষণঃ। তেষামিয়ত্তাবধারণেনাবচ্ছিন্নঃ—স্বজানুমণ্ডলং পাণিনা ত্রিঃ পরামৃশ্য ছোটিকাবচ্ছিন্নঃ কালো মাত্রা, তাভিঃ ষট্‌ত্রিংশন্মাত্রাভিঃ

(৫০) বৃত্তিশব্দঃ প্রত্যেকং সম্বধ্যতে। রেচনেন বহির্গতস্য কোষ্ঠ্যস্য বায়োর্বহিরেব ধারণং বাহ্যবৃত্তিঃ। পূরণেনান্তর্গতস্য বাহ্যবায়োরন্তরেব ধারণমাভ্যন্তরবৃত্তিঃ। রেচনপূরণ-প্রযত্নং বিনা প্রাণস্য কেবলং বিধারকপ্রযত্নেন গতিবিচ্ছেদঃ স্তম্ভবৃত্তিঃ। অসৌ কুম্ভস্থজলবৎ নিশ্চলত্বেন দেহে স্থিতত্বাৎ কুম্ভক ইত্যুচ্যতে। নায়ং রেচকঃ অন্তঃস্থত্বাৎ। নাপি পূরকঃ তপ্ত-শিলাতলনিহিতজলবিন্দুবচ্ছরীরে প্রাণস্য সঙ্কুচিতত্বেন সূক্ষ্মত্বাৎ। যো হি স্থূলোঽন্তর্নিরুদ্ধো দেহং পূরয়তি স পূরক ইতি দ্রষ্টব্যম্। ত্রিবিধোঽয়ং প্রাণায়ামঃ দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টঃ দীর্ঘঃ সূক্ষ্মো ভবতীতি শেষঃ। দেশঃ নাসামারভ্য দ্বাদশাঙ্গুলাদিপরিমিতং বাহ্যস্থানম্। কালঃ ষট্‌ত্রিংশন্মাত্রাদিপরিমিতং। সংখ্যা এতাবদ্ভিঃ শ্বাসপ্রশ্বাসৈঃ প্রথমঃ উদ্ঘাতস্তন্নিগৃহীত-স্যৈতাবদ্ভির্দ্বিতীয় উদ্ঘাত ইত্যেবংরূপা। উদ্ঘাতো নাম নাভিমূলাৎ প্রেরিতস্য বায়োঃ শিরস্যভিহননম্। অধিকদেশকালসংখ্যাব্যাপিত্বমেব প্রাণনিরোধস্য দীর্ঘত্বম্। পরমনৈপুণ্যসমধি-গমনীয়তা চ সূক্ষ্মত্বং ন তু মন্দতয়া তস্য সূক্ষ্মত্বমিতি তাৎপর্য্যম্।

ক্ষণানামিয়ত্তাবধারণেনাবচ্ছিন্না ইত্যর্থঃ। সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টাঃ এতাবদ্ভিঃ শ্বাসপ্রশ্বাসৈঃ প্রথম উদ্‌ঘাতঃ, তদ্বন্নিগৃহীতস্যৈতাবদ্ভির্দ্বিতীয় উদ্‌ঘাতঃ, এবং তৃতীয়ঃ, এবং মৃদুঃ, এবং মধ্যঃ, এবং তীব্রঃ, ইতি সংখ্যাপরিদৃষ্টঃ, স খল্বয়মেবমভ্যস্তো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ॥ ৫০ ॥

পরিমিতঃ প্রথম উদ্‌ঘাতো মন্দঃ। স এব দ্বিগুণীকৃতো মধ্যঃ। স এব ত্রিগুণীকৃতস্তৃতীয়স্তীব্রঃ। তমিমং সংখ্যাপরিদৃষ্টং প্রাণায়ামমাহ—"সংখ্যাভিঃ" ইতি। স্বস্থস্য হি পুংসঃ শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়াবচ্ছিন্নেন কালেন যথোক্তচ্ছোটিকাকালঃ সমানঃ প্রথমোদ্‌ঘাতকর্ম্মতাং নীতঃ উদ্‌ঘাতো বিজিতো বশীকৃতো নিগৃহীতঃ' ক্ষণানামিয়ত্তাকালো বিবক্ষিতঃ, শ্বাসপ্রশ্বাসেয়ত্তাসংখ্যেতি, কথঞ্চিদ্ভেদঃ। স খল্বয়ং প্রত্যহমভ্যস্তো দিবসপক্ষমাসাদিক্রমেণ দেশকালপ্রচয়ব্যাপিতয়া দীর্ঘঃ, পরমনৈপুণ্যসমধিগমনীয়তয়া চ সূক্ষ্মো ন তু মন্দতয়া ॥ ৫০ ॥ এবং ত্রয়ো বিশেষালক্ষিতাশ্চতুর্থং লক্ষয়তি—"বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ"।

তাৎপর্য্যার্থ। প্রাণায়াম তিনপ্রকার এক বাহ্যবৃত্তি, দ্বিতীয় আভ্যন্তরবৃত্তি, তৃতীয় স্তম্ভবৃত্তি। এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা দীর্ঘ ও সূক্ষ্মরূপে সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। এই অল্প কথার দ্বারা প্রাণায়ম তত্ত্বটী ঠিক বুঝা গেল না। সেই কারণে বিস্তৃতরূপে বলা আবশ্যক হইতেছে। তদ্‌যথা—যোগশাস্ত্রে ইহার কৌশল, ব্যবস্থাবিষয়ক উপদেশ ও ফলাফল, বিশেষরূপে লিখিত আছে। সে সকল লিপির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে এইরূপ প্রতীতি হয় যে, প্রাণায়াম একপ্রকার প্রাণ-বায়ুর শিল্প; অর্থাৎ প্রাণ-বায়ু যে বিনাপ্রযত্নে অর্থাৎ স্বাভাবিকরূপে সদা সর্ব্বদা অন্তরে ও বাহিরে গমনাগমন করিতেছে, প্রযত্নবিশেষ অবলম্বন করিয়া, তাহার সেই স্বাভাবিকী গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া অন্য একপ্রকার নূতন ভাবের অধীন করা। এই প্রাণায়ামরূপ প্রাণশিল্প আয়ত্ত হইলে চিত্ত যে কতদূর বেগশালী ও ক্ষমতাপন্ন হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রাণবায়ুকে, চিরাভ্যস্ত বা স্বাভাবিকী গতি ভঙ্গ করিয়া, নূতন নিয়মের অধীনে স্থাপন করার নাম প্রাণায়াম বটে; পরন্তু তন্মধ্যে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থা কি? তাহা বলা যাইতেছে। প্রাণায়াম প্রথমতঃ তিনপ্রকার। প্রথম বাহ্য-বৃত্তি, দ্বিতীয় আভ্যন্তর-বৃত্তি এবং তৃতীয় স্তম্ভ-বৃত্তি। ঔদর্য্য-বায়ুকে বাহির করিয়া দিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত নিয়মে শ্বাসপরিত্যাগ করিয়া,

তাহাকে বাহিরে স্থাপন করার নাম বাহ্য-বৃত্তি। এই বাহ্য বৃত্তির অন্য নাম রেচক। বাহিরের বায়ু আকর্ষণ করিয়া শরীরের মধ্যে পূর্ণ করার নাম আভ্যন্তর-বৃত্তি। ইহার অন্য নাম পূরক। রেচক পূরক কিছুই না করিয়া প্রপূরিত বায়ুরাশিকে অভ্যন্তরে রুদ্ধ করার নাম স্তম্ভবৃত্তি। এই স্তম্ভবৃত্তির অন্য নাম কুম্ভক। জল, কুম্ভমধ্যে পূর্ণ হইলে তাহা যেমন নিশ্চল থাকে, ঢক্ ঢক্ করিয়া নড়ে না, সেইরূপ শরীরও বায়ুপূর্ণ হইলে, তন্মধ্যস্থ পরিপূর্ণ বায়ুও নিশ্চল হয়, নড়ে না। এই জন্যই স্তম্ভ-বৃত্তির নাম কুম্ভক। শরীরের শিরাপ্রশিরা প্রভৃতি সমস্তই যদি বায়ুপূর্ণ না হয়, তাহা হইলেই তরঙ্গ, আন্দোলন, বা বেগ উপস্থিত হইয়া শরীরকে বিকল করিয়া তুলে; পরন্তু যদি সমস্ত স্থান পূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে আর তরঙ্গ, আন্দোলন বা বেগ জন্মে না। সুতরাং শরীরও নির্বিকল, লঘু ও স্ফীতপ্রায় হয়। তপ্তশিলায় জলবিন্দু স্থাপন করিলে তাহা যেমন সঙ্কুচিত বা শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ, সন্নিরুদ্ধ বায়ুও ক্রমে শরীরে সঙ্কুচিত হইয়া অর্থাৎ উদ্বেগজনক বেগের হ্রাস হইয়া গিয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। এতদ্রূপ লক্ষণাক্রান্ত প্রাণায়ামত্রয় আবার দ্বিবিধ। দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম। প্রাণায়ামের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা কেবল স্থান, কাল ও সংখ্যাবিশেষের দ্বারা জানা যায়। রেচক-প্রাণায়ামের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতাবোধক স্থান কিরূপ? তাহা শুন। প্রথমতঃ দেখিবে, রিচ্যমান বায়ু কতদূর যায়। প্রাদেশ পরিমিত বাহিরে যায়? কি—বিতস্তি বা হস্তপরিমিত যায়? কি তদপেক্ষা অধিক দূর যায়? যদি অল্পদূর যায় ত সূক্ষ্ম, নচেৎ দীর্ঘ। হস্তে নিষ্পিঞ্জিত তুলা কি ছাতু রাখিয়া রেচক করিলেই বায়ুর বহির্গতির পরিমাণ জানা যাইবে। পূরক ও কুম্ভক প্রাণায়ামের স্থানিক দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা কি? তাহাও শুন। পূরক ও কুম্ভক প্রাণায়ামের স্থান অভ্যন্তর। পূরক-কালে ও কুম্ভক-কালে যদি শরীরাভ্যন্তরের সর্ব্বস্থান বায়ুপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়, তবে তাহা দীর্ঘ, নচেৎ সূক্ষ্ম। পূরক ও কুম্ভকের দীর্ঘতাই ভাল। পূরক কালে ও কুম্ভক-কালে যদি আপাদ মস্তক সর্ব্বত্রই পিপীলিকাসঞ্চরণস্পর্শের ন্যায় স্পর্শ, কি অন্য কোনও বায়ুক্রিয়া অনুভূত হয়, তবেই জানিবে, প্রপূরিত বায়ু তোমার শরীরের সর্ব্বস্থানেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ কালের দ্বারাও উক্ত প্রাণায়ামের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা নির্ণয় করিবে। রেচক হউক, পূরক হউক আর কুম্ভক হউক, দেখিবে যে, কি পরিমাণ বা কি-পরিমিত কাল স্থায়ী হইতেছে। যত অধিকাল স্থায়ী হইবে, ততই তাহা দীর্ঘ

এবং ততই তাহা ভাল ; অর্থাৎ তাহা ভবিষ্যৎ যোগের উপকারী। সংখ্যাগণনার দ্বারাও উহার দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা জানা যায়, প্রাণায়ামের এতদ্রূপ দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা সহজে সম্পন্ন করিবার জন্য যোগীরা মন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। মনে মনে বিধান ক্রমে ১৬।৬৪।৩২ বার মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যথাক্রমে রেচক' পুরক ও কুম্ভক করিতে পারিলেই, লিখিত প্রকারের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা জানা যাইতে পারে। যোগীরা প্রাণায়াম মন্ত্র-গুলিকে ও মন্ত্রজপের সংখ্যা গুলিকে এরূপ কৌশলে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, মন্ত্রগুলির যথাবিধি উচ্চারণ শেষ হইলেই, প্রাণনিরোধের কালাদি-পরিমাণ আপনা হইতে সম্পন্ন হইয়া যায়। বাজ্‌নার বোল্ যেমন মাত্রাপরিমাণ অনুসারে রচিত, প্রাণায়াম-মন্ত্রগুলিও সেইরূপ মাত্রাপরিমাণ অনুসারে রচিত।

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ ॥ ৫১ ॥

ভাষ্যম্। দেশকালসংখ্যাভির্বাহ্যবিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ তথা-ভ্যন্তরবিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ, উভয়থা দীর্ঘসূক্ষ্মঃ, তৎপূর্ব্বকো ভূমি-জয়াৎ ক্রমেণোভয়োর্গত্যভাবশ্চতুর্থঃ প্রাণায়ামঃ। তৃতীয়স্তু বিষয়ানা-লোচিতো গত্যভাবঃ সকৃদারব্ধ এব দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘ সূক্ষ্মঃ, চতুর্থস্তু শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্বিষয়াবধারণাৎ ক্রমেণ ভূমিজয়াৎ উভয়া-ক্ষেপপূর্ব্বকো গত্যভাবশ্চতুর্থঃ প্রাণায়াম ইত্যয়ং বিশেষঃ ॥ ৫১ ॥

টীকা। ব্যাচষ্টে "দেশকালসংখ্যাভিঃ" ইতি। আক্ষিপ্তঃ—অভ্যাস বশীকৃতাদ্-রূপাদবরোপিতঃ। সোঽপি দীর্ঘসূক্ষ্মঃ। এবং তৎপূর্ব্বকো—বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়প্রাণা-য়ামো দেশকালসংখ্যাদর্শনপূর্ব্বকঃ। ন চাসৌ চতুর্থস্তৃতীয় ইব সকৃৎপ্রযত্নাদহ্নায় জায়তে। কিন্তভ্যস্যমানস্তাং তামবস্থাং সমাপন্নঃ তৎতদবস্থাবিজয়ানুক্রমেণ ভবতী-ত্যাহ—"ভূমিজয়াদ্" ইতি। ননূভয়োর্গত্যভাবঃ স্তম্ভবৃত্তাবপ্যস্তি ইতি কোঽস্মাদ্ বিশেষ ইত্যত আহ—"তৃতীয়" ইতি। অনালোচনপূর্ব্বঃ সকৃৎপ্রযত্ননির্বর্ত্তিত-স্তৃতীয়ঃ, চতুর্থস্ত্বালোচনপূর্ব্বো বহুপ্রযত্ননির্বর্ত্তনীয় ইতি বিশেষঃ। তয়োঃ পূরক-রেচকয়োর্বিষয়ো নালোচিতোঽয়স্তু দেশকালপ্রসংখ্যাভিরালোচিত ইত্যর্থঃ ॥৫১॥ প্রাণায়ামস্যাবান্তরপ্রয়োজনমাহ—"ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্"।

(৫১) বিষয়শব্দঃ প্রত্যেকং সম্বধ্যতে। পূর্ব্বোক্তবাহ্যবিষয়াভ্যন্তরবিষয়য়োরাক্ষেপঃ সূক্ষ্ম-দৃষ্ট্যা পর্য্যালোচনমনুসন্ধানং বা যত্রাস্তি স চতুর্থঃ স্তম্ভবৃত্তিরিত্যনুষজ্যতাম্। পূর্ব্বোক্তস্তম্ভবৃত্তি-রভ্যাসদার্ঢ্যেন জিতশ্বাসস্য বিনাপি দেশাদ্যনুসন্ধানং নিষ্পদ্যত ইতি তস্মাদেতস্য ভিন্নতা।

তাৎপর্য্যার্থ। উক্ত ত্রিবিধ প্রাণায়াম যদি বাহিরের দ্বাদশাঙ্গুলাদি পরিমিত স্থান এবং হৃদয়, নাভি, মস্তকাভ্যন্তর, কি সর্ব্বশরীরব্যাপ্ত শিরা প্রশিরা প্রভৃতি আভ্যন্তর স্থান পর্য্যালোচন বা অনুসন্ধান পূর্ব্বক কৃত হয়, তবে তাহা চতুর্থ বলিয়া গণ্য। প্রথম-অভ্যাসের সময় এই চতুর্থ প্রাণায়ামই অবলম্বনীয়। কিন্তু অভ্যাস দৃঢ় হইয়া আসিলে তখন আর স্থানের কি কালের পরিমাণাদির প্রতি লক্ষ্য থাকে না অনুসন্ধানও থাকে না। অনুসন্ধান বা লক্ষ্য না থাকিলেও তাহা সুদৃঢ় অভ্যাসের বলেই আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়, ইহা বলা বাহুল্য।

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ॥ ৫২ ॥

ভাষ্যম্। প্রাণায়ামানভ্যস্যতোঽস্য যোগিনঃ ক্ষীয়তে বিবেকজ্ঞানাবরণীয়ং কর্ম্ম, যত্তদাচক্ষতে "মহামোহময়েনেন্দ্রজালেন প্রকাশশীলং সত্ত্বমাবৃত্য তদেবাকার্য্যে নিযুঙ্‌ক্তে" ইতি। তদস্য প্রকাশাবরণং কর্ম্ম সংসারনিবন্ধনং প্রাণায়ামাভ্যাসাৎ দুর্ব্বলং ভবতি, প্রতিক্ষণঞ্চ

টীকা। আব্রিয়তেঽনেন বুদ্ধিসত্ত্বপ্রকাশ ইত্যাবরণং ক্লেশঃ, পাপ্মা চ। ব্যাচষ্টে—"প্রাণায়ামান্" ইতি। জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানং—বুদ্ধিসত্ত্বপ্রকাশঃ, বিবেকস্য জ্ঞানং বিবেকজ্ঞানম্। স হি বিবেকজ্ঞানমাবৃণোতীতি বিবেকজ্ঞানাবরণীয়ম্। "ভব্যগেয়প্রবচনীয়া" দীনাং কর্ত্তরি নিপাতস্য প্রদর্শনার্থত্বাৎ কোপনীয়রঞ্জনীয়বদত্রাপি কর্ত্তরি কৃত্যপ্রত্যয়ঃ। কর্ম্ম—শব্দেন তজ্জন্যমপুণ্যং তৎকারণং ক্লেশং চ লক্ষয়তি। অত্রৈবাগমিনামনুমতিমাহ—"যত্তদাচক্ষতে" ইতি। মহামোহঃ—রাগঃ, তদবিনির্ভাগবর্ত্তিন্যবিদ্যাপি তদ্‌গ্রহণেন গৃহ্যতে। অকার্য্যম্—অধর্ম্মঃ। ননু প্রাণায়াম এব চেৎ পাপ্মানং ক্ষিণোতি কৃতং তর্হি তপসেত্যত আহ—"দুর্ব্বলং ভবতি" ইতি। নতু সর্ব্বথা ক্ষীয়তেঽতস্তৎপ্রক্ষয়ায় তপোঽপেক্ষত ইতি। অত্রাপ্যাগমিনামনুমতিমাহ—"তথা চোক্তম্" ইতি। মনুরপ্যাহ "প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্" ইতি। প্রাণায়ামস্য যোগাঙ্গতা বিষ্ণুপুরাণ উক্তা "প্রাণাখ্যমনিলং বশ্যমভ্যাসাৎ কুরুতে তু যঃ। প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সবীজোঽ-

(৫২) ততঃ তস্মাৎ প্রাণায়ামাৎ প্রকাশস্য চিত্তসত্ত্বগতস্য যৎ আবরণং ক্লেশরূপং পাপরূপং রজস্তমোরূপং বা তৎ ক্ষীয়তে ক্ষয়ং প্রাপ্নোতি।

ক্ষীয়তে। তথা চোক্তং "তপো ন পরং প্রাণায়ামাৎ ততো বিশুদ্ধির্মলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্য" ইতি ॥ ৫২ ॥ কিঞ্চ—

বীজ এব চ। পরস্পরেণাভিভবং প্রাণাপানৌ যদানিলৌ। কুরুতস্তদ্বিধানেন তৃতীয়ং সংযমাত্তয়োঃ" ইতি ॥ ৫২ ॥ কিঞ্চ "ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ"।

ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ ॥ ৫৩ ॥

ভাষ্যম্। প্রাণায়ামাভ্যাসাদেব। প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য" ইতি বচনাৎ ॥ ৫২ ॥ অথ কঃ প্রত্যাহারঃ।

টীকা। প্রাণায়ামো হি মনঃ স্থিরীকুর্ব্বন্ ধারণাসু যোগ্যং করোতি ॥ ৫৩ ॥ তদেবং যমাদিভিঃ সংস্কৃতঃ সংযমায় প্রত্যাহারমারভতে। তস্য লক্ষণসূত্রমবতারয়িতুং পৃচ্ছতি—"অথ" ইতি। "স্বেত্যাদি, প্রত্যাহার" ইত্যন্তং সূত্রম্॥

তাৎপর্য্যার্থ। উক্ত চতুর্ব্বিধ প্রণায়াম যখন বিনা ক্লেশে অর্থাৎ সহজে সম্পন্ন হইতে থাকিবে, তখনই জানিবে, তোমার প্রাণায়াম সিদ্ধ বা আয়ত্ত হইয়াছে। প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলেই চিত্তকে যথেচ্ছ প্রয়োগ করা যায়। এ বিষয়ে যোগীদিগের মত এই যে, বুদ্ধিসত্ত্ব বা মানবীয় অন্তঃকরণ সর্ব্বব্যাপক, সুতরাং সর্ব্ববস্তুপ্রকাশক। অবিদ্যাপ্রভৃতি ক্লেশ এবং রাগদ্বেষাদিরূপ মনোদোষ বা পাপ তাহার তাদৃশ ব্যাপকতাকে, প্রকাশশক্তিকে, বা অসীম ক্ষমতাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। প্রাণায়াম অভ্যস্ত হইলে ক্রমে তাহার সেই আবরণ (অবিদ্যাদি) ভাঙ্গিয়া যায়। সুতরাং তখন চিত্তের যথার্থ স্বরূপ, স্বভাব, অর্থাৎ পূর্ণপ্রকাশ-শক্তি প্রব্যক্ত হয়। কাযে কাযেই তাহা হইতে তখন ধারণাশক্তিও আগমন করে।

স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪ ॥

---

(৫৩) ধারণাঃ বক্ষ্যমাণলক্ষণাঃ তাসু যোগ্যতা ক্ষমত্বম্। ক্ষীণাবরণং মনো যত্র যত্র ধার্য্যতে তত্র তত্রৈব স্থিরং ভবতীতি তাৎপর্য্যার্থঃ।

(৫৪) স্বৈঃ স্বৈর্বিষয়ৈঃ রূপাদিভিঃ সহ ইন্দ্রিয়াণাং যঃ সম্প্রয়োগঃ আভিমুখ্যেন বর্ত্তনং তস্য অভাবে সতি যঃ তেষাং চিত্তস্বরূপানুকারঃ সঃ প্রত্যাহারঃ। অত্র বিষ্ণুপুরাণম্—"শব্দাদিষনু-

ভাষ্যম্। স্ববিষয়সম্প্রয়োগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকার ইবেতি চিত্ত নিরোধে চিত্তবৎ নিরুদ্ধানীন্দ্রিয়াণি নেতরেন্দ্রিয়জয়বদুপায়ান্তরমপেক্ষন্তে, যথা মধুকররাজং মক্ষিকা উৎপতন্তমনূৎপতন্তি, নিবিশমান মনু নিবিশন্তে, তথেন্দ্রিয়াণি চিত্তনিরোধে নিরুদ্ধানি, ইত্যেষ প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪ ॥

টীকা। চিত্তমপি মোহনীয়রঞ্জনীয়কোপনীয়ৈঃ শব্দাদিভির্বিষয়ৈর্ন সংপ্রযুজ্যতে। তদসংযোগাচ্চক্ষুরাদীন্যপি ন সংপ্রযুজ্যন্ত ইতি। সোঽয়মিন্দ্রিয়াণাং চিত্তস্বরূপানুকারঃ। যৎ পুনস্তত্ত্বং চিত্তমভিনিবিশতে ন তদিন্দ্রিয়াণাং বাহ্যবিষয়বিষয়াণামনুকারোঽপি অতউক্তমনুকার ইবেতি। স্ববিষয়াসম্প্রযোগস্য সাধারণস্য ধর্ম্মস্য চিত্তানুকারনিমিত্তত্বং সপ্তম্যা দর্শয়তি। "স্ব" ইতি। অনুকারং বিবৃণোতি—"চিত্তনিরোধে" ইতি। দ্বয়োনিরোধহেতুশ্চ প্রযত্নস্তুল্য ইতি সাদৃশ্যম্। অত্রৈব দৃষ্টান্তমাহ—"যথা মধুকররাজম্" ইতি। দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি—"তথা" ইতি, অত্রাপি বিষ্ণুপুরাণবাক্যং—"শব্দাদিষনুষক্তানি নিগৃহ্যাক্ষাণি যোগবিৎ। কুর্য্যাচ্চিত্তানুকারীণি প্রত্যাহারপরায়ণঃ"। তস্য প্রয়োজনং তত্রৈব দর্শিতং—"বশ্যতা পরমা তেন জায়তে নিশ্চলাত্মনাম্। ইন্দ্রিয়াণামবশ্যৈস্তৈর্ন যোগী যোগসাধকঃ" ইতি। ॥ ৫৪ ॥ অস্যানুবাদকং সূত্রম্, "ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্"।

ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥ ৫৫ ॥

ভাষ্যম্ শব্দাদিষ্বব্যসনং ইন্দ্রিয়জয় ইতি কেচিৎ, সক্তির্ব্যসনম্ ব্যস্যত্যেনং শ্রেয়স ইতি। অবিরুদ্ধা প্রতিপত্তি ন্যা'য্যা। শব্দাদি-

টীকা। নন্ন সন্তি কিমন্যা অপরমা ইন্দ্রিয়াণাং বশ্যতা যা অপেক্ষ্য পরমেয়মুচ্যতে, অদ্ধা, তা দর্শয়তি "শব্দাদিষু" ইতি। এতদেব বিবৃণোতি "সক্তিঃ" ইতি। সক্তিঃ—রাগঃ, ব্যসনম্ কয়া ব্যুৎপত্ত্যা ? ব্যস্যতি—ক্ষিপতি নিরস্যত্যেনং শ্রেয়স ইতি। তদভাবোঽব্যসনং—বশ্যতা। অপরামপি বশ্যতামাহ—"অবিরুদ্ধা" ইতি। শ্রুত্যাদ্যবিরুদ্ধ শব্দাদিসেবনং তদ্বিরুদ্ধেষ্বপ্রবৃত্তিঃ। সৈব ন্যায্যা—

ষক্তানি নিগৃহ্যাক্ষাণি যোগবিৎ। কুর্য্যাচ্চিত্তানুকারীণি প্রত্যাহারপরায়ণঃ॥" চিত্তস্য ইন্দ্রিয়ানুবর্ত্তিত্বং ভঙ্‌ক্ত্বা ইন্দ্রিয়াণাং চিত্তানুবর্ত্তিত্বকরণং প্রত্যাহার ইতি শ্লোকার্থঃ। সূত্রস্থেবশব্দেন ইন্দ্রিয়াণাং চিত্তানুকারিতায়াং যথা মধুকররাজং মক্ষিকা ইতি দৃষ্টান্ত উহনীয়ঃ।

(৫৫) ততঃ প্রত্যাহারাৎ ইন্দ্রিয়াণাং পরমবশ্যতা চিত্তানুবর্ত্তিত্বং ভবতীতি বাক্যশেষঃ।

সম্প্রয়োগঃ স্বেচ্ছয়েত্যন্যে। রাগদ্বেষাভাবে সুখদুঃখশূন্যং শব্দাদিজ্ঞানমিন্দ্রিয়জয় ইতি কেচিৎ। চিত্তৈকাগ্র্যাদপ্রতিপত্তিরেবেতি জৈগীষব্যঃ, ততশ্চ পরমা ত্বিয়ং বশ্যতা যচ্চিত্তনিরোধে নিরুদ্ধানীন্দ্রিয়াণি, নেতরেন্দ্রিয়জয়বৎ প্রযত্নকৃতমুপায়ান্তরমপেক্ষন্তে যোগিন ইতি ॥ ৫৫ ॥

ইতি পাতঞ্জলে সাধননির্দ্দেশো নাম দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ২ ॥

ন্যায়াদনপেতা যতঃ। অপরামপি বশ্যতামাহ—"শব্দাদিসম্প্রয়োগঃ" ইতি। শব্দাদিষ্বিন্দ্রিয়াণাং সম্প্রয়োগঃ স্বেচ্ছয়া। ভোগেষু খল্বয়ং স্বতন্ত্রো ন ভোগ্যতন্ত্র ইত্যর্থঃ। অপরামপি বশ্যতামাহ—রাগদ্বেষাভাব" ইতি। সুখদুঃখশূন্যং—মাধ্যস্থেন শব্দাদিজ্ঞানমিত্যেকে। সূত্রকারাভিমতাং বশ্যতাং পরমর্ষিসম্মতামাহ—চিত্তৈকাগ্র্যাৎ" ইতি। চিত্তস্যৈকাগ্র্যাৎ সহেন্দ্রিয়ৈরপ্রবৃত্তিরেব শব্দাদিষ্বিতি জৈগীষব্যঃ। অস্যাঃ পরমতামাহ—"পরমা তু" ইতি। তু—শব্দো বশ্যতান্তরেভ্যো বিশিনষ্টি, বশ্যতান্তরাণি হি বিষয়াশীবিষসংপ্রয়োগশালিতয়া ক্লেশবিষসম্পর্কশঙ্কাং নাপক্রামন্তি। ন হি বিষবিদ্যাবিৎ প্রকৃষ্টোঽপি বশীকৃতভুজঙ্গমো ভুজঙ্গমমঙ্কে নিধায় স্বপিতি বিস্রব্ধঃ। ইয়ন্তু বশ্যতা বিদূরীকৃতনিখিলবিষয়ব্যতিষঙ্গা নিরাশঙ্কতয়া পরমেত্যুচ্যতে। "নেতরেন্দ্রিয়জয়বদিতি"—যথা যতমানসংজ্ঞায়ামেকেন্দ্রিয়জয়েঽপীন্দ্রিয়ান্তরজয়ায় প্রযত্নান্তরমপেক্ষন্তে ন চৈবং চিত্তনিরোধে বাহ্যেন্দ্রিয়নিরোধায় প্রযত্নান্তরাপেক্ষেত্যর্থঃ। "ক্রিয়াযোগং জগৌ ক্লেশান্ বিপাকান্ কর্ম্মণামিহ। তদ্দুঃখত্বং তথা ব্যূহান্ পাদে যোগস্য পঞ্চকম্" ইতি ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতায়াং পাতঞ্জলভাষ্যব্যাখ্যায়াং (তত্ত্ববৈশারদ্যাং) সাধননির্দ্দেশো নাম দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

তাৎপর্য্যার্থ। ঐরূপে যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়ামের দ্বারা শরীর ও মন পরিষ্কৃত বা সুসংস্কৃত হইলে প্রত্যাহার-নামক যোগাঙ্গটী তখন সহজ হইয়া আইসে। প্রত্যাহার কি ? তাহা শুন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যে, রূপাদির প্রতি ধাবিত হয়, সমাসক্ত হয়, তাহাদিগের তদ্রূপ বাহ্যগতি (আসক্তিরূপ মুখ) ফিরাইয়া আনার বা তাহাদিগের সেই আসক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়ার নাম প্রত্যাহার। অর্থাৎ চক্ষু যখন রূপের উপর পতিত হইবে, ব্যাসক্ত হইবে, তখনই তাহাকে রূপ হইতে উঠাইয়া লইবে এবং রূপরহিত করিয়া মনের নিকট অর্পণ করিবে। অর্থাৎ চক্ষু যাহাতে মনের নিকট রূপ অর্পণ না করে, কর্ণ যাহাতে শব্দ অর্পণ না করে,

নাসিকা যাহাতে গন্ধ সমর্পণ না করে, সেইরূপ যত্ন করিবে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় যাহাতে আপন আপন গ্রহীতব্য বিষয় ত্যাগ করিয়া অধিকৃত অবস্থায় চিত্তের অনুগত থাকে, তুমি তাহাই করিবে। ঐরূপ করার নাম প্রত্যাহার। এই প্রত্যাহার যখন অভ্যস্ত হয়, অর্থাৎ সহজ হইয়া আইসে, তখনই জানিবে, তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যারপরনাই বশীভূত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ যখন অত্যন্ত বশীভূত হয়, সমাধি তখন করতলস্থ হয়, ইহা সত্য বটে; পরন্ত প্রত্যাহার অভ্যাস করা কঠিন জানিবে। ইহা অত্যন্ত কঠিন মনের কার্য্য। কেমন? তাহা শুন। কোন রাজা যদি ভৃত্যের হস্তে পরিপূর্ণ এক শরাব তৈল দিয়া বলেন, শীঘ্র যাও—দৌড়িয়া যাও—কিন্তু সাবধান! তৈল যেন না পড়ে,—পড়িলেই তোমার মস্তকচ্ছেদ করিব। এমত স্থলে ভৃত্যের যেরূপ দৃঢ়চিত্ততার আবশ্যক,—যেরূপ অঙ্গসংযমের আবশ্যক, প্রত্যাহার অভ্যাসকালে সেইরূপ দৃঢ়চিত্ততার এবং সেইরূপ ইন্দ্রিয়-সংযমের আবশ্যক। কিছুদিন পরে যখন তাহা অভ্যস্ত বা স্বায়ত্ত হইয়া আসিবে, তখন তুমি চিত্তকে যথা ইচ্ছা তথায় স্থির করিবে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণও সেই সঙ্গে তাহার অনুবর্ত্তী হইবে। যখন ঐরূপ হইবে, তখন তুমি চিত্তকে যথেপ্সিত ধৃত ও স্থির করিতে পারিবে। চিত্ত যখন তোমার ইচ্ছানুবর্ত্তী হইবে, কোনপ্রকার রূপ তখন তোমার চক্ষুকে আকর্ষণ করিবে না। কোনপ্রকার শব্দ তখন তোমার কর্ণকে আকর্ষণ করিবে না। তখন তুমি ধারণা, ধ্যান, সমাধি,—যাহা ইচ্ছা করিবে, করিলে তাহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে। তৎপরে তুমি মুক্তি অথবা ঐশ্বর্য্য, যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন বা আহরণ করিতে সক্ষম হইবে।

পাতঞ্জলদর্শনে সাধননির্দ্দেশ নামে দ্বিতীয়পাদ সমাপ্ত হইল।

বিভূতিপাদঃ।

"যৎপাদপদ্মস্মরণাদণিমাদিবিভূতয়ঃ।
ভবন্তি ভবিনামস্তু ভূতনাথঃ স ভূতয়ে॥"

কেহ কেহ মনে করেন, ঈশ্বর থাকেন থাকুন, তাঁহার উপাসনায় প্রয়োজন নাই। কিন্তু যোগীরা বলেন, আছে। জীব যদি ধ্যানে তাঁহার সহিত অত্যন্ত-সংযুক্ত হইতে না পারে, তাহা হইলে তাঁহার গুণ (ঐশ্বর্য্য) আপনাতে আনিতে পারে না। বস্তুতঃ এক বস্তু অন্য বস্তুর সহিত দীর্ঘকাল সংযুক্ত থাকিলে তাহার গুণগুলি একে একে তদ্বস্তুতে সংক্রমিত হয়। পৃথক্ থাকিলে হয় না। উপাসনার দ্বারা বা চিত্তসংযোগ দ্বারা দীর্ঘকাল ঈশ্বরসহবাস করিতে পারিলে, যখন অণিমাদি মহাগুণ লাভের সম্ভাবনা আছে, তখন আর তাঁহার উপাসনায় প্রয়োজন নাই, এ কথা প্রলাপ ও অগ্রাহ্য। ভূতপতি পরমেশ্বরের স্মরণ করিলে অর্থাৎ তাঁহাকে তদ্গতচিত্তে ধ্যান করিলে বিভূতি লাভ হয়, এ কথার অন্য এক তাৎপর্য্য আছে। ধ্যানপ্রভাবে অর্থাৎ তাঁহার সহিত অত্যন্ত সংযোগ হওয়ার প্রভাবে ক্রমে তাঁহার গুণ সকল চিত্তসত্ত্বে আবিষ্ট হয়, অথবা সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতিদেবী বশীভূতা হন। প্রকৃতি বশীভূতা হইলে, অনায়াসেই তাহা হইতে অণিমাদি বিভূতি দোহন করা যায়। যে প্রকৃতি, পুরুষের বা পরমেশ্বরের সন্নিধিমাত্রে থাকিয়া, এই অচিন্ত্য ও বিচিত্র বিশ্ব প্রসব করিয়াছেন, তিনি বশীভূতা হইলে যে বিভূতি প্রসব করিবেন না, এ কথায় অনাস্থা প্রদর্শন অকর্ত্তব্য। সামান্য ঐশ্বর্য্যের কথা দূরে থাকুক, প্রকৃতির মধ্যে বা প্রকৃতির সারাংশ-স্বরূপ বুদ্ধিতত্ত্বের মধ্যে না আছে, এমন কিছুই নাই। তাহা হইতে না হয়, এমন বস্তুই নাই।

প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার প্রধান উপায় যোগ। যোগ কি? তাহা প্রথম পাদে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে তাহার সাধন, অবান্তর প্রভেদ ও তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই পরিচ্ছেদে তাহার ফলাফল কথিত হইবে।

"তদয়ং যোগোয়মনিয়মাদিভিঃ প্রাপ্তবীজভাবঃ,
আসনাদিভিরঙ্কুরিতঃ, প্রত্যাহারাদিভিঃ কুসুমিতঃ,
ধ্যানধারণাদিভিঃ ফলিষ্যতি।"

যোগ একটী বৃক্ষ। যম-নিয়মাদি অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার উৎপাদক বীজ জন্মে অনন্তর তাহা আসন ও প্রাণায়ামাদি কার্য্যের দ্বারা অঙ্কুরিত হয়। ক্রমে প্রত্যাহারাদি কার্য্যের দ্বারা তাহা পুষ্পিত হয়। পশ্চাৎ ধ্যান, ধারণা ও সমাধির দ্বারা তাহা ফলবান্ হয়। আগে বীজ, পরে অঙ্কুর, পরে বৃক্ষ, তৎপরে ফুল, তৎপরে ফল। একবারে ফল হয় না, ইহা সর্ব্ববিদিত নিয়ম। তাই প্রথম পাদে ও দ্বিতীয় পাদে যোগবৃক্ষের বীজ, অঙ্কুর, শাখা, প্রশাখা ও পুষ্পরূপ ব্যাপারগুলি বলা হইয়াছে। এক্ষণে ফলজনক ব্যাপারগুলি বলিতে হইবে। অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি,—এই তিনটী বিষয় বলিতে হইবে। যোগফলের প্রথম প্রসব (পুষ্প) ধারণা। সেই ধারণা কিরূপ ? তাহা বলা যাইতেছে।

ভাষ্যম্। উক্তানি পঞ্চ বহিরঙ্গানি সাধনানি, ধারণা বক্তব্যা।

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥ ১ ॥

ভাষ্যম্। নাভিচক্রে, হৃদয়পুণ্ডরীকে, মূর্দ্ধ্নি জ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে, ইত্যেবমাদিষু দেশেষু, বাহ্যে বা বিষয়ে, চিত্তস্য বৃত্তিমাত্রেণ বন্ধ ইতি ধারণা ॥ ১ ॥

টীকা। প্রথমদ্বিতীয়পাদাভ্যাং সমাধিস্তৎসাধনং চোক্তং, তৃতীয়পাদে তৎপ্রবৃত্ত্যনুগুণাঃ শ্রদ্ধোৎপাদহেতবো বিভূতয়ো বক্তব্যাঃ। তাশ্চ সংযমসাধ্যাঃ, সংযমশ্চ ধারণাধ্যানসমাধিসমুদায়, ইতি বিভূতিসাধনতয়া, পঞ্চভ্যশ্চ যোগাঙ্গেভ্যো বহিরঙ্গেভ্যোঽস্যাঙ্গত্রয়স্যান্তরঙ্গতয়া বিশেষজ্ঞাপনার্থমত্র ত্রয়স্যোপন্যাসঃ। তত্রাপি চ ধারণাধ্যানসমাধীনাং কার্য্যকারণভাবেন নিয়তপৌর্ব্বাপর্য্যত্বাৎ তদনুরোধেনোপন্যাসক্রম, ইতি প্রথমং ধারণা লক্ষণীয়েত্যাহ,—"উক্তানি" ইতি, "দেশবন্ধশ্চিত্তস্যধারণা"।

আধ্যাত্মিকদেশমাহ—"নাভিচক্রে" ইতি। আদি—শব্দেন তাল্বাদয়ো গ্রাহ্যাঃ। বন্ধঃ—সংবন্ধঃ। বাহ্যদেশমাহ—"বাহ্যে বা" ইতি। বাহ্যে চ ন স্বরূপেণ চিত্তস্য সম্বন্ধঃ সম্ভবতীত্যুক্তং—বৃত্তিমাত্রেণ—জ্ঞানমাত্রেণেত্যর্থঃ।

---

(১) চিত্তস্য আধ্যাত্মিকে নাড়ীচক্রহৃদয়নাসাগ্রাদৌ বাহ্যে বা শাস্ত্রোক্ত-কৃষ্ণবিষ্ণুশিব-হিরণ্যগর্ভাদিমূর্ত্তৌ দেশে আলম্বনে বন্ধঃ বিষয়ান্তরপরিহারেণ স্থিরীকরণং ধারণা ইত্যুচ্যতে। তথাচ বৈষ্ণবম্—"প্রাণায়ামেন পবনং প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ম্। বশীকৃত্য ততঃ কুর্য্যাচ্চিত্তস্থানং শুভাশ্রয়ে। এষা বৈ ধারণা জ্ঞেয়া তচ্চিত্তং তত্র ধার্য্যতে ॥"

অত্রাপি পুরাণম্ "প্রাণায়ামেন পবনং প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ম্। বশীকৃত্য ততঃ কুর্য্যাচ্চিত্তস্থানং শুভাশ্রয়ে"। শুভাশ্রয়াঃ—বাহ্যা হিরণ্যগর্ভবাসবপ্রজাপতি-প্রভৃতয়ঃ, ইদং চ তত্রোক্তম্—"মূর্ত্তং ভগবতো রূপং সর্ব্বোপাশ্রয়নিস্পৃহম্। এষা বৈ ধারণা জ্ঞেয়া যচ্চিত্তং তত্র ধার্য্যতে। তচ্চ মূর্ত্তং হরে রূপং যদ্বিচিন্ত্যং নরাধিপ। তচ্ছ্রূয়তামনাধারা ধারণা নোপপদ্যতে। প্রসন্নবদনং চারু পদ্মপত্র-নিভেক্ষণম্। সুকপোলং সুবিস্তীর্ণললাটফলকোজ্জ্বলম্। সমকর্ণান্তবিন্যস্ত-চারুকুণ্ডলভূষণম্। কম্বুগ্রীবং সুবিস্তীর্ণশ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্। বলীবিভঙ্গিনা-মগ্ননাভিনা চোদরেণ চ। প্রলম্বাষ্টভুজং বিষ্ণুমথবাপি চতুর্ভুজম্। সমস্থিতোরু-জঙ্ঘং চ স্বস্তিকাঙ্ঘ্রিকরাম্বুজম্। চিন্তয়েদ্ ব্রহ্মভূতং তং পীতনির্ম্মলবাসসম্। কিরীটচারুকেয়ূরকটকাদিবিভূষিতম্। শার্ঙ্গচক্রগদাখড়্গশঙ্খাক্ষবলয়ান্বিতম্। চিন্তয়েত্তন্ময়ো যোগী সমাধায়াত্মমানসম্। তাবৎ যাবদ্ দৃঢ়ীভূতা তত্রৈব নৃপ ধারণা। এতদাতিষ্ঠতোঽন্যদ্বা স্বেচ্ছয়া কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ। নাপযাতি যদা চিত্তং সিদ্ধাং মন্যেত তাং তদা" ইতি॥ ১॥ ধারণাসাধ্যং ধ্যানং লক্ষয়তি—"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্"।

তাৎপর্য্যার্থ। চিত্তকে দেশবিশেষে বন্ধন করিয়া রাখার নাম "ধারণা" রাগদ্বেষাদিশূন্য হইয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মৈত্র্যাদি ভাবনার দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত হইয়া, যমনিয়মাদিতে সিদ্ধ হইয়া, কোন এক যোগাসান আয়ত্ত করিয়া, প্রাণ-গতি অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস বশীভূত করিয়া, শীতগ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়া, কোন এক অনুদ্বেগজনক প্রদেশে, কোন এক যোগাসনে, ঋজুভাবে অর্থাৎ অভগ্নভাবে উপবেশন কর। অনন্তর ইন্দ্রিয়দিগকে তাহাদের স্ব স্ব বিষয় (রূপাদি) হইতে বা স্ব স্ব গন্তব্য স্থান হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া (টানিয়া আনিয়া বা আকর্ষণ করিয়া) চিত্তের নিকট সমর্পণ কর অর্থাৎ চিত্তের মধ্যে মিশাইয়া দাও। অনন্তর তাদৃশ চিত্তকে হয় নাসাগ্রে, ভ্রূমধ্যে, হৃৎপদ্মমধ্যে কিংবা নাড়ীচক্র প্রভৃতি আধ্যাত্মিক প্রদেশে, অথবা কোন ভূতে ও ভৌতিকে, কিংবা কোন সুন্দর মূর্ত্তিতে (বহির্বস্তুতে) ধারণ কর। এরূপ প্রযত্নে ধারণ করিবে যে, চিত্ত যেন তাহা হইতে স্খলিত না হয়। তাহা হইলেই চিত্তকে বাঁধা হইবে, এবং চিত্তকে বাঁধিতে পারিলেই তোমার "ধারণা" নামক যোগাঙ্গটী আয়ত্ত হইবে। ধারণ করার নাম ধারণা। সেই ধারণা যদি স্থায়ী হয় ত ক্রমে তাহাই তোমার ধ্যান হইয়া দাঁড়াইবে। যথা—

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥ ২ ॥

ভাষ্যম্। তস্মিন্ দেশে ধ্যেয়ালম্বনস্য প্রত্যয়স্যৈকতানতা সদৃশঃ প্রবাহঃ প্রত্যয়ান্তরেণাপরামৃষ্টো ধ্যানম্ ॥ ২ ॥

টীকা। একতানতা—একাগ্রতা। সুগমং ভাষ্যম্। অত্রাপি পুরাণম্। "তদ্রূপপ্রত্যয়ৈকাগ্র্যসন্ততিশ্চান্যনিস্পৃহা। তদ্ধ্যানং ষড়্ভিরঙ্গৈঃ প্রথমৈর্নিস্পাদ্যতে নৃপ" ॥ ২ ॥ ধ্যানসাধ্যং সমাধিং লক্ষয়তি—"তদেব—সমাধিঃ"।

তাৎপর্য্যার্থ। সেই ধারণীয় পদার্থে যদি প্রত্যয়ের অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির একতানতা জন্মে, তাহা হইলে তাহা "ধ্যান" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যে বস্তুতে তুমি বাহ্যেন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক অন্তরিন্দ্রিয় ধারণ করিয়াছ, সেই বস্তুর জ্ঞান যদি তোমার অনন্তরিতভাবে বা অবিচ্ছেদে অর্থাৎ প্রবাহাকারে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে, তাদৃশ মনোবৃত্তিপ্রবাহ ধ্যান নামে কথিত হয়।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যম্। ধ্যানমেব ধ্যেয়াকারনির্ভাসং প্রত্যয়াত্মকেন স্বরূপেণ

টীকা। ব্যাচষ্টে "ধ্যানমেব" ইতি। "ধ্যেয়াকারনির্ভাসম্" ইতি—ধ্যেয়াকারস্য নির্ভাসো ন ধ্যানাকারস্য ইতি। অত এবাহ—"শূন্যম্" ইতি।

---

(২) যত্র চিত্তং ধৃতং তত্র যা প্রত্যয়ানাং জ্ঞানবৃত্তীনাম্ একতানতা যত্নমপেক্ষ্যৈকবিষয়তা তৎ ধ্যানম্। যদেব ধারণায়ামবলম্বনীকৃতং বস্তু তদাকারাকারিতচিত্তবৃত্তিশ্চেৎ অনন্তরিতা প্রবহতি তদা তৎ ধ্যানমিতি স্পষ্টোঽর্থঃ। এতদেবাহ বৈষ্ণবম্—"তদ্রূপপ্রত্যয়ৈকাগ্রসন্ততিশ্চান্যনিঃস্পৃহা। তদ্ ধ্যানং প্রথমৈরঙ্গৈঃ ষড়্ভির্নিষ্পাদ্যতে নৃপ ॥" ইতি।

(৩) তৎ এব ধ্যানমেব যদা অর্থমাত্রনির্ভাসং ধ্যেয়সারূপ্যপ্রাপ্ত্যা তদতিরিক্তনির্ভাসপরিহারেণ ধ্যেয়স্বরূপমাত্রে স্ফূর্ত্তিমৎ অতএব স্বরূপশূন্যং স্বরূপেণ ধ্যানলক্ষণেন শূন্যং পরিহীনং ধ্যাতৃধ্যানজ্ঞানাভ্যাং প্রচ্যুতম্ ইব ভবতি তদা সঃ সমাধিরিত্যুচ্যতে। ইবশব্দেন ধ্যেয়বৃত্তিসদ্ভাবাৎ ধ্যানস্য সত্তাং দ্যোতয়তি। অত্রোক্তং "তস্যৈব কল্পনাহীনং স্বরূপগ্রহণং হি যৎ। মনসা ধ্যাননিষ্পাদ্যং সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে ॥" ধ্যেয়াৎ ধ্যানস্য ভেদঃ কল্পনা তদ্ধীনমিতি দ্রষ্টব্যম্। অত্রায়ং বিভাগঃ—বিজাতীয়বৃত্তিচ্ছিন্না ধারণা। অবিচ্ছিন্নং ধ্যানম্। তচ্চ ধ্যেয়-ধ্যান-ধাতৃ-স্ফূর্ত্তিমৎ। তদ্‌যদা ধ্যেয়মাত্রস্ফূর্ত্তিমদ্ভবতি তদা সঃ সমাধিঃ। স এব দীর্ঘকালব্যাপী সন্ সম্প্রজ্ঞাতাখ্যো যোগঃ। স যদা ধ্যেয়স্ফূর্ত্তিশূন্যো ভবতি তদা অসম্প্রজ্ঞাত ইতি দিক্।

শূন্যমিব যদা ভবতি ধ্যেয়স্বভাবাবেশাৎ তদা সমাধিরিত্যুচ্যতে ॥ ৩ ॥ তদেতদ্ ধারণাধ্যানসমাধিত্রয়মেকত্র সংযমঃ।

নমু শূন্যং চেৎ কথং ধ্যেয়ং প্রকাশেতেত্যত আহ—ইবেতি। অত্রৈব হেতুমাহ—"ধ্যেয়স্বভাবাবেশাদ্" ইতি। অত্রাপি পুরাণং "তস্যৈব কল্পনাহীনং স্বরূপগ্রহণং হি যৎ। মনসা ধ্যাননিষ্পাদ্যং সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে" ইতি। ধ্যেয়াদ্ ধ্যানস্য ভেদঃ কল্পনা, তদ্ধীনমিত্যর্থঃ, অষ্টাঙ্গযোগমুক্ত্বা, খাণ্ডিক্যায় কেশিধ্বজ উপসংজহার। "ক্ষেত্রজ্ঞঃ করণী জ্ঞানং করণং তদচেতনং। নিষ্পাদ্য মুক্তিকার্য্যং বৈ কৃতকৃত্যং নিবর্ত্ততে" ইতি ॥ ৩ ॥ ধারণাধ্যানসমাধিরিত্যেতৎত্রয়স্য তত্র তত্র নিযুজ্যমানস্য প্রাতিস্বিকসংজ্ঞোচ্চারণে গৌরবং স্যাদিতি লাঘবার্থং পরিভাষাসূত্রমবতারয়তি—"তদেতদ্" ইতি। "ত্রয়মেকত্র সংযমঃ" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। ক্রমে সেই ধ্যান যখন কেবল ধ্যেয়বস্তুকেই উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত করিবে, আপনার স্বরূপ—অর্থাৎ আমি ধ্যান করিতেছি ইত্যাদি প্রকার ভেদজ্ঞান—লুপ্ত করিয়া দিবে, তখন তাহা "সমাধি আখ্যা প্রাপ্ত হইবে।

ধ্যান গাঢ় হইলেই তাহার পরিপাক-দশায় অন্য জ্ঞান দূরে থাকুক, ধ্যানজ্ঞানও থাকে না। তাহার কারণ এই যে চিত্ত তখন সম্পূর্ণরূপে ধ্যেয়বস্তুতে লীন হয়, ধ্যেয়স্বরূপ বা ধ্যেয়াকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং চিত্ত তখন স্বরূপশূন্যের ন্যায় অর্থাৎ না থাকার ন্যায় হয়। সেই জন্যই তৎকালে অন্য কোনও জ্ঞান থাকে না। তাদৃশ চিত্তাবস্থা উপস্থিত হইলেই সমাধি হইল, ইহা বুঝিতে হইবে।

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যম্। একবিষয়াণি ত্রীণি সাধনানি সংযম ইত্যুচ্যতে, তদস্য ত্রয়স্য তান্ত্রিকী পরিভাষা সংযম ইতি ॥ ৪ ॥

টীকা। ব্যাচষ্টে—"একবিষয়াণি" ইতি। বাচকত্বশঙ্কামপনয়তি—"তদস্য" ইতি। তন্ত্র্যতে—ব্যুৎপাদ্যন্তে যোগো যেন শাস্ত্রেণ তৎ তন্ত্রং, তত্র ভবা তান্ত্রিকী, সংযমপ্রদেশাঃ 'পরিণামত্রয়সংযমাদ্' ইত্যেবমাদয়ঃ ॥ ৪ ॥ সংযমবিজয়স্যাভ্যাসসাধনস্য ফলমাহ—"তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ"।

(৪) 'একত্র একস্মিন্ আলম্বনে ত্রয়ং ধারণা-ধ্যান-সমাধিলক্ষণং ত্রিতয়ং প্রবর্ত্তমানং সংযম ইত্যুচ্যতে।

তাৎপর্য্যার্থ। কোন এক আলম্বনে উক্ত তিনপ্রকার মানস-ক্রিয়া অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি,—এই ত্রিবিধ মানস-প্রক্রিয়া প্রয়োগ করার নাম "সংযম"। সংযম শব্দের উল্লেখ দেখিলেই বুঝিতে হইবে, গ্রন্থকার ধারণা, ধ্যান ও সমাধি,—এই ত্রিবিধ প্রয়োগের কথা বলিতেছেন।

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যম্। তস্য সংযমস্য জয়াৎ সমাধিপ্রজ্ঞায়া ভবত্যালোকঃ, যথা যথা সংযমঃ স্থিরপদো ভবতি, তথা তথা সমাধিপ্রজ্ঞা বিশারদী ভবতি ॥ ৫ ॥

টীকা। প্রত্যয়ান্তরানভিভূতস্য নির্ম্মলে প্রবাহেঽবস্থানমালোকঃ প্রজ্ঞায়াঃ। সুগমং ভাষ্যম্ ॥ ৫ ॥ ক্ব পুনর্বিনিযুক্তস্য সংযমস্য ফলমেতদিত্যত আহ—"তস্য-ভূমিষু বিনিয়োগঃ"।

তাৎপর্য্যার্থ। উহাকে অর্থাৎ উক্তবিধ সংযমকে জয় অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসাদির ন্যায় স্বাভাবিক বা সম্পূর্ণায়ত্ত করিতে পারিলে প্রজ্ঞা-নামক সর্ব্বভাসক আলোক (বুদ্ধি) জন্মে; অর্থাৎ নৈর্ম্মল্যজনিত বুদ্ধি প্রকাশিত বা জ্ঞানের শক্তিবিশেষ প্রাদুর্ভূত হয়।

সংযম, তাহার জয়, এবং তাহা হইতে প্রজ্ঞানামক জ্ঞানালোক,—এই তিন কথার মধ্যে অনেক গুপ্ততথ্য বিদ্যমান আছে। বস্তুতঃ ইহার প্রকৃত তথ্য এবং ইহার শিক্ষাকৌশল যোগীরাই জানেন, অন্যে জানেন না। সুতরাং বিনা উপ-দেশে উহার যথার্থ তথ্য বা স্বরূপ এবং শিক্ষাকৌশল কিরূপ, তাহা জানা যায় না। অনুমানের সাহায্যে আমরা সংযম সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি যে, প্রাচীন যোগভাষার সংযম, আর আধুনিক ইংরাজী ভাষার Concentration or Will force প্রায় সমান অর্থের দ্যোতক। কেন? তাহা বিবেচনা কর। পতঞ্জলি বলিলেন, অগ্রে ধারণা, পরে ধ্যান, ক্রমে তাহার পরিপাকে সমাধি। এই প্রক্রিয়াত্রিতয়ের মূলে তেজস্বিনী নির্ম্মলা বুদ্ধির সারস্থানীয়া ইচ্ছাশক্তি থাকা আবশ্যক। যোগীরা শিক্ষার দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা ঐ তিন প্রক্রিয়া জয়

(৫) তস্য সংযমস্য জয়াৎ স্বাধীকরণাৎ প্রজ্ঞায়াঃ জ্ঞাতব্যপ্রবিবেকরূপায়া বুদ্ধেঃ আলোকঃ অতিনৈর্ম্মল্যং ভবতি। ভ্রান্তিসংশয়াদিশূন্যা ধেয়স্ফূর্ত্তির্ভবতীতি যাবৎ।

অর্থাৎ স্বাত্মীকৃত করেন। স্বাত্মীকরণ কি? না, স্বাভাবিক-কার্য্যের ন্যায় আয়ত্ত করণ। মনুষ্যের শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন স্বাভাবিক বা স্বাত্মীকৃত,—অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস নির্ব্বাহ করিতে যেমন প্রযত্ন বা ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না,—উল্লিখিত সংযম-কার্য্যটী যদি সেইরূপ স্বাত্মীকৃত হয়—অর্থাৎ যদি শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় সহজে ও বিনা ক্লেশে নির্ব্বাহ করা যায়, তাহা হইলে জানিবে, সংযম-সিদ্ধি হইয়াছে। এতদ্বিধ-সংযমসিদ্ধ যোগীদিগের সঙ্কল্প বা ইচ্ছাপ্রয়োগ অমোঘ। তাঁহারা যখন যাহা ইচ্ছা করেন, সঙ্কল্প করেন সংযম প্রয়োগ করিয়া তাহা তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ করিতে পারেন। "সংযমজয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।"—এই চতুর্থ সূত্র দেখিয়া, সংযমের বলে কেবল জ্ঞানবিকাশই হয়, অন্য কিছু হয় না, এরূপ মনে করিও না। পরবর্ত্তী সূত্রগুলির অর্থ দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে, উহার দ্বারা সকল সঙ্কল্পই সুসিদ্ধ হয়। জ্ঞান বিকাশ হইলে, অর্থাৎ প্রকাশশক্তি বাড়িলে ক্রিয়াশক্তিও বাড়ে, ইহা অব্যভিচারী নিয়ম। সুতরাং ভূতজয়, প্রকৃতিবশিত্ব, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য,—এ সমস্তই একমাত্র সংযমের প্রভাবে (অজ্ঞাত-শক্তিতে) সাধিত হইয়া থাকে। কিরূপ সংযমের দ্বারা কোন্ কার্য্য সাধিত হয়, তাহা এই পরিচ্ছেদেই বর্ণিত হইবে। এ সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রের সারসংগ্রহ বা সার কথা এই যে, সিদ্ধির প্রতি একমাত্র সংযমই কারণ। সংযমের দ্বারা সমস্ত ইচ্ছাধিকার পূর্ণ হয়। সংযমের দ্বারা সিদ্ধ না হয় এমন কার্য্যই নাই। সংযমের মধ্যে যে কত প্রভূত ক্ষমতা লুক্কায়িত আছে, তাহা যোগীরাই জানেন, অন্যে জানেন না। যোগীরা কিরূপে সংযমের বল বা ক্ষমতা জানিয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝি না। বুঝিবার চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারিব কি না, সন্দেহ। তথাপি আমাদের এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য হইতেছে। একজন পুরাতন যোগী বলিয়া গিয়াছেন যে,

পিঙ্গলা কুররঃ সর্পঃ সারঙ্গান্বেষকো বনে।
ইষুকারঃ কুমারী চ ষড়েতে গুরবোমম॥

পিঙ্গলা-নাম্নী বেশ্যা, কুরর-নামক পক্ষী, অজগর-নামক সর্প, মৃগান্বেষী ব্যাধ, শরনির্ম্মাতা শিল্পী, অবিবাহিতা কুলনারী,—এই ছয় ব্যক্তি আমার গুরু অর্থাৎ ঐ ছয় ব্যক্তির নিকট আমি অনেক গুহ্যজ্ঞান পাইয়াছি। *

* যোগীরা পিঙ্গলার নিকট আশাত্যাগিতা, কুরর পক্ষীর নিকট পরিগ্রহত্যাগিতা, সর্পের নিকট জীর্ণ ত্বক্ (খোলোষ) পরিত্যাগ করা তুল্য বৈরাগ্য, এবং তাহাদেরই নিকট অনারম্ভ

মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, "অনারম্ভেঽপি সুখী সর্পবৎ।" (সাংখ্যের ৪ অধ্যায়, ১০ সূত্র দেখ)—এমন কতকগুলি সর্প আছে, তাহারা আহারের জন্ম কিছুমাত্র আরম্ভ বা উদ্যোগ করে না, অথচ ইচ্ছানুরূপ সুখ ও আহারাদি লাভ করে। এতদ্দৃষ্টান্তে যোগীরাও অনারম্ভপর হইবেন। যোগীদিগের এই সকল কথার ভাবভঙ্গী পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হয়, তাঁহারা অজগর-সর্পের বহির্নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া তাহাদের অভ্যন্তরের বা অন্তরাত্মার স্তিমিতভাব, দৃঢ়সঙ্কল্প ও দৃঢ়সঙ্কল্পের প্রবল ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এবং তাহারই অনুকরণে সংযম-নামক যোগাঙ্গটি আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন।

রাজসাপ-নামে একপ্রকার সাপ আছে। তাহারা ভ্রমণ করিয়া আহার করে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্বিষ সর্প এবং বৃশ্চিকাদি ক্ষুদ্র জীব তাহাদের মুখসন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজসাপ তাহাদিকে ভক্ষণ করে। এ সম্বন্ধে অজ্ঞ মানবদিগের নিকট এরূপ প্রবাদ শুনা যায় যে, "উহারা সাপের রাজা, সেই জন্যই উহারা আহারার্থ ভ্রমণ করে না। ক্ষুদ্র সর্প সকল উহাদের ভয়ে আপনা আপনিই আহারীয় হইয়া উহাদের নিকটে আইসে।" কিন্তু সাপুড়েরা বলে, "তাহা নহে। রাজসাপেরা আহারের পূর্ব্বে কোন এক নিভৃত (মনুষ্যশূন্য অথচ ক্ষুদ্র জন্তুর গতিবিধিযুক্ত) স্থানে গিয়া নিঃসাড়ে পড়িয়া থাকে এবং তন্মনা হইয়া বা একমন একচিত্ত হইয়া শীস্ দিতে থাকে। উহাদের সেই শীস্-শব্দের এমন এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, এমন এক আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি আছে, এমন এক আকর্ষণ-শক্তি আছে যে, তৎপ্রভাবে তাহাদের মুখসন্নিধানে আহারোপযুক্ত ক্ষুদ্রজীবকে যাইতে হইবেই হইবে। তাহাদের সেই শীস্-শব্দ যতদূর যাইবে,—তত দূরের মধ্যে যে কোন ক্ষুদ্র সত্ত্ব (বৃশ্চিকাদি জীব) থাকিবে, তাহাদের সকলকেই শীস্-শব্দে মোহিত হইয়া, হতজ্ঞান হইয়া, তৎসন্নিধানে যাইতে হইবে। তাহাদের সেই শীস্-শব্দের আকর্ষণ শক্তি অতীব অদ্ভুত ও অচিন্ত্য।" এতজ্জাতীয় সর্প এ দেশে আছে কি না এবং যদি থাকে তবে কোন্ প্রদেশে আছে, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। ইংরাজী ভাষায় এতজ্জাতীয় সর্পকে Rattling Serpent (This word is derived from the word Rattle) বলে এবং এরূপ

অর্থাৎ একমনে চুপ্ করিয়া থাকা, ব্যাধের নিকট অনুসন্ধান ও মনঃপ্রণিধান, শর-নির্ম্মাতার নিকট একাগ্রতা ও সমাধি, এবং কুমারীর নিকট সঙ্গত্যাগিতা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সঙ্গত্যাগিতা শিক্ষার বিবরণ আমার প্রকাশিত সাংখ্যে দেখিতে পাইবেন।

সর্প না কি আমেরিকা দেশে আছে। আমাদের দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে অন্য একপ্রকার বৃহৎকায় সর্প আছে, শাস্ত্রীয় ভাষায় তাহাদিগকে 'অজগর' বলে। অপভাষায় তাহাদের কি নাম আছে, তাহা জানি না *। কেহ কেহ ইহাদিগকে রাজসাপ, কেহ বা বোড়াচিতি, নাওদোড়া প্রভৃতি নামে উল্লেখ করেন। যাহাই হউক, অজগর সর্পেরা আহারের উদ্যম করে না। বৃহৎকায়তানিবন্ধন নড়িতে চড়িতে পারে না বলিয়াই হউক, আর অন্য কোন অজ্ঞাত কারণেই হউক, আহারের পূর্ব্বে ইহারা কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া পতিত থাকে। কিছুকাল তদ্রূপ থাকার পর ক্ষুদ্র জন্তু সকল তাহাদের সম্মুখে আগত হয়। বনচর মনুষ্যদিগের মধ্যে কিংবদন্তী আছে, উহারা নিশ্বাসের দ্বারা আহারীয় জন্তুদিগকে টানিয়া লয়। বস্তুতঃ তাহা ঠিক্ নিশ্বাসের আকর্ষণ না হইতেও পারে। যাহাই হউক, অজগরদিগের তাদৃশ নিশ্চেষ্টতার কারণ কি, তাহা আমরা জানি না। যোগীরা বোধ হয় উহার প্রকৃত কারণ জানিয়াছিলেন। জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এই গ্রন্থের চতুর্থ পাদের প্রথমসূত্রে এ সম্বন্ধে অনেকটা আভাস দিয়া গিয়াছেন। সেই আভাসিত ভাবটী স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে "রাজসাপেরা অথবা অজগর সর্পেরা জন্মতঃ সংযম-সিদ্ধ" এইরূপ বিস্পষ্ট কথায় পরিণত হয়; অর্থাৎ উহারা জন্মসিদ্ধ সংযমী। উহাদের স্বভাবসিদ্ধ সংযম-শক্তির প্রভাব বা ক্ষমতা এত অধিক যে, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। উহারা আপন আপন সংযমশক্তির, ইচ্ছাশক্তির, সঙ্কল্পশক্তির, বা ধ্যানশক্তির পরিচালন বা প্রয়োগ করিয়া নিজ নিজ ভক্ষ্য আকর্ষণ করে। ঐ কার্য্য করিবার সময় তাহাদিগকে অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল রুদ্ধ করিতে হয়, সুতরাং আমাদের দৃষ্টিতে তাহারা কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দ পরিদৃষ্ট হয়।

সাপুড়েদিগের "ক্ষুদ্র সর্প সকল রাজসাপের শীস্ বা সোঁ-সোঁ শব্দ শুনিয়া হতচৈতন্য বা অবশপ্রায় হইয়া তাহাদের নিকট আইসে" এই প্রবাদ বোধ হয় অসত্য নহে। কেননা, শব্দের বা সোঁ সোঁ ইত্যাকার শব্দের ও শব্দবিশেষের তাদৃশ বশীকরণ সামর্থ্য (Mesmeric power) থাকা অসম্ভব নহে। জীব যে, শব্দ শুনিয়া রূপ বা রং দেখিয়া, রস বা আস্বাদ গ্রহণ করিয়া, গন্ধ আঘ্রাণ ও

* এ দেশে এখন রাজসাপ বলিলে "বোড়াচিতি" বুঝায়। বস্তুতঃ "বোড়াচিতি" রাজসাপ নহে। বোড়াচিতির অন্য এক জাতিকে বরং অজগর বলিলেও বলা যায়। কেহ কেহ শাঁকিনী সাপকে রাজসাপ বলিয়া উল্লেখ করেন। বোধ হয়, তাঁহাদের কথাও সত্য নহে। যাহাই হউক, যাহাদের উক্তবিধ ক্ষমতা আছে, আমাদের মতে তাহারাই রাজসাপ।

স্পর্শ গ্রহণ করিয়া মানস-বিকারের বশতাপন্ন হয়, তাহা বোধ হয় কোন ব্যক্তিরই অবিদিত নাই। সুতরাং শব্দের স্পর্শের, রূপের, রসের ও গন্ধের প্রবল প্রতাপান্বিত বশীকরণ-সামর্থ্য-থাকার বিষয়ে অধিক কথা বলিতে হইবে না *। কেবলমাত্র পুরাতন যোগীরাই যে রাজসাপের অত্যদ্ভুত আহার চেষ্টা দেখিয়া তাহার তথ্যানুসন্ধান করিতে করিতে সংযমের অদ্ভুত শক্তি বা অতুল্য-ক্ষমতা জ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। আমরা শুনিয়াছি, ইয়ুরোপবাসী জনৈক আধুনিক ডাক্তারও অজগর-সর্পের অদ্ভুত আহার চেষ্টা দেখিয়া তাহার তথ্যানুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমে তাহা হইতে বশীকরণ-বিদ্যা (Mesmerism) অথবা একপ্রকার আশ্চর্য্য 'চেতনা-শিল্প' আবিষ্কার করিয়াছিলেন। "মেস্‌মার" নামক জনৈক জর্ম্মান পণ্ডিত এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা এই।

'আমি একদা পোতারোহণে বিদেশে গমন করিয়াছিলাম। জাহাজ জলমগ্ন হওয়ায় কেবল আমিই বিধাতার কৃপায় সে বিপদে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম। জাহাজের ভগ্ন মাস্তল অবলম্বন করিয়া আমি ধীরে ধীরে তীরপ্রাপ্ত হইলাম। উপরে জঙ্গল ও পাহাড়। হিংস্র জন্তুর ভয়ে বৃক্ষারোহণপূর্ব্বক রাত্রিযাপন করিলাম। পরদিন প্রাতে অবতরণ-কালে দেখিলাম, নীচে একটা বৃহদাকার সর্প মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া আছে। তাহা দেখিয়া আমি প্রথমে ভয়প্রযুক্ত নামিতে সাহস করিলাম না। বেলা অনেক হইল, তথাপি সে সেইরূপেই থাকিল। অন্যূন ৪ ঘণ্টা পরে দেখিলাম, আকাশ হইতে ২।৩ টা পক্ষী তাহার মুখ-নিকটে পতিত হইল। সাপ তাহা ভক্ষণ করিল। ক্রমে দুই চারিটী ক্ষুদ্রজন্তুও তাহার মুখের নিকটে আসিল। সাপ তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিল। এতক্ষণের পর সে শরীর-সঞ্চালন আরম্ভ করিল, ক্রমে সে অল্পে অল্পে সরিয়া গেল। আকাশের পাখী কেন তাহার মুখে পড়িল? কি কারণে তাহার মুখনিকটে দূরের জন্তু আগমন করিল? ইহা ভাবিতে লাগিলাম। তখন আমার মস্তিষ্ক ভাবিতে ভাবিতে বিকল হইয়াছিল বটে; পরন্তু এখন দেখিতেছি যে, সেই ব্যাপার তাহার প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল। তজ্জাতীয় সর্পদিগের উইল্‌ফোর্স বা ও মেস্‌মেরিক্‌-পাওয়ার অত্যন্ত তীব্র, তাই তাহারা ঐরূপ করিয়া আহার সংগ্রহ করে।"

* এই সিদ্ধান্তটী মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে ব্যাস কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থবাহুল্য-ভয়ে সে সকল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল না।

মেস্মার সাহেব যেমন সাপের আহার-চেষ্টা দেখিয়া "মেস্মেরিজম্" আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ, বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় যোগীরা হয় ত অজগরদিগের আহারের তথ্য অনুসন্ধান করিয়া "সংযম" নামক যোগাঙ্গটী আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। তাই বলিলাম যোগীদিগের উদ্ভাবিত "সংযম" আর মেস্মার সাহেবের পরিভাষিত "উইল্-ফোর্স" প্রায় তুল্যানুতুল্য অর্থের বোধক।

তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যম্। তস্য সংযমস্য জিতভূমের্যানন্তরা ভূমিস্তত্র বিনিয়োগঃ, নহ্যজিতাধরভূমিরনন্তরভূমিং বিলঙ্ঘ্য প্রান্তভূমিষু সংযমং লভতে, তদভাবাচ্চ কুতস্তস্য প্রজ্ঞালোকঃ, ঈশ্বরপ্রসাদাৎ জিতোত্তরভূমিকস্য চ নাধরভূমিষু পরচিত্তজ্ঞানাদিষু সংযমো যুক্তঃ, কস্মাৎ, তদর্থস্যান্যত

টীকা। ভূমিং বিশেষয়তি ভাষ্যকারঃ "তস্য" ইতি, জিতায়া ভূমের্যানন্তরা-ভূমিঃ—অবস্থাঽজিতা তত্র বিনিয়োগঃ। স্থূলবিষয়ে সবিতর্কে সমাধৌ বশীকৃতে সংযমেন সংযমস্যাবিজিতে নির্বিতর্কে বিনিয়োগঃ। তস্মিন্নপি বশীকৃতে সবিচারে বিনিয়োগঃ ইত্যর্থঃ। এবং নির্বিচারে বিনিয়োগ. ইত্যর্থঃ। অত এব স্থূলবিষয়-সমাপত্তিসিদ্ধৌ সত্যাং পুরাণে তত্তদায়ুধভূষণাপনয়েন সূক্ষ্মবিষয়ঃ সমাধিরবতারিতঃ—"ততঃ শঙ্খগদাচক্রশার্ঙ্গাদিরহিতং বুধঃ। চিন্তয়েদ্ ভগবদ্রূপং প্রশান্তং সাক্ষসূত্রকম্। যদা চ ধারণা তস্মিন্নবস্থানবতী ততঃ। কিরীটকেয়ূরমুখৈর্ভূষণৈ রহিতং স্মরেৎ। তদেকাবয়বং দেবং সোঽহং চেতি পুনর্বুধঃ। কুর্য্যাৎ ততোঽহমিতি প্রণিধানপরো ভবেদ্" ইতি। কস্মাৎ পুনরধরাং ভূমিং বিজিত্যোত্তরাং বিজয়তে, বিপর্য্যয়ঃ কস্মান্ন ভবতি, ইত্যত আহ—"ন হ্যজিতাধরভূমিঃ" ইতি। ন হি শিলাহ্রদাদ্ গঙ্গাং প্রতি প্রস্থিতোঽপ্রাপ্য মেঘবনং গঙ্গাং প্রাপ্নোতি। "ঈশ্বর-প্রসাদাজ্জিতোত্তরভূমিকস্য চ" ইতি। কস্মাৎ, তদর্থস্য—উত্তরভূমিবিজয়প্রত্যাসন্নস্য, অন্যত এব—ঈশ্বরপ্রণিধানাদেবাবগতত্বাদ্, নিষ্পাদিতক্রিয়ে কর্ম্মণি

---

(৬) তস্য সংযমস্য ভূমিষু স্থূলসূক্ষ্মাদিভেদভিন্নেষ্বালম্বনেষু সবিতর্কাদ্যবস্থাসু বা সোপানারোহণক্রমেণ বিনিয়োগঃ কার্য্য ইতি শেষঃ। সংযমেন স্থূলাং পূর্ব্বভূমিং জিত্বা তদুত্তরাং সূক্ষ্মাং ভূমিং জিগীষেৎ। ন হি স্থূলমসাক্ষাৎকৃত্য সূক্ষ্মং সাক্ষাৎকর্ত্তুং শক্যমিত্যুপদেশঃ।

এবাবগতত্বাৎ। ভূমেরস্যা ইয়মনন্তরা ভূমিরিত্যত্র যোগ এবোপাধ্যায়ঃ, কথং? এবমুক্তং "যোগেন যোগো জ্ঞাতব্যো যোগো যোগাৎ প্রবর্ত্ততে। যোঽপ্রমত্তস্তু যোগেন স যোগে রমতে চিরম্" ইতি॥ ৬॥

বিশেষানাধায়িনঃ সাধনস্য সাধনস্যায়াতিপাতাদ্ ইতি। স্যাদেতদ্, আগমতঃ সামান্যতোঽবগতানামপাবান্তরভূমিভেদানাং কুতঃ পৌর্ব্বাপর্য্যাবগতিরিত্যত আহ—"ভূমেরস্যা" ইতি। জিতঃ পূর্ব্বো যোগ উত্তরস্য যোগস্য জ্ঞানপ্রবৃত্ত্যধিগমহেতুঃ। অবস্থৈবাবস্থাবানিত্যভিপ্রেত্যৈতদ্ দ্রষ্টব্যম্॥ ৬॥ কস্মাৎ পুনর্যোগাঙ্গত্বাবিশেষেঽপি সংযমস্য তত্র তত্র বিনিয়োগঃ, নেতরেষাং পঞ্চানামিত্যত আহ—"ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্ব্বেভ্যঃ"।

তাৎপর্য্যার্থ। ঐ সংযমের শিক্ষাকালে ভূমিক্রমে অর্থাৎ সোপান-আরোহণের ন্যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা জয় করিয়া, স্থূল স্থূল আলম্বন আয়ত্ত করিয়া পশ্চাৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবস্থায় বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলম্বনে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সংযমাভ্যাস-সম্বন্ধে উত্তম উপদেশ এই যে, প্রথম যোগী প্রথমতঃ স্থূল স্থূল বিষয়ে সংযম প্রয়োগ করিবেন। সেগুলি আয়ত্ত হইলে ক্রমে তদপেক্ষা সূক্ষ্মবিষয়ে সংযম প্রয়োগ করিতে শিখিবেন। অট্টালিশিখরারোহণ করিতে হইলে যেমন প্রথমে নিম্নসোপান আক্রম না করিয়া উপরিবর্ত্তী সোপানে আরোহণ করা যায় না, তেমনি, স্থূল আলম্বন জয় না করিয়া সূক্ষ্ম আলম্বনে সমাহিত হওয়া যায় না। "স্থূল আলম্বন পরিত্যাগ করিয়া একেবারে সূক্ষ্ম আলম্বন গ্রহণ করিলে সংযম-কার্য্যটী অভ্যস্ত হওয়া দূরে থাকুক, আদৌ তাহাতে ধারণাই হইবে না। সুতরাং ভূমিক্রমে অভ্যাস করিতে হয় ও শিখিতে হয়। ইতিপূর্ব্বে যে সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচার যোগের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলি এস্থলে যথাক্রমে সংযম-শিক্ষার পূর্ব্বাপর ভূমি, অর্থাৎ প্রথমাদি অবস্থা বা ক্রমিক আলম্বন বলিয়া জানিবে। প্রথম সবিতর্ক ভূমি। তাহা জয় হইলে নির্বিতর্ক ভূমি, পরে সবিচার, তৎপরে নিবিচার সমাধি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্ব্বেভ্যঃ॥ ৭॥

(৭) ত্রয়ং সংযমঃ ধারণাদিত্রয়ং পূর্ব্বেভ্যঃ পূর্ব্বোক্তাঙ্গেভ্যঃ যমনিয়মাদিভ্যঃ অন্তরঙ্গং সমাধিস্বরূপনিষ্পাদনাৎ সাক্ষাৎসাধনমিত্যর্থঃ।

ভাষ্যম্। তদেতদ্ ধারণাধ্যানসমাধিত্রয়ং অন্তরঙ্গং সম্প্রজ্ঞাতস্য সমাধেঃ পূর্ব্বেভ্যো যমাদিসাধনেভ্য ইতি ॥ ৭ ॥

টীকা। তদিদং সাধনত্রয়ং সাধ্যসমানবিষয়ত্বেনান্তরঙ্গং, ন ত্বেবং যমাদয়ঃ। তস্মাত্তে বহিরঙ্গা ইত্যর্থঃ। সাধনত্রয়স্য সম্প্রজ্ঞাত এবান্তরঙ্গত্বং ন ত্বসম্প্রজ্ঞাতে, তস্য নির্বীজতয়া তৈঃ সহ সমানবিষয়ত্বাভাবাৎ, তেষু চিরনিরুদ্ধেষু সম্প্রজ্ঞাত-পরমকাষ্ঠাপরনামজ্ঞানপ্রসাদরূপপরবৈরাগ্যানন্তরমুৎপাদাচ্চেত্যাহ—"তদেতদ্" ইতি ॥ ৭ ॥ "তদপি—তস্য"।

তাৎপর্য্যার্থ। এই সংযম-নামক যোগাঙ্গটী পূর্ব্বোক্ত যমনিয়মাদি যোগাঙ্গ অপেক্ষা সমাধির অন্তরঙ্গ অর্থাৎ সাক্ষাৎ সাধন। যমনিয়মাদির দ্বারা শরীরের জড়তা নিবৃত্তি, ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা এবং চিত্তের নৈর্ম্মল্য হয়। পরে সংযমের দ্বারা চিত্তকে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম পদার্থে সমাহিত করা যায়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অঙ্গ-গুলি সমাধির বহিরঙ্গ সাধন, আর সংযম তাহার অন্তরঙ্গ সাধন।

তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য ॥ ৮ ॥

ভাষ্যম্। তদপি অন্তরঙ্গং সাধনত্রয়ং, নির্বীজস্য যোগস্য বহিরঙ্গং, কস্মাৎ, তদভাবে ভাবাদিতি ॥৮॥ অথ নিরোধচিত্তক্ষণেষু চলং গুণবৃত্ত-মিতি কীদৃশস্তদা চিত্তপরিণামঃ।

টীকা। সমানবিষয়ত্বমন্তরঙ্গত্বপ্রযোজকমিহ, ন তু তদনন্তরভাবস্তস্য বহিরঙ্গে-শ্বরপ্রণিধানবর্ত্তিতয়া সব্যভিচারত্বাদিতি স্থিতে সব্যভিচারমপ্যন্তরঙ্গলক্ষণং তদ-নন্তরভাবিত্বমস্য নাস্তি। তস্মাদ্ দূরাপেতান্তরঙ্গতা সংযমস্যাসম্প্রজ্ঞাতে ইতি দর্শয়িতুং তদভাবেঽভাবাদিত্যুক্তম্ ॥ ৮ ॥ পরিণামত্রয়সংযমাদিত্যত্রোপযোক্ষ্যমাণ-পরিণামত্রয়ং প্রতিপিপাদয়িষুর্নির্বীজপ্রসঙ্গেন পৃচ্ছতি—"অথ" ইতি। ব্যুত্থান-সম্প্রজ্ঞাতয়োশ্চিত্তস্য স্ফুটতরপরিণামভেদপ্রচয়ানুভবান্ন প্রশ্নাবতারো, নিরোধে তু নানুভূয়তে পরিণামো, ন চাননুভূয়মানো নাস্তি, চিত্তস্য ত্রিগুণতয়া চলত্বেন গুণানাং ক্ষণমপি অপরিণামস্যাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। প্রশ্নোত্তরং সূত্রং—"ব্যুত্থান—নিরোধপরিণামঃ"।

---

(৮) স চ বহিরঙ্গসাধনং নির্বীজস্য অসম্প্রজ্ঞাতস্য।

তাৎপর্য্যার্থ। সংযম, সমাধির অন্তরঙ্গ উপায় বটে; পরন্তু তাহা নির্বীজ-সমাধির বহিরঙ্গ সাধন। কেননা, উৎকৃষ্ট সম্প্রজ্ঞাতযোগে যে যে নির্ম্মল প্রজ্ঞা স্ফুরিত হয়, তাহা কেবল "নেদং" অর্থাৎ ইহাও নিরুদ্ধ হউক, ইত্যাকার চির-ভাবিত ইচ্ছাসংস্কার দ্বারা নিরুদ্ধ হয়। অন্য কিছুতে হয় না। সুতরাং সর্ব্ববৃত্তি নিরোধ-রূপ নির্বীজ সমাধির পরম্পরা-সাধন সংযম, আর সাক্ষাৎ-সাধন নিরোধ-পরিণাম। নিরোধপরিণাম কি? বলা যাইতেছে।—

ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ
নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যম্। ব্যুত্থানসংস্কারাশ্চিত্তধর্ম্মা ন তে প্রত্যয়াত্মকা ইতি প্রত্যয়নিরোধে ন নিরুদ্ধাঃ, নিরোধসংস্কারা অপি চিত্তধর্ম্মাঃ, তয়োর-ভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ, ব্যুত্থানসংস্কারা হীয়ন্তে, নিরোধসংস্কারা আধীয়ন্তে,

---

টীকা। অসম্প্রজ্ঞাতং সমাধিমপেক্ষ্য সম্প্রজ্ঞাতো ব্যুত্থানং, নিরুধ্যতেঽ-নেনেতি নিরোধঃ—জ্ঞানপ্রসাদঃ পরং বৈরাগ্যং, তয়োর্ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োর-ভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ—ব্যুত্থানসংস্কারস্যাভিভবো, নিরোধসংস্কারস্যাবির্ভাবঃ। চিত্তস্য ধর্ম্মিণো নিরোধলক্ষণস্য—নিরোধাবসরস্য দ্বয়োরবস্থয়োরন্বয়ঃ। ন হি চিত্তং ধর্ম্মি সম্প্রজ্ঞাতাবস্থায়ামসম্প্রজ্ঞাতাবস্থায়াং চ সংস্কারাভিভবপ্রাদুর্ভাবয়োঃ স্বরূপেণ ভিদ্যত ইতি। নন্থ যথোত্তরে ক্লেশা অবিদ্যামূলা অবিদ্যানিবৃত্তৌ নিবর্ত্তন্ত ইতি তন্নিবৃত্তৌ ন পৃথক্ প্রযত্নান্তরমাস্থীয়তে এবং ব্যুত্থানপ্রত্যয়মূলাঃ সংস্কারা ব্যুত্থাননিবৃত্তাবেব নিবর্ত্তন্ত ইতি তন্নিবৃত্তৌ ন নিরোধসংস্কারোঽপেক্ষিতব্য ইত্যত আহ—"ব্যুত্থান-সংস্কারাঃ" ইতি। ন কারণমাত্রনিবৃত্তিঃ কার্য্যনিবৃত্তিহেতুঃ। মাভূৎ কুবিন্দনিবৃত্তৌ

---

(৯) বিশেষেণোত্তিষ্ঠত্যস্মাদিতি ব্যুত্থানং সম্প্রজ্ঞাতঃ। নিরুধ্যতে যেন স নিরোধঃ পরং বৈরাগ্যম্। অসম্প্রজ্ঞাত ইতি যাবৎ। অত্র ব্যুত্থানং ক্ষিপ্তমূঢ়বিক্ষিপ্তমিতি ভূমিত্রয়ম্। নিরোধঃ প্রকৃষ্টসত্ত্বস্যাঙ্গিতয়া চেতসঃ পরিণাম ইতি বার্ত্তিককৃদ্ব্যাখ্যানম্। আভ্যাং জনিতৌ যৌ সংস্কারৌ তয়োঃ সংস্কারয়োর্যৌ যথাক্রমমভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ ভবতঃ ব্যুত্থানসংস্কারস্যাভিভবো নিরোধ-সংস্কারস্য চ প্রাদুর্ভাবো ভবতীত্যর্থঃ, তদা চিত্তং নিরোধস্য অসম্প্রজ্ঞাতস্য ক্ষণেন অবসরেণ যুক্তং ভবতি। তস্য চ নিরোধক্ষণচিত্তস্য যঃ অন্বয়ঃ উভয়াবস্থিততয়া ধর্ম্মিমাত্রস্বরূপেণাবস্থানং স নিরোধ-পরিণামঃ। অস্য নামান্তরাণি নির্বীজপরিণামঃ সমাধিপরিণামঃ স্থৈর্য্যঞ্চেতি দিক্।

নিরোধক্ষণং চিত্তমন্বেতি, তদেকস্য চিত্তস্য প্রতিক্ষণমিদং সংস্কারান্যথাত্বং নিরোধপরিণামঃ। তদা সংস্কারশেষং চিত্তমিতি নিরোধসমাধৌ ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৯ ॥

বপি পটস্য নিবৃত্তিঃ। অপি তু যৎকারণাত্মকং যৎকার্য্যং তৎকারণনিবৃত্তৌ তৎকার্য্যনিবৃত্তিঃ। উত্তরে চ ক্লেশা অবিদ্যাত্মান ইত্যুক্তম্। অতস্তন্নিবৃত্তৌ তেষাং নিবৃত্তিরুপপন্না। ন ত্বেবং প্রত্যয়াত্মানঃ সংস্কারাঃ। চিরনিরুদ্ধে প্রত্যয়ে সম্প্রতি স্মরণদর্শনাৎ। তস্মাৎ প্রত্যয়নিবৃত্তাবপি তন্নিবৃত্তৌ নিরোধসংস্কারপ্রচয় এবোপাসনীয় ইত্যর্থঃ। সুগমমন্যদ্ ॥ ৯॥ সর্ব্বথা ব্যুত্থানসংস্কারাভিভবে তু বলবতা নিরোধসংস্কারেণ কীদৃশঃ পরিণাম ইত্যত আহ,—"তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাদ্"

তাৎপর্য্যার্থ। চিত্তের ক্ষিপ্তাদি রাজসিক পরিণামের নাম ব্যুত্থান এবং কেবলমাত্র বিশুদ্ধসত্ত্বপরিণামের নাম নিরোধ। চিত্তের সম্প্রজ্ঞাত-অবস্থা ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারের পরবৈরাগ্য,—এই দুই অবস্থাও যথাক্রমে ব্যুত্থান ও নিরোধ। এই দুই (ব্যুত্থান ও নিরোধ) পরিণামের সংস্কার যখন যথাক্রমে অভিভূত ও প্রাদুর্ভূত হয়, অর্থাৎ ব্যুত্থান-সংস্কার অভিভূত হইয়া নিরোধ-সংস্কার পুষ্ট হইয়া দাঁড়ায়, চিত্ত তখন নিরোধ নামক অবসরের অনুগত হয়। তাদৃশ আনুগত্যের অর্থাৎ তাদৃশ অবসর (তূষ্ণীম্ভাব) প্রাপ্তির নাম "নিরোধ-পরিণাম।" ইহার বিশদ ব্যাখ্যা এইরূপ—

যোগী সংযমের দ্বারা বিবিধ ঐশ্বর্য্য ও অলৌকিক ক্ষমতা আহরণ করিতে পারিবেন। পরন্তু কিংবিধ বিষয়ের জন্য কিরূপ সংযম প্রয়োগ করিবেন, [illegible] আবশ্যক। কোথায় কিপ্রকার সংযম করিতে হয়, কোন্ সংযমের কি[illegible], তাহা জানা না থাকিলে ফললাভ দুর্ঘট হয়। সুতরাং সংযম শিক্ষার পূর্ব্বে সংযমের স্থানগুলি নির্ণয় করিয়া লইতে হয়। এবং বিবিধ চিত্তপরিণাম অর্থাৎ চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন বিকারভাবগুলি করামলকবৎ বা প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতিযোগ্য করিয়া লইতে হয়। চিত্তসত্ত্ব ব্যুত্থানকালে, নিরোধকালে ও একাগ্রতাকালে কিরূপ অবস্থায় থাকে, কিরূপ ভাবে পরিণত হইতে থাকে, তাহা নিপুণ হইয়া লক্ষ্য করিতে হয়। নিরোধকালের চিত্তাবস্থা জ্ঞাত হওয়া যত আবশ্যক, ব্যুত্থানকালের চিত্তাবস্থা বা চিত্তপরিণাম সন্ধান করা তত আবশ্যক নহে।

নিরোধ-পরিণামের যথার্থ স্বরূপ কি? অর্থাৎ নির্বীজ-সমাধির সময় চিত্ত কি ভাবে অবস্থিত থাকে? তাহার উপদেশ করা যাইতেছে।

যে কোনও সংস্কার, সমস্তই চিত্ত-ধর্ম্ম এবং চিত্তই তত্তাবতের ধর্ম্মী অর্থাৎ আধার। চিত্ত যখন ব্যুত্থানযুক্ত অর্থাৎ বিষয়াকারে পরিণত হইতে থাকে, তখন তাহাতে সেই সেই ব্যুত্থানের বা সেই সেই পরিণামের সংস্কার (রেখা, বা দাগ, ইহা ভবিষ্যৎ পরিণামের বীজ) আহিত হয়। চিত্ত যখন কেবলমাত্র সম্প্রজ্ঞাত-বৃত্তিতে স্থিতি করে, একাগ্র বা একতান হয়, তখনও চিত্তে তাহার সংস্কার আহিত হয়। তাদৃশ সম্প্রজ্ঞাত-অবস্থাও ব্যুত্থান মধ্যে গণ্য। কেন না, তখনও বৃত্তি থাকে, নির্বৃত্তি অবস্থা হয় না। চিত্ত যতক্ষণ না নির্বৃত্তিক বা বৃত্তিশূন্য হয়, ততক্ষণ তাহা, ব্যুত্থান বলিয়া গণ্য। তাদৃশ সম্প্রজ্ঞাতবৃত্তি বা একাগ্রবৃত্তি অবিশ্রান্তরূপে বা প্রবাহাকারে ছুটীতে (উদিত হইতে) থাকিলে, তজ্জনিত সংস্কারও তাহাতে (চিত্তসত্বে) যথাক্রমে জন্মে। সে সংস্কার বা সে স্রোত নিরোধ-পরিণাম ব্যতীত তিরোহিত বা অভিভূত হয় না। পরবৈরাগ্যাভ্যাস দ্বারা যখন ব্যুত্থান-সংস্কার অভিভূত হয়, তিরোহিত হয়, নিঃশক্তি অথবা বিলীন হইয়া যায়, নিরোধসংস্কার তখন প্রবল বা পুষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। চিত্ত এই সময়ে পূর্ব্বসঞ্চিত ব্যুত্থানসংস্কার হইতে অবসৃত হইয়া, কেবল নিরোধ-সংস্কার লইয়া, অবস্থিত থাকে। "নিরোধ-সংস্কার লইয়া অবস্থিত থাকে"—এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, চিত্ত তখন নির্বৃত্তিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় স্বরূপে অর্থাৎ সত্তামাত্রে স্থিত থাকে। চিত্তের তদ্রূপ অবস্থিতি স্থায়ী হইলেই নিরোধ-পরিণাম নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই নিরোধ-অবস্থা অবশ্যই পরিণামবিশেষ। সেই কারণে উহার অন্বর্থ নাম নিরোধ-পরিণাম। চিত্ত যখন গুণময়, অর্থাৎ প্রাকৃতিক, তখন তাহা যতদিন থাকিবে, ততদিন সে পরিণত হইবেই হইবে। প্রকৃতির স্বভাব এই যে, সে ক্ষণকালও পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং যাহাকে নিরোধ বলিলাম, নির্বৃত্তিক অবস্থা বলিলাম, বস্তুতঃ তাহাও একপ্রকার পরিণাম। কেননা, চিত্ত তখনও পরিণত হয়। তবে কি না, তাহা স্বরূপেরই অনুরূপ। তাদৃশ স্বরূপ-পরিণামের অন্য নাম স্থৈর্য্য। চিত্ত স্থির হইয়াছে, এ কথা বলিলে কি বুঝিতে হইবে? কোন পরিণাম হইতেছে না, এরূপ না বুঝিয়া, বিষয়াকারে পরিণত হইতেছে না, স্বরূপ পরিণামে অবস্থিত আছে, এইরূপই বুঝিতে হইবে। এতাবতা সিদ্ধান্ত হইল, চিত্তের স্থৈর্য্য অথবা নির্বৃত্তিক অবস্থাই নিরোধ-পরিণাম। সংস্কারসম্বন্ধে অন্য এক

নিয়ম এই যে, চিত্তে অবিচ্ছেদে দুই তিন বার যে বৃত্তি উদিত হয়, সেই বৃত্তির সংস্কার তাহাতে অঙ্কিত হয়। বার বার বহুবার উত্থাপিত করিলে তাহার একটী প্রবল স্রোত চিত্তে থাকিয়া যায়। সুতরাং চিত্তকে বার বার বহুবার নিরুদ্ধ অর্থাৎ বৃত্তিশূন্য করিতে পারিলে তজ্জনিত সংস্কারও দৃঢ় হইবে, ক্রমে তাহা হইতেই চিত্তের বৃত্তিশূন্যতা বা নিরোধস্রোত স্থায়ী হইবে।

তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যম্। নিরোধসংস্কারাৎ নিরোধসংস্কারাভ্যাসপাটবাপেক্ষা প্রশান্তবাহিতা চিত্তস্য ভবতি, তৎসংস্কারমান্দ্যে ব্যুত্থানধর্ম্মিণা সংস্কারেণ নিরোধধর্ম্মসংস্কারোঽভিভূয়ত ইতি ॥ ১০ ॥

টীকা। ব্যুত্থানসংস্কারমলরহিত নিরোধপরম্পরামাত্রবাহিতা প্রশান্তবাহিতা, কস্মাৎ পুনঃ সংস্কারপাটবমপেক্ষতে, ন তু সংস্কারমাত্রমিত্যত আহ—"তৎসংস্কারমান্দ্যে"ইতি। তদ্ ইতি নিরোধং পরামৃশতি। যে তু "নাভিভূয়তে"ইতি পঠন্তি, তে তদা ব্যুত্থানং পরামৃশন্তি ॥ ১০ ॥ সম্প্রজ্ঞাতসমাধিপরিণামাবস্থাং চিত্তস্য দর্শয়তি—সূং "সর্ব্বার্থ—সমাধিপরিণামঃ" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। সংস্কার দৃঢ় হইলেই তৎপ্রভাবে তাহার অর্থাৎ নিরোধ-পরিণামের প্রশান্তবাহিতা বা স্থৈর্য্য-প্রবাহ জন্মে।

অবিচ্ছেদে কিছুকাল ও কিছুবার নিরোধ-পরিণাম উৎপাদন করিতে পারিলে চিত্তে তজ্জনিত সংস্কার আবদ্ধ হয়। সেই সংস্কার তখন তদ্রূপ পরিণামের প্রবাহ বা স্রোত জন্মায়। যোগীরা সেই স্রোতকে বা নিরোধপরিণামের প্রবাহকে "স্থৈর্য্য" বলিয়া উল্লেখ করেন। যোগাবস্থায় এতদ্ভিন্ন অন্য একপ্রকার পরিণাম হইয়া থাকে, তাহার অন্য নাম সমাধি-পরিণাম। সমাধি-পরিণাম কি? বলা যাইতেছে—

সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ ॥ ১১ ॥

(১০) সংস্কারাৎ নিরোধবাসনাপ্রচয়াৎ তস্য নিরস্তসমস্তব্যুত্থানসংস্কারমলস্য চিত্তস্য প্রশান্তবাহিতা সদৃশপরিণামিতা নিরোধসংস্কারপরম্পরামাত্রবাহিতা বা ভবতি। অয়মেব নিরোধঃ স্থৈর্য্যমিত্যুচ্যতে।

(১১) সর্ব্বার্থতা নানাবিধার্থগ্রাহিতা চিত্তস্য বিক্ষেপরূপো ধর্ম্ম ইতি যাবৎ। একাগ্রতা একস্মিন্নেবালম্বনে সদৃশপরিণামিতা। এতয়োর্যদা যথাক্রমং ক্ষয়োদয়ৌ প্রথমোক্তস্য ধর্ম্মস্যাত্যন্তাভিভবো দ্বিতীয়স্য চ প্রাদুর্ভাবস্তদা চিত্তস্য সমাধিপরিণামো ভবতি।

ভাষ্যম্। সর্ব্বার্থতা চিত্তধর্ম্মঃ, একাগ্রতা চিত্তধর্ম্মঃ, সর্ব্বার্থতায়াঃ ক্ষয়ঃ তিরোভাব ইত্যর্থঃ, একাগ্রতায়া উদয়ঃ আবির্ভাবঃ ইত্যর্থঃ, তয়োর্ধর্ম্মিত্বেনানুগতং চিত্তং, তদিদং চিত্তমপায়োপজননয়োঃ স্বাত্মভূতয়োর্ধর্ম্ময়োরনুগতং সমাধীয়তে, স চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ ॥১১॥

টীকা। বিক্ষিপ্ততা সর্ব্বার্থতা, সন্ন বিনশ্যতীতি, ক্ষয়স্তিরোভাবঃ, নাসদুৎপদ্যত ইত্যুদয় আবির্ভাবঃ। আত্মভূতয়োঃ সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতাধর্ম্ময়োর্যাবপায়োপজনৌ—সর্ব্বার্থতায়া অপায়, একাগ্রতায়া উপজনস্তয়োরনুগতং চিত্তং সমাধীয়তে—পূর্ব্বাপরীভূতসাধ্যমানসমাধিবিশেষণং ভবতীতি ॥ ১১ ॥ "ততঃ—পরিণামঃ" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। চিত্তের সর্ব্বার্থতার অর্থাৎ বহুবস্তুবিষয়ক বহুপ্রকার বৃত্তি হওয়া রহিত হইয়া, একাগ্রতার অর্থাৎ একবস্তুবিষয়ক একটীমাত্র প্রবাহাকারা বৃত্তি উদিত থাকিলে তাহা "সমাধিপরিণাম" নামে উক্ত হয়।

চিত্ত যে চঞ্চলস্বভাবতা হেতু সর্ব্ববিষয়ে অর্থাৎ বিবিধ বিষয়ে গমন করে, ক্ষণকালও একনির্দ্দিষ্ট বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে না, তাহাই তাহার সর্ব্বার্থতা-নামক স্বধর্ম্ম। অপিচ, অভ্যাস দ্বারা যে, কখন কখন তাহার এক বিষয়ে বা এক বস্তুতে অবস্থিতি হয়, তাহাও তাহার স্বধর্ম্ম। সুতরাং চিত্তের সর্ব্বার্থতা ও একাগ্রতা—এই দ্বিবিধ ধর্ম্ম, গুণ বা স্বভাব আছে। ইহার মধ্যে, প্রথমোক্ত ধর্ম্মটী যখন (অভ্যাস দ্বারা) অত্যন্ত অভিভূত হয় এবং দ্বিতীয় ধর্ম্মটী যখন উদাররূপে অভিব্যক্ত হয়, তখন সেই উদারভাবে অভিব্যক্ত একাকারা চিত্তবৃত্তি (একবস্তুবিষয়ক একাকার চিত্তপরিণামটী) "সমাধিপরিণাম" নামে উক্ত হয়। একাগ্রতাপরিণামনামক অন্য একপ্রকার পরিণামও হয়। তাহার লক্ষণ এইরূপ—

ততঃ পুনঃ শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ ॥

ভাষ্যম্। সমাহিতচিত্তস্য পূর্ব্বপ্রত্যয়ঃ শান্তঃ, উত্তরস্তৎসদৃশ

টীকা। ততঃ পুনঃ সমাধেঃ পূর্ব্বাপরীভূতায়া অবস্থায়া নিষ্পত্তৌ সত্যাং শান্তোদিতৌ—অতীতবর্ত্তমানৌ, তুল্যৌ চ তৌ প্রত্যয়ৌ চেতি তুল্যপ্রত্যয়ৌ, একাগ্র-

(১২) শান্তঃ অতীতঃ। উদিতঃ বর্ত্তমানঃ। তুল্যৌ একবিষয়ত্বেন সদৃশৌ। যর্হি চিত্তস্য শান্তোদিতৌ তুল্যৌ প্রত্যয়ৌ ক্রমেণ ভবতস্তদা তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ সিধ্যতি। অবিচ্ছেদেনৈকবিষয়কং বৃত্ত্যুদয়মেকাগ্রতাখ্যঃ পরিণাম ইতি তল্লক্ষণম্। ইয়মেকাগ্রতা দ্বাদশগুণা চেৎ ধারণা। তদ্দ্বাদশগুণং ধ্যানম্। তদ্দ্বাদশগুণঃ সমাধিঃ। তদ্দ্বাদশগুণঃ সম্প্রজ্ঞাতো যোগ ইতি ভেদঃ।

উদিতঃ, সমাধিচিত্তমুভয়োরনুগতং পুনস্তথৈব, আ সমাধিভ্রেষাদিতি, স খল্বয়ং ধর্ম্মিণশ্চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ ॥ ১২ ॥

তায়াস্ত দ্বয়োঃ সাদৃশ্যং, 'সমাহিতচিত্তস্য' ইতি সমাধিনিষ্পত্তির্দর্শিতা, তথৈব—একাগ্রমেব। অবধিমাহ—"আসমাধিভ্রেষাদ্"—"ভ্রংশাদ্" ইতি ॥ ১২ ॥ প্রাসঙ্গিকং চ বক্ষ্যমাণৌপয়িকং চ ভূতেন্দ্রিয়পরিণামং বিভজতে—সূং "এতেন—ব্যাখ্যাতাঃ"।

তাৎপর্য্যার্থ। তুল্যাকারের দুই প্রত্যয় অর্থাৎ একবস্তুবিষয়ক সমান দুইটী বৃত্তি যদি যথাক্রমে উপশান্ত ও উদিত হয়, প্রথমটী নষ্ট হইতে না হইতেই যদি ঠিক তত্তুল্য অন্য বৃত্তিটী উদিত হয়, তাহা হইলে তাহা "একাগ্রতাপরিণাম" বলিয়া গণ্য হইবে।

কোন এক ধ্যেয় বস্তু অবলম্বন করিলে প্রথম যে তদাকারা মনোবৃত্তি জন্মে তাহা লুপ্ত হইতে না হইতে যদি পুনর্ব্বার তদাকারা বৃত্তি জন্মে, তাহা হইলে সেই সংলগ্নভাবে উৎপন্ন (অতীত ও বর্ত্তমান অর্থাৎ লুপ্ত ও জাজ্জ্বল্যমান) বৃত্তিদ্বয়কে "একাগ্রতা পরিণাম" বলিয়া জানিবে। এই একাগ্রতা যদি অবিচ্ছেদে দ্বাদশ গুণিত হয়, তাহা হইলে, সেই দ্বাদশগুণিত একাগ্রতা "ধারণা" বলিয়া ব্যাখ্যাত হইবে। ধারণা অনন্তরিতভাবে দ্বাদশগুণিত হইয়া স্থায়ী হইলে তাহা "ধ্যান," ধ্যানের দ্বাদশগুণে "সমাধি," এবং সমাধির দ্বাদশগুণে "সম্প্রজ্ঞাতযোগ" নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

এক নিমেষের চারি ভাগের এক ভাগের নাম ক্ষণ। যে কোন মনোবৃত্তি হউক, কোনটীই তিন ক্ষণের অধিক স্থায়ী হয় না। সুতরাং এক বৃত্তির পরে তৎসদৃশ অন্য বৃত্তি উদিত হইলে, তদুভয়ের স্থিতিকালের সঙ্কলন ৬ ক্ষণ। ৬ কে দ্বাদশগুণ করিলে ৭২। ৭২কে ১২ গুণ করিলে ৮৬৪। ইহাকে ১২ গুণ করিলে ১০৩৬৮, এবং ইহাকে ১২ গুণ করিলে ১২৪৪১৬ ক্ষণ হয়। এখন বিবেচনা কর, বৃত্তিপ্রবাহ স্থির রাখিতে বা সমাধি আনিতে কত সময় লাগে। কোন কোন যোগী বলেন, ১০ পল পরিমিত কালের নাম ক্ষণ। এতন্মতে বৃত্তিপ্রবাহের স্থিতিকাল আরও অধিক।

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যম্। এতেন পূর্ব্বোক্তেন চিত্তপরিণামেন ধর্ম্মলক্ষণাবস্থা-রূপেণ, ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মপরিণামো লক্ষণপরিণামোঽবস্থা-পরিণাম-শ্চোক্তো বেদিতব্যঃ। তত্র ব্যুত্থাননিরোধয়োর্ধর্ম্ময়োরভিভবপ্রাদু-র্ভাবৌ ধর্ম্মিণি ধর্ম্মপরিণামঃ, লক্ষণপরিণামশ্চ নিরোধস্ত্রিলক্ষণস্ত্রি-ভিরধ্বভির্যুক্তঃ, স খল্বনাগতলক্ষণমধ্বানং প্রথমং হিত্বা ধর্ম্মত্বমনতি-ক্রান্তো বর্ত্তমানং লক্ষণং প্রতিপন্নো, যত্রাস্য স্বরূপেণাভিব্যক্তিঃ, এষোঽস্য দ্বিতীয়োঽধ্বা, ন চাতীতানাগতাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং বিযুক্তঃ।

টীকা। ব্যাচষ্টে—"এতেন" ইতি। নন্ চিত্তপরিণতিমাত্রমুক্তং, নতু তৎ প্রকারা ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামাঃ, তৎকথং তেষামতিদেশ ইত্যত আহ—"ব্যুত্থান নিরোধয়োঃ" ইতি। ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাশব্দাঃ পরং নোচ্চারিতা, ন তু ধর্ম্মলক্ষণা-বস্থাপরিণামা নোক্তা ইতি সংক্ষেপার্থঃ। তথা হি—ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়ো-রিত্যত্রৈব সূত্রে ধর্ম্মপরিণাম উক্তঃ। ইমং চ ধর্ম্মপরিণামং দর্শয়তা তেনৈব ধর্ম্মাধি-করণো লক্ষণপরিণামোঽপি সূচিত এবেত্যাহ—"লক্ষণপরিণাম" ইতি। লক্ষ্যতেঽ নেন ইতি লক্ষণং কালভেদঃ। তেন হি লক্ষিতং বস্তু বস্ত্বন্তরেভ্যঃ কালান্তরযুক্তেভ্যো ব্যবচ্ছিদ্যতে ইতি। 'নিরোধস্ত্রিলক্ষণঃ'—অস্যৈব ব্যাখ্যানং "ত্রিভিরধ্বভির্যুক্তঃ"। অধ্ব শব্দঃ কালবচনঃ। স "খল্বনাগতলক্ষণমধ্বানং প্রথমং হিত্বা"—তৎকিমধ্ব-বদ্ ধর্ম্মত্বমপ্যতিপততি, নেত্যাহ—"ধর্ম্মত্বমনতিক্রান্তো বর্ত্তমানং লক্ষণং প্রতিপন্ন" ইতি। য এব নিরোধোঽনাগত আসীৎ স এব সম্প্রতি বর্ত্তমানো, ন তু নিরোধো-ঽনিরোধ ইত্যর্থঃ। বর্ত্তমানতাস্বরূপব্যাখ্যানং—'যত্রাস্য স্বরূপেণ'—স্বোচিতার্থ-ক্রিয়াকরণস্বরূপেণ, অভিব্যক্তিঃ—সমুদাচারঃ। এষোঽস্য প্রথমমনাগতমধ্বান-

(১৩) এতেন চিত্তপরিণামকথনেন ভূতেষু পৃথিব্যাদিষু ইন্দ্রিয়েষু চ চক্ষুরাদিষু যে ধর্ম্মলক্ষণা লক্ষণলক্ষণাঃ অবস্থালক্ষণাশ্চ পরিণামাঃ সন্তি তেঽপি ব্যাখ্যাতাঃ কথিতাঃ। তথাহি—মৃল্লক্ষণস্য ধর্ম্মিণঃ পিণ্ডরূপধর্ম্মপরিত্যাগেন ঘটরূপধর্ম্মান্তরোৎপাত্তধর্ম্মপরিণামঃ। লক্ষয়তি কার্য্যরূপং ধর্ম্মং ব্যাবর্ত্তয়তীতি লক্ষণং কালত্রয়ং। তচ্চ কালত্রয়ং অতীতোঽধ্বা বর্ত্তমানোঽধ্বাঽনাগতোঽধ্বা চেতি ক্রমাদুচ্যতে। তত্র যো ঘটস্যানাগতাধ্বপরিত্যাগেন বর্ত্তমানাধ্বপ্রবেশস্তৎপরিত্যাগেন চাতীতাধ্বপরিগ্রহঃ স তস্য লক্ষণপরিণামঃ। এবং লক্ষণপরিণামস্য তদবচ্ছিন্নধর্ম্মস্য যা যা নবত্বপুরাতনত্বাদিব্যবহারহেতুতা সাবস্থাপরিণামঃ। এবঞ্চাত্র প্রতিক্ষণপরিণামিনো ভাবা ঋতে চিতিশক্তিমিতি যোগশাস্ত্রমতম্।

তথা ব্যুত্থানং ত্রিলক্ষণং ত্রিভিরধ্বভির্যুক্তং বর্ত্তমানং লক্ষণং হিত্বা ধর্ম্মত্বমনতিক্রান্তমতীতলক্ষণং প্রতিপন্নং, এষোঽস্য তৃতীয়োঽধ্বা, ন চানাগতবর্ত্তমানাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং বিযুক্তম্। এবং পুনর্ব্যুত্থানমুপসম্পদ্যমানমনাগতং লক্ষণং হিত্বা ধর্ম্মত্বমনতিক্রান্তং বর্ত্তমানং লক্ষণং প্রতিপন্নং, যত্রাস্য স্বরূপেণাভিব্যক্তৌ সত্যাং ব্যাপারঃ, এষোঽস্য দ্বিতীয়োঽধ্বা, ন চাতীতানাগতাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং বিযুক্তমিতি। এবং পুনর্নিরোধঃ এবং পুনর্ব্যুত্থানমিতি। তথাবস্থাপরিণামঃ তত্র নিরোধক্ষণেষু নিরোধসংস্কারা বলবন্তো ভবন্তি দুর্ব্বলা ব্যুত্থানসংস্কারা ইতি, এষ ধর্ম্মাণামবস্থাপরিণামঃ। তত্র ধর্ম্মিণো ধর্ম্মৈঃ পরিণামঃ ধর্ম্মাণাং লক্ষণৈঃ পরিণামঃ, লক্ষণানামপ্যবস্থাভিঃ পরিণাম ইতি। এবং ধর্ম্মলক্ষণাবস্থা-পরিণামৈঃ শূন্যং ন ক্ষণমপি গুণবৃত্তমবতিষ্ঠতে, চলঞ্চ গুণবৃত্তং, গুণস্বাভাব্যন্তু প্রবৃত্তিকারণমুক্তং গুণানামিতি। এতেন

মপেক্ষ্য দ্বিতীয়োঽধ্বা। স্যাদেতদ্ অনাগতমধ্বানং হিত্বা চেদ্বর্ত্তমানতামাপন্নস্তাং চ হিত্বাতীততামাপৎস্যতে হন্ত ভোরধ্বনামুৎপত্তিবিনাশৌ স্যাতাম্, ন চেষ্যেতে, নহ্যসত উৎপাদো, নাপি সতো বিনাশ ইত্যত আহ—"ন চ" ইতি। নচাতীতানাগতাভ্যাং সামান্যাত্মনাবস্থিতাভ্যাং বিযুক্ত ইত্যর্থঃ। অনাগতস্য নিরোধস্য বর্ত্তমানতালক্ষণং দর্শয়িত্বা বর্ত্তমানব্যুত্থানস্যাতীততাং তৃতীয়মধ্বানমাহ—"তথা ব্যুত্থানম্" ইতি। তৎ কিং নিরোধ এবানাগতো, ন ব্যুত্থানং, নেত্যাহ—"এবং পুনর্ব্যুত্থানম্" ইতি, ব্যুত্থানজাত্যপেক্ষয়া পুনর্ভাবো, ন ব্যক্ত্যপেক্ষয়া, নহ্যতীতং পুনর্ভবতীতি। স্বরূপাভিব্যক্তিঃ—অর্থক্রিয়াক্ষমস্যাবির্ভাবঃ। স চৈবং লক্ষণপরিণাম উক্তস্তজ্জাতীয়েষু পৌনঃপুন্যেন বর্ত্তত ইত্যাহ—"এবং পুনঃ" ইতি। ধর্ম্মপরিণামসূচিতমেবাবস্থাপরিণামমাহ—"তথাবস্থা" ইতি। ধর্ম্মাণাং—বর্ত্তমানাধ্বনাং বলবত্ত্বাবলবত্ত্বেঽবস্থা, তস্যাঃ প্রতিক্ষণং তারতম্যং পরিণামঃ। উপসংহরতি "এষ" ইতি। পরিণামভেদানাং সম্বন্ধিভেদান্নির্ধারয়তি তত্রানুভবানুসারাদ্—"তত্র ধর্ম্মিণঃ" ইতি। তৎকিমেষ পরিণামো গুণানাং কাদাচিৎকো, নেত্যাহ—"এবম্" ইতি। কস্মাৎ পুনরয়ং পরিণামঃ সদাতন ইত্যত আহ—"চলঞ্চ ইতি। চো—হেত্বর্থে, বৃত্তং—প্রচারঃ। এতদেব কুত ইত্যত আহ—"গুণস্বাভাব্যম্" ইতি। উক্তম্—অত্রৈব পুরস্তাদ্। সোঽয়ং ত্রিবিধোঽপি

ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মধর্ম্মিভেদাৎ ত্রিবিধঃ পরিণামো বেদিতব্যঃ, পরমার্থ-তস্ত্বেক এব পরিণামঃ, ধর্ম্মিস্বরূপমাত্রো হি ধর্ম্মো ধর্ম্মিবিক্রিয়ৈবৈষা ধর্ম্মদ্বারা প্রপঞ্চ্যতে ইতি। তত্র ধর্ম্মস্য ধর্ম্মিণি বর্ত্তমানস্যৈবাধ্বস্বতীতানাগতবর্ত্তমানেষু ভাবান্যথাত্বং ভবতি ন দ্রব্যান্যথাত্বং, যথা সুবর্ণভাজনস্য ভিত্ত্বাঽন্যথা ক্রিয়মাণস্য ভাবান্যথাত্বং ভবতি, নসুবর্ণান্যথাত্বমিতি। অপর আহ ধর্ম্মানভ্যধিকো ধর্ম্মী পূর্ব্বতত্ত্বানতিক্রমাৎ, পূর্ব্বাপরাবস্থাভেদমনুপতিতঃ কৌটস্থ্যেন বিপরিবর্ত্তেত যদ্যন্বয়ী স্যাদ্ ইতি। অয়মদোষঃ, কস্মাদ্? একান্তানভ্যুপগমাৎ, তদেতৎ ত্রৈলোক্যং

চিত্তপরিণামো ভূতেন্দ্রিয়েষু সূত্রকারেণ নির্দ্দিষ্ট ইত্যাহ—"এতেন" ইতি। এষ ত্রিবিধঃ পরিণামো ধর্ম্মধর্ম্মিভেদাদ্—ধর্ম্মধর্ম্মিণোর্ভেদমালক্ষ্য, তত্র ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং ধর্ম্মিণাং গবাদির্ঘটাদির্বা ধর্ম্মপরিণামঃ। ধর্ম্মাণাং চাতীতানাগতা—বর্ত্তমানরূপতা লক্ষণপরিণামঃ। বর্ত্তমানলক্ষণাপন্নস্য গবাদের্বাল্যকৌমারযৌবন-বার্দ্ধক্যমবস্থাপরিণামঃ। ঘটাদীনামপি নবপুরাতনতাবস্থাপরিণামঃ। এবমিন্দ্রিয়াণামপি ধর্ম্মিণাং তত্তন্নীলাদ্যালোচনং ধর্ম্মপরিণামো, ধর্ম্মস্য বর্ত্তমানতাদির্লক্ষণ-পরিণামঃ, লক্ষণস্য রত্নাদ্যালোচনস্য স্ফুটত্বাস্ফুটত্বাদিরবস্থাপরিণামঃ। সোঽয়মেবং-বিধো ভূতেন্দ্রিয়পরিণামো ধর্ম্মিণো ধর্ম্মলক্ষণাবস্থানাং ভেদমাশ্রিত্য বেদিতব্যঃ। অভেদমাশ্রিত্যাহ—"পরমার্থতস্তু" ইতি। তু—শব্দোভেদপক্ষাদ্বিশিনষ্টি। পারমার্থিকত্বমস্য জ্ঞাপ্যতে নত্বন্যস্য পরিণামস্য নিষিধ্যতে, কস্মাদ্, "ধর্ম্মিস্বরূপমাত্রো হি" ইতি। নন্থ যদি ধর্ম্মিবিক্রিয়ৈব ধর্ম্মঃ, কথং তর্হি অসঙ্করপ্রত্যয়ো লোকে পরিণামেষ্বিত্যত আহ—"ধর্ম্মদ্বারা" ইতি। ধর্ম্ম—শব্দেন ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাঃ পরিগৃহ্যন্তে। তদ্দ্বারেণ ধর্ম্মিণ এব বিক্রিয়েত্যেকা চাসঙ্কীর্ণা চ। তদ্দ্বারাণাম ভেদেঽপি ধর্ম্মিণঃ পরস্পরাসঙ্করাৎ। নন্থ ধর্ম্মিণো ধর্ম্মাণামভিন্নত্বে ধর্ম্মিণোঽধ্বনাং চ ভেদে ধর্ম্মিণোঽনন্যত্বেন ধর্ম্মেণাপীহ ধর্ম্মিবদ্ ভবিতব্যমিত্যত আহ—"তত্র ধর্ম্মস্য" ইতি। ভাবঃ—সংস্থানভেদঃ। সুবর্ণাদের্যথা ভাজনস্য রুচকস্বস্তিকব্যপদেশভেদো ভবতি—তন্মাত্রমন্যথা ভবতি, নতু দ্রব্যং সুবর্ণমসুবর্ণতামুপৈতি, অত্যন্তভেদাভাবাদিতি বক্ষ্যমাণোঽভিসন্ধিঃ। একান্তবাদিনং বৌদ্ধমুত্থাপয়তি—"অপর আহ" ইতি। ধর্ম্মা এব হি রুচকাদয়স্তথোৎপন্নাঃ পরমার্থসন্তো ন পুনঃ সুবর্ণং নাম কিঞ্চিদেকমনেকেষ্বনুগতং দ্রব্যমিতি। যদি পুনর্নিবৃত্তবর্ত্তমানেষ্বপি ধর্ম্মেষু দ্রব্যমনুগতং

ব্যক্তেরপৈতি, কস্মাৎ? নিত্যত্বপ্রতিষেধাৎ। অপেতমপ্যস্তি বিনাশ প্রতিষেধাৎ। সংসর্গাচ্চাস্য সৌক্ষ্ম্যং, সৌক্ষ্ম্যাচ্চানুপলব্ধিরিতি। লক্ষণ-পরিণামঃ ধর্ম্মোঽধ্বসু বর্ত্তমানোঽতীতোঽতীতলক্ষণযুক্তোঽনাগত-বর্ত্তমানাভ্যাং লক্ষণাভ্যামবিযুক্তঃ, তথাঽনাগতোঽনাগতলক্ষণযুক্তো-বর্ত্তমানাতীতাভ্যাং লক্ষণাভ্যামবিযুক্তঃ, তথা বর্ত্তমানো বর্ত্তমানলক্ষণ-যুক্তোঽতীতানাগতাভ্যাং লক্ষণাভ্যামবিযুক্ত ইতি। যথা পুরুষ

অবেৎ ততো ন চিতিশক্তিবৎপরিণমেতাপি তু কৌটস্থ্যেনৈব বিপরিবর্ত্তেত, পরি-ণামাত্মকরূপং পরিহায় রূপান্তরেণ কৌটস্থ্যেন পরিবর্ত্তনং পরিবৃত্তিঃ। যথা চিতিশক্তিরন্যথান্যথাভাবং ভজমানেষ্বপি গুণেষু স্বরূপাদপ্রচ্যুতা কূটস্থনিত্যৈবং সুবর্ণাদ্যপি স্যাদ, ন চেষ্যতে, তস্মান্ন দ্রব্যমতিরিক্তং ধর্ম্মেভ্য ইতি। পরিহরতি "অয়মদোষ" ইতি। "কস্মাদেকান্তানভ্যুপগমাদ্"—যদি চিতিশক্তিরিব দ্রব্যস্যৈ-কান্তিকীং নিত্যতামভ্যুপগচ্ছেম তত এবমুপালভ্যেমহি। ন ত্বৈকান্তিকীং নিত্যতা মাতিষ্ঠামহে, কিন্তু তদেতৎ ত্রৈলোক্যং ন তু দ্রব্যমাত্রং ব্যক্তেঃ—অর্থক্রিয়া-কারিণো রূপাদপৈতি। কস্মাদ্, "নিত্যত্বপ্রতিষেধাৎ" প্রমাণেন, যদি হি ঘটো ব্যক্তের্নাপেয়াৎ কপালশর্করাচূর্ণাদিষ্ববস্থাস্বপি ব্যক্তো ঘট ইতি পূর্ব্ববদুপলব্ধ্যর্থক্রিয়ে কুর্য্যাৎ, তস্মাদনিত্যং ত্রৈলোক্যম্। অস্তু তর্হ্যনিত্যমেবোপলব্ধ্যর্থক্রিয়ারহিতত্বেন গগনারবিন্দবদতিতুচ্ছত্বাদিত্যত আহ—"অপেতমপ্যস্তি" ইতি। নাত্যন্ততুচ্ছতা, যেনৈকান্ততোঽনিত্যং স্যাদিত্যর্থঃ। কস্মাদ্, "বিনাশপ্রতিষেধাৎ" প্রমাণেন, তথাহি যৎ তুচ্ছং ন তৎ কদাচিদপ্যুপলব্ধ্যর্থক্রিয়ে করোতি, যথা গগনারবিন্দম্। করোতি চৈতৎ ত্রৈলোক্যং কদাচিদপ্যুপলব্ধ্যর্থক্রিয়ে ইতি। তথোৎপত্তিমদদ্রব্যত্ব-ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাযোগিত্বাদয়োঽপ্যত্যন্ততুচ্ছগগননলিননরবিষাণাদিব্যাবৃত্তাঃ সত্ত্বহে-তব উদাহার্য্যাঃ। তথাচ নাত্যন্তনিত্যো, যেন চিতিশক্তিবৎ কূটস্থনিত্যঃ স্যাৎ, কিন্তু কথঞ্চিন্নিত্যঃ। তথা চ পরিণামীতি সিদ্ধম্। এতেন মৃৎপিণ্ডাদ্যবস্থাসু কার্য্যাণাং ঘটাদীনামনাগতানাং সত্ত্বং বেদিতব্যম্। স্যাদেতদ্, অপেতমপ্যস্তি চেৎ কার্য্যং কস্মাৎ পূর্ব্ববন্নোপলভ্যতে ইত্যত আহ—"সংসর্গাদ্" ইতি। সংসর্গাৎ—স্বকারণলয়াৎ, সৌক্ষ্ম্যং—দর্শনানর্হং, ততশ্চানুপলব্ধিরিতি, তদেবং ধর্ম্মপরিণামং সমর্থ্য লক্ষণপরিণামমপি লক্ষণানাং পরস্পরানুগমনেন সমর্থয়তে—"লক্ষণপরি-ণাম" ইতি। একৈকং লক্ষণং লক্ষ্মান্তরাভ্যাং সমনুগতমিত্যর্থঃ। নন্বেকলক্ষণ-

একস্যাংস্ত্রিয়াং রক্তো ন শেষাসু বিরক্তো ভবতীতি। অত্র লক্ষণ-পরিণামে সর্ব্বস্য সর্ব্বলক্ষণযোগাদধ্বসঙ্করঃ প্রাপ্নোতীতি পরৈর্দ্দোষশ্চোদ্যত ইতি, তস্য পরিহারঃ, ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মত্বমপ্রসাধ্যং, সতি চ ধর্ম্মত্বে লক্ষণভেদোঽপি বাচ্যঃ, ন বর্ত্তমান সময় এবাস্য ধর্ম্মত্বং, এবং হি ন চিত্তং রাগধর্ম্মকং স্যাৎ ক্রোধকালে রাগস্যাসমুদাচারাদিতি। কিঞ্চ, ত্রয়াণাং লক্ষণানাং যুগপদেকস্যাং ব্যক্তৌ নাস্তি সম্ভবঃ, ক্রমেণ তু স্বব্যঞ্জকাঞ্জনস্য ভাবো ভবেদিতি। উক্তঞ্চ "রূপাতিশয়া বৃত্ত্যতিশয়াশ্চ পরস্পরেণ বিরুধ্যন্তে সামান্যানি ত্বতিশয়ৈঃ সহ প্রবর্ত্তন্তে" তস্মাদসঙ্করঃ। যথা রাগস্যৈব ক্বচিৎ সমুদাচার ইতি ন তদানীমন্যত্রাভাবঃ,

---

যোগে লক্ষণান্তরে নানুভূয়েতে, তৎকথং তদ্‌যোগ ইত্যত আহ—'যথা পুরুষ" ইতি। ন হ্যনুভবাভাবঃ প্রমাণসিদ্ধমপলপতি, তদুৎপাদ এব তত্র তৎসদ্ভাবে প্রমাণমসত উৎপাদাসম্ভবান্নরবিষাণবদিতি। পরোক্তং দোষমুত্থাপয়তি—"অত্র লক্ষণ পরিণাম" ইতি। যদা ধর্ম্মো বর্ত্তমানস্তদৈব যদ্যতীতোঽনাগতশ্চ, তদা ত্রয়োঽপ্যধ্বানঃ সংকীর্য্যেরন্, অনুক্রমেণ চাধ্বনাং ভাবেঽসদুৎপাদপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ। পরিহরতি—"তস্য পরিহারঃ" ইতি, বর্ত্তমানতৈব হি ধর্ম্মাণামনুভবসিদ্ধা, ততঃ প্রাক্‌পশ্চাৎকালসংবন্ধমবগময়তি, ন খল্বসদুৎপদ্যতে, ন চ সদ্‌বিনশ্যতি তদিদমাহ—"এবং হি ন চিত্তম্" ইতি। ক্রোধোত্তরকালং হি চিত্তং রাগধর্ম্মকমনুভূয়তে, যদা চ রাগঃ ক্রোধসময়েঽনাগতত্বেন নাসীৎ তৎকথমসাবুৎপদ্যেতানুৎপন্নশ্চ কথমনুভূয়েতেতি। ভবত্বেবং, তথাপি কুতোঽধ্বনামসঙ্কর ইতি পৃচ্ছতি—"কিঞ্চ" ইতি। কিং কারণমসঙ্করে ? চ—পুনরর্থে, উত্তরমাহ—"ত্রয়াণাম্" ইতি, ত্রয়াণাং লক্ষণানাং যুগপন্নাস্তি সম্ভবঃ, কস্মিন্ একস্যাং—চিত্তবৃত্তৌ, ক্রমেণ তু লক্ষণানামেকতমস্য স্বব্যঞ্জকাঞ্জনস্য ভাবো ভবেৎ—সম্ভবেৎ, লক্ষ্যাধীননিরূপণতয়া লক্ষণানাং লক্ষ্যাকারেণ তত্ত্বতা, অত্রৈব পঞ্চশিখাচার্য্যসম্মতিমাহ—"উক্তঞ্চ" ইতি। এতচ্চ প্রাগেব ব্যাখ্যাতম্। উপসংহরতি। "তস্মাদ্" ইতি। আবির্ভাবতিরোভাবরূপবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গাদসঙ্করোঽধ্বনামিতি। দৃষ্টান্তমাহ—"যথা রাগস্য" ইতি। পূর্ব্বং ক্রোধস্য রাগসম্বন্ধাবগমো দর্শিত ইতি, ইদানীন্তু বিষয়ান্তরবর্ত্তিনো রাগস্য বিষয়ান্তরবর্ত্তিনা রাগেণ সংবন্ধাবগম ইতি। দার্ষ্টান্তিকমাহ—"তথা লক্ষণস্য" ইতি। নন্বু সত্যপ্যনেকান্তাভ্যুপগমে ভেদোঽস্তীতি ধর্ম্মলক্ষণাবস্থান্যত্বে তদভিন্নস্য

কিন্তু কেবলং সামান্যেন সমন্বাগত ইত্যস্তি তদা তত্র তস্য ভাবঃ, তথা লক্ষণস্যেতি। ন ধর্ম্মী ত্র্যধ্বা, ধর্ম্মাস্তু ত্র্যধ্বানঃ, তে লক্ষিতা অলক্ষিতাশ্চ তাং তামবস্থাং প্রাপ্নুবন্তোঽন্যত্বেন প্রতিনির্দিশ্যন্তে অবস্থান্তরতো, ন দ্রব্যান্তরতঃ, যথৈকা রেখা শতস্থানে শতং দশস্থানে দশ একঞ্চৈকস্থানে, যথা চৈকত্বেঽপি স্ত্রী, মাতা চোচ্যতে দুহিতা চ স্বসা চেতি। অবস্থাপরিণামে কৌটস্থ্যপ্রসঙ্গদোষঃ কৈশ্চিদুক্তঃ, কথম্, অধ্বনো ব্যাপারেণ ব্যবহিতত্বাৎ যদা ধর্ম্মঃ স্বব্যাপারং ন করোতি তদানাগতঃ, যদা করোতি তদা বর্ত্তমানঃ, যদা কৃত্বা নিবৃত্তস্তদাতীতঃ

ধর্ম্মিণোপ্যন্যত্বপ্রসঙ্গঃ, স এব চ নেষ্যতে, তদনুগমানুভববিরোধাদিত্যত আহ—"ন ধর্ম্মী ত্র্যধ্বা" ইতি, যতস্তদ্ভিন্না ধর্ম্মাস্ত্র্যধ্বানঃ, ধর্ম্মাণামধ্বত্রয়যোগমেব স্ফোরয়তি— "তে" ইতি, লক্ষিতাঃ—অভিব্যক্তা বর্ত্তমানা ইতি যাবৎ। অলক্ষিতাঃ—অনভিব্যক্তা অনাগতা অতীতা ইতি যাবৎ। তত্র লক্ষিতাং তাস্তামবস্থাং—বলবত্ত দুর্ব্বলত্বাদিকাং প্রাপ্নুবন্তোঽন্যত্বেন নির্দিশ্যন্তেঽবস্থান্তরতো ন দ্রব্যান্তরতঃ। অবস্থা—শব্দেন ধর্ম্মলক্ষণাবস্থা উচ্যন্তে, এতদুক্তং ভবতি—অনুভব এব হি ধর্ম্মিণো ধর্ম্মাদীনাং ভেদাভেদৌ ব্যবস্থাপয়তি, নহ্যৈকান্তিকেঽভেদে ধর্ম্মাদীনাং ধর্ম্মিণো ধর্ম্মিরূপবদ্ ধর্ম্মাদিত্বং, নাপ্যেকান্তিকে ভেদে গবাশ্ববদ ধর্ম্মাদিত্বং, স চানুভবোঽনৈকান্তিকত্বমবস্থাপয়ন্নপি ধর্ম্মাদিষূপজনাপায়ধর্ম্মকেষ্বপি ধর্ম্মিণমেকমনুগময়ন্ ধর্ম্মাংশ্চ পরস্পরতো ব্যাবর্ত্তয়ন্ প্রত্যাত্মমনুভূয়ত ইতি, তদনুসারিণো বয়ং ন তমতিবর্ত্ত্য স্বেচ্ছয়া ধর্ম্মানুভবান্ ব্যবস্থাপয়িতুমীশ্মহ ইতি। অত্রৈব লৌকিকং দৃষ্টান্তমাহ—"যথৈকা রেখা" ইতি, যথা তদেব রেখাস্বরূপং তত্তৎস্থানাপেক্ষয়া শতাদিত্বেন ব্যপদিশ্যত এবং তদেব ধর্ম্মিস্বরূপং তত্তদ্ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাভেদেনান্যত্বেন প্রতিনির্দ্দিশ্যত ইত্যর্থঃ। দার্ষ্টান্তিকার্থে দৃষ্টান্তান্তরমাহ—"যথা চৈকত্বেঽপি" ইতি। অত্রান্তরে পরোক্তং দোষমুত্থাপয়তি—"অবস্থা" ইতি, অবস্থা পরিণামে—ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামে, কৌটস্থ্যদোষপ্রসঙ্গ উক্তো ধর্ম্মিধর্ম্মলক্ষণাবস্থানাং। পৃচ্ছতি— "কথম্" ইতি, উত্তরমাহ—"অধ্বনো ব্যাপারেণ" ইতি, দধ্নঃ কিল যোঽনাগতোঽধ্বা তস্য ব্যাপারঃ—ক্ষীরস্য বর্ত্তমানত্বং, তেন ব্যবহিতত্বাদ্ হেতোঃ যদা ধর্ম্মঃ—দধিলক্ষণঃ, স্বব্যাপারং—দাধিকাদ্যারম্ভং, ক্ষীরে সন্নপি ন করোতি তদানাগতঃ, যদা করোতি তদা বর্ত্তমানঃ, যদা কৃত্বা নিবৃত্তঃ সন্নেব স্বব্যাপারাদ্ দাধিকাদ্যারম্ভাত্তদা

ইত্যেবং ধর্ম্মধর্ম্মিণোর্লক্ষণানামবস্থানাঞ্চ কৌটস্থ্যং প্রাপ্নোতীতি পরৈর্দোষ উচ্যতে, নাসৌ দোষঃ, কস্মাৎ; গুণিনিত্যত্বেঽপি গুণানাং বিমর্দবৈচিত্র্যাৎ। যথা সংস্থানমাদিমদ্ ধর্ম্মমাত্রং শব্দাদীনাং বিনাশ্য বিনাশিনাং, এবং লিঙ্গমাদিমদ্ ধর্ম্মমাত্রং সত্ত্বাদীনাং গুণানাং বিনাশ্য-বিনাশিনাং, তস্মিন্ বিকারসংজ্ঞেতি। তত্রেদমুদাহরণং—মৃদ্ধর্ম্মী পিণ্ডাকারাদ্ ধর্ম্মাদ্ ধর্ম্মান্তরমুপসম্পদ্যমানো ধর্ম্মতঃ পরিণমতে ঘটাকার ইতি, ঘটাকারোঽনাগতং লক্ষণং হিত্বা বর্ত্তমানলক্ষণং প্রতিপদ্যতে ইতি লক্ষণতঃ পরিণমতে, ঘটো নবপুরাণতাং প্রতিক্ষণমনুভবন্নবস্থাপরিণামং প্রতিপদ্যতে ইতি। ধর্ম্মিণোঽপি ধর্ম্মান্তরমবস্থা, ধর্ম্মস্যাপি লক্ষণান্তর মবস্থেত্যেক এব দ্রব্যপরিণামো ভেদেনোপদর্শিত ইতি। এবং পদার্থান্তরেষ্বপি যোজ্যমিতি। এতে ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ধর্ম্মিস্বরূপমনতিক্রান্তা ইত্যেকএব পরিণামঃ সর্ব্বানমূন্

তীত ইত্যেবং ত্রৈকাল্যেঽপি সত্ত্বাদ্ ধর্ম্মধর্ম্মিণোর্লক্ষণানামবস্থানাং চ কৌটস্থ্যং প্রাপ্নোতি, সর্ব্বদা সত্তা হি নিত্যত্বং, চতুর্ণামপি চ সর্ব্বদা সত্ত্বেঽসত্ত্বে বা নোৎপাদঃ, তাবন্মাত্রং চ লক্ষণং কূটস্থনিত্যতায়াঃ, ন হি চিতিশক্তেরপি কূটস্থনিত্যায়াঃ কশ্চিদন্যো বিশেষ ইতি ভাবঃ। পরিহরতি—"নাসৌ দোষঃ" ইতি, নাসৌ দোষঃ, কস্মাদ্ গুণিনিত্যত্বেঽপি গুণানাং বিমর্দ্দঃ, অন্যোঽন্যাভিভাব্যাভিভাবকত্বং, তস্য বৈচিত্র্যাদ্; এতদুক্তং ভবতি—যদ্যপি সর্ব্বদা সত্ত্বং চতুর্ণামপি গুণিগুণানাং, তথাপি গুণবিমর্দ্দবৈচিত্র্যেণ তদাত্মভূততদ্বিকারাবির্ভাবতিরোভাবভেদেন, পরিণামশালিতয়া ন কৌটস্থ্যং, চিতিশক্তেস্তু ন স্বাত্মভূতবিকারাবির্ভাবতিরোভাব ইতি কৌটস্থ্যং, যথাহুঃ—"নিত্যং তমাহুর্বিদ্বাংসো যৎস্বভাবো ন নশ্যতি" ইতি। বিমর্দ্দবৈচিত্র্যমেব বিকারবৈচিত্র্যে হেতুং প্রকৃতৌ বিকৃতৌ চ দর্শয়তি--"যথা" ইতি। যথা সংস্থানং—পৃথিব্যাদি পরিণামলক্ষণম্, আদিমদ্ ধর্ম্মমাত্রং বিনাশি—তিরোভাবি, শব্দাদীনাং—শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধতন্মাত্রাণাং স্বকার্য্যমপেক্ষ্যাবিনাশিনাম্—অতিরোভাবিনাম্। প্রকৃতৌ দর্শয়তি "এবং লিঙ্গম্" ইতি, "তস্মিন্ বিকার সংজ্ঞা"—ন ত্বেবং বিকারবতী চিতিশক্তিরিতি ভাবঃ। তদেবং পরীক্ষকসিদ্ধাং বিকৃতিং "চ" প্রকৃতিং চোদাহৃত্য বিকৃতাবেব লোকসিদ্ধায়াং গুণবিমর্দ্দবৈচিত্র্যং ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামবৈচিত্র্যহেতুমুদাহরতি—"তত্রেদমুদাহরণম্" ইতি ন চায়ং নিয়মো লক্ষণা-

বিশেষানভিপ্লবতে। অথ কোঽয়ং পরিণামঃ, অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্ব্বধর্ম্মনিবৃত্তৌ ধর্ম্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণামঃ ॥ ১৩ ॥ তত্র—

নামেবাবস্থাপরিণাম ইতি সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাভেদানামবস্থাশব্দবাচ্যত্বাদেক এবাবস্থাপরিণামঃ সর্ব্বসাধারণ ইত্যাহ—"ধর্ম্মিণোঽপি" ইতি। ব্যাপকং পরিণামলক্ষণমাহ—"অবস্থিতস্য" ইতি। ধর্ম্মশব্দ আশ্রিতত্বেন ধর্ম্মলক্ষণাবস্থা-বাচকঃ ॥ ১৩ ॥ যস্যৈষ ত্রিবিধঃ পরিণামস্তং ধর্ম্মিণং সূত্রেণ লক্ষয়তি—"তত্র শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মী"

তাৎপর্য্যার্থ। প্রত্যেক ভূতে ও প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে যে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা—এই তিনপ্রকার পরিণাম বিদ্যমান আছে, তাহা উক্ত চিত্তপরিণামবর্ণনের দ্বারাই বর্ণিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

চিত্তের যেমন নিরোধ, সমাধি ও একাগ্রতা—এই ত্রিবিধ পরিণাম আছে, তেমনি, পৃথিব্যাদি ভূতে ও ইন্দ্রিয়াদি ভৌতিক-বস্তুতে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা—এই তিনপ্রকার পরিণাম আছে। ধর্ম্ম পরিণাম কিরূপ ? তাহা বলা যাইতেছে। মৃত্তিকারূপ ধর্ম্মীর পিণ্ডরূপ ধর্ম্ম অন্যথা হইয়া যাওয়ার পর যে ঘটাকার ধর্ম্ম আবির্ভূত হয়, তাহা "ধর্ম্মপরিণাম"। "লক্ষণপরিণাম" অর্থাৎ কালিক-পরিণাম। কাল তিনপ্রকার। অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ। প্রত্যেক বস্তুই অতীতকাল বা অতীত সোপান অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমানকালে বা বর্ত্তমান সোপানে আইসে, এবং বর্ত্তমান সোপান পরিত্যাগ করিয়া অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎসোপানে যায়। এতদ্বিধ কালিক-পরিণামের নাম লক্ষণ-পরিণাম। বস্তু যখন অতীত সোপানে থাকে, তখন তাহার স্বরূপ একপ্রকার থাকে। বর্ত্তমান সোপানে আসিলে তাহার সে স্বরূপ থাকে না। অন্য এক প্রকার হইয়া যায়। আবার তাহা যখন ভবিষ্যদ্গর্ভে প্রবেশ করে, তখন আবার তাহাও থাকে না, পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এতদনুসারেই আমরা গৃহাদির নূতনত্ব ও পুরাতনত্ব প্রভৃতি আবস্থিক ব্যবহার সম্পন্ন করিয়া থাকি। এতদ্বিধ পরিবর্ত্তন-রূপ পরিণামের নাম "অবস্থা-পরিণাম।" চিৎশক্তি অর্থাৎ পুরুষ ব্যতীত অন্য যে কিছু বস্তু, সমস্তই এতদ্বিধ পরিণামত্রয়ের অধীন জানিবে। (শ্বেতদ্বীপবাসী আধুনিক পণ্ডিতেরা যে বস্তুর Solid, Liquid or Gas—অবস্থাত্রয় থাকা বর্ণন করেন, তাহা তদপেক্ষা অনেক স্থূল অর্থাৎ মোটা কথা বলিয়া বোধ হয়।)

শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মী ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যম্। যোগ্যতাবচ্ছিন্না ধর্ম্মিণঃ শক্তিরেব ধর্ম্মঃ, স চ ফলপ্রসব-ভেদানুমিতসদ্ভাব একস্যান্যোঽন্যশ্চ পরিদৃষ্টঃ। তত্র বর্ত্তমানঃ স্বব্যাপারমনুভবন্ ধর্ম্মো ধর্ম্মান্তরেভ্যঃ শান্তেভ্যশ্চাব্যপদেশ্যেভ্যশ্চ

টীকা। ধর্ম্মোঽস্যাস্তীতি ধর্ম্মী। নাবিজ্ঞাতে ধর্ম্মে স শক্যো জ্ঞাতুমিতি ধর্ম্মং দর্শয়তি—"যোগ্যতা" ইতি। ধর্ম্মিণো দ্রব্যস্য মৃদাদেঃ, শক্তিরেব—চূর্ণপিণ্ডঘটা-দ্যুৎপত্তিশক্তিরেব ধর্ম্মঃ, তেষাং তত্রাব্যক্তত্বেন ভাব ইতি যাবৎ। নন্বেবমব্যক্ত-তয়া সত্ত্বে ততঃ প্রাদুর্ভবন্তূদকাহরণাদয়স্ত তৈঃ স্বকারণাদনাসাদিতাঃ কুতঃ প্রাপ্তা ইত্যত উক্তং—"যোগ্যতাবচ্ছিন্না"ইতি। যাঽসৌ ঘটাদীনামুৎপত্তিশক্তিঃ, সোদকাহরণাদিযোগ্যতাবচ্ছিন্না, তেনোদকাহরণাদয়োঽপি ঘটাদিভিঃ স্বকারণা-দেব প্রাপ্তা ইতি নাকস্মিকা ইতি ভাবঃ। অথবা, কে ধর্ম্মিণ ইত্যত্রোত্তরং যোগ্যতাবচ্ছিন্না ধর্ম্মিণ ইতি, কো ধর্ম্ম ইত্যত্রোত্তরং শক্তিরেব ধর্ম্মঃ, তেষাং যোগ্যতৈব ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ। অতস্তদ্বান্ ধর্ম্মি ইতি সিদ্ধং ভবতি। তৎসদ্ভাবে প্রমাণ-মাহ—"স চ ফলপ্রসবভেদানুমিত" ইতি। একস্য—ধর্ম্মিণঃ, অন্যশ্চান্যশ্চ—চূর্ণ-পিণ্ডঘটাদিরূপ ইত্যর্থঃ, কার্য্যভেদদর্শনাচ্চ ভিন্ন ইতি যাবৎ, পরিদৃষ্টঃ—উপলব্ধঃ। তত্রানুভবারোহিণো বর্ত্তমানস্য মৃৎপিণ্ডস্য শান্তাব্যপদেশ্যাভ্যাং মৃচ্চূর্ণমৃদ্ঘটাভ্যাং ভেদমাহ—"তত্র বর্ত্তমানঃ" ইতি। যদি ন ভিদ্যেত পিণ্ডবৎ "তর্হি" চূর্ণঘটয়োরপি তদ্বদেব স্বব্যাপারব্যাপ্তিপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ। অব্যক্তস্য তু পিণ্ডস্য নোক্তং ভেদ-

(১৪) শান্তাঃ কৃতব্যাপারা অতীতাঃ। উদিতাঃ ব্যাপারাবিষ্টা বর্ত্তমানাঃ। অব্যপদেশ্যাঃ শক্তিরূপেণ ধর্ম্মিষু স্থিতা অনাগতাঃ। এতে পুনরত্যন্তসূক্ষ্মতয়া ধর্ম্মিণো ধর্ম্মান্তরাদ্বা ভেদেন ব্যপদেষ্টুমশক্যাঃ। তদমুকমিতি নামগ্রাহং বর্ণয়িতুমশক্যা ইত্যর্থঃ। এতস্মাচ্চ কারণাৎ সর্ব্বং কার্য্যং কারণে শক্তিরূপেণাবস্থিতত্বাদব্যপদেশ্যং কারণমাত্রসম্ভাবিতঞ্চেতি চ সর্ব্বং কারণং সর্ব্ব-কার্য্যশক্তিমদিত্যনুমীয়তে। দৃশ্যতে হি দাবদগ্ধবেত্রবীজাৎ কদলীকাণ্ডোৎপত্তিঃ। ন হি তত্রা-সত উদ্ভবঃ সম্ভবতি। দেশকালাকারকর্ম্মাদীনামভিব্যঞ্জকানাং বৈচিত্র্যাদেব কচিৎ কিঞ্চিদুদ্ভবতি কিঞ্চিচ্চ নোদ্ভবতীতি কার্য্যকারণব্যবস্থায়াঃ স্থিতিদৃঢ়ায়তে। যোগিনাস্তু দেশাদিপ্রতিবন্ধকা-ভাবাৎ সর্ব্বস্মাদেব সর্ব্বসমুদ্ভবঃ প্রখ্যায়তে। অতো নাত্র বিবদিতব্যম্। তানেতান্ শান্তো-দিতাব্যপদেশ্যান্ ধর্ম্মান্ যোগ্যতাবচ্ছিন্নাঃ শক্তীরনিশং ঘটীযন্ত্রবদনুপততি অন্বেতি যঃ সোঽনু-পাতী ধর্ম্মীত্যনুভূয়তাম্। যথা মৃৎসুবর্ণাদিশ্চূর্ণপিণ্ডঘটকুণ্ডকাদ্যন্বয়ী তথাত্মোঽপীতি দ্রষ্টব্যম্।

ভিদ্যতে। যদা তু সামান্যেন সমন্বাগতো ভবতি তদা ধর্ম্মিস্বরূপমাত্রত্বাৎ কোঽসৌ কেন ভিদ্যেত। তত্র ত্রয়ঃ খলু ধর্ম্মিণো ধর্ম্মাঃ শান্তা উদিতা অব্যপদেশ্যাশ্চেতি, তত্র শান্তা যে কৃত্বা ব্যাপারানুপরতাঃ, সব্যাপারা উদিতাঃ, তে চানাগতস্য লক্ষণস্য সমনন্তরাঃ, বর্ত্তমানস্যানন্তরা অতীতাঃ কিমর্থমতীতস্যানন্তরা ন ভবন্তি বর্ত্তমানাঃ পূর্ব্বপশ্চিমতায়া অভাবাৎ, যথানাগতবর্ত্তমানয়োঃ পূর্ব্বপশ্চিমতা নৈবমতীতস্য, তস্মান্নাতীতস্যাস্তি সমনন্তরঃ, তদনাগত এব সমনন্তরো ভবতি বর্ত্তমানস্যেতি।

অথাব্যপদেশ্যাঃ কে? সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকমিতি। যত্রোক্তং 'জল-ভূম্যোঃ পারিণামিকং রসাদি বৈশ্বরূপ্যং স্থাবরেষু দৃষ্টং তথা স্থাবরাণাং

সাধনং সম্ভবতীত্যাহ—"যদাতু" ইতি। কোঽসৌ কেন—ভেদসাধনেন ভিদ্যেত ইতি। তদেবং ধর্ম্মাণাং ভেদসাধনমভিধায় তং ভেদং বিভজতে—"তত্র যঃ খলু" ইতি। উদিতা ইতি—বর্ত্তমানা ইত্যর্থঃ। অধ্বনাং পৌর্ব্বাপর্য্যং নিগময়তি "তে চ" ইতি। চোদয়তি—"কিমর্থম্" ইতি। কিং নিমিত্তমতীতস্যানন্তরা ন ভবন্তি বর্ত্তমানা ইত্যর্থঃ। হেতুমাহ—"পূর্ব্বপশ্চিমতায়া অভাবাদ্" ইতি। বিষয়েণ বিষয়িণীমনুপলব্ধিং সূচয়তি। অনুপলম্ভমেবোপলম্ভবৈধর্ম্ম্যেণ দর্শয়তি—"যথানাগত বর্ত্তমানয়োঃ" ইতি। উপসংহরতি—"তদ্" ইতি। তৎ—তস্মাদ্, অনাগত এব সমনন্তরঃ পূর্ব্বত্বেন ভবতি বর্ত্তমানস্য নাতীতঃ, অতীতস্য বর্ত্তমানঃ পূর্ব্বত্বেন সমনন্তরো নাব্যপদেশ্যঃ।

তস্মাদধ্বনাং যবিষ্ঠোঽতীত ইতি সিদ্ধম্। স্যাদেতদ্। অনুভূয়মানানুভূততয়া উদিতাতীতৌ শক্যাবুন্নেতুম্ অব্যপদেশ্যাস্তু পুনর্ধর্ম্মা অব্যপদেশ্যতয়ৈব শক্যা নোন্নেতুমিত্যাশয়বান্ পৃচ্ছতি—"অথ" ইতি। অব্যপদেশ্যাঃ কে কেষু সমীক্ষ্যা-মহে। অত্রোত্তরমাহ—"সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকম্ ইতি। যত্রোক্তম্" ইতি। এতদেবো-পপাদয়তি—"জলভূম্যোঃ" ইতি। জলস্য হি রসরূপস্পর্শশব্দবতঃ, ভূমেশ্চ গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দবত্যাঃ পারিণামিকং বনস্পতিলতাগুল্মাদিষু মূলফলপ্রসব-পল্লবাদিগতরসাদিবৈশ্বরূপ্যং দৃষ্টম্। সোঽয়মনেবমাত্মিকায়া ভূমেরনীদৃশস্য বা জলস্য ন পরিণামো ভবিতুমর্হতি। উপপাদিতং হি নাসদুৎপদ্যত ইতি। তথা স্থাবরাণাং পারিণামিকং জঙ্গমেষু—মনুষ্যপশুমৃগাদিষু রসাদিবৈচিত্র্যং দৃষ্টম্। উপভুঞ্জানা হি তে ফলাদীনি রূপাদিভেদ সম্পদমাসাদয়ন্তি, এবং জঙ্গমানাং

জঙ্গমেষু জঙ্গমানাং স্থাবরেষু” ইতি, এবং জাত্যনুচ্ছেদেন সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকমিতি। দেশকালাকারনিমিত্তাপবন্ধান্ন খলু সমানকালমাত্মনামভিব্যক্তিরিতি। য এতেষ্বভিব্যক্তানভিব্যক্তেষু ধর্ম্মেষ্বনুপাতী সামান্যবিশেষাত্মা সোঽন্বয়ী ধর্ম্মী। যস্য তু ধর্ম্মমাত্রমেবেদং নিরন্বয়ং তস্য ভোগাভাবঃ, কস্মাৎ, অন্যেন বিজ্ঞানেন কৃতস্য কর্ম্মণোঽন্যৎ কথং ভোক্তৃত্বেনাধিক্রিয়েত, তৎ স্মৃত্যভাবশ্চ, নান্যদৃষ্টস্য স্মরণমন্যস্যাস্তীতি। বস্তুপ্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ স্থিতোঽন্বয়ী ধর্ম্মী যো ধর্ম্মান্যথাত্বমভ্যুপগতঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে। তস্মান্নেদং ধর্ম্মমাত্রং নিরন্বয়ং ইতি ॥ ১৪ ॥

পারিণামিকং স্থাবরেষু দৃষ্টম্। রুধিরাবসেকাৎ কিল দাড়িমীফলানি তালফলমাত্রাণি ভবন্তি। উপসংহরতি “এবম্” ইতি। এবং সর্ব্বং জলভূম্যাদিকং সর্ব্বরসাত্মাত্মকম্। তত্র হেতুমাহ—“জাত্যনুচ্ছেদেন” ইতি। জলত্বভূমিত্বাদিজাতেঃ সর্ব্বত্র প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বেনানুচ্ছেদাৎ। নন্বু সর্ব্বং চেৎ সর্ব্বাত্মকং হন্ত ভোঃ সর্ব্বস্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বথা সন্নিধানাৎ সমানকালীনা ভাবানাং ব্যক্তিঃ প্রসজ্যেত। ন খলু সন্নিহিতাবিকলকারণং কার্য্যং বিলম্বিতুমর্হতীত্যত আহ—“দেশকাল” ইতি। যদ্যপি কারণং সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং তথাপি যো যস্য কার্য্যস্য দেশঃ যথা কুঙ্কুমস্য কাশ্মীরঃ, তেষাং সত্ত্বেঽপি পাঞ্চালাদিষু ন সমুদাচার ইতি ন কুঙ্কুমস্য পাঞ্চালাদিষ্বভিব্যক্তিঃ। এবং নিদাঘে ন প্রাবৃষঃ সমুদাচার ইতি ন তদা শালীনাম্। এবং ন মৃগী মনুষ্যং প্রসূতে। ন তস্যাং মনুষ্যাকারসমুদাচার ইতি। এবং নাপুণ্যবান্ সুখরূপং ভুঙক্তে, ন তস্মিন্ পুণ্যনিমিত্তস্য সমুদাচার ইতি। তস্মাদ্ দেশকালাকারনিমিত্তানাম্ অপবন্ধাদ্—অপগমান্ ন সমানকালম্, আত্মনাং—ভাবানাম্ অভিব্যক্তিরিতি। তদেবং ধর্ম্মান্ বিভজ্য তেষু ধর্ম্মিণোঽনুগমং দর্শয়তি—“য এতেষু” ইতি। সামান্যং—ধর্ম্মিরূপং, বিশেষঃ—ধর্ম্মঃ, তদাত্মা—উভয়াত্মক ইত্যর্থঃ। তদেবমনুভবসিদ্ধমনুগতং ধর্ম্মিণং দর্শয়িত্বা তমনিচ্ছতো বৈনাশিকস্য ক্ষণিকং বিজ্ঞানমাত্রং চিত্তমিচ্ছতোঽনিষ্টপ্রসঙ্গমুক্তং স্মারয়তি। “যস্য তু” ইতি। “বস্তু প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ” ইতি। ন হি দেবদত্তেন দৃষ্টং যজ্ঞদত্তঃ প্রত্যভিজানাতি। তস্মাদ্ যশ্চানুভবিতা স এব প্রত্যভিজ্ঞাতেতি ॥১৪॥

“ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ” ॥

তাৎপর্য্যার্থ। যাহা ধর্ম্মের বা শক্তিবিশেষের আশ্রয়, তাহার নাম ধর্ম্মী। প্রত্যেক ধর্ম্মী অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাকৃতিক দ্রব্যই শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য,—তিনপ্রকার ধর্ম্মে অন্বিত। এই কয়েকটী কথার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপ—

বস্তুর যে ধর্ম্ম বা যে শক্তি আপনার কার্য্য শেষ করিয়া অথবা আপন ব্যাপার পূর্ণ করিয়া অস্তমিত হইয়াছে, সে ধর্ম্মের নাম শান্ত-ধর্ম্ম। যেমন ঘটের ভঙ্গ (ভাঙ্গিয়া যাওয়া), এবং বীজের অঙ্কুর, ইত্যাদি। বীজ আপনার অঙ্কুররূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া অস্তমিত হইয়াছে; অর্থাৎ সে, অঙ্কুর হইবার পূর্ব্বে বীজ ছিল, কিন্তু এখন আর সে বীজ নাই, এখন সে অঙ্কুর সুতরাং বীজ উপশান্ত হইয়াছে (নষ্ট হইয়াছে বা পচিয়া গিয়াছে)। এইরূপ, ঘট বা ঘটশক্তিও আপনার জলাহরণাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ধর্ম্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে; অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিংবা জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এখন আর সে ঘট নাই, সে এখন কতকগুলি খোলা অর্থাৎ মৃত্তিকাখণ্ডমাত্র। অতএব অঙ্কুরের শান্তধর্ম্ম বীজ, মৃত্তিকাখণ্ডের শান্তধর্ম্ম ঘট। এইরূপ ঘটকালে ঘটকে, বীজকালে বীজকে মৃত্তিকাখণ্ডের কালে মৃত্তিকাখণ্ডকে অঙ্কুরকালে অঙ্কুরকে উদিত বা বর্ত্তমান ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। বর্ত্তমান ধর্ম্ম বর্ত্তমানে তন্মধ্যে অন্য একপ্রকার ধর্ম্ম বা কার্য্যশক্তি লুক্কায়িত থাকে, যাহা থাকাতে সে অন্যথাপন্ন বা পরিবর্ত্তিত হয়। তাহা তখন অনাগত সোপানে অদৃশ্য থাকে এবং সে ধর্ম্ম বা সে শক্তি অব্যপদেশ্য অর্থাৎ নির্দ্দিষ্টনামশূন্য, অথবা তাহাকে নির্নামক-শক্তি বলিয়া নির্ণয় করিবে। এই অনাগত ও অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম, আর কারণের কার্য্যশক্তি, তুল্যার্থ; অর্থাৎ বস্তুর ভবিষ্যৎকার্য্যজননশক্তিই অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম। এই অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম বা অনাগত কার্য্যশক্তি এত সূক্ষ্ম যে, তাহা অযোগী অবস্থায় কোনক্রমেই বোধগম্য করা যায় না। মনে কর, একটী বটবীজ দেখিলে। তখন তাহার উদিতধর্ম্ম অর্থাৎ বীজভাব চলিতেছে। কিন্তু সেই বীজে যে বৃক্ষ আছে, * তাহা কি কেহ জানিতে পারে? তাহা পারে না। কেন পারে না? না—তাহা তখন শক্তিরূপে অনাগত সোপানে অদৃশ্য থাকে; তাই জানিতে পারে না। প্রত্যেক জন্যবস্তুই স্ব স্ব জনকের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকে; কাল ও আকর প্রভৃতি সহকারী কারণ মিলিত না হওয়া পর্য্যন্ত একই ভাবে অবস্থিত থাকে। সুতরাং সমস্তই

* বীজ বৃক্ষেরই একাংশ। তাহাতে তখন কি কি শক্তি আছে ও না আছে, তাহা কোন্ অযোগী ব্যক্তি নির্ণয় করিতে পারে? ঐ

সমস্তের কারণ ও সমস্তই সমস্তের কার্য্য, এ কথা অসম্ভব নহে। তুমি যে-কোন বস্তুর উল্লেখ করিবে, সমস্তই কারণও বটে, কার্য্যও বটে। বীজ অঙ্কুরের কারণও বটে। অঙ্কুর ও বীজের কারণ বটে। দ্বিতীয় কথা এই যে, সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর আবির্ভাব-সম্ভাবনা আছে। বেত্রবীজ হইতে বেত্রের আবির্ভাব, মৃত্তিকার-আবির্ভাব ও কদলীবৃক্ষের আবির্ভাব,—এই ত্রিবিধ আবির্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। অন্তবিধ আবির্ভাব-শক্তি থাকিতেও পারে, তাহা তদ্দৃষ্টে অনুমান করা যাইতে পারে। দেশ বিশেষ, কাল বিশেষ ও ক্রিয়াবিশেষের সংযোগে, কোন্ দ্রব্য হইতে কখন কি কার্য্য আবির্ভূত হয়, তাহা কে বলিতে পারে? কিরূপ কারণ উপলক্ষ্য করিয়া, কখন কোন্ শক্তি অভিব্যক্ত হয়, তাহা কে নিশ্চয় করিতে পারে? ফল, সকল বস্তুতেই সকল শক্তি লুক্কায়িত বা অনভিব্যক্ত আছে। উপযুক্ত কাল, উপযুক্ত দেশ ও উপযুক্ত ক্রিয়া মিলিত হইলে তৎপ্রভাবে তাহা অভিব্যক্ত হয়, আবির্ভূত বা কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, কার্য্য-অভিব্যক্তির অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্য-আবির্ভাবের কারণ, কূট কাল ও ক্রিয়া প্রভৃতির বৈচিত্র্য। সুতরাং সর্ব্বত্রই সর্ব্বশক্তি থাকিলেও দেশভেদে, কালভেদে ও ক্রিয়াভেদে কখন কোথাও কিছু হয়, কখন বা কোথাও কিছু হয় না। বেত্রবীজ দাবানলদগ্ধ হইলে তাহা হইতে কদলীবৃক্ষ আবির্ভূত হয়, অন্ত প্রকার ও হয়। কুঙ্কুম কাশ্মীরাদি দেশেই আবির্ভূত হয়, অন্যত্র হয় না। গ্রীষ্মকালেই জন্মে, অন্যকালে জন্মে না। মনুষ্যোচিত ক্রিয়াদি সংঘটিত হয় না বলিয়াই মৃগী, মৃগ ভিন্ন মনুষ্য প্রসব করে না। পরন্তু যদি তাহাতে মনুষ্যোচিত ক্রিয়াদি সংঘটিত হয়, ত তদ্গর্ভে মানুষ না হইবার কোন পুষ্কল কারণ নাই। প্রসিদ্ধি আছে পুরা কালের একটী মৃগী মনুষ্যোচিত ক্রিয়ায় আক্রান্তা হইয়া মানুষবালক প্রসব করিয়া ছিল। বালকের নাম ঋষ্যশৃঙ্গ। যোগীরা সেই সকল দেখিয়া শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, সকল দ্রব্যই সর্ব্বশক্তির আশ্রয়; পরন্তু তাহার অভিব্যক্তি দেশ কাল, আকর ও ক্রিয়া প্রভৃতি নিমিত্ত-নিচয়ের অধীন। সুতরাং দেশকালাদির ব্যভিচার না হইলেই কার্য্যকারণভাব স্থির থাকে, অন্যথা অন্যপ্রকার হইয়া পড়ে। সেই অন্য প্রকারকে বা ব্যভিচারোৎপন্ন কার্য্যনিচয়কে লোকে অদ্ভুত বলিয়া ব্যাখ্যা করে, পরন্তু প্রকৃত অদ্ভুত নাই। যাঁহারা যোগী, তাঁহাদের দৃঢ়সঙ্কল্পের নিকট দেশাদির প্রতিবন্ধকতা থাকে না, সেই জন্যই তাঁহারা সকল হইতে সকল আবির্ভাব করিতে পারেন।

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যম্। একস্য ধর্ম্মিণঃ এক এব পরিণাম ইতি প্রসক্তে ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুর্ভবতীতি, তদ্‌যথা চূর্ণমৃদ্, পিণ্ডমৃদ্, ঘটমৃদ্, কপালমৃদ্, কণমৃদ্, ইতি চ ক্রমঃ। যো যস্য ধর্ম্মস্য সমনন্তরো ধর্ম্মঃ স তস্য ক্রমঃ, পিণ্ডঃ প্রচ্যবতে ঘট উপজায়ত ইতি ধর্ম্মপরিণামক্রমঃ। লক্ষণপরিণামক্রমঃ—ঘটস্যানাগতভাবাদ্বর্ত্তমানভাবক্রমঃ, তথা পিণ্ডস্য বর্ত্তমানভাবাদতীতভাবক্রমঃ, নাতীতস্যাস্তি ক্রমঃ কস্মাৎ, পূর্ব্ব-পরতায়াং সত্যাং সমনন্তরত্বং, সা তু নাস্ত্যতীতস্য, তস্মাদ্দ্বয়োরেব

টীকা। কিমেকস্য ধর্ম্মিণ এক এব ধর্ম্মলক্ষণাবস্থালক্ষণঃ পরিণামঃ, উত বহবো ধর্ম্মলক্ষণাবস্থালক্ষণাঃ পরিণামাঃ? তত্র কিং প্রাপ্তম্—একত্বাদ্ ধর্ম্মিণ এক এব পরিণামঃ। ন হি একরূপাৎ কারণাৎ কার্য্যভেদো ভবিতুমর্হতি। তস্যা-কস্মিকত্বপ্রসঙ্গাদ্ ইতি। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে, "ক্রমান্যত্বাৎ পরিণামান্যত্বম্" একস্যা মৃদশ্চূর্ণপিণ্ডঘটকপালকণাকারপরিণতিপরম্পরা ক্রমবতী লৌকিক-পরীক্ষকৈরধ্যক্ষং সমীক্ষ্যতে, অন্যশ্চেদং চূর্ণপিণ্ডয়োরানন্তর্য্যম্, অন্যচ্চ পিণ্ড-ঘটয়োঃ, অন্যচ্চ ঘটকপালয়োঃ, অন্যচ্চ কপালকণয়োঃ। একত্র পরস্যান্যত্র পূর্ব্বত্বাৎ, সোঽয়ং ক্রমভেদঃ পরিণাম একস্মিন্ননবকল্পমানঃ পরিণামভেদমাপাদয়তি। একোঽপি চ মৃদ্ধর্ম্মী ক্রমোপনিপতিততত্তৎসহকারিসমবধানক্রমেণ ক্রমবতীং পরিণামপরম্পরামুদ্বহন্ নৈনামাকস্মিকয়তীতি ভাবঃ। ধর্ম্মপরিণামান্যত্ববল্লক্ষণ পরিণামান্যত্বেঽবস্থাপরিণামান্যত্বে চ সমানং ক্রমান্যত্বং হেতুরিতি। তদেতদ্-ভাষ্যেণারভ্যোচ্যতে "একস্য ধর্ম্মিণঃ" ইতি। ক্রমক্রমবতোরভেদমাস্থায় স তস্য ক্রম ইত্যুক্তং "তথাবস্থাপরিণামক্রমঃ" ইতি। তথা হি কীনাশেন কোষ্ঠাগারে

(১৫) ধর্ম্মাণাং যঃ ক্রমঃ নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিতা পৌর্ব্বাপর্য্যং বা তস্য যৎ অন্যত্বং ভেদঃ বহুবিধত্ব-মিতি যাবৎ, তদেব পরিণামস্য প্রোক্তলক্ষণস্য অন্যত্বে নানাবিধত্বে হেতুঃ গমকম্। মৃৎকণাভো মৃৎপিণ্ডস্ততঃ কপালানি তেভ্যশ্চ ঘটাঃ ইত্যেবংরূপেণ নিয়তেনৈব ক্রমেণ সর্ব্বাণি দ্রব্যাণি ব্যাপার-যোগাৎ প্রতিক্ষণং পরিণমন্ত ইতি পরিণামানামেব ভেদো ন তু দ্রব্যাণাম্। এতচ্চ কচিদ্দৃষ্টব্যং কচিচ্ছাস্ত্রগম্যম্। বাহ্যবস্তুবৎ চিত্তমপি বহুপরিণামি। তত্র চ কেচিৎ পরিণামাশ্চিত্তস্য, কামসুখাদয়ঃ প্রত্যক্ষেণৈবোপলভ্যন্তে কেচিচ্চানুমানগম্যাস্তিষ্ঠন্তি। অনুমানগম্যাশ্চিত্তধর্ম্মাঃ সপ্ত

লক্ষণয়োঃ ক্রমঃ। তথাবস্থাপরিণামক্রমোঽপি ঘটস্যাভিনবস্য প্রান্তে পুরাণতা দৃশ্যতে, সা চ ক্ষণপরম্পরানুপাতিনা ক্রমেণাভিব্যজ্যমানা পরাং ব্যক্তিমাপদ্যত ইতি, ধর্ম্মলক্ষণাভ্যাং চ বিশিষ্টোঽয়ং তৃতীয়ঃ পরিণাম ইতি। ত এতে ক্রমাঃ, ধর্ম্মধর্ম্মিভেদে সতি প্রতিলব্ধস্বরূপাঃ, ধর্ম্মোঽপি ধর্ম্মী ভবত্যন্যধর্ম্মস্বরূপাপেক্ষয়েতি, যদা তু পরমার্থতো ধর্ম্মিণ্যভেদোপচারস্তদ্দ্বারেণ স এবাভিধীয়তে ধর্ম্মঃ, তদায়মেকত্বেনৈব ক্রমঃ প্রত্যবভাসতে। চিত্তস্য দ্বয়ে ধর্ম্মাঃ পরিদৃষ্টাশ্চাপরিদৃষ্টাশ্চ, তত্র প্রত্যয়াত্মকাঃ পরিদৃষ্টাঃ, বস্তুমাত্রাত্মকা অপরিদৃষ্টাঃ, তে চ সপ্তৈব

প্রযত্নসংরক্ষিতা অপি হি ব্রীহয়ো হায়নৈরতিবহুভিঃ পাণিস্পর্শমাত্রবিশীর্য্যমাণাবয়ব-সংস্থানাঃ পরমাণুভাবমনুভবন্তো দৃশ্যন্তে। ন চায়মভিনবানামকস্মাদেব প্রাদু-র্ভবিতুমর্হতি। তস্মাৎ ক্ষণপরম্পরাক্রমেণ সূক্ষ্মতমসূক্ষ্মতরসূক্ষ্মবৃহদ্বৃহত্তরবৃহ-ত্তমাদিক্রমেণ প্রাপ্তেষু বিশিষ্টোঽয়ং লক্ষ্যতে ইতি। তদিদং ক্রমান্যত্বং ধর্ম্মধর্ম্মি-ভেদমপেক্ষত এবেত্যাহ—"ত এতে" ইতি। আ বিকারেভ্য আ চ লিঙ্গাদ্ আপেক্ষিকো ধর্ম্মধর্ম্মিভাবো, মৃদাদেরপি তন্মাত্রাপেক্ষয়া ধর্ম্মত্বাদিত্যাহ—"ধর্ম্মো-ঽপি" ইতি। যদা পরমার্থধর্ম্মিণ্যলিঙ্গেঽভেদোপচারপ্রয়োগঃ, তদ্দ্বারেণ সামা-নাধিকরণ্যদ্বারেণ ধর্ম্মোব ধর্ম্ম ইতি যাবৎ, তদৈক এব পরিণামো ধর্ম্মিপরিণাম এবেত্যর্থঃ। ধর্ম্মলক্ষণাবস্থানাং ধর্ম্মিস্বরূপাভিনিবেশাৎ। তদনেন ধর্ম্মিণো দূরোৎ-সারিতং কূটস্থনিত্যত্বমিত্যুক্তপ্রায়ম্। ধর্ম্মপরিণামং প্রতিপাদয়ন্ প্রসঙ্গেন চিত্ত-ধর্ম্মাণাং প্রকারভেদমাহ—"চিত্তস্য" ইতি। পরিদৃষ্টাঃ—প্রত্যক্ষাঃ, অপরিদৃষ্টাঃ—অপরোক্ষাঃ। তত্র প্রত্যয়াত্মকাঃ প্রমাণাদয়ো রাগাদয়শ্চ, বস্তুমাত্রা ইত্যপ্রকাশ-রূপতামাহ। স্যাদেতদ্, অপরিদৃষ্টাশ্চেন্ন সন্ত্যেবেত্যত আহ—"অনুমানেন" ইতি। অনুমানেন প্রাপিতো বস্তুমাত্রেণ সদ্ভাবো যেষাং তে তথোক্তাঃ। পশ্চান্মানসা-ধর্ম্ম্যাদাগমোঽপ্যনুমানং, সপ্তাপরিদৃষ্টান্ কারিকয়া সংগৃহ্লাতি—"নিরোধ" ইতি। নিরোধো বৃত্তীনাম্—অসম্প্রজ্ঞাতাবস্থা চিত্তস্যাগমতঃ, সংস্কারশেষভাবোঽনুমান-

ইত্যুক্তম্। তথাহি—"নিরোধঃ কর্ম্ম সংস্কারাঃ পরিণামোঽথ জীবনম্। চেষ্টা শক্তিশ্চ চিত্তস্য ধর্ম্মা দর্শনবর্জ্জিতাঃ॥" দর্শন-বর্জ্জিতাঃ পরোক্ষাঃ। কর্ম্ম পাপপুণ্যনামধেয়মপূর্ব্বম্। জীবনং প্রাণধারণম্। চেষ্টা ক্রিয়া। শক্তিঃ কার্য্যাণাং সূক্ষ্মাবস্থা ইতি শ্লোকপদানামর্থঃ।° পরিণাম-ভেদস্য কারণং ক্রমভেদঃ ন তু বস্তু। বস্তু মৃত্তিকা, তৎপরিণামা ঘটাদয়ঃ।

ভবন্তি অনুমানেন ·প্রাপিতবস্তুমাত্রসম্ভাবাঃ "নিরোধধর্ম্মসংস্কারাঃ পরিণামোঽথ জীবনম্। চেষ্টাশক্তিশ্চ চিত্তস্য ধর্ম্মা দর্শনবর্জ্জিতাঃ" ইতি ॥১৫॥ অতো যোগিন উপাত্ত-সর্ব্বসাধনস্য বুভুৎসিতার্থপ্রতিপত্তয়ে সংযমস্য বিষয় উপক্ষিপ্যতে।

তশ্চ সমধিগম্যতে। ধর্ম্মগ্রহণেন পুণ্যাপুণ্যে উপলক্ষয়তি। ক্বচিৎ কর্ম্মেতিপাঠস্তত্রাপি তজ্জনিতে পুণ্যাপুণ্যেএব গৃহ্যেতে, তে চাগমতঃ সুখদুঃখোপভোগদর্শনাদ্বানুমানতো গম্যেতে। সংস্কারস্তু স্মৃতেরনুমীয়তে। এবং ত্রিগুণত্বাচ্চিত্তস্য চলং চ গুণবৃত্তমিতি প্রতিক্ষণং পরিণামোঽনুমীয়তে। এবং জীবনং—প্রাণধারণপ্রযত্নভেদোঽসংবিদিতশ্চিত্তস্য ধর্ম্মঃ শ্বাসপ্রশ্বাসাভ্যামনুমীয়তে। এবং চেতসশ্চেষ্টা—ক্রিয়া যথা যথা তৈস্তৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শরীরপ্রদেশৈর্বা সম্প্রযুজ্যতে সাপি তৎসংযোগাদেবানুমীয়তে। এবং শক্তিরপ্যদ্ভুতানাং কার্য্যাণাং সূক্ষ্মাবস্থা চেতসো ধর্ম্মঃ, স্থূলকার্য্যানুভবাদেবানুমীয়ত ইতি ॥ ১৫ ॥ অতঃ পরমাপাদপরিসমাপ্তেঃ সংযমবিষয়স্ববশীকারসূচনী বিভূতিশ্চ বক্তব্যা, তত্রোক্তপ্রকারং পরিণামত্রয়মেব তাবৎ প্রথমমুপাত্তসকলযোগাঙ্গস্য যোগিনঃ সংযমবিষয়তয়োপক্ষিপতি—সূং "পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। পরিণামের ভিন্নতার প্রতি পরিণামক্রমের ভিন্নতা থাকাই কারণ, ইহা পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ কার্য্যদ্রব্য এক; পরন্তু সেই একই কার্য্যদ্রব্য বিভিন্ন পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হয়, ইহা পরিণামের ক্রম অর্থাৎ পৌর্ব্বাপৌর্য্যব্যবস্থা দেখিয়াই জানা যায়। ভাবিয়া দেখ, প্রথমতঃ মৃৎকণা, তৎপরে তাহার পিণ্ডভাব, তৎপরিণামে কপাল ও কপালিকা, পশ্চাৎ তাহা হইতে এক অপূর্ব্ব বা অভিনব ঘট জন্মে। আবার, ক্রমে তাহা জীর্ণ হয়, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবয়ব বিশ্লিষ্ট হয়; পরিশেষে যে মৃৎকণা সেই মৃৎকণা হয়। কাযে কাযেই বলিতে হয়, মৃত্তিকা এক; পরন্তু তাহা বহুপরিণামী। এক মৃত্তিকাই প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত বা পরিণত হইয়া বিবিধ আকার ও আখ্যা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে সংশয় নাই। মৃত্তিকা যেমন বহুপরিণামস্বভাব, অন্যান্য ভূতও সেইরূপ ক্ষণপরিণামী ও বহুপরিণামী সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য। ফল, যে কিছু প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তু, সে সমস্তই বহুপরিণামীও বটে, ক্ষণপরিণামীও বটে। বস্তু প্রতিক্ষণেই অবস্থান্তরিত বা পরিণতিপ্রাপ্ত হইতেছে,

কিন্তু তাহা পরিণামক্ষণে বুঝা যায় না। কিছুকাল অতীত হইলেই তাহা সহজে বোধগম্য হয়। জীর্ণ বা পুরাতন-নামক অবস্থা ক্ষণপরিণামিতা বুঝিবার প্রধান স্থল। কুশূল (গোলা)-স্থাপিত ধান্য দশ বৎসর পরে হস্তাবমর্দ্দনে গুঁড়া হয়। ক্ষণপরিণাম ব্যতীত তাহার তাদৃশ পরিণাম একক্ষণে বা একদিনে হয় নাই। কুশূল-রক্ষিত ধান্যের ন্যায় প্রত্যেক দ্রব্যই অল্পে অল্পে ও ক্ষণে ক্ষণে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম-রূপে অন্যথা হইতেছে; সূক্ষ্মতা-হেতু তাহা তখন অনুভূত হইতেছে না।

বাহ্যবস্তুর ন্যায় আভ্যন্তর বস্তু অর্থাৎ চিত্তসত্ত্বও বহুপরিণামী ও ক্ষণপরিণামী। কেননা, চিত্তও প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত বা প্রতিক্ষণে ভিন্নভাব ধারণ করিতেছে। তন্মধ্যে নিরোধপরিণাম, কর্ম্মপরিণাম অর্থাৎ পাপ আর পুণ্য, কর্ম্মজন্য সংস্কার-পরিণাম, ক্ষণপরিণামিতা, জীবনপরিণাম, ক্রিয়াপরিণাম ও শক্তিপরিণাম অর্থাৎ ভবিষ্যৎ পরিণামের সূক্ষ্মাবস্থা, এই সাত প্রকার পরিণাম সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনুভূত হয় না। এতদ্ভিন্ন সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি অন্য যে কোন পরিণাম,—সমস্তই জীবের সাক্ষাৎ অনুভূত হইয়া থাকে।

বস্তুমাত্রেই ক্ষণপরিণামী এবং তাহা ত্রিবিধ-পরিণামযুক্ত,—যোগী ইহা অশেষ-বিশেষ প্রকারে জ্ঞাত হইবেন। জ্ঞাত হইয়া তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিবেন। করিলে কি ফল হইবে, তাহা বলাযাইতেছে।—

পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যম্। ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামেষু সংযমাৎ যোগিনাং ভবত্যতীতানাগতজ্ঞানম্। ধারণা-ধ্যান-সমাধিত্রয়মেকত্র সংযম উক্তঃ, তেন পরিণামত্রয়ং সাক্ষাৎক্রিয়মাণমতীতানাগতজ্ঞানং তেষু সম্পাদয়তি ॥ ১৬ ॥

টীকা। ননু যত্র সংযমস্তত্রৈব সাক্ষাৎকরণং, তৎকথং পরিণামত্রয়সংযমোঽতীতানাগতে সাক্ষাৎকারয়েদিত্যত আহ—"তেন" ইতি। তেন পরিণামত্রয়ং সাক্ষাৎ ক্রিয়মাণং তেষু পরিণামেষনুগতে যেহতীতানাগতে তদ্বিষয়ং জ্ঞানং সম্পাদয়তি। পরিণামত্রয়সাক্ষাৎকরণমেব তদন্তর্ভূতাতীতানাগতসাক্ষাৎকরণাত্মকমিতি ন বিষয়ভেদঃ সংযমসাক্ষাৎকারয়োরিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ অয়মপরঃ সংযমস্য বিষয় উপক্ষিপ্যতে, সূং—"শ—নম্"।

---

(১৬) অস্মিন্ ধর্ম্মিণ্যয়ং ধর্ম্ম ইদং লক্ষণমিয়মবস্থা চেত্যয়ঞ্চানাগতাদধ্বনঃ সমেত্য বর্ত্তমানে-

তাৎপর্য্যার্থ। বস্তুর ত্রিবিধ পরিণামের প্রতি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা পরিণামের উপর সংযম প্রয়োগ করিবেন। অগ্রে চিত্তধারণ, পরে ধ্যান-প্রবাহ, তৎপরে তাহাতে সমাধি অর্থাৎ উৎকট একাগ্রতা প্রয়োগ করিবেন। করিলে, তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইবে।

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎ-প্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যম্। তত্র বাগ্ বর্ণেষ্বেবার্থবতী, শ্রোত্রঞ্চ ধ্বনিপরিণামমাত্র-বিষয়ং পদং পুনর্নাদানুসংহারবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যং ইতি। বর্ণা একসময়া-

---

টীকা। অত্র বাচকং শব্দমাচিখ্যাসুঃ প্রথমং তাবদ্ বাগ্ব্যাপারবিষয়মাহ—"তত্র" ইতি। বাগ—বাগিন্দ্রিয়ং বর্ণব্যঞ্জকমষ্টস্থানম্। যথাহ—"অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা। জিহ্বামূলং চ দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠৌ চ তালু চ" ইতি। সা বাগ্ বর্ণেষ্বেব যথা লোকপ্রতীতিসিদ্ধেষ্বর্থবতী, ন চ বাচক ইত্যর্থঃ। শ্রোত্র-ব্যাপারবিষয়ং নিরূপয়তি "শ্রোত্রম্" ইতি। শ্রোত্রং পুনর্ধ্বনেরুদানস্য বাগি-ন্দ্রিয়াভিঘাতিনো যঃ পরিণতিভেদো বর্ণাত্মা, তেনাকারেণ পরিণতং তন্মাত্রবিষয়ং, ন তু বাচকবিষয়মিত্যর্থঃ। যথালোকপ্রতীতিসিদ্ধেভ্যো বর্ণেভ্যো বাচকং ভিনত্তি —"পদম্" ইতি। পদং পুনর্বাচকং নাদানুসংহারবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যং—যথা প্রতীতি-

হধ্বনি তিষ্ঠন্তীতাধ্বনি প্রবিশতীত্যেবং পরিণামত্রয়ে পরিহৃতবিক্ষেপতয়া যদা সংযমং করোতি তদা তস্য যৎ কিঞ্চিদতিক্রান্তমুৎপন্নং বা তৎসর্ব্বং যোগী জানাতীত্যর্থঃ।

(১৭) শব্দঃ পদরূপো বাক্যরূপশ্চ' বাগিন্দ্রিয়েণোৎপদ্যমানঃ শ্রোত্রগ্রাহ্যঃ। অর্থঃ তদ্বাচ্যো জাতিগুণক্রিয়াদিঃ। প্রত্যয়ঃ তদাকারা বুদ্ধিঃ। ভিন্নানামপ্যেতেষাং ব্যবহারকালে ইতরেত-রাধ্যাসাৎ বুদ্ধ্যৈকরূপতাসম্পাদনাদস্তি সঙ্করঃ সঙ্কীর্ণত্বম। ন হি কশ্চিৎ গামানয়েত্যুক্তে গোল-ক্ষণমর্থং গোত্বজাত্যবচ্ছিন্নং সাস্নাদিমৎপিণ্ডরূপং শব্দং তদ্বাচকং জ্ঞানঞ্চ তদ্গ্রাহকমিতি ভেদেনা-ধ্যস্যতি। ন বাস্য গোশব্দো বাচকোঽয়ং গোশব্দস্য বাচ্যস্তয়োরিদং গ্রাহকজ্ঞানমিতি ভেদেন ব্যবহরতি।। অতএব তেষাং যঃ শাস্ত্রযুক্তিভ্যাং প্রবিভাগঃ বর্ণব্যঙ্গং পদং পদব্যঙ্গং বাক্যং শক্ত্যাদি-বৃত্ত্যা বোধকমিতি শব্দতত্ত্বম্, অর্থো দ্রব্যগুণজাত্যাদির্বাচ্যো লক্ষ্যশ্চেত্যর্থতত্ত্বং, শব্দাদন্যোঽর্থ-বিষয়শ্চিত্তস্থপ্রত্যয় ইতি জ্ঞানতত্ত্বমিত্যেবংরূপঃ, তত্র সংযমাৎ যোগিনাং সর্ব্বশব্দাদিবর্ণাকারসূচকং সর্ব্বেষাং ভূতানাং পশুপক্ষ্যাদীনাং রুতং শব্দস্তত্র জ্ঞানমুৎপদ্যতে। ইমমেবার্থমেতে বদন্তীতি যোগী জানাতীত্যর্থঃ।

সম্ভবিত্বাৎ পরস্পরনিরনুগ্রহাত্মানঃ তে পদমসংস্পৃশ্যানুপস্থাপ্যাবির্ভূতা স্তিরোভূতাশ্চেতি প্রত্যেকমপদস্বরূপা উচ্যন্তে। বর্ণঃ পুনরেকৈকঃ পদাত্মা সর্ব্বাভিধানশক্তিপ্রচিতঃ সহকারিবর্ণান্তরপ্রতি-

---

সিদ্ধান্ নাদাদ্ বর্ণান্ প্রত্যেকং গৃহীত্বানু—পশ্চাদ্ যা সংহরতি—একত্বমাপাদয়তি গৌরিত্যেকমেকং পদমিতি, তয়া পদং গৃহ্যতে। যদ্যপি প্রাচ্যোঽপি বুদ্ধয়ো বর্ণাকারং পদমেব প্রত্যেকং গোচরয়ন্তি তথাপি ন বিশদং প্রথতে। চরমে তু বিজ্ঞানে তদতিবিশদমিতি নাদানুসংহারবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যমুক্তম্। যস্ত বৈজাত্যাদেকপদানুভবমবিজ্ঞায় বর্ণানেব বাচকানাতিষ্ঠতে, তং প্রত্যাহ—"বর্ণা" ইতি। তে খল্বমী বর্ণাঃ প্রত্যেকং বাচ্যবিষয়াং ধিয়মাদধীরন্ নাগদন্তকা ইব শিক্যাবলম্বনং, সংহতা বা গ্রাবাণ ইব পিঠরধারণম্। ন তাবৎ প্রথমঃ কল্পঃ। একস্মাদর্থপ্রতীতেরনুৎপত্তেঃ, উৎপত্তৌ বা দ্বিতীয়াদীনামনুচ্চারণপ্রসঙ্গঃ। নিষ্পাদিতক্রিয়ে কর্ম্মণি বিশেষানাধায়িনঃ সাধনস্য সাধনন্যায়াতিপাতাৎ, তস্মাদ্ দ্বিতীয়ঃ পরিশিষ্যতে। সম্ভবতি হি গ্রাবাণাং সংহতানাং পিঠরধারণমেকসময়ভাবিত্বাদ্ বর্ণানাং তু যৌগপদ্যাসম্ভবোঽতঃ পরস্পরমনুগ্রাহ্যানুগ্রাহকত্বাযোগাৎসংভূয়াপি নার্থধিয়মাদধতে। তে পদরূপমেকমসংস্পৃশন্তস্তাদাত্ম্যেনাত এবানুপস্থাপয়ন্ত আবিভূতাস্তিরোভূতা অয়ঃশলাকাকল্পাঃ প্রত্যেকমপদস্বরূপা উচ্যন্তে। যদি পুনঃ পদমেকং তাদাত্ম্যেন সংস্পৃশেয়ুর্বর্ণাস্ততো নোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইত্যাহ—"বর্ণঃ পুনরেকৈকঃ পদাত্মা" ইতি। সর্ব্বাভিধানশক্তিপ্রচিতঃ—সর্ব্বাভিরভিধানশক্তিভির্নিশ্চিতো, গৌঃ, গণঃ, গৌরং, নগ, ইত্যাদিষু হি গকারো গোত্বাদ্যর্থাভিধায়িষু দৃষ্ট ইতি তৎতদভিধানশক্তিঃ। এবং সোমঃ শোচিরিত্যাদিষ্বীশ্বরাদ্যর্থাভিধায়িষু পদেষোবর্ণো দৃষ্টঃ, সোঽপি তৎতদভিধানশক্তিঃ। এবং সর্ব্বত্রোহনীয়ম্। স চৈকৈকো বর্ণো গকারাদিঃ সহকারি, যদ্বর্ণান্তরমোকারাদি তদেব প্রতিযোগি—প্রতিসংবন্ধি যস্য তৎ তথোক্তন্তস্যভাবস্তত্বং তস্মাদ্বৈশ্বরূপ্যং—নানাত্বমিবাপন্নো ন তু নানাত্বমাপন্নস্তস্য তত্ত্বাদেব,পূর্ব্বো বর্ণঃ—গকার উত্তরেনৌকারেণ গণাদিপদেভ্যো ব্যাবর্ত্ত্যউত্তরশ্চৌকারো গকারেণ শোচিরাদিপদেভ্যো ব্যাবর্ত্ত্যবিশেষে—গোত্ববাচকে গোপদস্ফোটেঽবস্থাপিতোঽনুসংহারবুদ্ধৌ। অয়মভিসন্ধিঃ—অর্থপ্রত্যয়ো হি বর্ণৈর্নিয়তক্রমতয়া পরস্পরমসম্ভবদ্ভিরশক্যঃ কর্ত্তুম্। ন চ সংস্কারদ্বারাগ্নেয়াদীনামিব পরমাপূর্ব্বে বা স্বর্গে বা জনয়িতব্যেঽনিয়তক্রমাণামপি সাহিত্যমর্থ বুদ্ধ্যাপিজননে

যোগিত্বাৎ বৈশ্বরূপ্যমিবাপন্নঃ পূর্ব্বশ্চোত্তরেণোত্তরশ্চ পূর্ব্বেণ বিশেষেহ বস্থাপিত ইত্যেবং বহবো বর্ণাঃ ক্রমানুরোধিনোঽর্থসঙ্কেতেনাবচ্ছিন্না ইয়ন্ত এতে সর্ব্বাভিধানশক্তিপরিবৃত্তা গকারৌকারবিসর্জ্জনীয়াঃ সাস্নাদিমন্তমর্থং দ্যোতয়ন্তীতি। তদেতেষামর্থসঙ্কেতেনাবচ্ছিন্নানা-

র্ণানামিতি সাম্প্রতম্। বিকল্পাসহত্বাৎ। স খল্বয়ং বর্ণানুভবজন্যঃ সংস্কারঃ স্মৃতি-প্রসবহেতুঃ, অন্যোবাগ্নেয়াদিজন্য ইবাপূর্ব্বাভিধানঃ। ন তাবদনন্তরঃ। কল্পনা-গৌরবাপত্তেঃ। স এব তাবদদৃষ্টপূর্ব্বঃ কল্পনীয়স্তস্য চ ক্রমবদ্ভির্বর্ণানুভবৈরেকস্য জন্যত্বং ন সম্ভবতীতি তজ্জাতীয়ানেকাবান্তরসংস্কারকল্পনেতি গৌরবম্। ন চৈষ জ্ঞাপকহেত্বঙ্গমজ্ঞাতস্তদঙ্গতামনুভবতীতি। ন খলু সংবন্ধোঽর্থপ্রত্যায়নাঙ্গমজ্ঞাতো-ঽঙ্গতামুপৈতি। স্মৃতিফলপ্রসবানুমিতস্ত সংস্কারঃ স্বকারণানুভববিষয়নিয়তো ন বিষয়ান্তরে প্রত্যয়মাধাতুমুৎসহতে। অন্যথা যৎকিঞ্চিদেবৈকমনুভূয় সর্ব্বঃ সর্ব্বং জানীয়াদ্ ইতি। ন চ প্রত্যেকবর্ণানুভবজনিতসংস্কারপিণ্ডলব্ধজন্মস্মৃতিদর্পণ সমারোহিণো বর্ণাঃ সমধিগতসহভাবা বাচকা ইতি সাম্প্রতং, ক্রমাক্রমবিপরীত-ক্রমানুভূতানাং তত্রাবিশেষেণার্থধীজননপ্রসঙ্গাৎ। ন চৈতৎ স্মরণজ্ঞানং পূর্ব্বানু-ভববর্ত্তিনীং পরম্পরতাং গোচরয়িতুমর্হতি। তস্মাদ্ বর্ণেভ্যোঽসম্ভবন্নর্থপ্রত্যয় একপদানুভবমেব স্বনিমিত্তমুপকল্পয়তি। ন চৈষ পদেঽপি প্রসঙ্গঃ। তদ্ধি প্রত্যেকমেব প্রযত্নভেদভিন্না ধ্বনয়ো ব্যঞ্জয়ন্তঃ পরস্পরবিসদৃশতত্তৎপদব্যঞ্জক-ধ্বনিভিস্তুল্যস্থানকরণনিষ্পন্নাঃ সদৃশাঃ সন্তোঽন্যোঽন্যবিসদৃশৈঃ পদৈঃ পদমেকং সদৃশমাপাদয়ন্তঃ প্রতিযোগিভেদেন তৎসাদৃশ্যানাং ভেদাত্তদুপধানাদেকমপি অন-বয়বমপি সাবয়বমিবানেকাত্মকমিবাবভাসয়ন্তি। যথা নিয়তবর্ণপরিমাণসংস্থানং মুখমেকমপি মণিকৃপাণদর্পণাদয়ো বিভিন্নবর্ণপরিমাণসংস্থানমনেকমাদর্শয়ন্তি, ন পরমার্থতঃ সাদৃশ্যোপধানকল্পিতা ভাগা এব নির্ভাগস্য পদস্য বর্ণাঃ। তেন তদ্‌বুদ্ধি-বর্ণ্যাত্মনা পদভেদে স্ফোটমভেদমেব নির্ভাগমেব সভেদমিব সভাগমিবালম্বতে। অতো গোপদস্ফোটভেদস্যৈকস্য গকারো ভাগো গৌরাদিপদস্ফোটসাদৃশ্যেন ন নির্দ্ধা-রয়ন্তি স্বভাগিনম্ ইত্যাকারেণ বিশিষ্টো নির্ধারয়তি। এবমোকারোঽপি ভাগঃ শোচিরাদিপদসদৃশতয়া ন শক্তো নির্দ্ধারয়িতুং স্বভাগিনং গোপদস্ফোটকমিতি গকা-রেণ বিশিষ্টো নির্দ্ধারয়তি। অসহভাবিনামপি চ সংস্কারদ্বারেণাস্তি, সহভাব ইতি বিশেষ্যবিশেষণভাবোপপত্তিঃ। ন চ ভিন্নবিষয়ত্বং সংস্কারয়োঃ, ভাগদ্বয়বিষয়য়ো-

মুপসংহৃতধ্বনিক্রমাণাং য একো বুদ্ধিনির্ভাসস্তৎপদং বাচকং বাচ্যস্য সঙ্কেত্যতে। তদেকং পদমেকবুদ্ধিবিষয় একপ্রযত্নাক্ষিপ্তম্ অভাগমক্রমমবর্ণং বৌদ্ধমন্ত্যবর্ণপ্রত্যয়ব্যাপারোপস্থাপিতং পরত্র

রনুভবয়োস্তজ্জন্মনোশ্চ সংস্কারয়োরেকপদবিষয়ত্বাৎ। কেবলভাগানুভবেন পদম-ব্যক্তমনুভূয়তেঽনুসংহারধিয়া তু ভাগানুভবযোনিসংস্কারলব্ধজন্মনা ব্যক্তমিতি বিশেষঃ। অব্যক্তানুভবাশ্চ প্রাঞ্চঃ সংস্কারাধানক্রমেণ ব্যক্তমনুভবমাদধানা দৃষ্টাঃ, যথা দূরাদ্বনস্পতৌ হস্তিপ্রত্যয়া অব্যক্তা ব্যক্তবনস্পতিপ্রত্যয়হেতবঃ। ন চেয়ং বিধা বর্ণানামর্থপ্রত্যায়নে সম্ভবিনী, নো খলু বর্ণাঃ প্রত্যেকমব্যক্তমর্থপ্রত্যয়-মাদধত্যন্তে ব্যক্তমিতি শক্যং বক্তুম্। প্রত্যক্ষজ্ঞান এব নিয়মাদ্ ব্যক্তাব্যক্তত্বস্য, বর্ণাধেয়স্ত্বর্থপ্রত্যয়ো ন প্রত্যক্ষঃ। তদেষ বর্ণেভ্যো জায়মানঃ স্ফুটএব জায়েত, ন বা জায়েত, নত্বস্ফুটঃ। স্ফোটস্য তু ধ্বনিব্যঙ্গস্য প্রত্যক্ষস্য সতঃ স্ফুটাস্ফুটত্বে কল্প্যেতে ইত্যসমানম্। এবং প্রত্যেকবর্ণানুভবজনিতসংস্কারসহিতশ্রোত্রলব্ধজন্মন্যনু সংহারবুদ্ধৌ সংহতা বর্ণাঃ একপদস্ফোটভাবমাপন্নাঃ প্রযত্নবিশেষব্যঙ্গ্যতয়া প্রযত্ন-বিশেষস্য চ নিয়তক্রমাপেক্ষতয়া ক্রমান্যত্বে তদভিব্যঞ্জকপ্রযত্নবিশেষাভাবেন তদভিব্যক্ত্যভাবপ্রসঙ্গাৎ ক্রমানুরোধিনোঽর্থসঙ্কেতেনাবচ্ছিন্নাঃ, সঙ্কেতাবচ্ছেদমেব লৌকিকং সভাগপদবিষয়ং দর্শয়ন্তি। ইয়ন্তো—দ্বিত্রাঃ, ত্রিচতুরাঃ, পঞ্চষাঃ, এতে সর্ব্বাভিধানশক্তিপরিবৃত্তা গকারৌকারবিসর্জ্জনীয়াঃ সাস্নাদিমন্তমর্থমবদ্যোত-য়ন্তি। তৎকিমিদানীং সঙ্কেতানুসারেণ বর্ণানামেব বাচকত্বম্। তথাচ ন পদং নাম কিঞ্চিদেকমিত্যত আহ—"তদেতেষাম্" ইতি। ধ্বনিনিমিত্তঃ ক্রমঃ ধ্বনিক্রমঃ। উপসংহৃতো ধ্বনিক্রমো যেষু তে তথোক্তাঃ। বুদ্ধ্যা নির্ভাস্যন্তে প্রকাশ্যন্তে ইতি বুদ্ধি-নির্ভাসঃ, সঙ্কেতাবচ্ছিন্নাঃ। স্থূলদর্শিলোকাশয়ানুরোধেন গকারৌকারবিসর্জ্জনীয়া ইত্যুক্তম্, গকারাদীনামপি তদ্ভাগতয়া তাদাত্ম্যেন বাচকত্বাৎ। প্রতীত্যনু-সারস্ত্বেকমেব পদং বাচকমিত্যর্থঃ। এতদেব স্পষ্টয়তি—"তদেকম্"ইতি। তদেকং পদং লোকবুদ্ধ্যা প্রতীয়ত ইতি সম্বন্ধঃ। কস্মাদেকমিত্যত আহ—"একবুদ্ধিবিষয়" ইতি। গৌরিত্যেকং পদমিত্যেকাকারায়া বুদ্ধের্বিষয়ো যতস্তস্মাদেকম্। তস্য ব্যঞ্জকমাহ—"একপ্রযত্নাক্ষিপ্তম্" ইতি। রস ইতি পদব্যঞ্জকাৎ প্রযত্নাদ্বিলক্ষণঃ সর ইতি পদব্যঞ্জকঃ প্রযত্নঃ, সচোপক্রমতঃ সর—ইতি পদাভিব্যক্তিলক্ষণফলাব-চ্ছিন্নঃ পূর্ব্বাপরীভূত একস্তদাক্ষিপ্তম্। ভাগানাং সাদৃশ্যোপধানভেদকল্পিতানাং

প্রতিপিপাদয়িষয়া বর্ণৈরেবাভিধীয়মানৈঃ শ্রূয়মাণৈশ্চ শ্রোতৃভিরনাদিবাগ্‌ব্যবহারবাসনানুবিদ্ধয়া লোকবুদ্ধ্যা সিদ্ধবৎসংপ্রতিপত্ত্যা প্রতীয়তে, তস্য সঙ্কেতবুদ্ধিতঃ প্রবিভাগঃ, এতাবতামেবংজাতীয়-

---

পরমার্থসতামভাবাদ্ অভাগম্। অত এব পূর্ব্বাপরীভূতভাগাভাবাদক্রমম্। ননু বর্ণাঃ পূর্ব্বাপরীভূতাঃ, তে চাস্য ভাগা ইতি কথমক্রমমভাগং চেত্যত আহ--"অবর্ণম্" ইতি, ন হ্যস্য বর্ণা ভাগাঃ, কিন্তু সাদৃশ্যোপধানভেদাৎ পদমেব, তেন তদা (তেনা-) কারেণাপরমার্থসতা প্রথতে। ন হি মণিকৃপাণদর্পণাদিবর্ত্তীনি মুখানি মুখস্য পরমার্থসতোঽবয়বা ইতি। বৌদ্ধম্—অনুসংহারবুদ্ধিবিদিতম্। :অন্ত্যবর্ণপ্রত্যয়স্য ব্যাপারঃ—সংস্কারঃ পূর্ব্ববর্ণানুভবজনিতসংস্কারসহিতঃ, তেনোপস্থাপিতং—বিষয়ীকৃতম্। বর্ণানুভবতৎসংস্কারাণাং চ পদবিষয়ত্বমুপপাদিতমধস্তাদ্। স্যাদেতদ্, অভাগমক্রমমবর্ণং চেৎ পদতত্ত্বং কস্মাদেবংবিধং কদাচিন্ন প্রথতে। ন হি লাক্ষারসাবসেকোপধানাপাদিতারুণভাবঃ স্ফটিকমণিস্তদপগমে স্বচ্ছো ধবলো নানুভূয়তে, তস্মাৎ পারমার্থিকা এব বর্ণা ইত্যত আহ—"পরত্র" ইতি। প্রতিপিপাদয়িষয়া বর্ণৈরেবাভিধীয়মানৈঃ—উচ্চার্য্যমাণৈঃ শ্রূয়মাণৈশ্চ শ্রোতৃভিরনাদিঃ যোঽয়ং বাগ ব্যবহারো বিভক্তবর্ণপদনিবন্ধনঃ, তজ্জনিতা বাসনা, সাপ্যনাদিরেব তদনুবিদ্ধয়া তদ্‌বাসিতয়া লোকবুদ্ধ্যা বিভক্তবর্ণরচিতপদাবগাহিন্যা সিদ্ধবৎ—পরমার্থবৎ সম্প্রতিপত্ত্যা—সংবাদেন বৃদ্ধানাং পদং প্রতীয়তে। এতদুক্তং ভবতি অস্তি কশ্চিদুপাধির্য উপধেয়েন সংযুজ্যতে বিযুজ্যতে চ। যথা লাক্ষাদিঃ। তত্র তদ্বিয়োগে স্ফটিকঃ স্বাভাবিকেন স্বচ্ছধবলেন রূপেণ প্রকাশত ইতি যুজ্যতে। পদপ্রত্যয়স্য তু প্রযত্নভেদোপনীত ধ্বনিভেদাদন্যতোঽনুৎপাদাৎ তস্য চ সদা সাদৃশ্যদোষ দূষিততয়া বর্ণাত্মনৈব প্রত্যয়জনকত্বমিতি কুতোনিরুপাধিনঃ পদস্য প্রথা। যথাহুঃ—"ধ্বনয়ঃ সদৃশাত্মানো বিপর্য্যাসস্য হেতবঃ। উপলম্ভকমেতেষাং বিপর্য্যাসস্য কারণম্। উপায়ত্বাচ্চ নিয়তঃ পদদর্শিতদর্শিনাম্। জ্ঞানস্যৈব চ বাধেয়ং লোকে ধ্রুবমুপপ্লব" ইতি। যতঃ পদাত্মা বিভক্ত বর্ণরূষিতঃ প্রকাশতে। অতঃ স্থূলদর্শী লোকো বর্ণানেব পদমভিমন্যমানস্তানেব প্রকারভেদভাজোঽর্থভেদে সঙ্কেতয়তীত্যাহ—"তস্য" ইতি। তস্য পদস্যাজানতঃ একস্যাপি সঙ্কেতবুদ্ধিতঃ স্থূলদর্শিলোককল্পিতায় বর্ণাত্মনা বিভাগঃ। বিভাগমাহ—"এতাবতাম্" ইতি। এতাবতাং ন ন্যূনানামধিকানাঞ্চ বা, এবং জাতীয়কো নৈরন্তর্য্যক্রমবিশেষঃ।

কোঽনুসংহার একস্যার্থস্য বাচক ইতি। সঙ্কেতস্তু পদপদার্থয়োরিতরে-তরাধ্যাসরূপঃ স্মৃত্যাত্মকঃ, যোঽয়ং শব্দঃ সোঽয়মর্থঃ যোঽর্থঃ স শব্দ ইত্যেবমিতরেতরাধ্যাসরূপঃ সঙ্কেতো ভবতি, ইত্যেবমেতে শব্দার্থ-প্রত্যয়া ইতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্কীর্ণাঃ, গৌরিতি শব্দো, গৌরিত্যর্থো গৌরিতি জ্ঞানং য এষাং প্রবিভাগজ্ঞঃ স সর্ববিৎ। সর্ব্বপদেষু চাস্তি বাক্যশক্তিঃ, বৃক্ষ ইত্যুক্তেঽস্তীতি গম্যতে, ন সত্তাং পদার্থো ব্যভি-চরতীতি। তথা নহ্যসাধনা ক্রিয়াস্তীতি, তথা চ পচতীত্যুক্তে

অনুসংহার—একবুদ্ধ্যপগ্রহঃ, একস্যার্থস্য গোত্বাদের্বাচক ইতি। নন্বু যস্যৈকস্যার্থ-স্যায়ং শব্দো বাচক ইতি সঙ্কেতঃ, হন্ত ভোঃ শব্দার্থয়োর্নেতরেতরাধ্যাসস্তর্হীত্যত আহ—"সঙ্কেতস্তু" ইতি। স্মৃতাবাত্মা—স্বরূপং যস্য স তথোক্তঃ। ন হি কৃত ইত্যেব সঙ্কেতোঽর্থমবধারয়ত্যপি তু স্মর্য্যমাণঃ। এতদুক্তং ভবতি—অভিন্নাকার এব সঙ্কেতে কথঞ্চিদ্ ভেদং বিকল্প্য ষষ্ঠী প্রযুক্তেতি। য এষাং প্রবিভাগজ্ঞঃ স তত্র সংযমে ভবতি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞ ইতি। তদেবং বিকল্পিতবর্ণভাগ-মেকমনবয়বং পদং ব্যুৎপাদ্য কল্পিতপদবিভাগং বাক্যমেকমনবয়বং ব্যুৎপাদয়িতু-মাহ—"সর্ব্বপদেষু চাস্তি বাক্যশক্তিঃ" ইতি। অয়মভিসন্ধিঃ—পরপ্রত্যায়নায় শব্দঃ প্রযুজ্যতে। তদেব চ পরং প্রতি প্রতিপাদয়িতব্যং, যত্তৈঃ প্রতিপিৎসিতম্। তদেব চ তৈঃ প্রতিপিৎসিতং, যদুপাদানাদিগোচরঃ। ন পদার্থমাত্রং তদ্-গোচরঃ, কিন্তু বাক্যার্থ, ইতি বাক্যার্থপরা এব সর্ব্বে শব্দাঃ। তেন স এব তেষামর্থঃ। অতো যত্রাপি কেবলস্য পদস্য প্রয়োগস্তত্রাপি পদান্তরেণ সহৈকীকৃত্য ততোঽর্থো গম্যতে, ন তু কেবলাৎ; কস্মাৎ তন্মাত্রস্যাসামর্থ্যাৎ, তথা চ বাক্যমেব তত্র তত্র বাচকং ন তু পদানি। তদ্ভাগতয়া তু তেষামপ্যস্তি বাক্যার্থবাচকশক্তিঃ, পদার্থ ইব পদভাগতয়া বর্ণানাম্, তেন যথা বর্ণ একৈকঃ সর্ব্বপদার্থাভিধানশক্তি-প্রচিত এবং পদমপ্যেকৈকং সর্ব্ববাক্যার্থাভিধানশক্তিপ্রচিতম্। তদিদমুক্তং—"সর্ব্বপদেষু চাস্তি বাক্যশক্তিঃ, বৃক্ষ ইত্যুক্তেঽস্তীতি গম্যতে"—অধ্যাহৃতাস্তি পদসহিতং বৃক্ষ ইতি পদং বাক্যার্থে বর্ত্তত ইতি, তদ্ভাগত্বাদ্ বৃক্ষপদং তত্র বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কস্মাৎ পুনরস্তীতি গম্যত ইত্যত আহ—"ন সত্তাং পদার্থো ব্যভিচরতি" ইতি। লোক এব হি পদানামর্থাবধারণোপায়ঃ, স চ কেবলং পদার্থমস্ত্যর্থেনাভি-সমস্য সর্ব্বত্র বাক্যার্থীকরোতি। সোঽয়মব্যভিচারঃ সত্তয়া পদার্থস্য। অতএব

সর্ব্বকারকাণামাক্ষেপো নিয়মার্থোঽনুবাদঃ কর্ত্তৃকর্ম্মকরণানাং চৈত্রাগ্নি-তণ্ডুলানামিতি, দৃষ্টঞ্চ বাক্যার্থে পদরচনং, শ্রোত্রিয়শ্ছন্দোঽধীতে, জীবতি প্রাণান্ ধারয়তি। তত্র বাক্যে পদার্থাভিব্যক্তিঃ, ততঃ পদং প্রবিভজ্য ব্যাকরণীয়ং ক্রিয়াবাচকং কারকবাচকং বা, অন্যথা ভবতি অশ্বঃ অজাপয়ঃ ইত্যেবমাদিষু নামাখ্যাতসারূপ্যাদ-নির্জ্ঞাতং কথং ক্রিয়ায়াং কারকে বা ব্যক্রিয়েতেতি। তেষাং শব্দার্থ-প্রত্যয়ানাং প্রবিভাগঃ, তদ্ যথা শ্বেততে প্রাসাদঃ ইতি ক্রিয়ার্থঃ,

শব্দবৃত্তিবিদাং ব্যবহারঃ—"যত্রান্যৎ ক্রিয়াপদং নাস্তি তত্রাস্তির্ভবন্তীপরঃ প্রযোক্তব্য" ইতি। ক্রিয়াভেদাব্যভিচারি প্রাতিপাদিকমুক্ত্বা ক্রিয়াভেদং কারকাব্যভিচারিণং দর্শয়তি—"তথা চ পচতীত্যুক্তে" ইতি। পচতীত্যুক্তে হি কারকমাত্রস্য তদন্বয়যোগ্যস্যাবগমাদ্ অন্যব্যাবৃত্তিপরস্তদ্ভেদানামনুবাদঃ। তদেবং ভেদ এব বাক্যার্থ ইতি। তথাঽনপেক্ষমপিপদং বাক্যার্থে বর্ত্তমানং দৃশ্যত ইতি সুতরামস্তি বাক্যশক্তিঃ পদানামিত্যাহ—"দৃষ্টঞ্চ" ইতি। ন চৈতাবতাপি শ্রোত্রিয়াদিপদস্য স্বতন্ত্রস্যৈবংবিধার্থপ্রত্যায়নং, ন যাবদস্যাদিভিরভিসমাসোঽস্য ভবতি। তথা চাস্যাপি বাক্যাবয়বত্বাৎ কল্পিতত্বমেবেতি ভাবঃ। স্যাদেতৎ, পদানামেব চেদ্-বাক্যশক্তিঃ, কৃতং তর্হি বাক্যেন, তেভ্য এব তদর্থাবসায়াদিত্যত আহ—"তত্র বাক্য" ইতি। উক্তমেতৎ ন কেবলং পদাৎ পদার্থঃ প্রতিপিৎসিতঃ প্রতীয়তে, ন যাবদেতৎ পদান্তরেণাভিসমস্যত ইতি। তথা চ বাক্যাৎ পদান্যপোদ্ধৃত্য কল্পিতানি বাক্যার্থাচ্চাপোদ্ধৃত্য তদেকদেশং কারকং বা ক্রিয়াং বা তৎপদং প্রকৃত্যাদি-বিভাগকল্পনয়া ব্যাকরণীয়ং—ব্যাখ্যেয়ম্। কিমর্থং পুনরেতাবতা ক্লেশেনান্বাখ্যায়ত ইত্যত আহ—"অন্যথা" ইতি। ঘটো ভবতি, ভবতি ভিক্ষাং দেহি, ভবতি তিষ্ঠতি, ইতি নামাখ্যাতয়োশ্চ সাম্যাদ্। এবম্, অশ্বস্ত্বম্, অশ্বো যাতীতি। এবমজাপয়ঃ পিব, অজাপয়ঃ শত্রূন্ ইতি নামাখ্যাতসারূপ্যাদনির্জ্ঞাতং নামত্বেনাখ্যাতত্বেন বা, অন্বাখ্যানাভাবে নিষ্কৃষ্যাজ্ঞাতং কথং ক্রিয়ায়াং বা কারকে বা ব্যাক্রিয়েত। তস্মাদ্ বাক্যাৎপদান্যপোদ্ধৃত্য ব্যাখ্যাতব্যানি, ন তু অন্বাখ্যানাদেব পারমার্থিকো বিভাগঃ পদানামিতি। তদেবং শব্দরূপং ব্যুৎপাদ্য শব্দার্থপ্রত্যয়ানাং সঙ্কেতাপাদিতসঙ্করাণামসঙ্করমাখ্যাতুমুপক্রমতে—"তেষাং শব্দার্থ-প্রত্যয়ানাংপ্রবিভাগঃ" ইতি। তদ্-যথা শ্বেততে প্রাসাদ ইতি ক্রিয়ার্থঃ শব্দঃ"—স্ফুটতরো হ্যত্র পূর্ব্বাপরীভূতায়াঃ

শ্বেতঃ প্রাসাদঃ ইতি কারকার্থঃ শব্দঃ, ক্রিয়াকারকাত্মা তদর্থঃ প্রত্যয়শ্চ, কস্মাৎ সোঽয়মিত্যভিসম্বন্ধাদেকাকার এব প্রত্যয়ঃ সঙ্কেতে ইতি, যস্তু শ্বেতোঽর্থঃ স শব্দপ্রত্যয়য়োরালম্বনীভূতঃ, স হি স্বাভিরবস্থাভির্ব্বিক্রিয়মাণো ন শব্দসহগতো ন বুদ্ধিসহগতঃ, এবং শব্দঃ, এবং প্রত্যয়ো নেতরেতর-সহগত ইতি। অন্যথা শব্দোঽন্যথাঽর্থোঽন্যথা প্রত্যয় ইতি বিভাগঃ, এবং তৎপ্রবিভাগসংযমাদ্ যোগিনঃ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানং সম্পদ্যতে ইতি ॥ ১৭ ॥

ক্রিয়ায়াঃ সাধ্যরূপায়াঃ, সিদ্ধরূপঃ ক্রিয়ার্থঃ শ্বেত ইতি ভিন্নঃ শব্দঃ। যত্রাপি শব্দার্থয়োঃ সিদ্ধরূপত্বং, তত্রাপ্যর্থাদস্তি শব্দস্য ভেদ ইত্যাহ—"শ্বেতঃ প্রাসাদ ইতি কারকার্থঃ শব্দঃ" ইতি। অভিহিতত্বাচ্চ কারকবিভক্তেরভাবঃ। অর্থং বিভজতে—"ক্রিয়াকারকাত্মা তদর্থঃ" ইতি। তয়োঃ শব্দয়োরর্থঃ ক্রিয়াত্মা কারকাত্মা চেত্যর্থঃ। প্রত্যয়ং বিভজতে "প্রত্যয়শ্চ" ইতি। চ শব্দেন তদর্থ ইত্যেতৎপদমাত্রমনুকৃষ্যতে। তদত্রান্যপদার্থপ্রধানং সংবধ্যতে। স এব ক্রিয়াকারকাত্মার্থো যস্য স তথোক্তঃ। নন্বভেদেন প্রতীতেঃ শব্দার্থপ্রত্যয়ানাং সঙ্করাৎ কুতঃ প্রবিভাগ ইত্যাশয়বান্ পৃচ্ছতি—"কস্মাদ্" ইতি। উত্তরমাহ—সোঽয়মিত্যভিসংবন্ধাদ্" ইতি। সঙ্কেতোপাধিরেকাকারপ্রত্যয়ো ন তু তাত্ত্বিক ইত্যর্থঃ। সঙ্কেতস্য নিমিত্ততা দর্শিতা, সঙ্কেত ইতি সপ্তম্যা। পরমার্থমাহ—"যস্তু শ্বেতোঽর্থঃ" ইতি, অবস্থা নবপুরাণত্বাদয়ঃ, সহগতঃ—সঙ্কীর্ণঃ। এবং প্রবিভাগসংযমাদ্ যোগিনঃ সর্ব্বেষাম্ভূতানাং পশুমৃগসরীসৃপবয়ঃপ্রভৃতীনাং যানি রুতানি তত্রাপ্যব্যক্তং পদং তদর্থঃ তৎপ্রত্যয়শ্চ ইতি। তদিহ মনুষ্যবচনবাচ্যপ্রত্যয়েষু কৃতঃ সংযমঃ সমানজাতীয়তয়া তেষ্বপি কৃত এবেতি তেষাং রুতং তদর্থভেদং তৎপ্রত্যয়ং চ যোগী জানাতীতি সিদ্ধম্ ॥ ১৭ ॥ সূং "সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতি জ্ঞানম্" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। শব্দ, অর্থ, শব্দশ্রবণ—ত্রিতয়জাত প্রত্যয় (বৃত্তি বা জ্ঞান) পরস্পর বিভিন্ন বা পৃথক্। পরন্তু ব্যবহারকালে লোক উক্ত তিন পদার্থকে পৃথক্ করিয়া ব্যবহার করে না, অবিভক্ত বা একরূপেই ব্যবহার করে। এই শব্দ, এতদ্বোধ্য অর্থ (বস্তু) অমুক, এতদবগাহিত জ্ঞান এইরূপ—এ সকল বিভাগ অনুসন্ধান করে না বলিয়াই লোকের শব্দ-জ্ঞান-ব্যবহার সঙ্কীর্ণ হয়। একপ্রকার বস্তুতে অন্যপ্রকার বুদ্ধি উৎপাদন করিলে তাহাকে অধ্যাস বলে। অধ্যাস

হইলেও তাহার সঙ্কীর্ণতা হয়। এবং সজাতীয়ের সহিত বিজাতীয়ের আরোপ বা সংসর্গ হইলেও তাহাকে সঙ্কর বলে। যোগী যদি প্রত্যেক উচ্চারিত শব্দের তাদৃশ সঙ্কীর্ণতা ভঙ্গ করেন, অর্থাৎ শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়—এই ত্রিবিধ বিভাগ অনুসন্ধানপূর্ব্বক বা জ্ঞানপূর্ব্বক তৎপ্রতি সংযম প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তিনি প্রাণিমাত্রের উচ্চারিত-শব্দের অভিপ্রায় অবগত হইতে পারেন। মনুষ্যোচিত শব্দে মনঃ সংযম অভ্যাস করিয়া, পাশব শব্দে সংযমপ্রয়োগ শিক্ষা করেন। করিয়া, পাশব শব্দের মর্ম্মও জানেন। এই পশু এখন এই অভিপ্রায়ে এতদ্বিধ শব্দ উচ্চারণ করিতেছে, ইহা তাঁহারা তদুচ্চারিতশব্দে মনঃসংযম করিবামাত্র বুঝিতে পারেন।

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যম্। দ্বয়ে খল্বমী সংস্কারাঃ স্মৃতিক্লেশ হেতবো বাসনারূপাঃ, বিপাকহেতবো ধর্ম্মাধর্ম্মরূপাঃ, তে পূর্ব্বভবাভিসংস্কৃতাঃ পরিণামচেষ্টা-নিরোধশক্তিজীবনধর্ম্মবদপরিদৃষ্টাশ্চিত্তধর্ম্মাঃ, তেষু সংযমঃ সংস্কার-সাক্ষাৎক্রিয়ায়ৈ সমর্থঃ, নচ দেশকালনিমিত্তানুভবৈর্ব্বিনা তেষামস্তি সাক্ষাৎকরণম্, তদিত্থং সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানমুৎপদ্যতে যোগিনঃ। পরত্রাপ্যেবমেব সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পরজাতিসংবেদনম্।

টীকা। জ্ঞানজা হি সংস্কারাঃ স্মৃতের্হেতবঃ, অবিদ্যাদি সংস্কারা অবিদ্যাদীনাং ক্লেশানাং হেতবঃ, বিপাকহেতবঃ—বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগরূপঃ, তস্য হেতবো ধর্ম্মাধর্ম্মরূপাঃ। পূর্ব্বেষু ভবেষু অভিসংস্কৃতাঃ—নিষ্পাদিতাঃ স্বকারণৈঃ। যথা সংস্কৃতং ব্যঞ্জনং, কৃতমিতি গম্যতে। পরিণামচেষ্টানিরোধশক্তিজীবনান্যেব ধর্ম্মাশ্চিত্তস্য তদ্বদপরিদৃষ্টাশ্চিত্তধর্ম্মাঃ। তেষু শ্রুতেষনুমিতেষু সপরিকরেষু সংযমঃ সংস্কারাণাং দ্বয়েষাং সাক্ষাৎক্রিয়ায়ৈ সমর্থঃ। অস্তু তত্র সংযমাৎ তৎসাক্ষাৎকারঃ পূর্ব্বজাতি সাক্ষাৎকারস্তু কুত ইত্যত আহ—"ন চ দেশ" ইতি। নিমিত্তম্—পূর্ব্বশরীরম্ ইন্দ্রিয়াদি চ, সানুবন্ধসংস্কারসাক্ষাৎকার এব নান্তরীয়কতয়া জাত্যাদি-সাক্ষাৎকারমাক্ষিপতীত্যর্থঃ। স্বসংস্কারসংযমং পরকীয়েষ্বতিদিশতি—"পরত্রা-

---

(১৮) দ্বিধা খলু চিত্তস্য বাসনারূপাঃ সংস্কারা অনুভবজাঃ কর্ম্মজাশ্চ। তত্র অনুভবজাঃ স্মৃতিফলাঃ কর্ম্মজাস্তু ধর্ম্মাধর্ম্মরূপাঃ সুখদুঃখাদিফলাঃ। তেষু শ্রুতেষ্বনুমিতেষু বা সংযমেন সাক্ষাৎকৃতেষু তদ্ধেতুত্বেন স্বীয়পরকীয়পূর্ব্বজন্মপরম্পরাসাক্ষাৎকারো ভবতি। পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তং স্মরতীত্যর্থঃ।

অত্রেদমাখ্যানং শ্রূয়তে, ভগবতো জৈগীষব্যস্য সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ দশসু মহাসর্গেষু জন্মপরিণামক্রমমনুপশ্যতো বিবেকজং জ্ঞানং প্রাদুরভবৎ, অথ ভগবানাবট্যস্তনুধরস্তমুবাচ, দশসু মহাসর্গেষু ভব্যত্বাদনভিভূতবুদ্ধিসত্ত্বেন ত্বয়া নরকতির্য্যগ্‌গর্ভসম্ভবং দুঃখং সংপশ্যতা দেবমনুষ্যেষু পুনঃপুনরুৎপদ্যমানেন সুখদুঃখয়োঃ কিমধিকমুপলব্ধমিতি, ভগবন্তমাবট্যং জৈগীষব্য উবাচ, দশসু মহাসর্গেষু ভব্যত্বাদনভিভূতবুদ্ধিসত্ত্বেন ময়া নরকতির্য্যগ্‌ভবং দুঃখং সম্পশ্যতা দেবমনুষ্যেষু পুনঃপুনরুৎপদ্যমানেন যৎকিঞ্চিদনুভূতং তৎসর্ব্বং দুঃখমেব প্রত্যবৈমি। ভগবানাবট্য উবাচ, যদিদমায়ুষ্মতঃ প্রধানবশিত্বমনুত্তমং চ সন্তোষসুখং, কিমিদমপি দুঃখপক্ষে নিক্ষিপ্তমিতি। ভগবান্ জৈগীষব্য উবাচ, বিষয়সুখাপেক্ষয়ৈবেদমনুত্তমং সন্তোষসুখমুক্তং, কৈবল্যাপেক্ষয়া দুঃখমেব। বুদ্ধিসত্ত্বস্যায়ং ধর্ম্মস্ত্রিগুণঃ, ত্রিগুণশ্চ প্রত্যয়ো হেয়পক্ষে ন্যস্ত ইতি। দুঃখস্বরূপস্তৃষ্ণাতন্তুস্তৃষ্ণাদুঃখসন্তাপাপগমাত্তু প্রসন্নমবাধং সর্ব্বানুকূলং সুখমিদমুক্তমিতি ॥ ১৮ ॥

প্যেবম্" ইতি। অত্র শ্রদ্ধোৎপাদে হেতুমনুভবত আবট্যস্য জৈগীষব্যেণ সংবাদমুপন্যস্যতি—"অত্রেদমাখ্যানং শ্রূয়তে" ইতি। মহাকল্পো মহাসর্গঃ। তনুধর ইতি নির্ম্মাণকায়সম্পদুক্তা। ভব্যঃ—শোভনো, বিগলিত রজস্তমোমল ইত্যর্থঃ। প্রধানবশিত্বম্—ঐশ্বর্য্যং, তেন হি প্রধানং বিক্ষোভ্য যস্মৈ যাদৃশীং কায়েন্দ্রিয়সম্পদং দিৎসতি তস্মৈ তাদৃশীং দত্তে, স্বকীয়ানি চ কায়েন্দ্রিয়াণি সহস্রাণি নির্ম্মায়ান্তরিক্ষে দিবি ভুবি চ যথেচ্ছং বিহরতীতি। সন্তোষো হি তৃষ্ণাক্ষয়ো বুদ্ধিসত্ত্বস্য প্রশান্ততা ধর্ম্মঃ ॥ ১৮ ॥ "প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। সংযম দ্বারা যখন চিত্তস্থ সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার (ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পাপপুণ্য) সাক্ষাৎকৃত হয়, যোগী তখন পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারেন। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপ—

জীব পূর্ব্বজন্মে ও ইহজন্মে যে কিছু করিয়াছে ও করিতেছে,—যে কোন জ্ঞান উৎপাদন করিয়াছে ও করিতেছে,- যাহা কিছু অনুভব করিয়াছে ও করিতেছে,—সে সমস্তই তাহাদের চিত্তে অতি সূক্ষ্মভাবে, বীজে অঙ্কুরশক্তির ন্যায়, বস্ত্রে রঞ্জনরেখার ন্যায়, অথবা পুষ্প-গন্ধ-সংক্রমণের ন্যায়, থাকিয়া যাইতেছে বা স্থিত

হইতেছে। সেই থাকার নাম "বাসনা" ও সংস্কার"। তন্মধ্যে যে সকল বাসনা জ্ঞানজ অর্থাৎ যাহা কেবল অনুভব দ্বারা সঞ্চিত হইয়াছে, সে সকল সংস্কারের স্মরণ ব্যতীত অন্য বিপাক অর্থাৎ পরিণাম নাই। সেই সকল বাসনা হইতে কেবল স্মৃতি অর্থাৎ স্মরণ-নামক ক্লেশ জন্মে, অন্য কিছু জন্মে না। আর যাহা কর্ম্মজ, অর্থাৎ যে সকল সংস্কার কর্ম্ম বা কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক উৎপাদিত হইয়াছে, সে সকল কর্ম্মবাসনার বিপাক অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ফল—জন্ম, মরণ, আয়ুর্ভোগ, এবং তদনুগত সুখ, দুঃখ ও মোহ প্রভৃতি। শাস্ত্রকারগণ এই শ্রেণীর সূক্ষ্ম চিত্ত-ধর্ম্মকে বা এই শ্রেণীর সংস্কারকে ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য দুরদৃষ্ট ও শুভাদৃষ্ট নাম প্রদান করিয়া থাকেন। ধর্ম্মাধর্ম্ম-নামক চিত্তধর্ম্মগুলি কোনও জীবের প্রত্যক্ষ (মানস-প্রত্যক্ষ) হয় না। সুখদুঃখাদি ধর্ম্ম যেমন প্রত্যেক জীবেরই প্রত্যক্ষ, ধর্ম্মাধর্ম্ম-নামক সংস্কার কোনও কালেও কাহারও সেরূপ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। কেবল ধর্ম্মাধর্ম্ম নহে; পরিণামশক্তি, চেষ্টা শক্তি, নিরোধশক্তি ও জীবনীশক্তি, এগুলিও প্রত্যক্ষের বিষয় নহে।—এজন্য গুরূপদেশ, অনুমান ও শাস্ত্রতত্ত্ব অবলম্বনপূর্ব্বক উক্ত দ্বিবিধ সংস্কারের অস্তিত্ব নির্ণয় করিতে হয়, পশ্চাৎ তদুভয়ের স্বরূপ অবধারণ করিতে হয়। অনন্তর তৎপ্রতি সংযম প্রয়োগ করিতে হয়। সংযম যখন গাঢ় হয়, তখন, সহসা বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত সংস্কার সকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয়। চিত্তগত ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল সাক্ষাৎকৃত হইলেই তৎসঙ্গে পূর্ব্বজন্মের সমস্ত ইতিবৃত্ত প্রতিভাত হয়। ফলিতার্থ এই যে, গুরূপদেশক্রমে চিত্ত-সংস্কারের প্রতি সংযম প্রয়োগ অর্থাৎ তদুদ্দেশে অগ্রে চিত্তধারণ, পরে তাহার ধ্যান, পরে সমাধি (তদেকতানতা প্রয়োগ) করিবে। করিলে সেই সেই সংস্কারের মূলীভূত পূর্ব্বানুভব সকল ও পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল স্মরণ হইবে। পূর্ব্বে আমি ইহা এইরূপে অনুভব করিয়াছিলাম, পূর্ব্বে আমি ইহা এইরূপে অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, ইত্যাদিপ্রকার স্মরণ উপস্থিত হইবে। স্মারক বস্তু উপস্থিত না থাকিলেও উক্তপ্রকার স্মৃতি সংযমের বলে উপস্থিত হইবে। তীব্র ভাবনার প্রভাবেই পূর্ব্বানুভূত কর্ম্মাদির প্রত্যেক সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইতে থাকে। সংস্কার সকল উদ্বুদ্ধ বা বিকাশপ্রাপ্ত হইলেই পূর্ব্বজন্মের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয়। পুরাণে এ সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা আছে। যথা—

মহাযোগী ভগবান্ জৈগীষব্য সংযম দ্বারা আত্মনিষ্ঠ সংস্কার (আপনার ধর্ম্মাধর্ম্ম) সাক্ষাৎকার করিলে তাঁহার দশ কল্পের জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছিল এবং তৎপর

তাঁহার বিবেক ও তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছিল। একদা আবট্য-নামক জনৈক যোগী ভগবান্ জৈগীষব্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! আপনি দশ মহাকল্প পর্য্যন্ত বার বার সুর-নর-তির্য্যক্ যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছেন, অথচ আপনার বুদ্ধি অভিভূত হয় নাই। এক্ষণে আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আপনার অনুভূত সেই সেই জন্মের মধ্যে আপনি কোন্ জন্মে অর্থাৎ কোন্ শরীরে কিরূপ সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছেন, এবং কোন্ শরীরেই বা তদুভয়ের আধিক্য অনুভব করিয়াছিলেন।" জৈগীষব্য বলিলেন, "আয়ুষ্মন্! আমি বার বার দেবতা, মনুষ্য ও পশ্বাদি হইয়া যে কিছু অনুভব করিয়াছি, সে সমস্তই দুঃখ, তাহার একটীতেও সুখ নাই।" আবট্য বলিলেন, "তবে কি প্রকৃতিবশিত্বও (ঈশ্বর-ক্ষমতাতুল্য ক্ষমতা) সুখ নহে? যাহার প্রভাবে লোকের ইচ্ছানুরূপ দিব্য ও অক্ষয় ভোগ সকল উপস্থিত হয়, তাহাও কি আপনার নিকট সুখ বলিয়া গণ্য নহে?" ভগবান্ জৈগীষব্য বলিলেন, "প্রকৃতিবশ্যতা সুখ বটে, তাহা লোকসাধারণের পরিচিত সুখ অর্থাৎ লৌকিক সুখ অপেক্ষা উত্তম বটে, কিন্তু কৈবল্য অপেক্ষা উত্তম নহে। কৈবল্যের সহিত তুলনা করিলে তাহা দুঃখ বলিয়াই বিবেচিত হয়, সুখ বলিয়া জ্ঞান হয় না, জীবের তৃষ্ণাসূত্র ছিন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্তই দুঃখ; কিন্তু তৃষ্ণাচ্ছেদ হইতে যে কৈবল্যলাভ হয়, বস্তুতঃ তাহাই অত্যুত্তম সুখ। তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখ নাই।" এই আখ্যায়িকার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, যোগী যেন পূর্ব্বজন্মবিজ্ঞানসম্বন্ধে হতাশ্বাস না হন। সংযম দ্বারা সংস্কার সাক্ষাৎকার করিতে পারিলেই পূর্ব্বজন্মপরম্পরা স্থূলতঃ জানিতে পারিবে।

প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যম্। প্রত্যয়ে সংযমাৎ প্রত্যয়স্য সাক্ষাৎকরণাৎ ততঃ পরচিত্তজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

টীকা। প্রত্যয়স্য—পরচিত্তমাত্রস্য সাক্ষাৎকরণাদিতি ॥ ১৯ ॥ যথা সংস্কারসাক্ষাৎকারস্তদনুবদ্ধপূর্ব্বজন্ম সাক্ষাৎকারমাক্ষিপত্যেবং পরচিত্তসাক্ষাৎকারোঽপি তদালম্বনসাক্ষাৎকারমাক্ষিপেদিতি প্রাপ্ত আহ—"ন চ তৎ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ" ॥

(১৯) প্রত্যয়শ্চিত্তং পরচিত্তম্। তস্য সংযমেন সাক্ষাৎকরণাৎ তস্য পরচিত্তস্য জ্ঞানং সাক্ষাৎকারো ভবতীতি শেষঃ। কেনচিৎ মুখরাগাদিনা লিঙ্গেন পরচিত্তং গৃহীত্বা তত্র চেৎ সংযমঃ ক্রিয়তে তর্হি তৎসাক্ষাৎকারো ভবতীতি তাৎপর্য্যম্।

তাৎপর্য্যার্থ। পর-মুখের ভাবভঙ্গী, কি অন্য কোনরূপ চিহ্ন দেখিয়া তাহার চিত্ত অনুমান দ্বারা সামান্যাকারে গ্রহণ করিবে। অনন্তর তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিবে। করিলে, তাহার চিত্ত কিরূপ? তাহা স্থূলতঃ জানা যাইবে।

ন চ তৎ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যম্। রক্তং প্রত্যয়ং জানাতি, অমুষ্মিন্নালম্বনে রক্তমিতি ন জানাতি, পরপ্রত্যয়স্য যদালম্বনং তদ্‌যোগিচিত্তেন নালম্বনীকৃতং পর-প্রত্যয়মাত্রন্তু যোগিচিত্তস্য আলম্বনীভূতমিতি ॥ ২০ ॥

টীকা। সানুবন্ধসংস্কারবিষয়োঽসৌ সংযমঃ, অয়ন্তু পরচিত্তমাত্রবিষয় ইত্যভি-প্রায়ঃ ॥ ২০ ॥ সূং—"কায়—অন্তর্দ্ধানম্" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। সংস্কার-সাক্ষাৎকার হইলে পরচিত্ত জ্ঞান হয় বটে, পরন্তু তাহার আলম্বনগুলির অর্থাৎ সে তখন যাহা ভাবিতেছে সেগুলির জ্ঞান হয় না। কেন-না সে সকল চিন্তিত বিষয় তাঁহার তাৎকালিক সংযমের অবিষয়। তিনি তখন সংস্কারের প্রতিই সংযম করিয়াছিলেন, অন্য কিছুতে করেন নাই, সুতরাং সে যাহা ভাবিতেছে, যোগী তাহা জানিতে পারেন না। সে সকল জানিবার জন্য পৃথক প্রণিধানের বা সংযমের আবশ্যক।

বস্তুতঃ মুখবিকাশাদি দেখিয়া তাহার চিত্ত কিছু ভাবিতেছে কি না এতাবন্মাত্র জানা যায়, পরন্তু কি ভাবিতেছে, তাহা জানা যায় না। কেননা, তাহার ভাব্যবস্তু (যাহা ভাবিতেছে তাহা) তখন ধ্যানের বিষয় হয় না। ধ্যানের গোচর বা বিষয় হয় না বলিয়াই তাহা প্রত্যক্ষগোচরে আইসে না। সুতরাং অগ্রে চিত্তমাত্র গ্রহণ করিবে অর্থাৎ অনুমান দ্বারা চিত্তের সাধারণ অবস্থা বুঝিয়া লইবে, পশ্চাৎ তাহাতে সংযম বা প্রণিধান প্রয়োগ করিবে। যখন দেখিবে, তাহার চিত্ত প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হইতেছে, তখন তাহার অবলম্বন জানিবার জন্য, অর্থাৎ সে কি ভাবিতেছে তাহা জানিবার জন্য, "কি ভাবিতেছ?"—এতদ্বিধ প্রশ্ন উত্থাপনপূর্ব্বক সংযম প্রয়োগ করিবে। করিলে, তাহার চিত্তের আলম্বনগুলিও প্রত্যক্ষপথে আসিবে। সে যাহা ভাবিতেছে,—তাহা ঠিক জানিতে পারিবে।

(২০) চলদর্থঃ। ন তু পরচিত্তং সালম্বনম্ আলম্বনেন সহিতং সাক্ষাৎ ক্রিয়তে। কস্মাৎ? তস্য আলম্বনস্য তদা যোগিচিত্তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ অজ্ঞাতত্বাদিত্যর্থঃ। অতঃ সংযমেন

কায়রূপসংযমাৎ তদ্গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে চক্ষুঃ-
প্রকাশাসংপ্রয়োগেঽন্তর্দ্ধানম্ ॥২১॥

ভাষ্যম্। কায়রূপে সংযমাৎ রূপস্য যা গ্রাহ্যা শক্তিস্তাং প্রতিবধ্নাতি, গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে সতি চক্ষুঃপ্রকাশাসম্প্রয়োগেঽন্তর্দ্ধানমুৎপদ্যতে যোগিনঃ। এতেন শব্দাদ্যন্তর্ধানমুক্তং বেদিতব্যম্॥ ২১ ॥

টীকা। পঞ্চাত্মকঃ কায়ঃ। স চ রূপবত্তয়া চাক্ষুষো ভবতি। রূপেণ হি কায়শ্চ তদ্রূপং চ চক্ষুর্গ্রহণকর্ম্মশক্তিমনুভবতি। তত্র যদা রূপে সংযমবিশেষো যোগিনা ক্রিয়তে তদা রূপস্য গ্রাহ্যশক্তিঃ রূপবৎকায়প্রত্যক্ষতাহেতুঃ স্তভ্যতে তস্মাদ্ গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে সত্যন্তর্দ্ধানং যোগিনঃ, ততঃ পরকীয়চক্ষুর্জনিতেন প্রকাশেন জ্ঞানেনাসম্প্রযোগঃ, চক্ষুর্জ্ঞানাবিষয়ত্বং যোগিনঃ কায়স্যেতি যাবৎ। তস্মিন্ কর্ত্তব্যেঽন্তর্দ্ধানং কারণমিত্যর্থঃ "এতেন" ইতি। কায়ে শব্দ-স্পর্শ-রস-গন্ধ সংযমাৎ তদ্গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে শ্রোত্রত্বগ্-রসনাঘ্রাণপ্রকাশাসম্প্রয়োগে তদন্তর্দ্ধানম্ ইতি সূত্রমূহনীয়ম্॥ ২১ ॥ সূং "সোঽপক্রমং—বা"।

তাৎপর্য্যার্থ। কায়াগতরূপে সংযম প্রয়োগ করিলে তাহার গ্রাহ্য-শক্তি স্তম্ভিত ও চাক্ষুষ-আলোকের সহিত তাহার অসংযোগ হয়; সুতরাং উক্ত দ্বিবিধ কারণে যোগীর অন্তর্ধান-সিদ্ধি জন্মে।

এই ভৌতিক কায়া, ইহাতে রূপ (রঙ্) আছে বলিয়াই ইহা চক্ষুর্গ্রাহ্য। যাহাতে রূপ নাই এবং যাহার চক্ষুতে রূপগ্রহণ-সামর্থ্য বা সাত্ত্বিক আলোক

পরস্য চিত্তমাত্রং সাক্ষাৎকৃত্য অস্যেদানীং কিমালম্বনমিতি স্বচিত্তং যদা প্রণিধীয়তে যোগী তদৈব তস্য তাৎকালিকমালম্বনং গৃহ্লাতি জ্ঞাতুং শক্নোতীতি যাবৎ।

(২১) পঞ্চাত্মকঃ কায়ঃ। স চ রূপবত্তয়া চাক্ষুষো ভবতি। তত্র যদা রূপে সংযমবিশেষঃ ক্রিয়তে নাস্ত্যস্মিন্ কায়ে রূপমিতি তদা তদ্গ্রাহ্যশক্তিঃ রূপবৎকায়প্রত্যক্ষতাহেতুঃ স্তভ্যতে। পরকীয়চক্ষুঃপ্রকাশেনাসংযোগো জায়ত ইত্যর্থঃ। সতি চ তস্মিন্নন্তর্ধানং পরকীয়চক্ষুর্জ্ঞানাবিষয়ত্বং যোগিকায়স্য ভবতীতি শেষঃ।

এতেন রূপান্তর্ধানকথনেন তৎপ্রকারেণৈবেত্যর্থঃ। শব্দাদীনাং শ্রোত্রাদিগ্রাহ্যগুণানামন্তর্ধানং পরাঽগ্রাহ্যতা সিধ্যতীত্যুক্তং ভবতি।

নাই, সে দেখিতে পায় না। চক্ষুঃস্থ সাত্ত্বিক আলোক বা চাক্ষুষ-জ্যোতি যদি রূপের সহিত সংযুক্ত হয়, তবেই দেখা যায়, নচেৎ দেখা যায় না। সেই জন্যই চক্ষু ঢাকিলে দেখা যায় না, বস্তু ঢাকিলেও দেখা যায় না। এখন বিবেচনা কর, চক্ষুকে কিংবা বস্তুর রূপকে কোন পার্থিব বস্তুর দ্বারা আচ্ছন্ন না করিয় কৌশলে যদি দ্রষ্টার চাক্ষুষ-আলোককে স্তম্ভিত করিয়া দেওয়া যায়, দেহের সহিত বা রূপের সহিত তাহার অসংযোগ বা সংযোগ হইবার প্রতিবন্ধক উপস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে, অবশ্যই সে দ্রষ্টার সে-চক্ষু আর সে বস্তু বা সে দেহ দেখিতে পাইবে না। যদি দেখে ত ভ্রম দেখিবে। ধাঁধাঁ লাগা বিপরীত দেখা, কিছুই না দেখা, উক্তপ্রকার কারণেই ঘটিয়া থাকে। যোগীরাও উক্তবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়া জনসমক্ষে অন্তর্হিত হইয়া থাকেন। প্রথমতঃ তাঁহারা স্বকীয় কায়া-গত রূপের প্রতি, চক্ষুর্গ্রাহ্য গুণের প্রতি, নিষেধমুখ সংযম প্রয়োগ করেন; অর্থাৎ আমার শরীরে রূপ নাই এতৎপ্রকার ধ্যানপ্রবাহ উত্থাপিত করেন। তাঁহাদের সেই অনির্ব্বচনীয়-শক্তিসম্পন্ন ভাবনার তেজে দর্শকের চক্ষুঃ হতশক্তি হয় অর্থাৎ রূপগ্রহণশক্তি স্তম্ভিত হয়। ধাঁধাঁ লাগার ন্যায় কি একপ্রকার অনির্ব্বাচ্য দশা প্রাপ্ত হয়। দর্শকগণের চাক্ষুষ আলোক তখন যোগি-কায়ার রূপে গিয়া সংযুক্ত হইতে পারে না; সুতরাং তিনি তখন অদৃশ্য হন। অন্তর্হিত হইয়াছেন বলিয়া প্রখ্যাত হন। পূর্ব্বকালের যোগীরা দর্শকের চাক্ষুষ জ্যোতি স্তম্ভিত করিয়া অদৃশ্য হইতেন, বিবিধ অদ্ভুত দৃশ্যও দেখাইতেন। ইঁহারাই ইন্দ্রজাল প্রভৃতির আদি গুরু। এই কার্য্য শিখিতে হইলে অগ্রে রূপবাহী শিরা প্রশিরা জানিতে হয়; না জানিলে অন্তর্ধান শিক্ষা হয় না। অন্তর্ধান শিক্ষার উপযুক্ত শিরাতত্ত্ব যাজ্ঞবল্কীয় যোগশাস্ত্রে আছে—তাহা অতিদুর্ব্বোধ্য।

অতএব উল্লিখিত রূপান্তর্ধান নির্ণয়ের দ্বারা শব্দাদি-অন্তর্ধানও বলা হইল, ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ রূপসংযম দ্বারা যেমন রূপান্তর্ধানসিদ্ধি হয়, তেমনি, শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধবিষয়ে সংযমপ্রয়োগ করিলেও যথাক্রমে শব্দান্তর্ধান, স্পর্শান্তর্ধান রসান্তর্ধান ও গন্ধান্তর্ধান-সিদ্ধি জন্মে। তাৎপর্য্য এই যে, সিদ্ধপুরুষেরা কথা কহিলেও তাহা শুনা যায় না, তাঁহাদিগকে স্পর্শ করাও যায় না; তাঁহাদের শরীর লেহন করা যায় না এবং তাঁহাদের গাত্রগন্ধও পাওয়া যায় না।

সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম্ম তৎ-
সংযমাদপরান্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যো বা ॥ ২২ ॥

ভাষ্যম্। অয়ুর্ব্বিপাকং কর্ম্ম দ্বিবিধং সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ, তত্র যথা আর্দ্রবস্ত্রং বিতানিতং লঘীয়সা কালেন শুষ্যেৎ তথা সোপক্রমম্। যথা চ তদেব সম্পিণ্ডিতং চিরেণ সংশুষ্যেৎ এবং নিরুপক্রমম্। যথা চাগ্নিঃ শুষ্কে কক্ষে মুক্তো বাতেন সমন্ততো যুক্তঃ ক্ষেপীয়সা কালেন দহেৎ তথা সোপক্রমং, যথা বা স এবাগ্নিস্তৃণরাশৌ ক্রমশোঽবয়বেষু ন্যস্তশ্চিরেণ দহেত্তথা নিরুপক্রমম্। তদৈকভবিকমায়ুষ্করং কর্ম্ম দ্বিবিধং সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ, তৎসংযমাৎ অপরান্তস্য প্রায়ণস্য জ্ঞানম্। অরিষ্টেভ্যো বেতি—ত্রিবিধমরিষ্টং আধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধি-দৈবিকঞ্চেতি, তত্রাধ্যাত্মিকং ঘোষং স্বদেহে পিহিতকর্ণো ন শৃণোতি, জ্যোতির্ব্বা নেত্রেঽবষ্টব্ধে ন পশ্যতি, তথাধিভৌতিকং যমপুরুষান্ পশ্যতি, পিতৄনতীতানকস্মাৎ পশ্যতি, আধিদৈবিকং স্বর্গমকস্মাৎ সিদ্ধান্ বা পশ্যতি, বিপরীতং বা সর্ব্বমিতি অনেন বা জানাত্যপরান্ত-মুপস্থিতমিতি ॥২২॥

টীকা। আয়ুর্বিপাকং চ কর্ম্ম দ্বিবিধং—সোপক্রমং, নিরুপক্রমং চ। যৎ খল্বৈকভবিকং কর্ম্ম জাত্যায়ুর্ভোগহেতুস্তদায়ুর্বিপাকম্। তচ্চ কিঞ্চিৎকালান-পেক্ষমেব ভোগদানায় প্রস্থিতং দত্তবহুভোগমল্পাবশিষ্টফলং প্রবৃত্তব্যাপারং কেবলং তৎফলস্য সহসা ভোক্তুমেকেন শরীরেণাশক্যত্বাদ্বিলম্বতে। তদিদং সোপক্রমম্। উপক্রমঃ—ব্যাপারস্তৎসহিতমিত্যর্থঃ। তদেব তু দত্তস্তোকফলং তৎকালমপেক্ষ্য ফলদানায় ব্যাপ্রিয়মাণং কাদাচিৎকমন্দব্যাপারং নিরুপক্রমম্। এতদেব নিদর্শনা-ভ্যাং বিশদয়তি—তত্র যথা" ইতি। অত্রৈবাতিবৈশদ্যায় নিদর্শনান্তরং দর্শয়তি—"যথা বাগ্নি" ইতি। পরান্তম্—মহাপ্রলয়মপেক্ষ্যাপরান্তো মরণং, তস্মিন্ কর্ম্মণি ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ সংযমাদপরান্তজ্ঞানম্। ততশ্চ যোগী সোপক্রমমাত্মনঃ কর্ম্ম বিজ্ঞায় বহূন্ কায়ান্ নির্ম্মায় সহসা ফলং ভুক্ত্বা স্বেচ্ছয়া ম্রিয়তে। প্রাসঙ্গিকমাহ—"অরিষ্টেভ্যো বা" ইতি। অরিবৎ ত্রাসয়ন্তীত্যরিষ্টানি ত্রিবিধান্নি মরণচিহ্নানি।

(২২) পূর্ব্বজন্মকৃতমিদানীং স্থিতং কর্ম্ম দ্বিবিধম্। সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ। উপক্রমঃ

বিপরীতং বা সর্ব্বং—মাহেন্দ্রজালাদিব্যতিবেকেণ গ্রামনগবাদি স্বর্গমভিমন্যতে মনুষ্যলোকমেব দেবলোকমিতি ॥ ২২ ॥ সূং—"মৈত্র্যাদিষু বলানি" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। কর্ম্ম দুইপ্রকার। সোপক্রম (যাহাব ফল-প্রাবম্ভ হইয়াছে) ও নিরুপক্রম (যাহা তুষ্ণীম্ভাবে আছে)। এই দ্বিবিধ কর্ম্মেব প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে অপরান্তজ্ঞান অর্থাৎ মৃত্যু-বিষযক জ্ঞান জন্মে। অবিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যুব পূর্ব্বলক্ষণ সকল জানা যায় এবং তাহা হইতে মবণ-দিনও জানা যায।

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম—যাহা ধর্ম্মাধর্ম্মনামে অভিহিত হয়, ইহ শবীবে তাহা দ্বিভাবে অবস্থিত আছে। এক সোপক্রম, অপব নিরুপক্রম। যাহা ফল দিতেছে বা যাহাব বিপাক আবম্ভ হইযাছে অর্থাৎ যৎপ্রভাবে এই ভৌতিক দেহ হইয়াছে ও দেহানুরূপ সুখদুঃখাদি হইতেছে, তাহাব নাম সোপক্রম। আব যাহা এখন নির্ব্ব্যাপার আছে, ফলপ্রদানার্থ উন্মুখ হয নাই, যাহা কোন এক ভবিষ্যৎকালে গিয়া ফল প্রদান কবিবে, সে সকল কর্ম্মেব নাম নিরুপক্রম। যোগী যখন ঈদৃশ দ্বিবিধ কর্ম্মের প্রতি মনঃপ্রণিধান কবেন, সংযম প্রয়োগ কবেন, কোন্ কর্ম্ম ফলবান্ হইয়াছে—কোন্ কর্ম্মই বা অচিবাৎ ফল উৎপাদন কবিবে—কোন্ কর্ম্ম দীর্ঘকাল পবে ফলোন্মুখ হইবে—অন্যান্য মনোবৃত্তি নিবোধপূর্ব্বক কেবল এতাবন্মাত্রধ্যান কবেন,—চিন্তা কবেন,—ধ্যান দৃঢ় হইলে তদ্বলে তাঁহাব অপবান্তজ্ঞান জন্মে। অপরান্ত অর্থাৎ আয়ুর্বিপাকেব অবসান। ইহারই অন্য নাম মবণ। কর্ম্ম-সংযমী যোগী তখন আপনাব দেহপাতেব কাল ও স্থানাদি নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিতে পারেন। ঠিক্ অমুক সময়ে, অমুক স্থানে ও অমুক প্রকাবে আমাব মবণ হইবে, ইহা নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পাবেন। কোন কোন যোগী সাক্ষাৎসম্বন্ধে উক্তপ্রকার জ্ঞান লাভ করিতে পাবে না বটে, পবন্তু অবিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যুব পূর্ব্ব-চিহ্ন সকল দেখিতে পান। সুতবাং অরিষ্টচিহ্ন অর্থাৎ মৃত্যুব পূর্ব্বলক্ষণ সকল জ্ঞাত হইয়া তদ্দ্বাবা আপনাব মরণকাল অবধাবণ করিতে পারেন। মৃত্যুব পূর্ব্বে কি কি চিহ্ন আবির্ভূত হয়? তাহা পরিশিষ্টে বলা হইবে।

প্রারব্ধস্তৎসহিতং সোপক্রমম্। ফলদানব্যাপারযুক্তং শীঘ্রবিপাকবৎ সোপক্রমমিত্যর্থঃ। নিরুপক্রমং তদ্বিপরীতম্। কালান্তরে ফলপ্রদমিদানীং নির্ব্ব্যাপারতয়া স্থিতং চিরবিপাকমিতি যাবৎ। এতস্মিন্ দ্বিবিধে কর্ম্মণি যঃ সংযমং করোতি তস্য যোগিনোঽপরান্তঃ পরস্য প্রজাপতেরন্তোঽবসানং মহাপ্রলয়স্তদন্তেবাসন্তো মরণং তস্মিন্ জ্ঞানং তদ্বিষয়কং জ্ঞানমুৎপদ্যতে। অমুষ্মিন্ দেশে কালে চ মম মরণং ভবিষ্যতীত্যেবং সাক্ষাৎকারো ভবতীত্যর্থঃ। অরিষ্টানি মরণজ্ঞাপকানি চিহ্নানি। তেভ্যো বা মরণজ্ঞানং ভবতীতি বা শব্দঃ পক্ষান্তরং দ্যোতয়তি।

মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যম্। মৈত্রী করুণা মুদিতেতি তিস্রো ভাবনাঃ, তত্র ভূতেষু সুখিতেষু মৈত্রীং ভাবয়িত্বা মৈত্রীবলং লভতে, দুঃখিতেষু করুণাং ভাবয়িত্বা করুণাবলং লভতে, পুণ্যশীলেষু মুদিতাং ভাবয়িত্বা মুদিতা—বলং লভতে, ভাবনাতঃ সমাধির্যঃ স সংযমঃ ততো বলান্যবন্ধ্য-বীর্য্যাণি জায়ন্তে, পাপশীলেষু উপেক্ষা নতু ভাবনা, ততশ্চ তস্যাং নাস্তি সমাধিরিতি,অতো ন বলমুপেক্ষাতস্তত্র সংযমাভাবাদিতি ॥২৩॥

টীকা। মৈত্র্যাদিষু সংযমাৎ মৈত্র্যাদিবলান্যস্য ভবন্তি। তত্র মৈত্রীভাবনাতো বলং যেন জীবলোকং সুখাকরোতি। ততঃ সর্ব্বহিতো ভবতি। এবং করুণাবলাৎ প্রাণিনো দুঃখাদ্ দুঃখহেতোর্বা সমুদ্ধরতি। এবং মুদিতাবলাজ্জীবলোকস্য মাধ্যস্থ্য-মাধত্তে। বক্ষ্যমাণৌপয়িকং ভাবনাকারণত্বং সমাধেরাহ "ভাবনাতঃ সমাধির্যঃ স সংযমঃ" ইতি। যদ্যপি ধারণাধ্যানসমাধিত্রয়মেব সংযমো ন সমাধিমাত্রং তথাপি সমাধ্যনন্তরং, কার্য্যোৎপাদাৎ সমাধেঃ প্রাধান্যাৎ তত্র সংযম উপচরিতঃ। ক্বচিদ্ভাবনা সমাধিরিতি পাঠঃ। তত্র ভাবনাসমাধী সমূহস্য সংযমস্যাবয়বৌ হেতু-ভবতঃ। বীর্য্যং—প্রযত্নঃ, তেন মৈত্র্যাদিবলবতঃ পুংসঃ সুখিত্বাদিষু পরেষাং কর্ত্তব্যেষু প্রযত্নোঽবন্ধ্যো ভবতীতি। উপেক্ষা—ঔদাসীন্যম্। ন তত্র ভাবনা, নাপি সুখিতাদিবদ্ ভাব্যং কিঞ্চিদস্তীতি ॥২৩॥ সূং—"বলেষু হস্তিবলাদীনি" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বোক্ত মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা-নামক ভাববিশেষের প্রতি সংযমী হইলে, সেই সেই ভাবের উৎকর্ষ জন্মে। যোগী তখন সেই সেই ভাবে বলীয়ান্ হন; অর্থাৎ মৈত্রীবল, করুণাবল ও মুদিতাবল প্রাপ্ত হন। ভাববলে বলীয়ান হইতে পারিলেই প্রাণিমাত্রের সুখদাতা ও সুহৃৎ হওয়া যায় এবং ইচ্ছামাত্রেই দুঃখিত জীবের দুঃখোদ্ধার করা যায়।

(২৩) মৈত্রীকরুণামুদিতাখ্যাস্তিস্রো ভাবনা উক্তাঃ। তাসু সংযমং বিধায় বলানি তদ্বদ্-বিষয়বীর্য্যাণি লভন্তে যোগিনঃ। যোগী তৈরেব প্রাণিমাত্রস্য সুখদঃ সুহৃৎ দুঃখাচ্চোদ্ধর্ত্তা ভবত্যপক্ষপাতী চ স্যাদিতি ফলিতার্থঃ।

প্রজা” ইতি সংগ্রহ শ্লোকঃ। তত্রাবীচেরুপর্য্যুপরিনিবিষ্টাঃ ষণ্মহান-রকভূময়ো ঘনসলিলানলানিলাকাশতমঃপ্রতিষ্ঠাঃ মহাকালাম্বরীষ-রৌরবমহারৌরবকালসূত্রান্ধতামিস্রাঃ, যত্র স্বকর্ম্মোপার্জ্জিতদুঃখ-বেদনাঃ প্রাণিনঃ কষ্টমায়ুর্দীর্ঘমাক্ষিপ্য জায়ন্তে, ততো মহাতল-রসাতলাতলসুতল-বিতল-তলাতল-পাতালাখ্যানি সপ্ত পাতালানি, ভূমিরিয়মষ্টমী সপ্তদ্বীপা বসুমতী, যস্যাঃ সুমেরুর্মধ্যে পর্ব্বতরাজঃ কাঞ্চনঃ, তস্য রাজতবৈদূর্য্যস্ফটিকহেম-মণিময়ানি শৃঙ্গাণি, তত্র বৈদূর্য্য-প্রভানুরাগান্নীলোৎপলপত্রশ্যামো নভসো দক্ষিণো ভাগঃ, শ্বেতঃ পূর্ব্বঃ, স্বচ্ছঃ পশ্চিমঃ কুরুণ্ডকাভ উত্তরঃ। দক্ষিণপার্শ্বে চাস্য জম্বূঃ যতোঽয়ং জম্বূদ্বীপঃ, তস্য সূর্য্যপ্রচারাদ্ রাত্রিন্দিবং লগ্নমিব বিবর্ত্ততে, তস্য নীলশ্বেতশৃঙ্গবন্ত উদীচীনাস্ত্রয়ঃ পর্ব্বতা দ্বিসহস্রায়ামাঃ,তদন্তরেষু ত্রীণি বর্ষাণি নবনবযোজনসাহস্রাণি—রমণকং হিরন্ময়মুত্তরাঃ কুরব ইতি। নিষধহেমকূটহিমশৈলা দক্ষিণতো দ্বিসহস্রায়ামাঃ, তদনন্তরেষু ত্রীণি বর্ষাণি নবনবযোজনসাহস্রাণি হরিবর্ষং কিম্পুরুষং ভারতমিতি। সুমেরোঃ প্রাচীনা ভদ্রাশ্বা মাল্যবৎসীমানঃ, প্রতীচীনাঃ কেতুমালা গন্ধমাদনসীমানঃ, মধ্যে বর্ষমিলাবৃতং, তদেতদ্ যোজনশতসহস্রং সুমেরোর্দিশি দিশি তদর্দ্ধেন ব্যূঢ়ং, স খল্বয়ং শতসহস্রায়ামো জম্বূদ্বীপস্ততো দ্বিগুণেন লবণোদধিনা বলয়াকৃতিনা বেষ্টিতঃ। ততশ্চ দ্বিগুণা দ্বিগুণাঃ শাককুশ-ক্রৌঞ্চ-শাল্মল-মগধ-পুষ্করদ্বীপাঃ,সপ্তসমুদ্রাশ্চ

বোদ্ধব্যাঃ। এতানেব নামান্তরেণোপসংহরতি—“মহাকাল” ইতি। তস্য সূর্য্যপ্রচারাদ্ রাত্রিংদিবং লগ্নমিব বিবর্ত্ততে—যমেবাস্য ভাগং সূর্য্যস্ত্যজতি তত্র রাত্রিঃ, যমেবভাগমলঙ্করোতি তত্র দিনমিত্যর্থঃ। সকলজম্বূদ্বীপপরিমাণমাহ—“তদেতদ্ যোজনশতসহস্রম্” ইতি। কিন্তূতং যোজনানাং শতসহস্রমিত্যাহ—“সুমেরোর্দিশি দিশি তদর্দ্ধেন ব্যূঢ়ম্” ইতি। তদর্দ্ধেন—পঞ্চাশতা যোজনসহস্রেণ, ব্যূঢ়ং—সংক্ষিপ্তম্, যতোঽস্য মধ্যস্থঃ সুমেরুঃ। সপ্তসমুদ্রাশ্চ সর্ষপরাশিকল্পা দ্বিগুণা দ্বিগুণাঃ ইতি সংবন্ধঃ। যথা সর্ষপরাশির্ন্ব্রীহিরাশিরিবোচ্ছ্রিতো নাপি ভূমিসমস্তথা সমুদ্রা অমী ইত্যর্থঃ। বিচিত্রৈঃ শৈলৈরবতংসৈরিব সহ বর্ত্তন্ত ইতি সবিচিত্র-

সর্ষপরাশিকল্পাঃ সবিচিত্রশৈলাবতংসা ইক্ষুরস-সুরা-সর্পি-র্দধিমণ্ড-ক্ষীরস্বাদূদকাঃ। সপ্তসমুদ্রবেষ্টিতা বলয়াকৃতায়ো লোকালোকপর্ব্বত-পরিবারাঃ পঞ্চাশদ্‌যোজনকোটিপরিসংখ্যাতাঃ। তদেতৎ সর্ব্বং সুপ্রতিষ্ঠিতসংস্থানমণ্ডমধ্যে ব্যূঢ়ং, অণ্ডঞ্চ প্রধানস্যাণুরবয়বো যথা-কাশে খদ্যোতঃ, তত্র পাতালে জলধৌ পর্ব্বতেষেতেষু দেবনিকায়া অসুর-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-কিম্পুরুষ-যক্ষ-রাক্ষস-ভূত-প্রেত--পিশাচাপস্মার-কাপ্সরো-ব্রহ্মরাক্ষস-কুষ্মাণ্ড-বিনায়কাঃ প্রতিবসন্তি, সর্ব্বেষু দ্বীপেষু পুণ্যাত্মানো দেবমনুষ্যাঃ। সুমেরুস্ত্রিদশানামুদ্যানভূমিঃ, তত্র মিশ্রবনং নন্দনং চৈত্ররথং সুমানসমিত্যুদ্যানানি, সুধর্ম্মা দেবসভা, সুদর্শনং পুরং, বৈজয়ন্তঃ প্রাসাদঃ। গ্রহনক্ষত্রতারকাস্তু ধ্রুবে নিবদ্ধা বায়ু-বিক্ষেপনিয়মেনোপলক্ষিতপ্রচারাঃ সুমেরোরুপর্য্যুপরি সন্নিবিষ্টা বিপরিবর্ত্তন্তে। মাহেন্দ্রনিবাসিনঃ ষড়্‌দেবনিকায়াঃ, ত্রিদশা অগ্নিষ্বাত্তা যাম্যাঃ তুষিতা অপরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তিনঃ পরিনির্ম্মিত-বশবর্ত্তিনশ্চেতি, সর্ব্বে সঙ্কল্পসিদ্ধা অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যোপপন্নাঃ কল্পায়ুষো বৃন্দারকা কামভোগিন ঔপপাদিকদেহা উত্তমানুকূলাভিরপ্সরোভিঃ কৃতপরিবারাঃ। মহতি লোকে প্রাজাপত্যে পঞ্চবিধো দেবনিকায়ঃ

শৈলাবতংসা দ্বীপাঃ। তদেতৎ সর্ব্বং সদ্বীপবিপিননগনগরনীরধিমালাবলয়ং লোকা-লোকপরিবৃতং বিশ্বম্ভরামণ্ডলং ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ব্যূঢ়ং সংক্ষিপ্তং সুপ্রতিষ্ঠিতং সংস্থানং—সন্নিবেশো যস্য তৎতথোক্তম্। যে যত্র প্রতি বসন্তি তত্র তান্ দর্শয়তি—"তত্র পাতাল" ইতি। সুমেরোঃ সন্নিবেশমাহ—"সুমেরু" ইতি। তদেবং ভূর্লোকং সপ্র-কারমুক্ত্বা সপ্রকারমেবান্তরিক্ষলোকমাহ—"গ্রহ" ইতি। বিক্ষেপো—ব্যাপারঃ। স্বর্লোকমাদর্শয়তি—"মাহেন্দ্রনিবাসিনঃ" ইতি। দেবনিকায়াঃ—দেবজাতয়ঃ। ষণ্ণামপি দেবনিকায়ানাং রূপোৎকর্ষমাহ—"সর্ব্বে সংকল্পসিদ্ধাঃ" ইতি। সংকল্প-মাত্রাদেবৈষাং বিষয়া উপনমন্তি। বৃন্দারকাঃ—পূজ্যাঃ,কামভোগিনো--মৈথুনপ্রিয়া, ঔপপাদিকদেহাঃ—পিত্রোঃ সংযোগমন্তরেণাকস্মাদেব দিব্যশরীরমেষাং ধর্ম্মবিশে-ষাত্তিসংস্কৃতেভ্যোঽণুভ্যো (ভূতেভ্যো) ভবতীতি। মহর্লোকমাহ—"মহতি" ইতি। মহাভূতবশিনঃ--যদ্ যদেতেভ্যো রোচতে তৎতদেব মহাভূতানি প্রযচ্ছন্তি। তদিচ্ছা

কুমুদাঃ ঋভবঃ প্রতর্দনা অঞ্জনাভা প্রচিতাভাঃ ইতি, এতে মহাভূত-বশিনো ধ্যানাহারাঃ কল্পসহস্রায়ুষঃ। প্রথমে ব্রহ্মণো জনলোকে চতুর্বিধো দেবনিকায়ো ব্রহ্মপুরোহিতা ব্রহ্মকায়িকা ব্রহ্মমহাকায়িকা অমরা ইতি, এতে ভূতেন্দ্রিয়বশিনঃ। দ্বিতীয়ে তপসি লোকে ত্রিবিধো দেবনিকায়ঃ অভাস্বরা মহাভাস্বরাঃ সত্যমহাভাস্বরা ইতি। এতে ভূতেন্দ্রিয়প্রকৃতিবশিনো দ্বিগুণদ্বিগুণোত্তরায়ুষঃ, সর্ব্বে ধ্যানাহারা ঊর্দ্ধরেতসঃ ঊর্দ্ধমপ্রতিহতজ্ঞানা অধরভূমিষনাবৃতজ্ঞানবিষয়াঃ। তৃতীয়ে ব্রহ্মণঃ সত্যলোকে চত্বারো দেবনিকায়াঃ অচ্যুতাঃ শুদ্ধনিবাসাঃ সত্যাভাঃ সংজ্ঞাসংজ্ঞিনশ্চেতি। অকৃতভবনন্যাসাঃ স্বপ্রতিষ্ঠাঃ উপর্য্যুপরি স্থিতাঃ প্রধানবশিনো যাবৎসর্গায়ুষঃ। তত্রাচ্যুতাঃ সবিতর্কধ্যানসুখাঃ, শুদ্ধনিবাসাঃ সবিচারধ্যানসুখাঃ, সত্যাভা আনন্দ-

তশ্চ মহাভূতানি তেন তেন সংস্থানেনাবতিষ্ঠন্তে। ধ্যানাহারাঃ—ধ্যানমাত্রতৃপ্তাঃ পুষ্টা ভবন্তি। জনলোকমাহ—"প্রথম" ইতি। উক্তক্রমেণ "ভূতেন্দ্রিয়বশিনঃ" ইতি। ভূতানি পৃথিব্যাদীনি ইন্দ্রিয়াণি—শ্রোত্রাদীনি যথা নিয়োক্তু মিচ্ছন্তি তথৈব নিযুজ্যন্তে। উক্তক্রমাপেক্ষয়া দ্বিতীয়ং ব্রহ্মণস্তপোলোকমাহ—"দ্বিতীয়" ইতি। "ভূতেন্দ্রিয়প্রকৃতিবশিনঃ" ইতি। প্রকৃতিঃ—পঞ্চতন্মাত্রাণি তদ্বশিনঃ, তদিচ্ছাতো হি তন্মাত্রাণ্যেব কায়াকারেণ পরিণমন্ত ইত্যাগমিকাঃ। "দ্বিগুণ" ইতি। আভাস্বরেভ্যো দ্বিগুণায়ুষো মহাভাস্বরাঃ, তেভ্যোঽপি দ্বিগুণায়ুষঃ সত্যমহাভাস্বরা ইত্যর্থঃ। 'ঊর্দ্ধম্'ইতি। ঊর্দ্ধং সত্যলোকে অপ্রতিহতজ্ঞানাঃ। অবীচেস্তু প্রভৃতি আ তপোলোকং সূক্ষ্মব্যবহিতাদি সর্ব্বং বিজানন্তীত্যর্থঃ। তৃতীয়ং ব্রহ্মণো লোকমাহ—"তৃতীয়" ইতি। অকৃতো ভবনস্য—গৃহস্য ন্যাসো যৈস্তে তথোক্তা, আধারাভাবাদেব স্বপ্রতিষ্ঠাঃ,—স্বেষু শরীরেষু প্রতিষ্ঠা যেষাং তে তথোক্তাঃ। প্রধানবশিনঃ—তদিচ্ছাতঃ সত্বরজস্তমাংসি প্রবর্ত্তন্তে। যাবৎসর্গায়ুষঃ—তথা চ শ্রূয়তে—"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্" ইতি। তদেবং চতুর্ণাং দেবনিকায়ানাং সাধারণধর্ম্মানুক্ত্বা নামবিশেষগ্রহণেন ধর্ম্মবিশেষানাহ—"তত্র" ইতি। অচ্যুতা নাম দেবাঃ স্থূলবিষয়ধ্যানসুখাঃ, তেন তে তৃপ্যন্তি। শুদ্ধনিবাসা নাম দেবাঃ সূক্ষ্মবিষয়ধ্যানসুখাঃ, তেন তে তৃপ্যন্তি।

মাত্রধ্যানসুখাঃ, সংজ্ঞাসংজ্ঞিনশ্চাস্মিতামাত্রধ্যানসুখাঃ, তেঽপি ত্রৈলোক্যমধ্যে প্রতিতিষ্ঠন্তি। ত এতে সপ্তলোকাঃ সর্ব্ব এব ব্রহ্মলোকাঃ। বিদেহপ্রকৃতিলয়াস্তু মোক্ষপদে বর্ত্তন্তে, ন লোকমধ্যে ন্যস্তা ইতি। এতদ্‌যোগিনা সাক্ষাৎকর্ত্তব্যম্ সূর্য্যদ্বারে সংযমং কৃত্বা, ততোঽন্যত্রাপি। এবন্তাবদভ্যসেৎ যাবদিদং সর্ব্বং দৃষ্টমিতি ॥ ২৬ ॥

সত্যাভা নাম দেবা ইন্দ্রিয়বিষয়ধ্যানসুখাঃ, তেন তে তৃপ্যন্তি। সংজ্ঞাসংজ্ঞিনো নাম দেবা অস্মিতামাত্রধ্যানসুখাঃ, তেন তে তৃপ্যন্তি। ত এতে সর্ব্বে সম্প্রজ্ঞাতসমাধিমুপাসতে। অথাসম্প্রজ্ঞাতসমাধিনিষ্ঠা বিদেহপ্রকৃতিলয়াঃ কস্মান্ন লোকমধ্যে ন্যস্তা ইত্যত আহ—"বিদেহপ্রকৃতিলয়াস্তু" ইতি। বুদ্ধিবৃত্তিমন্তো হি দর্শিতবিষয়া লোকযাত্রাং বহন্তো লোকেষু বর্ত্তন্তে, ন চৈবং বিদেহপ্রকৃতিলয়াঃ সত্যপি সাধিকারত্ব ইত্যর্থঃ। তদেতদ্ আসত্যলোকম্ আ চাবীচের্যোগিনা সাক্ষাৎকরণীয়ং, সূর্য্যদ্বারে—সুষুম্নায়াং নাড্যাম্। ন চৈতাবতাপি তৎসাক্ষাৎকারো ভবতীত্যত আহ—"তত" ইতি। ততোঽন্যত্রাপি—সুষুম্নায়া অন্যত্রাপি যোগোপাধ্যায়োপদিষ্টেষু। "যাবদিদং সর্ব্বং—জগদ্দৃষ্টম্" ইতি। বুদ্ধিসত্ত্বং হি স্বভাবত এব বিশ্বপ্রকাশনসমর্থং তমোমলাবৃতং যত্রৈব রজসোদ্‌ঘাট্যতে তদেব প্রকাশয়তি, সূর্য্যদ্বারসংযমোদ্‌ঘাটিতং ভুবনং প্রকাশয়তি, ন চৈবমন্যত্রাপি প্রসঙ্গঃ তৎসংযমস্য তাবন্মাত্রোদ্‌ঘাটনসামর্থ্যাদিতি সর্ব্বমবদাতম্ ॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। সূর্য্যে চিত্তসংযম করিলে ভুবনকোষ জানা যায়।

ঐ যে দেদীপ্যমান তেজোমণ্ডল—যাহাকে আমরা মার্ত্তণ্ডমণ্ডল ও সূর্য্য নাম দিয়া উল্লেখ করিতেছি,—যোগী উহাতে সুষুম্নানাড়ী সংযুক্ত করিয়া সমাহিত হন। এ নিমিত্ত উহার নাম "সুষুম্নদ্বার" এবং সুষুম্না নাড়ীর নাম "সূর্য্যদ্বার"। যোগী ঐ ভৌতিক জ্যোতিতে সংযম করিয়া যতদূর উহার আলোক প্রসারিত হয়—ততদূরই জানিতে পারেন। সূর্য্যলোক যতদূর উর্দ্ধাধোগতির দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়, ততদূরই ভুবনকোষ; সুতরাং তাঁহারা ভুবনকোষ জানেন। ভুবনকোষের প্রস্তার বা বিন্যাসপরিপাটী এইরূপ—

সপ্তলোক। তন্মধ্যে অবীচি (নিম্নতম নরকস্থান) হইতে মেরুপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ভূলোক অর্থাৎ পৃথিবীলোক। পৃথিবী হইতে উর্দ্ধে, ধ্রুব পর্য্যন্ত গ্রহ-নক্ষত্র-তারকা-বিরাজিত অস্মদাদির দৃষ্টিতে যে অবকাশময় স্থানবিশেষ দৃষ্ট হয়—উহার নাম

ভুবর্লোক অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোক। তদূর্দ্ধে পাঁচপ্রকার স্বর্গলোক। তাহার প্রথমে মহেন্দ্রলোক, তদূর্দ্ধে মহর্ল্লোক, মহর্ল্লোকের উর্দ্ধে প্রজাপতিলোক। ইহারই অন্য নাম ব্রহ্মলোক। এই ব্রহ্মলোক তিন ভাগে বিভক্ত—জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক। এই সপ্তলোকসমষ্টির নাম "ভুবন"।

প্রথমোক্ত অবীচি স্থানটী পৃথিবীর অন্তর্গত, পরন্তু তাহা সর্ব্বাপেক্ষা নীচ বা নরক। অবীচিই নিম্নতম বা প্রথমতম নীচ নরক। তদূর্দ্ধে যথাক্রমে আরও ছয়টী নরকস্থান আছে। তত্তাবতের নাম মৃত্তিকাস্থান, জলস্থান, অগ্নিস্থান, বায়ুস্থান, আকাশস্থান ও অন্ধকারময় মহাকাশস্থান। এই সকল স্থানকেই শাস্ত্রলেখকেরা অম্বরীষ, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র ও অন্ধ-তামিস্র নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন ইহাদের পরিবারস্বরূপ উপনরকও অনেক আছে। এই সকল নরকস্থান অতিক্রম করিলে অর্থাৎ প্রোক্তস্থানের উর্দ্ধে যথাক্রমে মহাতল, রসাতল, তলাতল, সুতল, বিতল, অতল ও পাতাল—এই সপ্তবিধ পাতাল-লোক আছে। এ সমস্তই দৃশ্য পৃথিবীর অন্তর্ভূত। পাতাল সমাপ্ত হইলেই পৃথিবীলোক অর্থাৎ পাতাল স্থানের উর্দ্ধপ্রসরে ভূ-পৃষ্ঠ-নামক স্থানটী পৃথিবীলোক বলিয়া পরিচিত। এই পৃথিবীলোকে প্রধানতম সাতটী মহাদ্বীপ ও সাতটী মহাসমুদ্র বিরাজ করি-তেছে। ইহার উর্দ্ধে ধ্রুবস্থান পর্য্যন্ত অন্তরিক্ষলোক। এ লোকেও অসংখ্য জীব বাস করিতেছে। এতদূর্দ্ধে মহেন্দ্রলোক। ইহাতেও অসংখ্য অসংখ্য উত্তমোত্তম প্রাণী সকল বাস করিতেছেন। এই মহেন্দ্রলোকে ছয়প্রকার দেব-জাতি বাস করেন। তদ্যথা—ত্রিদশ (১), অগ্নিম্বাত্ত (২) যাম্য (৩), তুষিত (৪), অপরিনির্ম্মিতবশী (৫) এবং পরিনির্ম্মিতবশী (৬)—এই ছয় শ্রেণীর দেব-জাতির মধ্যে সকলেই সঙ্কল্পসিদ্ধ (যাঁহারা সঙ্কল্প অর্থাৎ বিশুদ্ধ ইচ্ছার দ্বারা আপন আপন ভোগ্য লাভ করেন—তাঁহাদিগকে সঙ্কল্পসিদ্ধ বলা যায়) সকলেই অণিমাদি ঐশ্বর্য্য-যুক্ত, কল্পায়ু (এক কল্প জীবিত থাকেন), মনুষ্য গণের পূজনীয় এবং ঔপপাদিক-দেহ অর্থাৎ ইহাদের দেহ মাতাপিতৃসংযোগে উৎপন্ন নহে, পূর্ব্বার্জ্জিত ধর্ম্মের প্রভাবেই সমুৎপন্ন। ধর্ম্মের তেজেই সংস্কৃত ও পবিত্র ভৌতিক অণু সকল ইহাদের সেই পবিত্রতম দেহ উৎপাদন করিয়াছে এবং তজ্জন্যই তাঁহাদের সেই নির্ম্মল, লঘু ও সূক্ষ্মতম ঔপপাদিক দেহকে অনির্ম্মল অর্থাৎ মলিনদেহ মনুষ্যেরা দেখিতে পায় না।

তদূর্দ্ধে যে মহর্ল্লোকের কথা বলা হইয়াছে, সেস্থানেও পাঁচ শ্রেণীর বা পাঁচ-প্রকার দেবতা বাস করিতেছেন। তাঁহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর নাম যথাক্রমে (১) কুমুদ, (২) ঋভব, (৩) প্রতর্দ্দন, (৪) অজনাভ ও (৫) প্রচিতাভ। ইঁহারা সকলেই মহাভূতবশী। মহাভূত বা সূক্ষ্মভূত সকল ইঁহাদের নিকট সম্পূর্ণরূপে বশীভূত আছে। ইঁহারা যখন যাহা ইচ্ছা করেন, মহাভূত সকল তন্মুহূর্ত্তেই তাহা তাঁহাদের নিকট অর্পণ করে; অর্থাৎ তাঁহাদের ইচ্ছার প্রভাবেই মহাভূত সকল তত্তদাকারে পরিণত হয়। ইঁহারা অস্মদাদির ন্যায় আহার করেন না। ভোগ্য বস্তুর ধ্যান ও পরিদর্শন করিয়াই তৃপ্ত ও পরিপুষ্ট হন। ইঁহাদের আয়ু সহস্রকল্প।

তদূর্দ্ধে ব্রহ্মার ব্রহ্মনামক প্রথম লোক। এ লোকেও চারিপ্রকার দেব-জাতি বাস করেন। তাঁহাদের প্রত্যেক জাতির নাম যথাক্রমে ব্রহ্মপুরো-হিত, (১), ব্রহ্মকায়িক (২), ব্রহ্মমহাকায়িক (৩) এবং অমর (৪)। ইঁহারা সকলেই মহাভূত ও ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়া অপার আনন্দে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের আয়ুষ্কাল পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ। তদূর্দ্ধে ব্রহ্মার তপোনামক দ্বিতীয় লোক। এই দ্বিতীয় লোকে তিনপ্রকার দেবজাতি বাস করেন। তাঁহাদের প্রত্যেক জাতির নাম যথাক্রমে আভাস্বর (১), মহাভাস্বর (২) এবং সত্যমহাভাস্বর (৩)। মহাভূত, ইন্দ্রিয় ও মূলপ্রকৃতি ইঁহাদের বশীভূত। ইঁহাদের আয়ুষ্কাল পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ। ইঁহারা সকলেই ধ্যানতৃপ্ত ও অব্যাহতজ্ঞানসম্পন্ন। অবীচি হইতে তপোলোক পর্য্যন্ত ইঁহারা জ্ঞাত আছেন, কেবল সত্যলোকবিষয়ে ইঁহারা অনভিজ্ঞ। সত্যলোকটী ব্রহ্মার তৃতীয় লোক, এই লোকে ব্রহ্মা নিয়ত বাস করেন। এ স্থানেও চতুর্ব্বিধ দেবজাতি বাস করিতে-ছেন। তাঁহাদের শ্রেণীগত নাম অচ্যুত (১), শুদ্ধনিবাস (২), সত্যাভ (৩), এবং সংজ্ঞাসংজ্ঞী (৪)। অথবা অকৃতভবনন্যাস, স্বপ্রতিষ্ঠ, উপরিস্থ ও প্রধানবশী। ইঁহাদের আয়ু ও ক্ষমতা ব্রহ্মার সমতুল্য; অর্থাৎ ইঁহারা সকলেই মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন, এবং ব্রহ্মার ন্যায় সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।

নিম্নতম অবীচিস্থান হইতে ব্রহ্মলোকান্ত ভুবনকোষ বর্ণিত হইল। যোগিগণ সূর্য্যসংযম দ্বারা এবংবিধ ভুবনকোষ বা কথিত প্রকারের সপ্ত মহালোক ও তদন্তর্গত জীবাজীব বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। যাঁহারা যোগী নহেন, সূর্য্যসংযম জানেন না, তাঁহারা উডুম্বর-মশকের ন্যায় বা কূপমণ্ডুকের ন্যায় জন্মস্থানমাত্র জানিতে পারেন অন্য কিছুই জানিতে পারেন না।

চন্দ্রে তারাব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যম্। চন্দ্রে সংযমং কৃত্বা তারাব্যূহং বিজানীয়াৎ ॥ ২৭ ॥

টীকা। তত্র তত্র জিজ্ঞাসায়াং যোগিনস্তত্র তত্র সংযমঃ, এবং ক্ষুৎপিপাসা-নিবৃত্তিহেতুঃ সংযমঃ স্থৈর্য্যহেতুশ্চ সংযমঃ সূত্রপদৈরুপদিষ্টা ভাষ্যেণ চ নিগদ-ব্যাখ্যাতেন ব্যাখ্যাত ইতি ন ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ সূং— "মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্।"

* * * * *

তাৎপর্য্যার্থ। চন্দ্রে চিত্তসংযম করিলে তদ্দ্বারা তারকামণ্ডলের তত্ত্ব প্রতিভাত হয়। সূর্য্যসংযম দ্বারা ভুবন-সন্নিবেশ জানা যায় বটে; পরন্তু তদ্দ্বারা তারা-ব্যূহের অর্থাৎ তারকাগণের সংস্থান বা সন্নিবেশপ্রকার জানা যায় না। তাহার কারণ এই যে, সূর্য্যালোকে নাক্ষত্রিক তেজ অভিভূত থাকে, সুতরাং তৎকালে নাক্ষত্রিক সংস্থানের প্রতি সংযমসিদ্ধির বাধা জন্মে। কাজেই চন্দ্রমণ্ডলে কৃতসংযমী হইয়া নাক্ষত্রিক সংস্থান জানিতে হয়।

ধ্রুবে তদ্গতিজ্ঞানম্ ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যম্। ততো ধ্রুবে সংযমং কৃত্বা তারাণাং গতিং জানীয়াৎ। ঊর্দ্ধবিমানেষু কৃতসংযমস্তানি জানীয়াৎ ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। ধ্রুব-তারায় সংযমী হইলে তারকাগণের গতি জানা যায়। চন্দ্র সংযম দ্বারা নক্ষত্রগণের সন্নিবেশ জানা যায়, গতি জানা যায় না। সুতরাং তাহাদের গতি জানিবার জন্য ধ্রুবে সংযম করিতে হয়। নিশ্চলজ্যোতিষ্কের মধ্যে যেটী প্রধান, সেটীর নাম "ধ্রুব"। যোগিগণ সেই ধ্রুব নক্ষত্রে সংযম প্রয়োগ করিয়া নাক্ষত্রিকী গতি জানিয়া থাকেন। যে গ্রহের সহিত যে নক্ষত্রের যেরূপ সম্বন্ধ এবং যে যে-পর্য্যন্ত গতিবিধি করে, যোগিগণ সে সমস্তই সংযমবলে জানিতে পারেন। এ-পর্য্যন্ত যে কিছু বলা হইল, সমস্তই বাহ্য সিদ্ধি। আধ্যাত্মিক সিদ্ধি কিরূপ ও কতপ্রকার তাহা শুনুন।

---

(২৭) চন্দ্রে সংযমং কৃত্বা তারাণাং ব্যূহং বিশিষ্টসন্নিবেশং বিজানীয়াৎ। সূর্য্যপ্রকাশেন নক্ষত্রাণামভিভূতত্বেন্তত্বাৎ সূর্য্যসংযমাত্তজ্জ্ঞানং নোৎপদ্যত ইতি পৃথগুপদেশঃ।

(২৮) ধ্রুবে নিশ্চলনক্ষত্রে সংযমাত্তাসাং তারকাণাং গতিং বিজানাতি যোগীতি সূত্রার্থঃ

নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যম্। নাভিচক্রে সংযমং কৃত্বা কায়ব্যূহং বিজানীয়াৎ। বাত-পিত্তশ্লেষ্মাণস্ত্রয়ো দোষাঃ সন্তি, ধাতবঃ সপ্ত ত্বগ্‌লোহিত-মাংসস্নাম্বস্থি-মজ্জা-শুক্রাণি, পূর্ব্বং পূর্ব্বমেষাং বাহ্যমিত্যেষ বিন্যাসঃ ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। শরীরের ঠিক মধ্যস্থলে নাভিচক্র অর্থাৎ নাড়ীগ্রন্থি আছে। যোগী সেই নাভিচক্রে সংযম প্রয়োগ করিয়া কায়ব্যূহ অর্থাৎ শারীরিক সংস্থান (শরীরের যেখানে যাহা আছে সে সমস্তই) জানিতে পারেন।

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যম্। জিহ্বায়া অধস্তাৎ তন্তুঃ, ততোঽধস্তাৎ কণ্ঠঃ, ততোঽ-ধস্তাৎ কূপঃ, তত্র সংযমাৎ ক্ষুৎপিপাসে ন বাধেতে ॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। জিহ্বাতন্তুর মূলে অর্থাৎ গলগহ্বরে যে কণ্ঠনামক কূপাকার স্থান আছে, সেইস্থানে প্রাণবায়ুর সঙ্ঘর্ষ হইলে ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভূত হয়। যোগী যখন উক্ত স্থানে সংযম প্রয়োগ করিয়া সমাহিত হন, তখন তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি কিছুই থাকে না।

কূর্ম্মনাড্যাং স্থৈর্য্যম্ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যম্। কূপাদধ উরসি কূর্ম্মাকারা নাড়ী, তস্যাং কৃতসংযমঃ স্থিরপদং লভতে, যথা সর্পো গোধা বেতি ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। কণ্ঠকূপের নীচে উরঃপ্রদেশে কূর্ম্ম-নামক নাড়ী আছে। এই নাড়ী অত্যন্ত দৃঢ়া। ইহাতে চিত্তসংযম করিলে শরীরের ও মনের স্থিরতা জন্মে। চিত্ত যদি সেই কূর্ম্মনাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে শরীর ও মন নিশ্চয়ই স্থির থাকিবে।

(২৯) কায়স্য মধ্যভাগে যন্নাভিসংজ্ঞকং চক্রং তত্র সংযমং বিধায় যোগী কায়স্য শরীরস্য ব্যূহং সন্নিবেশপ্রকারং বিজানাতি।

(৩০) কণ্ঠে গলে জিহ্বায়া মূলে জিহ্বাতন্তোরধস্তাদিত্যর্থঃ, যঃ কূপঃ গর্ত্তাকারপ্রদেশঃ, তত্র সংযমাৎ ক্ষুৎপিপাসাদয়ো নিবর্ত্তন্তে।

(৩১) অস্তি কণ্ঠকূপস্যাধস্তাদুরসি সুদৃঢ়া কূর্ম্মনাড়ী। তস্যাং কৃতসংযমস্য তৎপ্রবিষ্টচিত্তস্য যোগিনঃ স্থৈর্য্যং কায়চিত্তয়োর্নিশ্চলত্বং সিধ্যতি।

মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যম্। শিরঃকপালেঽন্তশ্ছিদ্রং প্রভাস্বরং জ্যোতিঃ, তত্র সংযমাৎ সিদ্ধানাং দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরালচারিণাং দর্শনম্॥ ৩২ ॥

টীকা। মূর্দ্ধশব্দেন সুষুম্না নাম নাড়ী লক্ষ্যতে, 'তত্র সংযম ইতি' ॥ ৩২ ॥ সূং "প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বং" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। মূর্দ্ধস্থিত তেজ-বিশেষে কৃতসংযম হইলে সিদ্ধপুরুষ-দর্শন হয় এবং তাঁহাদের সহিত সম্ভাষণাদি করাও যায়।

মূর্দ্ধা অর্থাৎ মস্তক-কপালের (মাথার খুলির) ঠিক্ মধ্যস্থলে ব্রহ্মরন্ধ্র-নামক একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। সুষুম্না নাড়ীর দ্বারা হৃদয়স্থ সাত্ত্বিক জ্যোতি (বুদ্ধিসত্ত্বের প্রকাশ) সেই স্থানে গিয়া সম্পিণ্ডিত হইতেছে। গৃহমধ্যে ভাস্বর মণি থাকিলে তাহার ভাস্বর প্রভা (প্রকাশ বা আলোক) যেমন গৃহের ঊর্দ্ধ-ছিদ্রে গিয়া কুঞ্চিত হয়, তদ্রূপ, হৃদয়স্থ (মতান্তরে মস্তিষ্কস্থ) সাত্ত্বিক প্রকাশ (চিত্তের প্রকাশ-শক্তি) প্রসৃত হইয়া বা নাড়ীপথে বাহিত হইয়া ঐ ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়া পিণ্ডিত হয়। যোগিগণ সেই পিণ্ডিত ভাস্বর মূর্দ্ধজ্যোতিতে সংযমী হইয়া স্বর্গ ও পৃথিবীর অন্তরালবাসী সিদ্ধপুরুষদিগকে অর্থাৎ অদৃশ্যচর মহাপুরুষদিগকে দর্শন করেন, তাঁহাদের সহিত কথোপকথনও করেন। অন্য প্রাণীরা সেই সকল দিব্যপুরুষদিগকে দেখিতে পায় না। অধিক কি বলিব, ইতর মনুষ্যেরা তাঁহাদের অস্তিত্বও জ্ঞাত নহে।

প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বম্ ॥ ৩৩ ॥

---

(৩২) মূর্দ্ধনি যৎ জ্যোতিঃ সাত্ত্বিকপ্রকাশঃ তত্র সংযমাৎ সিদ্ধানাং দ্যাবাপৃথিব্যো-রন্তরালবর্ত্তিনাং দিব্যপুরুষাণামিতরপ্রাণিভিরদৃশ্যানাং দর্শনং সাক্ষাৎকারো ভবতি। ইদমত্র তাৎপর্য্যম—শিরঃকপালে ব্রহ্মরন্ধ্রাখ্যং ছিদ্রমস্তি। যথা গৃহাভ্যন্তরস্থমণেঃ প্রচরন্তী প্রভা কুঞ্চিতা তদ্বিবরপ্রদেশে সংঘটতে তথা হৃদয়স্থঃ সাত্ত্বিক প্রকাশঃ সুষুম্ণাযোগাৎ বিপ্রসৃতস্তত্রৈব পিণ্ডত্বং প্রাপ্নোতি। তদেব মূর্দ্ধজ্যোতিরিত্যাখ্যায়তে যোগিভিঃ। যদৈতজ্জ্যোতিঃ সংযমেন সাক্ষাৎক্রিয়তে তদা দিব্যপুরুষদর্শনম্ভবতি।

(৩৩) প্রতিভা উহঃ। তদ্ভবং জ্ঞানং প্রাতিভম্। মনোমাত্রজন্যমবিসংবাদকং ঝটিত্যুৎপদ্য-মানং জ্ঞানমিতি ভোজঃ। তেন বা যোগী সর্ব্বং বিজানাতি। অত্রায়ম্ভাবঃ—যথা উদেষ্যতি সবিতরি পূর্ব্বং প্রভা প্রাদুর্ভবতি তদ্বৎ প্রসংখ্যানহেতুসংযমবতো যোগিনস্তৎপ্রকর্ষে জাতে প্রসংখ্যানোদয়পূর্ব্বসিদ্ধমূহমাত্রেণ জাতং মনোমাত্রজন্যং বা তারকং নাম জ্ঞানমুৎপদ্যতে। সুতরাং যোগী সংযমান্তরানপেক্ষস্তেনৈব হি সর্ব্বং বিজানাতি। প্রসংখ্যানসন্নিধাপনেন সংসারাত্তারয়তীতি তস্য তারকত্বম্।

ভাষ্যম্। প্রাতিভং নাম তারকং, তদ্বিবেকজস্য জ্ঞানস্য পূর্ব্বরূপং, যথোদয়ে প্রভা ভাস্করস্য, তেন বা সর্ব্বমের জানাতি যোগী প্রাতিভস্য জ্ঞানস্যোৎপত্তাবিতি ॥ ৩৩ ॥

টীকা। প্রতিভা—উহঃ, তদ্ভবং প্রাতিভং, প্রসংখ্যানহেতুসংযমবতো হি তৎপ্রকর্ষে প্রসংখ্যানোদয়পূর্ব্বলিঙ্গং যদূহজং জ্ঞানং তেন সর্ব্বং বিজানাতি যোগী, তচ্চ প্রসংখ্যানসন্নিধাপনেন সংসারাত্তারয়তীতি তারকম্ ॥ ৩৩ ॥ সূং—"হৃদয়ে চিত্তসংবিদ্"।

তাৎপর্য্যার্থ। যোগী প্রাতিভ-জ্ঞানে চিত্তসংযম করিয়া তদ্দ্বারা সমস্তই বিদিত হন। সূচকদর্শনের অনন্তর সম্বন্ধজ্ঞান হইবামাত্র মনোমধ্যে যে সহসা একপ্রকার যথার্থ জ্ঞান জন্মে, তাদৃশ যথার্থজ্ঞানের নাম "প্রতিভা"। নবনবোন্মেষশালী বুদ্ধি-বিশেষকেও প্রতিভা বলে। শাস্ত্রকারেরা প্রতিভা শব্দের স্থলে "উহ" ও "তর্কণা" শব্দও ব্যবহার করেন। যোগিগণ সেই উহজ্ঞানে অর্থাৎ প্রতিভা-জ্ঞানে চিত্ত-সংযম করিয়া তাহা হইতে অন্য এক প্রকার তারক-জ্ঞান লাভ করেন। তারক-জ্ঞান কি? তাহা বলা যাইতেছে। যাহা সংসারনিস্তারক, তাহাই তারক। যে জ্ঞানের দ্বারা নিস্তার পাওয়া যায়, সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাহাই তারক। এই তারক-জ্ঞানের অন্য নাম "প্রাতিভ"। প্রতিভা-প্রসূত বলিয়া প্রাতিভ। ইহা প্রসংখ্যান নামক বৈরাগ্য-জ্ঞানের অর্থাৎ প্রকৃতিপুরুষের পার্থক্যবিজ্ঞানের পূর্ব্বরূপ। যোগিগণ তাদৃশ প্রাতিভ-জ্ঞানের দ্বারা সমুদায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তু জানিতে পারেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যেমন তাহার প্রভা আবির্ভূত হয়, প্রভা আবির্ভূত হইলে যেমন জগৎ দেখা যায়, প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্য-সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বেও তেমনি সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়। সেই সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান অথবা সেই পূর্ণজ্ঞান সংসার-সাগরের পার-প্রাপক বলিয়া "তারক" এই তারক-নামক সংসার-তারক প্রাতিভ-জ্ঞান জন্মিলে বিনা সংযমে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তু প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হয়।

হৃদয়ে চিত্তসংবিৎ ॥ ৩৪ ॥

(৩৪) হৃদয়ে হৃৎপদ্মে সংযমাৎ চিত্তস্য সালম্বনস্য সংবিৎ জ্ঞানং ভবতি। স্বচিত্তগত-বাসনাঃ পরচিত্তগতাংশ্চ রাগাদীন্ বিজানাতীত্যর্থঃ।

ভাষ্যম্। যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, তত্র বিজ্ঞানং তস্মিন্ সংযমাৎ চিত্তসংবিৎ ॥ ৩৪ ॥

টীকা। হৃদয়পদং ব্যাচষ্টে—"যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে" ইতি; বৃহত্ত্বাদাত্মা ব্রহ্ম তস্য পুরং নিলয়ঃ, তদ্ধি তত্র বিজানাতি স্বমিতি, দহরং—গর্ত্তং তদেব পুণ্ডরীক-মধোমুখং বেশ্ম মনসঃ। চিত্তসংবেদনত্বে হেতুমাহ—"তত্র বিজ্ঞানম্" ইতি, তত্র সংযমাচ্চিত্তং বিজানাতি স্ববৃত্তিবিশিষ্টম্ ॥ ৩৪ ॥ সূং—"সত্ত্ব—জ্ঞানম্"।

তাৎপর্য্যার্থ। হৃৎপদ্মান্তরালে সংযম প্রয়োগ করিলে চিত্তবিষয়ক জ্ঞান উদিত হয়; অর্থাৎ আপনার ও পরের চিত্ত জানা যায়। আপন চিত্তের সংস্কার ও পরচিত্তস্থ অভিপ্রায়, সমস্তই বুঝা যায়।

সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ পরার্থত্বাৎ স্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্যম্। বুদ্ধিসত্ত্বং প্রখ্যাশীলং সমানসত্ত্বোপনিবন্ধনে রজস্তমসী বশীকৃত্য সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়েন পরিণতং, তস্মাচ্চ সত্ত্বাৎ পরিণামিনো

টীকা। যত্র প্রকাশরূপস্যাতিস্বচ্ছস্য নিতান্তাভিভূতরজস্তমস্তয়া বিবেক-খ্যাতিরূপেণ পরিণতস্য বুদ্ধিসত্ত্বস্যাত্যন্তিকশ্চৈতন্যাদসঙ্করস্তত্র কৈব কথা রজস্তম-সোর্জ'ড়স্বভাবয়োরিত্যাশয়বান্ সূত্রকারঃ সত্ত্বপুরুষয়োরিত্যুবাচ, ইমমেবাভিপ্রায়ং গৃহীত্বা ভাষ্যকারোঽপ্যাহ - "বুদ্ধিসত্ত্বং প্রখ্যাশীলম্" ইতি। ন প্রখ্যাশীলমাত্রমপি তু বিবেকখ্যাতিরূপেণ পরিণতম্, অতো নিতান্তশুদ্ধপ্রকাশতয়াত্যন্তসারূপ্যং চৈতন্যেনেতি সঙ্কর ইত্যাহ—"সমান" ইতি, সত্ত্বেনোপনিবন্ধনম্—অবিনাভাবঃ সম্বন্ধঃ, সমানং সত্ত্বোপনিবন্ধনং যয়ো রজস্তমসোস্তে তথোক্তে, বশীকারঃ—অভি-ভবঃ। অসঙ্করমাহ—"তস্মাচ্চ" ইতি। চকারোঽপ্যর্থকঃ, ন কেবলং রজস্তমোভ্যা-

---

(৩৫) সত্ত্বং বুদ্ধিঃ। পুরুষশ্চিদাত্মা। তয়োর্ভোগ্যভোক্তৃত্বেনাসংকীর্ণয়োর্ভিন্নয়োর্যঃ প্রত্যয়বিশেষঃ বুদ্ধিপরিণামৈঃ সুখাদিভিঃ পুরুষপ্রতিবিম্বগ্রাহিভিরবিশেষঃ সারূপ্যং প্রতিবিম্ব-দ্বারা সুখাদ্যারোপ ইতি যাবৎ স ভোগ ইত্যুচ্যতে। স চ দৃশ্যত্বাৎ ভোগ্যত্বাৎ বৌদ্ধত্বাদ্বা পরার্থঃ—পরস্য পুরুষস্য ভোক্তুঃ শেষভূতঃ। তস্মাদন্যশ্চিৎস্বভাবো যো বিম্বভূতঃ স চ স্বার্থঃ নান্যশেষ ইত্যর্থঃ। এতস্মিন্নেব সংযমং বিধায় যোগী পুরুষজ্ঞানম্ আত্মসাক্ষাৎকারং লভতে।

ইত্যন্ত বিধর্ম্মা শুদ্ধোঽন্যশ্চিতিমাত্ররূপঃ পুরুষঃ,তয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ পুরুষস্য, দর্শিতবিষয়ত্বাৎ, স ভোগপ্রত্যয়ঃ সত্ত্বস্য পরার্থত্বাদ্ দৃশ্যঃ, যস্তু তস্মাদ্বিশিষ্টশ্চিতিমাত্ররূপোঽন্যঃ পৌরু-ষেয়ঃ প্রত্যয়স্তত্র সংযমাৎ পুরুষবিষয়া প্রজ্ঞা জায়তে, ন চ পুরুষ-প্রত্যয়েন বুদ্ধিসত্ত্বাত্মনা পুরুষো দৃশ্যতে,পুরুষ এব প্রত্যয়ং স্বাত্মাবলম্বনং পশ্যতি, তথাহ্যুক্তং "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদ্" ইতি ॥ ৩৫ ॥

মিত্যর্থঃ। "পরিণামিনঃ" ইতি। বৈধর্ম্ম্যমপরিণামিনঃ পুরুষাদুক্তং। প্রত্যয়াবিশেষঃ শান্তঘোরমূঢ়রূপায়া বুদ্ধেশ্চৈতন্যবিম্বোদ্গ্রাহেণ চৈতন্যস্য শান্তাদ্যাকারাধ্যারোপঃ, চন্দ্রমস ইব স্বচ্ছসলিলপ্রতিবিম্বিতস্য তৎকম্পনাৎ কম্পনারোপঃ। ভোগহেতু-মাহ—"দর্শিতবিষয়ত্বাদ্" ইতি। অসকৃদ্ ব্যাখ্যাতম্। নন্ব বুদ্ধিসত্ত্বমস্তু পুরুষ-ভিন্নং ভোগস্তু পুংসঃ কুতো ভিদ্যতে ইত্যত আহ—"স" ইতি, স ভোগপ্রত্যয়ঃ—ভোগরূপঃ প্রত্যয়ঃ সত্ত্বস্য, অতঃ পরার্থত্বাদ্ দৃশ্যঃ ভোগঃ, সত্ত্বং হি পরার্থং সংহত-ত্বাৎ তদ্ধর্ম্মশ্চ ভোগ ইতি সোঽপি পরার্থঃ, যস্মৈ চ পরস্মা অসৌ তস্য ভোক্তুর্ভোগঃ, অথবানুকূলপ্রতিকূলবেদনীয়ো হি সুখদুঃখানুভবো ভোগঃ, নচায়মাত্মানমেবানু-কূলয়তি প্রতিকূলয়তি বা, স্বাত্মনি বৃত্তিবিরোধাদ্, অতোঽনুকূলনীয়প্রতিকূল-নীয়ার্থো ভোগঃ স ভোক্তা আত্মা তস্য দৃশ্যো ভোগ ইতি। যস্তু তস্মাৎপরার্থাদ্-বিশিষ্ট ইতি—পরার্থাদিতিপঞ্চম্যন্যপদাধ্যাহারেণ ব্যাখ্যাতা। স্যাদেতৎ, পুরুষ-বিষয়া চেৎ প্রজ্ঞা হন্ত ভোঃ পুরুষঃ প্রজ্ঞায়াঃ প্রজ্ঞেয় ইতি প্রজ্ঞান্তরমেব তত্র তত্রেত্যনবস্থাপাত ইত্যত আহ—"ন চ পুরুষপ্রত্যয়েন" ইতি। অয়মভিসন্ধিঃ, চিত্যা জড়ঃ প্রকাশ্যতে ন জড়েন চিতিঃ, পুরুষপ্রত্যয়স্তু চিদাত্মা কথং চিদাত্মানং প্রকাশয়েৎ, চিদাত্মা ত্বপরাধীনপ্রকাশো জড়ং প্রকাশয়তীতি যুক্তম্, বুদ্ধিসত্ত্বাত্মনা ইতি অচিদ্রূপতাদাত্ম্যেন জড়ত্বমাহ, বুদ্ধিসত্ত্বগতপুরুষপ্রতিবিম্বালম্বনাৎ পুরুষা-লম্বনং দর্পণবন্মুখালম্বনং ন তু পুরুষপ্রকাশনাৎ পুরুষালম্বনং, বুদ্ধিসত্ত্বমেব তু তেন প্রত্যয়েন সংক্রান্তপুরুষপ্রতিবিম্বং পুরুষচ্ছায়াপন্নং চৈতন্যমাবলম্বত ইতি পুরুষার্থঃ। অত্রৈব শ্রুতিমুদাহরতি—"তথা হ্যুক্তম্" ইতি। ঈশ্বরেণ "বিজ্ঞাতারম্" ইতি। ন কেনচিদিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ স চ স্বার্থসংযমো ন যাবৎ প্রধানং স্বকার্য্যং পুরুষজ্ঞানমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি তাবৎ তস্য পুরস্তাদ্ যা বিভূতীরাধত্তে তাঃ সর্ব্বা দর্শয়তি—সূং "ততঃ জায়ন্তে" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। বুদ্ধি ও আত্মা অত্যন্ত অসঙ্কীর্ণ অর্থাৎ অত্যন্ত ভিন্ন। কিন্তু তদুভয়ের জ্ঞান অবিশেষ হওয়ায় অর্থাৎ তদুভয়ের ভিন্নতা প্রতীতিগোচর না হওয়ায় সুখদুঃখাদি ভোগ হইতেছে। সেই ভোগ পরার্থ অর্থাৎ পুরুষে আরোপিত। সুতরাং পুরুষ অন্য। পুরুষ এক পদার্থ এবং তাঁহার স্বার্থ অর্থাৎ তাঁহার প্রতিবিম্ব স্বরূপ ভোগ, অন্য পদার্থ। এতদ্রূপ ভেদভাবের প্রতি বা ভিন্নতার প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে পুরুষ বা আত্মা জানা যায়। ইহার টীকা এইরূপ —

প্রকাশরূপী সুখাদিস্বভাব বুদ্ধিনামক অন্তঃকরণ-দ্রব্যের নাম সত্ত্ব, এবং তাহার চেতয়িতা চৈতন্য-পদার্থের নাম পুরুষ। স্বত্ত্ব ও পুরুষ এক বস্তু নহে, অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু; পরন্তু সেই বিভিন্ন পদার্থদ্বয়ের পার্থক্য আপাতজ্ঞানে অনুভূত হয় না। সুতরাং সুখদুঃখাদি ভোগ হয়। অভিপ্রায় এই যে বুদ্ধিসত্ত্বই বিবিধ আকারে ও সুখাদি আকারে পরিণত হইতেছে, আর পুরুষ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতেছেন। কাযে কাযেই বৌদ্ধ-পরিণামগুলিও পুরুষতুল্য হইতেছে, অর্থাৎ চৈতন্যব্যাপ্ত হওয়ায় চৈতন্যতুল্য বা চৈতন্যাকার প্রাপ্ত হইতেছে। চন্দ্রপ্রতিবিম্বিত স্বচ্ছ জল যেমন চন্দ্রতুল্য বা চন্দ্রাকার প্রাপ্ত হয়, তেমনি, চৈতন্যপ্রতিবিম্বিত বুদ্ধিবৃত্তিও চৈতন্যতুল্যতা প্রাপ্ত হয়। এতাদৃশ অভেদ, অর্থাৎ তুল্যাকার প্রাপ্ত হওয়ার নাম ভোগ এই বুদ্ধিপরিণামাত্মক ভোগ, বুদ্ধিরই ধর্ম্ম, পরন্তু পর অর্থাৎ পুরুষ উহার নিমিত্ত কারণ। সুতরাং তাহা পরার্থ। ঐ ভোগ-নামক পরার্থ-প্রত্যয়ের অতিরিক্ত অন্য এক স্বার্থ-প্রত্যয় আছে। সত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব যখন কর্ত্তৃভাব পরিত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ অহং, মম ইত্যাদি আকারে পরিণত না হইয়া, কেবলমাত্র আত্মচৈতন্যব্যাপ্ত হইয়া থাকে, নির্ম্মল নিস্তরঙ্গ ক্ষীরোদার্ণবের ন্যায়, নির্বিকার বুদ্ধিতত্ত্বে যখন কেবলমাত্র চৈতন্যের প্রতিবিম্ব বিরাজিত থাকে, তখন তাহাকে আত্মাবলম্বন ও স্বার্থপ্রত্যয় বলা যায়। যোগী সেই আত্মাবলম্বনে অথবা তাদৃশ স্বার্থপ্রত্যয়ে কৃতসংযম হইয়া পুরুষবিষয়ক জ্ঞান (আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার) লাভ করিয়া থাকেন।

ততঃ প্রাতিভশ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদবার্ত্তা জায়ন্তে ॥ ৩৬ ॥

---

(৩৬) ততঃ স্বার্থসংযমাৎ প্রাতিভং পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বগোচরং জ্ঞানং মনোমাত্রেণ যোগজ গুরুধর্ম্মানুগৃহীতেন জায়তে। দিব্যানাং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধানাং গ্রাহকাণি শ্রোত্রত্বকচক্ষু-র্জিহ্বাঘ্রাণানি ক্রমেণ শ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদবার্ত্তাসংজ্ঞানি চ জায়ন্তে। যদা যোগিনো দিব্যশব্দগ্রাহকং শ্রোত্রং ভবতি তদা তস্য শ্রোত্রস্য শ্রবণমিতি তান্ত্রিকী সংজ্ঞা ভবতি। তথা ঘ্রাণসংজ্ঞা বার্ত্তাসংজ্ঞা চ। এবমন্যত্রোহনীয়ম্।

ভাষ্যম্। প্রাতিভাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টাতীতানাগতজ্ঞানং শ্রাবণাৎ দিব্যশব্দশ্রবণং, বেদনাৎ দিব্যস্পর্শাধিগমঃ, আদর্শাৎ দিব্যরূপসংবিৎ, আস্বাদাৎ দিব্যরসসংবিৎ বার্ত্তাতো দিব্যগন্ধবিজ্ঞানং ইত্যেতানি নিত্যং জায়ন্তে ॥ ৩৬ ॥

টীকা। তদনেন যোগজধর্মানুগৃহীতানাং মনঃশ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণানাং যথাসংখ্যং প্রাতিভজ্ঞানদিব্যশব্দাদ্যপরোক্ষহেতুভাব উক্তঃ, শ্রোত্রাদীনাং পঞ্চানাং দিব্যশব্দাদ্যুপলম্ভকানাং তান্ত্রিকাঃ সংজ্ঞাঃ শ্রাবণাদ্যাঃ। সুগমং ভাষ্যম্ ॥ ৩৬ ॥ কদাচিদাত্মবিষয়সংযমপ্রবৃত্তস্তৎপ্রভাবাদমূরর্থান্তরসিদ্ধীরধিগম্য কৃতার্থম্মন্যঃ সংযমাদ্ বিরমেদত আহ—"তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ" ॥

তাৎপর্যার্থ। তাদৃশ স্বার্থসংযম দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রাতিভ জ্ঞান, শ্রাবণ অর্থাৎ দিব্যশব্দ শ্রবণ, বেদনা অর্থাৎ দিব্যস্পর্শের অনুভব, আদর্শ অর্থাৎ দিব্যরূপ দর্শন স্বাদ অর্থাৎ দিব্যরসাস্বাদ, বার্ত্তা অর্থাৎ দিব্যগন্ধ অনুভূত হয়।

স্বার্থসংযমী বা আত্মাবলম্বী যোগীদিগের আত্মসাক্ষাৎকারলাভের পূর্ব্বে বিবিধ সিদ্ধি উপস্থিত হয়। প্রথমে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের প্রাতিভ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তদ্দ্বারা তাঁহারা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ অতিদূরস্থ এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান,—এ সমস্তই জানিতে পারেন। অনন্তর অদ্ভুত শ্রবণশক্তি জন্মে। তৎপ্রভাবে তাঁহারা দিব্যশব্দ শুনিতে পান। স্পর্শজ্ঞানের নাম বেদনা। তাহা তাঁহাদের এত অধিক বা এত উৎকৃষ্ট হয় যে, তাঁহারা দিব্যস্পর্শ সকল গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। চাক্ষুষ জ্ঞানের নাম আদর্শ অর্থাৎ দর্শন। এই দর্শন শক্তি এত বাড়িয়া উঠে যে, তাঁহারা ইচ্ছামাত্রেই দিব্যরূপ দেখিতে পান। রসনাজন্য জ্ঞানের নাম স্বাদ বা আস্বাদ। ইহা তাঁহাদের এত প্রবল হয় যে, তাঁহারা স্থূল সূক্ষ্ম দিব্য রসসমূহের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন। গন্ধ জ্ঞানের নাম বার্ত্তা ও সংবিত্তি। এই সংবিত্তি বা বার্ত্তা তাঁহাদের এত উৎকর্ষতাপ্রাপ্ত হয় যে, তাঁহারা স্বর্গীয় পুণ্যগন্ধ সকল অনুভব করিতে সমর্থ হন।

তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

---

(৩৭) তে পূর্ব্বোক্তাঃ প্রতিভাদয়ঃ সমাধৌ সমাধিকালে উৎপদ্যমানা উপসর্গা উপদ্রবা মোক্ষবিঘ্নকরাঃ কিন্তু ব্যুত্থানে ব্যবহারদশায়ামুৎপদ্যমানা বিশিষ্টফলদায়কত্বাৎ সিদ্ধয়ঃ।

ভাষ্যম্। তে প্রতিভাদয়ঃ সমাহিতচিত্তস্যোৎপদ্যমানা উপসর্গাঃ তদ্দর্শনপ্রত্যনীকত্বাৎ. ব্যুত্থিতচিত্তস্যোৎপদ্যমানাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকা। ব্যুত্থিতচিত্তো হি তাঃ সিদ্ধীরভিমন্যতে জন্মদুর্গত ইব দ্রবিণকণিকামপি দ্রবিণসম্ভারং, যোগিনা তু সমাহিতচিত্তেনোপনতাভ্যোঽপি তাভ্যো-বিরন্তব্যম্। অভিসংহিততাপত্রয়াত্যন্তিকোপশমরূপপরমপুরুষার্থঃ স খল্বয়ং কথং তৎপ্রত্যনীকাসু সিদ্ধিষু রজ্যেতেতি সূত্রভাষ্যয়োরর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ তদেবং জ্ঞানরূপ-মৈশ্বর্য্যং পুরুষদর্শনান্তং সংযমফলমুক্তা ক্রিয়ারূপমৈশ্বর্য্যং সংযমফলমাহ—"বন্ধ-কারণ—আবেশঃ" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। ঐ সকল ক্ষমতা ব্যুত্থান-সময়ে সিদ্ধি, কিন্তু সমাধিকালে উপসর্গ অর্থাৎ উহা মুক্তিপ্রদ সমাধির বিঘ্ন বা প্রতিবন্ধক। সমাধি উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইতেছে, এমন সময়ে ঐ সকল সিদ্ধি (হর্ষবিস্ময়াদিজনক সামর্থ্য) উপস্থিত হইলে, মোক্ষদায়ক সমাধি আর দৃঢ় থাকে না। সুতরাং উল্লিখিত ফলসমূহ মোক্ষফলের বিঘ্নকারী এবং সমাধির নাশক। কাজেই উহারা সামাধির উপসর্গ বা উপদ্রব বলিয়া গণ্য। যোগী যখন অসমাহিত থাকেন, তখন যদি ঐ সকল ফল উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল ফল সিদ্ধি; কিন্তু সমাধিকালে ঐ সকল ফল উপসর্গ অর্থাৎ উপদ্রব।

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ
চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্যম্। লোলীভূতস্য মনসোঽপ্রতিষ্ঠস্য শরীরে কর্ম্মাশয়বশাদ্বন্ধঃ প্রতিষ্ঠেত্যর্থঃ, তস্য কর্ম্মণো বন্ধকারণস্য শৈথিল্যং সমাধিবলাৎ ভবতি

টীকা। "সমাধিবলাদ্" ইতি। বন্ধকারণবিষয়সংযমবলাৎ, প্রাধান্যাৎ-

(৩৮) স্বভাবতোঽপ্রতিষ্ঠস্য সর্ব্বগামিনশ্চিত্তস্য কর্ম্মাশয়বশাৎ স্বশরীরমাত্রে সঙ্কোচেন স্থিতির্বন্ধঃ। তস্য কারণং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ। সংযমেন হি তয়োঃ শৈথিল্যং ভবতি। প্রচরত্যনেন চিত্তমিতি প্রচারো নাড়ীসংজ্ঞঃ তস্য সংবেদনং সম্যগ্ জ্ঞানং—সম্প্রত্যনয়া নাড্যা সঞ্চরতীত্যাদিবিধং সমাধিবলাদেব ভবতি। তথা প্রাণেন্দ্রিয়মার্গনাড়ীজ্ঞানমপি। তথা যথা চ বন্ধকরজ্জুনাশে পথিজ্ঞস্য স্বপরবেশ্মপ্রবেশো ভবতি, তথা যোগিচিত্তস্যাপি পরশরীরে মৃতে জীবিতে বা প্রবেশো ভবতি। চিত্তে প্রবিষ্টে ইন্দ্রিয়াদীন্যপি তত্র প্রবিশন্তি। ততশ্চ পরশরীরপ্রবিষ্টো যোগী তত্র স্বশরীরবৎ বিহরতি। •

প্রচারসংবেদনঞ্চ চিত্তস্য সমাধিজমেব, কর্ম্মবন্ধক্ষয়াৎ স্বচিত্তস্য প্রচার-সংবেদনাচ্চ যোগী চিত্তং স্বশরীরান্নিষ্কৃষ্য শরীরান্তরেষু নিক্ষিপতি, নিক্ষিপ্তং চিত্তং চেন্দ্রিয়াণ্যনুপতন্তি, যথা মধুকররাজানং মক্ষিকা উৎপতন্তমনূৎপতন্তি নিবিশমানমনুনিবিশন্তে, তথেন্দ্রিয়াণি পরশরীরাবেশে চিত্তমনুবিধীয়ন্ত ইতি ॥ ৩৮ ॥

সমাধিগ্রহণম্। প্রচরত্যনেনাস্মিন্নিতি প্রচারঃ, চিত্তস্য গমাগমাধ্বানো নাড্যঃ, তস্মিন্ প্রচারে সংযমাৎ তদ্‌বেদনং, তস্মাচ্চ। বন্ধকারণশৈথিল্যান্ন তেন প্রতিবধ্যতে অপ্রতিবদ্ধমপ্যুন্মার্গেণ গচ্ছন্ন স্বশরীরাদপ্রত্যূহং নিষ্ক্রামতি, ন চ পরশরীরমাবিশতি। তস্মাৎ তৎপ্রচারোঽপি জ্ঞাতব্যঃ। ইন্দ্রিয়াণি চ চিত্তানুসারীণি পরশরীরে যথাধিষ্ঠানং নিবিশন্তে ইতি ॥ ৩৮ ॥ "উদান—শ্চ" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। যে কারণে চিত্ত এই একই শরীরে বাঁধা আছে, সে কারণ বিদূরিত হইলে অর্থাৎ চিত্তের বন্ধন শ্লথ হইলে এবং চিত্তের প্রচার স্থান (শরীরস্থ নাড়ীসমূহ) জানিতে পারিলে, চিত্তকে পরশরীরে আবিষ্ট করা যায়।

চিত্তের স্বভাব এই যে, সে সর্ব্বগামী। অর্থাৎ সে সর্ব্বত্রই যাইতে পারে। এতাদৃশ সর্ব্বগামী চিত্ত যে কেবল এই একটীমাত্র নির্দ্দিষ্ট শরীরে প্রতিষ্ঠিত আছে, বাঁধা আছে,—কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহার প্রধান কারণ। সর্ব্বগামী চিত্ত কেবল স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মে জড়িত হইয়াই অসর্ব্বগামী হইয়া আছে। সংযমের দ্বারা বা সমাধির দ্বারা যদি সেই চিত্ত-বন্ধন ধর্ম্মাধর্ম্ম শ্লথ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, চিত্ত স্বভাবস্থ হয় অর্থাৎ চিত্ত তখন স্বীয় স্বাধীন গতি প্রাপ্ত হয়। তখন আর তাহার সর্ব্বগামিত্বের কোনরূপ প্রতিবন্ধক থাকে না। সে, যে সর্ব্বগামী সেই সর্ব্বগামীই হয়। এই সময়ে আর একটী বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক। কিরূপ জ্ঞান? প্রচার বিষয়ক জ্ঞান। অর্থাৎ তাহার সঞ্চরণ-মার্গ বা গতিবিধির পথ উত্তমরূপে জানা আবশ্যক। চিত্ত ও প্রাণ কখন্ কোন্ পথে অর্থাৎ কোন্ কোন্ নাড়ীতে কিরূপ করিয়া সঞ্চরণ করে, গুরুর নিকট ও শাস্ত্রের নিকট তাহা উত্তমরূপে জানা আবশ্যক। যদি সর্ব্বগামী চিত্তের বন্ধন শ্লথ করিয়া দেওয়া যায়, এবং তাহার সঞ্চরণ-মার্গ জানা থাকে, তাহা হইলে, নিশ্চিত তাহাকে যথেষ্ট বিনিয়োগ অর্থাৎ যথা ইচ্ছা প্রেরণ

করিতে পারা যায়। যোগীরা প্রথমতঃ সংযমের দ্বারা, সমাধির দ্বারা, চিত্তবন্ধন শ্লথ করিয়া দেন। তৎপরে গুরুর নিকট, শাস্ত্রের নিকট, যাজ্ঞবল্ক্যকৃত নাড়ী-নির্ণয় প্রভৃতি বিবিধ যোগশাস্ত্রের নিকট, চিত্তের বা মনের ও প্রাণের সঞ্চরণের মার্গ অর্থাৎ তাহাদের গতিবিধির পথ নাড়ীসমূহ উত্তমরূপে অবগত হইয়া সংযমের দ্বারা তত্তাবৎকে করামলকবৎ প্রত্যক্ষগোচর করিয়া থাকেন। অনন্তর তাঁহারা চিত্তকে সেই সেই নাড়ীপথ দ্বারা বহির্নিষ্কাশনপূর্ব্বক ইচ্ছানুরূপ পরশরীরে প্রবিষ্ট করত তাহাতে স্বশরীরের ন্যায় সুখদুঃখাদি অনুভব করেন। এই শরীরে যে কোন ইন্দ্রিয় আছে, সমস্তই চিত্তানুগামী। চিত্ত পরশরীরে প্রবেশ করিলে তৎসঙ্গে চিত্তানুগামী সমুদায় ইন্দ্রিয় তন্মধ্যে অর্থাৎ সেই পরকায়ে প্রবিষ্ট হয়। যোগী আত্মশরীর ত্যাগপূর্ব্বক পরকীয় শরীরে আপনার মন, প্রাণ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়দিগকে প্রতিষ্ঠাপিত করত তদ্দ্বারা ইচ্ছামত আহার বিহারাদি করিতে সমর্থ হন।

উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্যম্। সমস্তেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ প্রাণাদিলক্ষণা জীবনম্, তস্য ক্রিয়া পঞ্চতয়ী, প্রাণো মুখনাসিকাগতিরাহৃদয়বৃত্তিঃ, সমং নয়নাৎ সমানশ্চানাভিবৃত্তিঃ, অপনয়নাদপান আপাদতলবৃত্তিঃ, উন্নয়নাদুদান

টীকা। সমস্তেন্দ্রিয়বৃত্তির্জীবনং প্রাণাদিলক্ষণা—প্রাণাদয়ো লক্ষণং যস্যাঃ সা তথোক্তা। দ্বয়ীন্দ্রিয়াণাং বৃত্তির্বাহ্যাভ্যন্তরী চ, বাহ্যা রূপাদ্যালোচনলক্ষণা, আভ্যন্তরী তু জীবনম্। স হি প্রযত্নভেদঃ শরীরোপগৃহীতমারুতক্রিয়াভেদহেতুঃ সর্ব্বকরণ-সাধারণঃ। যথাহুঃ—“সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ” ইতি। তৈরস্য লক্ষণীয়ত্বাৎ। তস্য—প্রযত্নস্য, ক্রিয়া—কার্য্যং পঞ্চতয়ী—প্রাণ আ নাসিকাগ্রাদা চ হৃদয়াদবস্থিতঃ। অশিতপীতাহারপরিণতিভেদং রসং তত্র তত্র স্থানে সমম্—অনুরূপং নয়ন্ সমান, আ হৃদয়াদা চ নাভেরস্য স্থানম্: মূত্রপুরীষগর্ভাদীনাম-

---

(৩৯) সমস্তানামিন্দ্রিয়াণাং তুষজ্বালাবৎ যুগপদুত্থিতা জীবনশব্দবাচ্যা বৃত্তিরস্তি। তস্যা এবং প্রাণাদিলক্ষণা পঞ্চতয়ী ক্রিয়া। উদানস্য জয়াৎ সংযমদ্বারেণেতরেষাং নিরোধাচ্চোর্দ্ধ-গামিত্বেন জলে মহানদ্যাদৌ মহতি বা পঙ্কে কর্দ্দমে তীক্ষ্ণেষু চ কণ্টকেষু ন সজ্জতে যোগী। লঘুত্বমাপন্ন উপর্য্যেব গচ্ছেৎ। উৎক্রান্তিমরণমপি তেষাং স্বেচ্ছয়া ভবতি।

আশিরোবৃত্তিঃ, ব্যাপী ব্যান ইতি, তেষাং প্রধানঃ প্রাণঃ। উদানজয়াৎ জলপঙ্ককণ্টকাদিষসঙ্গঃ, উৎক্রান্তিশ্চ প্রায়ণকালে ভবতি, তাং বশিত্বেন প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

পনয়নহেতুরপানঃ, আ নাভেরা চ পাদতলাদস্য বৃত্তিঃ। উন্নয়নাদ্—উর্দ্ধনয়নাদ্ রসাদীনামুদানঃ, আ নাসিকাগ্রাদা চ শিরসো বৃত্তিরস্য। ব্যাপী ব্যানঃ। এষা-মুক্তানাং প্রধানং প্রাণঃ, তদুৎক্রমে সর্ব্বোৎক্রমশ্রুতেঃ—"প্রাণমুৎক্রামন্তমনু সর্ব্বে প্রাণা উৎক্রামন্তি" ইতি। তদেবং প্রাণাদীনাং ক্রিয়াস্থানভেদেন ভেদং প্রতিপাদ্য সূত্রার্থমবতারয়তি—"উদানজয়াদ্" ইতি। উদানে কৃতসংযমস্তজ্জয়াজ্জলাদিভির্ন প্রতিহন্যতে, উৎক্রান্তিশ্চার্চ্চিরাদিমার্গেণ ভবতি প্রয়াণকালে, তস্মাত্তামুৎক্রান্তিং বশিত্বেন প্রতিপদ্যতে। প্রাণাদিসংযমাৎতদ্বিজয়ে বিভূতয় এতাঃ ক্রিয়াস্থান-বিজয়াদিভেদাৎপ্রতিপত্তব্যাঃ ॥ ৩৯ ॥ "সমান—ম্" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। প্রানের উদান-কার্য্য জয় হইলে অর্থাৎ স্বাধীন হইলে জল, পঙ্ক ও কণ্টক প্রভৃতিতে নিমগ্ন হইতে হয় না। উৎক্রান্তি অর্থাৎ মরণও স্বাধীন হয়।

শরীরস্থ ইন্দ্রিয়গণ দ্বিবিধ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে ;—বাহ্য কার্য্য ও আভ্যন্তরীণ কার্য্য। রূপাদি আলোচনা (অবধারণ) করা তাহাদের বাহ্য কার্য্য, এবং জীবন অক্ষত রাখা তাহাদের আভ্যন্তরীণ কার্য্য। অপিচ, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় এক একটী অসাধারণ কার্য্য করিতেছে, এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় মিলিত হইয়া অন্য একটী সাধারণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। বহির্বস্তু ও তন্নিষ্ঠ রূপাদি নির্ণয় করা তাহাদের যথাক্রমে অসাধারণ কার্য্য, এবং জীবনস্থাপনের মূলীভূত প্রযত্নবিশেষ নির্ব্বাহ করা তাহাদের সাধারণ কার্য্য। সমস্ত ইন্দ্রিয় মিলিত হইয়া উক্ত সাধারণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। বহু তুষ (ধানের খোশা একত্রিত হইয়া যেমন এক সাধারণ বহ্নিজ্বালা উত্থাপিত করে, তদ্রূপ, সমস্ত ইন্দ্রিয় একত্রিত বা মিলিত হইয়া আভ্যন্তরীণ কার্য্যবিশেষ অর্থাৎ জীবন-নামক (বেঁচে থাকা) বিশিষ্ট ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে। অতএব, জীবন-কার্য্যটী ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়া-সমষ্টি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই সকল পৃথক্ কার্য্যের পৃথক্ পৃথক নাম আছে। তন্মধ্যে যে ক্রিয়ার দ্বারা

হৃদয় হইতে মুখনাসিকা পর্য্যন্ত ঔর্দ্ধ্য বায়ুর গত্যাগতি সাধিত হয়, সেই ক্রিয়ার নাম "প্রাণ"। যে ক্রিয়ার দ্বারা পরিচালক বায়ু নাভি হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত রসরক্তাদি বহন করিয়া পরিব্যাপিত করে, সে ক্রিয়ার নাম "অপান"। আর যে ক্রিয়া নাভিদেশ বেষ্টন করত ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক, মলমূত্রাদির পার্থক্য ও রক্তাদি উৎপাদন করত যথাস্থানে লইয়া যায়, সে ক্রিয়ার নাম "সমান"। যে ক্রিয়া কৃকাটিকা (গ্রীবা) হইতে মস্তকচূড়া পর্য্যন্ত সমস্ত দৈহিক উপাদান উদ্গামী ও বিধৃত করত স্থির আছে, সেই ক্রিয়ার নাম "উদান"। যে, সর্ব্ব-শরীরে শিরায় শিরায় সঞ্চরণ করত বল রক্ষা করিতেছে, সে ক্রিয়ার নাম "ব্যান"। এই সকল ইন্দ্রিয়ক্রিয়ারূপ প্রাণ-পঞ্চকের মধ্যে যেটীর নাম উদান, সংযমপ্রয়োগ দ্বারা সেইটীকে জয় করিতে পারিলে অন্যান্য বায়ুর অথবা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ক্রিয়ার অবরোধহেতু উদ্গতি-স্বভাব উদান-বায়ু অত্যধিক প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং যোগী তখন তৎপ্রভাবে জল, পঙ্ক, কণ্টক,—কিছুতেই সংসক্ত হন না। জলে তুলারাশির ন্যায় ভাসিতে পারেন, কণ্টকোপরি ভ্রমণ করিতে পারেন, কর্দ্দমোপরি বিচরণ করিতে পারেন, উৎক্রান্তি অর্থাৎ প্রাণত্যাগ-নামক মরণকে স্বাধীন করিতেও পারেন, অর্থাৎ ইচ্ছামত বিধানে প্রাণত্যাগ করিতে পারেন।

সমানজয়াজ্জ্বলনম্‌ ॥ ৪০ ॥

ভাষ্যম্‌। জিতসমানস্তেজস উপধ্মানং কৃত্বা জ্বলতি ॥ ৪০ ॥

টীকা। তেজসঃ শারীরস্যোপধ্মানম্‌—উত্তেজনম্‌ ॥ ৪০ ॥ স্বার্থসংযমাদন্বাচয়-শিষ্টং শ্রাবণাদ্যুক্তম্‌। সম্প্রতি শ্রাবণাদ্যর্থাদেব সংযমাচ্ছ্রাবণাদি ভবতীত্যাহ—"শ্রোত্র—শ্রোত্রম্‌" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। সমান বিজিত হইলে প্রজ্বলন (ব্রহ্মতেজ বা তেজোবিশেষ) জন্মে। যে ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া নাভি আক্রমণ করিয়া, জাঠরাগ্নি বা কায়াগ্নি আবরণ করিয়া, ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক করত রসরক্তাদির সাম্যবিধান করিতেছে, তাহার নাম "সমান"। সেই সমান বায়ুকে অথবা সমান-নামক ইন্দ্রিয়ক্রিয়াকে জয়

---

(৪০) নাভ্যাগ্নিমাবেষ্ট্য ব্যবস্থিতস্য সমানস্য জয়াৎ সংযমেন বশীকরণাৎ নিরাবরণস্য কায়াগ্নে-রুদ্ভূততেজসা প্রজ্বলন্নিব দৃশ্যতে যোগী। এবং প্রাণাদিজয়াদপি তত্তৎক্রিয়াসিদ্ধির্জ্ঞেয়া।

করিতে পারিলে প্রজ্বলন অর্থাৎ অত্যধিক তেজস্বিতা জন্মে। সময়ে সময়ে মৃত্তিকা হইতে একপ্রকার ভাব্ (উষ্মা) বাহির হয়, তাহা সকলেই জানেন। মৃত্তিকার ন্যায় শরীরেও একপ্রকার উষ্মা আছে। তাহা মনের ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াপ্রবাহ বা বহিস্ফুরণ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সমান বায়ু জিত হইলে সেই স্ফুরণ বৃদ্ধি পায় ও শুদ্ধ হয়। (ইহাই বোধ হয়, ইংরাজী ভাষার good magnetism)। সেই কারণেই অল্পতেজা লোকেরা তাদৃশ যোগীকে অগ্নিতুল্য তেজস্বী বলিয়া অনুভব করে।

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাদ্দিব্যং শ্রোত্রম্ ॥ ৪১ ॥

ভাষ্যম্। সর্ব্বশ্রোত্রাণামাকাশং প্রতিষ্ঠা, সর্ব্বশব্দানাং চ। যথোক্তং "তুল্যদেশশ্রবণানামেকদেশশ্রুতিত্বং সর্ব্বেষাং ভবতি" ইতি। তচ্চৈ-

---

টীকা। সংযমবিষয়ং শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধমাধারাধেয়ভাবমাহ—"সর্ব্ব" ইতি। সর্ব্বশ্রোত্রাণামাহঙ্কারিকাণামপ্যাকাশং—কর্ণশষ্কুলীবিবরং প্রতিষ্ঠা, তদায়তনং শ্রোত্রম্, তদুপকারাপকারাভ্যাং শ্রোত্রস্যোপকারাপকারদর্শনাৎ। শব্দানাং চ শ্রোত্রসহকারিণাম্। পার্থিবাদিশব্দগ্রহণে কর্ত্তব্যে কর্ণশষ্কুলীসুষিরবর্ত্তি শ্রোত্রং স্বাশ্রয় নভোগতাসাধারণশব্দমপেক্ষতে, গন্ধাদিগুণসহকারিভির্ঘ্রাণাদিভির্বাহ্যে পৃথিব্যাদিবর্ত্তিগন্ধাদ্যালোচনে কার্য্যে দৃষ্টম্। আহঙ্কারিকমপি ঘ্রাণরসনত্বক্চক্ষুঃ-শ্রোত্রং ভূতাধিষ্ঠানমেব ভূতোপকারাপকারাভ্যাং ঘ্রাণাদীনামুপকারাপকারদর্শনাদিত্যুক্তম্। তচ্চেদং শ্রোত্রমাহঙ্কারিকময়ঃপ্রতিমময়স্কান্তমণিকল্পেন বক্তৃবক্ত্রসমুৎপন্নেন বক্ত্রস্থেন শব্দেনাকৃষ্টং স্ববৃত্তিপরম্পরয়া বক্তৃবক্ত্রমাগতং শব্দমালোচয়তি। তথা চ দিগ্দেশবৃত্তিশব্দপ্রতীতিঃ প্রাণভৃন্মাত্রস্য নাসতি বাধকেঽপ্রমাণীকৃতা ভবিষ্যতীতি। তথা চ পঞ্চশিখস্য বাক্যং "তুল্যদেশশ্রবণানামেকদেশশ্রুতিত্বং সর্ব্বেষাং ভবতি"। ইতি। তুল্যদেশানি শ্রবণানি, শ্রোত্রাণি যেষাং চৈত্রাদীনাং তে তথোক্তাঃ। সর্ব্বেষাং শ্রবণান্যাকাশবর্ত্তীনীত্যর্থঃ। তচ্চ শ্রোত্রাধিষ্ঠানমাকাশং শব্দগুণতন্মাত্রাদুৎপন্নং শব্দগুণকং যেন শব্দেনসহকারিণা পার্থিবাদীন্ শব্দান্ গৃহ্ণাতি। তস্মাৎ সর্ব্বেষামেকজাতীয়া শ্রুতিঃ শব্দে ইত্যর্থঃ। তদনেন শ্রোত্রাধিষ্ঠানত্বমাকাশস্য শব্দ-

---

(৪১) শ্রোত্রং শব্দগ্রাহকমিন্দ্রিয়মহঙ্কারভবম্। আকাশং ব্যোম। স চ শব্দতন্মাত্রপ্রসূতঃ। তয়োর্যঃ সম্বন্ধঃ আধারাধেয়লক্ষণস্তত্র সংযমাৎ দিব্যমলৌকিকং শ্রোত্রং জায়তে। তেষাং শ্রোত্রেন্দ্রিয়মলৌকিকশব্দগ্রহণক্ষমং ভবতীত্যর্থঃ।

তদাকাশস্য লিঙ্গং, অনাবরণং চোক্তম্। তথাঽমূর্ত্তস্যানাবরণদর্শনাদ্বিভুত্বমপি প্রখ্যাতমাকাশস্য, শব্দগ্রহণমনুমিতং শ্রোত্রং, বধিরাবধিরয়োরেকঃ শব্দং গৃহ্ণাত্যপরো ন গৃহ্ণাতীতি তস্মাচ্ছ্রোত্রমেব শব্দবিষয়ম্। শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধে কৃতসংযমস্য যোগিনো দিব্যং শ্রোত্রং প্রবর্ত্ততে ॥ ৪১ ॥

গুণত্বং চ দর্শিতমিতি। তচ্চ—একদেশশ্রুতিত্বমাকাশস্য লিঙ্গম্। সাহ্যেকজাতীয়া শব্দব্যক্তিকা শ্রুতির্যদাশ্রয়া তদেবাকাশশব্দবাচ্যম্। নহীদৃশীং শ্রুতিমন্তরেণ শব্দব্যক্তিঃ, ন চেদৃশী শ্রুতিঃ পৃথিব্যাদিগুণস্তস্য স্বাত্মনি ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকত্বানুপপত্তেরিতি। অনাবরণং চাকাশলিঙ্গম্। যদ্যাকাশং নাভবিষ্যদন্যোন্যং সংপীড়িতানি মূর্ত্তানি ন সূচীভিরপ্যভেৎস্যন্ত, ততশ্চ সর্ব্বৈরেব সর্ব্বমাবৃতং স্যাদ্। ন চ মূর্ত্তদ্রব্যাভাবমাত্রাদেবানাবরণম্, অস্যাভাবস্য ভাবাশ্রিতত্বেন তদভাবেঽভাবাদ্, ন চ চিতিশক্তিস্তস্যাশ্রয়া ভবিতুমর্হতি। অপরিণামিতয়াবচ্ছেদকত্বাভাবাৎ। ন চ দিক্কালাদয়ঃ পৃথিব্যাদিদ্রব্যব্যতিরিক্তাঃ সন্তি। তস্মাত্তাদৃশঃ পরিণতিভেদো নভস এবেতি সর্ব্বমবদাতম্। অনাবরণে চাকাশলিঙ্গে সিদ্ধে যত্র যত্রানাবরণং তত্র তত্র সর্ব্বত্রাকাশমিতি সর্ব্বগতত্বমপ্যস্য সিদ্ধমিত্যাহ—"তথাঽমূর্ত্তস্য" ইতি। শ্রোত্রসদ্ভাবে প্রমাণমাহ—"শব্দগ্রহণ" ইতি। ক্রিয়া হি করণসাধ্যা দৃষ্টা। যথা ছিদাদির্বাস্যাদিসাধ্যা। তদিহ শব্দগ্রহণক্রিয়য়াপি করণসাধ্যযা ভবিতব্যম্। যচ্চ করণং তচ্চ শ্রোত্রমিতি। অথাস্যাশ্চক্ষুরাদয় এব কস্মাৎ করণং ন ভবন্তীত্যত আহ—"বধিরাবধিরয়োঃ" ইতি। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামবধারণম্। উপলক্ষণং চৈতৎ। ত্বগ্‌বাতয়োশ্চক্ষুস্তেজসো রসনোদকয়োর্নাসিকাপৃথিব্যোঃ সম্বন্ধসংযমাদ্দিব্যত্বগাদ্যপ্যূহনীয়ম্ ॥ ৪১ ॥ সূং—"কায়—গমনম্।"

তাৎপর্য্যার্থ। কর্ণ ও আকাশ,—এই দুয়ের পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে দিব্যশ্রোত্র উৎপন্ন হয়।

শব্দগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের নাম শ্রোত্র। এই ইন্দ্রিয় অহংতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন। ইহার সহিত শব্দতন্মাত্র-জাত আকাশের এক অসাধারণ সম্বন্ধ আছে। আকাশ পদার্থ আধার, এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয় তাহার আধেয়। অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়টী দেহস্থ আকাশতত্ত্বেই অবস্থিত। যোগীরা আকাশের সহিত শ্রোত্রের তাদৃশ সম্বন্ধ শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞাত হইয়া তৎপ্রতি সংযম প্রয়োগ করেন। করিয়া দিব্যশ্রোত্র

লাভ করেন। অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রবণেন্দ্রিয় তখন এত অধিক উৎকৃষ্ট হইয়া দাঁড়ায় যে, তাঁহারা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ সুদূরবর্ত্তী শব্দও শুনিতে পান। এইরূপ, ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত বায়ুর, চক্ষুর সহিত তেজের, রসনার সহিত জল-ভূতের ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত ক্ষিতির যে আধার আধেয় সম্বন্ধ আছে, যোগী তাহা জ্ঞাত হইয়া তদুপরি সংযম প্রয়োগ করত দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক স্পর্শাদিশক্তিও লাভ করেন।

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুতূলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্ ॥৪২॥

ভাষ্যম্। যত্র কায়স্তত্রাকাশং তস্যাবকাশদানাৎকায়স্য। তেন সম্বন্ধঃ প্রাপ্তিঃ। তত্র কৃতসংযমো জিত্বা তৎসম্বন্ধং লঘুষু তূলাদিষ্বাপরমাণুভ্যঃ সমাপত্তিং লব্ধ্বা জিতসম্বন্ধো লঘুঃ, লঘুত্বাচ্চ জলে পাদাভ্যাং বিহরতি। ততস্তূর্ণনাভিতন্তুমাত্রে বিহৃত্য রশ্মিষু বিহরতি। ততো যথেষ্টমাকাশগতিরস্য ভবতীতি ॥ ৪২ ॥

টীকা। কায়াকাশসম্বন্ধসংযমাদ্বা লঘুনি বা তুলাদৌ কৃতসংযমাৎ সমাপত্তিং চেতসস্তৎস্থতদঞ্জনতাং লব্ধেতি। সিদ্ধিক্রমমাহ— "জলে" ইতি ॥৪২॥ অপরমপি-পরশরীরাবেশহেতুং সংযমং ক্লেশকর্ম্মবিপাকক্ষয়হেতুমাহ—সূং—"বহিঃ—ক্ষয়ঃ" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। শরীর ও আকাশ,—এই দুয়ের যে সম্বন্ধ আছে, তৎপ্রতি সংযম প্রয়োগ করিয়া যোগী লঘু অর্থাৎ তুলার ন্যায় অল্পভার হইতে পারেন। তূলভাবাপন্ন অর্থাৎ অল্পভার হইয়া আকাশে যাতায়াত করিতে পারেন।

ভাবিয়া দেখ, যেখানে শরীর, সেইখানেই আকাশ। আকাশ এই ভৌতিক দেহকে অবকাশ অর্থাৎ থাকিবার স্থান দিতেছে। সুতরাং আকাশের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধ কি? না—অবকাশ দান। আকাশ এই দেহকে আপনার সর্ব্বস্থানেই স্থান দিতে পারে, যোগী এতদ্রূপ নিশ্চয় করিয়া উক্ত উভ-

(৪২) যত্র কায়স্তত্রাকাশ ইত্যবকাশদানাৎ কায়স্য তেন সহ সম্বন্ধঃ সংযোগলক্ষণঃ। তত্র সংযমেন হি তৎসম্বন্ধং জিত্বা লঘুনি তুলাদৌ বা সংযমেন সমাপত্তিং সুদৃঢ়াং তন্ময়ীং-ভাবনাং বিধায় প্রাপ্তলঘুভাবো যোগী প্রথমং ভুবি জলাদৌ ক্রমেণোর্ণনাভতন্তুষু পশ্চাদাদিত্য-রশ্মিষু অনন্তরঞ্চ যথেষ্টমাকাশে গচ্ছতীতি তাৎপর্য্যম্।

য়ের (কায়ার ও আকাশের) কথিতপ্রকার সম্বন্ধের প্রতি সংযম প্রয়োগ করেন। ক্রমে উক্ত উভয়ের সম্বন্ধ তাঁহাদের জয় (আপনার ইচ্ছাধীন, হইয়া আইসে। তখন তাঁহারা আপনার শরীরকে তূল প্রভৃতি লঘু পদার্থের ভাবে ভাবিত করেন। অর্থাৎ আপনার শরীরকে তূল অপেক্ষা লঘু, একরূপ অনুধ্যান করেন। ধ্যানবলে বা সমাধিবলে তাঁদের দেহ লঘুভাবাপন্ন হইয়া যায়। তখন তাঁহারা বিনা ক্লেশেই আকাশে গমনাগমন করিতে পারেন। এই আকাশ-গতি অল্পকালে আয়ত্ত হয় না। প্রথমতঃ তাঁহারা পৃথিবীতে জলোপরি ভ্রমণ করিতে শিখেন, অনন্তর ঊর্ণনাভতন্তু (মাকড়সার সুতা) অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধভ্রমণে ব্যাসক্ত হন। পশ্চাৎ তাঁহারা সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধাকাশে সঞ্চরণ করিতে শিখেন। ভাগবত-পুরাণে বর্ণিত আছে, শুকদেব গোস্বামী সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করত সর্ব্বজনসমক্ষে সূর্য্যমণ্ডলপ্রবেশ করিয়াছিলেন।

বহিরকল্পিতা বৃত্তির্মহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

ভাষ্যম্। শরীরাদ্বহির্মনসো বৃত্তিলাভো বিদেহা নাম ধারণা, সা যদি শরীরপ্রতিষ্ঠস্য মনসো বহির্বৃত্তিমাত্রেণ ভবতি সা কল্পিতেত্যুচ্যতে, যা তু শরীরনিরপেক্ষা বহির্ভূতস্যৈব মনসো বহির্বৃত্তিঃ সা খল্বকল্পিতা, তত্র কল্পিতয়া সাধয়ন্ত্যকল্পিতাং মহাবিদেহামিতি, যয়া পরশরীরাণ্যাবিশন্তি যোগিনঃ, ততশ্চ ধারণাতঃ প্রকাশাত্মনো

টীকা। বিদেহামাহ "শরীরাদ্" ইতি। অকল্পিতায়া মহাবিদেহায়া য উপায়স্তৎপ্রদর্শনায় কল্পিতাং বিদেহামাহ—"সা যদি" ইতি। বৃত্তিমাত্রং কল্পনা জ্ঞানমাত্রং তেন। মহাবিদেহামাহ—"যা তু" ইতি। উপায়োপেয়তে কল্পিতা-কল্পিতয়োরাহ—"তত্র"ইতি। কিং পরশরীরাবেশমাত্রমিত্যো নেত্যাহ—"ততশ্চ ইতি। ততো ধারণাতো—মহাবিদেহায়া মনঃপ্রবৃত্তেঃ সিদ্ধেঃ ক্লেশশ্চ কর্ম্ম চ তাভ্যাং বিপাকত্রয়ং জাত্যায়ুর্ভোগাস্তদেতদ্রজস্তমোমূলম্, বিগলিতরজস্তমসঃ সত্ত্বমাত্রাদ্ বিবেকখ্যাতিমাত্রসমুৎপাদাৎ তদেতদ্বিপাকত্রয়ং রজস্তমোমূলতয়া

---

(৪৩) মনো মে শরীরাদ্বহিরস্ত্বিতি কল্পনয়া মনসো যা দেহাদ্বহির্বৃত্তিলাভো জায়তে সা কল্পিতবিদেহাখ্যা ধারণা। তয়া চ দেহেঽহম্ভাবে ত্যক্তে সতি স্বতএব বহির্বৃত্তির্ভাতে। সেয়মকল্পিতা মহাবিদেহাখ্যা ধারণা। তস্যাং সংযমাৎ সাত্ত্বিকস্য চিত্তস্য যঃ প্রকাশঃ আলোক-প্রসরঃ তস্য যদাবরণং ক্লেশকর্ম্মাদিলক্ষণং তস্য ক্ষয়ো বিনাশো ভবতি, সর্ব্বং চিত্তমলং ক্ষীয়তে। ততঃ সর্ব্বজ্ঞত্বলাভ ইতি সংক্ষেপঃ।

বুদ্ধিসত্ত্বস্য যদাবরণং ক্লেশকর্ম্মবিপাকত্রয়ং রজস্তমোমূলং তস্য চ ক্ষয়ো ভবতি ॥ ৪৩ ॥

তদাত্মকং সদ্ বুদ্ধিসত্ত্বমাবৃণোতি। তৎক্ষয়াচ্চ নিরাবরণং যোগিচিত্তং যথেচ্ছং বিহরতি বিজানাতি চেতি ॥ ৪৩ ॥ "স্থূল—জয়ঃ" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। বহির্বস্তুতে অকল্পিত মনোবৃত্তির নাম "মহাবিদেহ"। সেই মহাবিদেহনামক ধারণাবিশেষে সংযমী হইলে প্রকাশ-শক্তির যে আবরণ—তাহা ক্ষয় হইয়া যায়। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপ—

শরীরে অহংজ্ঞান নাই, অথচ চিত্ত বহির্বস্তুতে নিমগ্ন, এতদ্রূপ চিত্তাবস্থার নাম মহাবিদেহ। এতদ্রূপ চিত্তাবস্থা উত্থাপিত করিয়া তদুপরি সংযম প্রয়োগ করিলে, ক্রমে প্রকাশের আবরণ অর্থাৎ স্বচ্ছ ও সর্ব্বব্যাপক জ্ঞানশক্তির প্রতিবন্ধক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, সাধক যখন ধ্যান ধারণাদির অভ্যাস করেন, তখন তাঁহারা দৃঢ়তর-সঙ্কল্প ধারণ-পূর্ব্বক "দেহের প্রতি আমার যে অহংজ্ঞান আছে তাহা দূর হউক, এবং আমার চিত্ত বহির্বস্তুতেই বিরাজিত থাকুক" বার বার এতদ্রূপ কল্পনা বা চিন্তা করিতে থাকেন। সেই চিন্তা প্রবল হইলে তাঁহাদের চিত্ত বহির্বস্তুতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারই শাস্ত্রীয় নাম "কল্পিতবিদেহ।" ক্রমে যখন দেহের প্রতি অহংবৃত্তির অভাব হইয়া পড়ে, তখন তাঁহাদের চিত্ত আপনা আপনিই ধ্যেয়মাত্র বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদৃশ চিত্তের নাম "অকল্পিত মহাবিদেহ"। এই অকল্পিত মহাবিদেহ নামক মানস-স্ফূর্ত্তির উপর বা তন্নামক ধারণার উপর সংযম প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকাশক চিত্তের যে আবরণ (আচ্ছাদন=যাহা থাকায় চিত্ত অল্পজ্ঞ অর্থাৎ সকল সময়ে সকল বস্তু প্রকাশ করিতে পারে না) আছে, তাহা বিদূরিত হয়। সুতরাং যোগী তখন সমস্তই জানিতে পারেন।

স্থূলস্বরূপসূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদ্ভূতজয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

---

(৪৪) স্থূলঞ্চ স্বরূপঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চান্বয়শ্চার্থবত্ত্বঞ্চেতি দ্বন্দ্বঃ, তেষু সংযমাদ্ভূতজয়ঃ স্যাৎ। ইদমত্র তাৎপর্য্যম্—পৃথিব্যাদীনাং ভূতানাং স্থূলত্বাদীনি পঞ্চধা রূপাণ্যবস্থাবিশেষরূপা ধর্ম্মাঃ সন্তি। তত্র তাবৎ ভূতানাং পরিদৃশ্যমানং গন্ধাদ্যাধারতয়াঽবস্থিতং বিশিষ্টাকারবদ্বা রূপং স্থূলম্। স্বরূপঞ্চৈষাং যথাক্রমং কাঠিন্যস্নেহৌষ্ণ্যপ্রেরণসর্ব্বগামিত্বলক্ষণম্। তৃতীয়মেষাং রূপং যৎ কারণত্বেনাবস্থিতত্বম্। যথা পরমাণবস্তন্মাত্রাণি চ। চতুর্থমেষাং রূপমন্বয়ঃ। প্রকাশপ্রবৃত্তিস্থিতিরূপতয়া সর্ব্বত্রৈবান্বেতীত্যন্বয়ো গুণবত্ত্বম্। পঞ্চমমেষাং রূপমর্থবত্ত্বম্। ভোগাপবর্গপ্রদানসামর্থ্যমিতি যাবৎ। এতেষু ভূতানাং কার্য্যস্বরূপহেতুষু পঞ্চসু রূপেষু স্থূলাদিক্রমেণ সংযমাৎ সংযমেন হি তত্তদ্রূপসাক্ষাৎকরণাৎ ভূতানি যোগিসঙ্কল্পানুসারীণি ভবন্তি বৎসানুসারিণ্য ইব গাবঃ।

ভাষ্যম্। তত্র পার্থিবাদ্যাঃ শব্দাদয়ো বিশেষাঃ সহাকারাদিভির্ধর্ম্মৈঃ স্থূলশব্দেন পরিভাষিতাঃ, এতদ্ ভূতানাং প্রথমং রূপম্। দ্বিতীয়ং রূপং স্বসামান্যং, মূর্ত্তির্ভূমিঃ, স্নেহো জলং, বহ্নিরুষ্ণতা, বায়ুঃ প্রণামী, সর্ব্বতো গতিরাকাশঃ ইতি, এতৎ স্বরূপশব্দেনোচ্যতে, অস্য সামান্যস্য

টীকা। স্থূলং চ স্বরূপং চ সূক্ষ্মং চান্বয়শ্চার্থবত্ত্বং চেতি স্থূলস্বরূপসূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্বানি, তেষু সংযমাত্তজ্জয়ঃ। স্থূলমাহ—"তত্র"ইতি। পার্থিবাঃ পাথসীয়াস্তৈজসা বায়বীয়া আকাশীয়া শব্দস্পর্শ-রূপ-রস গন্ধা যথাসম্ভবং বিশেষাঃ ষড়্জগান্ধারাদয়ঃ শীতোষ্ণাদয়ো নীলপীতাদয়ঃ কষায়মধুরাদয়ঃ সুরভ্যাদয়ঃ। এতে হি নামরূপ প্রয়োজনৈঃ পরস্পরতো ভিদ্যন্ত ইতি বিশেষাঃ। এতেষাং পঞ্চ পৃথিব্যাং, গন্ধবর্জ্জং চত্বারোঽপ্সু, গন্ধরসবর্জ্জং ত্রয়স্তেজসি, গন্ধরসরূপবর্জ্জং দ্বৌ নভস্বতি, শব্দ এবাকাশে। ত এত ঈদৃশা বিশেষাঃ সহাকারাদিভির্ধর্ম্মৈঃ স্থূলশব্দেন পরিভাষিতাঃ শাস্ত্রে। তত্রাপি পার্থিবাস্তাবৎ ধর্ম্মাঃ—"আকারো গৌরবং রৌক্ষ্যং বরণং স্থৈর্য্যমেবচ। বৃত্তির্ভেদঃ ক্ষমা কার্শ্যং কাঠিন্যং সর্ব্বভোগ্যতা"। অপাং ধর্ম্মাঃ—"স্নেহঃ সৌক্ষ্ম্যং প্রভা শৌক্ল্যং মার্দ্দবং গৌরবং চ যৎ। শৈত্যং রক্ষা পবিত্রত্বং সন্ধানং চৌদকা গুণাঃ"। তৈজসা ধর্ম্মাঃ—"ঊর্দ্ধভাক্ পাবকং দগ্ধৃ পাচকং লঘু ভাস্বরম্। প্রধ্বংস্যোজস্বি বৈ তেজঃ পূর্ব্বাভ্যাং ভিন্নলক্ষণম্"। বায়বীয়াধর্ম্মাঃ—"তির্য্যগ্‌যানং পবিত্রত্বমাক্ষেপো নোদনং বলম্। চলমচ্ছায়তা রৌক্ষ্যং বায়োর্ধর্ম্মাঃ পৃথগ্‌বিধাঃ"। আকাশীয়াধর্ম্মাঃ—"সর্ব্বতো গতিরব্যূহো বিষ্টম্ভশ্চেতি চ ত্রয়ঃ। আকাশধর্ম্মা ব্যাখ্যাতাঃ পূর্ব্বধর্ম্মবিলক্ষণাঃ" ইতি। ত এত আকারপ্রভৃতয়ো ধর্ম্মাস্তৈঃ সহেতি। আকারশ্চ সামান্যবিশেষো গোত্বাদিঃ। দ্বিতীয়ং রূপমাহ—"দ্বিতীয়ং রূপং স্বসামান্যম্" ইতি। মূর্ত্তিঃ—সাংসিদ্ধিকং কাঠিন্যং স্নেহো জলং মজ্জাপুষ্টিবলাধানহেতুঃ, বহ্নিরুষ্ণতা—ঔদর্য্যে সৌর্য্যে ভৌমে চ সর্ব্বত্রৈব তৈজসি সমবেতোষ্ণতেতি। সর্ব্বং চৈতদ্ ধর্ম্মধর্ম্মিণোরভেদবিবক্ষয়াভিধানম্। বায়ুঃ প্রণামী—বহনশীলঃ। তদাহ—"চলনেন তৃণাদীনাং শরীরস্থাটনেন চ। সর্ব্বগং বায়ুসামান্যং নামিত্বমনুমীয়তে"। সর্ব্বতো গতিরাকাশঃ, সর্ব্বত্র শব্দোপলব্ধিদর্শনাৎ। শ্রোত্রাশ্রয়াকাশগুণেন হি শব্দেন পার্থিবাদিশব্দোপলব্ধিরিত্যুপপাদিতমধস্তাৎ। এতৎস্বরূপশব্দেনোক্তম্। অস্যৈব—মূর্ত্ত্যাদিসামান্যস্য শব্দাদয়ঃ ষড়্জাদয় উষ্ণত্বাদয়ঃ শুক্লত্বাদয়ঃ কষায়ত্বাদয়ঃ সুরভিত্বাদয়ো মূর্ত্ত্যাদীনাং সামা-

শব্দাদয়ো বিশেষাঃ। তথা চোক্তং“একজাতিসমন্বিতানামেষাং ধর্ম্মমাত্র-ব্যাবৃত্তিঃ”ইতি। সামান্যবিশেষ-সমুদায়োঽত্র দ্রব্যম্,দ্বিষ্ঠো হি সমূহঃ প্রত্যস্তমিতভেদাবয়বানুগতঃ শরীরং বৃক্ষো যূথং বনমিতি। শব্দেনো-পাত্তভেদাবয়বানুগতঃ সমূহঃ, উভয়ে দেবমনুষ্যাঃ, সমূহস্য দেবা একো ভাগো মনুষ্যা দ্বিতীয়ো ভাগঃ তাভ্যামেবাভিধীয়তে সমূহঃ, স চ

ণ্যানাং ভেদাঃ। সামান্যান্যপি মূর্ত্ত্যাদীনি জম্বীরপনসামলকফলাদীনি রসাদিভেদাৎ পরস্পরং ব্যবর্ত্তন্তে। তেনৈতেষামেতে রসাদয়ো বিশেষাঃ। তথাচোক্তম্। এক-জাতিসমন্বিতানাং—প্রত্যেকং পৃথিব্যাদীনামেকৈকয়া জাত্যা—মূর্ত্তিস্নেহাদিনা, সমন্বিতানামেষাং ষড্জাদিধর্ম্মমাত্রব্যাবৃত্তিরিতি। তদেবং সামান্যং মূর্ত্ত্যাদ্যুক্তং বিশেষাশ্চ শব্দাদয় উক্তাঃ। যে চাহুঃ, সামান্যবিশেষাশ্রয়ো দ্রব্যমিতি তান্ প্রত্যাহ “সামান্য” ইতি। সামান্যবিশেষসমুদায়োত্র দর্শনে দ্রব্যম্। যেঽপি তদাশ্রযো দ্রব্যমাস্থিষত তৈরপি তৎসমুদাযোঽনুভূয়মানো নাপহ্নোতব্যঃ। ন চ তদপহ্নবে তয়োরাধারো দ্রব্যমিতি ভবতি। তস্মাত্তদেবাস্তু দ্রব্যং, নতু তাভ্যাং তৎসমুদায়াচ্চ তদাধারমপরং দ্রব্যমুপলভামহে। গ্রাবভ্যো গ্রাবসমুদায়াদিব চ তদাধারমপরং পৃথগ্‌বিধং শিখরং সমূহো দ্রব্যমিত্যুক্তম্। তত্র সমূহমাত্রং দ্রব্য-মিতি ভ্রমাপনুত্তয়ে সমূহবিশেষো দ্রব্যমিতি নির্দ্ধারয়িতুং সমূহপ্রকারানাহ— “দ্বিষ্ঠো হি” ইতি। যস্মাদেবং তস্মান্ন সমূহমাত্রং দ্রব্যমিত্যর্থঃ। দ্বাভ্যাং প্রকারাভ্যাং তিষ্ঠতীতি দ্বিষ্ঠঃ। একংপ্রকারমাহ—“প্রত্যস্তমিত” ইতি। প্রত্যস্তমিতো ভেদো যেষামবয়বানাং তে তথোক্তাঃ, প্রত্যস্তমিতভেদা অবয়বা যস্য স তথোক্তঃ। এত-দুক্তং ভবতি। শরীরবৃক্ষযূথবনশব্দেভ্যঃ সমূহঃ প্রতীয়মানোঽপ্রতীতাবয়বভেদস্তদ্-বাচকশব্দাপ্রয়োগাৎ সমূহ একোঽবগম্যত ইতি। যুতাযুতসিদ্ধাবয়বত্বেন চেতনা-চেতনত্বেন চোদাহরণচতুষ্টয়ম্। যুতাযুতসিদ্ধাবয়বত্বং চাগ্রে বক্ষ্যতে। দ্বিতীয়ং প্রকারমাহ—“শব্দেনোপাত্তভেদাবয়বানুগতঃ সমূহ উভয়ে দেবমনুষ্যা”ইতি। দেব-মনুষ্যা ইতি হি শব্দেনোভয়শব্দবাচ্যস্য সমূহস্য ভাগৌ ভিন্নাবুপাত্তৌ। ননূভয়-শব্দাত্তদবয়বভেদো ন প্রতীয়তে, তৎকথমুপাত্তভেদাবয়বানুগত ইত্যত আহ— “তাভ্যাম্” ইতি। তাভ্যাং ভাগাভ্যামেব চ সমূহোঽভিধীয়তে। উভয়শব্দেন ভাগদ্বয়বাচিশব্দসহিতেন সমূহো বাচ্যঃ। বাক্যস্য বাক্যার্থবাচকত্বাদিতি ভাবঃ। পুনর্দ্বৈবিধ্যমাহ—“স চ” ইতি। ভেদেন চাভেদেন চ বিবক্ষিতঃ। ভেদবিব-

ভেদাভেদবিবক্ষিতঃ, আম্রাণাং বনং ব্রাহ্মণানাং সঙ্ঘঃ, আম্রবনং ব্রাহ্মণ সঙ্ঘঃ ইতি, স পুনর্দ্বিবিধো যুতসিদ্ধাবয়বোঽযুতসিদ্ধাবয়বশ্চ, যুতসিদ্ধাবয়বঃ সমূহো বনং সঙ্ঘ ইতি, অযুতসিদ্ধাবয়বঃ সঙ্ঘাতঃ শরীরং বৃক্ষঃ পরমাণুরিতি। অযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমূহো দ্রব্যমিতি পতঞ্জলিঃ, এতৎ স্বরূপমিত্যুক্তম্। অথ কিমেষাং সূক্ষ্মরূপং, তন্মাত্রং ভূতকারণং, তস্যৈকোঽবয়বঃ পরমাণুঃ সামান্যবিশেষাত্মাঽযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমুদায় ইতি, এবং সর্ব্বতন্মাত্রাণি, এতৎ তৃতীয়ম্। অথ ভূতানাং চতুর্থং রূপং খ্যাতি-ক্রিয়া-স্থিতিশীলা গুণাঃ কার্য্যস্বভাবানুপাতিনোঽন্বয়শব্দেনোক্তাঃ। অথৈষাং পঞ্চমং রূপমর্থবত্ত্বম্, ভোগাপবর্গার্থতা গুণেষ্বন্বয়িনী, গুণাস্তন্মাত্র-ভূতভৌতিকেষ্বিতি সর্ব্বমর্থবৎ। তেষ্বিদানীং ভূতেষু পঞ্চসু পঞ্চরূপেষু সংযমাত্তস্য তস্য রূপস্য স্বরূপদর্শনং জয়শ্চ প্রাদুর্ভবতি, তত্র

ক্ষিতমাহ—"আম্রাণাং বনং ব্রাহ্মণানাং সঙ্ঘঃ" ইতি। ভেদ এব ষষ্ঠী শ্রুতেঃ, যথা গর্গাণাং গৌরিতি। অভেদবিবক্ষিতমাহ—"আম্রবনং ব্রাহ্মণসঙ্ঘঃ" ইতি। আম্রাশ্চ তে বনং চেতি, সমূহসমূহিনোরভেদং বিবক্ষিত্বা সামানাধিকরণ্যমিত্যর্থঃ। বিধান্তরমাহ—"স পুনর্দ্বিবিধঃ"ইতি। যুতসিদ্ধাবয়বঃ সমূহঃ যুতসিদ্ধাঃ—পৃথক্সিদ্ধাঃ সান্তরালা অবয়বা যস্য স তথোক্তঃ, যূথং বনমিতি সান্তরালা হি তদবয়বা বৃক্ষাশ্চ গাবশ্চ। অযুতসিদ্ধাবয়বশ্চ সমূহো বৃক্ষো গৌঃ পরমাণুরিতি, নিরন্তরা হি তদবয়বাঃ সামান্যবিশেষাঃ বা সাস্নাদয়ো বেতি। তদেতেষু সমূহেষু দ্রব্যভূতং সমূহং নির্দ্ধারয়তি—"অযুতসিদ্ধ" ইতি। তদেবং প্রাসঙ্গিকং দ্রব্যং ব্যুৎপাদ্য প্রকৃতমুপসংহরতি" এতৎ স্বরূপমিত্যুক্তম্" ইতি। তৃতীয়ং রূপং বিবক্ষুঃ পৃচ্ছতি "অথ" ইতি। উত্তরমাহ—"তন্মাত্রম্" ইতি। তস্যৈকোঽবয়বঃ—পরিণামভেদঃ পরমাণুঃ, সামান্যং—মূর্ত্তিঃ শব্দাদয়ো বিশেষাঃ তদাত্মা, অযুতসিদ্ধা—নিরন্তরা যেঽবয়বাঃ সামান্যবিশেষাস্তদ্ভেদেষ্বনুগতঃ সমুদায়ঃ। যথা চ পরমাণুঃ সূক্ষ্মং রূপং এবং সর্ব্বতন্মাত্রাণি সূক্ষ্মং রূপমিতি। উপসংহরতি "এতদ্" ইতি। অথ ভূতানাং চতুর্থং রূপং খ্যাতিক্রিয়াস্থিতিশীলা গুণাঃ কার্য্যস্বভাবানুপাতিনঃ"—কার্য্যস্বভাবমনুপতিতুমনুগন্তুং শীলং যেষাং তে তথোক্তাঃ। অত এবান্বয়শব্দেন উক্তাঃ অথৈষাং পঞ্চমং রূপমর্থবত্ত্বম্—অর্থবত্ত্বং বিবৃণোতি—"ভোগ" ইতি। নন্বেবমপি সন্তু গুণা

পঞ্চ ভূতস্বরূপাণি জিত্বা ভূতজয়ী ভবতি, তজ্জয়াৎ বৎসানুসারিণ্য ইব গাবোঽস্য সঙ্কল্পানুবিধায়িন্যো ভূতপ্রকৃতয়ো ভবন্তি ॥ ৪৪ ॥

অর্থবত্ত্বঃ, তৎকার্য্যাণাং তু কুতোঽর্থবত্ত্বমিত্যত আহ—"গুণাঃ"ইতি। ভৌতিকা—গোঘটাদয়ঃ। তদেবং সংযমবিষয়মুক্ত্বা সংযমং তৎফলং চাহ "তেষু" ইতি। ভূত-প্রকৃতয়ঃ ভূতস্বভাবাঃ ॥ ৪৪ ॥ সংকল্পানুবিধানে ভূতানাং কিং যোগিনঃ সিধ্যতী-ত্যত আহ—সূং "ততোঽণিমাদি—শ্চ" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। প্রত্যেক ভূতের স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয়িত্ব ও অর্থবত্ত্ব, এই পঞ্চবিধ রূপ বা অবস্থাবিশেষ আছে। তৎপ্রতি সংযমী হইলে ভূতজয় অর্থাৎ মহাভূত সকল বশীভূত হয়।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পাঁচপ্রকার মহাভূত। ইহাদের বিশেষ বিশেষ অবস্থা বা বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মবৈলক্ষণ্য (অবস্থানুযায়ী প্রভেদ) আছে। তদনুসারে উহাদের পৃথক্ পৃথক্ নামও আছে; স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয়িত্ব ও অর্থবত্ত্ব। অবস্থাদ্যোতক এই সকল নামের তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—

১ম, স্থূলাবস্থা বা স্থূলরূপ। ভূতগণের বর্ত্তমান বা পরিদৃশ্যমান অবস্থা—যাহা এক্ষণে স্থূলতম বা পরিপুষ্টশব্দাদিগুণের আধার হইয়াছে—তাহাই তাহাদের স্থূলরূপ। দৃশ্যমান পৃথিবী, দৃশ্যমান জল, দৃশ্যমান তেজ, দৃশ্যমান বায়ু, দৃশ্যমান আকাশ—এ সমস্তই স্থূলাবস্থা বা স্থূলরূপ।

২য়, স্বরূপাবস্থা। পৃথিবী কঠিন বা কর্কশ, জল স্নিগ্ধ ও শীতল, তেজ উষ্ণ, বায়ু বহনশীল, ব্যোম সর্ব্বগত। পৃথিবীভূত স্বতঃসিদ্ধ কঠিন। জলভূত স্বতঃসিদ্ধ স্নিগ্ধ। ইহা শরীরসম্বন্ধীয় মজ্জা-পুষ্টি ও বলাধানের কারণ। তেজ স্বতঃসিদ্ধ উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ। ইহা দেহে, জঠরে, সূর্য্যে ও পৃথিবীতে সমবেত বা তত্তদ্ভাবে আছে। এই সকল ভাব বা এই সকল অবস্থা পৃথিবীর জলের ও তেজোভূতের স্বরূপ বলিয়া জানিবে। এইরূপ বায়ু ও ব্যোমভূতেরও গুণভাব লইয়া স্বরূপাবস্থা নির্ণয় করিবে।

৩য়, সূক্ষ্মরূপ বা সূক্ষ্মাবস্থা। ভূতের সূক্ষ্মরূপ পরমাণু ও তন্মাত্রা।

৪র্থ, অন্বয়িত্ব। প্রত্যেক ভূতই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনামক গুণের দ্বারা পরি-ব্যাপ্ত। কেননা, সকল ভূতেই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়।

অর্থাৎ সকল ভূতই প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও স্থিতি,—এই তিন ধর্ম্মে অন্বিত। ভূতের এতদ্রূপ অবস্থাটী ইহশাস্ত্রে অন্বয় নামে অভিহিত হয়।

৫ম, অর্থবত্ত্ব। ভোগপ্রদানসামর্থ্যের নাম অর্থবত্ত্ব। পৃথিব্যাদিভূতগণ তাদৃশ সামর্থ্যের (শক্তির) দ্বারা ভোগ (সুখদুঃখাদি) জন্মাইতেছে। এই ভোগসামর্থ্য থাকাই অর্থবত্ত্ব। সংযম দ্বারা উক্ত পঞ্চবিধ রূপ জয় (সাক্ষাৎকার) করিতে পারিলে ভূতগণ ইচ্ছানুগামী (আজ্ঞাকারী) হয়। পরন্তু উক্ত পঞ্চবিধ রূপ একবারে অর্থাৎ যুগপৎ জয় করা যায় না। প্রথমে স্থূল রূপ জয় করিতে হয়, অনন্তর সোপানারোহণ-ন্যায়ে যথাক্রমে স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব রূপ প্রত্যক্ষ করিতে হয়। এবংবিধ ভূতজয়ী যোগীরা না করিতে পারেন, এমন কার্য্যই নাই। আমরা যোগী নহি, ভূতের কোনও একটী রূপ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নহি, সেই কারণে আমরা নূতন ভৌতিক কার্য্য জন্মাইতে পারি না। ইচ্ছা প্রয়োগ করিতেও পারি না। করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারি না। কিন্তু যাঁহারা ভূতজয়ী যোগী, তাঁহারা সংযমের দ্বারা ভূতের উক্তবিধ পাঁচ অবস্থা (five states) জ্ঞাত আছেন, এবং তাঁহারা অস্মদাদির জ্ঞানাতীত কার্য্য করিতে সক্ষম। ভূত জয় হইলে, ভূতের পঞ্চবিধ রূপ প্রত্যক্ষ গোচর হইলে কি হয়? তাহা শুন—

ততোঽণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ ॥ ৪৫ ॥

(৪৫) ততঃ ভূতজয়াৎ। অত্রায়ং বিভাগঃ—স্থূলসংযমজয়াদণিমা লঘিমা মহিমা প্রাপ্তিশ্চেতি চতস্রঃ সিদ্ধয়ো ভবন্তি। স্বরূপসংযমজয়াৎ প্রাকাম্যম্। সূক্ষ্মসংযমজয়াৎ বশিত্বম্। অন্বয়সংযমজয়াৎ ঈশিত্বম্। অর্থবত্ত্বসংযমজয়াৎ যত্র কামাবসায়িত্বম্। মহানপি ভবত্যণুরিত্যণিমা। মহানপি লঘুর্ভূত্বা তূল ইবাকাশে বিহরতীতি লঘিমা। অল্পোঽপি নাগনগগগনপরিমাণো ভবতীতি মহিমা (গরিমা ইতি বা)। ইচ্ছামাত্রেণ সর্ব্বে ভাবাঃ সন্নিহিতা ভবন্তীতি প্রাপ্তিঃ। যথা ভূমিষ্ঠ এবাঙ্গুল্যগ্রেণ স্পৃশতি চন্দ্রমসম্। ইচ্ছানভিঘাতঃ প্রাকাম্যম্। নাস্য ভূতস্বরূপৈর্মূর্ত্ত্যাদিভিরিচ্ছা বিহন্যতে। ভূমাবুন্মজ্জতি চ যথোদকে। ভূতানি ভৌতিকানি চ বশীভূতানি ভবন্তীতি বশিত্বম্। তে যানি যথা ব্যবস্থাপয়ন্তি তানি তথৈবাবতিষ্ঠন্ত ইত্যর্থঃ। ভূতানামুৎপত্তিবিনাশব্যূহানামীষ্টে নিয়ময়তীতীশিত্বম্। যস্মিন্ বিষয়েঽস্য কাম ইচ্ছা জায়তে তস্মিন্নেবাস্যাবসায়ো ভবতীতি সত্যসঙ্কল্পতা এব যত্র কামাবসায়িত্বম্। বিজিতার্থবত্ত্বো যোগী যৎ যদর্থতয়া সঙ্কল্পয়তি তৎ তস্য তস্মৈ প্রয়োজনায় কল্পতে। যথা বিষমপ্যমৃতকার্য্যে সঙ্কল্প্য ভোজয়ন্ জীবয়তীতি। এতাশ্চাষ্টাবৈশ্বর্য্যাণি কায়সম্পচ্চ তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ ভবতি। কায়স্য যে ধর্ম্মা রূপাদয়স্তেষামনভিঘাতোঽনাশো ভবতি। নাস্য রূপমগ্নির্দহতীত্যাদি যথাযথমূহনীয়ম্।

ভাষ্যম্। তত্রাণিমা ভবত্যণুঃ, লঘিমা লঘুর্ভবতি, মহিমা মহান্ ভবতি, প্রাপ্তিঃ অঙ্গুল্যগ্রেণাপি স্পৃশতি চন্দ্রমসং, প্রাকাম্যং ইচ্ছানভিঘাতঃ, ভূমাবুন্মজ্জতি নিমজ্জতি যথোদকে, বশিত্বং ভূতভৌতিকেষু বশীভবতি অবশ্যশ্চান্যেষাং, ঈশিতৃত্বং তেষাম্প্রভবাপ্যয়ব্যূহানামীষ্টে, যত্র কামাবসায়িত্বং সত্যসঙ্কল্পতা, যথা সঙ্কল্পস্তথা ভূতপ্রকৃতীনামবস্থানং, ন চ শক্তোঽপি পদার্থবিপর্য্যাসং করোতি, কস্মাৎ, অন্যস্য যত্র কামাবসায়িনঃ পূর্ব্বসিদ্ধস্য তথা ভূতেষু সঙ্কল্পাদিতি, এতান্যষ্টাবৈশ্বর্য্যাণি। কায়সম্পৎ বক্ষ্যমাণা। তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ পৃথ্বী মূর্ত্ত্যা ন নিরুণদ্ধি যোগিনঃ শরীরাদিক্রিয়াং, শিলামপ্যনুপ্রবিশতীতি, নাপঃ স্নিগ্ধাঃ

টীকা। স্থূলসংযমজয়াচ্চতস্রঃ সিদ্ধয়ো ভবন্তীত্যাহ—"তত্র" ইতি। অণিমা—মহানপি ভবত্যণুঃ লঘিমা—মহানপি লঘুর্ভূত্বেষীকাতূল ইবাকাশে বিহরতি, মহিমা—অল্পোঽপি নাগনগনগরপরিমাণো ভবতি, প্রাপ্তিঃ— সর্ব্বে ভাবাঃ সন্নিহিতা ভবন্তি যোগিনঃ। তদ্যথা ভূমিষ্ঠ এবাঙ্গুল্যগ্রেণ স্পৃশতি চন্দ্রমসম্। স্বরূপসংযমবিজয়াৎ সিদ্ধিমাহ"প্রাকাম্যমিচ্ছানভিঘাতঃ" ইতি। নাস্য রূপং ভূতস্বরূপৈমূর্ত্ত্যাদিভিরভিহন্যতে, ভূমাবুন্মজ্জতি নিমজ্জতি চ যথোদকে। সূক্ষ্মবিষয়সংযমজয়াৎ সিদ্ধিমাহ—"বশিত্বম" ইতি। ভূতানি—পৃথিব্যাদীনি, ভৌতিকানি গোঘটাদীনি, তেষু বশী—স্বতন্ত্রো ভবতি। তেষান্ত্ববশ্যঃ, তৎকারণতন্মাত্রপৃথিব্যাদিপরমাণুবশীকারাৎ তৎকার্য্যবশীকারঃ, তেন যানি যথাবস্থাপয়তি তানি তথাবতিষ্ঠন্ত ইত্যর্থঃ। অন্বয়বিষয়সংযমজয়াৎ সিদ্ধিমাহ—"ঈশিতৃত্বম্" ইতি। তেষাং—ভূতভৌতিকানাং বিজিতমূলপ্রকৃতিঃ সন্ যঃ প্রভব — উৎপাদো যশ্চাপ্যয়ো —বিনাশো যশ্চ ব্যূহঃ—যথাবদবস্থাপনং তেষামিষ্টে। অর্থবত্ত্বসংযমাৎ সিদ্ধিমাহ—"যত্র কামাবসায়িত্বং সত্যসংকল্পতা" ইতি। বিজিতগুণার্থবত্ত্বো হি যোগী যদ্ যদর্থতয়া সংকল্পয়তি তৎতস্মৈ প্রয়োজনায় কল্পতে, বিষমপ্যমৃতকার্য্যে সংকল্প্য ভোজয়ন্ জীবয়তীতি। স্যাদেতদ্, যথাশক্তি বিপর্য্যাসং করোত্যেবং পদার্থবিপর্য্যাসমপি কস্মান্ন করোতি, তথা চন্দ্রমসমাদিত্যং কুর্য্যাৎ কুহূং চ সিনীবালীমিত্যত আহ ন চ শক্তোঽপীতি। ন খল্বেতে যত্র কামাবসায়িনস্তত্র ভগবতঃ পরমেশ্বরস্যাজ্ঞামুৎক্রমিতুমুৎসহন্তে। শক্তয়স্তু পদার্থানাং জাতিদেশকালাবস্থাভেদেনানিয়তস্বভাবা ইতি যুজ্যতে তাসু তদিচ্ছানুবিধানমিতি, এতান্যষ্টা-

ক্লেদয়ন্তি, নাগ্নিরুষ্ণো দহতি, ন বায়ুঃ প্রণামী বহতি, অনাবরণাত্মকেঽপ্যাকাশে ভবত্যাবৃতকায়ঃ, সিদ্ধানামপ্যদৃশ্যো ভবতি ॥ ৪৫ ॥

বৈশ্বর্য্যাণি। 'তদ্ধর্ম্মানভিঘাত' ইতি। অণিমাদিপ্রাদুর্ভাব ইত্যনেনৈব তদ্ধর্ম্মানভিঘাতসিদ্ধৌ পুনরুপাদানং কায়সিদ্ধিবদ্ এতৎসূত্রোপবদ্ধসকলবিষয়সংযমফলবত্ত্বজ্ঞাপনায়। সুগমমন্যদ্ ॥ ৪৫ ॥ কায়সম্পদমাহ—সূঃ "রূপ—সম্পদ্" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। ভূত জয় হইলে অণিমা প্রভৃতি অষ্ট মহাসিদ্ধি, কায়সম্পৎ ও কায়িক ধর্ম্মের অনভিঘাত অর্থাৎ অবিনাশ হয়। (অর্থাৎ তিনি কোন ভৌতিক ধর্ম্মের দ্বারা অভিভূত হন না)। ইহার সবিস্তর বর্ণনা এইরূপ—

অণিমা (১), লঘিমা (২), মহিমা (৩), প্রাপ্তি (৪), প্রাকাম্য (৫), বশিত্ব (৬), ঈশিত্ব (৭), এবং যত্রকামাবসায়িত্ব (৮), এই আট মহাসিদ্ধির নাম ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বরের এবংবিধ স্বতঃসিদ্ধ অষ্ট মহাগুণ আছে; সেই সকল গুণ বা তৎসদৃশ গুণ সাধনবলে অন্য আত্মাতেও আবিষ্ট হয়। সেই কারণে ঐ সকল মহাগুণকে ঐশ্বর্য্য নামে উল্লেখ করা হয়। ভূতজয়ী হইলে ঐ সকল মহাগুণ জন্মে। সংযম দ্বারা যদি ভূতের প্রাগুক্ত স্থূলরূপ জয় করা যায়, প্রত্যক্ষগোচর করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা প্রথমোক্ত চতুর্ব্বিধ মহাসিদ্ধি আয়ত্ত করা যায়। অর্থাৎ অণিমা সিদ্ধি, লঘিমা সিদ্ধি, মহিমা সিদ্ধি (মতান্তরে মহিমা শব্দের পরিবর্ত্তে গরিমা শব্দের উল্লেখ আছে) প্রাপ্তিনামক মহাসিদ্ধি উপস্থিত হয়। সংযম দ্বারা যদি প্রাগুক্ত ভূতের স্বরূপ অবস্থা সাক্ষাৎকৃত হয়, তাহা হইলে প্রাকাম্য নামক মহাসিদ্ধি জন্মে। যদি ভূতসমূহের সূক্ষ্মরূপ বিজিত (প্রত্যক্ষীকৃত) হয়, তাহা হইলে বশিত্বনামক মহাসিদ্ধি জন্মে। যদি তাহাদের অন্বয়রূপটী জিত হয়, তবে ঈশিত্ব-সিদ্ধি জন্মে, এবং অর্থবত্ত্বরূপ জয় হইলে তদ্দ্বারা যত্রকামাবসায়িত্বনামক চরম ঐশ্বর্য্য লব্ধ হয়। এক্ষণে অণিমাদি সিদ্ধি কি? তাহা শুন—

১ম, অণিমা। শরীর আয়তনে বা প্রমাণে বৃহৎ হইলেও সংযমবলে অণু অর্থাৎ পরমাণুতুল্য ক্ষুদ্র হইবার শক্তি।

২য়, লঘিমা। গুরুভার হইলেও তুলবৎ লঘু হওয়ার সামর্থ্য।

৩য়, মহিমা। ক্ষুদ্র হইয়াও পর্ব্বতাদি প্রমাণ অর্থাৎ বৃহৎকায় হওয়ার সামর্থ্য ইহাকে কেহ কেহ গরিমা সিদ্ধিও বলেন)।

৪র্থ, প্রাপ্তি। ইচ্ছামাত্রে দূরস্থ বস্তুকে নিকট-লভ্য করার সামর্থ্য।

৫ম, প্রাকাম্য। ইচ্ছাশক্তির অব্যাঘাত অর্থাৎ সফল ইচ্ছা। পর্ব্বতাভ্যস্তরে কি ভূমধ্যে প্রবেশ করিব, এরূপ ইচ্ছা হইলেও তাহা সিদ্ধ করিবার সামর্থ্য।

৬ষ্ঠ, বশিত্ব। যে শক্তি থাকায় যোগীর নিকট ভূত ও ভৌতিক পদার্থ সকল বশীভূত (আজ্ঞাকারী হইয়া) থাকে।

৭ম, ঈশিত্ব। ভৌতিক-পদার্থের প্রতি কর্তৃত্ব করিবার সামর্থ্য। অর্থাৎ যোগীরা ভূতকে ও ভৌতিককে যখন যেরূপ করিতে ও রাখিতে ইচ্ছা করেন, সেইরূপ করিতে ও রাখিতে পারেন।

৮ম, যত্রকামাবসায়িত্ব। অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্পতা। ভূত ও ভৌতিক বস্তুর প্রতি তাঁহারা যখন যে শক্তির উদ্দেশে সঙ্কল্প উৎপাদন করেন—সে সকল বস্তু তখনই তদ্রূপ শক্তিবিশিষ্ট হয়। যোগীরা এতদ্রূপ সত্যসঙ্কল্পতার প্রভাবে বিষকে অমৃতশক্তিসম্পন্ন করিয়া মৃত জীবকে জীবিত করিতে পারেন, অমৃতকেও বিষশক্তিযুক্ত করিয়া জীবিত জীবকে মৃত করিতে পারেন।

এই আট ঐশ্বর্য্য লব্ধ হইলে তৎসঙ্গে আরও দুইটী মহাসিদ্ধি জন্মে। ভূতগুণের দ্বারা তাঁহাদের শারীরিক ক্রিয়ার অপ্রতিবন্ধক এবং উত্তম কায়সম্পৎ। এই দুইটী সিদ্ধি অর্থাৎ কায়সম্পৎ ও কায়িকধর্ম্মের অব্যাঘাত এই দুই সিদ্ধি পূর্ব্বোক্ত অষ্ট মহাসিদ্ধির অনুগামী। কায়সম্পৎ কি, তাহা পরসূত্রে ব্যক্ত হইবে। কায়ধর্ম্মের অপ্রতিবন্ধক কি, তাহা বলিতেছি। শরীরস্থ রূপ, মূর্ত্তি ও অন্যান্য ধর্ম্ম অবিনশ্বর-তুল্য হওয়া। ঐ কথার অর্থ এই যে, অগ্নি তাহার রূপকে ও মূর্ত্তিকে দগ্ধ করিতে পারিবে না, বায়ু তাঁহার শারীরিক রসাদি শোষণ করিতে পারিবে না, জল তাঁহার শরীরকে ক্লিন্ন করিতে অর্থাৎ পচাইতে পারিবে না,—ইত্যাদি।

যোগীদিগের ঐ সকল সিদ্ধি নির্ম্মর্য্যাদ অর্থাৎ অসীম নহে। ঐ সকল ঐশ্বর্য্য তাঁহাদের সীমাবদ্ধ বা সসীম। অর্থাৎ একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। যোগ-বলে তাঁহারা ঈশ্বরসৃষ্ট বস্তুর শক্তি ও গুণাগুণ অন্যথা করিতে পারেন, কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যত্যয় করিতে পারেন না। সূর্য্যকে চন্দ্র করিতেও পারেন না, চন্দ্রকেও সূর্য্য করিতে পারেন না। পারেন কি ?— তাহাদের শক্তি বা ক্রিয়ার সাময়িক বিপর্য্যয় করিতে পারেন। এক্ষণে কায়সম্পৎ বলা যাইতেছে।—

রূপ-লাবণ্য-বল-বজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥ ৪৬ ॥

ভাষ্যম্। দর্শনীয়ঃ কান্তিমান্, অতিশয়বলো বজ্রসংহননশ্চেতি ॥৪৬॥

টীকা। বজ্রস্যেব সংহননম্—অবয়বব্যূহো দৃঢ়ো নিবিড়ো যস্য স তথা তস্য ভাবস্তত্ত্বমিতি ॥৪৬॥ জিতভূতস্য যোগিন ইন্দ্রিয়জয়োপায়মাহ—সূং, "গ্রহণ—জয়ঃ"।

তাৎপর্য্যার্থ। রূপ, লাবণ্য, বল ও বজ্রতুল্য দৃঢ় শরীর ও বেগশীলতা প্রভৃতি শারীরিক গুণবিশেষের নাম কায়সম্পৎ।

গ্রহণস্বরূপাস্মিতান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

ভাষ্যম্। সামান্যবিশেষাত্মা শব্দাদির্গ্রাহ্যঃ তেষ্বিন্দ্রিয়াণাং বৃত্তি গ্রহণম্, ন চ তৎসামান্যমাত্রগ্রহণাকারং, কথমনালোচিতঃ স বিষয়-বিশেষ ইন্দ্রিয়েণ মনসানুব্যবসীয়েতেতি। স্বরূপং পুনঃ প্রকাশাত্মনো

টীকা। গ্রহণং চ স্বরূপং চাস্মিতা চান্বয়শ্চার্থবত্ত্বং চ, তেষু সংযমস্তস্মাদিত্যর্থঃ। গৃহীতির্গ্রহণং, তচ্চ গ্রাহ্যাধীননিরূপণমিতি গ্রাহ্যং দর্শয়তি "সামান্যবিশেষাত্মা" ইতি। গ্রাহ্যমুক্ত্বা গ্রহণমাহ—"তেষু" ইতি—বৃত্তিঃ—আলোচনং, বিষয়াকারা পরিণতিরিতি যাবদ্। যে ত্বাহুঃ সামান্যমাত্রগোচরেন্দ্রিয়বৃত্তিরিতি তান্ প্রত্যাহ— "ন চ" ইতি। গৃহ্যতে ইতি গ্রহণং, সামান্যমাত্রগোচরং গ্রহণম্। বাহ্যেন্দ্রিয়তন্ত্রং হি মনো বাহ্যে প্রবর্ত্ততেঽন্যথা অন্ধবধিরাদ্যভাবপ্রসঙ্গাৎ। তদিহ যদি ন বিশেষ-বিষয়মিন্দ্রিয়ং তেনাসাবনালোচিতো বিশেষ ইতি কথম্ মনসানুব্যবসীয়েত। তস্মাৎ সামান্যবিশেষবিষয়মিন্দ্রিয়ালোচনমিতি। তদেতদ্ গ্রহণমিন্দ্রিয়াণাং প্রথমং রূপম্। দ্বিতীয়ং রূপমাহ—"স্বরূপং পুনঃ" ইতি। অহঙ্কারো হি সত্ত্বভাগেনাত্মীয়েনেন্দ্রিয়াণ্যজীজনদ্, অতো যৎ তত্র করণত্বং সামান্যং যচ্চ নিয়তরূপাদিবিষয়ত্বং বিশেষ-

(৪৬) রূপং চক্ষুঃপ্রিয়ম্। লাবণ্যং সর্ব্বাঙ্গসৌন্দর্য্যম্। বলং বীর্য্যম্। বজ্রস্যেব সংহননমবয়বব্যূহো দৃঢ়ো নিবিড়ো বা যস্য তস্য ভাবো বজ্রসংহননত্বম্। এতানি কায়স্য সম্পৎ গুণাঃ।

(৪৭) ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়াভিমুখী বৃত্তির্গ্রহণম্। এতচ্চ তেষাং প্রথমং রূপম্। প্রকাশকত্বৈকং স্বরূপম্। তচ্চ তেষাং দ্বিতীয়ং রূপম্। অহঙ্কারানুগমোঽস্মিতা। সা চ তেষাং তৃতীয়ং রূপম্। অন্বয়ার্থবত্ত্বে চতুর্থপঞ্চমে ব্যাখ্যাস্যেতে।

বুদ্ধিসত্ত্বস্য সামান্যবিশেষয়োরযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমূহো দ্রব্যমিন্দ্রিয়ম্। তেষাং তৃতীয়ং রূপমস্মিতালক্ষণোঽহঙ্কারঃ, তস্য সামান্যস্যেন্দ্রিয়াণি বিশেষাঃ। চতুর্থং রূপং ব্যবসায়াত্মকাঃ প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলা গুণাঃ, যেষামিন্দ্রিয়াণি সাহঙ্কারাণি পরিণামঃ। পঞ্চমং রূপং গুণেষু যদনুগতং পুরুষার্থবত্ত্বমিতি। পঞ্চস্বেতেষু ইন্দ্রিয়রূপেষু যথাক্রমং সংযমঃ, তত্র তত্র জয়ং কৃত্বা পঞ্চরূপজয়াদিন্দ্রিয়জয়ঃ প্রাদুর্ভবতি যোগিনঃ ॥ ৪৭ ॥

তদুভয়মপি প্রকাশাত্মকমিত্যর্থঃ। 'তেষাং তৃতীয়ং রূপম্' ইতি—অহঙ্কারো হি ইন্দ্রিয়াণাং কারণমিতি যত্রেন্দ্রিয়াণি তত্র তেন ভবিতব্যমিতি সর্ব্বেন্দ্রিয়সাধারণ্যাৎ সামান্যমিন্দ্রিয়াণামিত্যর্থঃ। 'চতুর্থং রূপম্' ইতি। গুণানাং হি দ্বৈরূপ্যং ব্যবসায়াত্মকত্বং, ব্যবসেয়াত্মকত্বং চ। তত্র ব্যবসেয়াত্মকতাং গ্রাহ্যতামাস্থায় পঞ্চতন্মাত্রাণি ভূতভৌতিকানি চ নির্ম্মিমতে, ব্যবসায়াত্মকত্বং তু গ্রহণরূপমাস্থায় সাহঙ্কারাণীন্দ্রিয়াণীত্যর্থঃ। শেষং সুগমম্॥ ৪৭ ॥ পঞ্চরূপেন্দ্রিয়জয়াৎ সিদ্ধীরাহ—সূঃ—"ততো—শ্চ"।

তাৎপর্য্যার্থ। ইন্দ্রিয়দিগেরও গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব—এতন্নামক পাঁচপ্রকার রূপ বা অবস্থা আছে। সংযম দ্বারা সেই সকল রূপ জয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষীকৃত হইলে ইন্দ্রিয়গণও বশীভূত হয়।

কথাগুলির তাৎপর্য্য এই যে, ভূতপঞ্চকের ন্যায় ইন্দ্রিয়পঞ্চকেরও পাঁচপ্রকার অবস্থা বা রূপ (state) আছে। তাহাদেরও ক্রমিক নাম গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যখন রূপাদি পদার্থ প্রকাশের জন্য প্রবৃত্ত থাকে, তখন তাহা তাহাদের 'গ্রহণ'-নামক অবস্থা। ইহাই তাহাদের প্রথম রূপ। তাহারা যখন গ্রাহ্যবস্তুকে প্রকাশ করে, তখন তাহাদের সেই প্রকাশ-ধর্ম্মকে 'স্বরূপ' আখ্যা দেওয়া হয়। তৎসঙ্গে যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার অনুস্যূত থাকে, সেই সাত্ত্বিক অহঙ্কার তাহাদের 'অস্মিতা'-নামক তৃতীয় রূপ। ইন্দ্রিয়গণের মূল কারণ গুণত্রয়, সেই গুণত্রয়যুক্ততাই তাহাদের 'অন্বয়'-নামক চতুর্থ রূপ। ইন্দ্রিয়গণেরও ভোগ-প্রদান-সামর্থ্য আছে, সুতরাং সেই ভোগপ্রদানসামর্থ্যঘটিত রূপটী পঞ্চম ও অর্থবত্ত্ব নামে গণ্য। যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণের এবংবিধ পঞ্চ-রূপে কৃতসংযম হইয়া ইন্দ্রিয়দিগকে জয় অর্থাৎ বশীভূত করিয়া থাকেন।

তেতো মনোজাবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥ ৪৮ ॥

ভাষ্যম্। কায়স্যানুত্তমো গতিলাভো মনোজবিত্বং, বিদেহানামিন্দ্রিয়াণামভিপ্রেতদেশকালবিষয়াপেক্ষো বৃত্তিলাভো বিকরণভাবঃ, সর্ব্বপ্রকৃতিবিকারবশিত্বং প্রধানজয় ইতি, এতাস্তিস্রঃ সিদ্ধয়ো মধুপ্রতীকা উচ্যন্তে, এতাশ্চ করণপঞ্চরূপজয়াদধিগম্যন্তে ॥ ৪৮ ॥

টীকা। বিদেহানামিন্দ্রিয়াণাং করণভাবো বিকরণ ভাবঃ। দেশঃ—কাশ্মীরাদিঃ, কালঃ—অতীতাদিঃ, বিষয়ঃ—সূক্ষ্মাদিঃ। সান্বয়েন্দ্রিয়জয়াৎ সর্ব্বপ্রকৃতিবিকারবশিত্বং প্রধানজয়ঃ। তা এতাঃ সিদ্ধয়ো মধুপ্রতীকা ইত্যুচ্যন্তে যোগশাস্ত্রনিষ্ণাতৈঃ। স্যাদেতদ্, ইন্দ্রিয়জয়াদিন্দ্রিয়াণি সবিষয়াণি বশ্যানি ভবন্তু, প্রধানাদীনাং তৎকারণানাং কিমায়াতমিত্যত আহ—"এতাশ্চ" ইতি। করণানাম্—ইন্দ্রিয়াণাং পঞ্চরূপাণি—গ্রহণাদীনি তেষাং জয়াদ্। এতদুক্তং ভবতি—নেন্দ্রিয়মাত্রজয়স্তেতাঃ সিদ্ধয়োঽপি তু পঞ্চরূপস্য, তদন্তর্গতং চ প্রধানাদীতি ॥ ৪৮ ॥ তে এতে জ্ঞানক্রিয়ারূপৈশ্বর্য্যহেতবঃ সংযমাঃ সাক্ষাৎপারম্পর্য্যেণ চ স্বসিদ্ধ্যুপসংহারসম্পাদিতশ্রদ্ধাদ্বারেণ যদর্থাস্তস্যাঃ সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতেরবান্তরবিভূতীর্দর্শয়তি—সূং—"সত্ত্ব—চ" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। তাহা হইতে ইন্দ্রিয়জয় হইতে যোগিশরীরে মনস্তুল্য গতিশক্তি জন্মে, বিদেহ অবস্থাতেও ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান থাকে, এবং মূলপ্রকৃতিও বশীভূতা হন। মনোজবিত্ব অর্থাৎ মনের ন্যায় অনুত্তমগতি। ভাব বা তাৎপর্য্য এই যে, মন যেমন নিষ্প্রতিবন্ধকে সর্ব্বত্র গমনাগমন করে, ইন্দ্রিয় জয় হইলে তৎসঙ্গে শরীরেও নিষ্প্রতিবন্ধক অর্থাৎ অব্যাহত গতিশক্তি আগমন করে। স্পষ্টকথা এই যে, শরীরকে শিলামধ্যেও প্রবিষ্ট করান যায়—কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় না। দ্বিতীয় সিদ্ধির স্বরূপ এই যে, বিগতদেহ হইলেও, দেহশূন্য হইলেও, দেহাভিমান না থাকিলেও, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের করণত্ব থাকে অর্থাৎ জ্ঞানোৎপাদন-সামর্থ্য প্রবল থাকে। বিকরণসিদ্ধ যোগীরা দূরস্থ বস্তু জানিবার জন্য শরীর লইয়া সেই সেই স্থানে যান না। একস্থানে থাকিয়াই তাঁহারা দিক্-

(৪৮) ততঃ ইন্দ্রিয়জয়াৎ। মনোজবিত্বং মনোবৎ কায়স্যানুত্তমগতিলাভঃ। অবিকরণভাবঃ দেহনিরপেক্ষাণামিন্দ্রিয়াণাং দূরবাহ্যার্থজ্ঞানে বৃত্তিলাভঃ। প্রধানজয়ঃ প্রকৃতিবশ্যতা।

বিদিক্‌স্থিত, দূরবিদূরস্থিত, অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান বস্তু জানিতে পারেন। সূত্রস্থ "প্রধানজয়" শব্দের অর্থ এই যে, ইন্দ্রিয়গণের অন্বয়-নামক চতুর্থ রূপ জিত হইলে তাহাদের মূলকারণ প্রকৃতি বশীভূতা বা আজ্ঞাকারিণী হইয়া থাকেন অর্থাৎ তৎপ্রতি যোগীর সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকে।

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ ॥৪৯॥

ভাষ্যম্। নির্দ্ধূতরজস্তমোমলস্য বুদ্ধিসত্ত্বস্য পরে বৈশারদ্যে পরস্যাং বশীকারসংজ্ঞায়াং বর্ত্তমানস্য সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্ররূপপ্রতিষ্ঠস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং, সর্ব্বাত্মানো গুণা ব্যবসায়-ব্যবসেয়াত্মকাঃ স্বামিনং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রত্যশেষাদৃশ্যাত্মত্বেনোপতিষ্ঠন্তে ইত্যর্থঃ। সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বং সর্ব্বাত্মনাং গুণানাং শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মত্বেন ব্যবস্থিতানাম-ক্রমোপারূঢ়ং বিবেকজং জ্ঞানমিত্যর্থঃ, ইত্যেষা বিশোকা নাম সিদ্ধিঃ, যাম্প্রাপ্য যোগী সর্ব্বজ্ঞঃ ক্ষীণক্লেশবন্ধনো বশী বিহরতি ॥ ৪৯ ॥

টীকা। নির্দ্ধূতরজস্তমোমলতয়া বৈশারদ্যং, ততঃ পরা বশীকারসংজ্ঞা। রজস্তমোভ্যামুপপ্লুতং হি চিত্তসত্ত্বমবশ্যমাসীৎতদুপশমে তু তদ্বশ্যং যোগিনো বশিনঃ। তস্মিন্ বশ্যে যোগিনঃ সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্ররূপপ্রতিষ্ঠস্য সর্ব্ব-ভাবাধিষ্ঠাতৃত্বম্। এতদেব বিবৃণোতি। "সর্ব্বাত্মানঃ" ইতি। ব্যবসায়ব্যবসেয়া-ত্মানঃ—জড়প্রকাশরূপা ইত্যর্থঃ। তদনেন ক্রিয়ৈশ্বর্য্যমুক্তম্। জ্ঞানৈশ্বর্য্যমাহ—"সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বম্" ইতি। অস্যা অপি দ্বিবিধায়াঃ সিদ্ধের্বৈরাগ্যায় যোগিজন-প্রসিদ্ধাং সংজ্ঞামাহ—"এষা বিশোকা" ইতি। ক্লেশাশ্চ বন্ধনানি চ—কর্ম্মাণি তানি ক্ষীণানি যস্য স তথা ॥ ৪৯ ॥ সংযমান্তরাণাং পুরুষার্থাভাসফলত্বাদ্ বিবেকখ্যাতিসংযমস্য পুরুষার্থতাং দর্শয়িতুং বিবেকখ্যাতেঃ পরবৈরাগ্যোপজনন-দ্বারেণ কৈবল্যং ফলমাহ—সূং—"তদ্বৈরাগ্যাৎ—ল্যম্"।

---

(৪৯) সত্ত্বং বুদ্ধিঃ। পুরুষঃ আত্মা। অন্যতা ভেদঃ। খ্যাতির্জ্ঞানম্। পূর্ব্বোক্তস্বার্থ-সংযমেন যদ্ বুদ্ধ্যাত্মনোর্ভেদজ্ঞানমুৎপদ্যতে বর্ণিতগুণকর্ত্তৃত্বাভিমানত্যাগরূপং তন্মাত্রস্য তত্রৈব স্থিতস্য তদাবৃত্তিপরস্য বা যোগিনঃ সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং গুণগুণপরিণামান্ প্রতি স্বামিবদা-ক্রমণসমর্থ্যং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ শান্তোদিতাব্যপদেশ্যত্বেনাবস্থিতানাং তেষাং যথাবদ্বিজ্ঞানম্।

তাৎপর্য্যার্থ। সত্ত্ব অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব-নামক বুদ্ধি (মন)। পুরুষ অর্থাৎ শুদ্ধ চিদাত্মা। অন্যতাখ্যাতি অর্থাৎ পার্থক্য বিজ্ঞান। সত্ত্ব-পুরুষের পার্থক্যবিজ্ঞানের প্রতি কৃতসংযম হইয়া যোগিগণ সকল বস্তুর উপর অধিষ্ঠাতৃত্ব (আধিপত্য) ও সমুদায় বস্তুর জ্ঞান, এই দুই ক্ষমতা লাভ করেন।

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥ ৫০ ॥

ভাষ্যম্। যদাস্যৈবং ভবতি ক্লেশকর্ম্মক্ষয়ে সত্ত্বস্যায়ং বিবেকপ্রত্যয়ো ধর্ম্মঃ, সত্ত্বং চ হেয়পক্ষে ন্যস্তং, পুরুষশ্চাপরিণামী শুদ্ধোঽন্যঃ সত্ত্বাদিতি, এবং অস্য ততো বিরজ্যমানস্য যানি ক্লেশবীজানি দগ্ধ শালিবীজকল্পান্যপ্রসবসমর্থানি তানি সহ মনসা প্রত্যস্তং গচ্ছন্তি, তেষুপ্রলীনেষু পুরুষঃ পুনরিদং তাপত্রয়ং ন ভুঙ্‌ক্তে, তদেতেষাং গুণানাং মনসি কর্ম্মক্লেশবিপাকস্বরূপেণাভিব্যক্তানাং চরিতার্থানাং প্রতিপ্রসবে পুরুষস্যাত্যন্তিকো গুণবিয়োগঃ "কৈবল্যং", তদা স্বরূপপ্রতিষ্ঠা চিতিশক্তিরেব পুরুষ ইতি ॥ ৫০ ॥

টীকা। যদাস্য যোগিনঃ ক্লেশকর্ম্মক্ষয় এবং জ্ঞানং ভবতি। কিম্ভূতমিত্যাহ—"সত্ত্বস্যায়ং বিবেকপ্রত্যয়ো ধর্ম্মঃ" ইতি। শেষং তত্র তত্র ব্যাখ্যাতত্বাৎ সুগমম্ ॥ ৫০ ॥ সম্প্রতি কৈবল্যসাধনে প্রবৃত্তস্য যোগিনঃ প্রত্যূহসম্ভবে তন্নিবাকরণকারণমুপদিশতি—সূং "স্থান্যুপ—গাদ্"।

তাৎপর্য্যার্থ। উক্তপ্রকার সিদ্ধি উপস্থিত হইলে তৎপ্রতি যদি বৈরাগ্য জন্মে, তাহা হইলে, তাদৃশ যোগীর দোষের (বুদ্ধিমালিন্যের) মূলকারণ (পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যা প্রভৃতি) নষ্ট হইয়া যায় এবং কৈবল্য অর্থাৎ স্বরূপপ্রতিষ্ঠারূপ স্থিতিপ্রবাহ লাভ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, তৎকালে তাদৃশ যোগীর প্রতি প্রকৃতির অধিকার বা আলিঙ্গন থাকে না, সুতরাং কৈবল্য অর্থাৎ মুক্তি হয়।

---

(৫০) তস্যাং তাদৃশ্যাং সিদ্ধৌ যৎ বৈরাগ্যং তস্মাৎ দোষাণাং রাগাদীনাং বীজমবিদ্যাস্তেষাং ক্ষয়াৎ নাশাৎ কৈবল্যম্ আত্মনো গুণবিযুক্তত্বং জায়তে ইতি শেষঃ।

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ। ॥৫১॥

ভাষ্যম্। চত্বারঃ খল্বমী যোগিনঃ, প্রথমকল্পিকঃ, মধুভূমিকঃ, প্রজ্ঞা-জ্যোতিঃ, অতিক্রান্তভাবনীয়শ্চেতি। তত্রাভ্যাসী প্রবৃত্তমাত্রজ্যোতিঃ প্রথমঃ। ঋতম্ভরপ্রজ্ঞো দ্বিতীয়ঃ। ভূতেন্দ্রিয়জয়ী তৃতীয়ঃ, সর্ব্বেষু ভাবিতেষু ভাবনীয়েষু কৃতরক্ষাবন্ধঃ কৃতকর্ত্তব্যসাধনাদিমান্। চতুর্থো যস্ত্বতিক্রান্তভাবনীয়স্তস্য চিত্তপ্রতিসর্গ একোঽর্থঃ সপ্তবিধাস্য প্রান্ত-ভূমিপ্রজ্ঞা। তত্র মধুমতীং ভূমিং সাক্ষাৎ-কুর্ব্বতো ব্রাহ্মণস্য স্থানিনো দেবাঃ সত্ত্বশুদ্ধিমনুপশ্যন্তঃ স্থানৈরুপনিমন্ত্রয়ন্তে, ভোঃ ইহাস্যতাং, ইহ

টীকা। স্থানানি যেষাং সন্তি তে স্থানিনো মহেন্দ্রাদয়ঃ, তৈরুপনিমন্ত্রণং, তস্মিন্ সঙ্গশ্চ স্ময়শ্চ ন কর্ত্তব্যঃ পুনবনিষ্ট প্রসঙ্গাৎ। তত্র যং দেবাঃ স্থানৈরুপ-মন্ত্রয়ন্তে তং যোগিনমেকং নির্ধারয়িতুং যাবন্তো যোগিনঃ সম্ভবন্তি তাবত এবাহ—"চত্বার" ইতি। তত্র প্রথমকল্পিকস্য স্বরূপমাহ—"তত্রাভ্যাসী" ইতি। প্রবৃত্ত-মাত্রং ন পুনর্বশীকৃতং জ্যোতিঃ—জ্ঞানং পরচিত্তাদিবিষয়ং যস্য স তথা। দ্বিতীয়মাহ "ঋতম্ভরপ্রজ্ঞঃ" ইতি। যত্রেদমুক্তম্ ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা ইতি। স হি ভূতেন্দ্রিয়াণি জিগীষুঃ। তৃতীয়মাহ—"ভূতেন্দ্রিয়জয়ী" ইতি। তেন হি স্থূলাদি—সংযমেন গ্রহণাদিসংযমেন চ ভূতেন্দ্রিয়াণি জিতানি। তমেবাহ—"সর্ব্বেষু" ইতি। সর্ব্বেষু ভাবিতেষু—নিষ্পাদিতেষু ভূতেন্দ্রিয়জয়াৎ পরচিত্তাদিজ্ঞানাদিষু কৃত-রক্ষা বন্ধঃ। যতস্তেভ্যো ন চ্যবতে। ভাবনীয়েষু—নিষ্পাদনীয়েষু বিশোকাদিষু পরবৈরাগ্যপর্য্যন্তেষু কর্ত্তব্যসাধনবান্, পুরুষপ্রযত্নস্য সাধনবিষয়স্যৈব সাধ্যনিষ্পা দকত্বাৎ। চতুর্থমাহ—"চতুর্থ" ইতি। তস্য হি ভগবতো জীবন্মুক্তস্য চরমদেহস্য চিত্তপ্রতিসর্গ একোঽর্থঃ। তদেতেষু যোগিষু উপনিমন্ত্রণবিষয়ং যোগিনমবধার-য়তি—"তত্র মধুমতীম্" ইতি। প্রথমকল্পিকে তাবন্মহেন্দ্রাদীনাং তৎপ্রাপ্তি

---

(৫১) তাদৃশ্যাং সিদ্ধাবস্থায়াং স্থানিভিঃ স্বর্গাদিস্থানস্বামিভিরুপনিমন্ত্রণম্ আহ্বানাদিকং প্রার্থনং বা, ভো ইহ স্থীয়তাম্ অস্মিন্ স্থানে রম্যতামিত্যাদিবিধং ক্রিয়তে, পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ তত্র সঙ্গঃ কামঃ স্ময়ো বিস্ময়ঃ অহো মমায়ং যোগপ্রভাব ইত্যাদিবিধঃ তয়োরকরণং কর্ত্তব্যমেব। নাপি সঙ্গো নাপি স্ময়ো বিস্ময়ঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। সঙ্গকরণে পুনর্বিষয়ভোগে পতন্তি, স্ময়করণে তু কৃতকৃত্যমাত্মানং মত্বা ন সমাধাবুৎসহত ইত্যভিপ্রায়ঃ।

রম্যতাং, কমনীয়োঽয়ং ভোগঃ, কমনীয়েয়ং কন্যা, রসায়নমিদং জরা-মৃত্যুং বাধতে. বৈহায়সমিদং যানং, অমী কল্পদ্রুমাঃ, পুণ্যা মন্দাকিনী, সিদ্ধা মহর্ষয়ঃ, উত্তমা অনুকূলা অপ্সরসঃ, দিব্যে শ্রোত্রচক্ষুষী, বজ্রো-পমঃ কায়ঃ স্বগুণৈঃ সর্ব্বমিদমুপার্জ্জিতমায়ুষ্মতা, প্রতিপদ্যতামিদমক্ষয়-মজরমমরস্থানং দেবানাং প্রিয়মিতি। এবমভিধীয়মানঃ সঙ্গদোষান্ ভাবয়েৎ, ঘোরেষু সংসারাঙ্গারেষু পচ্যমানেন ময়া জননমরণান্ধকারে বিপরিবর্ত্তমানেন কথঞ্চিদাসাদিতঃ ক্লেশতিমিরবিনাশো যোগপ্রদীপঃ, তস্য চৈতে তৃষ্ণাযোনয়ো বিষয়বায়বঃ প্রতিপক্ষাঃ, স খল্বহং লব্ধালোকঃ কথমনয়া বিষয়মৃগতৃষ্ণয়া বঞ্চিতস্তস্যৈব পুনঃ প্রদীপ্তস্য সংসারাগ্নে-রাত্মানমিন্ধনী কুর্য্যামিতি। স্বস্তি বঃ স্বপ্নোপমেভ্যঃ কৃপণজনপ্রার্থ-নীয়েভ্যো বিষয়েভ্যঃ ইত্যেবং নিশ্চিতমতিঃ সমাধিং ভাবয়েৎ। সঙ্গম-কৃত্বা স্ময়মপি ন কুর্য্যাৎ এবমহং দেবানামপি প্রার্থনীয় ইতি, স্ময়াদয়ং সুস্থিতম্মন্যতয়া মৃত্যুনা কেশেষু গৃহীতমিবাত্মানং ন ভাবয়িষ্যতি, তথা চাস্য ছিদ্রান্তরপ্রেক্ষী নিত্যং যত্নোপচর্য্যঃ প্রমাদো লব্ধবিবরঃ ক্লেশানুত্তম্ভয়িষ্যতি, ততঃ পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গঃ, এবমস্য সঙ্গস্ময়াবকুর্ব্বতো ভাবিতোঽর্থো দৃঢ়ী ভবিষ্যতি. ভাবনীয়শ্চার্থোঽভিমুখী ভবিষ্যতীতি॥৫১॥

শঙ্কৈব নাস্তি, তৃতীয়োঽপি তৈর্নোপনিমন্ত্রণীয়ঃ ভূতেন্দ্রিয়বশিত্বেনৈব তৎপ্রাপ্তেঃ; চতুর্থেঽপি পরবৈরাগ্যসম্পত্তেরাসঙ্গাশঙ্কা দূরোৎসারিতৈব, ইতি পারিশেষ্যাদ্ দ্বিতীয় এব ঋতম্ভরপ্রজ্ঞস্তদুপনিমন্ত্রণবিষয় ইতি। বৈহায়সম্ আকাশগামি, অক্ষয়ম্—অবিনাশি, অজরং—সদাভিনবম্। স্ময়করণে দোষমাহ—"স্ময়াদয়ম্" ইতি। স্ময়াৎ সুস্থিতম্মন্যো নানিত্যতাম্ভাবয়িষ্যতি, ন তস্মাৎ প্রণিধাষ্যতীত্যর্থঃ। সুগমমন্যৎ॥৫১॥ উক্তা ক্বচিৎ ক্বচিৎ সংযমাৎ সর্ব্বজ্ঞতা। সা চ ন নিঃশেষজ্ঞতা, অপি তু প্রকারমাত্রবিবক্ষয়া। যথা সর্ব্বৈর্ব্যঞ্জনৈর্ভুক্তমিতি। অত্র হি যাবন্তো ব্যঞ্জনপ্রকারাস্তৈর্ভুক্তমিতি গম্যতে, ন তু নিঃশেষৈরিতি। অস্তি চ নিঃশেষ বচনঃ সর্ব্ব-শব্দঃ, যথোপনীতমন্নং সর্ব্বমশিতং প্রাশকেনেতি। তত্র হি নিঃশেষ-মিতি গম্যতে। তদিহ নিঃশেষজ্ঞতা লক্ষণস্য বিবেকজজ্ঞানস্য সাধনং সংযমমাহ, সূত্—"ক্ষণ—জ্ঞানম্"॥

তাৎপর্য্যার্থ। তৎকালে স্থানিগণ, স্বর্গাদিস্থানের অধিপতিগণ, তাদৃশ পর-বৈরাগ্যবন্ত যোগীদিগকে উপনিমন্ত্রণ অর্থাৎ নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শন পূর্ব্বক আহ্বান করেন। এজন্য তাঁহাদিগের হিতার্থ উপদেশ করা যাইতেছে, তাঁহারা যেন সে সকল উপনিমন্ত্রণে সঙ্গ অর্থাৎ ইচ্ছাবন্ত অথবা বিস্মিত না হন। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা এইরূপ—

যোগ, অবস্থানুসারে চতুর্বিধ। যোগের আরম্ভ হইতে পূর্ণতা পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিলে, যোগের ও যোগীর চারিপ্রকার বিভাগ দৃষ্ট হইবে। তদনুসারে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহৃত হয়। যথা—প্রথম, প্রথম-কল্পিক। দ্বিতীয়, মধুভূমিক। তৃতীয়, প্রজ্ঞাজ্যোতি; এবং চতুর্থ, অতিক্রান্ত-ভাবনীয়। যাঁহারা যোগাভ্যাসে অভিনব, যোগ যাঁহাদের অবিচলিত বা দৃঢ় হয় নাই, সংযমা-ভ্যাসে রত থাকিয়াও যাঁহারা সংযমকালে বা সমাধিকালে কোনরূপ সিদ্ধি দেখিতে পান না, কেবলমাত্র অত্যল্প আলোক অথবা অত্যল্পজ্ঞান-বিকাশ-মাত্র অনুভব করেন, তাদৃশ যোগীর শাস্ত্রীয় নাম প্রথম-কল্পিক। যাঁহারা এই প্রথম-কল্পিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া মধুমতী-নামক দ্বিতীয় অবস্থা পাইয়াছেন, ঋতম্ভরা-নামক প্রজ্ঞা লাভ করিয়া ভূত ও ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়াছেন, অতঃপর যাঁহারা সন্নিহিতোক্তসিদ্ধি (সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব) লাভের জন্য যতমান,—তাঁহাদিগকে মধুভূমিক যোগী বলা যায়। যাঁহারা মধুভূমিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া দেবগণের অক্ষোভ্য হইয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত স্বার্থসংযমে সিদ্ধ হইবার জন্য যত্নবান্ আছেন, তাঁহাদের নাম প্রজ্ঞাজ্যোতি। এই প্রজ্ঞাজ্যোতি অবস্থা অতিক্রম করিয়া যাঁহারা অত্যধিক বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছেন, যাঁহারা বিবেক-জ্ঞানের অবান্তর ফলের প্রতি বিরক্ত, সমাধিকালে যাঁহাদের কোনরূপ বিঘ্ন উদ্ভব হয় না এবং যাঁহারা জীবন্মুক্ত যোগী, তাঁহাদের নাম অতিক্রান্তভাবনীয়। এই চতুর্বিধ যোগীর মধ্যে যাঁহারা প্রথমকল্পিক, তাঁহারা কোন সিদ্ধপুরুষ কিংবা কোন দেবতা দেখিতে পান না; সুতরাং দেবগণকর্ত্তৃক তাঁহাদিগের আমন্ত্রণ সম্ভাবনা নাই। দেবগণ পূর্ব্বোক্তলক্ষণ মধুভূমিক প্রভৃতি ত্রিবিধ যোগীকেই দেখা দেন এবং বিবিধ দিব্যভোগ দেখাইয়া প্রলোভিত করেন। দিব্যপুরুষ দেখিয়া, দিব্য ভোগ উপস্থিত দেখিয়া লুব্ধ ও বিস্মিত হওয়া উচিত নহে। যোগপ্রভাব অদ্ভুত, ইহা মনে করিয়া হৃষ্ট হওয়া অনুচিত। দিব্যভোগে লুব্ধ হইলে যোগপ্রভাবের প্রতি আশ্চর্য্য বা বিস্ময়জ্ঞান জন্মিলে, কৈবল্যের বা মোক্ষলাভের বিঘ্ন হয়।

লুব্ধ হইলে যোগভঙ্গ হয়, পতন হয়, এবং বিস্মিত হইলে কৃতকৃত্যতাজ্ঞান জন্মে সুতরাং সঙ্গ বা ভোগেচ্ছা,—বিস্ময় বা আশ্চর্য্য,—এই দুইটাই বিঘ্ন। অতএব, তৎক্ষণাৎ তাহা বর্জ্জন করিবে। কোন ক্রমেই মুগ্ধ অথবা লুব্ধ হইবে না। মুগ্ধ ও লুব্ধ না হইলেই মুক্তিলাভ হইবে, অন্যথা যে সংসার সেই সংসারেই থাকিয়া যাইবে।

ক্ষণতৎক্রমযোঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫২ ॥

ভাষ্যম্। যথাপকর্ষপর্য্যন্তং দ্রব্যং পরমাণুঃ এবং পরমাপকর্ষপর্য্যন্তঃ কালঃ ক্ষণঃ, যাবতা বা সময়েন চলিতঃ পরমাণুঃ পূর্ব্বদেশং জহ্যাদুত্তরদেশমুপসম্পদ্যেত স কালঃ ক্ষণঃ,তৎপ্রবাহাবিচ্ছেদস্তু ক্রমঃ, ক্ষণতৎক্রমযোর্নাস্তি বস্তুসমাহার ইতি বুদ্ধিসমাহারো মুহূর্ত্তাহোরাত্রাদয়ঃ, স খল্বয়ং কালো বস্তুশূন্যো বুদ্ধিনির্ম্মাণঃ শব্দজ্ঞানানুপাতী লৌকিকানাং ব্যুত্থিতদর্শনানাং বস্তুস্বরূপ ইবাবভাসতে, ক্ষণস্তু বস্তুপতিতঃ ক্রমাবলম্বী, ক্রমশ্চ ক্ষণানন্তর্য্যাত্মা, তং কালবিদঃ কাল ইত্যা-

টীকা। ক্ষণপদার্থং নিদর্শনপূর্ব্বকমাহ—"যথা" ইতি, লোষ্ঠস্য হি প্রবিভজ্যমানস্য যস্মিন্নবয়বেঽল্পত্বতারতম্যং ব্যবতিষ্ঠতে সোঽপকর্ষপর্য্যন্তঃ পরমাণুর্যথা তথাপকর্ষপর্য্যন্তঃ কালঃ ক্ষণঃ, পূর্ব্বাপরভাগবিকলকালকলেতি যাবৎ। তমেব ক্ষণং প্রকারান্তরেণ দর্শয়তি—"যাবতা বা" ইতি, পরমাণুমাত্রং দেশমতিক্রামেদিত্যর্থঃ। ক্রমপদার্থমাহ "তৎপ্রবাহ" ইতি, তৎপদেন ক্ষণঃ পরামৃশ্যতে। ন চেদৃশঃ ক্রমো বাস্তবঃ, কিন্তু কাল্পনিকঃ, তস্য সমাহাররূপস্যাযুগপদুপস্থিতেষু বাস্তবত্বেন বিচারাসহত্বাদ্ ইত্যাহ "ক্ষণতৎক্রমযোঃ" ইতি, অযুগপদ্ভাবিক্ষণধর্ম্মত্বাৎ ক্রমস্য ক্ষণসমাহারস্যাবাস্তবত্বাৎ ক্ষণতৎক্রমযোরপ্যবাস্তবত্বং সমাহারস্য। নৈঃসর্গিকবৈতণ্ডিকবুদ্ধ্যতিশয়রহিতা লৌকিকাঃ। প্রতিক্ষণমেব ব্যুত্থিতদর্শনা ভ্রান্তা যে কালমীদৃশং বাস্তবমভিমন্যন্ত ইতি। তৎ কিং ক্ষণোঽপ্যবাস্তবঃ, নেত্যাহ—"ক্ষণস্তু" ইতি বস্তুপতিতঃ—বাস্তব ইত্যর্থঃ। ক্রমস্তাবলম্বনমবলম্বঃ সোঽস্যাস্তীতি, ক্রমেণাব-

(৫২) পরমাণুবৎ পরমাপকর্ষপর্য্যন্তঃ কালঃ ক্ষণঃ, পৌর্ব্বাপর্য্যেণ তৎপ্রবাহাবিচ্ছেদঃ ক্রমঃ। তত্র সংযমাৎ সংযমেন তৎসাক্ষাৎকরণাৎ বিবেকজং জ্ঞানমুৎপদ্যতে। যোগী সূক্ষ্মং পরমাণ্বাদিকম্ অন্তদপি মহদাদিকং বিবেকেন ভেদেন জানাতীত্যর্থঃ।

চক্ষতে যোগিনঃ। ন চ দ্বৌ ক্ষণৌ সহ ভবতঃ, ক্রমশ্চ ন দ্বয়োঃ সহভুবোরসম্ভবাৎ, পূর্ব্বস্মাদুত্তরভাবিনো যদানন্তর্য্যং ক্ষণস্য স ক্রমঃ, তস্মাৎ বর্ত্তমান এবৈকঃ ক্ষণো ন পূর্ব্বোত্তরক্ষণাঃ সন্তীতি, তস্মান্নাস্তি তৎসমাহারঃ। যে তু ভূতভাবিনঃ ক্ষণাঃ তে পরিণামান্বিতা ব্যাখ্যেয়াঃ, তেনৈকেন ক্ষণেন কৃৎস্নো লোকঃ পরিণামমনুভবতি তৎক্ষণোপারূঢ়াঃ খল্বমী ধর্ম্মাঃ, তয়োঃ ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাৎ তয়োঃ সাক্ষাৎকরণম্, ততশ্চ বিবেকজং জ্ঞানং প্রাদুর্ভবতি॥ ৫২ ॥ তস্য বিষয়বিশেষ উপক্ষিপ্যতে।

লভ্যতে বৈকল্পিকেনেত্যর্থঃ। ক্রমস্য ক্ষণাবলম্বনত্বে হেতুমাহ—"ক্রমশ্চ" ইতি, ক্রমস্যাবাস্তবত্বে হেতুমাহ—"ন চ' ইতি, চো - হেত্বর্থে। যস্তু বৈজাত্যাৎসহভাবমুপেয়াত্তং প্রত্যাহ—"ক্রমশ্চ ন দ্বয়োঃ" ইতি, কস্মাদসম্ভব ইত্যত আহ—"পূর্ব্বস্মাদ্" ইতি, উপসংহরতি "তস্মাদ্" ইতি। তৎকিমিদানীং শশবিষাণায়মানা এব পূর্ব্বোত্তরক্ষণাঃ, নেত্যাহ—"যে তু" ইতি, অন্বিতাঃ—সামান্যেন সমন্বাগতা ইত্যর্থঃ। উপসংহরতি "তেন" ইতি, বর্ত্তমানস্যৈবার্থক্রিয়াসু স্বোচিতাসু সামর্থ্যাদিতি॥৫২॥ যদ্যপ্যেতদ্বিবেকজং জ্ঞানং নিঃশেষভাববিষয়মিত্যগ্রে বক্ষ্যতে তথাপ্যতিসূক্ষ্মত্বাৎ প্রথমং তস্য বিষয়বিশেষ উপক্ষিপ্যতে—সূং "জাতি—পত্তিঃ।"

তাৎপর্য্যার্থ। ক্ষণ এবং তাহার ক্রম (পূর্ব্বাপরীভাব), এতদ্-দ্বিতয়ের প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে তাহা হইতে বস্তুবিবেকবিষয়ক জ্ঞান জন্মে।

পরমাণু যেমন ভৌতিক-দ্রব্যের নিরতিশয় সূক্ষ্ম অংশ, ক্ষণ তেমনি স্থূল কালের (দণ্ড ও মুহূর্ত্ত) প্রভৃতির সূক্ষ্ম অংশ। সূক্ষ্মতম ক্ষণগুলি পূর্ব্বাপরীভাবে অতীত ও আগত হইয়া লোকের বুদ্ধিগম্য হইতেছে সত্য; কিন্তু তাহা বস্তু নহে। তাহা সৌরক্রিয়া-উপলক্ষিত একপ্রকার বুদ্ধিপ্রভেদ মাত্র। তাদৃশ ক্ষণ-সমূহ, যে পূর্ব্বাপরীভাবে আগত ও অনাগত হইতেছে, সেই পূর্ব্বাপরীভাব ইহশাস্ত্রে ক্ষণক্রম বলিয়া পরিভাষিত। ক্ষণের ও ক্ষণক্রমের অর্থাৎ তাদৃশ ক্ষণধারার প্রতি সংযম প্রয়োগ করিয়া থাকিলে, ক্রমে সেই সকল ক্ষণ ও তাহাদের ক্রম (পূর্ব্বাপরীভাব) প্রত্যক্ষ হয়। তখন তাহা হইতে অলৌকিক দ্রব্যবিবেক-বিজ্ঞান জন্মে। তাৎপর্য্য এই যে, সংযম দ্বারা সূক্ষ্মতম ক্ষণ ও তাহার

ক্রম প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে তদবগাহী পৃথক্ পৃথক্ সূক্ষ্মবস্তু জানা যায়। ইহা অমুক, উহা অমুক, এই মহত্তত্ত্ব, এই অহংতত্ত্ব, এই পরমাণু, এই দ্ব্যণুক, ইত্যাদি প্রকারে প্রত্যেক পদার্থ সাক্ষাৎকৃত হইতে থাকে।

যে স্থলে সমানজাতীয় ও সমলক্ষণাক্রান্ত দুই বা ততোধিক বস্তু একত্র অর্থাৎ মিশ্রিত থাকে, সে স্থলে তাহাদের পার্থক্য সহজে অনুভূত হয় না। যে স্থলে জাতির দ্বারা, লক্ষণের দ্বারা ও দেশের দ্বারা তাহাদের ভিন্নতা অবধারণ অসম্ভব, তাদৃশ স্থলে উক্তবিধ সংযম অর্থাৎ ক্ষণের ও ক্ষণক্রমের প্রতি সংযমপ্রয়োগ করিবে। করিলে তত্তাবতের ভেদপ্রতিপত্তি অর্থাৎ ভিন্নতাজ্ঞান জন্মিবে। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা এইরূপ—

জাতিলক্ষণদেশৈরন্যতানবচ্ছেদাত্তুল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫৩ ॥

ভাষ্যম্। তুল্যয়োর্দেশলক্ষণসারূপ্যে জাতিভেদোঽন্যতায়া হেতুঃ, গৌরিয়ং বড়বেয়মিতি। তুল্যদেশজাতীয়ত্বে লক্ষণমন্যত্বকরং, কালাক্ষী গৌঃ স্বস্তিমতী গৌরিতি। দ্বয়োরামলকয়োর্জাতিলক্ষণসারূপ্যাৎ দেশভেদোঽন্যত্বকরঃ, ইদম্পূর্ব্বমিদমুত্তরমিতি। যদা তু পূর্ব্বমামলকমন্যব্যগ্রস্য জ্ঞাতুরুত্তরদেশ উপাবর্ত্ত্যতে, তদা তুল্যদেশত্বে পূর্ব্বমেতদুত্তরমেতদিতি প্রবিভাগানুপপত্তিঃ, অসন্দিগ্ধেন চ তত্ত্বজ্ঞানেন ভবিতব্যম্, ইত্যত ইদমুক্তং ততঃ প্রতিপত্তিঃ, বিবেকজজ্ঞানাদিতি।

টীকা। লৌকিকানাং জাতিভেদোঽন্যতায়াঃ জ্ঞাপকহেতুঃ, তুল্যা জাতির্গোত্বং তুল্যশ্চ দেশঃ পূর্ব্বত্বাদিঃ কালাক্ষী স্বস্তিমত্যোর্লক্ষণভেদঃ পরমিতি। দ্বয়োরামলকয়োস্তুল্যা আমলকত্বজাতিঃ, বর্ত্তুলাদিলক্ষণং তুল্যং, দেশভেদঃ পরমিতি। যদা তু যোগিজ্ঞানং জিজ্ঞাসুনা কেনচিৎ পূর্ব্বামলকমন্যব্যগ্রস্য যোগিনো জ্ঞাতুরুত্তরদেশ উপাবর্ত্ত্যতে উত্তরদেশমামলকং ততোপসার্য্য পিধায় বা তদা তুল্যদেশত্বে পূর্ব্বমেতদুত্তরমেতদিতি প্রবিভাগানুপপত্তিঃ প্রাজ্ঞস্য লৌকিকস্য ত্রিপ্রমাণীনিপুণস্য, অসন্দিগ্ধেন চ তত্ত্বজ্ঞানেন ভবিতব্যং, বিবেকজজ্ঞানবতো যোগিনঃ সন্দিগ্ধত্বানুপপত্তেঃ, অত উক্তং সূত্রকৃতা—'ততঃ প্রতিপত্তিঃ' ইতি, তত ইতি ব্যাচষ্টে—বিবেকজজ্ঞা-

---

(৫৩) জাতিলক্ষণাদিভিস্তুল্যয়োঃ পদার্থয়োর্যত্র জাত্যা লক্ষণেন দেশেন বা অন্যতানবচ্ছেদো ভিন্নতাবধারণং ন ভবতি তত্রাপি ততঃ ক্ষণসংযমজ-বিবেকজ্ঞানাৎ তৎপ্রতিপত্তিঃ তত্তুল্যবস্তুনাং ভেদেন জ্ঞানং যোগিনাং ভবতীতি ভাবঃ।

কথং, পূর্ব্বামলকসহক্ষণো দেশ উত্তরামলকসহক্ষণদেশাৎ ভিন্নঃ, তে চামলকে স্বদেশক্ষণানুভবভিন্নে, অন্যদেশক্ষণানুভবস্তু তয়োরন্যত্বে হেতুরিতি। এতেন দৃষ্টান্তেন পরমাণোস্তুল্যজাতিলক্ষণদেশস্য পূর্ব্বপরমাণুদেশসহক্ষণসাক্ষাৎকরণাদুত্তরস্য পরমাণোস্তদ্দেশানুপপত্তাবুত্তরস্য তদ্দেশানুভবো ভিন্নঃ সহক্ষণভেদাৎ তয়োরীশ্বরস্য যোগিনোঽন্যত্বপ্রত্যয়ো ভবতীতি। অপরে তু বর্ণয়ন্তি,যেঽন্ত্যা বিশেষাস্তেঽন্যতা-

---

নাদ্" ইতি! ক্ষণতৎক্রমসংযমাজ্জাতং জ্ঞানং কথমামলকং তুল্যজাতিলক্ষণদেশাদামলকান্তরাদ্বিবেচয়তীতি পৃচ্ছতি—"কথম্" ইতি। উত্তরমাহ—পূর্ব্বামলকসহক্ষণো দেশঃ—পূর্ব্বামলকেনৈকক্ষণো দেশঃ, তেন সহ নিরন্তরপরিণাম ইতি যাবদ্, উত্তরামলকসহক্ষণাদ্ দেশাদ্—উত্তরামলকনিরন্তর পরিণামাদ্ ভিন্নঃ। ভবতু দেশয়োর্ভেদঃ, কিমায়াতমামলকভেদস্যেত্যত আহ—"তে চামলকে স্বদেশক্ষণানুভবভিন্নে" ইতি, স্বদেশসহিতো যঃ ক্ষণঃ – তস্যামলকস্য কালকলা স্বদেশেন সহোত্তরাধর্ম্যরূপপরিণামলক্ষিতা সা স্বদেশক্ষণঃ, তস্যানুভবঃ প্রাপ্তির্বা জ্ঞানং বা, তেন ভিন্নে আমলকে। যয়োরামলকয়োঃ পূর্ব্বোত্তরাভ্যাং দেশাভ্যামৌত্তরাধর্ম্যপরিণামক্ষণ আসীত্তয়োর্দেশান্তরৌত্তরাধর্ম্যপরিণামক্ষণবিশিষ্টত্বমনুভবন্ সংযমী তে ভিন্নে এব প্রত্যেতি, সম্প্রতি তদ্দেশপরিণামেঽপি পূর্ব্বং ভিন্নদেশপরিণামাদ্বিশিষ্টস্য চৈতদ্দেশপরিণামক্ষণস্য সংযমতঃ সাক্ষাৎকরণাৎ, তদিদমুক্তং—"অন্যদেশক্ষণানুভবস্তু তয়োরন্যত্বে হেতুঃ" ইতি। অনেনৈব নিদর্শনেন লৌকিকপরীক্ষকসংবাদাদিনা পরমাণোরপীদৃশস্য ভেদো যোগীশ্বরবুদ্ধিগম্যঃ শ্রদ্ধেয় ইত্যাহ—"এতেন" ইতি। 'অপরে তু বর্ণয়ন্তি'—বর্ণনমুদাহরতি "যে" ইতি। বৈশেষিকা হি নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়োঽন্ত্যা বিশেষা ইত্যাহুঃ, তথাহি—যোগিনো মুক্তান্ তুল্যজাতিদেশকালান্ ব্যবধিরহিতান্ পরস্পরতো ভেদেন প্রত্যেকং তত্ত্বেন প্রতিপদ্যন্তে, তস্মাদস্তি কশ্চিদন্ত্যো বিশেষ ইতি, তথা চ স এব নিত্যানাং পরমাণ্বাদীনাং দ্রব্যাণাং ভেদক ইতি। তদেতদ্ দূষয়তি—"তত্রাপি" ইতি, জাতিদেশলক্ষণান্যুদাহৃতানি, মূর্ত্তিঃ সংস্থানং, যথৈকং বিশুদ্ধাবয়বসংস্থানোপপন্নমপসার্য্য তস্মিন্নেব দেশেঽন্যব্যগ্রস্য ভ্রষ্টুঃ কুৎসিতাবয়বসন্নিবেশ উপাবর্ত্ত্যতে তদা তস্য সংস্থানভেদেন ভেদপ্রত্যয়ঃ। শরীরং বা মূর্ত্তিঃ, তৎ তৎসম্বন্ধেনাত্মনাং সংসারিণাং মুক্তাত্মনাং বা ভূতচরেণ যাদৃশতাদৃশেন ভেদ, ইতি সর্ব্বত্র ভেদপ্রত্যয়স্যান্যথাসিদ্ধির্নান্ত্যবিশেষকল্পনা। ব্যবধি-

প্রত্যয়ং কুর্ব্বন্তীতি, তত্রাপি দেশলক্ষণভেদো মূর্ত্তিব্যবধিজাতি-ভেদশ্চান্যত্বহেতুঃ, ক্ষণভেদস্তু যোগিবুদ্ধিগম্য এবেতি, অত উক্তং "মূর্ত্তিব্যবধিজাতিভেদাভাবান্নাস্তি মূলপৃথক্ত্বম্" ইতি বার্ষগণ্যঃ ॥৫৩॥

র্ভেদকারণং, যথা কুশপুষ্করদ্বীপয়োর্দ্দেশস্বরূপয়োরিতি। যতো জাতিদেশাদিভেদা লোকবুদ্ধিগম্যাঃ, অত উক্তং—"ক্ষণভেদস্তু যোগিবুদ্ধিগম্য এব" ইতি। এব-কারঃ ক্ষণভেদমবধারয়তি, ন যোগিবুদ্ধিগম্যত্বং, তেন ভূতচরেণ দেহসংবন্ধেন মুক্তাত্মনামপি ভেদো যোগিবুদ্ধিগম্য উন্নেয় ইতি। যস্য ত্বুক্তা ভেদহেতবো ন সন্তি তস্য প্রধানস্য প্রভেদো নাস্তীত্যাচার্য্যো মেনে, যস্মাদূচে—"কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাদ্" ইতি। তদাহ— "মূর্ত্তিব্যবধি" ইতি। উক্তভেদ-হেতুপলক্ষণমেতদ্। জগন্মূলস্য প্রধানস্য পৃথক্ত্বং ভেদো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ তদেবং বিষয়ৈকদেশং বিবেকজজ্ঞানস্য দর্শয়িত্বা বিবেকজং জ্ঞানং লক্ষয়তি। সূং—"তারকং—জ্ঞানম্।"

তাৎপর্য্যার্থ। অন্যতা অর্থাৎ ভেদ। তাহাব অনবচ্ছেদ অর্থাৎ নিশ্চয়। লোক যে ইহা অমুক, তাহা অমুক, এটী এক বস্তু, ওটী অন্য বস্তু,—এইরূপ ভিন্নতা নিশ্চয় করে, তাহা জাতি, লক্ষণ ও স্থানবিশেষের দ্বারাই করে। কোথাও জাতির দ্বারা, কোথাও লক্ষণের দ্বারা, কোথাও বা স্থানের দ্বারা, বস্তুর পার্থক্য অবধারণ করে। গোরু ও বনগোরু একস্থানে থাকিলে তদুভয়ের ভিন্নতা কেবল জাতির দ্বারাই নির্ণীত হয়। কেননা, গোরু একজাতি এবং বনগোরু অন্যজাতি। সুতরাং জাতির ভিন্নতা দেখিয়া জাত্য-পদার্থের ভিন্নতা সহজেই নির্ণীত হয়; দুইরূপ দুইটী গোরু একস্থানে থাকিলে তদুভয়ের ভিন্নতা জাতির দ্বারা নির্ণীত হইবে না, কিন্তু লক্ষণের দ্বারা হইবে। লক্ষণ অর্থাৎ শ্বেত, পীত, লোহিত কাণতা ও খঞ্জতা প্রভৃতি চিহ্ন। সুতরাং এটী শ্বেত গোরু, ওটী পীত গোরু —এরূপ ভেদবুদ্ধি লক্ষণের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু ঠিক্ সমানাকার দুইটী আমলকী যদি এক স্থানে থাকে, তাহা হইলে, তদুভয়ের ভিন্নতা-জ্ঞান, না জাতির দ্বারা, না লক্ষণের দ্বারা, কোনটীর দ্বারা জন্মে না। সে স্থলে দেশের অর্থাৎ স্থিতিস্থানের দ্বারা তাহাদের ভিন্নতা-জ্ঞান জন্মে। এটী পূর্ব্বে আছে, এটী তাহার পরে আছে, এটী এতৎস্থান অধিকার করিয়া আছে, ওটী তাহার পরবর্ত্তী স্থান আক্রম করিয়া আছে;—এতদ্রূপ স্থানভেদ অবলম্বন করিয়াই তদুভয়ের

ভিন্নতাবোধ জন্মিয়া থাকে সত্য ; কিন্তু আবার এমন আছে, এমন মিশ্রিত-দ্রব্য আছে যে, না জাতি, না লক্ষণ, না দেশ, কোনওটীর দ্বারা তাহাদের পার্থক্য অনুভব করা যায় না। তাদৃশস্থলে ক্ষণসংযমী যোগিগণ পূর্ব্বোক্ত ক্ষণসংযমজাত বিবেকজ্ঞানের দ্বারা তত্তাবতের পার্থক্য বা ভিন্নতা অবধারণ করিয়া থাকেন। সর্ব্বাংশে সমান, এরূপ দুইটী আমলকী রাখ। কোন একটা উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া, যোগীর মন ও চক্ষু অন্যদিকে আসক্ত করাও। অথবা তাঁহার চক্ষু বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া দাও। অনন্তর আমলকীগুলি উল্টাপাল্টা করিয়া দাও। অথবা তাহার একটী উঠাইয়া লও। তৎপরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর কোন্‌টী কোথায় ছিল এবং কোন্‌টী অপহৃত হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসিত হইলে বলিতে পারিব না, তোমরাও বলিতে পারিবে না ; কিন্তু যোগীরা বলিতে পারিবেন। যোগী তৎক্ষণাৎ বলিবেন, অমুকটী অমুক স্থানে ছিল এবং অমুকটী অপহৃত হইয়াছে। তাঁহারা যে ক্ষণ ও ক্ষণক্রম জ্ঞাত আছেন, তাঁহাদের যে সংযমজনিত উৎকৃষ্ট বিবেকজ্ঞান সন্নিহিত আছে, আমলকীর কথা দূরে থাকুক, তৎপ্রভাবে তাঁহারা সমস্তই বলিয়া দিতে পারেন।

তারকং সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বথাবিষয়মক্রমং চেতি
বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৪ ॥

ভাষ্যম্। তারকমিতি স্বপ্রতিভোত্থমনৌপদেশিকমিত্যর্থঃ, সর্ব্ববিষয়ং নাস্য কিঞ্চিদবিষয়ীভূতমিত্যর্থঃ, সর্ব্বথাবিষয়ং অতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নং সর্ব্বং পর্য্যায়ৈঃ সর্ব্বথা জানাতীত্যর্থঃ, অক্রমমিতি একক্ষণোপারূঢ়ং সর্ব্বং সর্ব্বথা গৃহ্লাতীত্যর্থঃ, এতদ্বিবেকজং জ্ঞানং

টীকা। বিবেকজং জ্ঞানমিতি লক্ষ্যনির্দ্দেশঃ, শেষং লক্ষণম্। সংসারসাগরাত্তারয়তীতি তারকম্। পূর্ব্বস্মাৎ প্রাতিভাদ্বিশেষয়তি "সর্ব্বথা বিষয়ম্" ইতি। পর্য্যায়াঃ—অবান্তরবিশেষাঃ। অতএব বিবেকজং জ্ঞানং পরিপূর্ণং—নাস্য ক্বচিৎ

(৫৪) সংযমবলাদন্ত্যায়াং ভূমিকায়ামুৎপন্নং বিবেকজং জ্ঞানং তারয়ত্যগাধাৎ সংসারসাগরাদ্ যোগিনমিতি তারকমিত্যুচ্যতে। তচ্চ সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বাণি বস্তুরূপাণি বিষয়া যস্য তত্তথাবিধম্। সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারং সর্ব্বপ্রকারবিষয়ম্। সর্ব্বাবস্থাববোধকমিত্যর্থঃ। অক্রমঞ্চেতি যুগপদেব করামলকবৎ সর্ব্বসমূহাবলম্বনমিত্যর্থঃ।

পরিপূর্ণং, অস্যৈবাংশো যোগপ্রদীপঃ, মধুমতীং ভূমিমুপাদায় যাবদস্য পরিসমাপ্তিরিতি॥৫৪॥ প্রাপ্তবিবেকজজ্ঞানস্যাপ্রাপ্তবিবেকজজ্ঞানস্য বা।

কিঞ্চিৎ কথঞ্চিৎ কদাচিদগোচর ইত্যর্থঃ, আস্তাং তাবজ্‌জ্ঞানান্তরং, সম্প্রজ্ঞাতোঽপি তাবদস্যাংশঃ। তস্মাদতঃ পরং কিং পরিপূর্ণমিত্যাহ—"অস্যৈবাংশো যোগপ্রদীপঃ" ইতি। যোগপ্রদীপঃ—সম্প্রজ্ঞাতঃ। কিমুপক্রমঃ কিমবসানশ্চাসাবিত্যাহ—"মধুমতীম্" ইতি। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞৈব মধু, মোদকারণত্বাদ্। যথোক্তং 'প্রজ্ঞা প্রসাদমারুহ্য' ইতি। তদ্বতী মধুমতী তামুপাদায়, যাবদস্য পরিসমাপ্তিঃ সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা, অতএব বিবেকজং জ্ঞানং তারকং ভবতি তদংশস্য যোগপ্রদীপস্য তারকত্বাদিতি॥ ৫৪॥ তদেবং পরম্পরয়া কৈবল্যস্য হেতূন্ সবিভূতীন্ সংযমানুক্ত্বা সত্ত্বপুরুষান্যতাজ্ঞানং সাক্ষাৎ কৈবল্যসাধনমিত্যত্র সূত্রমবতারয়তি—"প্রাপ্ত" ইতি। বিবেকজং জ্ঞানং ভবতু মা বা ভূৎ, সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিস্তু কৈবল্যপ্রযোজিকেত্যর্থঃ। সূং—"সত্ত্ব—মিতি"॥

তাৎপর্য্যার্থ। বিবেকজ-জ্ঞান, যাহা ক্ষণসংযম-প্রভাবে উৎপন্ন হয়। যাহার ফলাফল এইমাত্র বলা হইল—তাহারই চরমাবস্থায় "তারক" জ্ঞান জন্মে। জগতে যে কিছু বস্তু আছে—সমস্তই এই তারক-জ্ঞানের বিষয়। তারক জ্ঞান উদিত হইলে তদ্দ্বারা প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সমুদায় পদার্থ এবং সেই সেই পদার্থের সমুদায় প্রকার (লক্ষণালক্ষণ) প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয়। এই জ্ঞান যুগপৎ সর্ব্ববস্তু ও সর্ব্ব-অবস্থা গ্রহণ করিতে পারে, তাই ইহার ক্রম নাই। তারক জ্ঞান উদিত হইলে যুগপৎ সমস্ত বস্তুও বস্তুর সমুদায় অবস্থা উক্ত তারক-জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। এই জ্ঞান যোগীকে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ করায় (মুক্ত করায়) বলিয়া ইহার শাস্ত্রীয় নাম "তারক"।

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি॥ ৫৫॥

ভাষ্যম্। যদা নির্দ্ধূতরজস্তমোমলং বুদ্ধিসত্ত্বং পুরুষস্যান্যতাপ্রত্যয়মাত্রাধিকারং দগ্ধক্লেশবীজং ভবতি, তদা পুরুষস্য শুদ্ধিসারূপ্যমিবাপন্নং

(৫৫) সত্ত্বস্য বুদ্ধিরব্যস্য বৃত্তিশূন্যতা শুদ্ধিঃ। পুরুষস্যাপি তদা কল্পিতভোগশূন্যতা শুদ্ধিঃ। এবং তয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে সতি কৈবল্যং মোক্ষো ভবতীতি শেষঃ।

ভবতি, তদা পুরুষস্যোপচরিতভোগাভাবঃ শুদ্ধিঃ, এতস্যামবস্থায়াং কৈবল্যং ভবতীশ্বরস্যানীশ্বরস্য বা, বিবেকজজ্ঞানভাগিন, ইতরস্য বা, ন হি দগ্ধক্লেশবীজস্য জ্ঞানে পুনরপেক্ষা কাচিদস্তি, সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণৈতৎ সমাধিজমৈশ্বর্য্যঞ্চ জ্ঞানঞ্চোপক্রান্তম্, পরমার্থতস্তু জ্ঞানাদদর্শনং নিবর্ত্ততে তস্মিন্নিবৃত্তে ন সন্ত্যুত্তরে ক্লেশাঃ ক্লেশাভাবাৎ কর্ম্মবিপাকাভাবঃ, চরিতাধিকারাশ্চৈতস্যামবস্থায়াং গুণা ন পুরুষস্য পুনর্দৃশ্যত্বেনো-পতিষ্ঠন্তে, তৎপুরুষস্য কৈবল্যং, তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতিরমলঃ কেবলীভবতি ॥

ইতি পাতঞ্জলভাষ্যপ্রবচনে বিভূতিপাদস্তৃতীয়ঃ ॥

টীকা। ইতিঃ—সূত্রসমাপ্তৌ। ঈশ্বরস্য—পূর্ব্বোক্তৈঃ সংযমৈর্জ্ঞানক্রিয়াশক্তি-মতঃ, অনীশ্বরস্য বা সমনন্তরোক্তেন সংযমেন বিবেকজজ্ঞানভাগিনঃ, ইতরস্য বানুৎপন্নজ্ঞানস্য, ন বিভূতিষু কাচিদপেক্ষাস্তীত্যাহ—"নহি" ইতি। নহু যদ্যন-পেক্ষিতা বিভূতয়ঃ কৈবল্যে ব্যর্থস্তর্হি তাসামুপদেশ ইত্যত আহ—"সত্ত্বশুদ্ধি-দ্বারেণ" ইতি। ইত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া। নাত্যন্তমহেতবঃ কৈবল্যে বিভূতয়ঃ কিন্তু ন সাক্ষাদিত্যর্থঃ। জ্ঞানং বিবেকজমুপক্রান্তং যচ্চ পারম্পর্য্যেণ কারণং তদৌপ-চারিকং ন মুখ্যং, পরমার্থতস্তু খ্যাতিরেব মুখ্যেত্যর্থঃ। জ্ঞানাদিতি—প্রসংখ্যা-নাদিত্যর্থঃ। অত্রান্তরঙ্গান্যঙ্গানি পরিণামাঃ প্রপঞ্চিতাঃ। সংযমাদ্ভূতিসংযোগ-স্তাসু জ্ঞানং বিবেকজম্ ॥ ইতি পদার্থসংগ্রহঃ শ্লোকঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতায়াং পাতঞ্জলভাষ্যব্যাখ্যায়াং বিভূতিপাদস্তৃতীয়ঃ।

তাৎপর্য্যার্থ। উক্ত বিবেকজ্ঞানের দ্বারা সত্ত্বের অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বের এবং পুরুষের অর্থাৎ আত্মার সম্যক্ সংশোধন হইলে কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ হয়।

যোগবলে বুদ্ধিতত্ত্ব নির্ম্মল হইলে, বুদ্ধিনিষ্ঠ রজোগুণ ও তমোগুণ দগ্ধকল্প হইলে, অর্থাৎ বুদ্ধির কলঙ্কভাগ অপনীত হইলে, বুদ্ধিতে তখন আর কোনরূপ বিকার উৎপন্ন হইবে না। বুদ্ধি তখন স্থির, গভীর, নিশ্চল ও নির্ম্মল হইবে। বুদ্ধি-দ্রব্যের তদ্রূপ অবস্থা হওয়ার নাম "সত্ত্বশুদ্ধি"। সত্ত্বশুদ্ধি হইলে নিত্যশুদ্ধ আত্মার কল্পিত ভোগ তিরোহিত হইবে। এইরূপ ভোগনিবৃত্তি আত্ম-শুদ্ধি নামে পরিচিত। ইহা সাধিত হইলেই আত্মার কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ হয়।

ইতি পাতঞ্জল-দর্শনে বিভূতিপাদ সমাপ্ত।

কৈবল্যপাদঃ।

"সর্ব্বসাধনসিদ্ধীনাং যা স্যাৎ সিদ্ধিরনুত্তমা।
কৈবল্যরূপা তন্মাত্রং সীতারামং নমাম্যহম্ ॥"

টীকা। তদেবং প্রথমদ্বিতীয় তৃতীয়পাদৈঃ সমাধিতৎসাধনতদ্বিভূতয়ঃ প্রাধান্যেন ব্যুৎপাদিতাঃ, ইতবত্তু প্রাসঙ্গিকমৌপোদ্‌ঘাতিকং চোক্তম্। ইদানীং তদ্ধেতুকং কৈবল্যং ব্যুৎপাদনীযম্। ন চৈতৎকৈবল্যভাগীয়ং চিত্তং পবলোকং চ পারলৌকিকং বিজ্ঞানাতিরিক্তং চিত্তকরণকসুখাদ্যাত্মকশব্দাদ্যুপভোক্তারমাত্মানং চ, প্রসংখ্যানপরমকাষ্ঠাং চ বিনা ব্যুৎপাদ্য শক্যং বক্তুমিতি, তদেতৎসর্ব্বমত্রপাদে ব্যুৎপাদনীয়ম্, ইতরচ্চ প্রসঙ্গাদুপোদ্‌ঘাতাদ্বা। তত্র প্রথমং সিদ্ধচিত্তেষু কৈবল্যভাগীয়ং চিত্তং নির্দ্ধারয়িতুকামঃ পঞ্চতয়ীং সিদ্ধিমাহ—"জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃ সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥

প্রথমপাদে সমাধি প্রভৃতিব লক্ষণ বর্ণিত হইযাছে। দ্বিতীয়পাদে সাধন-প্রণালী বলা হইয়াছে। তৃতীয়পাদে যোগীদিগের ঐশ্বর্য্য বা ক্ষমতা লাভেব উপায় বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই পাদে তাহাব চরম ফল মুক্তির কথা বলা হইবে। প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধিগুলির বিষয়শুদ্ধিও প্রদর্শিত হইবে।

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥

ভাষ্যম্। দেহান্তরিতা জন্মনা সিদ্ধিঃ, ঔষধিভিঃ অসুরভবনেষু

টীকা। ব্যাচষ্টে—"দেহান্তরিতা" ইতি। স্বর্গোপভোগভাগীয়াৎ কর্ম্মণো মনুষ্যজাতীয়াচরিতাৎ কুতশ্চিন্নিমিত্তাল্লব্ধপরিপাকাৎ ক্বচিৎ দেবনিকায়ে জাত-

---

(১) জন্মসমনন্তরং জায়ন্ত ইতি জন্মজাঃ; যথা পক্ষ্যাদীনামাকাশগমনাদয়ঃ, যথা বা কপিলাদীনাং জ্ঞানাদয়ঃ। ওষধিবিশেষসেবয়া জায়ন্ত ইতি ঔষধিজাঃ; যথা মাণ্ডব্যাদীনাম্। মন্ত্রজপাদেব জায়ন্ত ইতি মন্ত্রজাঃ; যথা গালবাদীনাম্। তপসা এব জায়ন্ত ইতি তপোজাঃ; যথা বিশ্বামিত্রাদীনাম্। এতাশ্চতস্রঃ সিদ্ধয়ঃ পূর্ব্বজন্মাভ্যস্তযোগজা এব জন্মাদিনিমিত্তেন ব্যক্ত্যন্তে। অতএবাত্র বিশ্বাসেন প্রবৃত্তিঃ। ইহ সিদ্ধ্যদর্শনেঽপি, জন্মান্তরে তৎসাফল্যাৎ। সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ কাঁয়েন্দ্রিয়াণাং পূর্ব্বোক্তা এব।

রসায়নেত্যেবমাদি, মন্ত্রৈঃ আকাশগমনাণিমাদিলাভঃ, তপসা সঙ্কল্পসিদ্ধিঃ, কামরূপী যত্র তত্র কামগ ইত্যেবমাদি, সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ো ব্যাখ্যাতাঃ ॥১॥ তত্র কায়েন্দ্রিয়াণামন্যজাতীয়পরিণতানাম্।

মাত্রস্তৈব দিব্যদেহান্তরিতা সিদ্ধিরণিমাদ্যা ভবতীতি, ঔষধিসিদ্ধিমাহ—"অসুর-ভবনেষু" ইতি। মনুষ্যো হি কুতশ্চিন্নিমিত্তাদসুরভবনমুপসম্প্রাপ্তঃ কমনীয়াভি-রসুরকন্যাভিরুপনীতং রসায়নমুপযুজ্যাজরামরণত্বমন্যাশ্চ সিদ্ধীরাসাদয়তি, ইহৈব বা রসায়নোপযোগেন। যথা মাণ্ডব্যো মুনিঃ, রসোপযোগাদ্বিন্ধ্যবাসী ইতি। মন্ত্রসিদ্ধিমাহ—"মন্ত্রৈঃ" ইতি। তপঃসিদ্ধিমাহ—"তপসা" ইতি। সংকল্প-সিদ্ধিমাহ—"কামরূপী" ইতি। যদেব কাময়তেঽণিমাদি, তদেকপদেঽস্য ভবতীতি। যত্র কাময়তে শ্রোতুং বা মন্তুং বা তত্র তদেব শৃণোতি মনুতে চেতি। আদিশব্দাদ্ দর্শনাদয়ঃ সংগৃহীতা ইতি। সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ো ব্যাখ্যাতাঃ—অধস্তনেপাদে ॥১॥ অথ চতসৃষু সিদ্ধিষ্বৌষধাদিসাধনাসু তেষামেব কায়েন্দ্রিয়াণাং জাত্যন্তরপরিণতি-রিষ্যতে। সা পুনর্নতাবদুপাদানমাত্রাদ্। ন হি তাবন্মাত্রমুপাদানং ন্যূনাধিক-দিব্যাদিব্যভাবেঽস্য ভবতি, নো খল্ববিলক্ষণং কারণং কার্য্যবৈলক্ষণ্যায়ালম্। মাস্যাকস্মিকত্বং ভূদিত্যাশঙ্ক্য পূরয়িত্বা সূত্রং পঠতি "তত্র কায়েন্দ্রিয়াণামন্য-জাতীয়পরিণতানাং জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাদ্ ॥"

তাৎপর্য্যার্থ।—পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধিসকল জন্ম, ওষধি, মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধি হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

তৃতীয়পাদে যে-সকল সিদ্ধি বলা হইয়াছে, সে-সকল দেখিলে সাধক মনে করিতে পারেন, সিদ্ধি পাঁচ প্রকার উপায়ে উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিবেচনাপূর্ব্বক দেখিলে প্রতীত হইবে, সিদ্ধির মূল কারণ একই অর্থাৎ একমাত্র সমাধিই সমস্ত-সিদ্ধির মূল, আর সমস্ত উত্তেজক। যোগিসম্প্রদায়ের মধ্যে ও তাঁহাদের শাস্ত্রে এরূপ সংবাদ আছে যে, পূর্ব্বে যোগীরা জন্ম, ওষধি, মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধির দ্বারা বিশেষ বিশেষ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আরো শুনা গিয়াছে,—কেহ কেহ কেবলমাত্র জন্মের দ্বারা, কেহ ওষধিবিশেষ সেবা করিয়া, কেহ মন্ত্র জপ করিয়া, কেহ তপস্যা করিয়া, কেহ কেবলমাত্র সমাধি অবলম্বন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। পক্ষিজাতি যেমন জন্মের দ্বারা আকাশগমনাদি-বিষয়ে সিদ্ধ, তেমনি কপিল প্রভৃতি ঋষি জন্মের দ্বারাই জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য বিষয়ে সিদ্ধ।

অকাশসঞ্চরণাদি যেমন পক্ষীজাতীর সাংসিদ্ধিক, সহজাত—জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য, এ সকল তেমনি কপিলাদি ঋষির সাংসিদ্ধিক বা সহজাত। পক্ষিজাতির ন্যায় ইঁহারাও ঐ সকল গুণ বা ক্ষমতাবিশেষ কেবলমাত্র জন্মের দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন। পাতালাদি লোকের কোন কোন অধিবাসী রসায়ন বা ঔষধ-বিশেষ সেবা করিয়া অনেক প্রকার সিদ্ধি আয়ত্ত করিয়াছিলেন (শরীরের ও মনের পরিবর্ত্তন ও অশেষ বিশেষ ক্ষমতার উন্নতি করিয়াছিলেন)। ভারতখণ্ড-বাসী মাণ্ডব্য প্রভৃতি কতিপয় ঋষিও রসায়ন বা ঔষধবিশেষ সেবা করিয়া সিদ্ধি-বিশেষ লাভ করিয়াছিলেন। কোন ঋষি কেবল মন্ত্র জপ করিয়া এবং অন্যান্য ঋষি কেবল সমাধি অবলম্বন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এ সকল শুনিলে আপাততঃ মনে হইতে পারে, সিদ্ধিলাভের প্রতি পঞ্চবিধ কারণ আছে। কিন্তু যুক্তিচক্ষে নিরীক্ষণ করিলে দেখা যাইবে, অন্যপ্রকার কারণ কেবল উপলক্ষ্যমাত্র। একমাত্র সমাধিই উহার (সিদ্ধির) মূলকারণ। জন্মান্তরের দৃঢ়াভ্যস্ত ফলো-ন্মুখ সমাধিই ইহজন্মে জন্ম-বিশেষ দ্বারা, ঔষধবিশেষের দ্বারা, মন্ত্রজপের দ্বারা ও তপস্যার দ্বারা, উদ্বোধিত বা প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া সিদ্ধিনামক ফল উৎপাদন করে। তাৎপর্য্য এই যে, ফললাভে বিলম্ব হইলেও কেহ যেন হতাশ্বাস না হন। এ জন্মে না হয়-ত জন্মান্তরে হইবে, এরূপ বিশ্বাস দৃঢ় করুন। বস্তুত বিশ্বাস না থাকিলে দীর্ঘকালব্যাপী কঠোরতর যোগানুষ্ঠানে রত থাকা যায় না।

জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ॥ ২ ॥

ভাষ্যম্। পূর্ব্বপরিণামাপায়ে উত্তরপরিণামোপজনস্তেষামপূর্ব্বা-

টীকা। মনুষ্যজাতিপরিণতানাং কায়েন্দ্রিয়াণাং যো দেবতির্য্যগ্‌জাতিপরি-ণামঃ স খলু প্রকৃত্যাপূরাৎ, কায়স্য হি প্রকৃতিঃ পৃথিব্যাদীনি ভূতানি, ইন্দ্রিয়াণাং

---

(২) অন্যা জাতির্জাত্যন্তরম্। তদ্রূপঃ পরিণামঃ; তির্য্যগ্‌জাতিপরিণতানাং মনুষ্যজাতিত্বে পরিণামঃ অপিবা মনুষ্যজাতিপরিণতানাং কায়েন্দ্রিয়াণাং দেবাদিজাতিত্বে পরিণামঃ। সোঽয়ং জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ। কায়স্য হি প্রকৃতিঃ পৃথিব্যাদীনি। ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ প্রকৃতি-রস্মিতা। তদবয়বানুপ্রবেশঃ আপূরঃ। স চ তস্মাত্তস্মাদ্ভবতীতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—প্রাধানাদয়ঃ পৃথিব্যন্তাঃ প্রকৃতয়ঃ। তাসাং সর্ব্বত্র সত্বাৎ নরাদিদেহাবয়বেষু ধর্ম্মাদিনিমিত্তানু-রোধেন তদবয়বানুপ্রবেশাদ্ভবতি জাত্যাদিপরিণামোঽগ্নিকণবৎ। লোকে যথা অগ্নিকণস্য প্রকৃত্যানুপ্রবেশাৎ বনাগ্নৌ বহুতৃণাদিমণ্ডলব্যাপকং দৃষ্টং তদ্বদিত্যর্থঃ।

বয়বানুপ্রবেশাদ্ভবতি, কায়েন্দ্রিয়প্রকৃতয়শ্চ স্বং স্বং বিকারমনুগৃহ্নন্ত্যাপূরেণ ধর্ম্মাদিনিমিত্তমপেক্ষমাণা ইতি ॥ ২ ॥

চ প্রকৃতিরস্মিতা, তদবয়বানুপ্রবেশ আপূরস্তস্মাদ্ভবতি। তদিদমাহ—"পূর্ব্বপরিণামঃ" ইতি। নন্বু যদ্যাপূরেণানুগ্রহঃ, কস্মাৎ পুনরসৌ ন সদাতন ইত্যত আহ—"ধর্ম্মাদি" ইতি। তদনেন তস্যৈব শরীরস্য বাল্যকৌমারযৌবনবার্দ্ধকাদীনি চ, ন্যগ্রোধধানায়া ন্যগ্রোধতরুভাবশ্চ, বহ্নিকণিকায়াস্তৃণরাশিনিবেশিতায়াঃ প্রোদ্ভবজ্বালাসহস্রসমালিঙ্গিতগগনমণ্ডলত্বং চ ব্যাখ্যাতম্॥২॥ প্রকৃত্যাপূরাদিত্যুক্তং, তত্রেদং সংদিহ্যতে, কিমাপূরঃ প্রকৃতীনাং স্বাভাবিকঃ, ধর্ম্মাদিনিমিত্তো বেতি, কিং প্রাপ্তং, সতীষ্বপি প্রকৃতিষু কদাচিদাপূরাদ্ ধর্ম্মাদিনিমিত্তশ্রবণাচ্চ তন্নিমিত্ত এবেতি প্রাপ্তম্, এবম্প্রাপ্ত আহ—সূং, "নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবদ্" ॥

তাৎপর্য্যার্থ।—প্রকৃতির আপূরণ দ্বারা জাত্যন্তর পরিণাম অর্থাৎ এক জাতির পরিবর্ত্তে অন্যজাতিত্ব প্রাপ্তি হয়। ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা এইরূপ—

সিদ্ধিলিপ্স যোগীর যোগ যখন অত্যন্ত তীব্র হয়,—যোগী বা তাপস তখন অন্য জাতি হইয়া যান; তিনি তখন মানুষ্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার সেই মানব-দেহ ও মানবমন তখন অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পরিবর্ত্তন প্রভাবে তাঁহার সে দেহ ও মন, দেবদেহে ও দেব-মনে পরিণতিপ্রাপ্ত হয়। শুনা যায়, নন্দীশ্বর-নামক জনৈক মনুষ্যবালক উৎকট তপঃপ্রভাবে শিব-পার্ষদ (দেবতা) হইয়াছিলেন। এ সকল সংবাদ মিথ্যা নহে। তপঃপ্রভাবে জাত্যন্তর পরিণাম হওয়া অসম্ভব নহে। প্রকৃতির আপূরণ অর্থাৎ এতৎশরীরে অন্য উপাদানের প্রবেশ, কাষ্ঠে প্রস্তরীয় উপাদান প্রবেশের তুল্য। কাষ্ঠ পাথর হওয়া যেমন সুসম্ভব, এক শরীর অন্য শরীর হওয়াও সেইরূপ সুসম্ভব। মানবাস্থি সকল কালে প্রকৃতির আপূরণে প্রস্তর হইয়াছে, এবং কাষ্ঠ ও পাথর হইয়াছে; ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। *ইংরাজ পণ্ডিতেরা ঐরূপ হওয়াকে "Fossilized" বলেন, আমরা না হয় "প্রকৃতির

আপূরণ" বলিলাম। কাষ্ঠশরীরে যদি প্রস্তরীয় উপাদানের আগমন হইতে পারে ত অবশ্যই মনুষ্যশরীরে দৈব-উপাদানের আগমন হইতে পারিবে। শরীরের উপাদান পঞ্চ মহাভূত; এবং ইন্দ্রিয়ের উপাদান অস্মিতা অর্থাৎ চৈতন্য-প্রতিবিম্বিত বুদ্ধিতত্ত্ব। ঐ দুই বস্তু সুর-নর-তির্য্যক্ সমস্ত শরীরের ও তদ্বর্ত্তী সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আরম্ভক। পশুশরীরও ভূতবিকার। মানব শরীর ও ভূতবিকার। যে অস্মিতা হইতে পশুর মন জন্মিয়াছে, সেই অস্মিতা হইতে মানব মনও জন্মিয়াছে। অতএব, সমুদায় শরীরের ও সমুদায় ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি এক ও সর্ব্বব্যাপিনী। এই সর্ব্বব্যাপিনী প্রকৃতি যে, ধর্ম্মাধর্ম্মনামক গুণবিশেষের দ্বারা বা আভ্যন্তরীণ শক্তিবিশেষের দ্বারা ক্ষুভিত বা উত্তেজিত হইয়া পরিণামান্তর উৎপাদিত করিতে পারে, এ কথা কোন ক্রমেই অবিশ্বাস্য নহে। প্রকৃতির অনুগ্রহ হইলে ক্ষণমধ্যেই এক জাতি অন্য জাতি,—এক দেহ অন্য দেহ,—অর্থাৎ নরদেহ দেবদেহ হইয়া যাইতে পারে। সর্ব্বব্যাপিনী ও সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতির সর্ব্বত্রই সর্ব্ববিধ পরিণাম হওয়ার যোগ্যতা আছে; পরন্তু তাহা তদ্বর্ত্তী ধর্ম্মাধর্ম্ম-নামক গুণবিশেষের দ্বারা আবৃত বা প্রতি-বদ্ধ থাকে। সেই জন্যই তিনি (প্রকৃতি) নিয়মিত পরিণামের অনুগতা থাকেন; বিশৃঙ্খলরূপে পরিণতা হন না। কিন্তু যখন জীবের ধর্ম্মবল অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হয়, তখন তাঁহার অধর্ম্ম নামক আবরণ অথবা প্রতিবন্ধকারণ নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং অধর্ম্ম তাঁহার যে পরিণামকে আবৃত বা অবরুদ্ধ রাখিয়াছিল, অর্থাৎ, হইতে দিতেছিল না, প্রতিবন্ধক-শূন্য হওয়ায় তাঁহার সেই পরিণাম আরব্ধ হয়, অন্যবিধ পরিণাম তখন অবরুদ্ধ হইয়া যায়। ধর্ম্মের ও অধর্ম্মের সমকক্ষতা বা তুল্যবল থাকা প্রযুক্তই প্রকৃতি এখন নরশরীরে পরিণতা হইতেছেন বটে, কিন্তু যদি এখন ইহাতে ধর্ম্মের তীব্রতর তীক্ষ্ণতর বা প্রবলতর বেগ উপস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই অধর্ম্মের শক্তি হ্রাস ও দেব-শরীর হওয়ায় প্রতিবন্ধক নাশ হইবে। হইয়া, এই নরশরীরেই দেব শরীরের উপযুক্ত উপাদান আসিবে। অর্থাৎ প্রকৃতি হইতেই দৈব উপাদান ইহাতে আপূরিত হইবে। আপূরিত হইলেই এই নর-শরীর দেব-শরীর হইবে। কণ-পরিমিত বহ্নিতে তৎসজাতীয় প্রকৃতির আপূরণ আরম্ভ হইলে বিস্তীর্ণ বনও যখন বহ্নিরূপে পরিণত হওয়া সম্ভব-পর হয়,—তখন প্রকৃতির আপূরণে মানব-দেহ যে, দেব-দেহে পরিণত হইতে পারে না, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন পুষ্কল কারণ পরিদৃষ্ট হয় না।

নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥৩॥

ভাষ্যম্। ন হি ধর্ম্মাদি নিমিত্তং প্রয়োজকং প্রকৃতীনাং ভবতি, ন কার্য্যেণ কারণং প্রবর্ত্ত্যতে ইতি,কথন্তর্হি,বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ, যথা ক্ষেত্রিকঃ কেদারাদপাম্পূরণাৎ কেদারান্তরং পিপ্লাবয়িষুঃ সমং নিম্নং নিম্নতরং বা নাপঃ পাণিনাপকর্ষতি, আবরণং তু আসাং ভিনত্তি, তস্মিন্ ভিন্নে স্বয়মেবাপঃ কেদারান্তরমাপ্লাবয়ন্তি, তথা ধর্ম্মঃ প্রকৃতীনামাবরণমধর্ম্মং ভিনত্তি তস্মিন্ ভিন্নে স্বয়মেব প্রকৃতয়ঃ স্বং স্বং বিকারমাপ্লাবয়ন্তি, যথা বা স এব ক্ষেত্রিকস্তস্মিন্নেব কেদারে ন প্রভবত্যৌদকান্ ভৌমান্ বা রসান্ ধান্যমূলান্যনুপ্রবেশয়িতুং কিন্তর্হি মুদ্গ-গবেধুক-শ্যামাকাদীন্ ততোঽপকর্ষতি, অপকৃষ্টেষু তেষু স্বয়মেব রসা ধান্যমূলান্যনুপ্রবিশন্তি, তথা ধর্ম্মো নিবৃত্তিমাত্রে কারণমধর্ম্মস্য, শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যোরত্যন্তবিরোধাৎ, নতু প্রকৃতিপ্রবৃত্তৌ ধর্ম্মো হেতুর্ভবতীতি। অত্র নন্দীশ্বরাদয় উদাহার্য্যাঃ, বিপর্য্যয়েণাপ্যধর্ম্মো ধর্ম্মং বাধতে, ততশ্চাশুদ্ধিপরিণাম ইতি, তত্রাপি

টীকা। সত্যং ধর্ম্মাদয়ো নিমিত্তং, ন তু প্রযোজকাঃ, তেষামপি প্রকৃতিকার্য্যত্বাদ্, ন চ কার্য্যং কারণং প্রযোজয়তি, তস্য তদধীনোৎপত্তিতয়া কারণপরতন্ত্রত্বাৎ, স্বতন্ত্রস্য চ প্রযোজকত্বাদ্, ন খলু কুলালমন্তরেণ মৃদ্দণ্ডচক্রসলিলাদয় উৎপিৎসিতেনোৎপন্নেন বা ঘটেন প্রযুজ্যন্তে, কিন্তু স্বতন্ত্রেণ কুলালেন। ন চ পুরুষার্থোঽপি প্রবর্ত্তকঃ, কিন্তু তদুদ্দেশেনেশ্বরঃ। উদ্দেশতামাত্রেণ পুরুষার্থঃ প্রবর্ত্তক ইত্যুচ্যতে। উৎপিৎসোস্তস্য পুরুষার্থস্যাব্যক্তস্য স্থিতিকারণত্বং যুক্তম্। ন চৈতাবতা ধর্ম্মাদীনামনিমিত্ততা। প্রতিবন্ধাপনয়নমাত্রেণ ক্ষেত্রিকবদুপপত্তেঃ। ঈশ্বরস্যাপি ধর্ম্মাধিষ্ঠানার্থং প্রতিবন্ধাপনয় এব ব্যাপারো বেদিতব্যঃ। তদেতদ্-

(৩) নিমিত্তং ধর্ম্মাদি। তচ্চ প্রকৃতীনাং অপ্রয়োজকং অর্থান্তরপরিণামে প্রবর্ত্তকং ন ভবতি তাৎকার্য্যত্বাৎ। নাহি কারণং কার্য্যং প্রবর্ত্তয়তীতি দৃষ্টম্। ততস্তু নিমিত্তাৎ তু বরণভেদঃ বরণস্য প্রতিবন্ধকস্য ভেদো বাধঃ ক্ষয়ো বা ভবতীতি শেষঃ। অত্র ক্ষেত্রিকবদিতি দৃষ্টান্তঃ। যথা ক্ষেত্রিকঃ কৃষীবলঃ জলস্যোন্নতদেশাদ্যাবরণভেদনমাত্রং করোতি ততশ্চ জলং স্বয়মেব কেদারান্তরে প্রবর্ত্ততে তদ্বদিত্যর্থঃ। ধর্ম্মেণাধর্ম্মনিরাসে প্রকৃতয়ঃ স্বয়মেব দেবাদিপরিণামে প্রবর্ত্ততে পাপাদিগণেন চ পুণ্যপরিণামপ্রতিবন্ধে তির্য্যগাদিপরিণামে প্রবর্ত্তত ইতি দিক্।

নহুষাজগরাদয় উদাহার্য্যাঃ ॥৩॥ যদা তু যোগী বহূন্ কায়ান্ নির্ম্মি-
মীতে তদা কিমেকমনস্কাস্তে ভবন্ত্যথানেকমনস্কা ইতি ।

নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণোক্তম্ ॥৩॥ প্রকৃত্যাপূরেণ সিদ্ধীঃ সমর্থ্য সিদ্ধিবিনির্ম্মিত-
নানাকায়বর্ত্তিচিত্তৈকত্বনানাত্বে বিচারয়তি—"যদা তু" ইতি । তত্র নানামনস্ত্বে
কায়ানাং প্রতিচিত্তমভিপ্রায়ভেদাদ্ একাভিপ্রায়ানুরোধশ্চ পরস্পরং প্রতিসন্ধানং
ন চ স্যাতাং পুরুষান্তরবৎ । তস্মাদেকমেব চিত্তং প্রদীপবদ্‌বিসারিতয়া বহূনপি
নির্ম্মাণকায়ান্ ব্যাপ্নোতীতি প্রাপ্ত আহ—"নির্ম্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাদ্" ॥

তাৎপর্য্যার্থ । নিমিত্ত অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম-নামক জীবগুণ জাত্যন্তর পরিণামের
সাক্ষাৎ কারণ নহে । উহার দ্বারা মাত্র প্রকৃতির আবরণ ভঙ্গ হয় । সুতরাং
উহা কৃষকদিগের ন্যায় আবরণভঙ্গকারী মাত্র ।

তাৎপর্য্য এই যে, যোগীরা দেখিয়াছেন, কায়িক বাচিক ও মানসিক ব্যাপা-
রের দ্বারা চিত্তনামক প্রকৃতিপ্রদেশে গুণবিশেষ বা সামর্থ্যবিশেষ উদ্ভূত হয় ।
সেই উদ্ভূত গুণদ্বয় সংশ্লিষ্ট প্রকৃতির অর্থাৎ সেন্দ্রিয় দেহের সর্ব্ববিধ পরিণামশক্তি
থাকিলেও তাহা অবরুদ্ধ থাকে । অর্থাৎ ইহাতে যখন তখন যে সে পরিণাম
হইতে পারে না । ধর্ম্ম অধর্ম্ম্য-পরিণামের এবং অধর্ম্ম ধর্ম্ম্য-পরিণামের প্রতি-
বন্ধকতা করে । প্রকৃতির যে অংশে এখন অধর্ম্ম্য-পরিণাম চলিতেছে অর্থাৎ
তির্য্যক্‌শরীররূপ পরিণাম ঘটিয়াছে,—সেই অংশে এখন ধর্ম্ম্য-পরিণাম অবরুদ্ধ
আছে । দেব-শরীর-পরিণাম হওয়ার সামর্থ্য থাকিলেও তাহা অধর্ম্মের দ্বারা
রুদ্ধ থাকায় কার্য্যকারী হইতেছে না । ধর্ম্মবল প্রবৃদ্ধ হইয়া যদি ধর্ম্ম্য-পরিণামের
প্রতিবন্ধক অধর্ম্মকে নষ্ট করিয়া দেয় অথবা অভিভূত করিয়া দেয়, কিম্বা অধর্ম্ম্য-
বেগ প্রবল হইয়া অধর্ম্ম্য-পরিণামের প্রতিবন্ধক ধর্ম্মকে হানপ্রাপ্ত করায়, তাহা
হইলে তখন নিষ্প্রতিবন্ধকে দেবশরীরে তির্য্যক্ পরিণাম ও তীর্য্যক্-শরীরে দৈব-
পরিণাম উপস্থিত হইতে পারে । নিম্নগমন-স্বভাব জল, সেতুর দ্বারা বদ্ধ থাকিলে
নিম্নে যাইতে পারে না, ইহা দেখিয়া কৃষকেরা নিম্নে জল লইয়া যাইবার জন্য কেবল-
মাত্র সেতুটী (ক্ষেত্রের আলি) ভাঙ্গিয়া দেয়, অন্য কিছুই করে না । গতিরোধ-
কারিণী মৃত্তিকার উচ্চতা নষ্ট হইলেই জল আপনা হইতেই নিষ্প্রতিবন্ধকে নিম্নে
প্রবাহিত হয় । এই যেমন দৃষ্টান্ত তেমনি, উৎকৃষ্ট শরীর হওয়ার প্রতিবন্ধক

নষ্ট হইলেই নিকৃষ্ট শরীর আপনাআপনি উৎকৃষ্ট শরীর হইয়া পড়ে। প্রকৃতিই জাত্যন্তর পরিণামের মূল, ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহার প্রতিবন্ধক বিনাশের সাহায্যকারী মাত্র। নন্দীশ্বর মুনি যে তপস্যার দ্বারা মনুষ্যজাতির পরিবর্ত্তে দেবজাতি হইয়াছিলেন, তাহা কথিতপ্রণালীতেই হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তপস্যালব্ধ ধর্ম্মের দ্বারা তাঁহার দেবশরীর হওয়ার প্রতিবন্ধক নষ্ট হইয়াছিল, তাই তিনি নরজাতি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দেবজাতি হইয়াছিলেন।

নির্ম্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যম্। অস্মিতামাত্রং চিত্তকারণমুপাদায় নির্ম্মাণচিত্তানি করোতি, ততঃ সচিত্তানি ভবন্তি ॥ ৪ ॥

টীকা। যদ্ যাবজ্জীবচ্ছরীরং তৎসর্ব্বমেকৈকাসাধারণচিত্তান্বিতং দৃষ্টং, তদ্‌যথা চৈত্রমৈত্রাদিশরীরম্। তথা চ নির্ম্মাণকায়াঃ, ইতি সিদ্ধং তেষামপি প্রাতিস্বিকং মন ইত্যভিপ্রায়েণাহ—"অস্মিতামাত্রম্" ইতি॥৪॥ যদুক্তমনেকচিত্তত্বে একাভিপ্রায়ানুরোধশ্চ প্রতিসন্ধানং চ ন স্যাতামিতি, তত্রোত্তরং সূত্রম—"প্রবৃত্তি-ভেদে প্রযোজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। কেবলমাত্র অস্মিতা হইতেই তাঁহারা বহুচিত্ত অর্থাৎ বহু অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিয়া থাকেন; এবং তাঁহাদের একমাত্র সহজাত চিত্ত সেই সকল সৃষ্ট অন্তঃকরণের প্রবর্ত্তক। (ইচ্ছাদি উৎপাদনের কর্ত্তা)।

প্রবৃত্তিভেদে প্রযোজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যম্। বহূনাং চিত্তানাং কথমেকচিত্তাভিপ্রায়পুরঃসরা প্রবৃত্তিঃ-

টীকা। অভবিষ্যদেষ দোষো যদি চিত্তমেকং নানাকায়বর্ত্তিমনোনায়কং ন নিরমাস্যত, তন্নির্ম্মাণে ত্বদোষঃ। ন চৈকং গৃহীত্বা কৃতং প্রাতিস্বিকৈর্ম্মনোভিঃ,

(৪) যোগপ্রভাবাৎ নির্ম্মীয়ন্ত ইতি নির্ম্মাণানি। তানি চিত্তানি যোগিনাং অস্মিতামাত্রাৎ প্রাদুর্ভবন্তীতি বাক্যশেষঃ। অয়ম্ভাবঃ—যোগী যদা যুগপদ্ভোগার্থং কায়ব্যূহান্ (বহূন্ কায়ান্) নির্ম্মিমীতে তদা তস্য সঙ্কল্পাধীনপ্রকৃত্যাপূরাৎ কায়বৎ অস্মিতামাত্রাৎ অঙ্গারাখ্যপ্রকৃতের্বহি-স্ফুরণবৎ বহূনি চিত্তানি প্রসরন্তি।

(৫) অনেকেষাং তেষাং নির্ম্মিতানাং চিত্তানাং প্রবৃত্তিভেদে অভিপ্রায়নানাত্বে একম্ এব যোগিনশ্চিত্তং প্রযোজকং প্রেরকং ভবতীতি শেষঃ। যথা স্বীয়ে শরীরে মনশ্চক্ষুঃপ্রাণাদীনি যথেষ্টং যোজয়তি তথা কায়ান্তরেষপীতি তাৎপর্য্যমুন্নেয়ম্।

ইতি সর্ব্বচিত্তানাং প্রযোজকং চিত্তমেকং নির্ম্মিমীতে, ততঃ প্রবৃত্তি-ভেদঃ ॥ ৫ ॥

কৃতং বা নায়কনির্ম্মাণেন, নিজস্যৈব মনসো নায়কত্বাদিতি বাচ্যম্। প্রমাণসিদ্ধস্য নিয়োগপর্য্যনুযোগানুপপত্তেরিতি। অত্র পুরাণং ভবতি—"একস্তু প্রভুশক্ত্যা বৈ বহুধা ভবতীশ্বরঃ। ভূত্বা যস্মাত্তু বহুধা ভবত্যেকঃ পুনস্ততঃ। তস্মাচ্চ মনসো-ভেদাঃ জায়ন্তে চৈত এব হি। একধা স দ্বিধা চৈব ত্রিধা চ বহুধা পুনঃ। যোগী-শ্বরঃ শরীরাণি করোতি বিকরোতি চ। প্রাপ্নুয়াদ্ বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদুগ্রং তপশ্চরেৎ। সংহরেচ্চ পুনস্তানি সূর্য্যো রশ্মিগণানিব" ইতি। তদেতেনাভি-প্রায়েণাহ "বহূনাং চিত্তানাম্" ইতি ॥ ৫ ॥ তদেবমুদিতেষু পঞ্চসু সিদ্ধচিত্তেষপ-বর্গভাগীয়ং চিত্তং নির্দ্ধারয়তি—"তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। প্রতিবন্ধক নষ্ট হইলে যেমন প্রকৃতির আপূরণ হওয়ায় আপনা হইতেই জাত্যন্তর পরিণাম সিদ্ধ হয়,—যোগিগণের কায়ব্যূহ সৃষ্টিও তেমনি সেই একমাত্র মূল প্রকৃতির আপূরণদ্বারা সিদ্ধ হয়। যোগীরা যখন ভোগদ্বারা শীঘ্র শীঘ্র সঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয় করিতে ইচ্ছুক হন, আপনার অলৌকিক ক্ষমতা অনুভব করিতে বাঞ্ছা করেন, তখন তাঁহারা যোগবলে অথবা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা এককালে বহু শরীর সৃষ্টি করিয়া থাকেন। স্বেচ্ছানির্ম্মিত সেই সকল শরীরস্থ চিত্তও তাঁহাদের ইচ্ছাসৃষ্ট অর্থাৎ সে সকল চিত্ত তাঁহাদের ইচ্ছার প্রভাবেই অস্মিতা-নামক মূল-অহংতত্ত্ব হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তি এত প্রবল যে, আমরা যেমন অলাতে (অগ্ন্যঙ্গারে) ফুৎকার প্রদান করিয়া শত সহস্র স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করিতে পারি,—তাঁহারা তেমনি অস্মিতার উপর ইচ্ছাপ্রয়োগ করিয়া তাহা হইতে অসংখ্য মন বা অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিতে পারেন। সেই সকল ইচ্ছাসৃষ্ট মন তাঁহাদের সহজাত ও যোগবশীকৃত চিত্তের অধীনে থাকে এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ ভোগ ও ঐশ্বর্য্য অনুভব করেন। তাঁহাদের সমাধি-পরিষ্কৃত সহজাত চিত্ত যখন যেরূপ ইচ্ছা করে, সেই সকল ইচ্ছাসৃষ্ট নূতন চিত্ত তখন সেইরূপ কার্য্যই করিতে বাধ্য হয়।

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥ ৬ ॥

---

(৬) তত্র যেষু তেষু চিত্তেষু মধ্যে সমাধিজং চিত্তং অনাশয়ং কর্ম্মবাসনাশূন্যং মোক্ষায় যোগ্যমিত্যর্থঃ। জন্মাদিপঞ্চপ্রভবত্বাৎ সিদ্ধানাং চিত্তমপি তৎপ্রভবং পঞ্চবিধমিতি বিভাব্যম্।

ভাষ্যম্। পঞ্চবিধং নির্ম্মাণচিত্তং জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয় ইতি, তত্র যদেব ধ্যানজং চিত্তং তদেবানাশয়ং তস্যৈব নাস্ত্যাশয়ঃ রাগাদিপ্রবৃত্তির্নাতঃ পুণ্যপাপাভিসম্বন্ধঃ ক্ষীণক্লেশত্বাৎ যোগিন ইতি, ইতরেষান্তু বিদ্যতে কর্ম্মাশয়ঃ ॥ ৬ ॥ যতঃ—

টীকা। আশেরত ইত্যাশয়াঃ—কর্ম্মবাসনাঃ ক্লেশবাসনাশ্চ। ত এতে ন বিদ্যন্তে যস্মিন্ তদনাশয়ং চিত্তমপবর্গভাগীয়ং ভবতীত্যর্থঃ। যতো রাগাদিনিবন্ধনা প্রবৃত্তির্নাস্তি অতো নাস্তি পুণ্যপাপাভিসম্বন্ধঃ। কস্মাৎ পুনঃ রাগাদিজনিতা প্রবৃত্তির্নাস্তীত্যত আহ—"ক্ষীণক্লেশত্বাদ্" ইতি। ধ্যানজস্যানাশয়স্য মনোঽন্তরেভ্যো বিশেষং দর্শয়িতুমিতরেষামাশয়বত্তামাহ—"ইতরেষান্তু" ইতি ॥৬॥ তত্রৈব চ হেতুপরং সূত্রমবতারয়তি "যতঃ" ইতি। সূং,—"কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। জন্মসিদ্ধ, ঔষধসিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ ও সমাধিসিদ্ধ,—এই পাঁচপ্রকার চিত্তের মধ্যে সমাধিসিদ্ধ চিত্তই পাপশূন্য হয় অর্থাৎ তাহাতে কোনরূপ কর্ম্মবাসনা স্পৃষ্ট হইতে পারে না। ইহার পরিষ্কার ব্যাখ্যা এইরূপ—

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ সিদ্ধ পুরুষের মধ্যে অর্থাৎ জন্মসিদ্ধ, ঔষধসিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ ও সমাধিসিদ্ধ যোগীদিগের মধ্যে, যাঁহারা সমাধিসিদ্ধ,—তাঁহাদের চিত্তই প্রকৃতপ্রস্তাবে কৈবল্যের উপযুক্ত। কেননা, তাঁহাদের সেই সমাধিজ বা ধ্যানজ চিত্তে কর্ম্মাশয় বা কর্ম্মবীজ থাকে না। কিঞ্চিৎকাল থাকিলেও দগ্ধ প্রায় হইয়া থাকে। দগ্ধবীজে যেমন প্ররোহ জন্মে না, সমাধিদগ্ধ কর্ম্মবীজেও তেমনি সংসারাঙ্কুর জন্মে না। সুতরাং মুক্তি হয়।

কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্ ॥ ৭ ॥

(৭) যোগিনঃ কর্ম্ম অশুক্লকৃষ্ণং শুক্লকৃষ্ণাদিবিলক্ষণম্। ইতরেষাম্ অযোগিনান্তু কর্ম্ম ত্রিবিধং শুক্লং কৃষ্ণং শুক্লকৃষ্ণঞ্চেতার্থঃ। বাঙ্মনঃসাধ্যং সুখৈকফলকং শুক্লম্। তচ্চ তপঃস্বাধ্যায়শীলানাং ভবতি। দুঃখোত্তরফলকং কৃষ্ণম্। তচ্চ দুরাত্মনাম্ভবতি। সুখদুঃখমিশ্রফলকং কর্ম্ম শুক্লকৃষ্ণম্। তচ্চ যাগরতানাম্ভবতি। যোগিনান্তু সন্ন্যাসিনাং বাহ্যসাধনসাধ্যকর্ম্মত্যাগান্ন শুক্লকৃষ্ণং ক্ষীণক্লেশত্বান্ন কৃষ্ণং ফলমনভিধ্যায় বৃত্তত্বাদীশ্বরাশ্রিতত্বাচ্চ ন শুক্লমিতি দ্রষ্টব্যম্।

ভাষ্যম্। চতুষ্পাৎ খল্বিয়ং কর্ম্মজাতিঃ, কৃষ্ণা, শুক্লকৃষ্ণা, শুক্লা, অশুক্লাকৃষ্ণা চেতি, তত্র কৃষ্ণা দুরাত্মনাং, শুক্লকৃষ্ণা বহিঃসাধনসাধ্যা, তত্র পরপীড়ানুগ্রহদ্বারেণ কর্ম্মাশয়প্রচয়ঃ, শুক্লা তপঃস্বাধ্যায়ধ্যানবতাং, সা হি কেবলে মনস্যায়ত্তত্বাদ্‌বহিঃ সাধনাঽধীনা ন পরান্ পীড়য়িত্বা ভবতি, অশুক্লাকৃষ্ণা সংন্যাসিনাং ক্ষীণক্লেশানাং চরমদেহানামিতি। তত্রাশুক্লং যোগিন এব ফলসংন্যাসাৎ, অকৃষ্ণং চানুপাদানাৎ, ইতরেষাং তু ভূতানাং পূর্ব্বমেব ত্রিবিধমিতি ॥ ৭ ॥

টীকা। পদং—স্থানং, চতুর্ষু সমবেতা চতুষ্পদা, যদ্ যাবদ্ বহিঃসাধনসাধ্যং তত্র সর্ব্বত্রাস্তি কস্যচিৎ পীড়া, ন হি ব্রীহ্যাদিসাধনেঽপি কর্ম্মণি পরপীড়া নাস্তি, অবঘাতাদিসময়ে পিপীলিকাদিবধসম্ভবাদ্, অন্ততো বীজাদিবধেন শুম্বাদিভেদোৎপত্তিপ্রতিবন্ধাদ্, অনুগ্রহশ্চ দক্ষিণাদিনা ব্রাহ্মণাদেরিতি। শুক্লা তপঃস্বাধ্যায়ধ্যানবতামসংন্যাসিনাম্। শুক্লত্বমুপপাদয়তি—"সা হি" ইতি। 'অশুক্লাকৃষ্ণা সংন্যাসিনাং'—সংন্যাসিনো দর্শয়তি—"ক্ষীণ" ইতি। কর্ম্মসংন্যাসিনো হি ন ক্বচিদ্ বহিঃসাধনসাধ্যে কর্ম্মণি প্রবৃত্তা ইতি ন চৈষামস্তি কৃষ্ণঃ কর্ম্মাশয়ঃ। যোগানুষ্ঠানসাধ্যস্য কর্ম্মাশয়ফলস্যেশ্বরে সমর্পণান্ন শুক্লঃ কর্ম্মাশয়ঃ। নিরত্যয়ফলো হি শুক্ল উচ্যতে। যস্য ফলমেব নাস্তি কুতস্তস্য নিরত্যয়ফলমিত্যর্থঃ। তদেবং চতুষ্টয়ীং কর্ম্মজাতিমুক্ত্বা, কতমা কস্যেত্যবধারয়তি—"তত্রাশুক্লম্" ইতি ॥ ৭ ॥ কর্ম্মাশয়ং বিবিচ্য ক্লেশাশয়গতিমাহ—"ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্"।

তাৎপর্য্যার্থ। যোগীদিগের কর্ম্ম অশুক্লকৃষ্ণ। তদ্ভিন্ন-ব্যক্তিদিগের কর্ম্ম তিনপ্রকার; অর্থাৎ শুক্ল, কৃষ্ণ ও মিশ্র। ইহার বিবরণ এইরূপ—

মনুষ্য, শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা ও বাক্যের দ্বারা যাহা কিছু অনুষ্ঠান করে, অথবা যাহা কিছু অনুভব করে, সেই সমস্তই তাহাদের চিত্তে বা অন্তঃকরণময় সূক্ষ্মশরীরে একপ্রকার গুণ বা সংস্কার জন্মায়, ভবিষ্যৎ পরিণামের বীজ বা শক্তিবিশেষ উৎপাদন করে। সেই সকল সংস্কার বা শক্তিবিশেষ তাহাদের বর্ত্তমান জীবনের পরিবর্ত্তক ও ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ। বস্তুতঃ অনুষ্ঠিত ও অনুভূত ক্রিয়াকলাপ মাত্রেই সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া জীবের চিত্তে থাকিয়া যায়, অর্থাৎ অদৃশ্যরূপে অঙ্কিত থাকে (ছাপ লাগা বা দাগ লাগার ন্যায় হইয়া

থাকে)। কালক্রমে সেই দাগ বা সংস্কার প্রবল হইয়া স্বীয় আধারকে (জীবকে) ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পাতিত করে। সেই সকল দাগের বা সংস্কারের শাস্ত্রীয় নাম কর্ম্ম, অদৃষ্ট, ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং পাপ ও পুণ্য ইত্যাদি। শরীর-ব্যাপার ও মানস-ব্যাপার হইতে উৎপন্ন সেই সকল কর্ম্ম সাধারণতঃ তিনপ্রকার। শুক্ল, কৃষ্ণ ও শুক্লকৃষ্ণ অর্থাৎ মিশ্র। যাঁহারা কেবল তপস্যায় ও জ্ঞান-আলোচনায় রত থাকেন,—তাঁহাদের তজ্জনিত কর্ম্ম সকল শুক্ল। যাহারা দুরাত্মা—যাহারা প্রাণিহিংসা প্রভৃতি দুষ্কার্য্যে রত থাকে,—তাহাদের কর্ম্ম বা কর্ম্মসংস্কার কৃষ্ণ। যাঁহারা কেবল যজ্ঞাদিকার্য্যে রত থাকেন,—তাঁহাদের কর্ম্ম শুক্ল-কৃষ্ণ অর্থাৎ বিমিশ্র। শুক্লকর্ম্ম সকল ভবিষ্যৎ উন্নতির, কৃষ্ণকর্ম্ম সকল অধোগতির ও মিশ্র কর্ম্ম সকল মিশ্রফলের বীজ। শুক্ল নামক কর্ম্মবীজ হইতে দেবশরীর, কৃষ্ণ-নামক কর্ম্মবীজ হইতে পশু-পক্ষ্যাদি-শরীর, এবং মিশ্রকর্ম্ম-নামক বীজ হইতে মানব-শরীর উৎপন্ন হয়। যাঁহারা যোগী—যাঁহারা ত্যাগী বা সন্ন্যাসী—তাঁহাদের ঐ তিন প্রকারের কোন প্রকার কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না। তাঁহাদের কর্ম্ম স্বতন্ত্রপ্রকার। তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদাই বিষয়ে অনাসক্ত থাকে, এবং তাঁহারা অভিসন্ধি পূর্ব্বক কার্য্য করেন না, সুতরাং কুকর্ম্ম সুকর্ম্ম কিছুই জানেন না, তাঁহাদের কর্ম্মই পৃথক্। তাঁহারা কখন কখন মাত্র জীবনধারণের উপযুক্ত কোন কোন কর্ম্ম করেন, সেহেতু তাঁহাদের চিত্তে তজ্জনিত সংস্কার বা ভবিষ্যৎ সংসারবীজ উৎপন্ন হয় না। কেননা, তাঁহারা সকল সময়েই কামনাশূন্য থাকেন এবং কৃত কর্ম্ম সকল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন। ক্ষণকালের জন্যও তাহা তাঁহারা কামনার দ্বারা চিত্তে আবদ্ধ রাখেন না। কাযে কাযেই তাঁহাদের সে সকল কর্ম্মের সংস্কার জন্মে না। নিষ্কামচিত্ত পদ্মপত্রতুল্য এবং ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত কর্ম্ম জলবিন্দুতুল্য জানিবে।

প্রসঙ্গক্রমে কর্ম্মের ভবিষ্যৎ পরিণাম অর্থাৎ ফলোৎপত্তি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক হইতেছে।

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্ ॥ ৮ ॥

---

(৮) ততঃ তস্মাৎ ত্রিবিধাৎ কর্ম্মণঃ তস্য বিপাকস্য জাত্যায়ুর্ভোগরূপস্য এব অনুগুণানাং অনুরূপাণাং বাসনানাং অভিব্যক্তির্ন বিরুদ্ধানাম্। ইত্থমত্রাবধেয়ম্—দ্বিবিধাঃ খলু কর্ম্মবাসনাঃ স্মৃতিমাত্রফলাঃ জাত্যায়ুর্ভোগফলাশ্চ ভবন্তীতি শেষঃ। তত্র যে মরণকালে মিলিত্বা একং জন্ম-

ভাষ্যম্। তত ইতি ত্রিবিধাৎ কর্ম্মণঃ,তদ্বিপাকানুগুণানামেবেতি—যজ্জাতীয়স্য কর্ম্মণো যো বিপাকস্তস্যানুগুণা যা বাসনাঃ কর্ম্মবিপাকমনুশেরতে তাসামেবাভিব্যক্তিঃ, ন হি দৈবং কর্ম্ম বিপচ্যমানং নারকতির্য্যঙ্মনুষ্য-বাসনাভিব্যক্তিনিমিত্তং ভবতি, কিন্তু দৈবানুগুণা এবাস্য বাসনা ব্যজ্যন্তে, নারক-তির্য্যঙ্মনুষ্যেষু চৈবং সমানশ্চর্চ্চঃ ॥ ৮ ॥

টীকা। যজ্জাতীয়স্য—পুণ্যজাতীয়স্যাপুণ্যজাতীয়স্য বা, কর্ম্মণো যো বিপাকঃ দিব্যো বা নারকো বা জাত্যায়ুর্ভোগঃ, তস্য বিপাকস্যানুগুণাঃ। তা এবাহ "যা বাসনাঃ কর্ম্মবিপাকমনুশেরতে" ইতি। অনুশেরতে অনুকুর্ব্বন্তি। দিব্যভোগজনিতা হি দিব্যকর্ম্মবিপাকানুগুণা বাসনাঃ। ন হি মনুষ্যভোগবাসনাভিব্যক্তৌ দিব্যকর্ম্মফলোপভোগসম্ভবঃ। তস্মাৎ স্ববিপাকানুগুণা এব বাসনাঃ কর্ম্মাভিব্যঞ্জনীয়া ইতি ভাষ্যার্থঃ ॥ ৮ ॥ স্যাদেতদ্। মনুষ্যস্য প্রায়ণানন্তরমধিগত মার্জ্জারভাবস্যানন্তরতয়া মনুষ্যবাসনায়া এবাভিব্যক্ত্যা ভবিতব্যম্। ন খল্বস্তি সম্ভবো যদনন্তরদিবসানুভূতং ন স্মর্য্যতে ব্যবহিতদিবসানুভূতং চ স্মর্য্যত ইত্যত আহ—"জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাদ্" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। ফলকালে সেই সকল কৃতকর্ম্মের বিপাকের অর্থাৎ ফলোৎপত্তির অনুগুণ (পরিপোষক) বাসনা সকল অভিব্যক্ত হয়, অবশিষ্ট বাসনা সকল অব্যক্ত থাকে। ইহার তাৎপর্য্য বা টীকা এইরূপ—

অযোগী মনুষ্য শুক্ল, কৃষ্ণ, অথবা মিশ্র, যে কোন কর্ম্ম উপার্জ্জন করুন, কোন কর্ম্মই এক সময়ে ও একরূপ ফল প্রসব করিবে না। কতক জাতি, জন্ম, আয়ু ও ভোগ প্রসব করিবে,—কতক বা কেবল সেই সেই জন্মের ও সেই সেই জাতির ভোগোপযুক্ত স্মৃতি বা স্মরণাত্মক জ্ঞান উপস্থাপিত করিবে। জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত অসংখ্য কর্ম্মবাসনার মধ্যে কতক মরণকালে অভিব্যক্ত হইয়া পুনর্জ্জন্মের আরম্ভক হয়, কতক বা তজ্জন্মের উপযুক্ত রুচি উৎপাদন করে। মনুষ্যের যে সকল মনোবৃত্তিকে আমরা এখন প্রবৃত্তি, রুচি, ইচ্ছোদ্রেক ও ভোগেচ্ছা প্রভৃতি বহু নামে উচ্চারণ করি, সে সকল মনোবৃত্তির কারণ পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মবাসনা

রূতন্তে জাত্যায়ুর্ভোগফলাস্তে একানেকজন্মভবাঃ। যে তু স্মৃতিফলাঃ তাসু ততঃ যেন কর্ম্মণা যাদৃক্শরীরমারব্ধং তদনুরূপা এব বাসনাস্তাসামেব তস্মাত্তবত্যভিব্যক্তিঃ। দেবত্বপ্রাপ্তে চিত্তে প্রসুপ্তা এব নরকভোগবাসনা ভবন্তি, তাসামভিব্যক্তৌ দিব্যভোগাযোগাদিতি ভাবঃ।

বা কর্ম্মসংস্কার সকল ইহ-জন্মে উত্তেজিত হইলেই তাহা প্রবৃত্তি ও রুচি প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হয়, আর ইহ-জন্মের কর্ম্মবাসনা ইহ জন্মে উদ্বুদ্ধ হইলে তাহা স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হয়। অতএব, উদিত বা অভিব্যক্ত পূর্ব্বসংস্কার আর প্রবৃত্তি বা রুচি, এ সমস্তই একমূলক বা এক বস্তু। সুতরাং প্রবৃত্তি প্রভৃতি নামধারী পূর্ব্বসংস্কারসমূহের উদয় বা অভিব্যক্তি, প্রায় যোগ্যকাল বা ক্ষেত্রানুসারেই হইয়া থাকে। মনুষ্যজন্মের কর্ম্ম, মনুষ্যজন্মকালেই অভিব্যক্ত হয়; অন্য জন্মে তাহা প্রসুপ্ত থাকে। মনুষ্যজন্ম বলিয়া এখন আমাদের মনুষ্যোচিত কর্ম্মবাসনাই অভিব্যক্ত হইতেছে। মনে করুন, পূর্ব্বে আমরা দেবতা ছিলাম, এবং তৎপূর্ব্বে হয় ত তির্য্যক্ অর্থাৎ পশু-পক্ষ্যাদি ছিলাম। তাহার পূর্ব্বে হয় ত মনুষ্য ছিলাম। এতদ্বিধ জন্মপ্রবাহের মধ্যে, যাহা সেই ব্যবহিত মনুষ্যজন্মের অর্থাৎ পূর্ব্ব-মনুষ্যজন্মের কর্ম্মবাসনা,—তাহাই এই অভিনব বা বর্ত্তমান মানবজন্মে উদিত বা উত্তেজিত হইতেছে। সেই-গুলিকেই আমরা রুচি বা প্রবৃত্তি প্রভৃতি নামে উল্লেখ করিতেছি। মধ্যবর্ত্তী জন্মদ্বয়ের (দেব ও তির্য্যক্ জন্মের) সঞ্চিত সংস্কার সকল এখন প্রসুপ্ত আছে। কিছুমাত্র অভিব্যক্ত হইতেছে না। সুতরাং সে সকল আমরা জানিতেছি না। ভবিষ্যতে যদি কখন আমাদের পুনর্ব্বার দেবশরীর বা তির্য্যক্‌শরীর হয়,—তাহা হইলে সেই সেই দেবশরীরের অথবা তির্য্যক্‌জন্মের কর্ম্মসংস্কার তখন সেই সেই জন্ম পাইয়া উদ্‌বুদ্ধ হইবে, অন্যান্য কর্ম্মবাসনা তখন প্রসুপ্ত থাকিবে।

জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং
স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যম্। বৃষদংশবিপাকোদয়ঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনাভিব্যক্তঃ স যদি

টীকা। ভবতু বৃষদংশবাসনায়া জাত্যাদিব্যবধিস্তথাপি তস্যাঃ ফলতঃ আনন্ত-র্য্যম্। বৃষদংশবিপাকেন কর্ম্মণা তস্যা এব স্ববিপাকানুগুণায়া অভিব্যক্তৌ তৎ-

---

(৯) ইহ অনাদৌ সংসারে যেন কর্ম্মণা যজ্জন্মনি ভোগৈর্বাসনাঃ সঞ্চিতাঃ তাসাং জন্ম-কোট্যা দেশেন কল্পশতেন চ কালেন ব্যবহিতানামপি তজ্জাতীয়েন কর্ম্মণা তজ্জন্মনি পুনঃ প্রাপ্তে সতি তেনৈব কর্ম্মণা জন্মনা বা অভিব্যক্তানামানন্তর্য্যম্ অব্যবহিতত্বং স্মৃতিদ্বারা ভোগহেতুত্বমিতি যাবৎ ভবতীতি শেষঃ। অত্র হেতুমাহ—স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাদিতি। এতন্মতে অনুভব এব সংস্কারী স এব স্মৃতিরূপেণ পরিণমতে সুতরাং যঃ সংস্কারঃ সা স্মৃতিরিত্তি দিক্।

জাতিশতেন বা দূরদেশতয়া বা কল্পশতেন বা ব্যবহিতঃ পুনশ্চ স্বব্যঞ্জকাঞ্জন এবোদিয়াৎ দ্রাগিত্যেব পূর্ব্বানুভূতবৃষদংশবিপাকাভি-সংস্কৃতা বাসনা উপাদায় ব্যজ্যেত, কস্মাৎ, যতো ব্যবহিতানামপ্যাসাং সদৃশং কর্ম্মাভিব্যঞ্জকং নিমিত্তীভূতমিত্যানন্তর্য্যমেব, কুতশ্চ, স্মৃতি-সংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ, যথানুভবাস্তথা সংস্কারাঃ, তে চ কর্ম্মবাসনানু-রূপাঃ, যথা চ বাসনাস্তথা স্মৃতিঃ, ইতি জাতি-দেশ-কাল-ব্যবহিতেভ্যঃ সংস্কারেভ্যঃ স্মৃতিঃ, স্মৃতেশ্চ পুনঃসংস্কারাঃ, ইত্যেতে স্মৃতি-সংস্কারাঃ কর্ম্মাশয়বৃত্তিলাভবশাদ্ব্যজ্যন্তে, অতশ্চ ব্যবহিতানামপি নিমিত্তনৈমিত্তিক-ভাবানুচ্ছেদাদানন্তর্য্যমেব সিদ্ধমিতি ॥ ৯ ॥

স্মরণসমুৎপাদাদ্ ইত্যাহ—"বৃষদংশবিপাকোদয়ঃ" ইতি। উদেত্যস্মাদিত্যুদয়ঃ—কর্ম্মাশয়ঃ, 'পুনশ্চ স্বব্যঞ্জকাঞ্জন এবোদিয়াদ্'—অভিব্যজ্যেত বিপাকারম্ভাভিমুখঃ ক্রিয়েতেত্যর্থঃ। অভিসংস্কারঃ—ক্রিয়া—উপাদায়—গৃহীত্বা, ব্যজ্যেত। যদি ব্যজ্যেত স্ববিপাকানুগুণা এব বাসনা গৃহীত্বা ব্যজ্যেতেত্যর্থঃ। আনন্তর্য্যমেব ফলতঃ কারণদ্বারকমুপপাদ্য কার্য্যদ্বারকমুপপাদয়তি—"কুতশ্চ স্মৃতি" ইতি। একরূপতয়া সাদৃশ্যম্। তদেবাহ "যথা" ইতি। নম্বনুভবস্বরূপাশ্চেৎ সংস্কারাস্তথা সত্যনুভবা বিশরারব ইত্যেতেঽপি বিশরারবঃ কথং চিরভাবিনেঽনুভবায় কল্পেরন্নিত্যত আহ—"তে চ কর্ম্মবাসনানুরূপা" ইতি। যথা অপূর্ব্বং স্থায়ি ক্ষণিককর্ম্মনিমিত্তমপি, এবং ক্ষণিকানুভবনির্গিত্তোঽপি সংস্কারঃ স্থায়ী। কিঞ্চিদ্ ভেদাধিষ্ঠানং চ সারূপ্যম্। অন্যথাভেদে তত্ত্বেন সাদৃশ্যানুপপত্তেরিত্যর্থঃ। সুগমমন্যদ্ ॥ ৯ ॥ স্যাদেতদ্, ব্যজ্যেরন্ পূর্ব্বপূর্ব্বতরজন্মাভিসংস্কৃতা বাসনা, যদি পূর্ব্বপূর্ব্বতরজন্মসদ্ভাবে প্রমাণং স্যাৎ। তদেব তু নাস্তি, ন চ জাতমাত্রস্য জন্তোর্হর্ষশোকদর্শনমাত্রং প্রমাণং ভবিতুমর্হতি। পদ্মাদিসঙ্কোচবিকাশবৎ স্বাভাবিকত্বেন তদুপপত্তেরিত্যত আহ—"তাসামনাদিত্বং চাশিষো নিত্যত্বাদ্"।

তাৎপর্য্যার্থ। জাতি, দেশ ও কাল ব্যবধান থাকিলেও চিত্তস্থ বাসনার আনন্তর্য্য সিদ্ধ হয়। কেননা, স্মৃতি ও সংস্কার (বাসনা) একই বস্তু। অর্থাৎ সংস্কারই স্মৃতিরূপে পরিণত হয়। যখনই স্মৃতি হইবে, তখনই তাহার পূর্ব্বে সংস্কার অনুমিত হইবে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ এইরূপ—

মানব প্রভৃতি জাতি, স্বর্গাদি দেশ ও যুগাদি কাল পরিবর্ত্তিত হইলেও, ব্যবহিত থাকিলেও, ইহ জন্মে পূর্ব্বসংস্কারের অনুরূপ স্মৃতি ও রুচি জন্মিবার ব্যাঘাত হয় না। বর্ত্তমান মানব-জন্মের পর যদি আমরা শত শত যোনি পরিভ্রমণ করিয়া আবার মানব হইতে পারি, তাহা হইলে, এই মানব-জন্মের সংস্কার, সেই মানব-জন্মে উদ্‌বুদ্ধ হইবে। তাহাতে সেই সেই কাল ও জাত্যাদি ব্যবধান থাকিলেও তাহার প্রতিবন্ধক হইবে না। আজ যে সংস্কার জন্মিয়াছে,—মধ্যে দিন, মাস, বৎসর, দেশ, দেশান্তর ও শত শত নিদ্রাদি অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া গেলেও সে সংস্কার যেমন লুপ্ত হয় না—কালান্তরে, দেশান্তরে ও অবস্থান্তরে গিয়া উদ্‌বুদ্ধ হয়, স্মৃতি বা স্মরণ জন্মায়, মধ্যে ব্যবধান আছে বলিয়া লুপ্ত হয় না,—জন্মান্তরীয় সংস্কারও তেমনি জন্মান্তরাদি-ব্যবধান থাকিলেও প্রবৃত্ত্যাদি-নামক স্মৃতি জন্মায়, ব্যাহত হয় না। এ বিষয়ে যোগিগণের মত এই যে, সংস্কার ও স্মৃতি এ দুটী পৃথক্ বস্তু নহে, একই বস্তু। কেন-না, সংস্কারই স্মৃতিরূপে পরিণত হয়। উহাদের বিষয়ও এক অর্থাৎ যে বিষয়ে সংস্কার জন্মে, সেই বিষয়েরই স্মৃতি হয়। সুতরাং উক্ত উভয় এক। সংস্কার যখন জন্মজন্মান্তরেও নষ্ট হয় না, তখন তাহার পূর্ব্ববর্ত্তিতা সকল-কালেই থাকা প্রমাণিত অর্থাৎ ব্যবধান থাকিলেও সংস্কারের স্মৃতি ফল জন্মাইবার কারণতা বা আনন্তর্য্য আছে।

এই বিচারের দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীব যাহা কিছু দেখিতেছে—করিতেছে, বলিতেছে, শুনিতেছে, মনে করিতেছে, ধ্যান করিতেছে, অনুভব করিতেছে, সে সমস্তই তাহার চিত্তে অঙ্কিত হইতেছে, দাগ্ বা ছাপ্ লাগার ন্যায় থাকিয়া যাইতেছে। চিত্তস্থ সেই সকল ছাপ্, দাগ্ বা অঙ্কিতভাব সংস্কার ও বাসনা নামে অভিহিত হয়। সেই সকল বাসনা চিত্তের একপ্রকার শক্তি বা সামর্থ্য, সুতরাং তাহা ভবিষ্যৎ পরিণামের বীজ। সেই বীজ হইতেই আবার সেই সেই কর্ম্মের অনুরূপ অঙ্কুর জন্মে, এবং সেই সেই অঙ্কুর আবার শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া পুনর্ব্বার তৎসদৃশ অন্যান্য কর্ম্মবীজ উৎপাদন করে। জীব এইরূপ নিয়মের অধীন হইয়াই সংসারচক্রে ঘূর্ণমান হয়।

তাসামনাদিত্বং চাশিষো নিত্যত্বাৎ ॥ ১০ ॥

(১০) ন কেবলং তাসাং বাসনানাম্ আনন্তর্য্যং কিন্ত্বনাদিত্বমপি। কুতঃ? আশিষঃ সদাহং ভূয়াসমেবেতি প্রার্থনাবিশেষস্য মরণত্রাসস্য বা নিত্যত্বাৎ সর্ব্বজনেষ্বব্যভিচারাদিত্যর্থঃ। ইদমত্রাকূতং—জাতমাত্রস্য কম্পাদানুমিতো মরণত্রাসো দ্বেষদুঃখস্মৃতিমব্যভিচারাৎ কল্পয়তি।

ভাষ্যম্। তাসাং বাসনানাং আশিষো নিত্যত্বাদনাদিত্বং, যেয়মাত্মা-শীর্মা ন ভূবং ভূয়াসমিতি সর্ব্বস্য দৃশ্যতে, সা ন স্বাভাবিকী, কস্মাৎ জাত-মাত্রস্য জন্তোরননুভূতমরণধর্ম্মকস্য দ্বেষদুঃখানুস্মৃতিনিমিত্তো মরণত্রাসঃ কথং ভবেৎ, ন চ স্বাভাবিকং বস্তু নিমিত্তমুপাদত্তে, তস্মাদনাদিবাস-

টীকা। তাসাং বাসনানামনাদিত্বং চ ন কেবলমানন্তর্য্যমিতি চার্থঃ। আশিষো-নিত্যত্বাৎ, আত্মাশিষো বাসনানামনাদিত্বেন নিত্যত্বাব্যভিচারাদিতি। ননু স্বাভা-বিকত্বেনাপ্যুপপত্তেরসিদ্ধমাশিষো নিত্যত্বমিত্যত আহ—"যেয়ম্" ইতি। নাস্তিকঃ পৃচ্ছতি—"কস্মাদ্" ইতি। উত্তরং "জাতমাত্রস্যজন্তোঃ" ইতি। অত এবৈতস্মিন্ জন্মন্যননুভূতমরণধর্ম্মকস্য—মরণমেব ধর্ম্মঃ সোঽননুভূতো যেন, স তথোক্তঃ তস্য, মাতুরঙ্কাৎ প্রস্খলতঃ কম্পমানস্য মাঙ্গল্যচক্রাদিলাঞ্ছিতং তদুরঃসূত্রমতিগাঢ়ং পাণিগ্রাহমবলম্বমানস্য বালকস্য কম্পভেদানুমিতা দ্বেষানুষক্তেদুঃখে যা স্মৃতি-স্তন্নিমিত্তো মরণত্রাসঃ কথং ভবেদিতি। ননূক্তং স্বভাবাদিত্যত আহ—"ন চ" ইতি। ন চ স্বাভাবিকং বস্তু নিমিত্তমুপাদত্তে—গৃহ্লাতি স্বোৎপত্তৌ। এতদুক্তং ভবতি—বালকস্যেদৃশো দৃশ্যমানঃ কম্পো ভয়নিবন্ধনঃ ঈদৃশকম্পত্বাৎ অস্মদাদি-কম্পবৎ, বালকস্য ভয়ং দ্বেষদুঃখস্মৃতিনিমিত্তং ভয়ত্বাদস্মদাদিভয়বৎ। আগামিপ্রত্য-বায়োৎপ্রেক্ষালক্ষণং চ ভয়ং ন দুঃখস্মৃতিমাত্রাৎ ভবতি অপি তু যতো বিভেতি তস্য প্রত্যবায়হেতুভাবমনুমায় সম্প্রত্যপি প্রত্যবায়ভয়ং বিদধ্যাদিতিশঙ্কতে। তস্মাৎ যজ্জাতীয়াদনুভূতচরাৎ দ্বেষানুষক্তং দুঃখমুপপাদিতং তস্য স্মরণাত্তজ্জাতীয়স্যানুভূয়-মানস্য তদ্দুঃখহেতুত্বমনুমায় ততো বিভেতি। ন চ বালকেনাস্মিন্ জন্মনি স্খলন-স্যান্যত্র দুঃখহেতুত্বমবগতং, ন চ তাদৃশং দুঃখমুপলব্ধম্। তস্মাৎ প্রাগ্ ভবীয়োঽনু-ভবঃ পরিশিষ্যতে। তচ্চৈতদেবং প্রয়োগমারোহতি—জাতমাত্রস্য বালকস্য স্মৃতিঃ পূর্ব্বানুভবনিবন্ধনা, স্মৃতিত্বাদস্মদাদিস্মৃতিবদিতি। ন চ পদ্মসঙ্কোচবিকাশাবপি স্বাভাবিকৌ। ন হি স্বাভাবিকং কারণান্তরমপেক্ষতে। বহ্নেরৌষ্ণ্যং প্রত্যপি কারণান্তরাপেক্ষাপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদাগন্তুকমরুণকরসম্পর্কমাত্রমেব কমলিনী-বিকাশকারণং, সঙ্কোচকারণং চ সংস্কারঃ স্থিতিস্থাপক ইতি। এবং স্মিতাদ্যনু-মিতহর্ষাদয়োঽপি প্রাচি ভবে হেতবো বেদিতব্যাঃ, তদাস্তাং তাবৎ। প্রকৃতমুপ-

সা চ বাসনাম্। সাপি মরণজদুঃখানুভবম্। সোঽস্মিন্ জন্মন্যসম্ভাব্যমানো জন্মান্তরসদ্ভাবং কল্পয়তীত্যনাদিত্বসিদ্ধিঃ।

নানুবিদ্ধমিদং চিত্তং নিমিত্তবশাৎ কাশ্চিদেব বাসনাঃ প্রতিলভ্য পুরুষস্য ভোগায়োপাবর্ত্তত ইতি। ঘটপ্রাসাদপ্রদীপ-কল্পং সঙ্কোচবিকাশি চিত্তং শরীরপরিমাণাকারমাত্রমিত্যপরে প্রতিপন্নাঃ, তথা চান্তরাভাবঃ,

---

সংহরতি—"তস্মাদ্" ইতি। নিমিত্তম্,—লব্ধবিপাককালং কর্ম্ম, প্রতিলম্ভঃ—অভিব্যক্তিঃ। প্রসঙ্গতশ্চিত্তপরিমাণবিপ্রতিপত্তিং নিরাচিকীর্ষুর্বিপ্রতিপত্তিমাহ—"ঘটপ্রসাদ" ইতি। দেহপ্রদেশবর্ত্তি কার্য্যদর্শনাৎ দেহাদ্বহিঃসদ্ভাবে চিত্তস্য ন প্রমাণমস্তি ন চৈতদণুপরিমাণং, দীর্ঘশষ্কুলীভক্ষণাদাবপর্য্যায়েণ জ্ঞানপঞ্চকানুৎপাদ-প্রসঙ্গাৎ। নচানন্তুভূয়মানক্রমকল্পনায়াং প্রমাণমস্তি। নচৈকমণু মনো নানাদেশৈ-রিন্দ্রিয়ৈরপর্য্যায়েণ সংবন্ধুমর্হতি। তৎপারিশেষ্যাৎ কায়পরিমাণং চিত্তং, ঘটপ্রাসাদ-বর্ত্তিপ্রদীপবৎ সঙ্কোচবিকাশৌ পুত্তিকাহস্তিদেহয়োরস্যোৎপৎস্যেতে। শরীরপরি-মাণমেবাকারঃ—পরিমাণং যস্যেত্যপরে প্রতিপন্নাঃ। নন্বেবং কথমস্য ক্ষেত্রবীজ-সংযোগঃ। ন খল্বেতদনাশ্রয়ং মৃতশরীরান্মাতৃপিতৃদেহবর্ত্তিনী লোহিতরেতসী প্রাপ্নোতি, পরতন্ত্রত্বাদ্। নহি স্থাণ্বাদিষ্বগচ্ছৎসু তচ্ছায়া গচ্ছতি, নচাগচ্ছতি পটে তদাশ্রয়ং চিত্তং গচ্ছতি। তথা চ ন সংসারঃ স্যাদিত্যত আহ—"তথা চান্তরাভাবঃ সংসারশ্চযুক্তঃ" ইতি। তথা চ—শরীরপরিমাণত্বে, দেহান্তরপ্রাপ্তয়ে পূর্ব্বদেহত্যাগশ্চ দেহান্তরপ্রাপ্তিশ্চান্তরাস্যাতিবাহিকশরীরসংযোগাদ্ ভবতঃ। তেন খল্বয়ং দেহান্তরে সঞ্চরেৎ। তথাচ পুরাণম্—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাদ্" ইতি। সোঽয়মন্তরাভাবঃ। অত এব সংসারশ্চ যুক্ত ইতি। তদেতদমৃষ্যমাণঃ স্বমতমাহ—"বৃত্তিঃ" ইতি। বৃত্তিরেবাস্য বিভুনশ্চিত্তস্য সঙ্কোচবিকাশিনীত্যাচার্য্যঃ স্বয়ম্ভূঃ প্রতিপেদে। ইদমত্রাকূতম্। যদ্যনাশ্রয়ং চিত্তং ন দেহান্তরসঞ্চারি কথমেতদাতি-বাহিকমাশ্রয়তে। তত্রাপি দেহান্তরকল্পনায়ামনবস্থা। ন চাস্য দেহান্নিষ্কর্ষ আতিবাহিকস্য সম্ভবতি। নিষ্কৃষ্টস্য চেতসস্তৎসংবন্ধাৎ। অস্তু তর্হি সূক্ষ্মশরীর-মেবাসর্গাদ্ আ চ মহাপ্রলয়াস্থিয়তং চিত্তানামধিষ্ঠানং ষাট্‌কৌশিকশরীরমধ্যবর্ত্তি। তেন হি চিত্তমাসত্যলোকাদাচাবীচেস্তত্র তত্র শরীরে সঞ্চরতি। নিষ্কর্ষশ্চাস্যোপ-পন্নঃ ষাট্‌কৌশিককায়াৎ, তত্র হি তদন্তরাভাবস্তস্য নিয়তত্বাৎ। নচাস্যাপি সদ্ভাবে প্রমাণমস্তি। ন খল্বেতদধ্যক্ষগোচরঃ, ন চ সংসারোঽস্যানুমানম্, আচার্য্য-মতেনাপ্যুপপত্তেঃ। আগমস্তু পুরুষস্য নিষ্কর্ষমাহ। ন চ চিত্তং বা সূক্ষ্মশরীরং বা পুরুষঃ, কিন্তু চিতিশক্তিরপ্রতিসংক্রমা, ন চাস্যা নিষ্কর্ষঃ সম্ভবতি ইতৌপচারিকো

সংসারশ্চযুক্ত ইতি। বৃত্তিরেবাস্য বিভুনঃ সঙ্কোচবিকাশিনীত্যাচার্য্যঃ তচ্চ ধর্ম্মাদিনিমিত্তাপেক্ষং, নিমিত্তঞ্চ দ্বিবিধং বাহ্যমাধ্যাত্মিকঞ্চ, শরীরাদি-সাধনাপেক্ষং বাহ্যং স্তুতিদানাভিবাদনাদি, চিত্তমাত্রাধীনং শ্রদ্ধাদ্যাধ্যাত্মিকং, তথাচোক্তং "যে চৈতে মৈত্র্যাদয়ো ধ্যায়িনাং বিহারাস্তে বাহ্য-সাধন-নিরনুগ্রহাত্মানঃ প্রকৃষ্টং ধর্ম্মমভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি।" তয়োর্মানসং বলীয়ঃ, কথং ? জ্ঞানবৈরাগ্যে কেনাতিশয্যেতে, দণ্ডকারণ্যং চিত্তবলব্যতিরেকেণ কঃ শারীরেণ কর্ম্মণা শূন্যং কর্ত্তুমুৎসহেত, সমুদ্রমগস্ত্যবদ্বা পিবেৎ ॥১০॥

ব্যাখ্যেয়ঃ। তথা চ চিতেশ্চিত্তস্য চ তত্র তত্র বৃত্ত্যভাব এব নিষ্কর্ষার্থঃ। যচ্চ-স্মৃতীতিহাসপুরাণেষু মরণানন্তরং প্রেতশরীরপ্রাপ্তিস্তদ্বিমোকশ্চ সপিণ্ডীকরণাদি-ভিরিত্যুক্তং তদনুজানীমঃ, অতিবাহিকত্বং তস্য ন মৃষ্যামহে। ন চাত্রাস্তি কশ্চিদা-গমঃ। লঙ্ঘশরীর এব চ যমপুরুষৈরপি পাশবদ্ধো নীয়েত, নত্বাতিবাহিকশরীরঃ, তস্মাদাহঙ্কারিকত্বাচ্চেতসোঽহঙ্কারস্য চ গগনমণ্ডলবৎত্রৈলোক্যব্যাপিত্বাদ্বিভুত্বং মনসঃ, এবঞ্চেদস্য বৃত্তিরপি বিভীতি সর্ব্বজ্ঞতাপত্তিরিত্যত উক্তং—"বৃত্তিরেবাস্য" ইতি। স্যাদেতৎ; চিত্তমাত্রাধীনায়া বৃত্তেঃ সঙ্কোচবিকাশৌ কুতঃ কাদাচিৎকাবিত্যত আহ—"তচ্চ" ইতি। তচ্চ চিত্তং ধর্ম্মাদ্যপেক্ষং বৃত্তৌ নিমিত্তং, বিভজতে "নিমিত্তং চ" ইতি। আদিশব্দেনেন্দ্রিয়ধনাদয়ো গৃহ্যন্তে। শ্রদ্ধাদীত্যত্রাপি বীর্য্যস্মৃত্যাদয়ো গৃহ্যন্তে। আন্তরত্বে সম্মতিমাচার্য্যাণামাহ—"তথা চোক্তম্" ইতি বিহারো—ব্যাপারঃ, প্রকৃষ্টং—শুক্লং, তয়োঃ—বাহ্যাভ্যন্তরয়োর্মধ্যে, জ্ঞানবৈরাগ্যে—তজ্জ-নিতৌ ধর্ম্মৌ, কেন বাহ্যসাধনধর্ম্মেণ অতিশয্যেতে—অভিভূয়েতে, জ্ঞানবৈরাগ্য-জাবেব ধর্ম্মৌ তমভিভবতঃ—বীজভাবাদপনয়ত ইত্যর্থঃ। অত্রৈব সুপ্রসিদ্ধমুদা-হরণমাহ—'দণ্ডকারণ্যম্" ইতি ॥ ১০ ॥ অথৈতাশ্চিত্তবৃত্তয়ো বাসনাশ্চানাদয়শ্চেৎ কথমাসামুচ্ছেদো, ন খলু চিতিশক্তিরনাদিরুচ্ছিদ্যত ইত্যত আহ—"হেতুফলাশ্রয়া-লম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ" ইতি ॥

তাৎপর্য্যার্থ। আশিষের অর্থাৎ প্রার্থনার নিত্যতা হেতুক বাসনার অনাদিত্ব নির্ণীত হয়। শিষ্যের বা শ্রোতার মনে এরূপ প্রশ্নের উদয় হইতে পারে,—সংস্কারই যদি স্মৃতির বা প্রবৃত্তির জনক হয়, তাহা হইলে প্রথম জীবের প্রথম প্রবৃত্তি কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল ? তৎপূর্ব্বে ত সংস্কার ছিল না ? সংস্কার কেন কিছুই ছিল না। এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে যোগীরা বলেন, সংসারের আদি

নাই, সংসারের ন্যায় বাসনারও আদি নাই। সংসার অনাদি, তদন্তঃপাতী জন্মমরণপ্রবাহও অনাদি; সুতরাং জীবের কর্ম্মবাসনাও অনাদি। একটি বীজ যেমন অন্য বীজের উৎপাদক, একটী জলতরঙ্গ যেমন অন্য তরঙ্গের জনক, তদ্রূপ একটী কর্ম্মবাসনা অন্য কর্ম্মবাসনার জনক। বীজের কারণ অঙ্কুর, আবার অঙ্কুরের কারণ বীজ,—এতাবন্মাত্রই নির্ণীত হয় না; পরন্তু বীজ আদিম, কি অঙ্কুর আদিম, তাহা নির্ণীত হয় না। তেমনি জীব আদিম, কি তাহার কর্ম্ম-বাসনা আদিম, ইহাও নির্ণীত হয় না। কিন্তু জীবত্বের কারণ কর্ম্ম এবং কর্ম্মের কারণ জীব—ইহা উত্তমরূপে নির্ণীত হয়। তোমরা যাহাকে আদিম জীব বলিবে বস্তুতঃ সেও আদিম নহে। কেন না তাহারও পূর্ব্বজন্ম থাকা অনুমিত হয়। কারণ, তাহারও মরণত্রাস ও আশীঃ অর্থাৎ "আমি যেন না মরি ও সুখে থাকি" ইত্যাকার প্রার্থনা বা আত্মাভিনিবেশ ছিল। সেই মরণত্রাস ও সেই আত্মাভিনিবেশ তাহার পূর্ব্বজন্ম থাকা সপ্রমাণ করিয়া দিবে। অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে, জীবমাত্রেই মরিতে চাহে না। কেন চাহে না? মরণের প্রতি জীবের এত দ্বেষ কেন? সদ্যোজাত শিশুরই বা মরণত্রাস হয় কেন? ভাবিয়া দেখিলে অবশ্যই মানিতে হইবে, মরণে অতি ভয়ঙ্কর ও অসহনীয় দুঃখ আছে। সেই জন্যই জীব মরিতে চাহে না ও সেই জন্যই জীবের মরণভয় অধিক। যে যাহাতে দুঃখ পাইয়াছে, ক্লেশ পাইয়াছে, সে তাহাকে ভয় করে, সে তাহাকে বিদ্বেষ করে, সে তাহাকে সহজে স্বীকার করিতে চাহে না। ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। সুতরাং ইহাও স্বীকার্য্য যে, মরণে অবশ্য উৎকট দুঃখ আছে এবং জীব তাহা অবশ্য এক-বার ভোগ করিয়াছে, তাই তাহা আর ভোগ করিতে চাহে না, অর্থাৎ মরিতে চাহে না। মরণের কারণ উপস্থিত দেখিলে, অথবা মরণের কল্পনা বা সম্ভাবনা হইলে, জীবের অনিবার্য্য ভয় হয়, হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। তাদৃশ ভয়ের মূল মরণ-দুঃখের দুর্লক্ষ্য সংস্কার। পূর্ব্বানুভূত দুঃখের সংস্কার না থাকিলে দুঃখদ পদার্থে ভয় হয় না। অননুভূত বা অজ্ঞাত পদার্থের স্মৃতি হয় না, ইহাও স্থির সিদ্ধান্ত। কাযেই মানিতে হইবে, জীব মরণদুঃখ জ্ঞাত আছে, তাই তাহার স্মরণ হয়, আর ভয়ে কম্পিত-কলেবর হয়। সে তাহা বুঝিতে পারুক বা না পারুক, ব্যক্ত করিতে পারুক বা না পারুক, নিশ্চিত তাহার মরণদুঃখ মনে হয়, তাই সে ভয়ে জড়সড় হয়। এখন মনে কর, কবে সে মরণদুঃখ জানিল? কোনও ব্যক্তি যখন ইহ-জন্মে একবার বৈ দুইবার মরে না, তখন সে অবশ্যই পূর্ব্বজন্মে মরিয়াছিল;

নচেৎ তাহার ইহ-জন্মে মরণদুঃখ জানিবার সম্ভাবনা কি? সদ্যোজাত শিশুর—যাহার কিছুমাত্র কল্পনাশক্তি উদ্‌বুদ্ধ হয় নাই—পূর্ব্বজন্মের অনুভব ব্যতীত তাহারই বা মরণদুঃখের উদ্বোধ ও তজ্জনিত ভয়কম্পাদি জন্মিবার সম্ভাবনা কি? অতএব এস্থলে অবশ্যই মানিতে হইবে, প্রত্যেক জীবের পূর্ব্বজন্মের অনুভূত মরণদুঃখের সংস্কার আছে। সেই সকল সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইয়া মরণত্রাস উৎপাদন করে। পূর্ব্বজন্মের মরণদুঃখবাসনা যেমন ইহজন্মে প্রব্যক্ত হইয়া ত্রাস উৎপাদন করে, তেমনি তৎপূর্ব্বজন্মেও তৎপূর্ব্বজন্মের মরণ-বাসনা প্রব্যক্ত হইয়া ত্রাস উৎপাদন করিয়াছিল। এতদ্রূপ রীতিতে, জীবের অব্যভিচরিত মরণত্রাস ও আত্মাভিনিবেশ (আমি যেন থাকি, না মরি, ইত্যাকার মনোভাব) দেখিয়া, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মের অস্তিত্ব অনুমান সুসিদ্ধ হয়। সুতরাং জীবের জন্ম ও মরণ, প্রবাহের ন্যায় অনাদি, এবং সেই সেই জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মবাসনাও প্রবাহ ন্যায়ে অনাদি।

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যম্। হেতুঃ ধর্ম্মাৎ সুখং অধর্ম্মাৎ দুঃখং, সুখাৎ রাগঃ দুঃখাৎ দ্বেষঃ, ততশ্চ প্রযত্নঃ, তেন মনসা বাচা কায়েন বা পরিস্পন্দমানঃ পরমনুগৃহ্নাত্যুপহন্তি বা ততঃ পুনর্ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখদুঃখে রাগদ্বেষৌ ইতি প্রবৃত্তমিদং ষড়রং সংসারচক্রম্, অস্য চ প্রতিক্ষণমাবর্ত্তমানস্যাবিদ্যা নেত্রী মূলং সর্ব্বক্লেশানাম্, ইত্যেষ হেতুঃ। ফলন্তু যমাশ্রিত্য যস্য প্রত্যুৎ-

---

টীকা। অনাদেরপি সমুচ্ছেদো দৃষ্টঃ। তদ্‌যথানাগতত্বস্যেতি। সব্যভিচারিত্বাদসাধনং, চিতিশক্তিস্তু বিনাশকারণাভাবান্ন বিনশ্যতি, নত্বনাদিত্বাদ্। উক্তং চ বাসনানামনাদীনামপি সমুচ্ছেদে কারণং সূত্রেণেতি। অনুগ্রহোপঘাতাবপি ধর্ম্মাধর্ম্মাদিনিমিত্তমুপলক্ষয়তঃ। তেনসুরাপানাদয়োঽপি সংগৃহীতা ভবন্তি। নেত্রী—নায়িকা। অত্রৈব হেতুমাহ—"মূলম্" ইতি। প্রত্যুৎপন্নতা—বর্ত্তমানতা,

---

(১১) বাসনানামনন্তরানুভবো হেতুঃ। তস্যাপ্যনুভবস্য রাগাদয়স্তেষামবিদ্যেতি সাক্ষাৎ পারম্পর্য্যেণ চ-হেতুত্বম্। ফলং শরীরাদিঃস্মৃত্যাদয়শ্চ। আশ্রয়শ্চিত্তম্। আলম্বনং যদেবানুভবস্য তদেব বাসনানাম্। শব্দাদিকমিতি যাবৎ। এতৈঃ সংগৃহীতত্বাৎ সঙ্কলিতত্বাদ্ধেতোরেষাং ক্লেশাদীনাম্ অভাবে জ্ঞানযোগাভ্যাং দগ্ধবীজকল্পত্ব বিহিতে সতি তদভাবস্তাসাং বাসনানামভাব উচ্ছেদঃ স্যাৎ। নির্মূলত্বাৎ বাসনা ন প্ররোহন্তি ন কার্য্যমারভন্ত ইতি তাসামভাবঃ।

পন্নতা ধর্ম্মাদেঃ, ন হ্যপূর্ব্বোপজনঃ, মনস্তু সাধিকারমাশ্রয়ো বাসনানাং, ন হ্যবসিতাধিকারে মনসি নিরাশ্রয়া বাসনা স্থাতুমুৎসহন্তে। যদভিমুখী-ভূতং বস্তু যাং বাসনাং ব্যনক্তি তস্যাস্তদালম্বনম্, এবং হেতুফলাশ্রয়া-লম্বনৈরেতৈঃ সংগৃহীতাঃ সর্ব্বা বাসনাঃ, এষামভাবে তৎসংশ্রয়াণামপি বাসনানামভাবঃ ॥ ১১ ॥ নাস্ত্যসতঃ সম্ভবঃ, ন চাস্তি সতো বিনাশঃ, ইতি দ্রব্যত্বেন সম্ভবন্ত্যঃ কথং নিবর্ত্তিষ্যন্তে বাসনা ইতি।

ন তু ধর্ম্মস্বরূপোৎপাদঃ, অত্রৈবহেতুঃ—"নহি" ইতি। যদভিমুখীভূতং বস্তু—কামিনীসম্পর্কাদি। ব্যাপকাভাবে ব্যাপ্যস্যাভাব ইতি সূত্রার্থঃ ॥ ১১ ॥ উত্তর-সূত্রমবতারয়িতুং শঙ্কতে—"নাস্তি" ইতি। অসত ইতি সম্পাতায়াতং, নিদর্শনায় বা। সূং—"অতীত—ধর্ম্মাণাম্।"

তাৎপর্য্যার্থ। বাসনাসকল হেতু, ফল, আশ্রয় ও অবলম্বন,- এতদ্বিধ ক্রম অবলম্বন করিয়া সংগৃহীত বা সঞ্চিত হয়। সুতরাং ইহাও বুঝিতে হইবে, উল্লি-খিত হেতু প্রভৃতির অভাব হইলে বাসনারও অভাব হয়। ইহার টীকা এইরূপ—

জীবের কর্ম্মবাসনা প্রবাহের ন্যায় অনাদি বটে ; পরন্তু যোগের দ্বারা তাহার ভঙ্গ হয়, বিনাশও হয়। যতদিন না তাহার বিনাশ হয়,—ততদিন পুনঃ পুনঃ কর্ম্মানুষ্ঠান ও তজ্জনিত সংস্কার উৎপন্ন হইবেই হইবে। সুতরাং সংসারও অনিবার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। জীব যতদিন না সদ্ভাগ্যসঞ্চয়দ্বারা, সমাধি অবলম্বনের দ্বারা, অথবা অন্য কোন যোগানুষ্ঠানের দ্বারা অনাদি-কর্ম্মবাসনা-প্রবাহ ভঙ্গ করিতে পারে, ততদিন নিশ্চিত তাহা প্রবাহিত হইবে। ততদিন তাহার (বাসনার) হেতু, ফল, আশ্রয়, অবলম্বন, এ সমস্তই থাকিবে। বাসনার হেতু বা কারণ ক্লেশ এবং কর্ম্ম। দেহপ্রাপ্তি ও আয়ুর্ভোগ তাহার ফল। চিত্ত তাহার আশ্রয়। রূপাদি বিষয় তাহার অবলম্বন। ঐ সকল অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ বাসনার উৎপত্তির ও স্থিতির হেতু, ফল, আশ্রয় ও অবলম্বন, অবলম্বন করিয়া জীব পুনঃ পুনঃ বাসনা-জাল সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা জড়িত হইতেছে ও পুনঃ পুনঃ ঐ সকল হেতু ফল, আশ্রয় ও অবলম্বন ভোগে প্রবৃত্ত হইতেছে। অপিচ, পূর্ব্বপূর্ব্বভ্রমবাসনারূপ অবিদ্যাই অস্মিতার অর্থাৎ "অহং" বা "আমি" ভ্রমের অথবা আত্মাভিমানের জনক। সেই অস্মিতা হইতেই আমি অমুক, আমি জ্ঞানী, আমি

মানী, আমি ধনী, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার ধন, আমার ইষ্ট, আমার অনিষ্ট, ইত্যাদিপ্রকার মিথ্যাজ্ঞান জন্মে। ঐ সকল মিথ্যাজ্ঞান হইতেই যথাক্রমে রাগ ও দ্বেষাদি নামক অভিপ্রায় উৎপাদিত হয়। সেই উৎপন্ন অভিপ্রায় আবার পরানুগ্রহ ও পরনিগ্রহাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়। সেই সেই স্বকৃত কার্য্য হইতে পুনরপি ধর্ম্মাধর্ম্ম-নামক সংস্কার - যাহা ভবিষ্যৎ শুভাশুভের বীজ—তাহা উৎপন্ন হয়। সেই বীজ আবার কালে অঙ্কুরিত হইয়া দ্বিবিধ ভোগরূপ বৃক্ষ জন্মায়। সেই সকল ভোগবৃক্ষ হইতে পুনঃ ভবিষ্যৎভোগের বীজস্বরূপ বাসনা বা সংস্কারসমূহ জন্মে। সংসারচক্র এবম্প্রকারে নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যে মহাপুরুষ যোগকৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক সংসারচক্রের উক্তবিধ গতি ভঙ্গ করিয়া দিতে পারেন—তিনিই ঐ চক্রের আবর্ত্তন হইতে পরিত্রাণ পান, অন্যে ঘুরিয়া মরেন।

অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্ম্মাণাম্ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যম্। ভবিষ্যদ্ব্যক্তিকমনাগতং, অনুভূতব্যক্তিকমতীতং, স্বব্যাপারোপারূঢ়ং বর্ত্তমানং, ত্রয়ং চৈতদ্বস্তু জ্ঞানস্য জ্ঞেয়ং, যদি চৈতৎ স্বরূপতো নাভবিষ্যন্নেদং নির্বিষয়ং জ্ঞানমুদপৎস্যত, তস্মাদতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্তীতি। কিঞ্চ ভোগভাগীয়স্য বাপবর্গভাগীয়স্য বা কর্ম্মণঃ

টীকা ; নাসতামুৎপাদো, ন সতাং বিনাশঃ কিন্তু সতামেব ধর্ম্মাণামধ্বভেদ—পরিণাম এবোদয়ব্যয়াবিতি সূত্রার্থঃ। অনুভূতা প্রাপ্তা যেন ব্যক্তিস্তৎতথা, সম্প্রতি ব্যক্তির্নাস্তীতি যাবদ্। ইতশ্চ ত্রৈকাল্যেঽপি ধর্ম্মঃ সন্নিত্যাহ—"যদি চ" ইতি। ন হ্যসজ্জ্ঞানবিষয়ঃ সম্ভবতি নিরুপাখ্যত্বাৎ। বিষয়াবভাসং হি বিজ্ঞানং নাসতি বিষয়ে ভবতি। ত্রৈকাল্যবিষয়ং চ বিজ্ঞানং যোগিনাং, অস্মাদাদীনাং চ বিজ্ঞানমসতি বিষয়ে নোৎপন্নং স্যাৎ, উপপদ্যতে চ। তস্মাদতীনাগতে সামান্যরূপেণ সমনুগতে স্ত ইতি। এবমনুভবতো জ্ঞানং বিষয়াসত্ত্বে হেতুরুক্তম্। উদ্দেশ্যত্বাদপ্যনাগতস্য বিষয়ত্বেন সত্ত্বমেবেত্যাহ "কিঞ্চ ভোগভাগীয়স্য" ইতি। কুশলঃ—

(১২) যদতীতত্বেন যচ্চানাগতত্বেন ব্যবহ্রিয়তে তৎ স্বরূপতঃ স্বরূপেণ ধর্ম্মিত্বেনৈব রূপেণ স্বত্বসত্বেন বা অস্তি বিদ্যত এব। যতোঽসতামুৎপত্তিঃ সতাঞ্চ নাশো ন সম্ভবতি যতশ্চ ধর্ম্মাণামেবাধ্বভেদো পরিণামতা দৃশ্যতে ন ধর্ম্মিণস্তদত্যোবেত্যবধারণীয়ম্। তস্মাচ্চাপবর্গপর্য্যন্তমেকমেব চিত্তং ধর্ম্মিতয়ানুবর্ত্তমানং [illegible]তীতি সিধ্যতি।

ফলমুৎপিৎসু যদি নিরুপাখ্যমিতি তদুদ্দেশেন তেন নিমিত্তেন কুশ-লানুষ্ঠানং ন যুজ্যেত। সতশ্চ ফলস্য নিমিত্তং বর্ত্তমানীকরণে সমর্থং নাপূর্ব্বোপজননে, সিদ্ধং নিমিত্তং নৈমিত্তিকস্য বিশেষানুগ্রহণং কুরুতে নাপূর্ব্বমুৎপাদয়তি। ধর্ম্মী চানেকধর্ম্মস্বভাবঃ, তস্য চাধ্বভেদেন ধর্ম্মাঃ প্রত্যবস্থিতাঃ, ন চ যথা বর্ত্তমানং ব্যক্তিবিশেষাপন্নং, দ্রব্যতোঽস্ত্যেব-মতীতমনাগতং বা, কথং তর্হি, স্বেনৈব ব্যঙ্গ্যেন স্বরূপেণানাগতমস্তি, স্বেন চানুভূতব্যক্তিকেন স্বরূপেণাতীতমিতি, বর্ত্তমানস্যৈবাধ্বনঃ স্বরূপ-ব্যক্তিরিতি ন সা ভবতি অতীতানাগতয়োরধ্বনোঃ, একস্য চাধ্বনঃ সময়ে দ্বাবধ্বানৌ ধর্ম্মিসমন্বাগতৌ ভবত এবেতি নাভূত্বা ভাবস্ত্রয়া-ণামধ্বনামিতি ॥ ১২ ॥

নিপুণঃ, অনুষ্ঠেয়েঽপি চ যদ্ যন্নিমিত্তং তৎসর্ব্বং নৈমিত্তিকে সত্যেব বিশেষমাধত্তে, যথা কাণ্ডলাববেদাধ্যায়াদয়ঃ। ন খল্বেতে কাণ্ডলাবাদয়োঽসন্তমুৎপাদয়ন্তি। সত এব তৎপ্রাপ্তিবিকারৌ কুর্ব্বন্তি। এবং কুলালাদয়োঽপি সত এব ঘটস্য বর্ত্তমান-ভাবহেতব ইত্যাহ—"সতশ্চ" ইতি। যদি তু বর্ত্তমানত্বাভাবাদতীতানাগতয়োরসত্ত্বং হন্ত ভো বর্ত্তমানস্যাপ্যভাবোঽতীতানাগতত্বাভাবাৎ অধ্বধর্ম্ম্যবিশিষ্টতয়া তু সত্ত্বং ত্রয়াণামপ্যবিশিষ্টমিত্যভিপ্রায়েণাহ—"ধর্ম্মী চ" ইতি। প্রত্যেকমবস্থানম্ প্রত্য-বস্থিতিরিতি। 'দ্রব্যত' ইতি—দ্রব্যে ধর্ম্মিণি, সার্ব্ববিভক্তিকস্তসিঃ। যদ্যতীতা-নাগতাবতীতানাগতত্বেন স্তস্তর্হি বর্ত্তমানসময়ে তত্ত্বাভাবান্ন স্যাতামিত্যত আহ—"একস্য চ" ইতি। প্রকৃতমুপসংহরতি—"নাভূত্বা ভাব" ইতি ॥ ১২ ॥ স্যাদেতৎ, অয়ন্তু নানাপ্রকারো ধর্ম্মিধর্ম্মাবস্থাপরিণামরূপো বিশ্বভেদপ্রপঞ্চো ন প্রধানাদেকস্মাদ্ ভবিতুমর্হতি, ন হ্যবিলক্ষণাৎ কারণাৎ কার্য্যভেদসম্ভব ইত্যত আহ—"তে ব্যক্ত-সূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। যাহাকে আমরা অতীত ও অনাগত অর্থাৎ মরিয়াছে, মরিবে, নষ্ট হইয়াছে, নষ্ট হইবে, জন্মিয়াছে ও জন্মিবে বলি,—তাহা তত্তদ্বস্তুর ধর্ম্মের বা অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারেই জানিবে। যাহা তাহার স্বরূপ, তাহা সকল কালেই থাকে, কোন কালে নষ্ট হয় না; ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহার পরিষ্কার ব্যাখ্যা এইরূপ—

বিনাশবাদীর মতে সকল বস্তুই অস্থায়ী; সুতরাং তাহাদের মতে চিত্তও অস্থায়ী অর্থাৎ নশ্বর। কিন্তু যোগীরা বলেন, বস্তু মাত্রেই স্থায়ী; পরন্তু তাহাদের ধর্ম্ম, গুণ বা অবস্থাগুলিই অস্থায়ী অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল। সেই পরিবর্ত্তন অনুসারেই লোকমধ্যে উৎপত্তি ও বিনাশ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। ফল কথা এই যে, অত্যন্ত অসৎ, অর্থাৎ যাহা কোন কালে নাই,—তাহা উৎপন্ন হয় না। যাহা বাস্তবিক সৎ, অর্থাৎ যাহা সত্য সত্যই আছে, তাহারও আত্যন্তিক বিনাশ হয় না। কেবলমাত্র তদাশ্রিত ধর্ম্মের, গুণের বা অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। অভিনব ধর্ম্মাদির (আকৃতির) আবির্ভাব ও বর্ত্তমান ধর্ম্মাদির তিরোভাব হয়। অথবা বস্তুগতির পথের প্রভেদ হয়। ঘট-নামক বস্তুর ঘটাকার ধর্ম্ম (বর্ত্তমান ঘটাবস্থাটী) অতীত পথে প্রবিষ্ট হইলে "ঘট নাই" বলা যায়। ভবিষ্যৎ পথে থাকিলে "ঘট হইবে বা হইতেছে" বলা যায়। এবং বর্ত্তমান পথে থাকিলে ঘট আছে, এইরূপ বলা যায়। ইহারই দ্বারা জানা যায়, ধর্ম্মের বা অবস্থার পরিবর্ত্তন-বিশেষের নামই উৎপত্তি, পরিণাম বিশেষের নামই স্থিতি, এবং পরিবর্ত্তন বিশেষের নামই লয় ও বিনাশ। কাজেই স্থির করিতে হইবে যাহাকে আমরা "নাই" বলি, তাহা একেবারে নাই এরূপ নহে। যাহাকে আমরা "হইবে" বলি তাহা যে হইবার পূর্ব্বে নিতান্ত অসৎ অর্থাৎ কোন আকারে ছিল না এরূপও নহে। বস্তু বস্তুতঃই থাকে, পরন্তু তাহার ধর্ম্মের বা অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমরা তাহাকে অতীত, কখন বা অনাগত, এতদ্রূপে ব্যবহার করি। বস্তুর স্বরূপ সর্ব্বদা সৎ বা নিত্যবিদ্যমান।

তে ব্যক্তসূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যম্। তে খল্বমী ত্র্যধ্বানো ধর্ম্মা বর্ত্তমানা ব্যক্তাত্মানঃ, অতীতানাগতাঃ সূক্ষ্মাত্মানঃ ষড়বিশেষরূপাঃ, সর্ব্বমিদং গুণানাং সন্নিবেশ-

---

টীকা। তে—ত্র্যধ্বানো ধর্ম্মাঃ ব্যক্তাশ্চ সূক্ষ্মাশ্চ গুণাত্মানো, ন ত্রৈগুণ্যাতিরিক্তমেষামস্তি কারণম্। বৈচিত্র্যন্তু তদাহিতানাদিক্লেশবাসনানুগতাবৈচিত্র্যাৎ। যথোক্তং বায়ুপুরাণে—"বৈশ্বরূপ্যাৎ প্রধানস্ত পরিণামোঽয়মদ্ভুত" ইতি। ব্যক্তানাং পৃথিব্যাদীনামেকাদশেন্দ্রিয়াণাং চ বর্ত্তমানানামতীতানাগতত্বং ষড়বিশেষা

---

(১৩) ব্যক্তাঃ বর্ত্তমানাধ্বানঃ। সূক্ষ্মা অতীতানাগতাধ্বানঃ। তে চ সর্ব্বে ভাবা মহদাদয়ো ঘটাদিবিশেষান্তাঃ গুণাত্মানঃ সত্ত্বরজস্তমঃস্বরূপা ইত্যর্থঃ।

বিশেষমাত্রমিতি পরমার্থতো গুণাত্মানঃ, তথা চ শাস্ত্রানুশাসনম্ "গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি। যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্" ইতি ॥ ১৩॥ যদা তু সর্ব্বে গুণাঃ কথমেকঃ শব্দঃ একমিন্দ্রিয়মিতি ?

যথাযোগং ভবন্তি। সম্প্রতি বিশ্বস্য নিত্যানিত্যরূপে বিভজন্ নিত্যরূপমাহ— "সর্ব্বমিদম্" ইতি। ইদং—দৃশ্যমানং, সন্নিবেশঃ—সংস্থানভেদবান্ পরিণাম ইত্যর্থঃ। অত্রৈব ষষ্টিতন্ত্রশাস্ত্রস্যানুশিষ্টিঃ—মায়েব তু ন মায়া,সুতুচ্ছকং—বিনাশি। যথা হি মায়াহ্যায়েবান্যথা ভবতি এবং বিকারা অপি, আবির্ভাবতিরোভাবধর্ম্মাণঃ প্রতি-ক্ষণমন্যথা প্রকৃতির্নিত্যতয়া মায়াবিধর্ম্মেণ পরমার্থা ইতি ॥ ১৩ ॥ ভবতু ত্রৈগুণ্য-স্যেত্থং পরিণামবৈচিত্র্যমেকস্য পরিণামঃ পৃথিবীয়মিতি বা' তোয়মিতি বা। কুতঃ, ত্র্যাত্মন একত্ববিরোধাদিত্যাশঙ্ক্য সূত্রমবতারয়তি—"যদা তু সর্ব্বে গুণাঃ" ইতি॥ সূং'—"পরিণামৈকত্বাৎ বস্তুতত্ত্বম্" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। সেই সমুদায় বস্তু অর্থাৎ সেই সেই ভাবপদার্থ ব্যক্ত, সূক্ষ্ম ও গুণস্বভাবান্বিত। অপিচ পরিণামের ঐক্য থাকাতে বস্তুতত্ত্ব এক। অর্থাৎ বস্তু বহু নহে। এই কথার ব্যাখ্যা এইরূপ—

যদি বল ধর্ম্ম সকল পরিবর্ত্তিত হইয়া কি হয় ? কোথায় যায় ? ইহার উত্তর এই যে, তাহা সূক্ষ্ম হইয়া আপন আশ্রয়ে অদৃশ্য হয়, প্রবেশ করে। অর্থাৎ লুক্কায়িত হয়। ঘট অতীত হইল, ঘট নাই, এ সকল কথার অর্থ কি ? না— ঘটাকার ধর্ম্মটী স্বীয় আশ্রয়ে (মৃত্তিকায়) সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম হইয়া লুক্কায়িত হইয়াছে। ঘট হইতেছে এ কথার অর্থ কি ? না—ঘটধর্ম্ম বা ঘটাবস্থাটী— যাহা মৃত্তিকারূপ ধর্ম্মীতে শক্তিরূপে ছিল,—লুকায়িত ছিল,—আজ তাহা কারণ-ব্যাপারের দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে—অথবা বর্ত্তমান পথে আসিতেছে। এতদ্রূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মবিচারের দ্বারা নির্ণীত হয় যে, সেই সেই অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত (ভবিষ্যদ্গর্ভে অবস্থিত) ধর্ম্মবিশেষের আশ্রয় দ্রব্যটি এক ও স্থায়ী। সেই একই স্থায়ী বা চিরস্থিত ধর্ম্মীর উপর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতেছে। সেই একই স্থায়ী বস্তুর ধর্ম্মগুলি বর্ত্তমান পথে আসিতেছে; কখন বা অতীত পথে যাইতেছে। কোনও দ্রব্যের সম্পূর্ণ নূতন উৎপত্তি ও সম্পূর্ণ ধ্বংস হইতেছে না। এতন্মতে জীবের চিত্ত, এক ও স্থায়ী। সেই একই স্থায়ী চিত্তকে এবং তাহার ধর্ম্মনিচয়কে যদি উপায় দ্বারা অতীত পথে প্রবিষ্ট

করান যায়,—তাহা হইলে আর তাহার প্রত্যাবর্ত্তন হয় না। অনন্তকালের নিমিত্ত তাহারা প্রকৃতিগর্ভে প্রবেশ করে, লুক্কায়িত হয়। সুতরাং তখন আর জীবের জীবত্ব থাকে না। জীব তখন শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, কেবল ও চিৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিতপ্রকার প্রণালীতে,বস্তু বা বস্তুধর্ম্ম অতীতপথপ্রবিষ্ট হইলে তাহা সূক্ষ্ম, লুক্কায়িত বা অব্যক্ত নাম ধারণ করে ও বর্ত্তমানপথে থাকিলে ব্যক্ত, স্পষ্ট ও আছে ইত্যাদি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তুমি যে কিছু বস্তুর নাম করিবে, সমস্তই দ্বিবিধ, ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম। মহত্তত্ত্ব অবধি ঘটাদি পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম। কখন বা কেহ ব্যক্ত হইতেছে, কখন বা কেহ সূক্ষ্ম হইতেছে। অপিচ, ব্যক্তই হউক, আর সূক্ষ্মই হউক, সমস্ত বস্তুই গুণময়। অর্থাৎ সমস্ত বস্তুই সত্ত্ব, রজঃ, ও তমো নামক গুণের সমষ্টি বা পরিণাম। সত্ত্ব-রজ-স্তমোগুণই বিশেষ বিশেষ আকারে পরিণত হইয়া বিশেষ বিশেষ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। সেই জন্যই অর্থাৎ ত্রিগুণের বিকার বলিয়াই, বস্তু সকল ত্রিগুণ।

পরিণামৈকত্বাৎ বস্তুতত্ত্বম্ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যম্। প্রখ্যা-ক্রিয়া স্থিতিশীলানাং গুণানাং গ্রহণাত্মকানাং করণভাবেনৈকঃ পরিণামঃ শ্রোত্রমিন্দ্রিয়ম্. গ্রাহ্যাত্মকানাং শব্দভাবেনৈকঃ পরিণামঃ শব্দো বিষয় ইতি,শব্দাদীনাং মূর্ত্তিসমানজাতীয়ানামেকঃ পরিণামঃ পৃথিবীপরমাণুস্তন্মাত্রাবয়বঃ,তেষাং চৈকঃ পরিণামঃ পৃথিবী, গৌঃ বৃক্ষঃ পর্ব্বতঃ ইত্যেবমাদিঃ, ভূতান্তরেষ্বপি স্নেহৌষ্ণ্যপ্রণামিত্বাবকাশ-

---

টীকা। বহূনামপ্যেকঃ পরিণামো দৃষ্টঃ, তদ্যথা, গবাশ্বমহিষমাতঙ্গানাং রুমানিক্ষিপ্তানামেকো লবণত্বজাতীয়লক্ষণঃ পরিণামঃ, বর্ত্তিতৈলানলানাং চ প্রদীপ ইতি। এবং বহুত্বেঽপি গুণানাং পরিণামৈকত্বং, ততস্তন্মাত্রভূতভৌতিকানাং প্রত্যেকং তত্ত্বমেকত্বং। গ্রহণাত্মকানাং—সত্ত্বপ্রধানতয়া প্রকাশাত্মনামহঙ্কারাবান্তরকার্য্যাণাং করণভাবেনৈকঃ পরিণামঃ শ্রোত্রমিন্দ্রিয়ম্, তেষামেব গুণানাং তমঃপ্রধানতয়া জড়ত্বেন গ্রাহ্যাত্মকানাং শব্দতন্মাত্রভাবেনৈকঃ পরিণামঃ শব্দো বিষয়ঃ, শব্দ ইতি—শব্দতন্মাত্রং,বিষয় ইতি জড়ত্বমাহ,ন তু তন্মাত্রস্য শ্রোত্রবিষয়ত্ব-

---

(১৪) যদ্যপি ত্রয়ো গুণাস্তথাপি তেষামঙ্গাঙ্গিভাবগমনলক্ষণো যঃ পরিণামস্তস্য একত্বাৎ বস্তুনস্তত্ত্বম্ একত্বং জ্ঞাতব্যম্। রুমায়াং ক্ষিপ্তায়াং গজাশ্বাদিশরীরাণাং যথৈকো লবণপরিণামো যথা বা বর্ত্তিতৈলাদীনামেকো দীপপরিণামো দৃষ্টস্তথাত্রাপ্যঙ্গাঙ্গিত্বেন পরিণামৈকত্বং জ্ঞেয়ম্।

দানান্যুপাদায় সামান্যমেকবিকারারম্ভঃ সমাধেয়ঃ। নাস্ত্যর্থো বিজ্ঞান-বিসহচরঃ অস্তি তু জ্ঞানমর্থবিসহচরং স্বপ্নাদৌ কল্পিতমিত্যনয়া দিশা যে বস্তুস্বরূপমপহ্নুবতে জ্ঞানপরিকল্পনামাত্রং বস্তু স্বপ্নবিষয়োপমং ন পরমার্থতঃ অস্তীতি যে আহুঃ,তে তথেতি প্রত্যুপস্থিতমিদং স্বমাহাত্ম্যেন

সম্ভব ইতি,শেষং সুগমম্। অথ বিজ্ঞানবাদিনং বৈনাশিকমুত্থাপয়তি—"নাস্ত্যর্থো বিজ্ঞানবিসহচর"ইতি। যদি হি ভূতভৌতিকানি বিজ্ঞানমাত্রাৎ ভিন্নানি ভবেয়ুস্তত-স্তদুৎপত্তিকারণমীদৃশং প্রধানং কল্পেত, ন তু তানি বিজ্ঞানাতিরিক্তানি সন্তি পরমার্থতঃ, তৎকথং প্রধানকল্পনং, কথং চ গ্রহণানামিন্দ্রিয়াণামহঙ্কারবিকারাণাং কল্পনা ইতি, তথা হি—জড়স্যার্থস্য স্বয়মপ্রকাশত্বান্নাস্ত্যর্থো বিজ্ঞানবিসহচরঃ,—সাহচর্য্যং সম্বন্ধঃ, তদভাবো বিসহচরঃ, বিরভাবাথঃ, বিজ্ঞানাসম্বন্ধী নাস্তীতি ব্যবহারযোগ্য ইত্যর্থঃ। অস্তি তু বিজ্ঞানমর্থবিসহচরং,তস্য স্বয়ংপ্রকাশত্বেন স্বগো-চরাস্তিতাব্যবহারে কর্ত্তব্যে জড়মর্থম্প্রত্যপেক্ষাভাবাৎ, তদনেন বেদ্যত্বসহোপলম্ভ-নিয়মৌ সূচিতৌ বিজ্ঞানবাদিনা; তৌ চৈবং প্রয়োগমারোহতঃ—যদ্বেদ্যতে যেন বেদনেন তত্ততো ন ভিদ্যতে যথা জ্ঞানস্যাত্মা। বেদ্যন্তে চ ভূতভৌতিকানীতি বিরুদ্ধ-ব্যাপ্তোপলব্ধিঃ, নিষেধ্যভেদবিরুদ্ধেন ব্যাপ্তং বেদ্যত্বং দৃশ্যমানং স্বব্যাপকমভেদ-মুপস্থাপয়ত্তদ্বিরুদ্ধং ভেদং প্রতিক্ষিপতীতি। তথা যদ্যেন নিয়তসহোপলম্ভং তৎ ততো ন ভিদ্যতে, যথৈকস্মাচ্চন্দ্রাৎ দ্বিতীয়শ্চন্দ্রঃ। নিয়তসহোপলম্ভশ্চার্থো জ্ঞানে-নেতি ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধিঃ, নিষেধ্যভেদব্যাপকানিয়মবিরুদ্ধো নিয়মোঽনিয়মং নিবর্ত্তয়ংস্তদ্ব্যাপ্তং ভেদং প্রতিক্ষিপতীতি। স্যাদেতৎ, অর্থশ্চেন্ন ভিন্নো জ্ঞানাৎকথং ভিন্নবৎ প্রতিভাসত ইত্যত আহ—"কল্পিতম্"ইতি। যথাহুর্বৈনাশিকাঃ—"সহোপ-লম্ভনিয়মাদভেদো নীলতদ্ধিয়োঃ। ভেদশ্চ ভ্রান্তিবিজ্ঞানৈর্দৃশ্যেতেন্দাবিবাদ্বয়ে" ইতি। কল্পিতত্বং বিশদয়তি—"জ্ঞানপরিকল্পনা"ইতি। নিরাকরোতি—"তে"ইতি। তে কথং শ্রদ্ধেয়বচনাঃ স্যুরিতি সম্বন্ধঃ, প্রতিজ্ঞানমুপস্থিতং প্রত্যুপস্থিতম্। কথং, "তথা"ইতি। যথা যথাবভাসত,ইদঙ্কারাস্পদত্বেন তথা তথা স্বয়মুপস্থিতং, ন তু কল্প-নোপকল্পিতং বিজ্ঞানবিষয়তাপন্নম্। স্বমাহাত্ম্যেনেতি কারণত্বং বিজ্ঞানং প্রত্যর্থস্য দর্শয়তি, যস্মাদর্থেন স্বকীয়য়া গ্রাহশক্ত্যা বিজ্ঞানমজনি তস্মাদর্থস্য গ্রাহকং,তদেব-ভূতং বস্তু কথমপ্রমাণাত্মকেন বিকল্পজ্ঞানবলেন, বিকল্পস্যাপ্রমাণিকত্বাৎ তদ্বল-স্যাপি তদাত্মনোঽপ্রমাণাত্মকত্বম্। তেন বস্তুস্বরূপমুৎসৃজ্য—উপপ্লুতং কৃত্বা, উপ-

বস্তু কথমপ্রমাণাত্মকেন বিকল্পজ্ঞানবলেন বস্তুস্বরূপমুৎসৃজ্য তদেবা-পলপন্তঃ শ্রদ্ধেয়বচনাঃ স্যুঃ ॥ ১৪ ॥ কুতশ্চৈতদন্যায্যম্?

গৃহ্যেতি ক্বাচিৎকঃ পাঠঃ। তত্রাপি স এবার্থঃ, তদেবাপলপন্তঃ শ্রদ্ধাতব্যবচনাঃ স্যুরিতি। ইদমত্রাকূতং সহোপলম্ভনিয়মশ্চ বেদ্যত্বং চ হেতু সন্দিগ্ধব্যতিরেকতয়া-নৈকান্তিকৌ। তথা হি, জ্ঞানাকারস্য ভূতভৌতিকাদের্যদেতৎবাহ্যত্বং স্থূলত্বং চ ভাসেতে, ন তে জ্ঞানে সম্ভবতঃ। তথা হি—নাশাদেশব্যাপিতা স্থৌল্যং,বিচ্ছিন্ন-দেশতা চ বাহ্যত্বং,ন চৈকবিজ্ঞানস্য নানাদেশব্যাপিতা বিচ্ছিন্নদেশতা চোপপদ্যতে। তদ্দেশত্বাতদ্দেশত্বলক্ষণবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গস্যৈকত্রাসম্ভবাৎ,সম্ভবে বা ত্রৈলোক্যস্যৈ-কত্বপ্রসঙ্গাৎ। অত এবাস্তু বিজ্ঞানভেদ ইতি চেৎ,হন্ত ভোঃ পরমসূক্ষ্মগোচরাণাং প্রত্যয়ানাং পরস্পরবার্ত্তানভিজ্ঞানাং স্বগোচরমাত্রজাগরূকাণাং কুতস্ত্যোঽয়ং স্থূলাবভাসঃ। ন চ বিকল্পগোচরাভিলাপঃ,সংসর্গাভাবাৎ,বিশদপ্রতিভাসত্বাচ্চ। ন চ স্থূলমালোচিতং যতস্তদুপাধিকস্য বিশদতা ভবেৎ, তৎপৃষ্ঠভাবিনঃ। ন চাবিকল্পবৎ বিকল্পোঽপি স্বাকারমাত্রগোচরঃ, তস্য চাস্থূলত্বাৎ ন স্থূলগোচরো ভবিতুমর্হতি। তস্মাদ্ বাহ্যে চ প্রত্যয়ে স্থূলস্য বাহ্যস্য চাসম্ভবাদলীকমেব তদাস্থাতব্যম্। ন চালীকং বিজ্ঞানাদভিন্নং,বিজ্ঞানস্য তদ্বৎ তুচ্ছত্বপ্রসঙ্গাৎ। তথা চ বেদ্যত্বস্যাভেদব্যাপ্যত্বা-ভাবাৎ কুতো ভেদপ্রতিপক্ষত্বং,সহোপলম্ভনিয়মশ্চ সদসতোরিব বিজ্ঞানস্থৌল্যয়োঃ সতোরপি স্বভাবাদ্বা কুতশ্চিৎ প্রতিবন্ধাদ্বোপপৎস্যেতে,তস্মাদনৈকান্তিকত্বাদেতৌ হেত্বাভাসৌ বিকল্পমাত্রমেব বাহ্যভাবে প্রস্তুবাতে, ন চ প্রত্যক্ষমাহাত্ম্যং বিকল্প-মাত্রেণাপোদ্যতে, তস্মাৎ সাধূক্তং—কথমপ্রমাণাত্মকেন বিকল্পজ্ঞানবলেন ইতি। এতেন প্রত্যয়ত্বমপি স্বপ্নাদিপ্রত্যয়দৃষ্টান্তেন নিরালম্বনত্বসাধনমপাস্তম্। প্রমেয়-বিকল্পাত্বয়বিব্যবস্থাপনেন প্রত্যুক্তাঃ। বিস্তরস্তু ন্যায়কণিকায়ামনুসরণীয় ইতি। তদিহ কৃতং বিস্তরেণেতি॥১৪॥ তদেবমুৎসূত্রং ভাষ্যকৃদ্বিজ্ঞানাতিরিক্তস্থাপনে যুক্তি-মুক্ত্বা সৌত্রীং যুক্তিমবতারয়তি—"কুতশ্চৈতদ্" ইতি। সূং, "বস্তু—পন্থাঃ" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, সমস্তই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন মূল দ্রব্যের পরিণামজাত। উক্ত তিন গুণের বা তিন মূল দ্রব্যের পরিণাম ব্যতীত অন্য কোন পৃথক্ দ্রব্যের পরিণাম নাই। অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব হইতে সামান্য একটা তৃণগুচ্ছ,পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই সত্ত্বাদিদ্রব্যের পরিণাম। মহত্তত্ত্বও সত্ত্বাদিদ্রব্যের পরিণামসমুদ্ভূত, এবং সামান্য একটা তৃণদেহও সত্ত্বাদিদ্রব্যের পরিণাম-সমুদ্ভূত।

এ সম্বন্ধে তৃতীয় কথা এই যে, উক্ত গুণত্রয় পরস্পরের অঙ্গ না হইয়া, উপকারক বা সহায় না হইয়া, পরিণত হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, উহারা স্বয়ং বা পৃথক্ পৃথক্ পরিণত হয় না, পরস্পর পরস্পরের উত্তেজক ও নিস্তেজক হইয়াই দশা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ বিবিধ বিকার উৎপাদন করে; কাযেই মানিতে হইতেছে, উক্ত তিন দ্রব্যের উপর একই পরিণাম বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ উক্ত গুণত্রয়-নিষ্ঠ পরিণাম এক ভিন্ন দুই বা ততোধিক নহে। এই বিচারের সঙ্গে সঙ্গে আরও এক সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে যে, বস্তুতত্ত্ব এক, পরন্তু তাহার ধর্ম্ম বা অবস্থা নানা। ধর্ম্মী এক, কিন্তু তাহার ধর্ম্ম নানা (বহু)। মৃত্তিকা এক, কিন্তু তাহার ঘটকপালাদিরূপ ধর্ম্ম বা অবস্থা অনেক। চিত্ত এক, পরন্তু তাহার অবস্থা বা ধর্ম্ম অনেক। বস্তু, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম বা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহার অন্যথাভাব ব্যতীত উৎপত্তি, বিনাশ ও নানাত্ব স্বীকার করা যায় না। সুতরাং চিত্তেরও অবস্থাপরিবর্ত্তন দেখিয়া, তাহার ক্ষণবিনাশিত্ব কি নানাত্ব স্বীকার করা যায় না। একই চিত্ত কল্পকল্পান্তকাল থাকে বা আছে। কেবলমাত্র তাহার ধর্ম্মের বা অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। বস্তুতঃ অন্য কোনরূপ উৎপত্তি, বিনাশ, কি নানাত্ব নাই ও হয় না। আজ এক চিত্ত; আবার কাল এক চিত্ত; এরূপ হইতেছে না। এ জন্মে এক চিত্ত, অন্য জন্মে অন্য চিত্ত, তাহা নহে। একই চিত্ত জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ ভোগ উৎপাদন করিতেছে ও ভিন্ন ভিন্ন বিকারের বশীভূত হইতেছে।

বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাত্তয়োর্বিভক্তঃ পন্থাঃ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যম্। বহুচিত্তাবলম্বনীভূতমেকং বস্তু সাধারণং,তৎ খলু নৈকচিত্ত-পরিকল্পিতং, নাপ্যনেকচিত্তপরিকল্পিতং, কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠং, কথং, বস্তু-

টীকা। যন্নানাত্বে যস্যৈকত্বং তৎ ততোঽত্যন্তং ভিদ্যতে, যথা চৈত্রস্য জ্ঞান-মেকং ভিন্নেভ্যো দেবদত্তবিষ্ণুমিত্রমৈত্রপ্রত্যয়েভ্যো ভিদ্যতে, জ্ঞাননানাত্বেঽপি চার্থো ন ভিদ্যত ইতি ভবতি বিজ্ঞানেভ্যোঽন্যঃ। অভেদশ্চার্থস্য জ্ঞানভেদেঽপি

(১৫) তয়োঃ চিত্তবস্তুনোঃ বিবিক্তঃ পন্থাঃ ভিন্নো মার্গঃ। ভেদ ইতি যাবৎ। বিভক্তঃ পন্থা ইতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে। হেতুমাহ—বস্তুনঃ স্ত্রীপিণ্ডাদেঃ সাম্যেঽপি একত্বেঽপি চিত্তস্য ভেদাৎ বিজ্ঞানভেদাদিত্যর্থঃ। অয়ম্ভাবঃ—একস্যাং নার্য্যাং পত্যুঃ সুখবিজ্ঞানং, সপত্ন্যা দুঃখ-বিজ্ঞানং, তদলাভে কামুকস্য মোহবিজ্ঞানং বিষাদবিজ্ঞানং বা, নিষ্কামস্তোপেক্ষাবিজ্ঞানমিতি।

সাম্যে চিত্তভেদাৎ, ধর্ম্মাপেক্ষং চিত্তস্য বস্তুসাম্যেঽপি সুখজ্ঞানং ভবতি, অধর্ম্মাপেক্ষং তত এব দুঃখজ্ঞানং, অবিদ্যাপেক্ষং তত এব মূঢ়জ্ঞানং, সম্যগ্দর্শনাপেক্ষং তত এব মাধ্যস্থ্যজ্ঞানমিতি, কস্য তচ্চিত্তেন পরি-কল্পিতং, ন চান্যচিত্তপরিকল্পিতেনার্থেনান্যস্য চিত্তোপরাগো যুক্তঃ,তস্মাৎ বস্তুজ্ঞানয়োর্গ্রাহ্যগ্রহণভেদভিন্নয়োর্ব্বিভক্তঃ পন্থাঃ,নানয়োঃ সঙ্করগন্ধো-ঽপ্যস্তীতি। সাংখ্যপক্ষে পুনঃ বস্তু ত্রিগুণং চলঞ্চ গুণবৃত্তমিতি ধর্ম্মাদি-নিমিত্তাপেক্ষং চিত্তৈরভিসম্বধ্যতে, নিমিত্তানুরূপস্য চ প্রত্যয়স্যোৎপদ্য-মানস্য তেন তেনাত্মনা হেতুর্ভবতি ॥১৫॥ কেচিদাহুঃ, জ্ঞানসহভূরে-

---

প্রমাতৄণাং পরস্পরপ্রতিসন্ধানাদবসীয়তে। অস্তি হি রক্তদ্বিষ্টবিমূঢ়মধ্যস্থানামেকস্যাং যোষিতি প্রতীয়মানায়াং প্রতিসন্ধানং—যা ত্বয়া দৃশ্যতে সৈব ময়াপীতি, তস্মাদ্ বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাৎ—জ্ঞানভেদাৎ, তয়োঃ—অর্থজ্ঞানয়োঃ বিভক্তঃ পন্থাঃ—স্বরূপভেদোপায়ঃ। সুখজ্ঞানং কান্তায়াং কান্তস্য, সপত্নীনাং দুঃখজ্ঞানং, চৈত্রস্য তু তামবিন্দতো মূঢ়জ্ঞানং, বিষাদঃ ॥ স্যাদেতৎ, য একস্য চিত্তেন পরিকল্পিতঃ কামিনী-লক্ষণোঽর্থঃ, তেনৈবান্যেষামপি চিত্তমুপরজ্যত ইতি সাধারণমুপপদ্যত ইত্যতআহ —"ন চান্য" ইতি। তথা সত্যেকস্মিন্নীলজ্ঞানবতি সর্ব্বএব নীলজ্ঞানবন্তঃ স্যুরিতি। নন্বর্থবাদিনামপ্যেকোঽর্থঃ কথং সুখাদিভেদভিন্নবিজ্ঞানহেতুঃ। ন হ্যবিলক্ষণাৎ-কারণাৎ কার্য্যভেদো যুক্ত ইত্যত আহ—"সাংখ্যপক্ষে" ইতি। একস্যৈব বাহ্যস্য বস্তুনস্ত্রৈগুণ্যপরিণামস্য ত্রৈরূপ্যমুপপন্নম্। এবমপি সর্ব্বেষামবিশেষেণ সুখদুঃখ-মোহাত্মকং বিজ্ঞানং স্যাদিত্যত আহ—"ধর্ম্মাদিনিমিত্তাপেক্ষম্" ইতি। রজঃ-সহিতং সত্ত্বং ধর্ম্মাপেক্ষং সুখজ্ঞানং জনয়তি সত্ত্বমেব তু বিগলিতরজস্কং বিদ্যাপেক্ষং মাধ্যস্থ্যজ্ঞানমিতি। তে চ ধর্ম্মাদয়ো ন সর্ব্বে সর্ব্বত্র পুরুষে সন্তি, কিন্তু কশ্চিৎ কচি-দিত্যত্যুপপন্না ব্যবস্থেতি ॥১৫॥ অত্র কেচিদাহুঃ প্রবাদুকাঃ—জ্ঞানসহভূরেবার্থো ভোগ্যত্বাৎ সুখাদিবৎ ইতি। এতদুক্তং ভবতি ভবত্বর্থো জ্ঞানাদ্ ব্যতিরিক্তঃ, তথাপ্যসৌ জড়ত্বাৎ ন জ্ঞানমন্তরেণ শক্যঃ প্রতিপত্তুম্,—জ্ঞানেন তু ভাসনীয়ঃ, তথা চ জ্ঞানসময় এবাস্তি নান্যদা প্রমাণাভাবাৎ ইতি, তদেতদুক্তংসূত্রং তাবদ্ দূষয়তি

যা ত্বয়া দৃষ্টা সা ময়াপি দৃষ্টা ইত্যবাধিতপ্রত্যভিজ্ঞানান্নৈকং বিজ্ঞানবিজ্ঞেয়য়োর্ভেদং প্রমা-ণয়ন্ত্যেবেতি দিক্।

বার্থৌ ভোগ্যত্বাৎ সুখাদিবৎ ইতি, ত এতয়া দ্বারা সাধারণত্বং বাধমানাঃ পূর্ব্বোত্তরেষু ক্ষণেষু বস্তুরূপমেবাপহ্নুবতে।

ভাষ্যকারঃ—"ত এতয়া দ্বারা" ইতি। বস্তু খলু সর্ব্বচিত্তসাধারণমনেকক্ষণ-পরম্পরোহ্যমানং পরিণামাত্মকমনুভূয়তে লৌকিকপরীক্ষকৈঃ, তচ্চেদ্বিজ্ঞানেন সহ ভবেন্নূনমেবংবিধম্ এবং চেদিদমংশস্তোপরি কোঽয়মনুরোধো যেন সোঽপি নাপহ্নূয়েতেত্যর্থঃ। মা বা ভূদিদমংশস্যাপহ্নবো জ্ঞানসহভূরেবাস্ত্বর্থঃ তত্রাপ্যাহ—সূং, "নচৈক—কিং স্যাদ্" ॥

তাৎপর্য্যার্থ—বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয় এই দুয়ের পথ অত্যন্ত ভিন্ন। উক্ত উভয়ের ভিন্নতা স্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হয়। কারণ এই যে, বস্তুর সমানতাসত্ত্বেও চিত্তের বা বিজ্ঞানের অসমানতা বা ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এই সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যে অনেক অর্থ আছে। যথা—

যাঁহারা বলেন, বাহ্য বস্তু নাই, একমাত্র বিজ্ঞানই প্রবাহাকারে প্রবাহিত হইয়া বাহ্যব্যবহার নিষ্পন্ন করিতেছে, অর্থাৎ অন্তরস্থ বিজ্ঞানধারাই বাসনা উৎপাদন দ্বারা কার্য্যকারণভাব, জ্ঞানজ্ঞেয়ভাব, অথবা বস্তু ও বস্তুগ্রাহক চৈতন্যভাব প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত ব্যবহার সম্পন্ন করিতেছে,—তাঁহাদের মতে ধর্ম্মী এক কি বহু, তাহা নির্ণয় করিবার আবশ্যক নাই। কেননা তাঁহাদের মতে ধর্ম্মী ও ধর্ম্ম ভিন্ন নহে। তাঁহাদের মতে ধর্ম্মীও বিজ্ঞান, ধর্ম্মও বিজ্ঞান। ঘটও বিজ্ঞান, ঘটজ্ঞানও বিজ্ঞান। বিজ্ঞানভিন্ন পৃথক্ বা স্বতন্ত্র বিজ্ঞেয় তাঁহাদের মতে নাই। যোগিগণ এই মতের ভ্রান্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলেন, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয়, কোনও ক্রমে এক বা অভিন্ন নহে। উহারা পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন। বিজ্ঞান যখন বিজ্ঞেয় অবলম্বন না করিয়া উৎপন্ন বা উদিত হয় না, বিজ্ঞেয় না থাকিলে যখন বিজ্ঞানের অস্তিত্ব অসম্ভাবিত হইয়া পড়ে, তখন আর বিজ্ঞেয় নাই, বাহ্যবস্তুও নাই, অর্থাৎ বাহ্যবস্তুও বিজ্ঞান—এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই অপসিদ্ধান্ত। বিজ্ঞান যদি বিজ্ঞেয়রূপে পরিবর্ত্তিত হইত,—তাহা হইলে এক বস্তুর উপর বা এক বিজ্ঞানের উপর ব্যক্তিভেদে বহুবিধ বিজ্ঞানের উদয় হইত না। ভাবিয়া দেখ, একই স্ত্রী তোমার বিজ্ঞানের একরূপ বিজ্ঞেয় হইতেছে, সেই সময়েই আবার আমার বিজ্ঞানের সে অন্যরূপে বিজ্ঞেয় হইতেছে। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয়ের ভিন্নতা না থাকিলে কোনও ক্রমে ঐরূপ ভেদ নিষ্পন্ন

হইতে পারে না। বস্তুর সমানতাসত্ত্বেও যখন চিত্তের বিজ্ঞানের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তখন অবশ্যই চিত্ত ও চৈত্ত্য অর্থাৎ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয় এক নহে। এ সত্য সহজেই বোধগম্য হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জ্ঞেয় বস্তু এক ও স্থায়ী, কিন্তু তন্নিষ্ঠ পরিণাম বহু ও পরিবর্ত্তনশীল। সেই জন্যই একই নারী স্বামীর সুখ-বিজ্ঞান, যে তাহাকে পাইতেছে না—তাদৃশ কামুকের দুঃখবিজ্ঞান, এবং যে তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না—তাদৃশ উদাসীনের উপেক্ষাবিজ্ঞান জন্মায়। সেই জন্যই একই নারী কাহারও নিকট সুখরূপে, কাহারও নিকট দুঃখরূপে এবং কাহারও নিকট উপেক্ষারূপে পরিণতা হয়। ইত্যাদিবিধ দৃষ্টান্তের দ্বারা নির্ণীত হয়, বস্তু এক, কিন্তু তন্নিষ্ঠ পরিণাম বহু। বিজ্ঞেয় তত্ত্ব এক, পরন্তু তদুপলক্ষিত বিজ্ঞান বহু। সুতরাং বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয় এক নহে। জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন বস্তু প্রকাশস্বভাব নহে। সেই জন্যই অন্য বস্তু সকল জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়। জ্ঞান যখন প্রকাশস্বভাবতা হেতু বিবিধ বাহ্যবস্তুর গ্রাহক বা প্রকাশক এবং সেই সকল বাহ্যবস্তু যখন তাহার গ্রাহ্য বা প্রকাশ্য, তখন আর তদুভয়কে এক বস্তু বলিয়া অবধারণ করিতে পার না। জ্ঞানের স্বভাব প্রকাশ, তদ্ভিন্ন সকল বস্তুই অপ্রকাশ। অতএব, স্বভাবগত তদ্রূপ প্রভেদ (জ্ঞান প্রকাশ ও তদতিরিক্ত বস্তু অপ্রকাশ বা জড়, এতদ্রূপ ভেদ) থাকাতেই তদুভয়ের ভিন্নতা নির্ণীত আছে। যদি বল, জ্ঞান যদি প্রকাশস্বভাবই হয়, তবে তাহাতে এককালীন বা যুগপৎ সর্ব্ববস্তু প্রকাশিত না হয় কেন? কি জন্য না জ্ঞানময় মানবচিত্ত যুগপৎ সর্ব্ববস্তু জানিতে ও স্মরণ করিতে পারে? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই—

ন চৈকচিত্ততন্ত্রং বস্তু তদপ্রমাণকং তদা কিং স্যাৎ॥ ১৬॥

ভাষ্যম্। একচিত্ততন্ত্রং চেদ্বস্তু স্যাৎ, তদা চিত্তে ব্যগ্রে নিরুদ্ধে বা

টীকা। যদ্ধি ঘটগ্রাহি চিত্তং তদ্ যদা পটদ্রব্যব্যগ্রতয়া ন ঘটে বর্ত্ততে যদ্বা বিবেকবিষয়মাসীৎ তদৈব চ নিরোধং সমাপদ্যতে তদা ঘটজ্ঞানস্য বা বিবেকজ্ঞানস্য বাভাবাৎ বিবেকো বা ঘটো বা জ্ঞানভেদমাত্রজীবনস্তন্নাশান্নষ্ট এব স্যাদিত্যাহ—"একচিত্ততন্ত্রম্" ইতি। কিংতৎ স্যাৎ ন স্যাদিত্যর্থঃ। সংবধ্যমানং চ চিত্তেন তদবস্তুবিবেকো বা ঘটো বা কুত উৎপদ্যেত, নিয়তকারণান্বয়ব্যতিরেকানুবিধায়িতয়ানি হি কার্য্যাণি ন স্বকারণমতিবর্ত্ত্য কারণান্তরাৎ ভবিতুমীশতে, মা

স্বরূপমেব তেনাপরামৃষ্টমন্যস্যাবিষয়ীভূতমপ্রমাণকমগৃহীতস্বভাবকং কেনচিৎ, তদানীং কিং তৎ স্যাৎ, সম্বধ্যমানং চ পুনশ্চিত্তেন কুত উৎপদ্যেত, যে চাস্যানুপস্থিতা ভাগাস্তে চাস্য ন স্যুঃ, এবং নাস্তি পৃষ্ঠমিত্যুদরমপি ন গৃহ্যেত, তস্মাৎ স্বতন্ত্রোঽর্থঃ সর্ব্বপুরুষসাধারণঃ, স্বতন্ত্রাণি চ চিত্তানি প্রতিপুরুষং প্রবর্ত্তন্তে, তয়োঃ সম্বন্ধাদুপলব্ধিঃ পুরুষস্য ভোগ ইতি ॥ ১৬ ॥

ভূদকারণত্বে তেষাং কাদাচিৎকত্বব্যাঘাতঃ, ন চ তজ্জ্ঞানকারণত্বমেব তৎকারণমিতি যুক্তম্। আশামোদকস্য উপার্জ্জিতমোদকস্য বোপযুজ্যমানস্য রসবীর্য্যবিপাকাদিসাম্যপ্রসঙ্গাৎ, তস্মাৎ সাধূক্তং—'সংবধ্যমানং বা পুনশ্চিত্তেন কুত উৎপদ্যেত' ইতি। অপি চ যো যোঽর্বাগ্‌ভাগঃ স সর্ব্বো মধ্যপরভাগব্যাপ্তঃ, জ্ঞানাধীনে সদ্ভাবেঽস্যানমুভূয়মানত্বান্মধ্যপরভাগৌ নস্ত ইতি, ব্যাপকাভাবাদর্বাগ্‌ভাগোঽপি ন স্যাদিত্যর্থাভাবাৎ কুতো জ্ঞানসহভূরর্থ ইত্যাহ—"যে চাস্য" ইতি। অনুপস্থিতা—অজ্ঞাতাঃ, উপসংহরতি—"তস্মাদ্" ইতি, শেষং সুগমম্ ॥ ১৬ ॥

স্যাদেতৎ, অর্থশ্চেৎ স্বতন্ত্রঃ স চ জড়স্বভাব ইতি ন কদাচিৎ প্রকাশেত, প্রকাশেন বা জড়ত্বমপ্যস্যাপগতমিতি ভাবোঽপ্যপগচ্ছেৎ, ন জাতু স্বভাবমপহায় ভাবো বর্ত্তিতুমর্হতি, নচেন্দ্রিয়াদ্যাধেয়ো জড়স্বভাবস্যার্থস্য ধর্ম্মঃ প্রকাশ ইতি সাম্প্রতং, অর্থধর্ম্মত্বে নীলত্বাদিবৎ সর্ব্বপুরুষসাধারণ ইত্যেকঃ শাস্ত্রার্থজ্ঞ ইতি সর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রসজ্যেরন্, ন জাল্মঃ কশ্চিদস্তি, নচাতীতানাগতয়োর্ধর্ম্মঃ প্রত্যুৎপন্নো যুক্তঃ, তস্মাৎ স্বতন্ত্রোঽর্থ উপলম্ভবিষয় ইতি মনোরথমাত্রমেতদিত্যত আহ—সূং "তদু—জ্ঞাতম্" ইতি ॥

তদুপরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥ ১৭ ॥

---

(১৭) চিত্তস্য তদুপরাগাপেক্ষত্বাৎ বস্তুপ্রতিবিম্বনসাপেক্ষত্বাৎ বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতং জ্ঞাতম্ অজ্ঞাতঞ্চ ভবতীতি বাক্যশেষঃ। ইদমত্র তাৎপর্য্যম্—যদ্যপ্যাহঙ্কারিকত্বাৎ চিত্তম্ ইন্দ্রিয়াণি চ বিভূনি তথাপি তেষামহঙ্কারে সুপ্তানাং সম্বন্ধো বিষয়স্য স্ফূর্ত্তাবহেতুঃ কিন্তু কর্ম্মণা অভিব্যক্তানাং দেহস্থানাম্। তথা চ ইন্দ্রিয়দ্বারা যেনার্থেন চিত্তস্যোপরাগস্তস্মিন্নর্থে চিত্তং স্বনিষ্ঠ চিৎপ্রতিবিম্বস্বরূপাং স্ফূর্ত্তিং ধত্তে তমর্থং স্বাকারবৃত্তিদ্বারা বুদ্ধিস্থপ্রতিবিম্বদ্বারা বা পুরুষশ্চেতয়তে নান্যমিতি বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতং ভবতি। অতএব চিত্তং তত্তদর্থোপরাগমপেক্ষ্য কদাচিৎ কিঞ্চিৎ জানাতি কদাচিচ্চ ন জানাতি।

ভাষ্যম্। অয়স্কান্তমণিকল্পা বিষয়া অয়ঃ-সধর্ম্মকং চিত্তমভিসংবধ্যোপরঞ্জয়ন্তি, যেন চ বিষয়েণোপরক্তং চিত্তং স বিষয়ো জ্ঞাতস্ততোঽন্যঃ পুনরজ্ঞাতঃ, বস্তুনো জ্ঞাতাজ্ঞাতস্বরূপত্বাৎ পরিণামি চিত্তম্॥ ১৭॥ যস্য তু তদেব চিত্তং বিষয়স্তস্য।

টীকা। জড়স্বভাবোঽপ্যর্থ ইন্দ্রিয়প্রনাড়িকয়া চিত্তমুপরঞ্জয়তি, তদেবংভূতং চিত্তদর্পণমুপসংক্রান্তপ্রতিবিম্বা চিতিশক্তিশ্চিত্তমর্থোপরক্তং চেতয়মানার্থমনুভবতি, ন ত্বর্থে কিঞ্চিৎ প্রাকট্যাদিকমাধত্তে,নাপ্যসংবদ্ধা চিত্তেন, তৎপ্রতিবিম্বসংক্রান্তেরুক্তত্বাৎ ইতি, যদ্যপি চ সর্ব্বগতত্বাচ্চিত্তস্য চেন্দ্রিয়স্য চাহঙ্কারিকস্য বিষয়েণাস্তি সম্বন্ধঃ, তথাপি যত্র শরীরে বৃত্তিমচ্চিত্তং তেন সহ সম্বন্ধো বিষয়াণামিত্যয়স্কান্তমণিকল্পা ইত্যুক্তং, অয়ঃসধর্ম্মকং চিত্তমিতি—ইন্দ্রিয়প্রনাড়িকয়াভিসম্বধ্যোপরঞ্জয়ন্তি। অতএব চিত্তং পরিণামীত্যাহ—"বস্তুনঃ" ইতি॥ ১৭॥ তদেবং চিত্তব্যতিরেকিণমর্থমবস্থাপ্য তেভ্যঃ পরিণতিধর্ম্মকেভ্যো ব্যতিরিক্তমাত্মানমাদর্শয়িতুং তদ্বৈধর্ম্ম্যাপরিণামিত্বমস্য বক্তুং পূরয়িত্বা সূত্রং পঠতি,—যস্য তু তদেব চিত্তং বিষয়স্তস্য, "সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বাদ্"॥

তাৎপর্য্যার্থ। চিত্তে বস্তুর প্রতিবিম্ব হওয়ার অপেক্ষা থাকায়,বস্তু সকল কখন জ্ঞাত, কখন বা অজ্ঞাত অর্থাৎ প্রাতিবিম্বকালে জ্ঞাত, অন্যসময়ে অজ্ঞাত থাকে। মানবচিত্ত প্রকাশস্বভাব বা জ্ঞানস্বভাব বটে; কিন্তু তাহাতে বস্তু প্রকাশ হইবার অন্য একটী কারণ বা প্রক্রিয়া আছে। সে কারণ বা সে প্রক্রিয়া উপরাগ। উপরাগ কি? বলিতেছি। ইন্দ্রিয়সম্বন্ধদ্বারা চিত্তে যে সকল বস্তুর আকার অঙ্কিত হয়—তাহাই উপরাগ। চিত্ত ইন্দ্রিয়-পথে নির্গত হইয়া যে বস্তুতে উপরক্ত হইবে,—সেই বস্তুই চিত্তের প্রকাশ্য হইবে,—অন্য বস্তু অপ্রকাশ্য থাকিবে,—ইহাই নিয়ম ও বস্তুস্বভাব। সেই জন্যই বস্তু থাকিলেও, চিত্ত প্রকাশস্বভাব হইলেও যুগপৎ বা একসময়ে সকল বস্তু প্রকাশিত হয় না।

সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বাৎ॥ ১৮॥

---

(১৮) সর্ব্বাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ তৎপ্রভোঃ তস্য চিত্তস্য গ্রহীতুঃ পুরুষস্য সদা সর্ব্বকালমেব জ্ঞাতাঃ প্রকাশ্যাঃ বিষয়ভূতা বা ভবন্তি। অত্র হেতুমাহ অপরিণামাৎ—তস্য চিদ্রূপতয়া অপরিণামাৎ পরিণামিত্বাভাবাদিত্যর্থঃ।

ভাষ্যম্। যদি চিত্তবৎ প্রভুরপি পুরুষঃ পরিণমেত, ততস্তদ্বিষয়াশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ শব্দাদিবিষয়বৎ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ স্যুঃ, সদা জ্ঞাতত্বন্তু মনসস্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বমনুমাপয়তি ॥ ১৮ ॥ স্যাদাশঙ্কা, চিত্তমেব স্বাভাসং বিষয়াভাসঞ্চ ভবিষ্যতি অগ্নিবৎ।

টীকা। ক্ষিপ্তমূঢ়বিক্ষিপ্তৈকাগ্রতাবস্থিতং চিত্তমা নিরোধাৎ সর্ব্বদা পুরুষেণানুভূয়তে বৃত্তিমৎ। তৎ কস্য হেতোঃ। যতঃ পুরুষোঽপরিণামী, পরিণামিত্বে চিত্তবৎপুরুষোঽপি জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ো ভবেৎ। জ্ঞাতবিষয়ঃ এব ত্বয়ং, তস্মাদপরিণামী, ততশ্চ পরিণামিভ্যোঽতিরিচ্যতে ইতি। তদেতদাহ—"যদি চিত্তবৎ"ইতি। সদা জ্ঞাতত্বং তু মনসঃ—সবৃত্তিকস্য তস্য যঃ প্রভুঃ—স্বামী. ভোক্তেতি যাবৎ, তস্য প্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বমনুমাপয়তি—তথা চাপরিণামিনস্তস্য পরিণামিনশ্চিত্তাৎ পুরুষস্য ভেদ ইতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥ অত্র বৈনাশিকমুত্থাপয়তি—"স্যাদাশঙ্কা" ইতি। অয়মর্থঃ—স্যাদেবং যদি চিত্তমাত্মনো বিষয়ঃ স্যাৎ ন ত্বেতদস্তি, অপি তু স্বপ্রকাশমেতদ্বিষয়াভাসং পূর্ব্বচিত্তং প্রতীত্য সমুৎপন্নং, তৎ কুতঃ পুরুষস্য সদা জ্ঞাতবিষয়ত্বং, কুতস্তরাং চ পরিণামিনশ্চিত্তাদ্ভেদ ইতি। সূং "ন—ত্বাদ্" ॥

তাৎপর্য্যার্থ—চিত্তপ্রভু পুরুষ চিত্তকে ও তাহার বৃত্তিসমুদায়কে সর্ব্বদা জানেন (প্রকাশ করিয়া থাকেন)। তিনি অপরিণামী, সেই জন্যই তিনি সার্ব্বকালিক জ্ঞাতা।

ফলিতার্থ এই যে, চিত্ত প্রকাশ-স্বভাব বটে; পরন্তু সেও স্বয়ংপ্রকাশক নহে। তাহারও অন্য এক জ্ঞাতা বা প্রকাশক আছে। সে প্রকাশক চিৎশক্তি বা নিত্যচৈতন্য-নামক আত্মা। চিত্ত যেমন বাহ্য-বস্তুর জ্ঞাতা, নিত্যচৈতন্য আত্মাও তেমনি চিত্তের জ্ঞাতা। পরন্তু আত্মা চিত্তের তুল্যরূপ জ্ঞাতা নহেন। বাহ্যবস্তু সকল ইন্দ্রিয় প্রণালীর দ্বারা চিত্তে উপরক্ত না হইলে প্রকাশিত হয় না, ইন্দ্রিয়সাহায্য ব্যতীত কোন বস্তু চিত্তের জ্ঞেয় বা প্রকাশ্য হয় না; কিন্তু চিত্ত, আত্মার বা পুরুষের নিকট সেরূপ জ্ঞেয় নহে। আত্মার নিকট চিত্ত সদা জ্ঞেয়—সর্ব্বদা প্রকাশিত। সেই জন্যই আমাদের সুখ দুঃখ প্রভৃতি যখন যে কোন চিত্তাবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই তাহা আত্মাতে গিয়া প্রকাশিত হয়। সেই জন্যই চিত্ত কখন কোন বস্তু জানিল, কখন জানিল না, এইরূপ হয়; কিন্তু আত্মা কখন কোন চিত্তবৃত্তি জানিল, কখন জানিল না, এরূপ হয় না। যখন যাহা হয়,

তখনই তিনি তাহা জানেন। পরিণাম স্বভাব চিত্তের পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্তাদি অবস্থা অথবা প্রমাণাদিবৃত্তি—যখন যাহা জন্মে,—তখনই তাহা অপরিণাম-স্বভাব আত্মায় প্রতিফলিত বা প্রকাশিত হয়। চিত্তের অবস্থা-পরিবর্ত্তন বা বিশেষ বিশেষ পরিণাম—যাহা কিছু হয়—আত্মা তৎসমস্তই জানেন; এই সত্যের দ্বারা অন্য এক সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে যে, চিত্তই পরিণামী, কিন্তু আত্মা অপরিণামী। চিৎশক্তি—যাহার অন্য নাম আত্মা ও পুরুষ,—তিনি সদাকাল তুল্যরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। সুতরাং তিনি নিত্য ও নির্ব্বিকার।

ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যম্। যথেতরাণীন্দ্রিয়াণি শব্দাদয়শ্চ দৃশ্যত্বান্ন স্বাভাসানি, তথা মনোঽপি প্রত্যেতব্যং, ন চাগ্নিরত্র দৃষ্টান্তঃ, ন হ্যগ্নিরাত্মস্বরূপম-প্রকাশং প্রকাশয়তি, প্রকাশশ্চায়ং প্রকাশ্যপ্রকাশকসংযোগে দৃষ্টঃ, ন চ স্বরূপমাত্রেঽস্তি সংযোগঃ। কিঞ্চ স্বাভাসং চিত্তমিত্যগ্রাহ্যমেব

টীকা। ভবেদেতবেদং যদি স্বসংবেদনং চিত্তং স্যাৎ ন ত্বেতদস্তি। তদ্ধি পরি-ণামিতয়া নীলাদিবদনুভবব্যাপং, যচ্চানুভবব্যাপ্যং ন তৎ স্বাভাসং ভবিতুমর্হতি। স্বাত্মনি বৃত্তিবিরোধাৎ। ন হি তদেব ক্রিয়া চ কর্ম্ম চ কারকং চ। নহি পাকঃ পচ্যতে, ছিদা বা ছিদ্যতে। পুরুষস্ত্বপরিণামী নানুভবকর্ম্ম ইতি নাত্মন্ স্বয়ম্ প্রকাশতা ন যুজ্যতে। অপরাধীনপ্রকাশতোঽস্য স্বয়ম্প্রকাশতা, নানুভবকর্ম্মতঃ, তস্মাৎ দৃশ্যত্বাৎ দর্শনকর্ম্ম চিত্তং ন স্বাভাসম্। আত্মপ্রকাশপ্রতিবিম্বিতস্যৈব চিত্তস্য তদ্বৃত্তিবিষয়াঃ প্রকাশন্ত ইতি ভাবঃ। নমু দৃশ্যোঽগ্নিঃ স্বয়ম্প্রকাশশ্চ, ন হি যথা ঘটাদয়োঽগ্নিনা ব্যজ্যন্তে এবমগ্নিরগ্ন্যন্তরেণেত্যত আহ—"ন চাগ্নিরত্র" ইতি। কস্মাৎ—"ন হ্যগ্নিঃ" ইতি। মা নামাগ্নিরগ্ন্যন্তরাৎ প্রকাশিষ্ট বিজ্ঞানাৎ তু প্রকাশত ইতি ন স্বয়ম্প্রকাশ ইতি ন ব্যভিচার ইত্যর্থঃ। "প্রকাশশ্চায়ম্" ইতি। অয়মিতি পুরুষস্বভাবাৎ প্রকাশাৎ ব্যবচ্ছিন্নতি, ক্রিয়ারূপঃ প্রকাশ ইতি যাবৎ। এতদুক্তং ভবতি—যা যা ক্রিয়া সা সা সর্ব্বা কর্ত্তৃকরণকর্ম্মসম্বন্ধেন দৃষ্টা, যথা পাকো দৃষ্টশ্চৈত্রাগ্নিতণ্ডুলসম্বন্ধেন, তথা প্রকাশোঽপি ক্রিয়া ইতি,

---

(১৯) তৎ চিত্তং স্বাভাসং স্বপ্রকাশং ভবতি পুরুষবেদ্যং ভবতীতি যাবৎ। হেতুমাহ দৃশ্যত্বাৎ—পুরুষবেদ্যত্বাৎ। যৎ কিল দৃশ্যং তৎ দ্রষ্টৃবেদ্যং যথা ঘটাদি। বেদ্যঞ্চ চিত্তং তস্মান্ন তৎ স্বাভাসং স্বপ্রকাশং কিন্তু পুরুষবেদ্যমিত্যর্থঃ।

কস্যচিদিতি শব্দার্থঃ তদ্‌যথা স্বাত্মপ্রতিষ্ঠমাকাশং, ন পরপ্রতিষ্ঠমিত্যর্থঃ, স্ববুদ্ধিপ্রচারপ্রতিসংবেদনাৎ সত্ত্বানাং প্রবৃত্তির্দৃশ্যতে ক্রুদ্ধোঽহং ভীতোঽহং, অমুত্র মে রাগঃ, অমুত্র মে ক্রোধঃ ইতি, এতৎ স্ববুদ্ধেরগ্রহণে ন যুক্তমিতি ॥ ১৯ ॥

তথাপি তথা ভবিতব্যম্। সম্বন্ধশ্চ ভেদাশ্রয়ো নাভেদে সম্ভবতীত্যর্থঃ। "কিঞ্চ স্বাভাসং চিত্তমিত্যগ্রাহ্যমেব কস্য চিদিতি শব্দার্থঃ"—স্যাদেতৎ—মা ভূদগ্রাহ্যং চিত্তং, ন হি গ্রহণস্যাকারণস্যাব্যাপকস্য চ নিবৃত্তৌ চিত্তনিবৃত্তিঃ, ইত্যত আহ— "স্ববুদ্ধি" ইতি। বুদ্ধিঃ—চিত্তম্, প্রচারাঃ—ব্যাপারাঃ, সত্ত্বাঃ—প্রাণিনঃ। চিত্তস্য বৃত্তিভেদাঃ ক্রোধলোভাদয়ঃ স্বাশ্রয়েণ চিত্তেন স্ববিষয়েণ চ সহ প্রত্যাত্মমনুভূয়মানাশ্চিত্তস্যাগ্রাহ্যতাং বিঘটয়ন্তীত্যর্থঃ। স্ববুদ্ধিপ্রচারপ্রতিসংবেদনমেব বিশদয়তি— "ক্রুদ্ধোঽহম্" ইতি ॥ ১৯ ॥ সূং,—"একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥"

তাৎপর্য্যার্থ। যেহেতু চিত্ত আত্মার দৃশ্য, সেই হেতু তাহা স্বপ্রকাশ নহে। চিত্ত স্বচ্ছ ও সত্ত্বময় হইলেও আপনি প্রকাশিত হয় না। পুরুষ বা আত্মচৈতন্যই তাহাকে প্রকাশিত করে। সুতরাং চিত্ত ও তাহার বৃত্তি (বিকার) সকল আত্মারই দৃশ্য, প্রকাশ্য বা জ্ঞেয়। সেই জন্যই মনুষ্য অহং সুখী, অহং দুঃখী, আমার ক্রোধ হইয়াছে, আমার মন লজ্জিত হইয়াছে, আমার চিত্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছে, ইত্যাদিপ্রকার উল্লেখ করে। বস্তুতঃ চিত্তে যখন যাহা হয়, সুখদুঃখাদি কিংবা অন্য যে কোন অবস্থা বা বিকার উপস্থিত হয় তৎসমুদায় কেবল আত্মাই জানেন, অন্য কেহ জানে না। আত্মার জানা কি? না— আত্মচৈতন্যে প্রদীপ্ত হওয়া অথবা আত্মায় তাহার প্রতিবিম্ব পড়া।

একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যম্। ন চৈকস্মিন্ ক্ষণে স্বপররূপাবধারণং যুক্তং, ক্ষণিক-

টীকা। স্বাভাসং বিষয়াভাসং চিত্তমিতি ব্রুবাণো ন তাবৎ যেনৈব ব্যাপারেণাত্মানমবধারয়তি, তেনৈব বিষয়মপীতি বক্তুমর্হতি, ন হ্যবিলক্ষণো ব্যাপারঃ কার্য্যভেদায় পর্য্যাপ্তঃ, তস্মাদ্ ব্যাপারভেদোঽঙ্গীকর্ত্তব্যঃ। ন চ বৈনাশিকানামুৎপত্তিভেদাতিরিক্তোঽস্তিব্যাপারঃ। নচৈকস্যা এবোৎপত্তেরবিলক্ষণায়াঃ কার্য্য-

---

(২০) একস্মিন্নেব ক্ষণে উভয়োশ্চিত্তচৈত্যয়োরবধারণং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ।

বাদিনো যস্তবনং সৈব ক্রিয়া তদেব চ কারকমিত্যভ্যুপগমঃ ॥ ২০ ॥
স্যাম্মতিঃ, স্বরসনিরুদ্ধং চিত্তং চিত্তান্তরেণ সমনন্তরেণ গৃহ্যতে ইতি।

বৈলক্ষণ্যসম্ভবঃ। তস্যাকস্মিকত্বপ্রসঙ্গাৎ, নচৈকস্যোৎপত্তিদ্বয়সম্ভবঃ। তস্মাদর্থস্য চ জ্ঞানরূপস্য চাবধারণং নৈকস্মিন সময় ইতি। তদেতদ্ ভাষ্যেণোচ্যতে—"নচৈকস্মিন্ ক্ষণে" ইতি। তথা চোক্তং বৈনাশিকৈঃ—"ভূতির্যেষাং ক্রিয়া সৈব কারকং সৈব চোচ্যতে" ইতি। তস্মাদ্ দৃশ্যত্বমেতচ্চিত্তস্য সদাতনং স্বাভাসত্বমপনয়দ্ দ্রষ্টারং চ দ্রষ্টরূপরিণামিত্বং চ দর্শয়তীতি সিদ্ধম্ ॥২০॥ পুনর্বৈনাশিকমুত্থাপয়তি—"স্যাম্মতিঃ" ইতি। মা ভূদ্ দৃশ্যত্বেন স্বসংবেদনমেবমপ্যাত্মা ন সিদ্ধ্যতি। স্বসন্তানবর্ত্তিনা চরমচিত্তক্ষণেন স্বরসনিরুদ্ধস্বজনকচিত্তক্ষণগ্রহণাদিত্যর্থঃ। সমঞ্চ তজ্জ্ঞানত্বেন, অনন্তরং চাব্যবহিতত্বেন, সমনন্তরং, তেন। সূং "চিত্তান্তর—শ্চ" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। এককালে চিত্ত ও চৈত্ত্য, এই দুইএর অবধারণ হয় না। সে কারণেও উক্ত উভয় এক বা অভিন্ন পদার্থ নহে। অর্থাৎ ঐ দুই পদার্থ অত্যন্ত বিভিন্ন।

চিত্তের ও চৈত্তের (চিত্তের বিষয় বা প্রকাশ্য চৈত্ত্য—অর্থাৎ বাহ্যবস্তু) প্রভেদ না থাকিলে, আত্মার সহিত চিত্তের ভিন্নতা না থাকিলে, কোন ক্রমেই একসময়ে এইটি জ্ঞেয় এবং এইটি তদ্বিষয়ক জ্ঞান, এতদ্রূপ পৃথগনুভব বা অবধারণাত্মক জ্ঞান হইত না। "আমার চিত্ত," ইত্যাকার ভিন্নতাবোধক অনুভব হইত না। যখন আমার চিত্ত, কিংবা আমি সুখী, ইত্যাকার অনুভব হয়, ভাবিয়া দেখ, তখনই তৎসঙ্গে আমি ও চিত্ত পরস্পর পৃথক্ বলিয়া অনুভূত কি না। প্রদর্শিত-প্রকারের, এক সময়েই জ্ঞানের ও জ্ঞেয়ের এবং অহংএর ও চিত্তের প্রভেদ অনুভব হওয়ায় সপ্রমাণ হইতেছে যে, চিত্ত ও চৈত্ত এক নহে, এবং চিত্ত ও আত্মা এক নহে। যখনই চিত্ত সুখময় হয়, তখনই তাহা আত্মচৈতন্যে প্রদীপ্ত হয়, এবং তখনই তাহা "অহং সুখী" ইত্যাকার সম্বলিতজ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়। অপিচ, ঘট ও ঘটজ্ঞান, এই দুইটী অবশ্যই পরস্পর পৃথক্। পৃথক্ না হইলে উক্তবিধ পার্থক্যব্যবহার অথবা পার্থক্যজ্ঞান হইতে পারিত না। অপিচ, ভবিষ্যতে যখন "আমি ঘট দেখিয়াছিলাম" ইত্যাকার স্মরণজ্ঞান হইবে, ভাবিয়া দেখ, তখন সেই পূর্ব্বদৃষ্ট ঘট ও তৎসম্বন্ধজাত ঘটজ্ঞান অর্থাৎ ঘটাকার জ্ঞান, এই দুইটী একসময়েই স্মরণ হইবে কি না। একই স্মরণজ্ঞানে যখন

পূর্ব্বদৃষ্ট ঘট ও তদ্বিষয়ক পূর্ব্বজাত জ্ঞান, এই দুইটীই আরূঢ় হইবে, তখন অবশ্যই উহারা পৃথক্ বস্তু, ইহা মানিতে হইবে। এতক্ষণে সপ্রমাণ হইল, চিত্ত, চৈত্ত্য ও আত্মা,—ইহারা পরস্পর পৃথক্। চৈত্ত্য সকল চিত্তের দ্বারা এবং চিত্ত কেবল আত্মার দ্বারা প্রকাশিত হয়। চৈত্ত্যের প্রকাশ চিত্তসাপেক্ষ এবং চিত্তের প্রকাশ আত্মসাপেক্ষ। কাযেই মানিতে হইবে, আত্মা স্বয়ং প্রকাশ। তাঁহার প্রকাশের জন্য আর কাহারও সাপেক্ষতা নাই।

চিত্তান্তরদৃশ্যে বুদ্ধিবুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যম্। অথ চিত্তং চেচ্চিত্তান্তরেণ গৃহ্যেত বুদ্ধিবুদ্ধিঃ কেন গৃহ্যতে সাপ্যন্যয়া সাপ্যন্যয়েত্যতিপ্রসঙ্গঃ। স্মৃতিসঙ্করশ্চ, যাবন্তো বুদ্ধিবুদ্ধীনামনুভবাস্তাবন্ত্যঃ স্মৃতয়ঃ প্রাপ্নুবন্তি তৎসঙ্করাচ্চৈকস্মৃত্যনবধারণং চ স্যাৎ, ইত্যেবং বুদ্ধিপ্রতিসংবেদিনং পুরুষমপলপদ্ভির্বৈনাশিকৈঃ সর্ব্বমেবাকুলীকৃতং, তে তু ভোক্তৃস্বরূপং যত্র কচন কল্পয়ন্তো ন ন্যায়েন সঙ্গচ্ছন্তে। কেচিৎ সত্ত্বমাত্রমপি পরিকল্প্যাস্তি স সত্ত্বো য এতান্ পঞ্চস্কন্ধান্ নিঃক্ষিপ্যান্যাংশ্চ প্রতিসন্দধাতীত্যুক্ত্বা তত এব পুনস্ত্রস্যন্তি, তথা স্কন্ধানাং মহানির্ব্বেদায় বিরাগায়ানুৎপাদায় প্রশান্তয়ে গুরোরন্তিকে ব্রহ্মচর্য্যং চরিষ্যামীত্যুক্ত্বা সত্ত্বস্য পুনঃ সত্ত্বমেবাপহ্নুবতে। সাংখ্যযোগাদয়স্তু প্রবাদাঃ স্বশব্দেন পুরুষমেব স্বামিনং চিত্তস্য ভোক্তারমুপয়ন্তি, ইতি ॥ ২১ ॥ কথং ?

টীকা। বুদ্ধিঃ—ইতি চিত্তমিত্যর্থঃ। নাগৃহীতা চরমা বুদ্ধিঃ পূর্ব্ববুদ্ধিগ্রহণসমর্থা। নহি বুদ্ধ্যাঽসম্বদ্ধা পূর্ব্বা বুদ্ধিবুদ্ধা ভবিতুম্ অর্হতি, ন হ্যগৃহীতদণ্ডো দণ্ডিনমবগন্তুমর্হতি, তস্মাদনবস্থেতি। বিজ্ঞানবেদনাসংজ্ঞারূপসংস্কারাঃ স্কন্ধাঃ। 'সাংখ্যযোগাদয়স্তু প্রবাদাঃ'—সাংখ্যাশ্চ যোগাশ্চ ত এবাদয়ো যেষাং বৈশেষিকাদিপ্রবাদানাং তে সাংখ্যযোগাদয়ঃ প্রবাদাঃ। সুগমমন্যৎ ॥২১॥ স্যাদেতৎ, যদি চিত্তং ন স্বাভাসং নাপি চিত্তান্তরবেদ্যং আত্মনাপি কথং ভোক্ষ্যতে চিত্তম্। ন খল্বাত্মনঃ স্বয়ম্প্রকাশস্যাপ্যস্তি কাচিৎ ক্রিয়া, ন চ তামন্তরেণ কর্ত্তা, [illegible] কর্ম্মণা তস্য ভোক্তা, অতিপ্রসঙ্গাৎ, ইত্যাশয়বান্ পৃচ্ছতি—[illegible]। সূত্রেণোত্তরমাহ—সূং, "চিতের—দনম্"।

---

(২১) বুদ্ধিবৰ্ত্তি বুদ্ধ্যন্তরেণ বেদ্যতে [illegible]

তাৎপর্য্যার্থ। বুদ্ধি যদি অন্ত বুদ্ধির প্রকাশ্ত হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিবোধের প্রতি অর্থাৎ জ্ঞানপ্রত্যক্ষের প্রতি অতিব্যাপ্তি দোষ এবং স্মৃতিসঙ্কর দোষ আসিবে।

যদি বল, যেমন চৈত্ত-সকল চিত্তের বা বুদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত হয়, চিত্তও তেমনি চিত্তান্তরের দ্বারা প্রকাশিত হইবে; চিত্তপ্রকাশের জন্ত আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব অবধারণ করিবার আবশ্যক কি? প্রয়োজন কি? চিত্তও অন্ত এক চিত্তের দ্বারা প্রকাশিত বা অনুভূত হয়, এরূপ বলিলে দোষ কি? ক্ষতিই বা কি? আত্মা নাই, কিন্তু বুদ্ধির প্রকাশক অন্ত এক বুদ্ধি আছে, সেই প্রকাশ করে, এরূপ বলিতে দোষ কি? বাধাই বা কি? ইহাতে আমরা বলি, বাধা আছে। বুদ্ধি অন্তবুদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত হয়, ইহা স্বীকৃত হইলে, ইহাও স্বীকৃত হইবে, মানিতে হইবে যে, সে বুদ্ধিও অন্তবুদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত হয়। ক্রমে অনন্ত বুদ্ধি থাকা কল্পনা করিতে হইবে। অনন্ত বুদ্ধি থাকা সত্য হইলে শত-বৎসরেও একটা যৎসামান্ত প্রত্যক্ষজ্ঞান সমাপ্ত হইত না। কেননা, যতক্ষণ না প্রতীতির প্রতীতি অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞান বা জ্ঞানের অনুভব সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ কোন জ্ঞানই সিদ্ধ হয় না। বস্তুজ্ঞান সমাপ্ত বা অবধৃত হয় না। অর্থাৎ ইহা অমুক বস্তু, ইত্যাকার মানসপ্রত্যক্ষ বা নিশ্চয়জ্ঞান জন্মে না। অতএব, জ্ঞানের জ্ঞান হওয়ার প্রতি, বা জ্ঞান-প্রত্যক্ষের প্রতি, অন্ত কোন জ্ঞানের বা বুদ্ধির কারণতা নাই। একমাত্র আত্মাই তাহার কারণ। যখন যে কোন বুদ্ধি বা জ্ঞান জন্মে, আত্মা তখনই তাহা জানেন। বুদ্ধিই বুদ্ধ্যন্তরের প্রকাশক, আত্মা নহে; এ সিদ্ধান্ত সত্য না হইবার পক্ষে অন্ত এক কারণ আছে। মনে কর, একদা বা এককালে ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞান প্রভৃতি বহুজ্ঞান উৎপন্ন হইল। সেই সেই জ্ঞানের প্রকাশক আবার অন্তান্ত অসংখ্য জ্ঞানও জন্মিল; তাহা হইতে আবার অসংখ্য জ্ঞানসংস্কার উৎপন্ন হইল। সেই সকল সংস্কার যখন স্মৃতিরূপে পরিণত হইবে,

---

স্ববুদ্ধেরিতি তস্যা অপি গ্রাহকং বুদ্ধ্যন্তরং কল্পনীয়ং তস্যাপ্যন্যৎ ইত্যনবস্থানাৎ পুরুষায়ুষেণাপ্যর্থপ্রতীতির্ন স্যাৎ। ন হি প্রতীতাবপ্রতীতায়ামর্থঃ প্রতীতো ভবতি। অপি চ স্মৃতিসঙ্করো ভবতি। তথাহি—রূপে রসে বা সমুৎপন্নায়াং বুদ্ধৌ তদ্গ্রাহিকাণামনন্তানাং বুদ্ধীনাং সমুৎপত্তেঃ বুদ্ধিজনিতৈঃ সংস্কারৈর্যদা যুগপৎ বহ্ব্যঃ স্মৃতয়ঃ ক্রিয়ন্তে তদাহর্থবুদ্ধেরপর্য্যবসানাৎ বুদ্ধিপ্রতীনাং বুদ্ধ্যুৎপত্তেঃ কস্মিন্নর্থে স্মৃতিরিয়মুৎপন্নেতি জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ স্মৃতীনাং সঙ্করঃ [illegible] ন জ্ঞায়েত [illegible]।

বা স্মরণজ্ঞানের উত্থাপক হইবে, অবশ্যই তখন তাহারা একসময়েই তাহা উত্থাপিত করিবে। করিলে, তখন, কোন্ জ্ঞান কাহার—বা কোন্ স্মৃতি কাহার—তাহা অবধারিত হইবে না। অর্থাৎ কোন্ বস্তুর কোন্ স্মৃতি, কোন্টা ঘটস্মৃতি, কোন্টাই বা পটস্মৃতি, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইবে না। না হইলে, স্মৃতিজ্ঞানগুলি সঙ্কর অর্থাৎ গোলমাল হইয়া যাইবে। কিন্তু যখন সঙ্কর অর্থাৎ গোলমাল হয় না, পৃথক্ ও স্পষ্ট থাকে, তখন আর বুদ্ধির জ্ঞাতা বুদ্ধি, এরূপ সিদ্ধান্ত সত্য হইতে পারে না। বরং বুদ্ধির জ্ঞাতা পুরুষ, ইহাই সত্য হইতে পারে।

চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসংবেদনম্ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যম্। অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিরপ্রতিসংক্রমা চ পরিণামিন্যর্থে প্রতিসংক্রান্তেব তদ্বৃত্তিমনুপততি, তস্যাশ্চ প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহস্বরূপায়া বুদ্ধিবৃত্তেরনুকারিমাত্রতয়া বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টা হি জ্ঞানবৃত্তিরাখ্যায়তে। তথা চোক্তম্ "ন পাতালং ন চ বিবরং গিরীণাং

টীকা। যৎ তদবোচৎ 'বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র' ইতি, তদিতঃ সমুত্থিতম্। চিতেঃ স্ববুদ্ধিসংবেদনম্ বুদ্ধেস্তদাকারাপত্তৌ—চিতিপ্রতিবিম্বাধারতয়া তদ্রূপতাপত্তৌ সত্যাম্। যথা হি চন্দ্রমসঃ ক্রিয়ামন্তরেণাপি সংক্রান্তচন্দ্রপ্রতিবিম্বমমলং জলমচলং চলমিব চন্দ্রমসমবভাসয়তি, এবং বিনাপি চিতিব্যাপারমুপসংক্রান্তচিতিপ্রতিবিম্বং চিত্তং স্বগতয়া ক্রিয়য়া ক্রিয়াবতীমসঙ্গতামপি সঙ্গতাং চিতিশক্তিমবভাসয়ৎ ভোগ্যভাবমাসাদয়ৎ ভোক্তৃভাবমাপাদয়তি তস্যা ইতি সূত্রার্থঃ। ভাষ্যমপ্যেতদর্থমসকৃত্তত্র তত্র ব্যাখ্যাতমিতি ন ব্যাখ্যাতমত্র। বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টত্বে জ্ঞানবৃত্তেরাগমমুদাহরতি—তথা চোক্তং—"ন পাতালম্" ইতি। শাশ্বতস্য শিবস্য ব্রহ্মণো বিশুদ্ধস্বভাবস্য চিতিচ্ছায়ামাপন্নাং মনোবৃত্তিমেব চিতিচ্ছায়াপন্নবৃত্তিতেরপ্যবিশিষ্টাং গুহাং বেদয়ন্তে। তস্যামেব গুহায়াং তদ্ গুহ্যং ব্রহ্ম, তদর্পনয়ে তু

---

(৩২) নাস্তি প্রতিসংক্রমোঽস্যাঃ [illegible] গমনং যস্যাঃ সা তথোক্তা অক্লেশাসংকীর্ণা ইতি যাবৎ। চিদ্রূপত্বাৎ। চিতিঃ পুরুষঃ তস্যাস্তদাকারাপত্তৌ সত্যাং সূর্য্যস্য জলে প্রতিবিম্ববৎ চিত্তে প্রতিবিম্বে সতীত্যর্থঃ স্বস্য সংবেদনং ভোগ্যায়া বুদ্ধেঃ সংবেদনং সাক্ষাৎকারাত্মকং ভবতীতি শেষঃ। [illegible] চিদ্রূপকং চিত্তং [illegible] কল্পিতার্থঃ। অপ্রতিসংক্রমায়াশ্চিতেঃ সান্নিধ্যাৎ তদাপন্নচিত্তেরাকারচ্ছায়া যত্র তদাকারাপত্তৌ সত্যাং [illegible] ইত্যাকাঙ্ক্ষা।

নৈবান্ধকারং কুক্ষয়ো নোদধীনাম্। গুহা, যস্যাং নিহিতং ব্রহ্ম শাশ্বতং বুদ্ধিবৃত্তিমবিশিষ্টাং কবয়ো বেদয়ন্তে" ইতি ॥ ২২ ॥ অতশ্চৈতদভ্যুপগম্যতে।

স্বয়ম্প্রকাশমনাবরণমনুপসর্গং প্রদ্যোততে চরমদেহস্য ভগবত ইতি ॥ ২২ ॥ তদেবং দৃশ্যত্বেন চিত্তস্য পরিণামিনস্তদতিবিক্তঃ পুমানপরিণতিধর্ম্মোপপাদিতঃ, সম্প্রতি লোকপ্রত্যক্ষমপ্যত্র প্রমাণযতি—"অতশ্চৈতদ্" ইতি, অবশ্যং চৈতদিত্যর্থঃ। সূং, "দ্রষ্টৃদৃশ্যোপবক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্।"

তাৎপর্য্যার্থ। চিৎশক্তিব অর্থাৎ পুরুষেব প্রতিসংক্রম (অন্যের সহিত সংশ্লেষ বা বিকাবেব সহিত সম্বন্ধ) নাই। চিৎশক্তি যখন বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া বুদ্ধির আকার ধাবণ কবে, তখন তাহাকে বুদ্ধিসংবেদন অর্থাৎ বুদ্ধিসাক্ষাৎকাব এইরূপ নাম দেওয়া যায়।

ত্রিগুণা প্রকৃতি ও তৎপ্রসূতা বুদ্ধি (চিত্ত) যেমন আপনাব অবযবীভূত কোনও এক গুণেব বিকারে বিকৃত হইযা রূপান্তর বা বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়,—চিৎস্বরূপ পুরুষ সেরূপ বিকৃত বা সেরূপ রূপান্তরিত হন না। সদাকালই তিনি অবিকৃত ও অসঙ্কীর্ণ থাকেন। তবে হয় কি? না—সূর্য্য যেমন নির্ম্মল জলে প্রতিবিম্বিত হন,—আত্মা বা পুরুষও তেমনি স্ব-সন্নিধিস্থ বুদ্ধিসত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হন। সূর্য্যপ্রতিবিম্বিত জলাংশ যেমন অবিবেকীব দৃষ্টিতে সূর্য্যাকারে দৃষ্ট হয় সূর্য্যপরিমিত বলিয়া বোধ হয়, পুরুষপ্রতিবিম্বিত বুদ্ধিসত্ত্বও তেমনি অবিবেকদশায় চেতন বলিয়া দৃষ্ট ও গ্রাহ্য হন। বুদ্ধির চৈতন্যাকার হওয়া অর্থাৎ চৈতন্যব্যাপ্ত হওয়া আব আত্মার বুদ্ধি জানা তুল্য কথা। অতএব বুদ্ধিকে চৈতন্যের বেদ্য (প্রকাশ্য) ব্যতীত বুদ্ধ্যন্তরেব বা অন্য বুদ্ধিব বেদ্য (প্রকাশ্য) বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্ ॥ ২৩ ॥

---

(২৩) দ্রষ্ট্রুপরক্তং দৃশ্যোপরক্তঞ্চেতি সম্বন্ধঃ। দ্রষ্টা পুরুষশ্চেতনঃ তেনোপরক্তং তৎসন্নিধানে তদ্রূপত্বাপন্নমিব প্রাপ্তং দৃশ্যোপরক্তং গৃহীতবিষয়াকারপরিণামং যদা ভবতি চিত্তং তদা তৎ সর্ব্বার্থগ্রহণক্ষমং ভবতি। সর্ব্বং চেতনাচেতনং অর্থো বিষয়ো যস্য তৎ সর্ব্বার্থমিতি বিগ্রহঃ।

ভাষ্যম্। মনো হি মন্তব্যেনার্থেনোপরক্তং তৎ স্বয়ঞ্চ বিষয়ত্বাৎ বিষয়িণা পুরুষেণাত্মীয়য়া বৃত্ত্যাভিসম্বদ্ধং তদেতচ্চিত্তমেব দ্রষ্টৃ-দৃশ্যোপরক্তং বিষয়বিষয়িনির্ভাসং চেতনাচেতনস্বরূপাপন্নং বিষয়াত্মক-মপ্যবিষয়াত্মকমিবাচেতনং চেতনমিব স্ফটিকমণিকল্পং সর্ব্বার্থমিত্যু-চ্যতে, তদনেন চিত্তসারূপ্যেণ ভ্রান্তাঃ কেচিত্তদেব চেতনমিত্যাহুঃ, অপরে চিত্তমাত্রমেবেদং সর্ব্বং, নাস্তি খল্বয়ং গবাদির্ঘটাদিশ্চ সকারণো লোক ইতি, অনুকম্পনীয়াস্তে, কস্মাৎ, অস্তি হি তেষাং ভ্রান্তিবীজং সর্ব্বরূপাকারনির্ভাসং চিত্তমিতি, সমাধিপ্রজ্ঞায়াং প্রজ্ঞেয়োঽর্থঃ প্রতিবিম্বীভূতস্তস্যালম্বনীভূতত্বাদন্যঃ, সচেদর্থশ্চিত্তমাত্রং স্যাৎ কথং

টীকা। যথা হি নীলাদ্যনুরক্তং চিত্তং নীলাদ্যর্থং প্রত্যক্ষেণৈবাবস্থাপয়তি, এবং দ্রষ্টৃচ্ছায়াপত্ত্যা তদনুরক্তং চিত্তং দ্রষ্টারমপি প্রত্যক্ষেণাবস্থাপয়তি, অস্তি হি স্বাকারং জ্ঞানং নীলমহং সম্প্রত্যেমি ইতি। তস্মাৎ জ্ঞেয়বৎ জ্ঞাতাপি প্রত্যক্ষ-সিদ্ধোঽপি ন বিবিচ্যাবস্থাপিতো, যথা জলে চন্দ্রমসো বিম্বম্। নন্বেতাবতা তদ-প্রত্যক্ষং, ন চাস্য জলগতত্বে তদপ্রমাণমিতি চন্দ্ররূপেঽপ্যপ্রমাণং ভবিতুমর্হতি, তস্মাচ্চিত্তপ্রতিবিম্বিততয়া চৈতন্যগোচরাপি চিত্তবৃত্তির্ন চৈতন্যগোচরেতি, তদিদং সর্ব্বার্থত্বং চিত্তস্যেতি। তদেতদাহ—"মনো হি" ইতি। ন কেবলং তদাকারাপত্ত্যা মন্তব্যেনার্থেনোপরক্তং মনোঽপি তু স্বয়ং চেতি, চকারো ভিন্নক্রমঃ, পুরুষেণেত্য-স্যানন্তরং দ্রষ্টব্যঃ, তচ্ছায়াপত্তিঃ পুরুষস্য বৃত্তিঃ। ইয়ং চ চৈতন্যচ্ছায়াপত্তিশ্চিত্তস্য বৈনাশিকৈরভ্যুপেতব্যা কথমন্যথা চিত্তে চৈতন্যমেত আরোপয়াম্বভূবুরিত্যাহ—'তদনেন' ইতি, কেচিৎ—বৈনাশিকা বাহ্যার্থবাদিনঃ, অপরে—বিজ্ঞানমাত্রবাদিনঃ নন্থ যদি চিত্তমেব দ্রষ্ট্রাকারং দৃশ্যাকারং চানুভূযতে, হন্ত চিত্তাদভিন্নাবেবাস্তাং দ্রষ্টৃদৃশ্যৌ, যথাহুঃ—অভিন্নোঽপি হি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্য্যাসিতদর্শনৈঃ। গ্রাহ্যগ্রাহক-সংবিত্তিভেদবানিব লক্ষ্যতে" ইতি, তৎ কথমেতেঽনুকম্পনীয়া ইত্যত আহ—"সমাধি প্রজ্ঞায়াম্" ইতি, তে খলু ক্তাভিরুপপত্তিভিশ্চিত্তাতিরিক্তং পুরুষমভ্যুপগময্যাপ্য-ষ্টাঙ্গযোগোপদেশেন সমাধিপ্রজ্ঞায়ামাত্মগোচরায়ামবতার্য্য বোধয়িতব্যাঃ, তদ্যথা—সমাধিপ্রজ্ঞায়াং প্রজ্ঞেয়োঽর্থ আত্মা প্রতিবিম্বীভূতোঽন্যঃ। কস্মাৎ, তস্যাত্মন আলম্বনীভূতত্বাৎ। অথ চিত্তাদভিন্নমেব কস্মান্নালম্বনং ভবতীতি যদি

প্রজ্ঞয়ৈব প্রজ্ঞারূপমবধার্য্যেত, তস্মাৎ প্রতিবিম্বীভূতোঽর্থঃ প্রজ্ঞায়াং যেনাবধার্য্যতে স পুরুষ ইতি। এবং গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যস্বরূপচিত্তভেদাৎ ত্রয়মপ্যেতৎ জাতিতঃ প্রবিভজন্তে তে সম্যগ্‌দর্শিনঃ, তৈরধিগতঃ পুরুষ ইতি ॥ ২৩ ॥ কুতশ্চৈতৎ ?

যুক্তিবোধিতোঽপি বৈজাত্যাদ্ বদেৎ, তত্র হেতুমাহ—"সচেদ্" ইতি, স চেদাত্মরূপোঽর্থশ্চিত্তমাত্রং স্যাৎ ন তু ততো ব্যতিরিক্তঃ, ততঃ কথং প্রজ্ঞয়ৈব প্রজ্ঞারূপমবধার্য্যেত, স্বাত্মনি বৃত্তিবিরোধাৎ। উপসংহরতি—"তস্মাদ্" ইতি। সমীচীনোপদেশেনানুকম্পিতা ভবন্তীত্যাহ—"এবম্" ইতি। জাতিতঃ—স্বভাবত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ চিত্তাতিরিক্তাত্মসদ্ভাবে হেত্বন্তরমবতারয়তি—"কুতশ্চৈতৎ" ইতি। সূং—"তদ্—স্থাৎ"।

তাৎপর্য্যার্থ। দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষ যদি দৃশ্যে অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বে উপরক্ত বা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত বা প্রতিচ্ছায়ীকৃত হন, তাহা হইলে তাদৃশ চিত্ত অর্থাৎ তাদৃশ বুদ্ধি তখন সকল বস্তুই গ্রহণ করিতে অর্থাৎ প্রকাশ করিতে পারে। ইহা যোগীদিগের যুক্তিসিদ্ধ ও অনুভবসিদ্ধ কথা।

ভাবার্থ এই যে, নির্ম্মল স্ফটিকদর্পণ যেমন সর্ব্ববস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, চিত্তসত্ত্বও তদ্রূপ রজঃ ও তমোগুণের উপদ্রব (বিক্ষেপ প্রভৃতি) শূন্য হইলে সমস্ত বস্তুই প্রকাশ করিতে পারে। উপদ্রবশূন্য অচঞ্চল দীপ যেমন ঠিক সমানাকারে প্রজ্বলিত হয়,—রজস্তমোগুণের উপদ্রবশূন্য নির্ম্মল চিত্তও তেমনি আত্মচৈতন্যের সন্নিধানে ঠিক্ সমানাকারে পরিণত। হন। অয়স্কান্তসন্নিধিস্থ লৌহে যেমন নিসর্গবশতঃ ক্রিয়াশক্তি আবির্ভূত হয়—উপদ্রবশূন্য চিত্তসত্ত্বেও তেমনি চৈতন্যসন্নিধান-বশতঃ পরিপূর্ণ-প্রকাশ-ক্রিয়া আবির্ভূত হয়। নিত্যচৈতন্যস্বরূপ আত্মা স্বচ্ছ-স্বভাব চিত্তে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আবিষ্ট অথবা প্রতিবিম্বিত হন বলিয়াই অজ্ঞ লোকেরা অবিবেকবশতঃ চিত্তকে আত্মা বলিয়া জানে, পরন্ত যোগমার্গ অবলম্বন করিলে উক্ত ভ্রম থাকে না। 'নিত্যচৈতন্য-নামক পরমাত্মা বা পুরুষ চিত্তসত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হন, এ কথায় অন্য একটী সদর্থ লাভ হইতেছে। কি ? তাহা শুনুন। কোন বস্তু কোন এক স্বচ্ছ বস্তুতে উপরক্ত হইলে অর্থাৎ অভিব্যক্ত বা ঠিক্ তদাকারে দৃষ্ট হইলে সেই অভিব্যজ্যমান দৃশ্যটীকে লোকে প্রতিবিম্ব বলে।' কেননা, সে দৃশ্যটী বিম্বেরই সদৃশ। সুতরাং তাহা স্বতন্ত্র বস্তু

নহে। তাহা তাহার একপ্রকার প্রতিচ্ছায়ামাত্র। এই প্রতিচ্ছায়া বা প্রতিবিম্ব বুঝিবার জন্ত জলে চন্দ্রপ্রতিবিম্ব, আদর্শে মুখের প্রতিবিম্ব এবং স্ফটিক মণিতে জবার প্রতিবিম্ব—ইত্যাদি অনেক স্থল আছে। ছায়াপাত দ্বারা পাতস্থানটী তদাকার ধারণ করে বলিয়াই তাহা তদাকারে দৃষ্ট হয় এবং সেই জন্যই বিম্বের গুণগুলিও প্রতিবিম্বে কিছু না কিছু পরিমাণে অনুভূত হয়। নিত্যচৈতন্য আত্মা যে বুদ্ধিসত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হইতেছেন, অর্থাৎ চিত্তসত্ত্বে যে নিত্যচৈতন্যের ছায়া জন্মিয়াছে, সেই ছায়াটী ঠিক্ সেই নিত্যচৈতন্যের সদৃশ। সেই জন্যই শাস্ত্রকারেরা তাহাকে "অভিব্যঙ্গ্য চৈতন্য" ও "আভাসচৈতন্য" নামে উল্লেখ করেন। এই অভিব্যঙ্গ্য—চৈতন্যই পৌরাণিকদিগের জীবাত্মা, সুখদুঃখ ভোক্তা জীব ও সংসারী পুরুষ এবং ঐ নিত্যচৈতন্য তাঁহাদের পরমাত্মা, পরমপুরুষ ও মুক্তাত্মা। কোন কোন শাস্ত্রে ইনিই পরব্রহ্ম নামে পরিচিত। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, সাবয়ব, অপেক্ষাকৃত অল্পনির্ম্মল ও পরিমিত পদার্থই কোন এক নির্ম্মল ও পরিমিত পদার্থে প্রতিবিম্বিত হইতে দেখা যায়; কিন্তু ক্ষুদ্রতম আধারে অত্যন্ত নির্ম্মল নিরবয়ব পরিপূর্ণ অর্থাৎ অত্যন্ত ব্যাপক পদার্থের প্রতিবিম্ব বা ছায়া জন্মিবার বা পর্য্যাপ্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ অধিক কথা বলিতে হয় না, অধিক দৃষ্টান্তও দেখাইতে হয় না। কেননা সকল ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত অনির্ম্মল জলে বৃহত্তম সূর্য্যপ্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে নির্ম্মলতম ও ব্যাপকতম আকাশের প্রতিবিম্বও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আকাশের প্রতিবিম্ব বুঝিতে পারিলেই চৈতন্যের প্রতিবিম্ব বুঝিতে পারিবেন, এবং চিত্তসত্ত্বে সে নিত্যোদিত চৈতন্যের অনুরূপ অন্য একটী আভাস চৈতন্য বা অভিব্যঙ্গ্য চৈতন্য ভাসমান বা বিদ্যমান থাকে, তদ্বিষয়ে তাঁহার আর কোনও সন্দেহ থাকিবে না।

তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ॥ ২৪ ॥

---

(২৪) তৎ চিত্তং সংখ্যাতুমশক্যাভির্বাসনাভিশ্চিত্রং নানারূপমপি পরস্য স্বামিনো ভোক্তুর্ভোগাপবর্গৌ সাধয়তীতি পরার্থম্। চিত্তং ভোগ্যমেব ন তু ভোক্তা ইতি যাবৎ। হেতুমাহ—সংহত্যকারিত্বাৎ। সংহত্য দেহেন্দ্রিয়াদিভির্মিলিত্বা ভোগাদিকার্য্যকারিত্বাৎ। যৎ কিল মিলিত্বা কার্য্যকারি তৎ পরার্থং যথা গৃহাদি। ন হি স্তম্ভাদিভিঃ সংহত্য গৃহং স্বস্থিতিং করোতি কিন্তু পরস্মৈ দেবদত্তায়েতি, এবং গুণা অপি বুদ্ধ্যাদিকং পরার্থং কুর্ব্বন্তীত্যেবমনুসন্ধাতব্যম্।

ভাষ্যম্। তদেতচ্চিত্তমসংখ্যেয়াভির্ব্বাসনাভিরেব চিত্রীকৃতমপি পরার্থং পরস্য ভোগাপবর্গার্থং, ন স্বার্থং, সংহত্যকারিত্বাৎ গৃহবৎ, সংহত্যকারিণা চিত্তেন ন স্বার্থেন ভবিতব্যম্, ন সুখচিত্তং সুখার্থং, ন জ্ঞানং জ্ঞানার্থং, উভয়মপ্যেতৎ পরার্থং, যশ্চ ভোগেনাপবর্গেণ চার্থেনার্থবান্ পুরুষঃ স এব পরঃ, ন পরঃ সামান্যমাত্রং, যত্তু কিঞ্চিৎ পরং সামান্যমাত্রং স্বরূপেণোদাহরেদ্বৈনাশিকস্তৎ সর্ব্বং সংহত্যকারিত্বাৎ পরার্থমেব স্যাৎ, যস্ত্বসৌ পরো বিশেষঃ স ন সংহত্যকারী পুরুষ ইতি ॥ ২৪ ॥

টীকা। যদ্যপ্যসংখ্যেয়াঃ কর্ম্মবাসনাঃ ক্লেশবাসনাশ্চ চিত্তমেবাধিশেরতে ন তু পুরুষং তথা চ বাসনাধীনা বিপাকাশ্চিত্তাশ্রয়তয়া চিত্তস্য ভোক্তৃতামাবহন্তি, ভোক্তুরর্থে চ ভোগ্যমিতি সর্ব্বং চিত্তার্থং প্রাপ্তং তথাপি তচ্চিত্তমসংখ্যেয়বাসনা-বিচিত্রমপি পরার্থং কস্মাৎ সংহত্যকারিত্বাদিতি সূত্রার্থঃ। ব্যাচষ্টে—"তদেতদ্" ইতি। স্যাদেতৎ,চিত্তং সংহত্যাপি করিষ্যতি স্বার্থং চ ভবিষ্যতি কঃ খলু বিরোধ ইতি যদি কশ্চিৎ ব্রূয়াত্তং প্রত্যাহ—'সংহত্যকারিণা" ইতি। সুখচিত্তমিতি ভোগমুপলক্ষয়তি, তেন দুঃখচিত্তমপি দ্রষ্টব্যং, জ্ঞানমিত্যপবর্গ উক্তঃ। এতদুক্তং ভবতি—সুখদুঃখে চিত্তে প্রতিকূলানুকূলাত্মকেনাত্মনি সংভবতঃ, স্বাত্মনি বৃত্তি-বিরোধাৎ ন চান্যোঽপি সংহত্যকারী সাক্ষাৎপরম্পরয়া বা সুখদুঃখে বিদধান-স্তাভ্যামনুকূলনীয়ঃ প্রতিকূলনীয়ো বা,তস্মাৎ যঃ সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা সুখদুঃখয়োর্ন-ব্যাপ্রিয়েত স এবাভ্যামনুকূলনীয়ঃ প্রতিকূলনীয়ো বা, স চ নিত্যোদাসীনঃ পুরুষঃ, এবমপবৃজ্যতে যেন জ্ঞানেন তস্যাপি জ্ঞেয়তন্ত্রত্বাৎ স্বাত্মনি চ বৃত্তিবিরোধান্ন জ্ঞানা-র্থত্বং, ন চান্যবিষয়াদন্যাদপবর্গসম্ভবো, বিদেহপ্রকৃতিলয়ানামপবর্গাসম্ভবাৎ, তস্মাৎ জ্ঞানমপি পুরুষার্থমেব ন তৎস্বার্থং নাপি পরমাত্রার্থং সংহতপরার্থত্বে চানবস্থাপ্রস-ঙ্গাদসংহতপরার্থসিদ্ধিরিতি ॥২৪॥ তদেবং কৈবল্যমূলবীজং যুক্তিময়মাত্মদর্শনমুক্তং। তদুপদেশাধিকৃতং পুরুষমনধিকৃতপুরুষান্তরাৎ ব্যাবৃত্তমাহ—সূং"বিশেষ—বৃত্তিঃ"॥

তাৎপর্য্যার্থ। যাহাদিগকে গণিয়া শেষ করা যায় না, চিত্ত সেই অনন্ত বাসনার দ্বারা বিচিত্র (নানারূপধারী) হইলেও সে পরার্থ অর্থাৎ পরের বা আত্মার প্রয়োজনের অর্থাৎ ভোগের কারণ। সর্ব্বদাই দেখা যাইতেছে, যাহা

যাহা সংহত্যকারী অর্থাৎ যে যে বস্তু সহায়ের সহিত মিলিত হইয়া অথবা অঙ্গাঙ্গিভাব ধারণ করিয়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই পরার্থ—পর-প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত ব্যবস্থিত। চিত্ত যখন সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনের সংঘাতে উৎপন্ন এবং তাহা যখন উক্ত গুণত্রয়ের অঙ্গাঙ্গিভাব বা সহায়তা অবলম্বন করিয়াই সুখদুঃখাদি জন্মায়, তখন যে তাহাও সংহত্যকারী, এবং সংহত্যকারী বলিয়া পরার্থ অর্থাৎ পরের ভোগ-সাধক, তৎপক্ষে সংশয় নাই। সে পর কে? না—পুরুষ। পুরুষই চিত্তকে ভোগ করেন বা চিত্তই পুরুষকে ভোগ করায়। চিত্তই পুরুষের ভোগ্য, এ অংশ অনুধাবন করিলেও চিত্ত ও চিৎ এই দুইটী পরস্পর ভিন্ন বা পৃথক্, এইরূপই প্রতীত হইবে। সুতরাং তখন আর উক্ত উভয়েব একত্ব ভ্রম থাকিবে না।

বিশেষদর্শিন আত্মভাবভাবনাবিনিবৃত্তিঃ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যম্। যথা প্রাবৃষি তৃণাঙ্কুরস্যোদ্ভেদেন তদ্বীজসত্তাঽনুমীয়তে তথা মোক্ষমার্গশ্রবণেন যস্য রোমহর্ষাশ্রুপাতৌ দৃশ্যেতে, তত্রাপ্যস্তি বিশেষদর্শনবীজমপবর্গভাগীয়ং কর্ম্মাভিনির্বর্ত্তিতমিত্যনুমীয়তে,তস্যাত্ম-ভাবভাবনা স্বাভাবিকী প্রবর্ত্ততে, যস্যাভাবাদিদমুক্তং "স্বভাবং

টীকা। যস্যাত্মভাবে ভাবনাস্তি তস্যাষ্টাঙ্গযোগোপদেশাদনুতিষ্ঠতো যুঞ্জানস্য তৎপরিপাকাচ্চিত্তসত্ত্বপুরুষয়োর্বিশেষদর্শনাৎ আত্মভাবভাবনা নিবর্ত্ততে, যস্যাত্ম-ভাবভাবনৈব নাস্তি নাস্তিকস্য তস্যোপদেশানধিকৃতস্যাপরিনিশ্চিতাত্মতৎপরলোক ভাবস্য নোপদেশো ন বিশেষদর্শনং নাত্মভাবভাবনানিবৃত্তিরিতি সূত্রার্থঃ। নন্বাত্ম-ভাবভাবনায়াশ্চিত্তবর্ত্তিন্যাঃ কুতোঽবগম ইত্যত আহ—"যথা প্রাবৃষি" ইতি। প্রাগ ভবীয়ং তত্ত্বদর্শনবীজমপবর্গভাগীয়ং যৎকর্ম্মাষ্টাঙ্গযোগানুষ্ঠানং, তদেকদেশানুষ্ঠানং বা তদভিনির্ব্বর্ত্তিতমস্তীত্যনুমীয়তে,তস্য চাত্মভাবভাবনা অবশ্যমেব স্বাভাবিকী—বহ্ব-ভ্যাসং বিনাপি প্রবর্ত্ততে। অনধিকারিণমাগমিনাং বচনেন দর্শয়তি—"যস্যাভাবা-

(২৫) য এবং তয়োর্বুদ্ধিপুরুষয়োর্বিশেষং ভেদং পশ্যতি অহমস্মাদন্য ইত্যেবং, তস্য বিজ্ঞাত-চিত্তস্বরূপস্য চিত্তে যা আত্মভাবভাবনা সা নিবর্ত্ততে। অথবা বুদ্ধ্যাদেরন্যশ্চিন্মাত্রঃ পুরুষোঽহমিতি বিশেষদর্শিন আত্মভাবে আত্মতত্ত্বে যা ভাবনা জিজ্ঞাসা কোঽহং কস্য কুতো বেত্যাদিরূপা সা নিবর্ত্ততে ইচ্ছায়া স্ববিষয়লাভনিবর্ত্যত্বাদিতি ভাবঃ।

মুক্ত্বা দোষাদ্ যেষাং পূর্ব্বপক্ষে রুচির্ভবতি অরুচিশ্চ নির্ণয়ে ভবতি”, তত্রাত্মভাবভাবনা কোঽহমাসং, কথমহমাসং কিংস্বিদ্ ইদং, কথং স্বিদ্ ইদং কে ভবিষ্যামঃ, কথং বা ভবিষ্যামঃ ইতি, সা তু বিশেষদর্শিনো নিবর্ত্ততে, কুতঃ, চিত্তস্যৈষ বিচিত্রঃ পরিণামঃ, পুরুষস্তুসত্যামবিদ্যায়াং শুদ্ধশ্চিত্তধর্ম্মৈরপরামৃষ্ট ইতি, ততোঽস্যাত্মভাবভাবনা কুশলস্য নিবর্ত্ততে ইতি ॥ ২৫ ॥

দিদম্” ইতি, পূর্ব্বপক্ষঃ—নাস্তি কর্ম্মফলং পরলোকিনোঽভাবাৎ পরলোকাভাবাৎ, তত্র রুচিঃ, অরুচিশ্চ নির্ণয়ে—পঞ্চবিংশতিতত্ত্ববিষয়ে, আত্মভাবভাবনা প্রাগ্‌ব্যাখ্যাতা, বিশেষদর্শিনঃ পরামর্শমাহ—“চিত্তস্যৈব” ইতি। তস্য বিশেষদর্শনকুশলস্যাত্মভাবভাবনা বিনিবর্ত্তত ইতি ॥২৫॥ অথ বিশেষদর্শিনঃ কীদৃশং চিত্তমিত্যত আহ—সূং “তদা—চিত্তম্” ॥

তাৎপর্য্যার্থ। যোগী যখন যোগপ্রভাবে, পুণ্যপুঞ্জপ্রভাবে, উক্তপ্রকার বিশেষদর্শনে সক্ষম হন অর্থাৎ আমি এ সকল হইতে অত্যন্ত পৃথক্, এতদ্রূপ অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করেন, তখন আর তাঁহাব আত্মতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা থাকে না। তখন সে ইচ্ছা বা সে ভাবনা বিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য্য এই যে, চিত্ত হইতে চিৎ-শক্তির বা আত্মার পার্থক্য আছে, ইহা অনুধ্যান করিতে করিতে যখন তদুভয়ের পার্থক্যানুভব দৃঢ় হইয়া আইসে, তখন আর চিৎ ও চিত্ত উভয়ের তাদাত্ম্যভ্রম বা একত্বভ্রম থাকে না। চিত্ত ও আত্মা এই দুইটী এক পদার্থ, এ জ্ঞান বা এ ভ্রম তখন তিরোহিত হয়। তখন আব আমি কে? কাহার আমি? কোথা হইতে হইলাম? কি জন্যই বা আছি? এরূপ প্রশ্ন (জানিবার ইচ্ছা) হয় না বা থাকে না। তাহার কারণ এই যে, যোগীর ইচ্ছা তখন পূর্ণ হইয়া যায়। ইচ্ছাব স্বভাব এই যে, সে ঈপ্সিত বস্তু পাইলেই নিবৃত্ত হয়। অতএব, পূর্ব্ব হইতে যে আত্মদিদৃক্ষা সঞ্চিত বা প্রবল হইয়াছিল,—সে দিদৃক্ষা আজ বিনিবৃত্ত হইয়াছে। নিবৃত্তির কারণ এই যে, ঐ স্থানটীই ইচ্ছার বা আত্মদিদৃক্ষার শেষ সীমা অথবা চরম প্রান্ত। ঐ স্থানেই আত্মদর্শন পূর্ণ বা পরিসমাপ্ত হয়, অতঃপর আর কোন জ্ঞাতব্য থাকে না; সুতরাং ইচ্ছাও থাকে না।

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্ভারং চিত্তম্ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যম্। তদানীং যদস্য চিত্তং বিষয়প্রাগ্ভারং অজ্ঞাননিম্নমাসী-ত্তদস্যান্যথা ভবতি, কৈবল্যপ্রাগ্ভারং বিবেকজজ্ঞাননিম্নমিতি ॥২৬॥

টীকা। নিগদব্যাখ্যাতম্ ॥ ২৬ ॥ স্যাদেতদ্. বিশেষদর্শনং চেদ্বিবেকনিষ্ঠং ন জাতু চিত্তং ব্যুত্থিতং স্যাৎ, দৃশ্যতে চাস্য ভিক্ষামটতো ব্যুত্থিতমিত্যত আহ—সূং—"তচ্ছি—ভ্যঃ" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। চিত্ত তখন বিবেকনিম্ন হয় এবং কৈবল্যের পূর্ব্বলক্ষণ ধারণ করে। অর্থাৎ চিত্ত ইতিপূর্ব্বে প্রকৃতির অনুগত ছিল, ভ্রমক্রমেও আত্মার অভি-মুখীন হইতে পারিত না। চিত্তের মুখ নীচ-দিকে অর্থাৎ বাহ্যব্যবহারের দিকেই থাকিত, যাইত, অন্তরতম আত্মার দিকে একবারও যাইত না। সে সদা সর্ব্বদা অজ্ঞানপথে বিচরণ করিত, শব্দস্পর্শাদি বাহ্যবিষয়ে ব্যাসক্ত ও ভোগরত থাকিত বিবেকের দিকে আদৌ দৃষ্টি ছিল না। সেই চিত্ত এক্ষণে যোগপ্রভাবে অন্তর্মুখ বা বিবেক-নিম্ন হইয়াছে। অর্থাৎ তাহার মুখ ফিরিয়া যাওয়ায় তাহার দ্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ দর্শনশক্তি বা প্রকাশশক্তি এক্ষণে কেবল আত্মাকেই দেখিতেছে বা প্রকাশ করিতেছে। আত্মদর্শনের প্রভাবে সে এখন বিবেকপথে আসিয়া ধর্ম্মমেঘ-নামক ধ্যানে রত হইয়াছে। শীঘ্রই সে প্রোক্তকারণে কৈবল্যফলে পর্য্যবসন্ন হইবে।

তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যম্। প্রত্যয়বিবেকনিম্নস্য সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রপ্রবাহিণ-শ্চিত্তস্য তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি অস্মীতি বা, মমেতি বা, জানামীতি

টীকা। প্রতীয়তে যেন স প্রত্যয়ঃ,—চিত্তসত্ত্বং, তস্মাদ্বিবেকশ্চিতেঃ, তেন

---

(২৬) তদা তস্মিন্ কালে নিবৃত্তভ্রমস্য যোগিনশ্চিত্তং বিবেকনিম্নং দৃগ্দৃশ্যয়োর্ভেদো বিবেকঃ স এব নিম্ন আলম্বনভূমির্যস্য তত্তথাবিধং কৈবল্যপ্রাগ্ভারং কৈবল্যমেব প্রাগ্ভারোঽবধির্যস্য তত্তথাবিধক কৈবল্যফলাবসানং ধর্ম্মমেঘাখ্যধ্যানরতং ভবতীত্যর্থঃ।

(২৭) তস্য ছিদ্রেষু অন্তরালেষু প্রত্যয়ান্তরাণি অহং মমেত্যাদিব্যুত্থানরূপাণি ভবন্তি সংস্কারেভ্যঃ প্রাক্তনেভ্যঃ।

বা, ন জানামীতি বা। কুতঃ, ক্ষীয়মাণ-বীজেভ্যঃ পূর্ব্বসংস্কারেভ্যঃ ইতি ॥ ২৭ ॥

নিম্নস্থ। জানামীতি সাক্ষান্মোক্ষো বিবিচ্য দর্শিতঃ,ন জানামীতি মোহঃ, তন্মূলা-বহঙ্কারমমকারাবহমস্মীতি বা মমেতি বা দর্শিতৌ। ক্ষীয়মাণানি চ তানি বীজানি চেতি সমাসঃ। পূর্ব্বসংস্কারেভ্যঃ—ব্যুত্থানসংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৭ ॥ স্যাদেতৎ, সত্যপি বিবেকজ্ঞানে ব্যুত্থানসংস্কারা যদি প্রত্যয়ান্তরাণি প্রসুবতে,কস্তর্হি হানহেতুরেতেষাং যতঃ প্রত্যয়ান্তরাণি ন পুনঃ প্রসুবীরন্নিত্যত আহ—সূং, "হানমেষাং ক্লেশবদুক্তং" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। তৎকালে সমাধির অন্তরালে পূর্ব্বসংস্কারপ্রভাবে এই এক-বার অহং মম ইত্যাদি বিভিন্ন প্রত্যয় জন্মিয়া বা উপস্থিত হইয়া থাকে।

উক্ত উপদেশের দ্বারা এইরূপ বুঝা যাইতেছে যে, ধ্যানরত বা আত্মদর্শনে স্থিরচিত্ত হইলেও মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বসংস্কারের বলে অল্প বা সূক্ষ্মরূপ অহং মম (আমি, আমার) ইত্যাদিবিধ বিকার (চিত্তপরিণাম বা সূক্ষ্ম চিত্তবৃত্তি) উত্থিত হইবে; পরন্তু সে সময়ে যোগীর কর্ত্তব্য এই যে, যেমন উত্থিত হইবে, তেমনই তাহাদিগকে বিলীন করিয়া দিতে হইবে।

হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্ ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যম্। যথা ক্লেশা দগ্ধবীজভাবা ন প্ররোহসমর্থা ভবন্তি, তথা

টীকা। অপরিপক্কবিবেকজ্ঞানস্যাক্ষীয়মাণা ব্যুত্থানসংস্কারাঃ প্রত্যয়ান্তরং প্রসুবতে"ন তু পরিপক্কবিবেকজ্ঞানস্য ক্ষীণাঃ প্রত্যয়ান্তরাণি প্রসোতুমর্হন্তি, যথা বিবেকচ্ছিদ্রসমুৎপন্না অপি ক্লেশা ন সংস্কারান্তরং প্রসুবতে, তৎকস্য হেতোঃ, তদেতে ক্লেশা বিবেকজ্ঞানবহ্নিদগ্ধবীজভাবা ইতি, এবং ব্যুত্থানসংস্কারা অপীতি। অথ ব্যুত্থানসংস্কারা বিবেকজ্ঞানসংস্কারৈর্নিরোদ্ধব্যা বিবেকসংস্কারাশ্চ নিরোধ-সংস্কারৈঃ, নিরোধসংস্কারাণামবাহ্যবিষয়ত্বং দর্শিতং, নিরোধোপায়ঃ প্রায়শ্চিত্তনীয়

---

(২৮) যথা ক্লেশানামবিদ্যাদীনাং হানং পূর্ব্বমুক্তং তথা সংস্কারাণামপি কর্ত্তব্যম্

জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধবীজভাবঃ পূর্ব্বসংস্কারো ন প্রত্যয়প্রসূর্ভবতি, জ্ঞান-সংস্কারাস্তু চিত্তাধিকারসমাপ্তিমনুশেরতে ইতি ন চিন্ত্যন্তে ॥ ২৮ ॥

ইত্যত আহ—"জ্ঞানসংস্কারাস্তু" ইতি। পরবৈরাগ্যসংস্কারা ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ তদেবং সূত্রকারো ব্যুত্থাননিরোধোপায়ং প্রসংখ্যানমুক্ত্বা প্রসংখ্যাননিরোধোপায়-মাহ—সূং, "প্রস—সমাধিঃ" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বে যে অবিদ্যাদি-ক্লেশপঞ্চক বিনাশের উপায় বলা হইয়াছে, সেই উপায় অবলম্বন করিয়া চিত্তের সেই অত্যল্প প্রচলনকে অর্থাৎ সমুদিত সূক্ষ্মবৃত্তিগুলিকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। একবার যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দৃঢ়তর বৈরাগ্য আহরণ করিয়া চিত্তকে সংস্কারের সহিত দগ্ধ করা যায়,—অনুত্থান-স্বভাব করিয়া দেওয়া যায়,—তাহা হইলে আর তাহাতে অঙ্কুর অর্থাৎ কোনরূপ পরিণাম বা বিকার জন্মিবে না। ইহা অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। কিছুকাল নির্ব্বিকার অবস্থায় থাকিলেই চিত্ত আপনার উৎপত্তিস্থান প্রকৃতিতে গিয়া পর্য্যবসন্ন বা প্রলীন হইবে, সুতরাং আত্মাও তখন স্বতন্ত্র বা কেবল হইবেন।

প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ ॥২৯॥

ভাষ্যম্। যদায়ং ব্রাহ্মণঃ প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদঃ ততোঽপি ন কিঞ্চিৎ প্রার্থয়তে, তত্রাপি বিরক্তস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতিরেব ভবতীতি সংস্কারবীজক্ষয়ান্নাস্য প্রত্যয়ান্তরাণ্যুৎপদ্যন্তে, তদাস্য ধর্ম্মমেঘো নাম সমাধির্ভবতি ॥ ২৯ ॥

টীকা। ততোঽপি—প্রসংখ্যানাদপি, ন কিঞ্চিৎ—সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বাদি, প্রার্থয়তে, প্রত্যুত তত্রাপি ক্লিশ্নাতি, পরিণামিত্বদোষদর্শনেন বিরক্তঃ, সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতিরেব ভবতি। এতদেব বিবৃণোতি—"তত্রাপি ইতি, যদা ব্যুত্থান-প্রত্যয়া ভবেয়ুস্তদা নায়ং ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতিঃ, যতস্তস্য ন প্রত্যয়ান্তরাণি ভবন্তি, ততঃ সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতিরিতি, তদাস্য ধর্ম্মমেঘঃ সমাধির্ভবতি—এতদুক্তং ভবতি—প্রসংখ্যানে বিরক্তস্তন্নিরোধমিচ্ছন্ ধর্ম্মমেঘং সমাধিমুপাসীত, তদুপাসনে চ সর্ব্বদা বিবেকখ্যাতির্ভবতি, তথা চ তন্নিরোদ্ধুং পারয়তীতি ॥ ২৯ ॥ তস্য চ প্রয়োজনমাহ—সূং, "ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ" ॥

(২৯) তত্ত্বানি পরিভাবয়তো যোগিনো যা সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতির্জায়তে সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্বাদ্য-

তাৎপর্য্যার্থ। প্রসংখ্যান উপস্থিত হইলেও যিনি তৎপ্রতি লুব্ধ না হন, তাঁহারই বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হয়, বিবেকখ্যাতি জন্মিলেই ধর্ম্মমেঘ নামক সমাধি হয়।

প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তুর স্বরূপ ধ্যান করিতে করিতে অবশেষে মুক্তিজনক বিবেক-জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্যজ্ঞান উদিত হয়। অপিচ, ধ্যান-প্রভাবে চিত্তসত্ত্ব নির্ম্মল হওয়ার অন্য এক অবান্তর ফল উপস্থিত হয়। সে ফল কি? না—ঐশ্বর্য্য বা ক্ষমতা অর্থাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানাদিসামর্থ্য। সেই সামর্থ্যের শাস্ত্রীয় নাম "প্রসংখ্যান"। প্রসংখ্যান উপস্থিত দেখিয়া সাধক যদি তাহাতে লুব্ধ না হন, না ভুলেন, বরং তাহা যাহাতে না আইসে তাহার চেষ্টা বা যত্ন করেন, তাহা হইলেই তাঁহার উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য জন্মিবে। পূর্ব্বে অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় বৈরাগ্য ছিল, এক্ষণে আবার তাঁহার প্রসংখ্যানের (ঐশ্বর্য্যের অর্থাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানাদি-সামর্থ্যের) প্রতিও বৈরাগ্য সিদ্ধ হইল। প্রসংখ্যানের প্রতি বিরক্ত হওয়াই বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা। এই কাষ্ঠাপ্রাপ্ত বৈরাগ্যই পরবৈরাগ্য অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য। এই স্থানেই চিত্তের সকল বিষয়, সকল কার্য্য, সকল আকাঙ্ক্ষা সমাপ্ত হয়। এই স্থানে আসিলেই চিত্ত নিরন্তরিতরূপে ধর্ম্মমেঘ-নামক সমাধিতে রত হয়। এই উৎকৃষ্ট সমাধি, সাধননিচয়ের চরম ফল। ইহা একপ্রকার যোগীর অতিরিক্ত শক্তি বা অলৌকিক সামর্থ্য। যোগী ইহার দ্বারাই সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হন। ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত শুক্ল, কৃষ্ণ ও মিশ্র ধর্ম্মের কোনরূপ সংস্রব নাই। ইহা পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ধর্ম্মের অতিরিক্ত ধর্ম্ম। ইহা সামর্থ্যবিশেষ বলিয়া ধর্ম্ম, এবং কৈবল্যফল বর্ষণ করে বলিয়া মেঘ। দুইটী একত্র হইয়া একটী অর্থাৎ "ধর্ম্মমেঘ" এই আখ্যা ধারণ করিয়াছে। ধর্ম্মমেঘ উদিত ও কিছুকাল স্থায়ী হইলেই প্রসংখ্যান অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যানুরাগ নষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্যই ইহাকে বৈরাগ্যের উৎকর্ষ বা পরা কাষ্ঠা বলা যায়। যোগী যখন এই ধর্ম্মমেঘের সুশীতল ছায়া অবলম্বন করেন,—তখন আর তাঁহার তাপ, পাপ, ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, আশয়—কিছুই থাকে না। কোন যন্ত্রণাই থাকে না, কোন কামনাই থাকে না। তখন তিনি পূর্ণকাম, পূর্ণতৃপ্তি ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হন।

বাস্তরফলা তৎ প্রসংখ্যানম্। তস্মিন্ সতি তত্র অপি অকুসীদস্য কুৎসিতেষু বিষয়েষু সীদতীতি কুসীদঃ। [illegible] সর্ব্বথা সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বপ্রকাশিকা বা বিবেকখ্যাতিঃ জায়তে। তস্মাচ্চ [illegible] সমাধিঃ। ন খলু ধর্ম্মঃ অশুক্লকৃষ্ণঃ কৈবল্যফলঃ মেহতি সিঞ্চতীতি ধর্ম্মমেঘঃ।

ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যম্। তল্লাভাদবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ সমূলকাষং কষিতা ভবন্তি, কুশলাকুশলাশ্চ কর্ম্মাশয়াঃ সমূলঘাতং হতা ভবন্তি, ক্লেশকর্ম্ম-নিবৃত্তৌ জীবন্নেব বিদ্বান্ বিমুক্তো ভবতি, কস্মাৎ যস্মাদ্ বিপর্য্যয়ো ভবস্য কারণং, ন হি ক্ষীণবিপর্য্যয়ঃ কশ্চিৎ কেনচিৎ ক্বচিজ্জাতো দৃশ্যতে ইতি ॥ ৩০ ॥

টীকা। কস্মাৎপুনর্জীবন্নেব মুক্তো ভবতি। উত্তরং—"যস্মাদ্" ইতি। ক্লেশকর্ম্মবাসনেন্ধঃ কিল কর্ম্মাশয়ো জাত্যাদিনিদানং, ন চাসতি নিদানে নিদানী ভবিতুমর্হতি, যথাহাত্র ভগবানক্ষপাদঃ—"বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ" ইতি ॥ ৩০ ॥ অথৈবং ধর্ম্মমেঘে সতি কীদৃশং চিত্তমিত্যত আহ—সূং, "তদা—অল্পম্" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। তাহা হইতে অর্থাৎ ধর্ম্মমেঘ সমাধির দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাদি ক্লেশ ও শুভাশুভ কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায়।

ধর্ম্মমেঘ উদিত হইবামাত্র চিত্তের সমস্ত অজ্ঞান, সমস্ত কালুষ্য, সমস্ত দোষ, সমস্ত অশক্তি ও সমস্ত মালিন্য বিদূরিত হইয়া যায়। ক্লেশের মূলস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাপঞ্চকের বা মালিন্যের এবং অশক্তির বা আসক্তির সমুদায় মূল উন্মূলিত হইয়া যায়।

তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্ জ্ঞেয়মল্পম্ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যম্। সর্ব্বৈঃ ক্লেশকর্ম্মাবরণৈর্বিমুক্তস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যং ভবতি,

টীকা। আব্রিয়তে চিত্তসত্ত্বমেভিরিত্যাবরণানি, মলাঃ ক্লেশকর্ম্মাণি, সর্ব্বে চ তে আবরণমলাশ্চেতি সর্ব্বাবরণমলাঃ, তেভ্যোঽপেতস্য চিত্তসত্ত্বস্য, জ্ঞানস্য—জ্ঞায়তেঽনেনেতি অনয়া ব্যুৎপত্ত্যা, আনন্ত্যাদ্—অপরিমেয়ত্বাৎ, জ্ঞেয়মল্পং, যথা হি

(৩০) ততঃ তস্মাদ্ধর্ম্মমেঘাৎ ক্লেশানাং পূর্ব্বোক্তানাং কর্ম্মণাঞ্চ পূর্ব্বোক্তানাং বিনিবৃত্তির্ভবতি।

(৩১) তদা তস্মিন্ কালে। আব্রিয়তে চিত্তমেভিরিত্যাবরণানি ক্লেশাদয়স্তেভ্যোঽপেতস্য তদ্বিরহিতস্য জ্ঞানস্য [illegible] শরদ্গগনপ্রতিমস্য আনন্ত্যাৎ [illegible] জ্ঞেয়ং [illegible] [illegible] ভবতি। [illegible]

আবরকেণ তমসাভিভূতমাবৃতজ্ঞানসত্ত্বং ক্বচিদেব রজসা প্রবর্ত্তিতমুদ্ঘাটিতং গ্রহণসমর্থং ভবতি, তত্র যদা সর্ব্বৈরাবরণমলৈরপগতমলং ভবতি, তদা ভবত্যস্যানন্ত্যং, জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্জ্ঞেয়মল্পং সম্পদ্যতে, যথা আকাশে খদ্যোতঃ, যত্রেদমুক্তং "অন্ধো মণিমবিধ্যৎ তমনঙ্গুলির(ব)াবয়ৎ, অগ্রীবস্তং প্রত্যমুঞ্চৎ, তমজিহ্বোঽভ্যপূজয়ৎ ইতি॥ ৩১॥

শরদি ঘনপটলমুক্তচন্দ্রার্চিষঃ পরিতঃ প্রদ্যোতমানস্য প্রকাশানন্ত্যাৎ প্রকাশ্যা ঘটাদয়োঽল্পাঃ প্রকাশন্তে, এবমপগতরজস্তমসশ্চিত্তসত্ত্বস্য প্রকাশানন্ত্যাদল্পং প্রকাশ্যমিতি, তদেতদাহ—"সর্ব্বৈঃ" ইতি। এতদেব ব্যতিরেকমুখেন স্ফোরয়তি—"আবরকেণ তমসাভিভূতম্" ইতি। ক্রিয়াশীলেন রজসা প্রবর্ত্তিতমত এবোদ্ঘাটিতং—প্রদেশাদপনীততম ইত্যর্থঃ অতএব সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্—জ্ঞেয়ান্ মেহতি—বর্ষতি প্রকাশনেনেতি ধর্ম্মমেঘ ইত্যুচ্যতে। নন্বয়মস্তু ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ সবাসনক্লেশকর্ম্মাশয়প্রশমহেতুঃ, অথ সত্যপ্যস্মিন্ কস্মান্ন জায়তে পুনর্জন্তুরিত্যত আহ—"যত্রেদমুক্তং" ইতি। কারণসমুচ্ছেদাদপি চেৎ কার্য্যং ক্রিয়তে হন্ত ভো মণিবেধাদয়োঽন্ধাদিভ্যো ভবেযুঃ প্রত্যক্ষাঃ, তথা চাসুপপন্নার্থতায়ামাভাণকো লৌকিকঃ উপপন্নার্থঃ স্যাৎ, অবিধ্যদন্ধো মণিমিতি, আবয়দ্ গ্রথিতবান্, প্রত্যমুঞ্চৎ—পিনদ্ধবান্, অভ্যপূজয়ৎ—স্তুতবানিতি॥৩১॥ ননু ধর্ম্মমেঘস্য পরাকাষ্ঠা জ্ঞানপ্রসাদমাত্রং পরংবৈরাগ্যং সমূলঘাতমপহন্তু ব্যুত্থানসমাধিসংস্কারান্ ক্লেশকর্ম্মাশয়ান্, গুণাস্তু স্বত এব বিকারকরণশীলাঃ কস্মাৎতাদৃশমপি পুরুষং প্রতি দেহেন্দ্রিয়াদি নারভন্ত ইত্যত আহ—সূং, "ততং—নাম্"॥

তাৎপর্য্যার্থ। সেই সময়ে জ্ঞানের বা বুদ্ধিসত্ত্বের কোনপ্রকার আবরণ থাকে না। না থাকায়, জ্ঞানের বা বুদ্ধির আলোক অনন্ত হইয়া পড়ে; সুতরাং তখন জ্ঞেয় সকল অল্প হইয়া পড়ে। অর্থাৎ যোগী তখন সহজেই সর্ব্বজ্ঞ হন। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—

প্রকাশস্বভাব চিত্তের অবিদ্যা বা অজ্ঞানাদি আবরণ নষ্ট হইলে সে তখন আপন স্বভাবে অর্থাৎ পরিপূর্ণপ্রকাশস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং তখন চেতন অচেতন সমস্ত বস্তুই তাহাতে দৃষ্ট বা প্রকাশিত হইতে থাকে। তাদৃশ যোগী তখন বিনা ক্লেশেই বড়্বিংশতি তত্ত্বের যথাযথরূপ প্রত্যক্ষ করত পরিতৃপ্ত হন।

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যম্। তস্য ধর্ম্মমেঘস্যোদয়াৎ কৃতার্থানাং গুণানাং পরিণামক্রমঃ পরিসমাপ্যতে, ন হি কৃতভোগাপবর্গাঃ পরিসমাপ্তক্রমাঃ ক্ষণমপ্যবস্থাতুমুৎসহন্তে ॥ ৩২ ॥ অথ কোঽয়ং ক্রমো নামেতি।

টীকা। শীলমিদং গুণানাং যদমী যং প্রতি কৃতার্থাস্তং প্রতি ন প্রবর্ত্তন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥ অত্রান্তরে পরিণামক্রমং পৃচ্ছতি—"অথ কোঽয়ং ইতি। সূং "ক্ষণ—ক্রমঃ" ॥

তাৎপর্য্যার্থ। গুণ সকল কৃতার্থ বা কৃতকার্য্য হইলে অর্থাৎ পুরুষ কর্ত্তৃক গুণ সকলের কার্য্যকলাপ পরিদৃষ্ট হইলে তাহার পরিণামক্রম স্থগিত হইয়া যায়। এ কথার অভিপ্রায় এইরূপ—

যোগী যখন ধর্ম্মমেঘ সমাধি অবলম্বন করিয়া গুণ ও গুণবিকার নিবহের যথার্থ তথ্য প্রত্যক্ষ করেন, তখন আর তাঁহার প্রতি প্রকৃতির কোন প্রয়োজনই থাকে না। তৎপ্রতি প্রকৃতির সকল প্রয়োজনই সমাপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং প্রকৃতি তখন সে সাধককে ভুলাইতে বা প্রলোভিত করিতে পারেন না। কোন ক্রমেই তিনি আর তাঁহাকে আপনার পরিণামক্রম দেখাইতে পারেন না। অর্থাৎ যোগী তখন আত্মজ্যোতিঃ ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে পান না।

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ ॥ ৩৩ ॥

(৩২) কৃতো নিষ্পাদিতো ভোগাপবর্গলক্ষণঃ পুরুষার্থো যৈঃ তে কৃতার্থা গুণাঃ তেষাং পরিণামক্রমঃ সৃষ্টাবানুলোম্যেন প্রলয়ে প্রাতিলোম্যেন চ বক্ষ্যমাণরূপস্তস্য সমাপ্তির্ভবতীতি শেষঃ।

(৩৩) পূর্ব্বোক্তক্রমশব্দার্থমাহ ক্ষণেতি। ক্ষণপ্রতিযোগী ক্রম ইতি স্বরূপনির্দ্দেশঃ। ক্ষণয়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যং ক্রম ইতি তল্লক্ষণম্। ক্ষণৌ প্রতিযোগিনৌ নিরূপকৌ যস্য স ক্ষণপ্রতিযোগী। এবং ক্ষণিকপরিণামক্রমো জ্ঞেয়ঃ। অত্র প্রমাণমাহ পরেতি। হেতুগর্ভিতবিশেষণমিদম্। অয়মর্থঃ—যদি পিণ্ডঘটকপালচূর্ণকণানাং প্রত্যক্ষপরিণামানাং পূর্ব্বান্তশ্চ পিণ্ডঃ অপরান্তঃ কণঃ ইতি পূর্ব্বোত্তরাবধিগ্রহণেন ক্রমো নিশ্চিত্য গ্রাহ্যো ভবতি। পিণ্ডানন্তরঞ্চ ঘট ইতি ক্রমোঽত্র প্রত্যক্ষ এব। ক্বচিচ্চ সুরক্ষিতবস্ত্রাদৌ পুরাতনতাদর্শনেন পূর্ব্বানুমানসূক্ষ্মপরিণামক্রমাঃ

ভাষ্যম্। ক্ষণানন্তর্য্যাত্মা পরিণামস্যাপরান্তেন অবসানেন গৃহ্যতে ক্রমঃ, ন হ্যননুভূতক্রমক্ষণা নবস্য পুরাণতা বস্ত্রস্যান্তে ভবতি, নিত্যেষু চ ক্রমো দৃষ্টঃ, দ্বয়ী চেয়ং নিত্যতা, কূটস্থ-নিত্যতা পরিণামি-নিত্যতা চ, তত্র কূটস্থনিত্যতা পুরুষস্য, পরিণামিনিত্যতা গুণানাং, যস্মিন্ পরিণম্যমানে তত্ত্বং ন বিহন্যতে তন্নিত্যং, উভয়স্য চ তত্ত্বানভিঘাতা-ন্নিত্যত্বং, তত্র গুণধর্ম্মেষু বুদ্ধ্যাদিষু পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমো লব্ধপর্য্যবসানঃ, নিত্যেষু ধর্ম্মিষু গুণেষু অলব্ধপর্য্যবসানঃ, কূটস্থ-নিত্যেষু স্বরূপমাত্রপ্রতিষ্ঠেষু মুক্তপুরুষেষু স্বরূপাস্তিতাক্রমেণৈবা-

টীকা। পরিণামক্রমঃ ক্ষণপ্রতিযোগী—ক্ষণঃ প্রতিসম্বন্ধী যস্য স তথোক্তঃ, ক্ষণপ্রচয়াশ্রয় ইত্যর্থঃ। ন জাতু ক্রমঃ ক্রমবন্তমন্তরেণ শক্যো নিরূপয়িতুং, ন চৈকস্যৈব ক্ষণস্য ক্রমঃ। তস্মাৎ ক্ষণপ্রচয়াশ্রয়ঃ পরিশিষ্যতে, তদিদমাহ—"ক্ষণা-নন্তর্য্যাত্মা" ইতি। পরিণামক্রমে প্রমাণমাহ—"পরিণামস্য" ইতি। নবস্য হি বস্ত্রস্য প্রযত্নসংরক্ষিতস্যাপি চিরেণ পুরাণতা দৃশ্যতে, সোঽয়ং পরিণামস্যাপরান্তঃ—পর্য্যবসানং, তেন হি পরিণামস্য ক্রমঃ। ততঃ প্রাগপি পুরাণতায়াঃ সূক্ষ্মতমসূক্ষ্মতর-সূক্ষ্মস্থূলস্থূলতরত্বাদীনাং পৌর্ব্বাপর্য্যমনুমীয়তে। এতদেব ব্যতিরেকমুখেন দর্শয়তি "ন হি" ইতি। অননুভূতঃ—অপ্রাপ্তঃ ক্রমক্ষণো যয়া সা তথোক্তা। নন্বেষ ক্রমঃ প্রধানস্য ন সম্ভবতি, তস্য নিত্যত্বাদিত্যত আহ—"নিত্যেষু চ" ইতি। বহুবচনেন সর্ব্বনিত্যব্যাপিতাং ক্রমস্য প্রতিজানীতে। তত্র নিত্যানাং প্রকারভেদং দর্শয়িত্বা নিত্যব্যাপিতাং ক্রমস্যোপপাদয়তি—"দ্বয়ী" ইতি। ননু কূটস্থং স্বভাবাদপ্রচ্যুতমস্তু নিত্যং, পরিণামি সদেব স্বরূপাৎ চ্যবমানং কথং নিত্যমিত্যত আহ—"যস্মিন্" ইতি। ধর্ম্মলক্ষণাবস্থানামুদয়ব্যয়ধর্ম্মত্বং, ধর্ম্মিণস্তু তত্ত্বাদবিঘাত এবেতি। অথ কিং পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যতা সর্ব্বক্রমস্য, নেত্যাহ—"তত্র গুণধর্ম্মেষু বুদ্ধ্যাদিষু" ইতি। যতো লব্ধপর্য্যবসানঃ ধর্ম্মাণাং বিনাশাৎ প্রধানস্য তু পরিণামক্রমো ন লব্ধপর্য্যবসানঃ। ননু প্রধানস্য ধর্ম্মরূপেণ পরিণামাদস্তু পরিণামক্রমঃ পুরুষস্য স্বপরিণামিনঃ কুতঃ পরিণামক্রম ইত্যত আহ—"কূটস্থনিত্যেষু" ইতি। তত্র

ক্ষণে ক্ষণে পুরাতনতায়াঃ সূক্ষ্মতম-সূক্ষ্মতর-সূক্ষ্ম-স্থূল-স্থূলতর-স্থূলতমত্বেন জায়মানায়া তেনং জীর্ণা নবত্বানন্তরং সূক্ষ্মতমপুরাতনতা তদনন্তরং সূক্ষ্মতরপুরাণতেতি ক্রমোঽনুমেয়ঃ।

মুভূয়ত ইতি তত্রাপ্যলব্ধপর্য্যবসানঃ শব্দপৃষ্ঠেনাস্তি-ক্রিয়ামুপাদায় কল্পিত ইতি। অথাস্য সংসারস্য স্থিত্যা গত্যা চ গুণেষু বর্ত্তমানস্যাস্তি ক্রমসমাপ্তির্ন বেতি, অবচনীয়মেতৎ, কথং, অস্তি প্রশ্ন একান্তবচনীয়ঃ সর্ব্বো জাতো মরিষ্যতি, ওঁ ভো ইতি। অথ সর্ব্বো মৃত্বা জনিষ্যতে ইতি, বিভজ্য বচনীয়মেতৎ, প্রত্যুদিতখ্যাতিঃ ক্ষীণতৃষ্ণঃ কুশলো ন জনিষ্যতে ইতরস্তু জনিষ্যতে। তথা মনুষ্যজাতিঃ শ্রেয়সী ন বা শ্রেয়সীত্যেবং পরিপৃষ্টে বিভজ্য বচনীয়ঃ প্রশ্নঃ, পশূনুদ্দিশ্য শ্রেয়সী, দেবান্ ঋষীংশ্চাধিকৃত্য নেতি। অয়ন্ত্ববচনীয়ঃ প্রশ্নঃ, সংসারোঽয়মন্তবান্ অথানন্ত ইতি, কুশলস্যাস্তি সংসারক্রমসমাপ্তির্নেতরস্যেতি,

বদ্ধানাং চিত্তাব্যতিবেকাভিমানাত্তৎপরিণামাধ্যাসঃ, মুক্তানাং চাস্তিক্রিয়ামুপাদায়াবাস্তবোঽপি পরিণামো মোহকল্পিতঃ, শব্দস্য পুবঃসরতয়া তৎপৃষ্ঠো বিকল্পোঽস্তি—ক্রিয়ামুপাদত্ত ইতি। গুণেষ্বলব্ধপর্য্যবসানঃ পরিণামক্রম ইত্যুক্তং তদসহমানঃ পৃচ্ছতি—"অথ" ইতি। স্থিত্যেতি মহাপ্রলয়াবস্থায়াং, গত্যেতি সৃষ্টৌ। এতদুক্তং ভবতি—যদ্যানন্ত্যান্ন পরিণামসমাপ্তিঃ সংসারস্য, হন্ত ভোঃ কথং মহাপ্রলয়সময়ে সর্ব্বেষামাত্মনাং সহসা সমুচ্ছিদ্যেত, কথং চ সৃষ্ট্যাদৌ সহসোৎপদ্যেত সংসারঃ। তস্মাদেকৈকস্যাত্মনো মুক্তিক্রমেণ সর্ব্বেষাং বিমোক্ষাদুচ্ছেদঃ সর্ব্বেষাং সংসারক্রমেণেতি প্রধানপরিণামপরিসমাপ্তিঃ। এবং চ প্রধানস্যাপ্যনিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। ন চাপূর্ব্বসত্ত্বপ্রাদুর্ভাব ইষ্যতে যেনানন্ত্যং স্যাৎ, তথা সত্যনাদিত্বব্যাহতেঃ সকলশাস্ত্রার্থভঙ্গপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ। উত্তরমাহ—"অবচনীয়ম্" ইতি। অনুত্তরাৰ্হমেতৎ। একান্তত এব তস্যাবচনীয়তাং দর্শয়িতুমেকান্তবচনীয়ং প্রশ্নং দর্শয়তি—"অস্তি প্রশ্ন" ইতি। সর্ব্বো জাতো মরিষ্যতীতি প্রশ্নঃ। উত্তরম্—"ওঁ ভো" ইতি। সত্যং ভো ইত্যর্থঃ। অবিভজ্য বচনীয়মুক্ত্বা প্রবিভজ্য বচনীয়ং প্রশ্নমাহ—"অথ সর্ব্ব" ইতি, বিভজ্য বচনীয়তামাহ "বিভজ্য" ইতি। বিভজ্যবচনীয়মেব প্রশ্নান্তরং বিস্পষ্টার্থমাহ—"তথা মনুষ্যজাতিঃ" ইতি। অয়ন্তু—অয়ন্ত্ববচনীয় একান্ততঃ—ন হি সামান্যেন কুশলাকুশলপুরুষসংসারস্যান্তবত্ত্বমনন্তবত্ত্বং বা শক্যমেকান্ততো বক্তুং, যথা প্রাণভৃন্মাত্রস্য শ্রেয়স্ত্বমশ্রেয়স্ত্বং বা নৈকান্ততঃ শক্যোঽবধারয়িতুম্। যথা জাতমাত্রস্য মরণমেকান্তঃ। বিভজ্য পুনঃ শক্যাবধারণ-

অন্তত্তরাবধারণেঽদোষঃ, তস্মাদ্ ব্যাকরণীয় এবায়ং প্রশ্ন ইতি॥ ৩৩।
গুণাধিকারক্রমসমাপ্তৌ কৈবল্যমুক্তং, তৎস্বরূপমবধার্য্যতে।

মিত্যাহ—"কুশলস্য" ইতি। অয়মভিসন্ধিঃ—ক্রমেণ মোক্ষে সর্ব্বেষাং মোক্ষাৎ সংসারোচ্ছেদ ইত্যনুমানং, তচ্চাগমসিদ্ধমোক্ষাশ্রয়ম্। তথা চাভ্যুপগতমোক্ষপ্রতিপাদকাগমপ্রমাণভাবঃ কথং তমেবাগমং প্রধানবিকারনিত্যতায়ামপ্রমাণী কুর্য্যাৎ, তস্মাদাগমবাধিতবিষয়ম্ এতদনুমানং, ন প্রমাণম্। শ্রূয়তে হি শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণেষু সর্গপ্রতিসর্গপরম্পরায়া অনাদিত্বমনন্তত্বং চেতি। অপি চ সর্ব্বেষামেবাত্মনাং সংসারস্য ন তাবৎ যুগপদুচ্ছেদঃ সম্ভবী। ন হি পণ্ডিতরূপাণামপ্যনেকজন্মপরম্পরাভ্যাসপরিশ্রমসাধ্যা বিবেকখ্যাতিপ্রতিষ্ঠা কিং পুনঃ প্রাণভৃন্মাত্রস্য, স্থাবরজঙ্গমাদেরেকদাকস্মাৎ ভবিতুমর্হতি। ন চ কারণাযৌগপদ্যে কার্য্যযৌগপদ্যং যুজ্যতে। ক্রমেণ তু বিবেকখ্যাতাবসংখ্যেয়ানাং ক্রমেণ মুক্তৌ ন সংসারোচ্ছেদঃ, অনন্তত্বাৎ জন্তূনামসংখ্যেয়ত্বাদিতি সর্ব্বমবদাতম্॥ ৩৩॥ কৈবল্যরূপাবধারণপরস্য সূত্রস্যাবান্তরসঙ্গতিমাহ—'গুণাধিকার" ইতি। সূং—"পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি"॥

তাৎপর্য্যার্থ—সূক্ষ্মতম কালের নাম ক্ষণ। তাহার পরে যে তৎসদৃশ অন্য এক সূক্ষ্ম কাল আইসে, সেই সূক্ষ্মকাল তাহার প্রতিযোগী অর্থাৎ নিরূপক। তদ্রূপ ক্ষণপরম্পরায় পরিণাম ও পরিণামী অনুভূত হওয়ায় তৎসমুদায়ের সঙ্কলন বুদ্ধিতে স্থিরীকৃত হয়। পরে সেই বুদ্ধির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ক্রমপরিপাটী জানা যায়। কথাগুলির মর্ম্মার্থ এই—

প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তুমাত্রেই যে ক্ষণপরিণামী,—প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তুমাত্রেই যে প্রতিক্ষণেই অল্প কিছু পরিণত বা অবস্থান্তরিত হয়,—সুরক্ষিত বস্ত্রাদির জীর্ণতা দেখিলেই তাহা সপ্রমাণ হইবে। সূক্ষ্মতর কালবিশেষের প্রতিযোগী অর্থাৎ নিরূপক তদপেক্ষা স্থূল কাল। অভিপ্রায় এই যে; এক ক্ষণের পর অন্য ক্ষণ,—এতদ্রূপ ক্রমেই কালের স্থূলতা ও অনুভবগম্যতা সিদ্ধ হয়। অতএব এক ক্ষণের পর আর এক ক্ষণ, এবংক্রমে অসংখ্য ক্ষণ অতীত হইলে যেমন সেই সমষ্টিভূত কালটী অনুভবযোগ্য হয়, তেমনি, সেই অসংখ্য ক্ষণের প্রত্যেক ক্ষণে দ্রব্যেরও স্বল্প অল্প পরিণাম হইয়াছিল,—ইহাও অনুমিত বা স্থিরীকৃত

হয়। কুশূলস্থিত ধান্যকে ১০ বৎসর পরে হস্তমর্দ্দিত করিলে তাহা সহজে চূর্ণ হইয়া যায়। সেই চূর্ণনযোগ্য-পরিণামটী এক ক্ষণে অথবা এক দিনে হয় নাই, উল্লিখিত ১০ বৎসরেই হইয়াছে। অতএব, সেই ১০ বৎসরকে বিভাগ করিয়া ক্ষণ কর এবং তাদৃশ পরিণামকেও কল্পনার দ্বারা বিভাগ করিয়া তাহার সূক্ষ্মতা বা অল্পতা অনুমান কর। ঐরূপ করিলেই প্রত্যেক প্রাকৃতিক দ্রব্যের ক্ষণপরিণামিতা অনুভবগম্য হইবে। এক্ষণে কৈবল্য কি? ও তাহা কখন্ হয়? তাহা বলা যাইতেছে।

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং
স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যম্। কৃতভোগাপবর্গাণাং পুরুষার্থশূন্যানাং যঃ প্রতিপ্রসবঃ কার্য্যকারণাত্মনাং গুণানাং তৎ কৈবল্যং, স্বরূপপ্রতিষ্ঠা পুনর্বুদ্ধিসত্ত্বানভিসম্বন্ধাৎ পুরুষস্য চিতিশক্তিরেব কেবলা, তস্যাঃ সদা তথৈবাবস্থানং কৈবল্যমিতি ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীপাতঞ্জলে যোগশাস্ত্রে সাংখ্যপ্রবচনে
কৈবল্যপাদশ্চতুর্থঃ।

টীকা। কৃতকরণীয়তয়া পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং যঃ প্রতিপ্রসবঃ—স্বকারণে প্রধানে লয়ঃ, তেষাং কার্য্যকারণাত্মকানাং গুণানাং ব্যুত্থানসমাধিনিরোধসংস্কারা মনসি লীয়ন্তে, মনোঽস্মিতায়াম্, অস্মিতা লিঙ্গে, লিঙ্গমলিঙ্গ ইতি, যোঽয়ং গুণানাং কার্য্যকারণাত্মকানাং প্রতিসর্গঃ তৎ কৈবল্যং—যং কং চিৎ পুরুষং প্রতি প্রধানস্য মোক্ষঃ। স্বরূপপ্রতিষ্ঠা পুরুষস্য বা মোক্ষ ইত্যাহ—"স্বরূপপ্রতিষ্ঠা" ইতি। অস্তি হি মহাপ্রলয়েঽপি স্বরূপপ্রতিষ্ঠা চিতিশক্তিঃ, নচাসৌ মোক্ষ ইত্যত আহ—"পুনঃ" ইতি। সৌত্র ইতি—শব্দঃ শাস্ত্রপরিসমাপ্তৌ ॥ ৩৪ ॥ •

---

(৩৪) পুরুষার্থশূন্যানাং সমাপ্তভোগাপবর্গার্থানাং গুণানাং যঃ প্রতিপ্রসবঃ প্রতিলোমপরিণামস্তস্য সমাপ্তৌ বিকারানুদ্ভবঃ। যদি বা চিতিশক্তের্বৃত্তিসারূপ্যানিবৃত্তৌ স্বরূপপ্রতিষ্ঠা স্বরূপমাত্রেণাবস্থানং বুদ্ধ্যানর্থেনাত্যন্তিকবিয়োগ ইতি যাবৎ তৎ কৈবল্যমিত্যুচ্যতে। অত্রায়ং ক্রমঃ—ব্যুত্থানসমাধিপরবৈরাগ্যসংস্কারা মনসি লীয়ন্তে। মনশ্চাস্মিতায়াম্। সা চ মহতি। তচ্চ গুণেষ্বিতি। সূত্রে ইতিশব্দঃ শাস্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ ॥

ইতি শ্রীকালীবরবেদান্তবাগীশকৃতপাতঞ্জলসূত্রবৃত্তিঃ সমাপ্তা।

মুক্ত্যর্হচিত্তং পরলোকমেয়ক্তসিদ্ধয়ো ধর্ম্মঘনঃ সমাধিঃ।
দ্বয়ী চ মুক্তিঃ প্রতিপাদিতাস্মিন্ পাদে প্রসঙ্গাদপি চান্যদুক্তম্ ॥ ১ ॥
নিদানং তাপানামুদিতমথ তাপাশ্চ কথিতাঃ।
সহাঙ্গৈরষ্টাভির্বিহিতমিহ যোগদ্বয়মপি।
কৃতো মুক্তেরধ্বা গুণপুরুষভেদঃ স্ফুটতরঃ।
বিবিক্তং কৈবল্যং পরিগলিততাপা চিতিরসৌ ॥ ২ ॥
ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতায়াং পাতঞ্জলভাষ্যব্যাখ্যায়াং
(তত্ত্ববৈশারদ্যাং) কৈবল্যপাদশ্চতুর্থঃ সমাপ্তঃ ॥
গ্রন্থশ্চায়ং সমাপ্তঃ ॥
ওঁ তৎ সৎ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—গুণ অর্থাৎ প্রকৃতি দেবী যখন পুরুষার্থত্যাগিনী হন—অর্থাৎ যখন তিনি আর পুরুষের বা আত্মার সন্নিধানে মহৎ ও অহঙ্কারাদিরূপে পরিণতা হন না—পুরুষকে বা চিৎস্বরূপ আত্মাকে কোনপ্রকার আত্মবিকৃতি দেখাইতে পারেন না—পুরুষ যখন কেবল অর্থাৎ নির্গুণ হন। আরও বিশদ কথা—যখন আর প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিকার আত্মচৈতন্যে প্রদীপ্ত হয় না—আত্মাতে যখন কোনপ্রকার প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক দ্রব্য প্রতিবিম্বিত না হয়—আত্মা যখন চৈতন্যমাত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, বিকার দর্শন হয় না; ঐরূপে নির্ব্বিকার বা কেবল হওয়াকেই কৈবল্য ও মোক্ষ বলে।

পরিশিষ্টঃ।

যোগশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ ছিল এবং এখনও আছে। তন্মধ্যে পতঞ্জলির গ্রন্থখানি যুক্তিপূর্ণ বলিয়া উত্তম; সেই জন্যই আমি তাহার যথামতি অনুবাদ করিলাম। যাঁহারা যোগশাস্ত্র-সম্বন্ধী গ্রন্থের অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের জন্য নিম্নে একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

যোগভাস্কর (১), সাঙ্খ্যযোগসার (২), যোগচিন্তামণি (৩), পারমেশ্বর তন্ত্র (৪), শিবযোগ (৫), হঠদীপিকা (৬), ঈশ্বরপ্রোক্ত (৭), যোগবীজ (৮), দত্তাত্রেয়সংহিতা (৯), হঠযোগ (১০), ভ্রগুসংহিতা (১১), পাতঞ্জলসূত্র (১২) যোগিযাজ্ঞবল্কীয় (১৩), বাশিষ্ঠযোগ (১৪), গোরক্ষসংহিতা (১৫), পবনযোগ সংগ্রহ (১৬), যোগসার (১৭), অমৃতসিদ্ধি (১৮), জৈগীষব্য-সংহিতা (১৯), ব্যাসোক্ত-যোগযুক্তি (২০), বায়ুসংহিতা (২১), লক্ষ্মীযোগ-পরায়ণ (২২), যাজ্ঞবল্ক্যগীতা (২৩), আত্মগীতা (২৪), যোগরসায়ন (২৫)। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক পুরাণে ও উপপুরাণে যোগসম্বন্ধে উপদেশ আছে। এই সকল গ্রন্থে যোগসংক্রান্ত অনেক গুহ্য কথা আছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই শাস্ত্রের কার্য্যোপদেষ্টা গুরু এক্ষণে অতীব বিরল।

অধিকারিভেদে সিদ্ধিলাভের কালের তারতম্য।

যোগী হওয়া বা যোগে সিদ্ধি লাভ করা, অনেকটা শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। শরীর ও মন সকলের সমান নহে। অর্থাৎ যোগ-যোগ্য-শক্তিসম্পন্ন নহে। সেই কারণে সকলে ইচ্ছাসত্ত্বেও যোগী হইতে পারেন না। ফল, যোগারূঢ় হইলে তাহা এককালে নিস্ফল হইবার নহে। দৈহিক ও আন্তরিক ক্ষমতা অনুসারে কেহ বা অল্পকালে, কেহ বা অধিক কালে, কেহ বা অতি দীর্ঘ-কালে যোগফল দেখিতে পান। এই সত্যটী মহাযোগী পতঞ্জলি স্বকৃত যোগসূত্রে মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র শব্দের দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মৃদু অধিকারী দীর্ঘকালে, মধ্যমাধিকারী তদপেক্ষা অল্পকালে, এবং অধিমাত্র বা উত্তমাধিকারী অতি অল্প কালে সমস্ত যোগাধিকার আয়ত্ত করিতে পারেন। অমৃতসিদ্ধিনামক গ্রন্থে এই বিষয়টী অতি পরিষ্কাররূপে বুঝান আছে। যথা—

"ব্যাধিতা দুর্ব্বলা বৃদ্ধা নিঃসত্ত্বা গৃহবাসিনঃ।
মন্দোৎসাহা মন্দবীর্য্যা জ্ঞাতব্যা মৃদবো নরাঃ॥
এষাং দ্বাদশভির্বর্ষৈ-রেকাবস্থা ন সিদ্ধ্যতি।
নাতিপ্রৌঢ়াঃ সমাভ্যাসাঃ সবীর্য্যাঃ সমবুদ্ধয়ঃ॥
মধ্যস্থা যোগমার্গেষু তথা মধ্যমযোগতঃ।
মধ্যোৎসাহা মধ্যরাগা জ্ঞাতব্যা মধ্যবিক্রমাঃ॥
অষ্টভির্বর্ষকৈরেষা-মেকাবস্থা প্রসিধ্যতি।
বীর্য্যবন্তঃ ক্ষমাবন্তো মহোৎসাহা মহাশয়াঃ॥
স্বস্থানসংস্থিতাঃ স্বস্থা ভবেয়ুঃ স্থিরবুদ্ধয়ঃ।
সাক্ষরাশ্চ সদাভ্যাসাঃ সদসৎকারসংযুতাঃ॥
জ্ঞাতব্যাঃ পুণ্যকর্ম্মাণো হ্যধিমাত্রা হি যোগিনঃ।
একাবস্থাধিমাত্রাণাং ষড়্ভির্বর্ষৈঃ প্রসিধ্যতি॥
মহাবলা মহাকায়া মহাবীর্য্যা মহাগুণাঃ।
মহোৎসাহা মহাশান্তা মহাকারুণিকা নরাঃ॥
সর্ব্বশাস্ত্রকৃতাভ্যাসাঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতাঃ।
সর্ব্বাঙ্গসদৃশাকারাঃ সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতাঃ॥
রূপযৌবনসম্পন্না নির্ব্বিকারা নরোত্তমাঃ।
নির্ম্মলাশ্চ নিরাতঙ্কা নির্বিঘ্নাশ্চ নিরাকুলাঃ॥
জন্মান্তরকৃতাভ্যাসা গোত্রবন্তো মহাশয়াঃ।
তারয়ন্তি চ সত্ত্বানি তরন্তি স্বয়মেব চ॥
অধিমাত্রতয়া সত্ত্বা জ্ঞাতব্যাঃ সর্ব্বলক্ষণাঃ।
ত্রিভিঃ সংবৎসরৈরেষামেকাবস্থা প্রসিধ্যতি॥

যাহারা সদাসর্ব্বদা ব্যাধি-গ্রস্ত হয়, যাহারা বৃদ্ধ হইয়াছে, যুবাকালেও যাহারা দুর্ব্বল, যাহাদের সত্ত্ব অল্প অর্থাৎ ক্লেশ সহ্য করিবার শক্তি নাই বা অল্প, কিংবা যাহাদের মানসিক তেজ নাই, যাহারা গৃহবাসী অর্থাৎ যাহারা গৃহ ছাড়িয়া :

পুণ্যস্থানে থাকিতে পারে না,—যাহারা স্নেহমমতাদিতে বিজড়িত,—যাহাদের উৎসাহ অল্প, যাহারা ক্লীবতুল্য নিরুৎসাহী—তাহারা যোগ-সম্পত্তির মৃদু অধিকারী। এরূপ মনুষ্য সম্পূর্ণ দ্বাদশ বৎসরেও কোন একটি যোগাবস্থা লাভ করিতে পারে কি না সন্দেহ।

যাহারা অতিপ্রৌঢ় নহে, যাহারা নিয়মিতরূপে যোগাভ্যাস করে, যাহাদের বীর্য্য (উৎসাহ বা অধ্যবসায়) আছে, যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি সমান (অর্থাৎ তীব্রও নহে, মৃদুও নহে, পরিষ্কার নহে, মলিন নহে) যাহারা যোগ-পথের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত অধিকার করিতে পারিয়াছে, যাহাদের উৎসাহ মধ্যম, যাহাদের রাগ অর্থাৎ সংসারাসক্তি অধিক নহে,—এরূপ ব্যক্তিরাই মধ্যমাধিকারী। এরূপ মধ্যমাধিকারী ব্যক্তি ৮ বৎসর পরিশ্রম করিলে যোগের একতম অবস্থা আয়ত্ত বা সিদ্ধ করিতে পারে।

যাহারা বীর্য্যবান্ (অর্থাৎ যাহাদের শারীরিক মানসিক বল বা দৃঢ়তা অধিক), যাহাদের শক্তিসম্পন্ন উৎকট উৎসাহ আছে, যাহারা ক্ষমাশীল, যাহাদের আশয় অর্থাৎ মনের অভিপ্রায় অতি পবিত্র ও অতি মহান্, যাহারা একস্থানে নিশ্চল বা সুস্থির থাকিতে পারে, যাহাদেব দেহ আরোগী ও মনও সুস্থ, যাহারা স্থিরবুদ্ধি, যাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান আছে,যাহারা সদা সর্ব্বদা শাস্ত্রাভ্যাসে রত, যাহাদের শাস্ত্রের ও শাস্ত্রোক্ত ফলের প্রতি আদর, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে,—এরূপ পুণ্যশীল ব্যক্তিকে অধিমাত্র অধিকারী বলিয়া জানিবে। এই অধিমাত্র অধিকারী ছয় বৎসরের মধ্যে কোন এক সিদ্ধি-অবস্থা লাভ করিতে পারে।

যাঁহাদের প্রভূত বল আছে, যাঁহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুদৃঢ়, যাঁহাদের মানসিক অধ্যবসায় অতি তীক্ষ্ণ বা তীব্র, যাঁহাদের গুণগ্রাম অতিপ্রবল, যাঁহাদের উৎসাহ অত্যন্ত অধিক, যাঁহারা অত্যন্ত শান্ত, যাঁহাদের করুণা বা উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সার্ব্বভৌমিক অর্থাৎ সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় সুস্থির থাকে, যাঁহারা প্রতিক্ষণেই স্বীয় শুভেচ্ছাকে "সকলের শুভ হউক" এতদ্রূপে উদ্বোধিত করিয়া থাকেন, যাঁহারা সমুদয় যোগশাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছেন, যাঁহারা লক্ষণসম্পন্ন, যাঁহারা সমাঙ্গ অর্থাৎ যোগাসনাদির উপযুক্ত আকার-সম্পন্ন যাঁহাদের কোনপ্রকার ব্যাধি নাই, কিছুতেই যাঁহাদের চিত্ত বিকৃত হয় না, রূপ আছে ও যৌবনও আছে, যাঁহাদের অন্তরে ও বাহিরে কোনরূপ মালিন্য নাই (সরল ও সুস্বভাব), কিছুতেই যাঁহারা ভীত হন না,

বাধাবিঘ্ন যাঁহাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না, কিছুতেই যাঁহারা ব্যাকুল হন না, যাঁহারা যোগীর কুলে, বিদ্বানের বা সিদ্ধপুরুষের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন,—বুঝিতে হইবে, তাঁদৃশ মহাশয় ব্যক্তিরাই পূর্ব্বজন্মে যোগী ছিলেন, যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন, ইহজন্মে তাঁহারাই অধিমাত্রতর অধিকারী হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। এরূপ অধিমাত্রতর অধিকাবী ৩ বৎসরের মধ্যেই নিশ্চিত কোন এক যোগাবস্থা লাভ করিতে পারেন, এবং এই মহাপুরুষেরাই অন্যকে, ও আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ।

যোগাভ্যাসের উপযুক্ত স্থানাদি।

গৃহে থাকিয়া প্রথমতঃ গুরুর নিকট যোগসংক্রান্ত-উপদেশ গ্রহণ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান করিতেও শিখিবে। পাতঞ্জল দর্শনের সাধনপাদে যে সকল সদ্‌গুণের উল্লেখ আছে, সেই সকল সদ্‌গুণ ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করিবে। যখন দেখিবে, শরীর ও মন প্রায় নির্দ্দোষ হইয়াছে, অনুষ্ঠেয় সকল আযত্ত হইয়াছে, তখন গৃহপরিত্যাগ করিয়া কোন এক শুভস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি অভ্যাসে নিযুক্ত হইবে। এই বিধিটী বাশিষ্টযোগ ও যাজ্ঞবল্কীয় যোগসংহিতা,—এই দুই গ্রন্থে বিস্পষ্ট বিধানে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"কৃতবিদ্যো জিতক্রোধঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।
গুরুশুশ্রূষণরতঃ পিতৃমাতৃপরায়ণঃ॥
স্বাশ্রমস্থঃ সদাচারো বিদ্বদ্ভিশ্চ সুশিক্ষিতঃ।
যমাদিগুণসম্পন্নঃ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
শুভদেশং ততো গত্বা ফলমূলোদকান্বিতম্।
তত্রস্থে চ শুচৌ দেশে নদ্যাং বা কাননেঽপি বা॥
সুশোভনং মঠং কৃত্বা সর্ব্বরক্ষাসমন্বিতম্।
ত্রিকালস্নানসংযুক্তঃ শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ॥
মন্ত্রন্যস্ততনুর্ধীরঃ সিতভস্মধরঃ সদা।
মৃদ্বাসনোপরি কুশান্ সমাস্তীর্য্য তথাজিনম্॥
ইষ্টদেবং গুরুং নত্বা তত আরুহ্য চাসনম্।
উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বা জিতাসনগতঃ স্বয়ম্॥

সমগ্রীবশিরঃকায়ঃ সংযতাস্যঃ সুনিশ্চলঃ।
নাসাগ্রদৃক্ সমাসীনো যথোক্তং যোগমভ্যসেৎ ॥"

প্রথমে বিদ্যাভ্যাস, অনন্তর ক্রোধজয়, তৎসঙ্গে সত্যনিষ্ঠ হওয়া, তৎসঙ্গে গুরুসেবায় রত হওয়া ও পিতা মাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করা অতীব কর্ত্তব্য। (শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে গুরুসেবায় ও পিতৃমাতৃসেবায় রত থাকিলে ভক্তিবৃত্তি প্রবলা ও দৃঢ়া হয়, তদ্দ্বারা যোগশিক্ষার বিশেষ উপকার হয়)। এই সময়ে গৃহাশ্রমে থাকিবেক এবং সদাচারপরায়ণ হইবেক। আচারনিষ্ঠ থাকিয়া জ্ঞানীর কিংবা যোগীর নিকট সুশিক্ষিত হইবেক। যোগের উপকারক যমনিয়মাদি গুণ সকল আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য এবং সংসারাসক্তি ও লোকসঙ্গ পরিত্যাগ করা বিধেয়। ইহার কিছুকাল পরে কোন এক ফলমূলাদিসম্পন্ন সুভিক্ষ ও নিরুপদ্রব স্থানে গমন করা আবশ্যক। পরে তত্রস্থ কোন এক শুচি বা পবিত্র স্থানে অথবা নদীসমীপস্থ বা অবণ্যান্তর্গত মনোরম প্রদেশে, মনতৃপ্তিকর মঠ (বাস-কুটির) প্রস্তুত করিবেক। তাদৃশ স্থানে অবস্থান করত ত্রিকালস্নায়ী, শুচিস্বভাব, একচিত্ত, ধীরপ্রকৃতি ও শ্বেতভস্মধারী ও যোগাসনোপবিষ্ট হইয়া যোগাভ্যাস করিবেক। কুশ কিংবা মৃগচর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া তদুপরি কোন এক আসন বদ্ধ করিয়া (সিদ্ধাসন অথবা পদ্মাসন) উপবিষ্ট হইবেক। প্রথমে ইষ্ট দেবতাকে ও গুরুকে প্রণাম করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে কিংবা উত্তরাভিমুখে সমগ্রীবশিরঃকায় হইয়া (গ্রীবা, মস্তক ও দেহযষ্টি ঠিক সমান রাখিতে হইবে, যেন নত আনত অথবা তির্যক্-নত অর্থাৎ বক্র না হয়) আস্য সংবৃত (মুখ আবৃত না থাকে) এবং শরীর নিশ্চল রাখিবেক। দৃষ্টি যেন মনের সহিত নাসাগ্রে বদ্ধ থাকে। এরূপ ভাবে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম, ধ্যান ও ধারণাদি অভ্যাস করিবেক।

যোগচিন্তামণি গ্রন্থের বিধান-অনুসারে অগ্রে কোমল কুশ, তদুপরি মৃগচর্ম্ম, তাহার উপর বস্ত্র আচ্ছাদন,—এতদ্রূপ আসনে উপবিষ্ট হইয়া যোগাভ্যাস করা উচিত।

অন্য এক যোগী বলেন, যোগ সাধনার জন্ম নদীতীর, কানন, কি পর্ব্বতগুহা আশ্রয় করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। মনের অনুকূল নিরুপদ্রব স্থান পাইলেই তথায় থাকিয়া যোগাভ্যাস করা যাইতে পারে। "রাত্রিশেষে

নিশীথে বা সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি" ইত্যাদিপ্রকার উপদেশবাক্য থাকায় প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল প্রাণায়ামের এবং রাত্রিশেষ ও মধ্যরাত্র ধ্যানের অত্যুত্তম কাল বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। বস্তুতঃ ঐরূপ সময়েই মনের প্রসন্নতা ও শারীরিক সুস্থতা অধিক পরিমাণে থাকে। এ সম্বন্ধে ঘেরণ্ডসংহিতা গ্রন্থে কিছু বিশেষ বিধান দৃষ্ট হয়। যথা—

আদৌ স্থানং ততঃ কালো-মিতাহারস্ততঃ পরম্।
নাড়ীশুদ্ধিঞ্চ তৎপশ্চাৎ তস্মাত্রীণি বিবর্জয়েৎ॥
দূরদেশে তথারণ্যে রাজধানৌ জনান্তিকে।
যোগারম্ভং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ সিদ্ধিহা ভবেৎ॥
অবিশ্বাসং দূরদেশে হ্যরণ্যে ভক্ষ্যবর্জিতম্।
লোকারণ্যে প্রকাশশ্চ তস্মাত্রীণি বিবর্জয়েৎ॥
সুদেশে ধার্ম্মিকে রাজ্যে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে।
তত্রৈকং কুটীরং কৃত্বা প্রাচীরৈঃ পরিবেষ্টয়েৎ॥
নাত্যুচ্চৈর্নাতিহ্রস্বঞ্চ কুটীরং কীটবর্জিতম্।
সম্যগ্‌গোময়লিপ্তঞ্চ কুড্যরন্ধ্রবিবর্জিতম্॥
এবং স্থানেষু গুপ্তেষু যোগাভ্যাসং সমাচরেৎ।
হেমন্তে শিশিরে গ্রীষ্মে বর্ষায়াঞ্চ ঋতৌ তথা॥
যোগারম্ভং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ যোগহা ভবেৎ॥"

প্রথমে স্থান, তৎপরে কাল, অনন্তর মিতাহার, সর্ব্বশেষে নাড়ীশুদ্ধি ও প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে হয়। সেই জন্য পশ্চাদুক্ত স্থানত্রয় অবশ্য ত্যাজ্য। যোগাভ্যাসসংক্রান্ত নিষিদ্ধ স্থানগুলি প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন।—দূরদেশ অর্থাৎ গুরুর বসতিস্থান হইতে দূর। অরণ্য অর্থাৎ ভক্ষ্যবিহীন স্থান। রাজধানী ও জনতাপূর্ণ স্থান। এমন সকল স্থানে থাকিয়া যোগাভ্যাস করা বিধেয় নহে। করিলে সিদ্ধি দূরে থাকুক, বিঘ্ন ঘটিতে পারে। দূরদেশে যোগশিক্ষা আরম্ভ করিলে অবিশ্বাস (সংশয়) জন্মিতে পারে। অরণ্যে গিয়া যোগারম্ভ করিলে ভক্ষ্য অভাবে বিঘ্ন হইতে পারে। জনতাপূর্ণ স্থানে যোগারম্ভ

করিলে প্রকাশ হইতে পারে, প্রকাশ হইলে বিবিধ বিঘ্ন জন্মিতে পারে। সুতরাং ঐ ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া কোন এক মনোরম প্রদেশে, ধার্ম্মিক রাজ্যে, সুভিক্ষ অর্থাৎ যে স্থানে সহজে ভক্ষ্য লাভ হয় অথচ কোন উপদ্রব-সম্ভাবনা নাই, এরূপ স্থানে গিয়া প্রাচীরবেষ্টিত মধ্যমাকার একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিবেক। সে স্থান পরিষ্কৃত ও গোময়লিপ্ত থাকিবেক এবং তাহার দেওয়ালে অথবা বেড়ায় ছিদ্র থাকিবেক না। তদ্রূপ গুপ্তস্থানে থাকিয়া, যোগাভ্যাস করিলে শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করা যায়। হেমন্ত, শিশির, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে যোগারম্ভ করা বিধেয় নহে। তাহার কারণ এই যে, ঐ সকল ঋতুতে যোগারম্ভ করিলে রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

প্রাণায়াম-শিক্ষার্থীর প্রতি উপদেশ।

মূলগ্রন্থে প্রাণায়াম বা প্রাণ-শিল্পটী বুঝান হইয়াছে। এক্ষণে তৎসংক্রান্ত আরও কতিপয় কথা বলা আবশ্যক বিবেচনায় এই অংশ লিখিত হইল।

"ক্রমেণ সেব্যমানোঽসৌ নয়তে যত্র চেচ্ছতি।
প্রাণায়ামেন সিদ্ধেন সর্ব্বব্যাধিক্ষয়ো ভবেৎ॥
অযুক্তাভ্যাসযোগেন সর্ব্বব্যাধিসমুদ্ভবঃ।
হিক্কা শ্বাসশ্চ কাসশ্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদনাঃ।
ভবন্তি বিবিধা রোগাঃ পবনস্য ব্যতিক্রমাৎ॥"

অর্থ এই যে, গুরুসন্নিধানে থাকিয়া শাস্ত্রবিধান অবলম্বনপূর্ব্বক সাবধানতার সহিত অল্পে অল্পে প্রাণায়াম শিক্ষা করিলে ক্রমে তাহা অভ্যস্ত হয়। তখন যথা ইচ্ছা তথায় থাকিয়া প্রাণ পরিচালন করা যাইতে পারে। প্রাণায়াম সুসিদ্ধ হইলে কোন ব্যাধিই থাকে না। কিন্তু অযথা বা অনিয়মে অভ্যাস করিতে গেলে সকলপ্রকার রোগ হয়। বায়ুর ব্যতিক্রম হইলে হিক্কা, শ্বাস, কাস, শিরঃপীড়া, কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ এবং অন্যান্য উৎকট রোগ হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন।

"সুযুক্তঞ্চ ত্যজেদ্ বায়ুং সুযুক্তং পূরয়েৎ সুধীঃ।
যুক্তং যুক্তঞ্চ বধ্নীয়াদিত্থং সিধ্যতি যোগবিৎ॥
হঠান্নিরুদ্ধঃ প্রাণোঽয়ং রোমকূপেষু নিঃসরেৎ।
দেহং বিদারয়ত্যেষ কুষ্ঠাদীন্ জনয়ত্যপি॥

ততঃ প্রত্যাপিতব্যোঽসৌ ক্রমেণারণ্যহস্তিবৎ।
বন্যো গজো গজারির্বা ক্রমেণ বশ্যতামিয়াৎ॥"

ত্যাগের সময় অর্থাৎ রেচক কালে, উপযুক্তরূপে বায়ু পরিত্যাগ করিবেক। পূরকের সময় উপযুক্তরূপে পূরণ করিবেক। কুম্ভক-কালেও উপযুক্তরূপে কুম্ভক অর্থাৎ প্রবিষ্ট বায়ুর বেগ ধারণ করিবেক। ক্রমে ও উপযুক্তরূপে প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে পারিলেই তাহা আয়ত্ত ও অপীড়ক হয়, অন্যথা অনিষ্টঘটনা করে। প্রাণবায়ু যদি হঠাৎ আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই বদ্ধ বায়ু রোমকূপ দিয়া নিঃসৃত ও তদ্দ্বারা দেহ বিদীর্ণ হইতে পারে। অতএব আরণ্য হস্তীর ন্যায় উহাকে ক্রমে বশীভূত করা কর্ত্তব্য। বন্যহস্তী ও সিংহ যেমন ক্রমে ক্রমে মৃদু ও বশ্য হয়, প্রাণবায়ুও তেমনি ক্রমে বশ্য হয়। একেবারে হয় না। শ্লোকোক্ত যুক্ত শব্দের অর্থ কি? কিরূপ করিলে উপযুক্ত পরিত্যাগ হয়? কিরূপ করিলে উপযুক্ত আকর্ষণ ও উপযুক্ত বিধারণ হয়? তাহাও অন্য একটী শ্লোকের দ্বারা কথিত হইয়াছে। যথা;—

"ন প্রাণং নাপ্যপানং বা বেগৈর্ব্বায়ুং সমুৎসৃজেৎ।
যেন শক্তূন্ করস্থাংশ্চ শ্বাসবেগৈর্ন চালয়েৎ॥
শনৈর্নাসাপুটে বায়ুমুৎসৃজেন্ন তু বেগতঃ।
ন কম্পয়েচ্ছরীরন্তু স যোগী পরমো মতঃ॥"

কি প্রাণবায়ু, কি অপানবায়ু, সবেগে পরিত্যাগ করিবেক না। এরূপ অল্প-বেগে শ্বাসবায়ু পরিত্যাগ করিতে হইবে যে, হস্তস্থিত শক্তু (ছাতু) যেন শ্বাস-বেগে উড়িয়া না যায়। শ্বাসের অর্থাৎ বায়ুর আকর্ষণ ও প্রপূরিত বায়ুর পরিত্যাগ, উভয়ই ধীরে ধীরে সম্পন্ন করিবেক, বেগপূর্ব্বক করিবেক না। কুম্ভকের সময়, কি রেচকের সময়, কি পূরকের সময়, কোনও সময়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কম্পিত করিবেক না।

নিশ্বসিত বায়ু কি পরিমাণে বাহিরে আসা স্বাভাবিক, তাহা জানা আবশ্যক। বায়ুর বহির্গতির স্বাভাবিক পরিমাণ জানা না থাকিলে, তাহাকে প্রাণায়াম দ্বারা কি পরিমাণে সংক্ষিপ্ত করিতে হইবে, তাহা নির্ণীত হইবে না। নিতান্ত অস্বাভাবিক করিয়া তুলিলে যোগ দূরে থাকুক, প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা।

এজন্য প্রাণবায়ুর বহিরাগতির স্বাভাবিক পরিমাণ বিজ্ঞাত হইয়া, পশ্চাৎ প্রাণসংযমে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে পবনবীজ স্বরোদয় গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

"দেহাদ্বিনির্গতো বায়ুঃ স্বভাবাদ্দ্বাদশাঙ্গুলিঃ।
গমনে ষোড়শাঙ্গুল্যো ভোজনে বিংশতিস্তথা॥
চতুর্বিংশাঙ্গুলিঃ পান্থে নিদ্রায়াং ত্রিংশদঙ্গুলিঃ।
মৈথুনে ষট্‌ত্রিংশদুক্তং ব্যায়ামে চ ততোঽধিকম্॥
স্বভাবেঽস্য গতৌ মূলে পরমায়ুঃ প্রবর্দ্ধতে।
আয়ুঃক্ষয়োঽধিকে প্রোক্তো মারুতে চান্তরোদ্গতে॥"

প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া ১২ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বাহিরে যাওয়াই স্বাভাবিক। গমনকালে ১৬ অঙ্গুলি, ভোজনের সময় ২০, সবেগ গমনের সময় অর্থাৎ দৌড়াইয়া গেলে ২৪, নিদ্রাকালে ৩০, স্ত্রীসংসর্গকালে ৩৬ এবং ব্যায়ামকালে তদপেক্ষাও অধিক পরিমাণে বহির্গত হইয়া থাকে। যে যোগী প্রাণসাধনার দ্বারা উহার বহির্গতি স্বভাবস্থ রাখিতে পারেন, সেই যোগীরই পরমায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রাণবায়ুর বহির্গতি যদি অস্বাভাবিক হয়, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক হয়, তাহা হইলে নিশ্চিত তাহার আয়ুঃক্ষয় হয়, ইহা যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ফলিতার্থ, প্রাণায়াম-শিক্ষার্থী প্রথম যোগী প্রাণের তদ্রূপ স্বাভাবিক বহির্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রাণসাধনা করিবেন। প্রাণসাধনা অর্থাৎ প্রাণায়াম। তাঁহারা যখন কুম্ভকের পর রেচক অনুষ্ঠান করিবেন অর্থাৎ অকৃষ্যমাণ বাহ্যবায়ুকে পরিত্যাগ করিবেন, তখন যেন তাঁহারা অধিক সাবধান হন।

আহার।

যোগাভ্যাসকালে যোগশাস্ত্রোক্ত আহার-নিয়ম অবলম্বন করা অতীব কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে আহারের দোষে অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে। কিরূপ আহার করা উচিত, তাহা বলা যাইতেছে।—

যোগাভ্যাসকালে হিত, মিত ও মেধ্য অর্থাৎ পবিত্র দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য। হিত অর্থাৎ সুপথ্য। যাহা ভোজন করিলে ব্যাধি হয় না, তাদৃশ

আহারের নাম "পথ্যাহার"। যে পরিমিত ভোজন করিলে শরীর ও মন প্রসন্ন থাকে, কোনপ্রকার গ্লানিযুক্ত হয় না, তাদৃশ আহারের নাম "মিতাহার"। যে দ্রব্য ভক্ষণ করিলে মনের সত্ত্বগুণ ও ইন্দ্রিয়ের প্রকাশশক্তি বাড়ে, সেই দ্রব্যই "মেধ্য"। এই ত্রিবিধ আহারের মধ্যে "মিতাহার" সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। মিতাহার করিবে না, অথচ যোগ করিবে, সেরূপ হইলে কোন একটী সামান্য যোগও সিদ্ধ হইবে না, প্রত্যুত বিবিধ ব্যাধি আসিয়া আশ্রয় করিবেক। যোগশিক্ষার সময় কোন্ দ্রব্য ভক্ষণ করিবেক এবং কোন দ্রব্যই বা বর্জ্জন করিবেক, তাহা ঘেরণ্ডসংহিতা ও শিবসংহিতা প্রভৃতি বিবিধ যোগগ্রন্থে লিখিত আছে। যাহা লিখিত আছে, তাহার কিয়দংশ এই।—

"শাল্যন্নং যবপিণ্ডং বা গোধূমপিণ্ডকং তথা।
মুদ্গযূষং কালকাদি শুভ্রঞ্চ তুষবর্জ্জিতম্।
পটোলং পনসঞ্চৈব কক্কোলঞ্চ সুকাশকম্।
দ্রাঢ়িকা কর্কটী রম্ভা ডুম্বুরঞ্চ সুকণ্টকম্॥
আমরম্ভাং বালরম্ভাং রম্ভাদণ্ডঞ্চ মূলকম্।
প্রায়োমূলং তথা ঝিঙ্গীং যোগী ভক্ষণমাচরেৎ॥
বালশাকং কালশাকং পটোলপত্রকং তথা।
পঞ্চশাকং প্রশংসীয়াৎ বাস্তূকং হিলমোচিকাম্॥
নবনীতং ঘৃতং ক্ষীরং গুড়ং শর্করাদি চৈক্ষবম্।
পক্করম্ভাং নারিকেলং দাড়িম্বং বিষমায়সম্ (?)॥
দ্রাক্ষাস্তু লবনীং ধাত্রীং কটুকাম্লবিবর্জ্জিতম্।
এলাং জাতিং লবঙ্গঞ্চ পৌরুষং জম্বু জাম্ববম্॥
হরীতকীং খর্জ্জুরঞ্চ যোগী ভক্ষণমাচরেৎ॥"
"ক্ষীরং ঘৃতঞ্চ মিষ্টান্নং তাম্বূলং চূর্ণবর্জিতম্।
কর্পূরং বিষ্ঠুরং (?) মিষ্টং রামঠং সূক্ষ্মবস্ত্রকম্।
"লঘুপাকং প্রিয়ং স্নিগ্ধং যথা বা ধাতুপোষণম্।
মনোভিলষিতং যোগী দিব্যং ভোজনমাচরেৎ॥

শালিতণ্ডুলের অন্ন, যব, গম, মুগের যূষ, শুভ্র ও তুষ-রহিত কালকা প্রভৃতি শস্য (কলায়), পটোল, কাঁটাল, কক্কোল, স্থকাশ (?), দ্রাঢ়িকা অর্থাৎ কাঁকুড়, ফুটি, কাকরী, রম্ভা, কাঁচা রম্ভা (কলা), কলার ফুল (মোচা), ডুমুর, স্থকণ্টক (?), রম্ভাদণ্ড অর্থাৎ থোড়, মূলক (মূলো) আলু প্রভৃতি মূল, ঝিঙে, কচি শাক বা ক্ষুদ্র শাক, কাল শাক, পল্‌তা শাক, বেতো শাক, হিঞ্চে শাক, নবনীত, ঘৃত, দুগ্ধ, ইক্ষুগুড়, ইক্ষুচিনি, পাকা কাঁটাল, পাকা কলা, নারিকেল, দাড়িম, বিষমায়স বা বিষনাশক দ্রব্য (?), কিস্‌মিস্‌, আঙ্গুর, মনক্কা, লোণা, আমলকী, অম্লবর্জ্জিত অন্যান্য ফল, এলাইচ, জায়ফল, লবঙ্গ, জাম, ক্ষুদে জাম, হরীতকী, খর্জ্জুর, ক্ষীর (ঘন দুগ্ধ), মিষ্টান্ন, চূর্ণরহিত তাম্বুল, কর্পূর, বিষ্টর (?), হিঙ্গু, জামরুল,— এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিবেন। লঘুপাক, প্রিয়, স্নিগ্ধ, ধাতুপোষক ও মনঃ-প্রফুল্লতাকারক দ্রব্য যোগিগণের ভক্ষ্য। এরূপ আহারের নাম "পথ্যাহার" দিব্য শব্দের অর্থ স্বর্গীয়, তাহার তাৎপর্য্য নির্দ্দোষ বা সুখকর দ্রব্য। অর্থাৎ যোগীরা নির্দ্দোষ ও সুখকর দ্রব্য ভক্ষণ করিবেন।

"শুদ্ধং সুমধুরং স্নিগ্ধ-মুদরাধ্মানবর্জিতম্।
ভুজ্যতে সুরসং প্রীত্যা মিতাহারমিমং বিদুঃ॥"
"অন্নেন পূরয়েদর্দ্ধং তোয়েন তু তৃতীয়কম্।
উদরস্য তুরীয়াংশং সংরক্ষেৎ বায়ুচালনে॥"

উপরোক্ত শ্লোকে মিতাহার নির্ব্বাচিত ও অভিহিত হইয়াছে। শ্লোকের অর্থ এইরূপ—

নির্দ্দোষ ও পরিষ্কৃত, মধুর-রস-বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ অর্থাৎ ঘৃতাক্ত বা অতীক্ষ্ণ, এরূপ ব্যঞ্জন এবং যাহা খাইলে বা যে পরিমাণ খাইলে পেট-ফুলা প্রভৃতি কষ্টকর অবস্থা উপস্থিত না হয়, প্রীতিপূর্ব্বক তাদৃশ অন্ন ব্যঞ্জনাদি আহার করার নাম "মিতা-হার"। মিতাহার ব্রতের অন্য নিয়ম এই যে, উদরের অর্থাৎ ক্ষুধার পরিমাণকে চারি ভাগ করিয়া, তাহার অর্দ্ধ ভাগ অন্নব্যঞ্জনাদির দ্বারা এবং এক ভাগ জল ও দুগ্ধাদি তরল পদার্থের দ্বারা পরিপূর্ণ করিবেক। অন্য এক ভাগ বায়ুসঞ্চারণের জন্য খালি রাখিবেক। কথাগুলির অভিপ্রায়—ভাল লাগিলেও গণ্ডপিণ্ডে আহার করিবেক না। নিত্য ঐরূপ পরিমিত মাত্রায় নির্দ্দোষ দ্রব্য ভক্ষণ করার

নাম "মিতাহার"। নিম্নে মেধ্যাহারের লক্ষণ ও তৎসংক্রান্ত কতিপয় নিদর্শন বলা যাইতেছে দৃষ্টি করুন।

"মেধ্যং হবিষ্যমিত্যুক্তং প্রশস্তং সাত্ত্বিকং লঘু।"

শাস্ত্রে যাহা হবিষ্যান্ন বলিয়া, সত্ত্বগুণের বর্দ্ধক বলিয়া, লঘু ও প্রশস্ত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্য আহার করিলে তাহা "মেধ্যাহার" বলিয়া গণ্য হয়। এ উপদেশের মর্ম্মার্থ এই যে, যোগী যোগাভ্যাসকালে মৎস্যমাংসাদি ভক্ষণ করিবেন না। যোগাভ্যাসকালে যাহা যাহা বর্জ্জন করা আবশ্যক, তাহাও নিম্নলিখিত শ্লোকে উক্ত আছে।

"অথ বর্জ্যং প্রবক্ষ্যামি যোগবিঘ্নকরং পরম্।
অম্লং রূক্ষং তথা তীক্ষ্ণং লবণং সর্ষপং কটু॥
বাহুল্যভ্রমণং প্রাতঃস্নানং তৈলং বিদাহকম্।
স্তেয়ং হিংসাং পরদ্বেষঞ্চাহঙ্কারমনার্জবম্॥
উপবাসমসত্যঞ্চ মোহঞ্চ প্রাণিপীড়নম্।
স্ত্রীসঙ্গমগ্নিসেবাঞ্চ বহ্বালাপং প্রিয়াপ্রিয়ম্॥
অতীব ভোজনং যোগী ত্যজেদেতানি নিশ্চিতম্।"
"কট্বম্লং লবণং তিক্তং ভৃষ্টঞ্চ দধি তক্রকম্॥
শাকোৎকটং তথা মদ্যং তালঞ্চ পনসন্তথা।
কুলত্থং মসুরং পাণ্ডুং কুষ্মাণ্ডং শাকদণ্ডকম্॥
তুম্বীং কোলং কপিত্থঞ্চ কণ্টবিল্লং পলাশকম্।
বিল্বং কদম্বজম্বীরং লকুচং লশুনং বিষম্॥
কামরঙ্গং পিয়ালঞ্চ হিঙ্গুং বা মণিকেতকম্।
যোগারম্ভে বর্জয়েচ্চ পথস্ত্রীবহ্নিসেবনম্॥
কাঠিন্যং দুরিতঞ্চৈব পূতঞ্চ পর্য্যুষিতন্তথা
অতিশীতঞ্চাতি চোগ্রং ভক্ষ্যং যোগী বিবর্জ্জয়েৎ॥

প্রাতস্নানোপবাসাদি-কায়ক্লেশবিধিস্তথা।
একাহারং নিরাহারং প্রাণান্তেঽপি ন কারয়েৎ ॥"

যোগীদিগের বর্জ্জনীয় আহার ব্যবহার বলিতেছি, শ্রবণ করুণ। অম্ল, রূক্ষ, তীক্ষ্ণ, লবণ ও কটু দ্রব্য ত্যাগ করিবেন। অধিক পরিমাণে ভ্রমণ, বহুভাষিতা, প্রাতঃস্নান, তৈল ও বিদাহী (ঝাল প্রভৃতি) দ্রব্য ভক্ষণ, হিংসা, দ্বেষ, কৌটিল্য উপবাস, মিথ্যাচার ও মিথ্যা ব্যবহার, অহঙ্কার, মোহ, প্রাণিপীড়ন, স্ত্রীসঙ্গ, অগ্নিসেবা, বহুলোকের সহিত আলাপ ও আসঙ্গ অপ্রিয়াচরণ, বহুভোজন,—এ সমস্তই যোগীদিগের অবশ্য ত্যাজ্য। ভৃগুসংহিতা গ্রন্থেও এইরূপ উপদেশ আছে। যথা—কটু, অম্ল, লবণ, তিক্ত, ভৃষ্ট দ্রব্য (ভাজা জিনিস), দধি, তক্র, কঠোর দ্রব্য ও অধিক পরিমাণে শাক ভক্ষণ, মদ্য, তাল, কাঁচা কাঁটাল, কুলত্থ (অর্থাৎ কলায়বিশেষ), মসুর পলাণ্ডু, কুমড়ো, শাকদণ্ড অর্থাৎ শাকের ডাঁটা, লাউ, কুল, কৎবেল, কণ্টবিল্ল (?) পাতা শাক বা শাকপত্র, বেল, কদম্ব, জামীর (নেবু), ডেয়ো, লশুন, পদ্মবীজ, কামরাঙ্গা, পিয়াল, হিঙ্গু, মণিকেতক (?), পরস্ত্রীসংসর্গ, অগ্নিসেবা, কর্কশ ব্যবহার, পাপ কার্য্য, অতিশয় উষ্ণ, অতিশয় শীতল ও পর্য্যুষিত (বাসী জিনিষ), অতিশয় উগ্র অর্থাৎ দুষ্পচ খাদ্য,—যোগী এ সমস্তই বর্জ্জন করিবেন। যোগী যোগাভ্যাসকালে প্রাণান্তেও প্রাতঃস্নান, উপবাস, অবৈধ কায়ক্লেশ, একাহার ও অল্পাহার করিবেন না।

একাহার, অল্পাহার, উপবাস, লঙ্ঘন,—এ সকল হঠযোগ ও প্রাণায়াম শিক্ষাকালে বর্জ্জনীয়; কিন্তু ধ্যানযোগ ও সমাধি-শিক্ষাকালে বর্জ্জনীয় নহে। সমাধি-অভ্যাস-সময়ে ঐ সকলের অনুষ্ঠান রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয়। যথা—

"আহারান্ কীদৃশান্ কৃত্বা কানি জিত্বা চ ভারত।
যোগী বলমবাপ্নোতি তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥
ভীষ্ম উবাচ।
কণানাং ভক্ষণে যুক্তঃ পিণ্যাকস্য চ ভারত ॥
স্নেহানাং বর্জ্জনে যুক্তো যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥
ভুঞ্জানো যাবকং রূক্ষং দীর্ঘকালমরিন্দম!
একাহারো বিশুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥

অখণ্ডমপি বা মাসং সততং মনুজেশ্বর।
উপোষ্য সম্যক্ শুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ।
কামং জিত্বা তথা ক্রোধং শীতোষ্ণং বর্ষমেব চ।
ভয়ং শোকং তথা শ্বাসং পৌরুষান্ বিষয়াংস্তথা॥
অরতিং দুর্জয়াঞ্চৈব ঘোরাং তৃষ্ণাঞ্চ পার্থিব!
স্পর্শং নিদ্রাং তথা তন্দ্রাং দুর্জয়াং নৃপসত্তম!
দীপয়ন্তি মহাত্মানঃ সূক্ষ্মমাত্মানমাত্মনা॥”

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভরতর্ষভ! যোগিগণ কিরূপ আহার করিয়া এবং কি কি জয় করিয়া যোগবল লাভ করেন, তাহা আপনি বলুন। ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! যোগিগণ শস্যের কণা (শালিচূর্ণ ও গোধূমচূর্ণ) ভক্ষণ, তিলকল্কভক্ষণ ও তৈল প্রভৃতি স্নেহ দ্রব্যের বর্জ্জন করিয়া যোগবল লাভ করিয়া থাকেন। হে শত্রুদমন যুধিষ্ঠির! তাঁহারা যাবক (যাউ=যবপিষ্ট) ও নিঃস্নেহ দ্রব্য ভক্ষণ করিতে করিতে দীর্ঘকাল পরে বলসম্পন্ন হইয়া থাকেন। শুদ্ধমনাঃ ও একাহারী হইয়া এবং কোন কোন যোগী পক্ষ, মাস, ঋতু ও বৎসর-পরিমিত কাল নিত্য নিত্য বা প্রতিদিন জলমিশ্র দুগ্ধ পান করিয়া বলপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শুদ্ধসত্ত্ব ও একমাস উপবাসী হইয়াও কেহ কেহ যোগবল প্রাপ্ত হন। তাঁহারা কাম, ক্রোধ, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, ভয়, শোক, শ্বাস, প্রশ্বাস, সুখসেব্য রূপ-রসাদি বিষয়, অরতি, উদ্যমহীনতা, বিষয়তৃষ্ণা, স্পর্শসুখ, নিদ্রা, তন্দ্রা,—এই সকল জয় করিয়া যোগবল প্রাপ্ত হন ও নিজে নিজ আত্মাকে উদ্দীপিত করেন।

যোগি-চিকিৎসা।

যোগাভ্যাসকালে ও তদুত্তর-কালে যোগীদিগের যোগ-ব্যতিক্রমে কখন কখন বিবিধ রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। সে সকল রোগ প্রায়ই দুশ্চিকিৎস্য। সেই সকল যোগজ উপসর্গ বা যোগব্যতিক্রমজনিত ব্যাধি নিবারণার্থ যোগীরা চিকিৎসাবিশেষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যোগীদিগের উপদিষ্ট যোগব্যতিক্রমজ রোগ ও তাহার চিকিৎসা এইরূপ—

“বাধির্য্যং জড়তা লোপং স্মৃতের্মূকত্বমন্ধতা।
জ্বরঞ্চ জায়তে সদ্যস্তদ্বদজ্ঞানযোগিনঃ॥

প্রমাদাদ্ যোগিনো দোষা যথৈতে স্যুশ্চিকিৎসিতাঃ।
তেষাং নাশায় কর্ত্তব্যং যোগিনা যন্নিবোধ তম্॥
স্নিগ্ধাং যবাগূমত্যুষ্ণাং ভুক্ত্বা তত্রৈব ধারয়েৎ।
বাতগুল্মপ্রশান্ত্যর্থ-মুদাবর্ত্তে তথা দধি॥
যবাগূর্বাপি পবনে বায়ুগ্রন্থীন্ পরিক্ষিপেৎ॥
তদ্বৎ কম্পে মহাশৈলং স্থিরং মনসি ধারয়েৎ॥
বিঘাতে বচসো বাচং বাধির্য্যে শ্রবণেন্দ্রিয়ে।
তথৈবাম্রফলং ধ্যায়েত্তৃষ্ণার্ত্তো রসনেন্দ্রিয়ে॥
যস্মিন্ যস্মিন্ রুজা দেহে তস্মিংস্তদপকারিণীম্।
ধারয়েদ্ধারণামুষ্ণে শীতাং শীতে বিদাহিনীম্॥
কীলং শিরসি সংস্থাপ্য কাষ্ঠং কাষ্ঠেন তাড়য়েৎ।
লুপ্তস্মৃতেঃ স্মৃতিঃ সদ্যো যোগিনস্তেন জায়তে॥
অমানুষং সত্ত্বমন্তর্যোগিনঃ প্রবিশেদ্যদি।
বায়্বগ্নিধারণা চৈনং দেহসংস্থং বিনির্দহেৎ॥
এবং সর্ব্বাত্মনা কার্য্যা রক্ষা যোগবিদানিশম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং শরীরং সাধনং যতঃ॥"

যোগীর অজ্ঞতা ও অসাবধানতা হেতু বাধির্য্য, জড়তা, স্মৃতিলোপ, মূকতা, অন্ধত্ব ও জ্বর প্রভৃতি রোগ জন্মে। সে সকল রোগ যে প্রকারে চিকিৎসিত হয়, তাহা বলিতেছি। উক্ত রোগ নিবারণার্থ তাঁহারা যাহা যাহা করিবেন, সে সমস্ত সংক্ষেপে বলিব। জ্বর ও দাহ হইলে ঘৃতসিক্ত ছাতু উষ্ণ করিয়া ভোজন করিবেন এবং রোগস্থানে ধারণও করিবেন। বাতগুল্ম হইলে তাহার নিবারণার্থ ঐরূপ করিবেন। উদাবর্ত্ত রোগ হইলে ঐরূপে দধিপ্রয়োগ করিবেন। কম্প হইলেও ঐ প্রকার করিবেন এবং মহাদেবের ধ্যান করিবেন। বাক্যলোপ হইলে বাগিন্দ্রিয়ের ও বাধির্য্য জন্মিলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ধ্যান করিবেন। তৃষ্ণার্ত্ত হইলে জিহ্বার উপর অম্ল আছে, এইরূপ ধ্যান করিবেন।

যে যে অঙ্গে যে যে রোগ হইবে, সেই সেই অঙ্গে সেই সেই রোগের অপকারক (নাশক) বস্তুর ধ্যান করিবেন। উষ্ণ হইলে শীতল ও শীতল হইলে

উষ্ণ বস্তু ধ্যান করিবেন *। স্মরণশক্তি লোপ হইলে মস্তকোপরি একটা কাষ্ঠ-কীলক রাখিয়া তদুপরি অন্য একখণ্ড কাষ্ঠ স্থাপন করত তদুপরি আঘাত করিবেন। এই প্রক্রিয়ায় স্মৃতিশক্তি পুনরুত্তেজিত হইবে। অভ্যন্তর প্রদেশে অমানুষ সত্ত্ব (ভূত ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি) প্রবিষ্ট হইলে বায়ু-ধারণার ও অগ্নি ধারণাব অনুষ্ঠান করিবেন। তদ্দ্বারা তাহারা দগ্ধপ্রায় হইয়া পলায়ন করিবে। এই প্রকারে ও অন্যান্য প্রকারে শরীর রক্ষা করা যোগীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু এই শরীরই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,—চতুর্বর্গের প্রধান সহায়।

এ সকল প্রক্রিয়া যুক্তযোগীর জন্যই বিহিত। যাঁহারা প্রথম যোগী, তাঁহারা এ প্রক্রিয়ায় অধিকারী নহেন। তাঁহাদের রোগ অথবা অন্যবিধ উপসর্গ উপস্থিত হইলে তন্নিবারণার্থ তাঁহারা হঠযোগোক্ত চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। হটযোগোক্ত চিকিৎসা অন্য গ্রন্থে সংকলিত আছে।

অরিষ্ট।

পাতঞ্জল সূত্রের ব্যাখ্যাকালে বলা হইয়াছে, আমরা পরিশিষ্টে অরিষ্ট বিজ্ঞানটী বিশদ করিয়া বর্ণন করিব। কিন্তু এখন দেখিতেছি, অধিক বিশদ করিতে গেলে পুস্তকের কায়াবৃদ্ধি হয়। এই গ্রন্থ-বিস্তৃতি ভয়েই বিশদবর্ণনের সংকল্পটী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম এবং অল্পকথায় সে সকলের সিদ্ধান্তমাত্র বর্ণন করিলাম। অরিষ্ট লক্ষণের সংস্কৃত শ্লোকগুলি দিলাম না সত্য; কিন্তু অবিকল অনুবাদ প্রদান করিলাম।

মরণের পূর্ব্বে মনুষ্যের অল্পে অল্পে স্বভাবের বৈপরীত্য হইতে থাকে। তৎসঙ্গে বিবিধ শারীরিক ও মানসিক বিকার বা পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। সে সকল বিকার বা সে সকল মরণলক্ষণ সকলে বুঝিতে পারেন না। কিন্তু যোগীরা সমস্তই বুঝিতে পারেন। সেই সকল মরণসূচক বিকার বা মরণের পূর্ব্বলক্ষণ শাস্ত্রীয় ভাষায় "অরিষ্ট" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

* নিত্য নিত্য শীতল ও উষ্ণগুণযুক্ত দ্রব্যের ও শ্বেত পীত লোহিতাদি রূপের ধ্যান করিলে শরীরাভ্যন্তরস্থ সেই সেই বিকারের উপশম হয়। নিত্য নিত্য রক্তবর্ণের, শ্বেতবর্ণের ও শ্যামবর্ণের ধ্যানে বায়ুপিত্তকফের সমতা হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা ত্রি-বেলা সন্ধ্যাবন্দনা-কালে রক্তরূপের, শ্বেতরূপের ও শ্যামরূপের চিন্তা করিতেন,—তাহাতে তাঁহাদের ধাতুসাম্য থাকিত। ধাতুসাম্য থাকিত বলিয়া সাধারণতঃ তাঁহাদের শরীর নির্ব্যাধি ও সহিষ্ণুতাযুক্ত থাকিত।

অরিষ্ট তিন প্রকার। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। দৈহিক মানসিক স্বভাবের পরিবর্ত্তন বা বিকাররূপ অরিষ্ট আধ্যাত্মিক নামে খ্যাত। অমানুষ সত্ত্ব দর্শনাদিরূপ অরিষ্ট আধিদৈবিক নামে প্রসিদ্ধ। কাণ চাপিয়া রাখিলে যদি শরীরান্তর্গত প্রাণনির্ঘোষ না শুনা যায়, তাহা হইলে তাহাও এক-প্রকার আধ্যাত্মিক অরিষ্ট। যদি অকস্মাৎ অত্যন্ত বিকট জীব অর্থাৎ যমদূতা-দির দর্শন হয়, তাহা হইলে তাহা আধিভৌতিক অরিষ্ট।

ইন্দ্রজালতুল্য গন্ধর্ব্বনগরাদি দর্শন হইলে, তাহা আধিদৈবিক অরিষ্ট হইবেক। এতদ্ভিন্ন, বহুল অরিষ্টচিহ্ন আছে, সে সকল একত্র করিতে গেলে পুস্তকাবয়ব বাড়িয়া যায়, সুতরাং পাঠকবর্গের গোচরার্থ সে সকলের কতিপয়মাত্র সঙ্কলিত হইল।

যোগী হউন, আর অযোগী হউন, সকলেরই অরিষ্ট অর্থাৎ মরণের পূর্ব্বচিহ্ন-গুলি জানা আবশ্যক। যাঁহারা যোগবিষয়ে সিদ্ধ হইয়াছেন, অরিষ্টজ্ঞান থাকিলে তাঁহারা সহজেই কাল-বঞ্চনা করিতে সমর্থ হন। কালবঞ্চনা কি? তাহা বলা হইবে। যাঁহারা যোগবিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই, অরিষ্টজ্ঞান থাকিলে তাঁহারা মৃত্যু নিকট জানিয়া যোগারূঢ় হইতে পারেন। যোগানুষ্ঠান বা শুভানু-ষ্ঠানপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও পারেন। মৃত্যুকালে যদি যোগজ্ঞানের লোপ না হয়, তাহা হইলে জন্মান্তরে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা থাকে। অন্ততঃ সেই প্রত্যাশাতেই তাঁহাদের যোগচিন্তায় রত থাকা ও যোগাবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগের চেষ্টা করা উচিত। যাঁহারা যোগী নহেন, অরিষ্টজ্ঞান থাকিলে তাঁহারা কবে মরণ হইবে, তাহা জানিতে পারেন, পারিয়া মরণ-যাতনার অল্পতা করিতে সমর্থ হন। অতএব, ব্যক্তিমাত্রেরই অরিষ্ট অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ মরণ-চিহ্ন জানা আবশ্যক।

অনেকপ্রকার অরিষ্ট আছে। তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ অরিষ্টগুলি—যদ্দ্বারা যোগিরা মৃত্যুকাল জানিতে পারিতেন, কেবল সেইগুলি বলিব।

১। যে ব্যক্তি দেববিমান, ধ্রুব নক্ষত্র, শুক তারা, চন্দ্রপ্রতিবিম্ব ও অরুন্ধতী (সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ-নক্ষত্রবিশেষ, কাহারও মতে ভ্রূমধ্য) দেখিতে পায় না, সে এক বৎসরের পরে জীবিত থাকিবে না।

২। যে মনুষ্য সূর্য্যমণ্ডলকে সহস্রমুখরশ্মিবিহীন অর্থাৎ কিরণব্যাপ্ত না দেখে, বহ্নিমণ্ডলকে সূর্য্যতুল্য দেখে, সে ব্যক্তি একাদশ মাসের পর জীবিত থাকিবে না

৩। যে ব্যক্তি মূত্র বা বিষ্ঠা বমন করে, অথবা রক্তবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ রস বমন করে, কিংবা ঐরূপ বমনের স্বপ্ন দেখে, জানিতে হইবেক, সে ব্যক্তির দশ মাস মাত্র আয়ু অবশিষ্ট আছে।

৪। কোন কারণ নাই, অথচ যদি চিরস্থূল ব্যক্তি কৃশ হয়, চিরকৃশ ব্যক্তি স্থূল হয়, অজ্ঞাত কারণে যদি কাহারও প্রকৃতিপরিবর্ত্তন হয়, তবে বুঝিতে হইবেক, সেই ব্যক্তির জীবন আট মাস অবশিষ্ট আছে।

৫। কপোত, রক্তপাদ পক্ষী, গৃধ্র, কাক, উলূক (পেঁচা) কিংবা অন্য কোন মাংসাশী পক্ষী যদি মস্তকোপরি আপতিত হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ছয় মাসের অধিক বাঁচিবে না।

৬। স্নান করিবামাত্র যাহার বুকের জল তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া যায়, সে দশ দিন মাত্র জীবিত থাকিবে, ইহা নিশ্চয় করা কর্ত্তব্য।

৭। যে ব্যক্তি কর্ণদ্বয় চাপিয়া অন্তরস্থ নির্ঘোষ শুনিতে পায় না, যে চক্ষু চাপিয়া চাক্ষুষ-জ্যোতি দেখিতে পায় না, সেও অধিক দিন বাঁচে না।

৮। যে দীপনির্ব্বাণের গন্ধ পায় না, রাত্রে অগ্নি দেখিয়া ভয় পায়, পরনেত্রে আত্মবিম্ব দেখিতে পায় না, এরূপ ব্যক্তি শীঘ্রই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়।

৯। স্বভাবের বৈপরীত্য ও শরীরের বিপর্য্যয় দেখিলে বুঝিতে হইবে, তাদৃশ ব্যক্তির মৃত্যু নিকট হইয়াছে।

১০। নাসিকা বসিয়া গিয়াছে, কর্ণদ্বয় নত অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে বাম চক্ষে নিঃসাড়ে জল ঝরিতেছে, এরূপ হইলে সে নিশ্চিত বাঁচিবে না।

১১। অনবরত এক অহোরাত্র বাম নাসিকায় শ্বাস বহিলে তাহার আয়ুঃ তিন বৎসরে শেষ হয়।

১২। অনবরত দুই দিন রবি-নাড়িতে শ্বাস বহিলে জীবনের আশা এক বৎসরেই শেষ হয়।

১৩। দশ দিন পর্য্যন্ত নাসিকার দুই রন্ধ্র দিয়া সমানরূপে শ্বাস বহিলে দেড় মাসেই তাহার আয়ুঃশেষ হয়।

১৪। শ্বাস-বায়ু যদি নাসা-পথ পরিত্যাগ করিয়া মুখ দিয়া নির্গত হয়, তাহা হইলে তাহার আয়ুঃ শীঘ্রই শেষ হয়।

১৫। আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি অরুন্ধতী (জিহ্বা), ধ্রুব (নাসাগ্র), বিষ্ণুপদ (ভ্রূমধ্য) এবং মাতৃমণ্ডল (নেত্রজ্যোতি বা চোকের পুতুল) দেখিতে পায় না।

১৬। যাহার শরীরবায়ু স্তম্ভিত হয়, যে মর্ম্মস্থান ছিঁড়িয়া যাইতেছে বোধ করে ও জলস্পর্শ অসহ্য বিবেচনা করে, সে নিশ্চিত মৃত্যুর নিকটে গিয়াছে।

১৭। দৃষ্টি উর্দ্ধ হইয়াছে অথচ সুস্থির নহে; রক্তবর্ণ হইয়াছে অথচ বিবর্ত্তিত হইতেছে; মুখের উষ্মা নষ্ট হইয়াছে এবং নাড়ীও শীতল হইয়াছে; এরূপ হইলে সে ব্যক্তির মরণকাল আগত, ইহা স্থির করিবে।

"এতানি কালচিহ্নানি সন্ত্যন্যানি বহূন্যপি।
জ্ঞাত্বাভ্যসেন্নরো যোগ-মথবা কাশিকাং শ্রয়েৎ॥"

এই সকল কালচিহ্ন বলিলাম, এতদ্ভিন্ন আরও অনেক আছে। মনুষ্য এ সকল ও সে সকল জ্ঞাত হইয়া যোগনিষ্ঠ অথবা কাশীবাসী হইবেন।

লয়যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, আমরা পরিশিষ্টে লয়যোগের, রাজযোগের, হঠ-যোগের ও মন্ত্রযোগের বিশেষ বিবরণ ব্যক্ত করিব। কিন্তু গ্রন্থবাহুল্যভয়ে আমরা সে কথা সম্যক্ প্রতিপালন করিতে পারিলাম না। অল্প কথায় উল্লিখিত যোগচতুষ্টয়ের বৃত্তান্ত বলিলাম, এ অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

"কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদ্যৈস্তু সাধিতো লয়সংজ্ঞিতঃ।
নবস্বেব হি চক্রেষু লয়ং কৃত্বা মহাত্মভিঃ॥"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অর্থাৎ বেদব্যাস প্রভৃতি কয়েকজন মহর্ষি লয়-যোগের প্রথম সাধক। তাঁহারা শরীরস্থ নবচক্রে (নাড়ীগ্রন্থি-স্থানে) চিত্তলয় করিয়া মোক্ষ ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, এজন্য তাহা "লয়যোগ" নামে খ্যাত।

এই লয়যোগের উদ্দেশ্য, শক্তিদ্বয় পরিচালনপূর্ব্বক মধ্যশক্তি-নামক শক্তিবিশেষকে উদ্বোধিত করা। উল্লিখিত মহাত্মগণ বলেন, প্রত্যেক মানবদেহে তিনপ্রকার শক্তি আছে। একটীর নাম উর্দ্ধশক্তি, আর একটীর নাম অধঃশক্তি এবং অন্যটীর নাম মধ্যশক্তি। এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে উর্দ্ধ-শক্তির নিপাতনদ্বারা অধঃশক্তির সংযোগে মধ্যশক্তিকে প্রবুদ্ধ বা উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে সাত্ত্বিক প্রবাহের অর্থাৎ সাত্ত্বিক আনন্দের প্রাচুর্য্য উপলব্ধি হইবেক। যোগীরা সেই আনন্দে সমাহিত হইয়া ঐশ্বর্য্য ও মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। যথা—

"প্রথমং ব্রহ্মচক্রং স্যাৎ ত্রিরাবর্ত্তং ভগাকৃতি।
অপানে মূলকন্দাখ্যং কামরূপঞ্চ তজ্জগুঃ॥
তদেব বহ্নিকুণ্ডং স্যাৎ তত্র কুণ্ডলিনী মতা॥
তাং জীবরূপিণীং ধ্যায়েজ্যোতিষ্কাং মুক্তিহেতবে॥
স্বাধিষ্ঠানং দ্বিতীয়ং স্যাৎ চক্রং তন্মধ্যগং বিদুঃ।
পশ্চিমাভিমুখং তচ্চ প্রবালাঙ্কুরসন্নিভম্॥
তত্রোড্ডীয়ানপীঠে তু তদ্ধ্যাত্বাকর্ষয়েজ্জগৎ।
তৃতীয়ং নাভিচক্রং স্যাত্তন্মধ্যে ভুজগী স্থিতা॥
পঞ্চাবর্ত্তং মধ্যশক্তিশ্চিদ্রূপা বিদ্যুদাকৃতিঃ।
তাং ধ্যাত্বা সর্ব্বসিদ্ধীনাং ভাজনং জায়তে বুধঃ॥
চতুর্থং হৃদয়ে চক্রং বিজ্ঞেয়ং তদধোমুখম্।
জ্যোতীরূপঞ্চ তন্মধ্যে হংসং ধ্যায়েৎ প্রযত্নতঃ॥
তং ধ্যায়তো জগৎ সর্ব্বং বশ্যং স্যান্নাত্র সংশয়ঃ।
পঞ্চমং কালচক্রং স্যাত্তত্র বাম ইড়া ভবেৎ॥
দক্ষিণে পিঙ্গলা জ্ঞেয়া সুষুম্না মধ্যতঃ স্থিতা।
তত্র ধ্যাত্বা শুচি জ্যোতিঃ সিদ্ধীনাং ভাজনস্তবেৎ॥
ষষ্ঠঞ্চ তালুকাচক্রং ঘণ্টিকাস্থানমুচ্যতে।
দশমদ্বারমার্গস্তু রাজ্যদং তত্র তং জগুঃ॥
তত্র শূন্যে লয়ং কৃত্বা মুক্তো ভবতি নিশ্চিতম্।
ভ্রূচক্রং সপ্তমং বিদ্যাদ্ বিন্দুস্থানঞ্চ তদ্বিদুঃ॥
ভ্রুবোর্মধ্যে বর্ত্তুলঞ্চ ধ্যাত্বা জ্যোতিঃ প্রমুচ্যতে।
অষ্টমং ব্রহ্মরন্ধ্রে স্যাৎ পরং নির্ব্বাণসূচকম্॥
তদ্ধ্যাত্বা সূচিকাগ্রাভং ধূমাকারং বিমুচ্যতে।
তচ্চ জালন্ধরং জ্ঞেয়ং মোক্ষদং লীনচেতসাম্॥
নবমং ব্রহ্মচক্রং স্যাদ্দলৈঃ ষোড়শভির্যুতম্।
সচ্চিদ্রূপা চ তন্মধ্যে শক্তিরূর্দ্ধা স্থিতাপরা॥

তত্র পূর্ণং মেরুপৃষ্ঠে শক্তিং ধ্যাত্বা বিমুচ্যতে।
এতেষাং নবচক্রাণামেকৈকং ধ্যায়তো মুনেঃ॥
সিদ্ধয়ো মুক্তিসহিতাঃ করস্থাঃ স্যুর্দিনে দিনে।
কোদণ্ডদয়মধ্যস্থং পশ্যতি জ্ঞানচক্ষুষা।
কদম্বগোলকাকারং ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি তে॥
ঊর্দ্ধশক্তিনিপাতেন হ্যধঃশক্তের্নিকুঞ্চনাৎ॥
মধ্যশক্তিপ্রবোধেন জায়তে পরমং সুখম্॥"

শ্লোকগুলির অর্থ উত্তমরূপে বুঝাইতে গেলে গ্রন্থ বাড়িয়া যায়, অল্প কথায় বলিলেও পাঠকগণের তৃপ্তি হইবে না। ফল, এই যোগে আসন ও প্রাণায়াম প্রভৃতি কয়েকটী উৎকট অঙ্গ অভ্যস্ত না করিলেও হয়। ঊর্দ্ধশক্তির নিপাতন ও অধঃশক্তির সঙ্কোচ ধ্যানবলেই সাধিত হয়। তাহার প্রক্রিয়া কিরূপ? তাহা লয়যোগীর নিকট উপদেশ না পাইয়া বলা উচিত নহে।

রাজযোগ।

দত্তাত্রেয় প্রভৃতি কয়েকজন মহাত্মা ইহার প্রথম সাধক। মন ও শরীরবায়ু স্থির বা নিশ্চল করাই ইহার প্রধান অঙ্গ; কাজেই ইহাতে প্রাণায়ামের অপেক্ষা আছে। প্রাণায়াম ব্যতীত অন্য কোন প্রক্রিয়ায় শ্বাস-বায়ুর স্থিরতা হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে সংক্ষেপ উপদেশ এইরূপ—

"দত্তাত্রেয়াদিভিঃ পূর্ব্বং সাধিতোঽয়ং মহাত্মভিঃ।
রাজযোগো মনোবায়ূ স্থিরৌ কৃত্বা প্রযত্নতঃ॥
পূর্ব্বাভ্যস্তৌ মনোবাতৌ মূলাধারনিকুঞ্চনাৎ।
পশ্চিমং দণ্ডমার্গস্তু শঙ্খিন্যন্তং প্রবেশয়েৎ॥
গ্রন্থিত্রয়ং ভেদয়িত্বা নীত্বা ভ্রমরকন্দরম্।
ততস্তু নাদয়েদ্বিন্দুং ততঃ শূন্যালয়ং ব্রজেৎ॥
অভ্যাসাত্তু স্থিরস্বান্ত ঊর্দ্ধরেতাশ্চ জায়তে।
পরানন্দময়ো যোগী জরামরণবর্জ্জিতঃ॥
অথবা মূলসংস্থানমুদ্ঘাতৈঃ সম্প্রবোধয়েৎ।
সুপ্তাং কুণ্ডলিনীং নাম বিসতন্তুনিভাকৃতিম্॥

সুষুম্ণান্তঃপ্রবেশেন পঞ্চ চক্রাণি ভেদয়েৎ।
ততঃ শিবে শশাঙ্কেন স্ফুর্জন্নির্ম্মলরোচিষি॥
সহস্রদলপদ্মান্তঃস্থিতে শক্তিং নিযোজয়েৎ।
অথ তৎসুধয়া সর্ব্বাং সবাহ্যাভ্যন্তরাং তনুম্।
প্লাবয়িত্বা ততো যোগী ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।
তত উৎপদ্যতে তস্য সমাধির্নিস্তরঙ্গিণী॥
এবং নিরন্তরাভ্যাসাদ্‌যোগসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥"

হঠযোগ।

হঠযোগ দুই প্রকাব। গোরক্ষ নামক জনৈক যোগী এবং প্রাচীন মার্কণ্ডেয় মুনি হঠযোগের প্রধান অনুষ্ঠাতা। গোবক্ষ মুনি যে প্রক্রিয়া অবলম্বনে হঠযোগ করিয়াছিলেন এবং কবিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন, মার্কণ্ডেয় মুনি ঠিক্ সেইরূপ প্রক্রিয়া বা সেইরূপ অনুষ্ঠানে সিদ্ধ হন নাই। ইনি সুপন্থা উদ্ভাবন কবিয়াছিলেন। সেইজন্যই শাস্ত্রে হঠযোগটীকে দুই প্রকাব বলা হইয়াছে। যথা—

"দ্বিধা হঠঃ স্যাদেকস্তু গোরক্ষাদিসুসাধিতঃ।
অন্যো মৃকণ্ডুপুত্রাদ্যৈঃ সাধিতো হঠসংজ্ঞকঃ॥"

গোবক্ষ মুনিব মতে যোগাঙ্গ ৬টী, কিন্তু মার্কণ্ডেয় মতে ৮টী। পতঞ্জলি আট অঙ্গেব কথাই বলিয়াছেন। গোবক্ষমতের ৬ অঙ্গ কি—তাহা শুনুন।

"আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি স্মৃতানি ষট্॥"

মন্ত্রযোগ।

প্রণব প্রভৃতি মন্ত্র জপ করিতে করিতে যে মনোলয় হয়, তাহার নাম মন্ত্রযোগ। দেবতা আরাধনা কবিতে করিতে মনোলয় হইলে তাহাও মন্ত্রযোগ। ভৃগু, কাশ্যপ, প্রচেতা, দধীচি, ঔর্ব্ব, জমদগ্নি প্রভৃতি ইহার উপদেষ্টা।

মন্ত্রযোগের ইতিকর্ত্তব্যতা (অনুষ্ঠান-প্রকার) ও ফলাফল মহাভারতের শান্তি ও অনুশাসন পর্ব্বে উত্তমরূপে বর্ণিত আছে।

ভগবদ্গীতা।

যোগানুষ্ঠানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কিঞ্চিৎ প্রভেদ থাকায় চতুর্বিধ প্রধান যোগের অনেক নাম আছে। সে সকল নামও প্রভেদ ভগবদ্গীতায় আছে। সাঙ্খ্যযোগ কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, সন্ন্যাসযোগ, ধ্যানযোগ, বিজ্ঞানযোগ, ব্রহ্মযোগ, রাজগুহ্য-যোগ, বিভূতিযোগ, ভক্তিযোগ, প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগ, গুণত্রয়যোগ, পুরুষোত্তমযোগ, অচারবিবেকযোগ ও মোক্ষযোগ।

আসন।

বত্রিশ প্রকার আসন আছে। তন্মধ্যে পদ্মাসন ও সিদ্ধাসন, এই দুই আসন প্রসিদ্ধ। প্রোক্ত আসনদ্বয় সহজ ও যোগের বিশেষ সাহায্যকারী। অন্যান্য আসন শক্তিচালন ও কায়স্থৈর্য্যের উদ্দেশ্যেই সাধিত হইত; পরন্তু সমাহিত হওয়ার জন্য পদ্মাসন, সিদ্ধাসন ও অর্দ্ধপদ্মাসন,—এই তিন আসন গ্রাহ্য। উক্ত আসনত্রয়ের অন্যতম অভ্যস্ত হইলেই যথেষ্ট হয়; সুতরাং অন্যান্য আসনের বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া উল্লিখিত আসনত্রয়ের বর্ণনা করিলাম।

"পদ্মমর্দ্ধাসনঞ্চাপি তথা সিদ্ধাসনাদিকম্।
আস্থায় যোগং যুঞ্জীত কৃত্বা চ প্রণবং হৃদি॥
সমঃ সমাসনো ভূত্বা সংহৃত্য চরণাবুভৌ।
সংবৃতাস্যঃ সমাচম্য সম্যগ্ বিষ্টভ্য চাগ্রতঃ।
পাণিভ্যাং লিঙ্গবৃষণাবস্পৃশন্ প্রযতঃ স্থিরঃ।
কিঞ্চিদুন্নামিতশিরো-দন্তৈর্দন্তানসংস্পৃশন্॥
সম্পশ্যন্ নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্।
কুর্য্যাদ্দৃষ্টং পৃষ্ঠবংশ-মুড্ডীয়ানং তথোত্তরে॥
উত্তানৌ চরনৌ কৃত্বা উরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ।
দক্ষিণোরুতলে বামং পাদং ন্যস্য তু দক্ষিণং।
উরুমধ্যে তথোত্তানৌ পাণী পদ্মাসনং ত্বিদম্॥
দক্ষিণোরুতলে বামং পাদং ন্যস্য তু দক্ষিণং।
বামোরূপরি সংস্থাপ্যমেতদর্দ্ধাসনং মতম্॥

পার্ষ্ণিন্তু বামপাদস্য যোনিস্থানে নিয়োজয়েৎ।
বামোরোরুপরি স্থাপ্য দক্ষিণং সৈদ্ধমাসনম্ ॥"

পদ্মাসন, অর্দ্ধাসন (ইহারই অন্য নাম অর্দ্ধপদ্মাসন) অথবা সিদ্ধাসন আশ্রয় করিয়া যোগযুক্ত হইবে। সমকায় (শরীর নত ও বক্র না হয়, এরূপভাবে) হইয়া, চরণদ্বয় সংহত করিয়া (গুটাইয়া), মুখবিবর সংবৃত করিয়া (মুখ বুজিয়া), মুখচ্ছদ (ওষ্ঠ) স্তব্ধ করিয়া, লিঙ্গ ও মুখ স্পর্শ না করিয়া (ক্রোড়ের এরূপ স্থানে হাত রাখিবেক যে, যে স্থানে রাখিলে লিঙ্গস্থান পৃষ্ট না হয়) প্রযত ও স্থির হইয়া অর্থাৎ আন্তরিক যোগচেষ্টা উত্তেজিত করিয়া মস্তক কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া, দন্তের দ্বারা দন্ত স্পর্শ না করিয়া, কোনও দিক না দেখিয়া, স্বীয় নাসাগ্রমাত্রে দৃষ্টি রাখিয়া, পৃষ্ঠবংশ উড্ডীয়ান করিয়া (?) পদ্মাসনে, অর্দ্ধাসনে কি সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইবে।

দুই উরুতে দুই পা চিৎ করিয়া উঠাইয়া, হস্তদ্বয় উত্তান অর্থাৎ চিৎ করিয়া উরুমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলে তাহা "পদ্মাসন" হইবেক। দক্ষিণ উরুতে বাম পা এবং বাম উরুতে দক্ষিণ পা রাখিয়া কথিত প্রকারে বসিলে তাহা "অর্দ্ধপদ্মাসন" হইবে।

বাঁ পায়ের পার্ষ্ণি (গোড়) মলদ্বারে রাখিয়া দক্ষিণ পা বাম উরুতে স্থাপন পূর্ব্বক উপরোক্তপ্রকারে বসিলে তাহা "সিদ্ধাসন" হইবে। অন্য একপ্রকার সিদ্ধাসন আছে, তাহাও প্রায় ঐরূপ।

সমাধির ও সমাধিস্থ যোগীর লক্ষণ।

"সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
নিস্তরঙ্গপদপ্রাপ্তিঃ পরমানন্দরূপিণী ॥
নিশ্বাসোচ্ছ্বাসমুক্তো বা নিঃস্পন্দোঽচললোচনঃ।
শিবধ্যায়ী সুলীনশ্চ স সমাধিস্থ উচ্যতে ॥
ন শৃণোতি যদা কিঞ্চিৎ ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি।
ন চ স্পর্শং বিজানাতি স সমাধিস্থ উচ্যতে ॥"

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য হওয়া আর সমাধি হওয়া সমান। নিস্তরঙ্গপদ ও পরমানন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়াই সমাধি। শ্বাসপ্রশ্বাসবর্জ্জিত, স্পন্দরহিত,

নির্নিমেষচক্ষু, শিবধ্যানে লীন-চিত্ত, এরূপ ব্যক্তিই যথার্থতঃ সমাধিস্থ ; এবং যিনি কিছুমাত্র দেখেন না, শুনেন না, গন্ধ আঘ্রাণ করেন না, স্পর্শকেও জানেন না, তিনিও সমাধিস্থ।

কালবঞ্চনা।

অরিষ্টজ্ঞ যোগী আপনার মৃত্যু বা দেহপাতের কাল জানিতে পারেন। জানিবামাত্র তাঁহারা যোগবলে দেহ পরিত্যাগ করেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক বা যোগবলে দেহত্যাগ করিবার নাম কালবঞ্চনা। যোগে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার বিধি যোগচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে।

যোগিচর্য্যা।

যোগিগণ কিরূপ চরিত্রে কালযাপন করেন, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারা জানা যায়। যথা—

"বাগ্‌দণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ।
যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডা স ত্রিদণ্ডী নিগদ্যতে॥
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥
যেন কেন চিদাচ্ছন্নো যেন কেনচিদাশিতঃ।
যত্র সায়ং গৃহে যাতি তং দেবা যোগিনং বিদুঃ॥
মানাপমানৌ যাবেতৌ প্রীত্যুদ্বেগকরৌ নৃণাম্।
তাবেব বিপরীতার্থৌ যোগিনঃ সিদ্ধিকারকৌ॥
চক্ষুঃপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতাং বদেদ্বাণীং বুদ্ধিপূতং বিচিন্তয়েৎ॥
সর্ব্বসঙ্গবিহীনশ্চ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ।
জড়বন্মূকবদ্‌যোগী বিচরেত মহীতলম্॥
অসিধারাং বিষং বহ্নিং সমত্বেন প্রপশ্যতি।
সর্ব্বত্র সমবুদ্ধির্যঃ স যোগী কথ্যতে বুধৈঃ॥

আতিথ্যে শ্রাদ্ধযজ্ঞেষু দেবযাত্রোৎসবেষু বা।
মহাজনে চ সিদ্ধার্থো ন গচ্ছেদ্‌যোগবিৎ ক্বচিৎ ॥
জাতে বিধূমে চাঙ্গারে সর্ব্বস্মিন্ ভুক্তবর্জ্জনে।
অটেত যোগবিদ্‌ভৈক্ষ্যং ন তু তেষ্বেব নিত্যশঃ ॥
যথৈনং নাবমন্যন্তে জনাঃ পরিভবন্তি চ।
তথা যুক্তশ্চরেদ্‌যোগী সতাং ধর্ম্মমদূষয়ন্ ॥
ভৈক্ষ্যং গৃহ্নন্ গৃহস্থেষু শ্রোত্রিয়েষু চরেদ্‌যদি।
ফলং মূলং যবাগ্বন্নং পয়স্তক্রঞ্চ সক্তবঃ ॥
ব্রহ্মচর্য্যমলোভঞ্চ দয়াক্রোধঃ সুচিত্ততা।
আহারলাঘবং শৌচং যোগিনাং নিয়মাঃ স্মৃতাঃ ॥
সারভূতমুপাসীত জ্ঞানং যৎ কার্য্যসাধনম্।
জ্ঞানানাং বহুতা যেয়ং যোগবিঘ্নকরী হি সা ॥
ইদং জ্ঞেয়মিদং জ্ঞেয়মিতি যস্তৃষিতশ্চরেৎ।
অপি কল্পসহস্রেষু নৈষ জ্ঞেয়মবাপ্নুয়াৎ ॥
সমাহিতো ব্রহ্মপরোঽপ্রমাদী,
বুধস্তথৈকান্তরতো যতেন্দ্রিয়ঃ।
বিশুদ্ধবুদ্ধিঃ সমলোষ্ট্রকাঞ্চনঃ,
প্রাপ্নোতি যোগী পরমব্যয়ং পদম্ ॥”

যিনি বাক্‌দণ্ড, মনোদণ্ড ও কর্ম্মদণ্ড বা কায়দণ্ড, এই ত্রিবিধ দণ্ড নিয়মিতরূপে ধারণ করেন, তিনি ত্রিদণ্ডী অথবা ত্রিদণ্ডযোগী বলিয়া উক্ত হন।

যাহা সকল প্রাণীর রাত্রি সংযমী যোগী তাহাতে জাগ্রত অর্থাৎ তাহাই সংযমীর (যোগীর) দিবা। আর আর প্রাণী যাহাতে জাগ্রত থাকে, প্রত্যক্ষ-দর্শী মুনি তাহাতেই নিদ্রিত থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে সাধারণ প্রাণীরা আত্মতত্ত্বে নিদ্রিত. এবং সংসারের প্রতি জাগ্রত, কিন্তু যোগীরা আত্মতত্ত্বেই জাগ্রত এবং সংসার বিষয়ে নিদ্রিত থাকেন।

দেবতারাও জানেন যে, যোগীরা যাহা তাহা পরিধান করেন, যাহা তাহা আহার করেন, যে স্থানে সন্ধ্যা হয়, সেই স্থানই তাঁহাদের গৃহ। অর্থাৎ তাঁহাদের

আহার, আচ্ছাদন ও গৃহের বা বাসস্থানের কোন নিয়ম নাই। যথোপস্থিত মতে তাঁহারা আহার ব্যবহার প্রভৃতি চালাইয়া থাকেন।

মান ও অপমান, যাহা সাধারণ লোকের প্রীতি ও উদ্বেগ জন্মায়, যোগীর নিকট তাহা বিপরীত। তাঁহারা মানেও সন্তুষ্ট হন না, অপমানেও রুষ্ট হন না এবং সর্ব্বত্রই সমদর্শী হন।

যোগীরা দৃষ্টিপূত করিয়া পদচালনা করেন, বস্ত্রপূত করিয়া জল পান করেন, সত্যপূত করিয়া বাক্য উচ্চারণ করেন, বুদ্ধিপূত করিয়া চিন্তা করেন।

তাঁহারা কোন প্রকার আসঙ্গ করেন না, কোনপ্রকার পাপকার্য্য করেন না, জড়ের ন্যায় ও বোবার ন্যায় হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

অসির ধার, বিষ ও অগ্নিকে যাঁহারা সমান জ্ঞান করেন অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বত্রই নিভয় বুধগণ তাঁহাদিগকেই যোগী বলিয়া উল্লেখ করেন।

যোগবেত্তা যোগী, যাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহারা অতিথিশালায় গিয়া অতিথি হন না, শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞাদিস্থানে যান না, দেবযাত্রার উৎসবে ও জনতাপূর্ণ স্থানেও যান না।

গৃহস্থের পাকশালার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, সকলের ভোজন হইলে, তাদৃশ সময়ে যোগী ভিক্ষার্থে গৃহস্থগৃহে গমন করেন, কিন্তু নিত্য একস্থানে গমন করেন না।

যে প্রকার অনুষ্ঠান করিলে বা যে প্রকার আচার করিলে তাঁহাকে কেহ অবমাননা করিবে না, পরাভব করিবে না, বা বিরক্ত করিবে না, তাঁহারা সেইপ্রকার অনুষ্ঠান ও আচার ব্যবহার করত বিচরণ করেন, এবং কোন সদ্ধর্ম্মের নিন্দা করেন না।

যোগীরা যখন কোন গ্রামে আসিয়া গৃহস্থের নিকট ভক্ষ্য ভিক্ষা করেন, তখন তাঁহারা অন্য কিছু ভিক্ষা করেন না। কেবল ফল মূল ছাতু দুগ্ধ তক্র, আটা—ইত্যাদি যোগীদিগের যাহা উপযুক্ত খাদ্য, তাহাই ভিক্ষা করেন।

ব্রহ্মচর্য্য, অলোভ, দয়া, অক্রোধ, সরলচিত্ততা, আহারলাঘব, শৌচ,- এই কয়েকটীই যোগীদের নিয়মিতরূপে সেব্য।

যোগীরা কেবলমাত্র কার্য্যসাধক সার জ্ঞানের উপাসনা করেন, অনেক জানিবার জন্য ব্যগ্র হন না। তাহার কারণ এই যে, জ্ঞানের বহুত্ব অর্থাৎ বহু বস্তু জানিবার ইচ্ছা থাকা যোগের বিঘ্নকর হয়।

ইহা জানিব, উহা জানিব, তাহা না জানিলে হইবে না ;—যে ব্যক্তি এরূপ জ্ঞানতৃষ্ণায় ব্যাকুলিত হইয়া ভ্রমণ করে, সহস্র কল্প অতীত হইলেও সে ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞাতব্য পায় না, প্রকৃত প্রাপ্তব্যও পায় না।

সমাহিত; ব্রহ্মনিষ্ঠ, অপ্রমত্ত, জ্ঞানবান্, একাগ্রচিত্ত, সংযতেন্দ্রিয়, শুদ্ধবুদ্ধি লোষ্ট্রে ও কাঞ্চনে তুল্যবুদ্ধি,—এইরূপ যোগীই অক্ষয় মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন।

সম্পূর্ণ।